সচিত্র

কবিরাজি-শিক্ষা

দ্বিতীয় ভাগ

অর্থাৎ

সচিত্র

সুশ্রুত-সংহিতা।

পঞ্চদশ সংস্করণ।

(পরিবর্ত্তিত ও পরিশোধিত।)

ণ্ট মেডিক্যাল্ ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত, "প্যারিস্ কেমিক্যাল্ সোসাইটী", "সার্জ্জি
ল্ এণ্ড্ সোসাইটী" (লণ্ডন), "সোসাইটী অব্ কেমিক্যাল্ ইণ্ডাষ্ট্রী"—
লণ্ডন), "কেমিক্যাল্ সোসাইটী" (আমেরিকা) প্রভৃতি বিজ্ঞান-সভার
সদস্য, দিল্লী—"বনোয়ারিলাল আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যালয়ের" ভূতপূর্ব্ব
পরীক্ষক, এবং "সচিত্র পরিচর্য্যা-শিক্ষা," "সচিত্র ডাক্তারি-
শিক্ষা", "দ্রব্যগুণ-শিক্ষা" এবং "পাচন ও মুষ্টিযোগ"—
ও "নাড়ী-বিজ্ঞান" প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা

বিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত সম্পাদিত।

নগেন্দ্র-ষ্টিম্-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কস্,

কলিকাতা।

(১৩৩০)

থম ও দ্বিতীয় একত্র দুই ভাগের মূল্য ৩॥০ সাড়েতিন টাকা মাত্র।

কলিকাতা,

১৭ নং লোয়ার চিৎপুর রোড,

নগেন্দ্র-ষ্টিম্-প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত

এবং

১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড হইতে

শ্রীশক্তিপদ সেন কবিরাজ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সূচনা।

আর্য্যগণের আ... চিকিৎসা-জগতের প্রাচীনতম ও শ্রেষ্ঠতম রত্ন। যখন জগতের অন্যান্য দেশ অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল, রোগের কঠোর যাতনায়, এবং মহামারীর লোকক্ষয় প্রভাবে নিপীড়িত হইয়া, যখন মিশর, ব্যাবিলন্ প্রভৃতি দেশের অধিবাসিগণ নিতান্ত নিরুপায়ভাবে শমনের আতিথ্য স্বীকার করিত, সেই প্রাচীনতম কালেও ভারতে আয়ুর্ব্বেদের চরমোৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। জগতের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদেও আমরা হৃদ্‌রোগ, হরিমাণ-রোগ, শ্বেতিরোগ, কুষ্ঠরোগ প্রভৃতি পীড়ার উল্লেখ দেখিতে পাই *। ঋগ্বেদের একস্থলে লিখিত আছে, খেলের স্ত্রী বিশপলার একটী পা যুদ্ধে ছিন্ন হইলে, অশ্বিনীকুমারদ্বয় রাত্রির মধ্যে তাঁহাকে লৌহময়ী জঙ্ঘা পরাইয়া দিয়াছিলেন। এইসকল বিষয়ের পর্য্যালোচনা করিলে, স্পষ্ট: বুঝা যায়, ঋগ্বেদের সময়েও ভারতে কায়-চিকিৎসা ও শল্য-চিকিৎসা বিশেষরূপে উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল। কিন্তু সে সময়ে কোন নির্দ্দিষ্ট বা নিয়মিত চিকিৎসা-শাস্ত্র ছিল না। সুশ্রুতের সূত্রস্থান—প্রথম অধ্যায়ে আয়ুর্ব্বেদ—অথর্ব্ববেদের উপাঙ্গ এবং ব্রহ্মার মুখনিঃসৃত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্মা প্রজাপতিকে, প্রজাপতি অশ্বিনীকুমারকে, অশ্বিনীকুমার ইন্দ্রকে, এবং ইন্দ্র মহর্ষিদিগকে এই আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দিয়াছিলেন। অথর্ব্ববেদের গর্ভোপ-

---

* "হৃদ্‌রোগং মম সূর্য্য হরিমাণং চ নাশয়।"

ঋগ্বেদ ১ম, ৫০ সূক্ত।

সায়ণ ইহার টীকায় বলিতেছেন,—"হৃদ্‌রোগং হৃদয়গতং আন্তরং রোগং হরিমাণং শরীরগতং কান্তিহরণশীলরোগম্।"

ঋগ্বেদে বর্ণিত আছে, প্রস্কন্ন মুনি সূর্য্যকে স্তবস্তুতি দ্বারা প্রসন্ন করায় দিবাকর তাঁহার রোগ আরাম করিয়াছিলেন। কাক্ষীবানের কন্যা ব্রহ্মবাদিনী ঘোষা কুষ্ঠরোগে আক্রান্তা হইয়াছিলেন, সেই জন্য বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্তও তাঁহার বিবাহ হয় নাই; পরে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের কৃপায় তিনি কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্ত হইয়া পতিলাভ করিয়াছিলেন।

ঋগ্বেদ ১ম ১১৭ সূক্ত।

"সদ্যো জঙ্ঘামায়সীং বিশপলায়ৈ ধনেহিতে সর্ত্তবে প্রত্যধত্ত।"

ঋগ্বেদ ১ম ১১৬ সূক্ত

নিষৎ ও শারীরোপনিষদে আয়ুর্ব্বেদের সামান্য বিবরণও পাওয়া যায়; সুতরাং অতি প্রাচীনকালেই যে ভারতে আয়ুর্ব্বেদ রচিত হইয়াছিল, তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে।

সুশ্রুতের সূত্রস্থানের প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, স্বয়ম্ভু প্রজাসৃষ্টির পূর্ব্বে অধ্যায় সহস্রে বিভক্ত এবং লক্ষশ্লোকসম্পন্ন আয়ুর্ব্বেদ রচনা করিয়াছিলেন। * ইহাতে বোধ হইতেছে, চরক ও সুশ্রুতের পূর্ব্বে বৈদিক ভাষায় চিকিৎসা-শাস্ত্র ছিল; হয়ত চরক ও সুশ্রুত প্রভৃতির আবির্ভাবকালে সেই প্রাচীনতম গ্রন্থ একেবারে লুপ্ত হইয়াছিল, অথবা ইঁহারা তাহারই সংস্কার করিয়া প্রত্যেকে স্বতন্ত্র গ্রন্থের রচনা করিয়াছিলেন। সেই সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে চরক-সংস্কৃত গ্রন্থ—চরক-সংহিতা, এবং সুশ্রুত-সংস্কৃত গ্রন্থ— সুশ্রুত সংহিতা নামে অভিহিত। তন্মধ্যে সুশ্রুত-সংহিতাই আমাদের আলোচ্য; সেই জন্য এখন আমরা তাহারই আলোচনা করিব।

সুশ্রুত-সংহিতা মহর্ষি সুশ্রুতের নামে প্রসিদ্ধ। এখানে দেখিতে হইবে—সেই সুশ্রুত কে? সুশ্রুতের প্রথম অধ্যায়ে লিখিত আছে,—"ভগবন্তমমরবরমৃষিগণপরিবৃতমাশ্রমস্থং কাশিরাজং দিবোদাসং ধন্বন্তরিমৌপধেনববৈতরণৌরভ্র-পৌষ্কলাবতকরবীর্য্যগোপুররক্ষিত-সুশ্রুতপ্রভৃতয় ঊচুঃ।" অর্থাৎ অমরশ্রেষ্ঠ ভগবান ধন্বন্তরি যখন কাশিরাজ দিবোদাস রূপে অবতীর্ণ হইয়া, বানপ্রস্থাশ্রমে মহর্ষিগণ-পরিবৃত হইয়া উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে ঔপধেনব, বৈতরণ, ঔরভ্র, পৌষ্কলাবত, করবীর্য্য, গোপুররক্ষিত, সুশ্রুত প্রভৃতি বলিলেন।" ইহাতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, সুশ্রুত ভগবান ধন্বন্তরির নিকট আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়াছিলেন, এবং এই ধন্বন্তরি—কাশিরাজ দিবোদাস।

ঋগ্বেদে এক দিবোদাসের নাম দেখিতে পাই; কিন্তু সেই দিবোদাসই যে কাশিরাজ ধন্বন্তরি, উক্ত বেদে তাহার যথেষ্ট বিবরণ পাওয়া যায়। বিষ্ণুপুরাণে আর এক দিবোদাসের নামোল্লেখ আছে:—

কাশ্যস্য কাশীরাজঃ তস্য দীর্ঘতমা পুত্রোঽভূৎ। ধন্বন্তরিস্তু দীর্ঘতমসোঽভূৎ। স চ নারায়ণেন বরং দত্তঃ। কাশিরাজ-গোত্রে অবতীর্য্য অষ্টধা সম্যগায়ুর্ব্বেদং

* "ইহ খল্বায়ুর্ব্বেদো নাম যদুপাঙ্গমথর্ব্ববেদস্যানুৎপাদ্যৈব প্রজাঃ শ্লোকশতসহস্রমধ্যায়-সহস্রঞ্চ কৃতবান্ স্বয়ম্ভুঃ।"

করিষ্যসি, যজ্ঞভাক্ ত্বং ভবিষ্যসীতি। তস্য চ ধন্বন্তরেঃ পুত্রঃ কেতুমান্ কেতুমতো ভীমরথঃ। তস্যাপি দিবোদাস ইতি।”

অর্থাৎ কাশ্যের পুত্র কাশিরাজ, কাশিরাজের পুত্র দীর্ঘতমা, দীর্ঘতমার পুত্র ধন্বন্তরি; ধন্বন্তরি ক্ষীরসাগরে জন্মিবার সময় নারায়ণের নিকট এই বর পাইয়াছিলেন যে, তুমি কাশিরাজগোত্রে অবতীর্ণ হইয়া অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ রচনা করিবে এবং যজ্ঞাংশভাগী হইবে। সেই ধন্বন্তরির পুত্র কেতুমান, কেতুমান হইতে ভীমরথ এবং ভীমরথ হইতে দিবোদাস উদ্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতেও এই সম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ প্রকটিত আছে :—

দ্বিতীয়ে দ্বাপরে প্রাপ্তে সৌনহত্রিঃ স কাশিরাট্।
পুত্রকামস্তপস্তেপে ধন্বো দীর্ঘং মহত্তদা॥
তস্য গেহে সমুৎপন্নো দেবো ধন্বন্তরিস্তদা॥
কাশীরাজো মহারাজঃ সর্ব্বরোগপ্রণাশনঃ॥
আয়ুর্ব্বেদং ভরদ্বাজাৎ প্রাপ্যেহ স ভিষক্‌ক্রিয়ম্।
তমষ্টধা পুনর্ব্যস্য শিষ্যেভ্যো প্রত্যপাদয়ৎ॥

অর্থাৎ দ্বিতীয় দ্বাপরযুগ উপস্থিত হইলে, কাশীরাজ সৌনহত্রি পুত্রকামনায় দীর্ঘকাল উৎকট তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার গৃহে সর্ব্বরোগনাশন ভগবান্ ধন্বন্তরি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি (ধন্বন্তরি) মহর্ষি ভরদ্বাজের নিকট আয়ুর্ব্বেদ লাভ পূর্ব্বক পুনরায় তাহা ৮ আটভাগে বিভক্ত করিয়া, শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন।

ধন্বন্তরি স্বয়ং দিবোদাস কি না, এস্থলে তাহা জানা গেল না; কিন্তু উক্ত পুরাণেই নিম্নলিখিত শ্লোকে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে :—

বিশ্বামিত্রো মুনিস্তেষু পুত্রং সুশ্রুতমুক্তবান্।
বৎস! বারাণসীং গচ্ছ ত্বং বিশ্বেশ্বরবল্লভাম্॥
তত্র নাম্না দিবোদাসঃ কাশীরাজোঽস্তি বাহুজঃ।
স হি ধন্বন্তরিঃ সাক্ষাদায়ুর্ব্বেদবিদাং বরঃ॥
পিতুর্ব্বচনমাকর্ণ্য সুশ্রুতঃ কাশিকাং গতঃ।
তেন সার্দ্ধং সমধ্যেতুং মুনিসূনুশতং যযৌ॥

অর্থাৎ মহর্ষি বিশ্বামিত্র স্বীয় পুত্র সুশ্রুতকে কহিলেন, "বৎস! ভগবান বিশ্বেশ্বরের প্রিয়পুরী কাশীতে গমন কর। তথায় ক্ষত্রিয় কাশিরাজ দিবোদাস বিরাজ করিতেছেন। তিনি আয়ুর্ব্বেদবিদ্গণের শ্রেষ্ঠ ও ধন্বন্তরি নামে প্রসিদ্ধ। পিতার বাক্যশ্রবণে সুশ্রুত কাশীনগরীতে গমন করিলেন; তাঁহার সহিত একত্র অধ্যয়ন করিবার জন্য আরও একশত মুনিপুত্র তাঁহার অনুগামী হইলেন।

এক্ষণে স্পষ্টই বুঝা গেল, কাশীরাজ দিবোদাসই ধন্বন্তরি নামে প্রসিদ্ধ। বিষ্ণুপুরাণে দিবোদাস ধন্বন্তরিপৌত্র বলিয়া কথিত আছে, ইহাতে বোধ হয় তিনি দ্বিতীয় দিবোদাস। ধন্বন্তরি সম্বন্ধে আলোচনা শেষ করিয়া, এক্ষণে সুশ্রুত সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিব। পূর্ব্বে বলা হইল, সুশ্রুত মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পুত্র, পিতার আদেশে তিনি কাশীতে গমন করিয়া, বানপ্রস্থাশ্রমাবলম্বী দিবোদাস ধন্বন্তরির নিকট আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়াছিলেন। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, যে বিশাল চিকিৎসা-গ্রন্থ সুশ্রুত-সংহিতা নামে প্রসিদ্ধ, স্বয়ং সুশ্রুত তাহার প্রণেতা কি না? কিংবদন্তী আছে, সুশ্রুতের রচয়িতা বোধিসত্ত নাগার্জ্জুন। আচার্য্য জেজ্জট, গয়দাস ও ডল্লন—সুশ্রুতের তিনজন প্রধান ও প্রাচীন টীকাকার। চক্রপাণিদত্তও অন্যতম টীকাকার বলিয়া প্রসিদ্ধ; কিন্তু ইনি তত প্রাচীন নহেন। জেজ্জট ও গয়দাসের মত অবলম্বন করিয়া ডল্লন, মহাত্মা নাগার্জ্জুনকে সুশ্রুতের প্রতিসংস্কর্ত্তা বলিয়াছেন। একটী প্রতিজ্ঞা-সূত্র অবলম্বন করিয়া আচার্য্য ডল্লন এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। সেই সূত্রটী এই :—

"যথোবাচ ভগবান্ ধন্বন্তরিঃ সুশ্রুতায়—"

ডল্লন ইহার টীকায় বলিতেছেন, "ইদং প্রতিসংস্কর্ত্তৃসূত্রং; যত্র যত্র পরোক্ষ-লিট্প্রয়োগঃ, তত্র তত্রৈব প্রতিসংস্কর্ত্তৃসূত্রং জ্ঞাতব্যং। প্রতিসংস্কর্ত্তাপীহ নাগার্জ্জুন এব।"

অর্থাৎ "এই সূত্রটীকে প্রতিসংস্কর্ত্তৃসূত্র বলা যায়, এবং যে যে স্থলে বিধেয়তা অর্থাৎ অন্যের মত অবলম্বনে বাক্যপ্রয়োগ করা হইবে, সেই সেই স্থলে প্রতিসংস্কর্ত্তৃসূত্র বুঝিতে হইবে। এস্থলে নাগার্জ্জুনই প্রতিসংস্কর্ত্তা। ডল্লনের এই মত অভ্রান্ত কি না, তাহা স্থির করা সুকঠিন; কেন না, ইহাদের সমর্থক বা

পরিপোষক মত আমরা অদ্যাপি পাই নাই ; তবে অগ্নিবেশের রচিত আয়ুর্ব্বেদ-গ্রন্থের চরক যেমন প্রতিসংস্কর্ত্তা, সেইরূপ সুশ্রুতের রচিত গ্রন্থের যে একজন প্রতিসংস্কর্ত্তা ছিলেন, তাহা স্পষ্ট প্রমাণিত হইতে পারে। এস্থলে একটীমাত্র উদাহরণ প্রকটিত হইল :—

"ধন্বন্তরিং সর্ব্বভূতাং বরিষ্ঠমমৃতোদ্ভবং চরণাবুপসংগৃহ্য সুশ্রুতঃ পরিপৃচ্ছতি।"

সুশ্রুতের নিদানস্থানে প্রথম অধ্যায়ে এই শ্লোকটী দেখা যায় ; ইহার অর্থ—অমৃতের আকর ধার্ম্মিকবর ধন্বন্তরির চরণযুগল স্পর্শ করিয়া সুশ্রুত জিজ্ঞাসা করিতেছেন। এই শ্লোকটী ধন্বন্তরিরও নহে, সুশ্রুতেরও নহে,—কোন তৃতীয় ব্যক্তির। সেই তৃতীয় ব্যক্তি যে কে, তাহাও ঠিক বলা দুষ্কর। তবে ডল্লনের মতই বিশেষ প্রসিদ্ধ ; সেই জন্য অনেকে সেই মতেরই পোষকতা করেন।

এক্ষণে আমার নিজের এই সামান্য অনুবাদ-গ্রন্থ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিয়া প্রস্তাবের পরিসমাপ্তি করিব। চরক-সংহিতা যেমন কায়-চিকিৎসা নামে প্রসিদ্ধ, সুশ্রুত-সংহিতা সেইরূপ শল্য-চিকিৎসা নামেই পরিচিত। পুনর্ব্বসুর শিষ্যগণ কায়-চিকিৎসক-সম্প্রদায়ভুক্ত; দিবোদাসের শিষ্যগণ শল্য-চিকিৎসক-সম্প্রদায়ভুক্ত। এই জন্য শল্য-চিকিৎসকগণ প্রাচীনকালে ধন্বন্তরি-সম্প্রদায় নামে আখ্যাত হইতেন। স্বয়ং চরক স্বপ্রণীত সংহিতায় চিকিৎসিত-স্থানে গুল্মাধিকারে বলিয়াছেন—

"অত্র ধান্বন্তরীয়াণামধিকারঃ ক্রিয়াবিধৌ বৈদ্যানাং কৃতযোগ্যানং বাধে শোধনরোপণে।"

প্রাচীন আর্য্য-চিকিৎসকগণ শল্য-চিকিৎসায় যে চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন, সুশ্রুত-সংহিতা পাঠ করিলে তাহার যাথার্থ্য সম্যক্ উপলব্ধ হয়। চব্বিশ-প্রকার স্বস্তিক-যন্ত্র, কুড়িপ্রকার নাড়ী-যন্ত্র, আটাশপ্রকার শলাকা-যন্ত্র ও পঁচিশপ্রকার উপযন্ত্রাদির যে বিবরণ, ক্রিয়া ও প্রতিকৃতি প্রকটিত হইয়াছে, পাশ্চাত্য কোন শল্যতন্ত্রে (Surgery) তাহার অনুরূপ বিবরণ পাওয়া যায় না। এতদ্ব্যতীত ছেদন, লেখন, ভেদন, বিস্রাবণ, বাধন, আহরণ, এষণ, ও সীবন প্রভৃতি কার্য্যের জন্য মণ্ডলাগ্র, বৃদ্ধিপত্র প্রভৃতি যে বিংশতি-প্রকার অস্ত্রের বিবরণ ও প্রতিকৃতি সন্নিবেশিত হইয়াছে এবং নানাপ্রকার বন্ধন সম্বন্ধে যেসকল উপদেশ প্রকটিত হইয়াছে, তাহা অতীব বিস্ময়কর। শল্য-চিকিৎসার জন্য যে এত অস্ত্রশস্ত্র ও যন্ত্রাদি ব্যবহৃত হইতে পারে, এরিক্সন-

প্রণীত অত্যুন্নত ইংরাজী সাজ্জারী পাঠ করিয়াও তাহা আমি ধারণা করিতে পারি নাই। সুশ্রুত-সংহিতা পাঠে আমার সেই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে। পাশ্চাত্য-সাৰ্জ্জারী গ্রন্থে ছেদ, ভেদ, দারণ, ব্রণ, অভিঘাত, ক্ষত, বিসর্প প্রভৃতি ব্যাধি সম্বন্ধেই শল্য-চিকিৎসার বিবরণাদি পাওয়া যায়; কিন্তু জ্বর-বিকার, শিরঃপীড়া, প্লীহা, যকৃৎ, হলীমক প্রভৃতি কায়-চিকিৎসার অধিকারভুক্ত ব্যাধিও যে, শল্য-তন্ত্রের বিধানানুসারে প্রশমিত হইতে পারে, এরূপ ধারণা শল্যতন্ত্রের প্রধান বিকাশক্ষেত্র ইউরোপেও অদ্যাপি উদ্ভূত হয় নাই। কিন্তু বহুসহস্র বৎসর পূর্ব্বে মহর্ষি সুশ্রুত প্রায় সকলপ্রকার ব্যাধিরই শল্যচিকিৎসা সম্বন্ধে যাহা বলিয়া ও দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতে হয়। সেই সকল শস্ত্র-চিকিৎসাসাধ্য ব্যাধির বিবরণ এবং শস্ত্রসমুদায়ের প্রযোজ্যতা ও প্রয়োগ সাধারণের সম্মুখে স্থাপন করিবার জন্যই আমি এই গ্রন্থে সুশ্রুতের অন্যান্য তন্ত্র অপেক্ষা প্রথমে শল্যতন্ত্রেরই বিস্তৃতরূপে আলোচনা করিয়া, তৎপরে অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা করিয়াছি। শস্ত্রসাধ্য ব্যাধিসমূহের স্ফুটীকরণের নিমিত্ত যথাস্থানে নানাবিধ চিত্রও প্রকটিত হইয়াছে।

এস্থলে একথা বলা আবশ্যক যে, প্রধানতঃ আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রোক্ত শল্যতন্ত্রেরই চরমোৎকর্ষ দেখাইবার জন্য আমি একটী নূতন পথ অবলম্বন করিয়াছি। সুশ্রুত-সংহিতায় রোগসমূহের বিবরণ, নিদান, চিকিৎসা ও ফলোদয় প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে লিখিত আছে। আমি স্থান ও অধ্যায় বিভাগের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক, সেইসকল বিষয়ের সমন্বয় সাধন করিয়া, এক স্থানে সম্পূর্ণ অবয়বে সন্নিবেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমার সেই চেষ্টা ফলবতী হইয়াছে কি না, শাস্ত্রদর্শী সুধীগণ তাহার বিচার করিবেন। ফল কথা, এই কঠোর ব্যাপারের সংসাধনে আমি আদ্যন্ত একমাত্র বিশ্বের বরেণ্য মহর্ষি সুশ্রুতেরই মতানুসরণ করিয়াছি। এইরূপ ত্রিকালদর্শী মহাত্মার পদাঙ্কের অনুসরণে মাদৃশ হীন ব্যক্তির যদি পদস্খলন হইয়া থাকে, গুণগ্রাহী পাঠক মহোদয় তাহা হইলে তাহা দেখাইয়া দিয়া আমাকে বাধিত করিবেন। ভবিষ্যতে আমি তাহার সংশোধনে সচেষ্ট হইব। ইতি—

২রা ভাদ্র,
সন ১৩০৭ সাল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজ।

সূচীপত্র।

—:০:—

সূত্রস্থান।

বিষয়। পত্রাঙ্ক।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

বিষয়।	পত্রাঙ্ক।

চিকিৎসা সূত্র।

প্রথম অধ্যায়।

অগোপহরণীয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

(যন্ত্র-প্রয়োগাদি।)

তৃতীয় অধ্যায়।

(শস্ত্রাবচরণ)

চতুর্থ অধ্যায়।

(কর্ম্মাভ্যাস)

পঞ্চম অধ্যায়।

(বিশাখানুপ্রবেশ)

বিষয়।	পত্রাঙ্ক।
দশম অধ্যায়।	
দোষ, ধাতু ও মলের ক্ষয় ও বৃদ্ধি বিজ্ঞান	

বিষয়।	পত্রাঙ্ক।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

অষ্টবিধ শস্ত্রকর্ম্ম।

বিংশ অধ্যায়।

প্রনষ্ট শল্য বিজ্ঞান।

একবিংশ অধ্যায়।

শল্যের উদ্ধার।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

বিপরীতাবিপরীত ব্রণ-বিজ্ঞান।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

(দূত, শকুন ও স্বপ্ন নিদর্শন)

একাদশ অধ্যায়।

(বৃদ্ধিরোগের চিকিৎসা)

দ্বাদশ অধ্যায়।

(মূঢ়গর্ভরোগের চিকিৎসা।)

কল্পস্থান।

প্রথম অধ্যায়।

(বিষ বিজ্ঞান)

দ্বিতীয় অধ্যায়।

(সর্পাদির বিষ-বিজ্ঞান।)

তৃতীয় অধ্যায়।

(সর্পদংশনের বিষ-বিজ্ঞান।)

চতুর্থ অধ্যায়।

(সর্পদংশনের চিকিৎসা)

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ক্ষুদ্ররোগ-চিকিৎসা।

সপ্তম অধ্যায়।

শোথ-চিকিৎসা।

অষ্টম অধ্যায়।

মুখরোগ-চিকিৎসা।

নবম অধ্যায়।

নেত্ররোগ-চিকিৎসা।

উনবিংশ অধ্যায়।

শূলরোগ-চিকিৎসা।

বিংশ অধ্যায়।

হৃদ্রোগ চিকিৎসা।

একবিংশ অধ্যায়।

পাণ্ডুরোগ-চিকিৎসা।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

রক্তপিত্ত চিকিৎসা।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

মূর্চ্ছারোগ-চিকিৎসা।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

হিক্কা ও শ্বাস-চিকিৎসা।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

কাস-চিকিৎসা।

চিত্রের সূচী।

সূচীপত্র সমাপ্ত।

সুশ্রুত-সংহিতা।

সূত্রস্থান।

প্রথম অধ্যায়।

আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি।

ব্রহ্মা, প্রজাপতি, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ইন্দ্র, ধন্বন্তরি ও সুশ্রুত প্রভৃতিকে নমস্কার। ভগবান্ ধন্বন্তরি স্বীয় শিষ্য সুশ্রুতকে আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, অধুনা তাহাই ব্যাখ্যা করিব।

অমরশ্রেষ্ঠ ভগবান্ কাশীরাজ দিবোদাস ধন্বন্তরি বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বনপূর্ব্বক ঋষিগণ-পরিবৃত হইয়া স্বীয় আসনে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে ঔপধেনব, বৈতরণ, ঔরভ্র, পৌষ্কলাবত, করবীর্য্য, গোপুররক্ষিত ও সুশ্রুত প্রভৃতি মুনিগণ কহিলেন, "ভগবন্! শারীরিক, মানসিক, আকস্মিক ও স্বাভাবিক ব্যাধিসমূহ দ্বারা মানবগণ নানা কষ্ট ভোগ করে। সেইসকল কষ্টে ও বেদনায় উপদ্রুত হওয়াতে তাহারা সহায়-বলসম্পন্ন হইয়াও, যখন অনাথের ন্যায় রোদন করিতে থাকে, তখন তাহাদিগকে দেখিলে আমাদিগের মনে বড় কষ্ট হয়। অতএব, যাহাতে মানবগণ রোগ শোক ও জ্বালা যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া, আপনাদিগের অভীষ্ট আরোগ্যরূপ সুখ প্রাপ্ত হয়, যাহাতে তাহাদিগের প্রাণরক্ষা এবং সেইসঙ্গে আমাদের প্রাণযাত্রা নির্ব্বাহ ও প্রজাকুলের মঙ্গল হয়, সেই অশেষ-কল্যাণকর আয়ুর্ব্বেদ আপনার নিকট শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। ঐহিক ও পারত্রিক উভয়বিধ মঙ্গল এই আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের উপর নির্ভর করিতেছে; সেইজন্য তাহা শিক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে আমরা আপনার নিকট শিষ্যরূপে উপস্থিত হইয়াছি।"

তাঁহাদিগের সেই প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া ভগবান্ ধন্বন্তরি কহিলেন, "বৎসগণ! তোমাদের আগমন সুখকর হউক; তোমরা সকলেই বিদ্বান্ ও অধ্যাপনের উপযুক্ত পাত্র। এই পৃথিবীতে অথর্ব্ববেদের উপাঙ্গরূপে আয়ুর্ব্বেদ নামে যে শাস্ত্র আছে, লোকসৃষ্টির পূর্ব্বে ভগবান্ ব্রহ্মা উহা সহস্র অধ্যায়ে লক্ষ শ্লোকে প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাহার পর মানবদিগকে অল্পায়ুঃ ও অল্পমেধাঃ হইতে দেখিয়া, তিনি সেই শাস্ত্রকে পুনর্ব্বার নিম্নলিখিত আটভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; যথা— শল্যতন্ত্র, শালাক্যতন্ত্র, কায়চিকিৎসাতন্ত্র, ভূতবিদ্যা-তন্ত্র, কৌমারভৃত্য-তন্ত্র, অগদ-তন্ত্র, রসায়ন-তন্ত্র ও বাজীকরণ-তন্ত্র।

নির্ব্বচন।

—:০:—

শল্য-তন্ত্র।—বিবিধ তৃণ, কাষ্ঠ, পাষাণ, পাংশু, লৌহাদি ধাতুখণ্ড, ইষ্টকাদির অংশ, অস্থি, কেশলোমাদি ও নখ প্রভৃতি কোন কারণে শরীরে প্রবিষ্ট হইলে, এবং পূয, রক্ত, দূষিত ও বিকৃতভাবে অবস্থিত গর্ভস্থ শিশু প্রভৃতি শরীরে আবদ্ধ হইলে, উৎকট যন্ত্রণা হইতে থাকে। সেই সকল দ্রব্য শরীর হইতে বাহির করিয়া যন্ত্রণা দূর করিবার নিমিত্ত যে তন্ত্রে যন্ত্র, শস্ত্র, ক্ষার ও অগ্নি প্রস্তুত ও প্রয়োগ করিবার উপদেশ এবং নানাবিধ ব্রণরোগের নিরূপণ করিবার উপায় নিবদ্ধ আছে, তাহাই শল্যতন্ত্র নামে অভিহিত।

শালাক্য-তন্ত্র।—যে তন্ত্রে জত্রুর ঊর্দ্ধভাগস্থ অংশসমূহের অর্থাৎ কর্ণ, চক্ষু, নাসা, জিহ্বা, ওষ্ঠাধর, মুখগহ্বর প্রভৃতির পীড়ার বিবরণ ও তাহা প্রশমিত করিবার উপায় বর্ণিত আছে, তাহার নাম শালাক্য-তন্ত্র।

কায়চিকিৎসা-তন্ত্র।—যাহাতে জ্বর, অতিসার, রক্তপিত্ত, যক্ষ্মা, উন্মাদ, অপস্মার অর্থাৎ মৃগী, কুষ্ঠ ও মেহ প্রভৃতি সর্ব্বাঙ্গব্যাপী রোগসকলের বিবরণ ও প্রশমনোপায় বর্ণিত আছে, তাহাকে কায়চিকিৎসা-তন্ত্র বলা যায়।

ভূতবিদ্যা-তন্ত্র।—দেব, অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষঃ, পিতৃগণ, পিশাচ, তক্ষকাদি নাগ, সূর্য্যাদি নবগ্রহ ও স্কন্দাদি গ্রহের প্রভাবে মন আচ্ছন্ন হইলে, যে

সকল মানসিক ব্যাধি উৎপন্ন হয়, তৎসমুদায়ের প্রশমনোপায়, শান্তিকর্ম্ম, স্বস্ত্যয়নাদি এবং ঔষধরূপে রত্নাদিধারণ ও রত্নাদিদানের বিবরণ যে তন্ত্রে লিখিত আছে, তাহাকে ভূতবিদ্যা তন্ত্র কহে।

কৌমারভৃত্য-তন্ত্র।—কিরূপে সদ্যোজাত শিশুকুলকে লালন-পালন করিতে হয়, কি উপায়ে সেই শিশুকুলের পোষণার্থ বেতনভোগী ধাত্রীদের স্তন্য-দুগ্ধ সংশোধিত করিতে হয়, এবং দূষিত দুগ্ধসেবনে শিশুগণের পীড়া হইলে, অথবা স্কন্দাদি গ্রহগণের আবেশে ব্যাধি হইলে, কি উপায়ে সেই পীড়া প্রশমিত হইতে পারে, এইসকল বিষয় যাহাতে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই কৌমারভৃত্য-তন্ত্র।

অগদ-তন্ত্র।—সর্প, কীট, লূতা অর্থাৎ মাকড়শা, বিবিধপ্রকার বৃশ্চিক, মূষিক প্রভৃতি বিষবিশিষ্ট প্রাণিগণ দংশন করিলে, তাহা কোন্ প্রাণীর বিষ, যে তন্ত্রের সাহায্যে তাহা জানিতে পারা যায়, এবং সেইরূপ স্থাবর জঙ্গমাদি অন্যান্য বিষ কোন উপায়ে শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণনাশের উপক্রম করিলে, সেইসকল বিষক্রিয়া দূর করিয়া, ক্লিষ্ট জীবের প্রাণরক্ষার উপায় যে তন্ত্রে বর্ণিত আছে, তাহারই নাম অগদ-তন্ত্র।

রসায়ন-তন্ত্র।—যে তন্ত্রে মানবের বয়ঃস্থাপনের, অর্থাৎ চিরকাল যুবার ন্যায় বলিষ্ঠ ও নীরোগ থাকিবার, এবং পরমায়ুঃ, মেধা, বল প্রভৃতি বৃদ্ধি করিবার উপায় লিখিত আছে, তাহাই রসায়ন-তন্ত্র নামে অভিহিত।

বাজীকরণ-তন্ত্র।—শুক্রক্ষয় হইলে, অথবা শুক্রের অল্পতা ঘটিলে, কিংবা তাহা শুষ্ক, বিকৃত বা দূষিত হইয়া পড়িলে, তাহার বৃদ্ধি, উন্নতি, পরিপুষ্টি, অথবা দোষনাশের উপায় যে তন্ত্রে লিখিত হইয়াছে, এবং যে তন্ত্রসাহায্যে দুর্ব্বল-শরীরে বলবৃদ্ধিসাধন, স্ত্রীসহবাসে শক্তিলাভ ও অসুস্থচিত্তকে প্রফুল্ল করিতে পারা যায়, তাহাকেই বাজীকরণ-তন্ত্র কহে।

অনন্তর ধন্বন্তরি পুনর্ব্বার কহিলেন—"এক্ষণে কাহাকে কি উপদেশ দিব?"

তদনুসারে তাঁহার শিষ্যগণ উত্তর করিলেন, "আমরা সকলেই অগ্রে শল্য-তন্ত্র শিক্ষা করিতে অভিলাষী; অতএব ভগবান্, তাহা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের সমস্তই শিক্ষা প্রদান করুন।"

প্রতিজ্ঞা।—ভগবান্ ধন্বন্তরি "এবমস্তু" অর্থাৎ এইরূপই হউক বলিয়া শিক্ষাদানে উদ্যত হইলে, তাঁহার শিষ্যগণ পুনর্ব্বার কহিলেন; "আমাদের সকলেরই

একমত; আমাদের অভিপ্রায়মত সুশ্রুত আপনাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিবেন, আপনি ইহাকে তাহাই উপদেশ করুন; তাহা হইলে আমরা সকলে একাগ্রমনে তাহা শ্রবণ করিব।"

নির্ব্বচন।—ভগবান্ ধন্বন্তরি "তাহাই হইবে" বলিয়া সুশ্রুতকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতে আরম্ভ করিলেন, "বৎস সুশ্রুত! ইহ জগতে রোগীর রোগ-মোচন এবং অরোগীর স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখাই আয়ুর্ব্বেদের প্রয়োজন। শরীর, ইন্দ্রিয়, সত্ত্ব ও আত্মার একত্র সমাবেশকে আয়ুঃ বলে। এই আয়ুর বিষয় যে শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, তাহারই নাম আয়ুর্ব্বেদ। অথবা যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে পরমায়ুর বা জীবিতকালের বিষয় জানা যায়, তাহাকে আয়ুর্ব্বেদ বলা যায়। কিংবা যে শাস্ত্রে অভিজ্ঞতালাভ করিয়া আয়ুসম্বন্ধে হিতাহিত বিচার করা যাইতে পারে, বা যে শাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে চলিলে দীর্ঘায়ুঃ লাভ করা যায়, তাহাই আয়ুর্ব্বেদ।

শল্য-তন্ত্রের প্রাধান্য।—আয়ুর্ব্বেদের পূর্ব্বোক্ত আটটী অঙ্গের মধ্যে শল্য-তন্ত্রই শ্রেষ্ঠ; কেন না, ইহাদ্বারা শীঘ্র ফললাভ করিতে পারা যায়; এবং যন্ত্র, শস্ত্র, ক্ষার ও অগ্নি প্রস্তুত করিবার উপদেশ ইহাতে আছে। এই শল্য-তন্ত্রে পাণ্ডিত্য থাকিলে, পুণ্য, স্বর্গ, যশঃ, অর্থ ও আয়ুঃ লাভ করিতে পারা যায়। আগম, প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, এই চারিপ্রকার প্রমাণের অবিরুদ্ধ অষ্টাঙ্গ-বিশিষ্ট সমগ্র আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠতম অংশ শল্য-তন্ত্র সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছি, তোমরা শিক্ষা কর। এই শল্য-তন্ত্রের সাহায্যেই সর্ব্বপ্রথম অভিঘাতজনিত ব্রণের উপশম এবং যজ্ঞের ছিন্ন মস্তক পুনর্ব্বার সংলগ্ন হইয়াছিল; এইজন্য ইহা আয়ু-র্ব্বেদের অন্যান্য অঙ্গ অপেক্ষা প্রধানতম ও আদিভূত। শুনা যায়, দেবদেব রুদ্র পুরাকালে যজ্ঞের অর্থাৎ যজ্ঞসম্ভূত মূর্ত্তিমান্ দৈবতের শিরশ্ছেদন করিয়াছিলেন। তাহাতে দেবগণ অনন্যোপায় হইয়া, স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের নিকট যাইয়া বলিলেন, "হে ভগবদ্‌যুগল! আপনারা আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অতএব যজ্ঞের ছিন্ন মস্তক পুনঃসংলগ্ন করিয়া দেওয়া আপনাদেরই কর্ত্তব্য।" দেবগণের ঐ কথা শুনিয়া, অশ্বিনীকুমারদ্বয় "তাহাই হইবে" বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। অনন্তর দেবগণ অশ্বিনীকুমারযুগলের জন্য যজ্ঞভাগ হেতু দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রসন্ন করিলেন এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়ও অমরগণের প্রার্থনানুসারে যজ্ঞের ছিন্নমস্তক শরীরের

যথাস্থানে পুনর্ব্বার সংযুক্ত করিয়াছিলেন। প্রথমে ব্রহ্মা এই আয়ুর্ব্বেদ বর্ণন করেন। তাহার নিকট প্রজাপতি, প্রজাপতির নিকট অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং অশ্বিনীকুমারযুগলের নিকট ইন্দ্র, ইহা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইন্দ্রের নিকট আমি শিক্ষা করিয়াছি। এক্ষণে প্রজাকুলের মঙ্গলার্থ আমি শিক্ষার্থীদিগকে ইহা শিখাইব।

অহং হি ধন্বন্তরিরাদিদেবো জরারুজামৃত্যুহরোঽমরাণাম্।
শল্যাঙ্গমঙ্গৈরপরৈরুপেতং প্রাপ্তোঽস্মি গাং ভূয় ইহোপদেষ্টুম্॥

আমিই আদিদেব ধন্বন্তরি অর্থাৎ প্রাণিগণের রোগনাশ করিবার নিমিত্ত আমিই প্রথম আবির্ভূত হইয়াছি। আমাদ্বারাই দেবগণ জরা, রোগ ও মরণ হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া অমর হইয়াছেন। এক্ষণে শল্য ও শালাক্যাদি তন্ত্র বহুলরূপে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত, এই পৃথিবীতে পুনর্ব্বার আমি মানবরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছি।

ভূতাত্মক দেহ।—পঞ্চমহাভূত ও জীবাত্মার সম্মিলনে যে সচেতন স্থূলদেহের উৎপত্তি হয়, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে সেই স্থূলপুরুষই পুরুষনামে অভিহিত। যেহেতু, সেই পুরুষই ব্যাধির আধার, সুতরাং তাহারই চিকিৎসা হইয়া থাকে। সাধারণতঃ লোক দুইপ্রকার—স্থাবর ও জঙ্গম। বৃক্ষ, লতা, তৃণগুল্মাদি স্থাবর; এবং মনুষ্য, পশু, কীট ও পতঙ্গ প্রভৃতি যাহারা গমনাগমন করিতে পারে, তাহাদিগকে জঙ্গম বলা যায়। স্থাবরজঙ্গমাত্মক এই দুইটী লোক, উষ্ণ ও শীত গুণভেদে আবার আগ্নেয় ও সৌম্য দুইভাগে বিভক্ত। এতদ্ব্যতীত ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ, এই পঞ্চমহাভূতের আধিক্য অনুসারে উহাদিগকে পাঁচ প্রকারে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

পঞ্চমহাভূত ও জীবাত্মার সম্মিলনে যে সচেতন স্থূলদেহের উৎপত্তি হয় স্বেদজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ, ও জরায়ুজ ভেদে তাহা চারিপ্রকার। ইহাদের মধ্যে মনুষ্যজাতিই চিকিৎসাকার্য্যে প্রধান আশ্রয়। অন্যান্য স্থাবর জঙ্গমাদি চিকিৎসার উপকরণমাত্র।

ব্যাধি।—জীবগণের দুঃখ বা ক্লেশের সংযোগকে ব্যাধি বলা যায়। ব্যাধি চারিপ্রকার—আগন্তুক, শারীরিক, মানসিক ও স্বাভাবিক। শরীরে কোন প্রকার অভিঘাত হইলে, অর্থাৎ শস্ত্র, মুষ্টি লোষ্ট্র, যষ্টি প্রভৃতির আঘাত লাগিলে,

আগন্তুক ব্যাধি উৎপন্ন হয়। ভক্ষ্য ও পানীয় দ্রব্যের দোষে এবং বায়ু, পিত্ত, কফ, শোণিত ও তাহাদের সান্নিপাতের বিকারে শারীরিক ব্যাধি জন্মে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মাৎসর্য্য, ঈর্ষা, ভয়, দৈন্য, হর্ষ ও শোকাদি হইতে মানসিক ব্যাধি উদ্ভূত হয়; আর ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, জরা ও মৃত্যু প্রভৃতি স্বাভাবিক ব্যাধি।

ঔষধ। উক্ত চারিপ্রকার ব্যাধি শরীর ও মনকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়। সংশোধন অর্থাৎ বমন বিরেচনাদি, সংশমন অর্থাৎ পাচনাদি, আহার অর্থাৎ পেয়াদি এবং আচার অর্থাৎ শান্তিকর্ম্ম প্রভৃতি দ্বারা ঐ সকল পীড়ার প্রশমন হয়।

আহার।—আহার দ্বারাই প্রাণিগণ দেহে বল, বর্ণ ও তেজঃ লাভ করিয়া থাকে। আহার ছয়টী রসের অধীন। সেই ছয় রস—কটু, তিক্ত, কষায়, মধুর, অম্ল ও লবণ। দ্রব্যসমূহে এই ছয় রস পাওয়া যায়।

স্থাবর ও জঙ্গম।—দ্রব্য সাধারণতঃ দুইপ্রকার—স্থাবর ও জঙ্গম। ইহার মধ্যে স্থাবর আবার চারিপ্রকার—বনস্পতি, বৃক্ষ, বীরুধ, ও ওষধি। যেসকল বৃক্ষের পুষ্প না হইয়া ফল হয়, তাহারা বনস্পতি; যাহাদের ফুল ও ফল উভয়ই হয় তাহারা বৃক্ষ; লতা বা একত্রীভূত গুচ্ছ গুচ্ছ তৃণসমূহকে বীরুধ বলা যায়; এবং ফল পাকিলে যেসকল গাছ মরিয়া যায়, তৎসমুদায়ের নাম ওষধি। জঙ্গমও চারিপ্রকার—জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, ও উদ্ভিজ্জ। মনুষ্য ও পশুগণ জরায়ুমধ্যে উৎপন্ন হয়, এইজন্য তাহাদিগকে জরায়ুজ কহে। পক্ষী, সর্প, মৎস্য প্রভৃতি অণ্ড হইতে উদ্ভূত হয়,—এইজন্য তাহারা অণ্ডজ নামে অভিহিত। সকলপ্রকার জীবের মৃতদেহ ও মলাদি পরিপাক পাইলে তাহাতে একপ্রকার উষ্মা জন্মে; ঐ উষ্মাকেই স্বেদ কহে। ঐ স্বেদ হইতে কৃমি, কীট, পিপীলিকা প্রভৃতি উদ্ভূত হয়; এইজন্য উহাদিগকে স্বেদজ বলা যায়। ইন্দ্রগোপ প্রভৃতি যেসকল কীট এবং ভেক প্রভৃতি যাহারা বর্ষাকালে মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উদ্গত হয়, তাহাদিগকে উদ্ভিজ্জ জীব কহে।

প্রয়োজন।—ঔষধার্থে স্থাবর ও জঙ্গম দুইপ্রকার পদার্থই আবশ্যক। তাহার মধ্যে স্থাবর হইতে ফুল, ফল, মূল, ছাল, পাতা, কন্দ, আঠা ও রস সংগ্রহ করিতে হয়, এবং জঙ্গম হইতে রক্ত, লোম, চর্ম্ম ও নখ গ্রহণ করা প্রয়োজন। হীরা, সোণা, রূপা, মুক্তা, মনছাল প্রভৃতি পার্থিব দ্রব্যসকলও ঔষধার্থ প্রযুক্ত

হইয়া থাকে। এই সমস্ত দ্রব্যই চিকিৎসার নিমিত্ত আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত কাল, প্রবাত অর্থাৎ প্রবল বায়ু, নিবাত অর্থাৎ বায়ুশূন্যতা, রৌদ্র, ছায়া, জ্যোৎস্না, অন্ধকার, শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষাদি ঋতু, দিন, রাত্রি, পক্ষ, মাস, অয়ন ও সংবৎসর প্রভৃতিও চিকিৎসাকার্য্যে বিশেষ প্রয়োজনীয়; কারণ ইহাদের হইতেই স্বভাবতঃ বাতাদি দোষসমূহের সঞ্চয়, প্রকোপ ও প্রতিকার প্রভৃতি হইয়া থাকে।

সংখ্যাভেদ।—আগন্তুক ব্যাধি দুইপ্রকার; যথা শারীরিক ও মানসিক। ইহাদের মধ্যে শারীরিক ব্যাধির চিকিৎসা জ্বর-অতিসারাদি রোগের নিয়মানুসারে করিতে হইবে। মানসিক ব্যাধির প্রশমনার্থ সুমধুর সঙ্গীত ও বাদ্যাদির শব্দ, এবং অভিলষিত স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ও ধৈর্য্য প্রভৃতির আবশ্যক।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

শিষ্যের উপনয়ন।

শিষ্যের লক্ষণ।—আয়ুর্ব্বেদ পড়াইতে হইলে, যে নিয়মে শিষ্যের উপনয়ন করিতে হয়, তাহাই এই অধ্যায়ে বর্ণিত হইল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই ত্রিবর্ণকে দ্বিজ বলা যায়। এই তিন বর্ণের যে কোন এক বর্ণ হইতে উদ্ভূত ব্যক্তিই শিষ্য হইবার উপযুক্ত। আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষার আরম্ভেই গুরুর নিকট যাইয়া শিষ্যকে দীক্ষিত হইতে হইবে। শিষ্যের একবার উপনয়ন হইলেও, ঋক্, যজুঃ ও সাম এই বেদত্রয় অধ্যয়ন করিবার পর আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলে, গুরুর নিকট তাহার পুনর্ব্বার উপনয়ন আবশ্যক। তাহার বয়স ষোড়শ বৎসর হওয়া উচিত। সে শুচি, শুদ্ধবংশজাত ধীর, সহিষ্ণু, মেধাবী, বিনয়ী, শ্রুতিধর, সুমিষ্টভাষী, প্রতিপত্তিশালী ও বীরভাবাপন্ন হইবে। তাহার জিহ্বা ও ওষ্ঠ তনু অর্থাৎ পাতলা, দন্তাগ্র সূক্ষ্ম, মুখ ও নাসা

ঋজু, চক্ষু প্রশান্ত, এবং চিত্ত, বাক্য ও চেষ্টা প্রসাদগুণবিশিষ্ট হইবে। শিষ্য ক্লেশসহিষ্ণু ও গুরুভক্ত হইবে। এসকল গুণে যে শিষ্য অলঙ্কৃত থাকিবে, গুরু তাহাকেই আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দিবেন।

উপনয়ন।—শুভ তিথি, নক্ষত্র ও মুহূর্ত্তে, প্রশস্তদিকে, অর্থাৎ পূর্ব্ব ও উত্তরদিকে, পবিত্র ও সমতল ক্ষেত্রে, চারিকোণবিশিষ্ট এবং দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে চারিহস্তপরিমিত বেদী নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে গোময় লেপন পূর্ব্বক তাহার উপর কুশ বিস্তার করিতে হইবে। তাহার পর পুষ্প, লাজ (খৈ), অন্ন ও রত্ন দ্বারা দেবতাদিগের পূজা করিয়া, বিপ্র ও ভিষক্‌গণের অভিষেক করিবেন। অনন্তর কুশাস্তীর্ণ ক্ষেত্রে উদ্ধরেখা টানিয়া জলসেচন পূর্ব্বক, কুশনির্ম্মিত ব্রাহ্মণকে স্বীয় দক্ষিণভাগে এবং সম্মুখে অগ্নি স্থাপন করিয়া, খদির, পলাশ দেবদারু ও বিল্ব, অথবা বট, অশ্বত্থ, যজ্ঞডুম্বুর ও মউল, এই চারিপ্রকার কাষ্ঠে দধি, মধু ও ঘৃত মাখাইয়া, তাহাদ্বারা অগ্নি প্রজ্বালিত করিবেন; তাহাতে শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে প্রণব ও ব্যাহৃত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক, আচার্য্য স্বয়ং দেবতা ও ঋষিদিগের আহুতি প্রদান করিবেন এবং শিষ্যকেও আহুতি দান করাইবেন।

অধিকার।—ব্রাহ্মণ আচার্য্য—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই তিন বর্ণের; ক্ষত্রিয় আচার্য্য—ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের, এবং বৈশ্য আচার্য্য কেবল বৈশ্যের উপনয়ন করিতে পারিবেন। কেহ কেহ বলেন, সৎকুলজাত ও সদ্‌গুণশালী শূদ্রকে মন্ত্র ও উপনয়ন না দিয়া কেবল আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করাইতে পারা যায়।

বিধি ও প্রকরণ।—অনন্তর আচার্য্য, শিষ্যকে তিনবার অগ্নিপ্রদক্ষিণ করাইয়া ও অগ্নি সাক্ষী করাইয়া বলিবেন, "হে শিষ্য! তুমি কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অভিমান, অহঙ্কার, ঈর্ষা, কর্কশতা, খলতা, অসত্য, আলস্য প্রভৃতি নিন্দনীয় কার্য্য পরিত্যাগ করিবে, নখ ও কেশ শ্মশ্রু প্রভৃতি লোম ছেদন করিবে, পবিত্র কাষায় বসন পরিধান করিয়া থাকিবে, সর্ব্বদা শুচি থাকিবে, রমণী-সঙ্গাদি বর্জ্জন করিবে, এবং গুরুজনের অভিবাদনে তৎপর থাকিবে। এই নিয়ম অবশ্য পালন করিতে হইবে। আমার অনুমতি লইয়া, গমন, শয়ন, ভোজন, ও অধ্যয়ন করিবে, এবং সর্ব্বদা আমার প্রিয়কার্য্যে ও হিতানুষ্ঠানে তৎপর থাকিবে। ইহার অন্যথা করিলে তোমার অধর্ম্ম হইবে,

তুমি বিদ্যায় কোন ফল পাইবে না, এবং সাধারণে প্রসিদ্ধ হইতে পারিবে না। তুমি ঐরূপে আমার সম্যক্ বশীভূত থাকিয়া, আমার অভিমতে সমস্ত কার্য্য করিলেও, যদি আমি তোমার প্রতি অন্যথাচরণ করি, তবে আমারও অধর্ম্ম হইবে এবং আমার বিদ্যাও নিষ্ফল হইবে। দ্বিজ, গুরু, দরিদ্র, মিত্র, দূরদেশ হইতে আগত, অনুগত, আশ্রিত, সন্ন্যাসী, সাধু ও অনাথদিগকে আত্মীয় বন্ধুর ন্যায় আপনার উৎকৃষ্ট ঔষধাদি দ্বারা চিকিৎসা করিবে। ইহাতে তুমি জগতে সাধু বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। ব্যাধ, শাকুনিক, পতিত ও পাপিগণের চিকিৎসা করিতে নাই। এই নিয়মে কার্য্য করিলে, তোমার বিদ্যা দিন দিন উজ্জ্বল হইবে, এবং মিত্র, যশঃ, ধর্ম্ম, অর্থ ও অভিলষিত দ্রব্যাদি করায়ত্ত হইবে।

অনধ্যায়।— শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ, অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী এবং পূর্ণিমা ও অমাবস্যা এই কয়েকটী তিথি এবং প্রাতঃকাল ও সায়ংকাল অনধ্যায়। বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য কালে বিদ্যুৎ-প্রকাশ বা গর্জ্জন হইলে, স্বদেশীয় রাজার কোন প্রকার পীড়া হইলে, শ্মশানে যাইলে, মৃত ব্যক্তির আদ্যকৃত্য দিনে, যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটিলে, গ্রামে ইন্দ্র, কুবের বা মদনাদির কোন মহোৎসব হইলে, অথবা উল্কাপাত দেখা গেলে, অধ্যয়ন করিবে না। এতদ্ব্যতীত বিপ্রেরা যে সকল দিবসে বেদাদি অধ্যয়ন করেন না, সেইসকল দিনে, এবং অশুচি অবস্থাতেও অধ্যয়ন করা অনুচিত।

অধ্যয়ন নিয়ম।—হে বৎস, সুশ্রুত! এই শাস্ত্র যেরূপে অধ্যয়ন করা উচিত, তোমাকে তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। গুরু আপনার জ্ঞানানুসারে শিষ্যকে শ্লোকের একপাদ বা সম্পূর্ণ শ্লোক ক্রমে ক্রমে অধ্যয়ন করাইবেন; এবং শিষ্য পবিত্রদেহ ও স্থিরচিত্ত হইয়া, সেইরূপ ক্রমে ক্রমে তাহা অধ্যয়ন করিবে। গুরু যেমন ক্রমে ক্রমে শিক্ষা দিবেন, শিষ্যও সেইরূপ ক্রমে ক্রমে আপন মনে তাহার অনুশীলন করিতে থাকিবে এবং ধীরে ধীরে অথচ বিনা-বিলম্বে, নিঃশঙ্কচিত্তে, চক্ষু, ভ্রূ, ওষ্ঠ ও হস্তাদি স্থিরভাবে রাখিয়া, শুদ্ধ ও মিষ্ট-বাক্যে মধ্যমস্বরে অর্থাৎ নাতি-উচ্চ নাতি মৃদুস্বরে পাঠ করিবে। আনুনাসিক স্বরে বা স্পষ্ট উচ্চারণ না করিয়া পড়িতে নাই। শিষ্যের অধ্যয়নকালে গুরু-শিষ্যের মধ্য দিয়া কেহই যাইবে না। যে শিষ্য গুরুপরায়ণ, পবিত্রদেহ ও কার্য্যদক্ষ হইয়া, নিদ্রা ও আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্তরূপে পাঠ করিবে সেই এই

শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিতে পারিবে। পদার্থজ্ঞানে অভিজ্ঞতা ও বাক্যের পারিপাট্য না থাকিলে, এবং অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া কার্য্যে নিপুণ হইতে না পারিলে, কেহই এই শাস্ত্রে পারদর্শী হইতে পারে না।

সদ্বৈদ্য।—এই অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ ধন্বন্তরি কর্ত্তৃক প্রকাশিত। উপযুক্ত বিধি-অনুসারে ইহা পাঠ করিলে, লোকে প্রাণদান করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু শুধু এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে হয় না, সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা কার্য্যও শিক্ষা করিতে হয়। যে বৈদ্য এই দুইটীতেই পারদর্শিতা লাভ করিতে পারেন, রাজাও তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন।

যস্তু কেবলশাস্ত্রজ্ঞঃ কর্ম্মস্বপরিনিষ্ঠিতঃ।
স মুহ্যত্যাতুরং প্রাপ্য প্রাপ্য ভীরুরিবাহবম্॥
যস্তু কর্ম্মসু নিষ্ণাতো ধার্ষ্ট্যাচ্ছাস্ত্রবহিষ্কৃতঃ।
স সৎসু পূজাং নাপ্নোতি বধমর্হতি রাজতঃ॥

কুবৈদ্য।—যুদ্ধের সময়ে ভীরু ব্যক্তি যেমন অবসন্ন হইয়া পড়ে, সেইরূপ যে ব্যক্তি চিকিৎসা শিক্ষা না করিয়া কেবল শাস্ত্র পাঠ করে, সে রোগীর গৃহে উপস্থিত হইয়া মোহ প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ কোনরূপ ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হয় না। এস্থলে এ কথাও বলা আবশ্যক যে, যে বৈদ্য চিকিৎসা-কার্য্যে পারদর্শী হইয়াও শাস্ত্রে অধিকারী না হয়, সে বৈদ্যও সাধুসমাজে আদরণীয় হইতে পারে না। রাজার আদেশে সে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইবার উপযুক্ত। এই দুই-প্রকার বৈদ্যকেই চিকিৎসা-কার্য্যে পারগ বলা যাইতে পারে না। ব্রাহ্মণ যেমন বেদের অর্দ্ধাংশ মাত্র পাঠ করিয়া বেদোক্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে সমর্থ হন না, এবং পক্ষী যেমন একটীমাত্র পক্ষ লইয়া আদৌ উড্ডীন হইতে পারে না, সেইরূপ মূর্খ বৈদ্য সুধাসদৃশ ঔষধ প্রদান করিলেও তাহাতে কোন ফল পাওয়া যায় না; বরং তাহা শস্ত্র বজ্র ও বিষের ন্যায় ভীষণ হইয়া থাকে। অতএব উক্ত দুই-প্রকার বৈদ্যকেই পরিত্যাগ করা আবশ্যক। শস্ত্রক্রিয়ায় ও স্নেহাদি ঔষধ-প্রয়োগে যাহার অভিজ্ঞতা নাই, সে লোভবশতঃ রোগীর প্রাণনাশ করে। রাজার অমনোযোগিতাবশতঃই ঐরূপ কুবৈদ্যের প্রাদুর্ভাব হইতে দেখা যায়। অতএব উপযুক্ত চিকিৎসক হইতে গেলে, শাস্ত্র ও চিকিৎসাকার্য্য উভয় বিষয়েই পারদর্শী হওয়া আবশ্যক।

তৃতীয় অধ্যায়।

ঋতু-বিবরণ।

কালকেও ভগবান্ স্বয়ম্ভু বলা যায় ;—ইনি স্বয়ং প্রকাশমান। ইহার আদি মধ্য ও অন্ত বা নিধন নাই। মনুষ্যগণের জীবন ও মৃত্যু এবং পদার্থসমূহের উদ্ভব ও ক্ষয়, এই কালেরই অধীন।

কাল-নির্ব্বচন ও বিভাগ।—"সঃ কালঃ সূক্ষ্মামপি কলাং ভাগং ন লীয়তে ইতি কালঃ; সঙ্কলয়তি কালয়তি বা ভূতানীতি কালঃ"—ইহার অতি সূক্ষ্ম অংশও কখন লয় পায় না, সেইজন্যই ইহাকে কাল বলা যায়। অথবা ইহা জীব সকলকে সঙ্কলন কিংবা জন্মমৃত্যুর অধীন করিয়া রাখে, এইজন্যও ইহাকে কাল বলা যাইতে পারে। সূর্য্যের বিশেষ বিশেষ গতিদ্বারা কালের সংবৎসররূপ দেহ, অক্ষিনিমেষ, কাষ্ঠা, কলা, মুহূর্ত্ত, অহোরাত্র, পক্ষ, মাস, ঋতু, অয়ন, সংবৎসর ও যুগ, এই সকল অংশে বিভক্ত হইয়াছে। একটী লঘু অক্ষর অর্থাৎ ক, খ, গ প্রভৃতি বর্ণ উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে, সেইটুকু সময়কে অক্ষিনিমেষ বলা যায়। পঞ্চদশ অক্ষিনিমেষে এক কাষ্ঠা। ত্রিংশৎ কাষ্ঠায় এক কলা, বিংশতি কলায় ও তিন কাষ্ঠায় এক মুহূর্ত্ত; ত্রিংশৎ মুহূর্ত্তে এক অহোরাত্র। পঞ্চদশ অহোরাত্রে এক পক্ষ। পক্ষ দুইটী - শুক্ল ও কৃষ্ণ। দুই পক্ষে এক মাস। দ্বাদশ মাসে এক বৎসর। দুই দুই মাসে এক একটী ঋতু। ঋতু ছয়টী—শীত, বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ ও হেমন্ত। মাঘ ও ফাল্গুন—শীত, চৈত্র ও বৈশাখ—বসন্ত, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়—গ্রীষ্ম, শ্রাবণ ও ভাদ্র—বর্ষা, আশ্বিন ও কার্ত্তিক—শরৎ এবং অগ্রহায়ণ ও পৌষ—হেমন্ত। শীত, উষ্ণ ও বর্ষা এই তিনটীই সাধারণতঃ ছয় ঋতুর লক্ষণ। সূর্য্যের গতিভেদ অনুসারে এই ছয় ঋতুতে দুই প্রকার 'অয়ন' বিভাগ করা যায়, যথা—দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ। বর্ষা, শরৎ ও হেমন্ত—এই তিনটী ঋতু দক্ষিণায়ন; এই সময়ে চন্দ্র-কিরণ দ্বারা পৃথিবী স্নিগ্ধ হওয়ায় পৃথিবীর সৌম্য পদার্থ এবং অম্ল, লবণ ও মধুর রস বর্দ্ধিত হয়। প্রাণিগণের বলও এইসময়ে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। শীত, বসন্ত

ও গ্রীষ্ম—এই তিন ঋতু উত্তরায়ণ। এইসময়ে পৃথিবীতে সূর্য্যকিরণ অধিক নিক্ষিপ্ত হয়, তজ্জন্য তিক্ত, কটু এবং কষায়রস বর্দ্ধিত হয় ও প্রাণিগণের বলহ্রাস হইয়া থাকে।

ঋতু।—দোষের সঞ্চয়, প্রকোপ ও প্রশম কার্য্যানুসারে আর একপ্রকার ঋতু-বিভাগ হইয়া থাকে। যথা—বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, বসন্ত, গ্রীষ্ম ও প্রাবৃট্। ভাদ্র মাস হইতে আরম্ভ করিয়া, দুই দুই মাসে এক একটী ঋতু গণনা করিতে হয়; যথা—ভাদ্র ও আশ্বিন—বর্ষা, কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ—শরৎ, পৌষ ও মাঘ—হেমন্ত, ফাল্গুন ও চৈত্র—বসন্ত, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ—গ্রীষ্ম, এবং আষাঢ় ও শ্রাবণ—প্রাবৃট্।

দোষের সঞ্চয় ও প্রকোপ।—উক্ত ছয় ঋতুর মধ্যে বর্ষাকালে ওষধি সকল নূতন উৎপন্ন হয়, সেইজন্য তাহারা অল্পবীর্য্য হইয়া থাকে; জল ক্লেদবিশিষ্ট এবং পৃথিবী মলযুক্ত হইয়া পড়ে। এই সময়ে গগনমণ্ডল মেঘে আচ্ছন্ন থাকে; ভূমি জলার্দ্র এবং প্রাণিগণের শরীরও আর্দ্র হইয়া থাকে। সেই আর্দ্র-শরীরে শীতল বায়ু লাগিলে, অগ্নিমান্দ্য ঘটিয়া থাকে। সুতরাং সেইসময়ে সেইসকল অল্পসারবিশিষ্ট দ্রব্যাদি ভক্ষণ করিলে, কিংবা সেই পঙ্কিল জল পান করিলে, বিদগ্ধ অজীর্ণ পীড়া জন্মে। সেই বিদগ্ধ-অজীর্ণ হইতে এই সময়ে পিত্ত সঞ্চিত হইতে থাকে। শরৎকালে আকাশ মেঘমুক্ত এবং পথ ঘাট শুকাইয়া থাকে, সেইজন্য সেই সঞ্চিত পিত্ত সূর্য্যকিরণে সমগ্র শরীরে ব্যাপ্ত হয়; তাহাতে পিত্তজনিত ব্যাধিসকল জন্মে। হেমন্তকালে কালপরিণামে সেইসকল ওষধি পাকিয়া বলবান্ হইয়া উঠে। সেইসময়ে জলসকল নির্ম্মল, স্নিগ্ধ ও অত্যন্ত গুরু এবং সূর্য্যের কিরণ হীনতেজ হওয়াতে, হিম ও শীতল-বায়ুসংস্পর্শে প্রাণি-গণের দেহ স্তম্ভিত হইয়া পড়ে। ইহার উপর সেই স্নিগ্ধ ও গুরুপাক ওষধি ও জলাদি সেবন করিলে আমাজীর্ণ হয়; তাহাতে শরীরে শ্লেষ্মার সঞ্চার হইয়া থাকে। বসন্তকালে সূর্য্যকিরণে সেই সঞ্চিত শ্লেষ্মা সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত হইয়া শ্লেষ্মজন্য পীড়াসকল উৎপাদন করে।

গ্রীষ্মকালে সেইসকল ওষধির রস কমিয়া যায়; তাহাতে তাহারা নীরস, রুক্ষ ও লঘু হইয়া পড়ে; সেইসময়ে জলসমূহও অনেকপরিমাণে লঘু হইয়া থাকে; প্রখর সূর্য্যকিরণে সকলের শরীরও শুষ্কপ্রায় হইয়া পড়ে। সেই

শুষ্কপ্রায় দেহে রুক্ষ ওষধি ও লঘু জল সেবন করিলে, নীরসতা, রুক্ষতা ও লঘুতা প্রযুক্ত প্রাণিগণের শরীরে বায়ু সঞ্চিত হয়। প্রাবৃট্‌কালে বৃষ্টিজন্য ভূমি ও জীবগণের দেহ আর্দ্র হইলে, শরীরের অভ্যন্তরস্থ সেই সঞ্চিত বায়ু বর্ষা ও বাহ্য শীতল বায়ুর প্রভাবে সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, তাহাতে বায়ুজনিত ব্যাধিসকল উদ্ভূত হয়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, শরৎ, বসন্ত, ও প্রাবৃট্‌কালে যথাক্রমে পিত্ত, শ্লেষ্মা ও বায়ুর প্রকোপ হওয়াতে সেই সেই ঋতুতে পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও বাতিক ব্যাধিসকল উৎপন্ন হয়; এইজন্য সেই সেই কালে, তৎসমুদায় ব্যাধির উৎপত্তি ও নিবারণ জন্য দোষের প্রতিকার অবশ্য কর্ত্তব্য। এখানে শরৎকাল শব্দে অগ্রহায়ণ মাস, বসন্ত শব্দে চৈত্র মাস এবং প্রাবৃট্‌কাল শব্দে শ্রাবণ মাস বুঝিতে হইবে। এই তিনটী মাসই স্বাস্থ্যরক্ষার্থ দোষনির্হরণের উপযুক্ত কাল।

একদিনে ছয় ঋতু।—যেমন ভিন্ন ভিন্ন মাসে ভিন্ন ভিন্ন ঋতুর লক্ষণ প্রকাশ পায়, সেইরূপ একদিনের মধ্যেও ছয়টী ঋতুর ভোগ দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—প্রাতঃকালে বসন্ত, মধ্যাহ্নকালে গ্রীষ্ম, অপরাহ্ণে প্রাবৃট্, সন্ধ্যাকালে বর্ষা, অর্দ্ধরাত্রে শরৎ এবং রাত্রির অবসানে হেমন্ত; এইরূপে এক দিবসেই ভিন্ন ভিন্ন ছয়টী ঋতুর লক্ষণ সকল লক্ষিত হয়, এবং সেই সেই কালে বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মার সঞ্চয়, প্রকোপ ও উপশম হইয়া থাকে।

মহামারীর কারণ।—প্রত্যেক ঋতুর যে যে লক্ষণ বর্ণিত হইল, ঐসকল লক্ষণের অন্যথা না হইলে ওষধিসকল ও জল স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে। সেই ওষধি ও জল সেবন করিলে, প্রাণিগণের আয়ুঃ, বল ও বীর্য্য বৃদ্ধি পায়; কিন্তু তদ্বিপরীত হইলে, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত স্বাভাবিক লক্ষণসমুদায়ের বিপর্য্যয় ঘটিলে, ওষধিসকল ও জল বিকৃত-গুণ হইয়া পড়ে। সেই বিগুণ ওষধি ও জল সেবন করিলে, নানাপ্রকার পীড়া এবং পরিণামে মহামারীর প্রাদুর্ভাব হয়।

প্রতিকার।—কখন কখন ঋতু-লক্ষণাদির বিপর্য্যয় এবং ওষধি ও জলের বিকার না হইলেও, অভিচার, অভিশাপ, এবং পিশাচ ও রাক্ষসাদির ক্রোধপ্রযুক্ত কিংবা অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব জন্য দেশ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এতদ্ব্যতীত বায়ু-প্রবাহে বিষাক্ত ওষধির কিংবা পুষ্পের গন্ধ যে সকল দেশে বাহিত হয়, সেইসকল দেশে কাস, শ্বাস, বমি, জ্বর, শিরঃপীড়া প্রভৃতি রোগে লোক

সকল পীড়িত হইয়া থাকে। আবার গ্রহ নক্ষত্রাদির গতিবিশেষও অনেক সময়ে ঐরূপ মহামারীর কারণরূপে কার্য্য করিয়া থাকে। দেশের অধিকাংশ স্ত্রী, গৃহ, যান, বাহন, আসন বা মণি-রত্নাদির লক্ষণ মন্দ হইয়া পড়িলে, অথবা দেশে কোন দুর্নিমিত্ত দেখা দিলে, সেই দেশে উৎকট পীড়ার প্রাদুর্ভাব হয়। উৎকট পীড়া অথবা মারীভয় দেখা দিলে, সেই স্থানত্যাগ, শান্তিকর্ম্ম, প্রায়শ্চিত্ত, জপ, হোম, তপস্যা, নিয়ম, এবং দেবতা ও ব্রাহ্মণদিগের পূজা প্রভৃতি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, কল্যাণ সাধিত হয়।

চতুর্থ অধ্যায়।

আয়ুর্বিজ্ঞান।

দীর্ঘায়ুঃ।—বৈদ্য রোগীর নিকট আসিয়া, সর্ব্বপ্রথম তাহার আয়ুঃ পরীক্ষা করিবেন। যদি তাহার আয়ুঃ থাকে, তাহা হইলে ব্যাধি, ঋতু, অগ্নি, বয়স, দেহ, বল, বুদ্ধি, অভ্যাস, প্রকৃতি, ভেষজ ও দেশ পরীক্ষা করা আবশ্যক। যাহার হস্ত, পদ, পার্শ্বদেশ, পৃষ্ঠ, স্তনের অগ্রভাগ, স্কন্ধ, বদন, দন্ত ও ললাটদেশ মহান্; অঙ্গুলির পর্ব্ব, উচ্ছ্বাস (প্রশ্বাস বায়ু), বাহু ও চক্ষু দীর্ঘ; ভ্রূ, স্তনযুগলের মধ্যভাগ ও বক্ষঃস্থল বিস্তীর্ণ; জঙ্ঘা, মেঢ়্র, ও গ্রীবা হ্রস্ব; যাহার স্বর, নাভি ও বুদ্ধি গভীর; স্তনযুগল দৃঢ় ও অনুচ্চ; যাহার কর্ণ দীর্ঘ, পরিপুষ্ট ও লোমবিশিষ্ট; মস্তিষ্ক মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে অর্থাৎ কর্ণ-পার্শ্বদ্বয়ের উপরিভাগে স্থিত; স্নান ও অনুলেপনের পর যাহার হৃদয়দেশ প্রথমে শুষ্ক হয়, তাহারই আয়ুঃ দীর্ঘ বলিতে হইবে। এইরূপ ব্যক্তিকেই চিকিৎসা করা আবশ্যক। এই সমস্ত লক্ষণের সম্পূর্ণ বিপরীত হইলে, আয়ুঃ অল্প বলিয়া স্থির করা যায়; এবং ইহার কিয়দংশ বিপরীত হইলে মধ্যম বলিয়া জানিবে।

যাহার শরীরের শিরা, স্নায়ু বা সন্ধিসকল গূঢ়ভাবে সংস্থিত, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরস্পর সুদৃঢ়রূপে সংশ্লিষ্ট, ইন্দ্রিয়সকল স্থির ও সর্ব্বাবয়ব সুগঠন; যে আজন্ম

নীরোগ এবং যাহার শারীরিক লাবণ্য, জ্ঞান ও বিজ্ঞান ক্রমে ক্রমে পরিপুষ্টি-লাভ করে, তাহাকেই দীর্ঘজীবী বলা যায়।

মধ্যমায়ুঃ ও অল্পায়ুঃ।—অতঃপর মধ্যমায়ুর লক্ষণ বলা যাইতেছে। যাহার চক্ষুযুগলের অধোভাগে দুইটী বা তিনটী, বা ততোধিক রেখা দেখা যায়, যাহার চরণ ও কর্ণদ্বয় মাংসল, যাহার নাসাগ্র উচ্চ ও পৃষ্ঠে ঊর্দ্ধরেখা থাকে, তাহার পরমায়ুঃ সপ্ততি বৎসর। অনন্তর অল্পায়ুর লক্ষণ বলিতেছি। যাহার পর্ব্বসকল হ্রস্ব, শিশ্ন বৃহৎ, বক্ষঃস্থলে অল্প "অবলীঢ়"—রোমাবর্ত থাকে, যাহার পৃষ্ঠদেশ অপ্রশস্ত, কর্ণদ্বয় ঊর্দ্ধস্থিত অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট স্থান অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে সংস্থিত, নাসিকা উচ্চ, হাসিবার বা কথা কহিবার সময়ে যাহার দাঁতের মাড়ী বাহির হয়, এবং যে ভ্রান্তভাবে চাহিয়া থাকে,—এরূপ লোক পঞ্চবিংশতি বৎসর মাত্র বাঁচিয়া থাকে। এইরূপে রোগীর পরমায়ুঃ ত্রিবিধ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। স্থানান্তরে দীর্ঘায়ুঃ প্রভৃতির লক্ষণ বিশেষরূপে বিবরিত হইবে।

রোগ ও চিকিৎসা।—সাধারণতঃ ব্যাধি তিনপ্রকার—সাধ্য, যাপ্য ও অসাধ্য। ইহাদিগকে তিনপ্রকারে পরীক্ষা করিতে হয়; যথা ঔপসর্গিক, প্রাক্কেবল ও অন্যলক্ষণ। যে ব্যাধি পূর্ব্বোৎপন্ন ব্যাধির কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়া, সেই পূর্ব্ব ব্যাধির সহিত মিলিত হয়, তাহাকে সেই পূর্ব্ব ব্যাধির উপসর্গ বা উপদ্রব বলা যাইতে পারে। যে ব্যাধি স্বয়ং উৎপন্ন হইয়া অপর কোন নূতন রোগের উৎপাদন না করে, কিংবা কোন পূর্ব্ব রোগের পুনরুদ্ভাবন না করে, তাহাই প্রাক্কেবল রোগ। যে ব্যাধি হইতে অন্য কোন ভবিষ্যদ্ব্যাধির সূচনা হয়, তাহাকেই অন্যলক্ষণ ব্যাধি কহে। ইহার নামান্তর পূর্ব্বরূপ। ঔপদ্রবিক ব্যাধি জন্মিলে, সেই উপদ্রব ও মূলরোগের সামঞ্জস্য করিয়া চিকিৎসা করা আবশ্যক। তবে যদি উপদ্রব বলবত্তর হয়, তাহা হইলে তাহারই চিকিৎসা অগ্রে করিবে। প্রাক্কেবল ব্যাধিতে সেই উপস্থিত রোগের চিকিৎসা করিতে হয়, এবং অন্যলক্ষণ ব্যাধিতে ব্যাধি পরিস্ফুট হইবার পূর্ব্বেই তাহার প্রতিকার করা আবশ্যক।

নাস্তি রোগো বিনা দোষৈর্যস্মাৎ তস্মাদ্বিচক্ষণঃ।
অনুক্তমপি দোষাণাং লিঙ্গৈর্ব্যাধিমুপাচরেৎ।

দোষ অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা ভিন্ন যখন কোন রোগই জন্মে না, তখন দোষ সকল অনুক্ত হইলেও, বিচক্ষণ চিকিৎসক তৎসমুদায়ের লক্ষণ সকল দেখিয়া, রোগের প্রকৃতি বুঝিয়া লইবেন, এবং তাহার চিকিৎসা করিবেন।

ঋতুসমুদায়ের বিষয় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে; অতএব

শীতে শীতপ্রতীকার উষ্ণে চোষ্মনিবারণম্।
কৃত্বা কুর্য্যাৎ ক্রিয়াং প্রাপ্তং ক্রিয়াকালং ন হাপয়েৎ॥
অপ্রাপ্তে বা ক্রিয়াকালে প্রাপ্তে বা ন কৃতা ক্রিয়া।
ক্রিয়াহীনাতিরিক্তা সা সাধ্যেঽপি ন সিধ্যতি॥
যা হ্যুদীর্ণং শময়তি নান্যং ব্যাধিং করোতি চ।
সা ক্রিয়া ন তু যা ব্যাধিং হরত্যন্যমুদীরয়েৎ॥

চিকিৎসা করিবার সময়ে, অগ্রে শীতকালে শীতের এবং গ্রীষ্মকালে উষ্মার প্রতিকার করিতে হইবে। প্রতিকারের উপযুক্ত কাল উপস্থিত হইলে, কখনও তাহার অবহেলা করিতে নাই। কোন রোগের প্রতিকারের উপযুক্ত কাল উপস্থিত হইবার আগে যদি প্রতিকার করা হয়, অথবা যাহার উপযুক্ত চিকিৎসা কাল উপস্থিত হইলেও চিকিৎসা না করা হয়, তাহা হইলে অকাল ক্রিয়া ও অক্রিয়া দোষের জন্য সেই রোগ সাধ্য হইলেও আরোগ্য করিতে পারা যায় না, যেসকল ক্রিয়াদ্বারা উপস্থিত ব্যাধির প্রশমন হয়, এবং অন্য ব্যাধির উদ্ভব হয় না, তাহাই উপযুক্ত ক্রিয়া; নতুবা যাহা উপস্থিত ব্যাধি নাশ করিয়া অন্য ব্যাধিকে জন্মাইয়া দেয়, তাহাকে উপযুক্ত ক্রিয়া বলা যায় না।

বয়স তিনপ্রকার বাল্য, মধ্য ও বার্দ্ধক্য। এক হইতে পঞ্চদশ বর্ষ পর্য্যন্ত বাল্য। বালকও তিনপ্রকার,—দুগ্ধপায়ী দুগ্ধান্নভোজী ও অন্নভোজী। জন্ম হইতে একবৎসর বয়স পর্য্যন্ত দুগ্ধপায়ী, একবৎসরের পর হইতে দুই বৎসর পর্য্যন্ত দুগ্ধান্নভোজী, তাহার পর অন্নভোজী।

"ষোড়শসপ্তত্যোরন্তরে মধ্যং বয়ঃ তস্য বিকল্পো বৃদ্ধির্যৌবনং সংপূর্ণতা হানিরিতি।"

বয়সের বিভাগ।—ষোড়শ হইতে সপ্ততি বৎসর পর্য্যন্ত মধ্যবয়স। এই মধ্য বয়সকে বৃদ্ধি, যৌবন, সম্পূর্ণতা ও হানি এই চারিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। বিংশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বৃদ্ধিকাল, ত্রিংশ পর্য্যন্ত যৌবন,

চত্বারিংশ পর্য্যন্ত সমুদায় ধাতু, ইন্দ্রিয়, বল ও বীর্য্যের সম্পূর্ণতা; এবং তাহার পর হইতে সপ্ততি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ঐ সমস্ত ধাতুর ঈষৎ হ্রাস হইয়া থাকে। সত্তর বৎসরের পর ধাতু প্রভৃতি দিন দিন ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে; তখন বলি পলিত ও কাস শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রব আসিয়া দেখা দেয়, কোন কার্য্য করিবার সামর্থ্য থাকে না, এবং শরীর জীর্ণগৃহের ন্যায় অবসন্ন হইয়া পড়ে। এই অবস্থাকে বার্দ্ধক্য কহে। এইরূপে বয়স ও অবস্থার উত্তরোত্তর যেমন পার্থক্য ঘটে, ঔষধের পরিমাণও সেইরূপ ভিন্ন হওয়া আবশ্যক।

বাল্যকালে শ্লেষ্মা, মধ্যবয়সে পিত্ত, এবং বার্দ্ধক্যে বায়ু বৃদ্ধি পায়; চিকিৎসা করিবার সময়ে এই বিষয় স্মরণ রাখা আবশ্যক। বালক ও বৃদ্ধের শরীরে কখন অগ্নি, ক্ষার ও বিরেচন প্রয়োগ করিবে না। যদি কোন পীড়াবশতঃ সেই সকল ক্রিয়া একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে, তাহা হইলে বিশেষ বিবেচনা করিয়া, অল্পমাত্রায় ও মৃদু-প্রক্রিয়ায় তাহা প্রয়োগ করিবে।

শরীর তিনপ্রকার।—স্থূল, কৃশ ও মধ্য। স্থূলদেহকে কৃশ, এবং কৃশশরীরকে স্থূল করিতে হইবে। মধ্যশরীর সর্ব্বদাই মধ্যভাবে রক্ষা করিবে। বলই শরীরের প্রধান সারভাগ। বলবান ব্যক্তি সকল কার্য্যেই প্রবৃত্ত হইতে পারে। কেহ কেহ কৃশ হইয়াও বলিষ্ঠ, আবার কেহ বা স্থূলদেহেও দুর্ব্বল হইয়া থাকে। একটী উপায়ে বলের স্থিরত্ব সাধন করিতে পারা যায়, অর্থাৎ বলকে সকল বয়সেই সমভাবে রাখিতে পারা যায়, সেই উপায় ব্যায়াম। অতএব বৈদ্য ব্যায়ামের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটী প্রধান গুণ। যাহার শরীরে সত্ত্বগুণ আছে, সম্পদে বা বিপদে কোন অবস্থাতেই তাহার মন বিকল হয় না। সত্ত্বসম্পন্ন ব্যক্তি আপনার মনোবৃত্তি আপনাতে স্থির রাখিয়া, সকলই সহ্য করিতে পারেন। রজোগুণ-বিশিষ্ট ব্যক্তি অন্য উপায়ে চিত্ত স্থির রাখিয়া, সহ্য করিয়া থাকে, এবং তমোগুণবিশিষ্ট ব্যক্তি একবারেই সহ্য করিতে পারে না।

সাত্ম্য।—প্রকৃতি ও ঔষধ সম্বন্ধীয় কথা পরে বলা যাইবে। এক্ষণে সাত্ম্য কি, তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে। দেশ, কাল, ঋতু, রোগ, ব্যায়াম, জাতি, জল, রস, দিবানিদ্রা প্রভৃতি প্রকৃতিবিরুদ্ধ হইলেও, তাহা দ্বারা যদ্যপি শরীরে কোন পীড়া না হয়, তাহা হইলে তাহাকে সাত্ম্য বলা

যায়। মধুরাদি রস-সেবন এবং ব্যায়াম প্রভৃতি দ্বারা শরীরের স্বাস্থ্যরক্ষা হইলে, তাহাও সাত্ম্য।

ত্রিবিধ দেশ।—দেশ তিনপ্রকার, আনূপ, জাঙ্গল ও সাধারণ। যে স্থানে বহু জলাশয়, বর্ষাকালে যাহা নিতান্ত দুর্গম হইয়া পড়ে; যাহার কোন কোন স্থান উন্নত এবং অধিকাংশ নিম্ন, যে স্থানে মৃদু ও শীতল বায়ু বহমান, যে স্থান নানা বিশাল পর্ব্বত ও বৃক্ষসমূহদ্বারা সমাকীর্ণ; যেখানে মনুষ্যের শরীর মৃদু ও সুকুমার ভাব ধারণ করে, এবং যে দেশের লোক বাতশ্লেষ্মজনিত রোগে অধিক আক্রান্ত হয়, তাহাকে আনূপ দেশ বলা যায়। যে স্থানে অল্প বর্ষা, অল্প প্রস্রবণ, সামান্য পর্ব্বত ও কূপ, যাহা স্থানে স্থানে কণ্টকবৃক্ষসমূহে সমাকীর্ণ, যে স্থানে উষ্ণ ও রুক্ষ বায়ু বহমান, যাহা সমতল, যত্রত্য মানুষের শরীর কৃশ ও দৃঢ়, এবং প্রায়ই যেখানে বাতপিত্তজনিত রোগ জন্মে, সেই স্থানকে জাঙ্গল দেশ কহে। যে দেশে এই দুইপ্রকার লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই সাধারণ দেশ।

সাধারণ দেশে শীত, উষ্ণ, বর্ষা ও বায়ু সমভাবে থাকে, এইজন্য প্রাণিগণের দেহে দোষও সমভাবে থাকে। সুতরাং সেই দেশকে সাধারণ দেশ বলা যায়।

স্বদেশ ও বিদেশ।—আনূপ দেশে শ্লীপদাদি ব্যাধি সকল জন্মে। এইসকল ব্যাধিকে জলজ ব্যাধি কহে। স্থলে অর্থাৎ জাঙ্গল দেশে আনীত হইলে ঐ সকল ব্যাধি তত বলবান্ হইতে পারে না। স্বদেশে যেসকল দোষের সঞ্চয় হয়, অন্যদেশে তৎসমুদায় প্রকুপিত হইয়া থাকে। কিন্তু যে দেশে যখন বাস করিতে হয়, সেই দেশের অবস্থানুসারে আহার, নিদ্রা ও বিহারাদি যথাবিধি উপসেবিত হইলে, তদ্দেশজ কোন ব্যাধির আশঙ্কা থাকে না।

সুখসাধ্য।—ব্যাধির প্রকৃতি, দেশ-প্রকৃতি সাত্ম্য ও ঋতুর বিপরীত হইলে, ব্যাধি একদোষজ, অল্পকাল উৎপন্ন ও উপদ্রব-বিহীন হইলে, এবং রোগী নিজে বলবান্, সত্ত্ববান্, দীর্ঘায়ুঃ ও সমদেহাগ্নি-বিশিষ্ট হইলে, সেই রোগ সুখ-সাধ্য হইয়া থাকে।

অসাধ্য।—সুখসাধ্য ব্যাধির বিপরীত-লক্ষণান্বিত ব্যাধি অসাধ্য।

কৃচ্ছ্রসাধ্য।—যে ব্যাধিতে সুখসাধ্য ব্যাধির কোন কোন লক্ষণ বিদ্যমান থাকে, তাহাকে কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্যাধি বলা যায়।

ক্রিয়াসঙ্কর।—কোন রোগের চিকিৎসা করিতে হইলে, যদি একটী ক্রিয়ায় কোন ফল না পাওয়া যায়, তাহা হইলে অন্য ক্রিয়া প্রয়োগ করা আবশ্যক। কিন্তু পূর্ব্বপ্রযুক্ত ক্রিয়ার ফল প্রকাশ পাইলে অন্য ক্রিয়া অবলম্বন করিতে নাই, কেন না, তাহা হইলে ক্রিয়াসঙ্কর ঘটিয়া থাকে। ক্রিয়াসঙ্কর অর্থাৎ এককালে দুইটা ক্রিয়ার কার্য্যপ্রকাশ মঙ্গলজনক নহে। তবে রোগ অত্যন্ত প্রবল ও কৃচ্ছ্রতম হইয়া পড়িলে, এবং অন্যপ্রকার চিকিৎসায় সুফল নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে এরূপ বুঝা গেলে, পূর্ব্বপ্রযুক্ত ক্রিয়ার ফল প্রকাশ পাইতে না পাইতেই অন্যপ্রকার ক্রিয়া প্রয়োগ করিতে পারা যায়। যে বিচক্ষণ চিকিৎসক এই প্রকারে দেশ, কাল, প্রকৃতি, সাত্ম্যাদির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া, এইসমস্ত বিধি-অনুসারে চিকিৎসা করেন, তিনি এই পৃথিবীস্থ মৃত্যুপাশরূপ ব্যাধিসকলকে ভৈসজারূপ কুঠারদ্বারা ছেদন করিতে সমর্থ হন।

পঞ্চম অধ্যায়।

ঔষধসংগ্রহার্থ ভূমিপরীক্ষা।

যে ভূমি, শর্করা, প্রস্তর ও বল্মীক দ্বারা দূষিত নহে, যেখানে দেবালয় বা শ্মশান নাই, যে ভূমি বহুছিদ্র-বিশিষ্ট, লবণাস্বাদযুক্ত বা ভঙ্গুর নহে, পরন্তু যাহা স্নিগ্ধ, বৃক্ষলতাদির অঙ্কুরবিশিষ্ট, কোমল, স্থির ও সমতল; যাহার মৃত্তিকা কৃষ্ণ, গৌর বা লোহিতবর্ণ, সেই ভূমিতে যেসকল ঔষধ জন্মে, তৎসমুদায়ের মধ্যে যেগুলি ক্রিমিদষ্ট, বিষদূষিত বা শস্ত্রাহত নহে, সূর্য্যতাপে শুষ্ক ও অগ্নিদ্বারা দগ্ধ কিংবা জলস্রোতে সিক্ত নহে, পরন্তু যে গুলি স্বাভাবিক রসবিশিষ্ট, পরিপুষ্ট ও স্থূল, এবং যাহাদের মূল নিম্নে গভীরপ্রদেশ পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট, বাছিয়া বাছিয়া এইরূপ ঔষধ লইবে। এইগুলি ভূমি ও ঔষধের পরীক্ষার সাধারণ নিয়ম। অনন্তর বিশেষ নিয়ম বলা যাইতেছে।

ভূমির গুণ।—যে ভূমি প্রস্তরাকীর্ণ, দৃঢ়, গুরু, শ্যাম কিংবা কৃষ্ণবর্ণ, যাহাতে স্থূল-বৃক্ষাদি প্রচুরপরিমাণে জন্মিয়াছে, তাহা সমধিক পার্থিবগুণবিশিষ্ট। যে ভূমি জলাশয়ের নিকটস্থিত, সুতরাং স্নিগ্ধ ও শীতল; যাহা কোমল, বৃক্ষ শস্য ও তৃণাদিতে সমাকীর্ণ, এবং শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট, তাহাতে জলীয় গুণ অধিক থাকে। যে ভূমির বর্ণ নানাপ্রকার, যে স্থান লঘু প্রস্তরসমূহদ্বারা সমাকীর্ণ, যেখানে বৃক্ষাঙ্কুর অল্প ও যাহা ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ দেখা যায়, তাহা অধিকপরিমাণে অগ্নিগুণবিশিষ্ট। যে ভূমি রুক্ষ, যাহার বর্ণ ভস্মরাশির ন্যায়, যে স্থান ক্ষীণ, কোটরবিশিষ্ট, অল্পরস-যুক্ত-বৃক্ষসমূহে পরিপূর্ণ, তাহা অধিকপরিমাণে বায়ুগুণবিশিষ্ট। যে ভূমি মৃদু ও সমতল, স্থানে স্থানে যাহার ছিদ্র দেখা যায়, যাহার মৃত্তিকা শ্যামবর্ণ, জল আস্বাদ-হীন এবং যাহার সর্ব্বস্থান অসার বৃক্ষ ও মহাপর্ব্বতে পরিপূর্ণ সেই ভূমি অধিক-পরিমাণে আকাশ-গুণবিশিষ্ট।

ঔষধ-সংগ্রহের কাল।—ঔষধ-সংগ্রহ বিষয়ে উপযুক্ত কালের প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। প্রাবৃট্‌কালে মূল, বর্ষাকালে পত্র, শরৎকালে ত্বক্, হেমন্তকালে ক্ষীর, বসন্তকালে সার, এবং গ্রীষ্মকালে ফল গ্রহণ করিবে। কিন্তু এই প্রণালী সর্ব্ববাদিসম্মত নহে। সেইজন্য সৌম্য অর্থাৎ শীতল বা স্নিগ্ধ ঔষধসকল সৌম্যকালে অর্থাৎ বর্ষা, শরৎ ও হেমন্তকালে, এবং আগ্নেয় অর্থাৎ রুক্ষ বা তীব্র ঔষধসকল আগ্নেয় ঋতুতে অর্থাৎ শীত বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে আহরণ করা উচিত। কারণ, জাগতিক পদার্থ সাধারণতঃ সৌম্য ও আগ্নেয় এই দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। সৌম্য ঋতুতে ভূমির সৌম্যগুণ অধিক বৃদ্ধি পায়; সেইসময়ে যেসকল সৌম্য ঔষধ তাহাতে উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে স্বভাবতঃই অতিশয় মধুররস-বিশিষ্ট, স্নিগ্ধ ও শীতল হইতে দেখা যায়। আগ্নেয় কাল ও আগ্নেয় ঔষধ সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা বলা যাইতে পারে।

বমন ও বিরেচন দ্রব্য।—পূর্ব্বে যেসকল ভূমির কথা বলা হইল, তন্মধ্যে যেসকল ভূমিতে পার্থিব ও জলীয় গুণ অধিক পরিমাণে থাকে, তাহা হইতে বিরেচন-দ্রব্য আহরণ করিবে। যে ভূমিতে অগ্নি, আকাশ ও বায়ুর গুণ অধিক, তাহা হইতে বমন-দ্রব্য সংগ্রহ করিবে। কিন্তু যে ভূমি উভয়-গুণবিশিষ্ট, তাহা হইতে বমন ও বিরেচন উভয়প্রকার গুণশালী ঔষধই গ্রহণ করিবে। যে ভূমি অধিকপরিমাণে আকাশ-গুণবিশিষ্ট, তাহাতে সংশমনীয়

দ্রব্য অধিক বলবান্ হইয়া থাকে। মধু, ঘৃত, গুড়, পিপুল ও বিড়ঙ্গ, কেবল এই কয়েকটী দ্রব্য পুরাতন হইলেই প্রশস্ত ; এতদ্ভিন্ন অপর সমস্ত দ্রব্যই নূতন হওয়া আবশ্যক। সরস ঔষধমাত্রই বীর্য্যবান্, অতএব সরস দ্রব্য সংগ্রহ করিবে। সরসদ্রব্যের অভাবে সংবৎসরের মধ্যে যেসকল দ্রব্য সংগৃহীত হইয়াছে তাহাই লইবে।

গ্রহণীয় অংশ।—গোপালক, তাপস, ব্যাধ, বনচারী কিংবা মূলা-হারিগণের নিকট বনজ দ্রব্যের অনুসন্ধান করা আবশ্যক। পত্র ও লবণ প্রভৃতি দ্রব্যের সকল অংশই গ্রহণ করা যাইতে পারে ; তৎসমুদায়ের সংগ্রহেরও কালাকাল নাই। জলের রস ঠিক জানা যায় না, তবে, ভূমির রস জানা থাকিলে, জলের রস অনেকটা অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। জন্তুদিগের রক্ত, লোম, নখ, মূত্র, দুগ্ধ, কিংবা পুরীষ, ঔষধের নিমিত্ত সংগ্রহ করিতে হইলে, তাহার বয়স কিছু বেশী অর্থাৎ পূর্ণযৌবন হওয়া আবশ্যক ; এবং তাহার ভুক্তদ্রব্য পরিপাক পাইলে পর, সেই সেই দ্রব্য সংগ্রহ করিতে হয়। ঔষধগৃহ পবিত্র ও প্রশস্ত দিকে নির্ম্মাণ করা আবশ্যক।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

কষায়াদি।

চিকিৎসা করিতে হইলে, কল্ক, ক্বাথ, চূর্ণ প্রভৃতির স্বরূপ জানা আবশ্যক। এইজন্য এস্থলে তাহা বর্ণিত হইতেছে। কোনও বিশেষ নিয়ম বা বিশেষ পরি-মাণ নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে, এই নিয়মই গ্রাহ্য।

কষায়বিধি।

স্বরসশ্চ তথা কল্কঃ ক্বাথশ্চ হিমফাণ্টকৌ।
জ্ঞেয়াঃ কষায়াঃ পঞ্চৈতে লঘবঃ স্যুর্যথোত্তরম্॥

স্বরস, কল্ক, ক্বাথ, হিম ও ফাণ্ট, এই পাঁচটীর নাম কষায়। যথাক্রমে ইহারা পাকে লঘু; অর্থাৎ স্বরস অপেক্ষা কল্ক, কল্ক অপেক্ষা ক্বাথ, ক্বাথ অপেক্ষা হিম, এবং হিম অপেক্ষা ফাণ্ট-কষায় লঘুপাক।

ক্ষুণ্ণং দ্রব্যং পলং সম্যক্ ষড়্ভির্নীরপলৈঃ প্লুতম্।
নিঃশোষিতং হিমঃ সঃ স্যাৎ তথা শীতকষায়কঃ॥

৬ ছয়পল জলে রাত্রিকালে ১ একপল চূর্ণদ্রব্য ভিজাইয়া রাখিবে, এবং প্রাতঃকালে তাহা ছাঁকিয়া লইবে। ইহাকে হিম বা শীত-কষায় বলে।

মন্থ-বিধি।

জলে চতুঃপলে শীতে ক্ষুণ্ণং দ্রব্যং পলং ক্ষিপেৎ।
মৃৎপাত্রে মন্থয়েৎ সম্যক্ তস্মাচ্চ দ্বিপলং পিবেৎ॥

৪ চারিপল শীতল জলে ১ একপল চূর্ণদ্রব্য নিক্ষেপ করিয়া, মৃৎপাত্রে সম্যক্‌রূপে মন্থন করিবে; ইহাকে মন্থ-বিধি কহে। ইহার ২ দুইপল সেবন করিতে হয়।

কল্ক-বিধি।

দ্রব্যমার্দ্রং শিলাপিষ্টং শুষ্কং বা সজলং ভবেৎ।
প্রক্ষিপ্য গালয়েদ্বস্ত্রে তন্মানং কর্ষসম্মিতম্॥
কল্কে মধু ঘৃতং তৈলং দেয়ং দ্বিগুণমাত্রয়া।
সিতাগুড়ং সমং দদ্যাৎ দ্রবো দেয়শ্চতুর্গুণঃ॥

আর্দ্র দ্রব্য অথবা জলসংযুক্ত শুষ্কদ্রব্য শিলাতে পেষণ করিয়া, সেই রস বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবে। ইহার নাম কল্ক। ইহার মাত্রা এক কর্ষ অর্থাৎ ২ দুই তোলা। সেবনকালে কল্কে মধু, ঘৃত বা তৈল সংযোগ করিতে হইলে, তাহা কল্কের দ্বিগুণ পরিমাণে; শর্করা বা গুড় সংযোগ করিতে হইলে, তাহা সমান পরিমাণে; এবং কোন দ্রবপদার্থ সংযোগ করিতে হইলে, তাহা চতুর্গুণ পরিমাণে দেওয়া আবশ্যক।

চূর্ণ-বিধি।

অত্যন্তং শুষ্কং যদ্দ্রব্যং সুপিষ্টং বস্ত্রগালিতম্।
তৎ স্যাচ্চূর্ণং রজঃ ক্ষোদস্তন্মাত্রা কর্ষসম্মিতা॥

চূর্ণে গুড়ঃ সমো দেয়ঃ শর্করা দ্বিগুণা মতা।
চূর্ণেষু ভর্জ্জিতং হিঙ্গু দেয়ং নোৎক্লেদকৃদ্ভবেৎ॥
লিহেচ্চূর্ণং দ্রবৈঃ সর্ব্বৈষ্ঘৃতাদ্যৈর্দ্বিগুণোন্মিতৈঃ।
পিবেচ্চতুর্গুণৈরেবং চূর্ণমালোড়িতং দ্রবৈঃ॥

অত্যন্ত শুষ্ক দ্রব্য উত্তমরূপে পেষণ করিয়া কাপড়ে তাহা ছাঁকিয়া লইবে। ইহাই চূর্ণ, রজঃ বা ক্ষোদ। ইহার মাত্রা ২ দুই তোলা। সেবনকালে চূর্ণে গুড় সংযোগ করিতে হইলে তাহার সমভাগে, শর্করা দ্বিগুণ, ঘৃত মধু প্রভৃতি তরল দ্রব্যও দ্বিগুণ, এবং জলীয় দ্রব্য চতুর্গুণ সংযোগ করিবে। হিঙ্গু ভাজিয়া চূর্ণে মিশ্রিত করিলে, উৎক্লেদজনক হয় না।

ক্বাথ-বিধি।

পানীয়ং ষোড়শগুণং ক্ষুণ্ণং দ্রব্যং পলে ক্ষিপেৎ।
মৃৎপাত্রে ক্বাথয়েদ্ গ্রাহ্যমষ্টমাংশাবশেষিতম্॥
কর্ষাদৌ তু পলং যাবদ্ দদ্যাৎ ষোড়শিকং জলম্।
ততস্তু কুড়বং যাবৎ তোয়মষ্টগুণং ভবেৎ॥
চতুর্গুণমতশ্চোর্দ্ধং যাবৎ প্রস্থাদিকং জলম্।
তজ্জলং পায়য়েদ্ধীমান্ কোষ্ণং মৃদ্বগ্নিসাধিতম্॥
শৃতঃ ক্বাথঃ কষায়শ্চ নির্য্যূহঃ স নিগদ্যতে॥

একপল চূর্ণদ্রব্য ১৬ ষোলগুণ জলসহ মৃৎপাত্রে পাক করিবে ও অর্দ্ধেক জল থাকিতে নামাইবে। এককর্ষ হইতে একপল পরিমিত দ্রব্যে এইরূপ ১৬ ষোলগুণ জল দিবে। পল হইতে কুড়ব পর্য্যন্ত দ্রব্যে আটগুণ জল, এবং প্রস্থ বা তাহার অধিক দ্রব্য হইলে চারিগুণ জল দিবে। সেই জল মৃদু অগ্নিতে পাক করিয়া, অল্প অল্প গরম থাকিতে খাওয়াইবে। ইহাকেই শৃত, ক্বাথ, কষায় বা নির্য্যূহ বলা যায়।

ভিন্ন ভিন্ন দোষজন্য পীড়ায়, ক্বাথে শর্করা বা ঘৃত প্রভৃতির প্রক্ষেপ দিতে হইলে, ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে দেওয়া আবশ্যক; যথা, শর্করা নিক্ষেপ করিতে হইলে, বায়ুজন্য রোগে ক্বাথের চতুর্থাংশ, পিত্তজন্য পীড়ায় অষ্টমাংশ এবং কফজন্য রোগে ষোড়শাংশ লইতে হয়। হিঙ্গু, ক্ষার, লবণ, ত্রিকটু, শিলাজতু, জীরক বা গুগ্‌গুলু, ইহাদের মধ্যে কোন একটীর প্রক্ষেপ দিতে হইলে, চারি

মাষা পরিমাণে দেওয়া আবশ্যক। ক্ষীর, ঘৃত, গুড়, তৈল, মূত্র, কিংবা অন্য কোন দ্রবপদার্থ, কিংবা কল্ক বা চূর্ণের প্রক্ষেপ আবশ্যক হইলে, ২ দুই তোলা মাত্রায় লইতে হইবে।

অবলেহ-বিধি।

ক্বাথাদের্যৎ পুনঃ পাকাৎ ঘনত্বং সা রসক্রিয়া।
সোঽবলেহশ্চ লেহশ্চ তন্মাত্রা স্যাৎ পলোন্মিতা॥
সুপক্বে তন্তুমত্ত্বং স্যাৎ অবলেহেঽপ্সু মজ্জনম্।
স্থিরত্বং পীড়িতে মুদ্রাং গন্ধবর্ণরসোদ্ভবঃ॥

যে ক্বাথ একবার পাক করা হইয়াছে, তাহা পুনর্ব্বার পাক করিলে ঘন হইয়া যায়। এইরূপ ঘনপদার্থকে রসক্রিয়া, লেহ বা অবলেহ কহে। ইহার মাত্রা—উর্দ্ধসীমা ১ একপল। পাককালে হাতা দ্বারা তুলিতে বা ফেলিতে যখন ইহার তারের মত ধারা পতিত হয়, জলে ফেলিলে ডুবিয়া যায়, এবং অঙ্গুলি প্রভৃতিদ্বারা চাপ দিলে তাহাতে সেই দাগ স্থির থাকে, তখনই অবলেহের সম্যক্ পাক হইয়াছে বুঝিবে। সেইসময়ে তাহার গন্ধ, বর্ণ ও রস স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

ফাণ্টবিধি।

ক্ষুন্নে দ্রব্যপলে সম্যক্ জলমুষ্ণং বিনিক্ষিপেৎ।
মৃৎপাত্রে কুড়বোন্মানং ততস্তু স্রাবয়েদ্ ঘটাৎ॥
স স্যাচ্চূর্ণ-দ্রবঃ ফাণ্টস্তন্মানং দ্বিপলোন্মিতম্।
ক্ষৌদ্রং সিতাগুড়াদীংস্তু কর্ষমাত্রান্ বিনিক্ষিপেৎ॥

১ একপল অর্থাৎ ৮ আটতোলা-পরিমিত চূর্ণ দ্রব্য একটী ঘট বা অন্য কোন মৃৎপাত্রে রাখিয়া, তাহাতে ১ কুড়ব অর্থাৎ ৩২ বত্রিশতোলা-পরিমিত গরম জল ঢালিবে। তাহার পর সমস্তটী স্রাবিত করিয়া লইবে। ইহাকে চূর্ণদ্রব বা ফাণ্ট বলা যায়। ইহার মাত্রা—উর্দ্ধসীমা ২ দুইপল বা ১৬ ষোলতোলা। ফাণ্টে মধু, চিনি বা গুড়াদি প্রক্ষেপ করিতে হইলে, তাহা এক কর্ষ অর্থাৎ ২ দুইতোলা পরিমাণে লওয়া আবশ্যক।

পল-কুড়বাদির পরিমাণ।

১২ ধান্যে	...	১ এক মাষা, মধ্যম বা সুবর্ণমাষা।
১৬ মাষায়	...	১ এক সুবর্ণ।
২১ মাষায়	...	১ এক ধরণ।
৩৷৹ ধরণে	...	১ এক কর্ষ।
৪ কর্ষে	...	১ এক পল।
৪ পলে	..	১ এক কুড়ব।
৪ কুড়বে	...	১ এক প্রস্থ।
৪ প্রস্থে	...	১ এক আঢ়ক।
৪ আঢ়কে	...	১ দ্রোণ।
১০০ পলে	..	১ তুলা।
২০ তুলায়	...	১ এক ভার।

শুষ্ক দ্রব্যের পক্ষে এই পরিমাণ বিহিত। আর্দ্র বা দ্রব দ্রব্য হইলে, কুড়বের পরবর্ত্তী পরিমাণ দ্বিগুণ লওয়া আবশ্যক।

২ যবে	...	১ এক গুঞ্জা।
৮ গুঞ্জায়	...	১ এক মাষা।
৪ মাষায়	...	১ এক শাণ, ধরণ বা টঙ্ক।
২ টঙ্কে বা ৮ মাষায়		১ এক কোল, ক্ষুদ্রক, বাটক, দ্রক্ষণ, তোলা।
২ কোলে		১ কর্ষ, সুবর্ণ, অক্ষ, বিড়ালপদক, পিচু, পাণিতল, উড়ম্বর, তিন্দুক, বা কবলগ্রহ।
২ কর্ষে	...	১ অর্দ্ধ পল, শুক্তি বা অষ্টমিকা।
২ শুক্তি বা কর্ষে		১ পল, মুষ্টি, প্রকুঞ্চ, চতুর্থিকা, বিল্ব, বা ষোড়শিকাম্র।
২ পলে	...	১ প্রসৃতি।
২ প্রসৃতি বা ৪ পলে		১ এক কুড়ব, অষ্টমান, অথবা অর্দ্ধ শরাব (আধ শের)।

২ কুড়ব বা ৮ পলে		১ মাণিকা বা এক শরাব (১ শের)।
২ মাণিকা বা ১৬ পলে		১ প্রস্থ (২ শের)।
৪ প্রস্থে	...	১ আঢ়ক, পাত্র বা কড়।
৪ আঢ়কে	...	১ দ্রোণ, ঘট, কলস, উন্মান, রাশি, লম্বন বা অর্ম্মণ।
২ দ্রোণে	...	১ সূর্প বা কুম্ভ।
২ সূর্পে	...	১ দ্রোণী, বাহ, বা শোণী।
৪ দ্রোণীতে	...	১ খারি (৪০৯৬ পল বা ৫১২ শের)।
২০০ পলে	...	১ তুলা।
২০ তুলায়	...	১ ভার।

শুষ্কদ্রব্য সম্বন্ধে এই পরিমাণ সকলস্থলেই গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু আদ্র বা দ্রব দ্রব্য হইলে, কুড়বের উদ্ধ শরাব ও প্রস্থ প্রভৃতির পরিমাণ দ্বিগুণ হইবে।

সপ্তম অধ্যায়।

দ্রব্যের বিশেষ বিজ্ঞান।

পার্থিব।—ক্ষিতি অর্থাৎ পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাশের সমবায়ে দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই পাঁচটী মহাভূত। যে দ্রব্যে ইহাদের মধ্যে যে ভূতের আধিক্য থাকে, তাহা সেই নামেই বর্ণিত হয়, যথা—পৃথ্বীভাগের আধিক্য থাকিলে তাহা পার্থিব দ্রব্য; অপভাগের আধিক্য থাকিলে তাহা আপ্য; এইরূপে তৈজস, বায়ব্য ও আকাশীয় নাম দেওয়া যাইতে পারে। তাহাদের মধ্যে যেসকল দ্রব্য স্থূল, সারবান্, ঘন, মৃদু, স্থির, খর, গুরু, কঠিন, গন্ধবিশিষ্ট, ঈষৎ কষায় ও প্রায়ই মধুর, তৎসমুদায়কে পার্থিব বলা যায়। পার্থিব দ্রব্য স্থিরত্বসাধক, একত্র-সংশ্লেষক, এবং বল-পুষ্টি প্রভৃতির বৃদ্ধিকারক, বিশেষতঃ অধোগমনশীল।

জলীয়।—যে দ্রব্য শীতল, স্তিমিত, স্নিগ্ধ, মন্দ, গুরু, সারক, ঘন, মৃদু, পিচ্ছিল, রসবহুল, যাহা স্বাদে ঈষৎ কষায় অম্ল বা লবণ, কিংবা মধুরপ্রায়, তাহাকে আপ্য (জলীয়) কহে। জলীয় দ্রব্য স্নিগ্ধতাকারক, আহ্লাদজনক, ক্লেদক, সংশ্লেষকারক, ও নিষ্যন্দকর অর্থাৎ ক্ষরণকারক।

তৈজস।—যে দ্রব্য সূক্ষ্ম, লঘু উষ্ণ, রুক্ষ ও খর, এবং ঈষৎ অম্ল ও লবণ রসবিশিষ্ট, অথবা প্রায়শঃ কটু, বিশেষতঃ যাহা ঊর্দ্ধে গমন করে, তাহাকে তৈজস কহে। দহন, পচন, দারণ, তাপন, প্রকাশ এবং প্রভা ও বর্ণসাধনে তৈজস দ্রব্যের শক্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

বায়বীয়।—যে দ্রব্য রুক্ষ, খর, হিম, সূক্ষ্ম, লঘু ও স্পর্শবহুল, এবং যাহা ঈষৎ তিক্ত ও কষায়, তাহাই বায়বীয় দ্রব্য। শোষণ, সঞ্চালন, এবং নির্ম্মলতা, লঘুতা ও গ্লানিসাধনে বায়বীয় দ্রব্যের শক্তি দেখা যায়।

আকাশীয়।—যে দ্রব্য মসৃণ, সূক্ষ্ম ও মৃদু, যাহা শরীরে প্রবিষ্ট হইবা-মাত্র সহসা সমুদায় শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া, পরে পরিপাক প্রাপ্ত হয়, যাহা অনায়াসে ভাঙ্গিয়া বিভক্ত হইয়া যায়, এবং যাহার রস অব্যক্ত, অপিচ যাহা নিজে শব্দবহুল, তাহাকে আকাশীয় দ্রব্য বলা যায়। ইহা শরীরের লঘুত্ব, ও সচ্ছিদ্রতাকারক।

কাল ও কর্ম্মাদি।—পূর্ব্বে যেসকল লক্ষণ বর্ণিত হইল, তৎসমুদায় দ্বারা সকল দ্রব্যই ঔষধ বলিয়া নির্ণীত হইতে পারে। সেই সকল ঔষধ সেবনের পর যে সময়ে তাহাদের কার্য্য প্রকাশ পায়, তাহাই কাল; যাহা করে তাহা কর্ম্ম; যদ্দারা করে তাহা বীর্য্য; যে স্থানে বা পাত্রে সেই কার্য্য করে তাহা অধিকরণ; যে প্রকারে করে তাহা উপায়; এবং সেই কার্য্যপরিণামে যাহা সম্পন্ন হয় তাহাই ফল।

গুণ ও নাম।—বিরেচন দ্রব্যে পার্থিব ও জলীয় গুণ অধিক দেখা যায়; কারণ পৃথিবী ও জল গুরু, এবং সেইজন্য তাহা অধোগামী। বোধ হয় অধোগমন গুণ বশতঃ বিরেচন হইয়া থাকে। বমন দ্রব্যে অগ্নির ও বায়ুর গুণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; কারণ অগ্নি ও বায়ু উভয়ই লঘু এবং লঘুতা প্রযুক্তই তাহারা ঊর্দ্ধগমন করিয়া থাকে; সেইজন্য ঊর্দ্ধগুণ অধিক থাকাতেই বোধ হয় বমন হইয়া থাকে। বমন ও বিরেচন উভয় গুণবিশিষ্ট দ্রব্যে ঊর্দ্ধ-

গামিতা ও অধোগামিতা উভয় গুণই অধিকপরিমাণে দেখা যায়। সেইরূপ সংশমনদ্রব্যে আকাশগুণ এবং সংগ্রাহক দ্রব্যে শোষণগুণ অধিক। শোষণগুণ বায়ুর একটী প্রধান ধর্ম্ম; সেইজন্য সংগ্রাহক দ্রব্যে বায়ুর গুণ অধিক দেখা যায়। দীপ্তিকর দ্রব্যে তৈজসগুণের এবং লেখনকর ঔষধে বায়বীয় ও তৈজস গুণের আধিক্য; সেইরূপ পুষ্টিকর ঔষধে পার্থিব ও জলীয় গুণের আধিক্য লক্ষিত হয়। "এবমৌষধকর্ম্মাণ্যনুমানাৎ সাধয়েৎ।" অর্থাৎ মহর্ষি সুশ্রুত বলিতেছেন যে, এইপ্রকারে অনুমানদ্বারাই ঔষধের কার্য্য অবধারণ করিবে।

দ্রব্য ও গুণ।—ভূমি, অগ্নি ও জলীয় দ্রব্য দ্বারা বায়ুর শান্তি হইয়া থাকে; ভূমি, জল ও বায়ুজাত দ্রব্য দ্বারা পিত্ত প্রশমিত হয়; এবং আকাশ, অগ্নি ও বায়ুজাত দ্রব্যদ্বারা শ্লেষ্মার প্রশমন হয়। সেইরূপ ইহার বিপরীত গুণ হইতে বিপরীত ফল ফলিতে দেখা যায়; যথা—আকাশ ও বায়ুজ দ্রব্য দ্বারা বায়ুর বৃদ্ধি হয়, আগ্নেয় দ্রব্যদ্বারা পিত্তবৃদ্ধি হয়, এবং পার্থিব ও জলীয় দ্রব্যদ্বারা শ্লেষ্মার বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

গুণ ও বীর্য্য।—দ্রব্যের গুণ শীতল, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, মৃদু, স্নিগ্ধ, পিচ্ছিল ও বিশদ; এইসমস্ত গুণ বীর্য্য নামে আখ্যাত। অগ্নি গুণের আধিক্যে তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীর্য্য, জলীয়গুণের আধিক্যে শীত ও পিচ্ছিলবীর্য্য, পার্থিব ও জলীয়-গুণের আধিক্যে স্নিগ্ধবীর্য্য, জলীয় ও আকাশীয়গুণের আধিক্যে মৃদুবীর্য্য, বায়ুগুণের আধিক্যে রুক্ষবীর্য্য, এবং ক্ষিতি ও বায়ুগুণের আধিক্যে বিশদবীর্য্য হইয়া থাকে। উষ্ণ ও তীক্ষ্ণবীর্য্যদ্বারা বায়ুর; শীত, মৃদু বা পিচ্ছিল বীর্য্যদ্বারা পিত্তের, এবং তীক্ষ্ণ, রুক্ষ বা বিশদ বীর্য্যদ্বারা শ্লেষ্মার নাশ হয়। গুরুপাক দ্রব্য-দ্বারা বায়ু ও পিত্ত এবং লঘুপাক দ্রব্যদ্বারা শ্লেষ্মা প্রশমিত হয়। মৃদু, শীতল ও উষ্ণগুণ—স্পর্শদ্বারা, স্নিগ্ধ ও রুক্ষগুণ—দর্শন দ্বারা, এবং পিচ্ছিল ও বিশদগুণ—দর্শন ও স্পর্শদ্বারা জানিতে পারা যায়। গুরুপাক দ্রব্যদ্বারা মলমূত্রের প্রবৃত্তি ও শ্লেষ্মার আধিক্য হয়। লঘুপাক দ্রব্যদ্বারা মল-মূত্রের নীরোধ ও বায়ুর প্রকোপ হইয়া থাকে। অতএব এইসকল ক্রিয়াদ্বারা গুরুপাক ও লঘুপাক দ্রব্যের অবধারণ করিতে হয়।

দ্রব্যমাত্রই রস বীর্য্য বা বিপাক অনুসারে কার্য্য করিয়া থাকে। রসভেদে কার্য্যভেদ, যথা—মধুররস শ্লেষ্মবৃদ্ধিকর, অম্লরস পিত্তবর্দ্ধক, কষায়রস বায়ু-

বর্দ্ধক ইত্যাদি। বীর্য্যভেদে কার্য্যভেদ, যথা—মধু মধুররস হইয়াও রুক্ষ-বীর্য্য জন্য শ্লেষ্মনাশক, আমলকী অম্লরস হইয়াও শীতবীর্য জন্য পিত্তনাশক, এবং কুলত্থ কষায়রস হইয়াও স্নিগ্ধবীর্য্য জন্য বায়ুনাশক ইত্যাদি। বিপাকভেদে কার্য্যভেদ; যথা—মধুর-বিপাক দ্রব্য অর্থাৎ যাহারা পাককালে মধুররস প্রাপ্ত হয়, সেইসমস্ত দ্রব্য গুরুপাক ও শ্লেষ্মবর্দ্ধক প্রভৃতি এবং কটুবিপাক অর্থাৎ যে দ্রব্য পরিপাককালে কটুরস প্রাপ্ত হয়, সেইসমুদায় দ্রব্য লঘুপাক ও বায়ু-বর্দ্ধক প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট।

অতএব সকলায় দ্রব্যেরই কার্য্যকারিতা নিশ্চয় করিতে হইলে, কেবল দ্রব্য ও রসের গুণবিচার করিয়া নির্দ্দেশ করা উচিত নহে। তাহাদের বীর্য্য এবং বিপাকের বিষয়ও লক্ষ্য করিতে হয়। বীর্য্য ও বিপাক অসাধারণ করিবার কয়েকটী সাধারণ নিয়ম আছে। যেমন, যে রস বায়ুনাশক বলিয়া পরিচিত, তাহা যদি রুক্ষ, শীতল ও লঘুপাক হয়, তবে তাহা বায়ুর নাশ না করিয়া বৃদ্ধি করিবে। যে রস পিত্তনাশক, তাহা তীক্ষ্ণ, উষ্ণ ও লঘু হইলে, তাহাদ্বারা পিত্তের উপশম না হইয়া বৃদ্ধি হইবে। আর যে রস শ্লেষ্মনাশক, তাহা স্নিগ্ধ, শীতল ও গুরুপাক হইলে, তদ্দ্বারা শ্লেষ্মা বিনষ্ট না হইয়া বর্দ্ধিত হইবে। এইরূপে দ্রব্যমাত্রেরই সমস্ত গুণগুলি বিবেচনা করিলে, অনায়াসে তাহার বীর্য্য নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়।

দ্রব্যের বিপাক সাধারণতঃ দুইপ্রকার; মধুর বিপাক ও কটু-বিপাক। যেসকল দ্রব্যে পৃথিবী ও জলভাগের আধিক্য থাকে, তাহা মধুর-বিপাক। আর যে সমস্ত দ্রব্যে বায়ু ও আকাশ ভাগের আধিক্য থাকে, তাহারা কটু-বিপাক।

অষ্টম অধ্যায়।

—*—

রসের বিশেষ বিজ্ঞান।

ভূত ও গুণ।—আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও ভূমি,—এইগুলি পঞ্চমহাভূত। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ,—এই পাঁচটী যথাক্রমে ইহাদের গুণ। আকাশ বায়ু প্রভৃতি ভূতে শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি গুণ ক্রমান্বয়ে উত্তরোত্তর এক একটী করিয়া বৃদ্ধি পাইয়া থাকে; যথা—আকাশের গুণ শব্দ; বায়ুর গুণ শব্দ ও স্পর্শ; অগ্নির গুণ শব্দ, স্পর্শ ও রূপ; জলের গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস; এবং ভূমির গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। এইরূপে পরস্পরের সংসর্গ আনুকূল্য ও মিশ্রণে সকলভূতের অংশ সকলগুলিতেই মিলিত দেখা যায়। কিন্তু উৎকৃষ্টতা ও অপকৃষ্টতা অনুসারে তাহারা ভিন্ন ভিন্ন রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

যোগ ও বিয়োগ বিভাগ।—রস সাধারণতঃ জলীয়গুণসম্ভূত। কিন্তু ইহার সহিত অন্যান্য ভূতগুণ মিলিত থাকায়, ছয়প্রকার রস অনুভূত হইয়া থাকে; যথা মধুর, অম্ল, লবণ, কটু, তিক্ত ও কষায়। ইহাদের পরস্পরের সম্মিলনে রসের ত্রিষষ্টিপ্রকার বিভাগও দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে পার্থিব ও জলীয়গুণের আধিক্যে মধুর-রস, পার্থিব ও আগ্নেয়গুণের আধিক্যে অম্লরস, জলীয় ও আগ্নেয় গুণের আধিক্যে লবণরস, বায়ব্য ও আগ্নেয় গুণের আধিক্যে কটুরস, বায়ব্য ও আকাশগুণের আধিক্যে তিক্তরস, এবং পার্থিব ও বায়ব্য গুণের আধিক্যে কষায়রস জন্মে। মধুর অম্ল ও লবণ বাতঘ্ন; মধুর তিক্ত ও কষায় পিত্তনাশক; এবং কটু, তিক্ত ও কষায় শ্লেষ্মনাশক। কোন কোন পণ্ডিতের মত এই যে, জগতে অগ্নি ও সোম এই দুইটী গুণ থাকাতে রস দুইপ্রকার যথা—আগ্নেয় ও সৌম্য। মধুর, তিক্ত ও কষায়—সৌম্য; এবং কটু, অম্ল ও লবণ—আগ্নেয়। সৌম্য—শীতল, এবং আগ্নেয়—উষ্ণ। মধুর, অম্ল ও লবণরস—স্নিগ্ধ ও গুরু; এবং কটু, তিক্ত ও কষায় রস—রুক্ষ ও লঘু।

রুক্ষতা, শীতলতা, বিশদতা লঘুতা ও স্তব্ধতা—এইগুলি বায়ুগুণের লক্ষণ। কষায় রস ইহার সমানযোনি। সেইজন্য কষায়-রসের শীতলতায় বায়ুর শীতলতা, রুক্ষতায় রুক্ষতা, লঘুতায় লঘুতা, বিশদতায় বিশদতা এবং স্তব্ধতায় বায়ুর স্তব্ধতা বৰ্দ্ধিত হইয়া থাকে। উষ্ণতা, তীক্ষ্ণতা, রুক্ষতা, লঘুতা ও বিশদতা—পিত্তগুণের লক্ষণ। কটুরস ইহার সমানযোনি। সেই জন্য কটু-রসের উষ্ণতায় পিত্তের উষ্ণতা, তীক্ষ্ণতায় তীক্ষ্ণতা, লঘুতায় লঘুতা, এবং বিশদতায় বিশদতা বৰ্দ্ধিত হয়। মধুররস ইহার সমানযোনি। সেই জন্য মধুর-রসের মধুরতায় শ্লেষ্মার মধুরতা, স্নেহে স্নিগ্ধতা, গৌরবে গুরুতা, শৈত্যে শীতলতা এবং পিচ্ছিলতায় পিচ্ছিলতা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

শ্লেষ্মার অপর অর্থাৎ অসমান যোনি কটুরস। কটুরসের কটুত্বদ্বারা শ্লেষ্মার মধুরতা, রুক্ষতাদ্বারা স্নিগ্ধতা, লঘুতাদ্বারা গুরুতা, উষ্ণতাদ্বারা শীতলতা এবং বিশদতা দ্বারা পিচ্ছিলতা নষ্ট হয়। এইরূপ অন্যান্য রসের বিপরীত গুণ দ্বারা অপরাপর দোষেরও উপশম হইয়া থাকে।

অনন্তর রসের লক্ষণ বর্ণিত হইতেছে। মধুর রসে তৃপ্তি, সন্তোষ ও আনন্দ জন্মে; ইহা জীবনীশক্তিবৃদ্ধির প্রধান উপযোগী। ইহার সেবনে মুখে অবলেপ হয়, অর্থাৎ মুখ চট্‌চট্ করিতে থাকে এবং শ্লেষ্মা বৰ্দ্ধিত হয়।

অম্লরসে দন্তহর্ষ, মুখস্রাব ও রুচি জন্মে। লবণরসে অন্নাদিতে রুচি জন্মে, লালাস্রাব হয়, এবং মৃদুতা উৎপন্ন হইয়া থাকে। কটুরস সেবনে জিহ্বার অগ্রভাগ জ্বালা করে, মনোমধ্যে উদ্বেগ উপস্থিত হয়, শিরোগ্রহ ঘটে, অর্থাৎ মাথা ধরে, এবং নাসিকা হইতে জল নিঃসৃত হইতে থাকে। তিক্তরস দ্বারা কণ্ঠশোষ, মুখের বিশদতা, অন্নে রুচি, এবং হর্ষ জন্মে। কষায়রসে মুখশোষ, জিহ্বাস্তম্ভ ও কণ্ঠরোধ হয়, হৃদয়প্রদেশ পর্য্যন্ত আকৃষ্ট এবং কি একপ্রকার পীড়াগ্রস্ত বলিয়া যেন বোধ হইতে থাকে।

মধুররস—সেবন করিলে, রস, রক্ত, মাংস, মেদঃ, মজ্জা, অস্থি, রজঃ, শুক্র ও স্তন্য বৰ্দ্ধিত হয়। ইহা দৃষ্টি ও কেশের বৰ্দ্ধক, বল ও বর্ণের বৃদ্ধিকারক, ব্রণসন্ধায়ক অর্থাৎ কাটা ঘা জুড়িয়া দেয়, এবং রস ও রক্তের প্রসন্নতা সাধন করে। মধুররস—বালক, বৃদ্ধ, ক্ষয়রোগগ্রস্ত ও দুর্ব্বলের পক্ষে হিতকর; মধুমক্ষিকা ও পিপীলিকাগণ ইহা বড়ই ভালবাসে; ইহাদ্বারা তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, ও দাহ প্রশমিত

এবং ছয়টী ইন্দ্রিয়ই প্রসন্ন হয়; কিন্তু ইহা কৃমি ও কফ জন্মাইয়া দেয়। মধুর-রসের এত অধিক গুণ থাকিলেও, যদি কেহ ইহা অতিরিক্তমাত্রায় সেবন করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি শ্বাস, কাস, অলসক ও বমনবেগে কষ্ট পায়; তাহার স্বরভঙ্গ ঘটে, এবং কৃমি, গলগণ্ড, অর্ব্বুদ, শ্লীপদ, বস্তিদেশের ও মলদ্বারের উপলেপ, এবং চক্ষুর অভিষ্যন্দ পীড়া জন্মে।

অম্লরস—জারক ও পাচক; ইহদ্বারা বায়ুর শান্তি ও অনুলোম, এবং কোষ্ঠের বিদাহ ঘটে। ইহা ক্লেদজনক, মুখপ্রিয় ও বহিঃশৈত্যসাধক। কিন্তু ইহা অধিকমাত্রায় সেবন করিলে, দন্তহর্ষ ও লোমহর্ষ এবং নয়ন নিমীলিত হয়। ইহাদ্বারা গাঢ় কফ তরল হইয়া আইসে, শরীর শিথিল হইয়া পড়ে। শরীরের কোন স্থান ক্ষত, দগ্ধ, দষ্ট, ভগ্ন, পিষ্ট, ছিন্ন, ভিন্ন বা বিদ্ধ, অথবা শোথগ্রস্ত বা বিসর্পরোগে আক্রান্ত হইলে, অধিক অম্ল সেবনে সেই স্থান পাকিয়া উঠে। ইহার আগ্নেয় গুণ থাকাতে কণ্ঠে বক্ষে ও হৃদয়ে দাহ উৎপন্ন হয়।

লবণরস—পাচক ও সংশোধক। ইহাদ্বারা রসসমূহের বিশ্লেষণ এবং শরীরের ক্লেদ ও শৈথিল্য সাধিক হয়। ইহা সকল রসের বিরোধী, উষ্ণগুণযুক্ত ও মার্গবিশোধক, এবং সকল শরীরাংশের কোমলতা সাধন করে। এই রস অধিকমাত্রায় সেবিত হইলে, গাত্রে কণ্ডু, মণ্ডলাকার ব্রণ, শোথ, বিবর্ণতা, মুখে ও নেত্রে পাক (ঘা), রক্তপিত্ত, বাতরক্ত, পুরুষত্বহানি ও অম্লোদ্গার প্রভৃতি পীড়া জন্মে।

কটুরস—পাচক ও রোচক, অগ্নির দীপ্তিকর ও সংশোধক। ইহা দ্বারা শরীরের স্থূলতা, এবং কফ কৃমি বিষ কুষ্ঠ ও কণ্ডুর প্রশমন, সন্ধির বিশ্লেষণ ও শরীরের অবসাদ হয়। ইহা স্তন্য, শুক্র ও মেদের নাশক। এই রস অধিকমাত্রায় সেবিত হইলে ভ্রম ও মত্ততা জন্মে; গলা, তালু ও ওষ্ঠ শুষ্ক হইয়া আইসে; শরীরে সন্তাপ হয়, বলের হানি ঘটে, এবং কম্প, সূচীবেধবৎ বেদনা, বিদারণবৎ যাতনা প্রভৃতি বিবিধ রোগ উৎপন্ন হয়; অপিচ হস্ত, পদ পার্শ্ব ও পৃষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে বাতবেদনা ও শূল প্রভৃতি প্রকাশ পাইয়া থাকে।

তিক্তরস—সেবনে রুচি ও অগ্নির দীপ্তি হয়। ইহা ছেদক অর্থাৎ দোষাদির উচ্ছেদকারক ও সংশোধক। ইহাদ্বারা কণ্ডু, কোষ্ঠ, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, ও

জ্বরের শান্তি, স্তন্যের সংশোধন, এবং বিষ্ঠা, মূত্র, ক্লেদ, মেদঃ, বসা ও পূয়ের শোষণ হয়। এই রস অত্যধিকমাত্রায় সেবন করিলে, শরীর স্পন্দনহীন হইয়া পড়ে, এবং মন্যাস্তম্ভ, হস্ত-পদাদির আক্ষেপ, শিরঃশূল, ভ্রম, তোদ, ভেদ অর্থাৎ বিদারণবৎ যাতনা, ছেদ অর্থাৎ ছেদনবৎ যাতনা, ও মুখের বিরসতা প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হয়।

কষায়রস- সংগ্রাহী অর্থাৎ মল, মূত্র ও শ্লেষ্মা প্রভৃতিকে ইহা রুদ্ধ করে। ইহা ব্রণের শোধন, লেখন ও পূরণ এবং ক্লেদশোষণ করে। এই রস অধিকমাত্রায় সেবন করিলে, হৃদ্রোগ, মুখশোষ, উদরাধ্মান, বাগ্‌রোধ, মন্যাস্তম্ভ, অঙ্গস্ফুরণ, এবং শরীরে চিনচিমানি, আকুঞ্চন ও আক্ষেপ প্রভৃতি হইতে থাকে।

এক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন রসবিশিষ্ট কতকগুলি ঔষধোপযোগী দ্রব্যের নাম করা যাইতেছে।

মধুরবর্গ—কাকোল্যাদিগণ, দুগ্ধ, ঘৃত, বসা, মজ্জা, শালিধান্য, ষেটেধান্য, যব, গোধূম, মাষকলাই, শৃঙ্গাটক (শিঙ্গড়া, পানিফল), কসেরুক (কেশুর), ত্রপুস (শশা), এর্ব্বারু (কাঁকুড়), কর্কটী, অলাবু, তরমুজ, কতক (নির্ম্মলী-ফল), গিলোড্যা (গোমুক), পিয়াল, পদ্মবীজ, গাম্ভারীফল, মৌল, দ্রাক্ষা, খর্জ্জুর, রাজাদন (ক্ষীরাই), তাল, নারিকেল, ইক্ষুবিকার, পীত ও শ্বেত বেড়েলা, গোবক্ষ-চাকুলে, আলকুশী, ভুঁই-কুমড়া, গোক্ষুর প্রভৃতি দ্রব্য মধুরবর্গ।

অম্লবর্গ—দাড়িম, আমলকী, আম্রাতক (আমড়া), কপিত্থ (কয়েদবেল), পানিআমলা, মাতুলুঙ্গ (ছোলঙ্গ-নেবু), করমর্দ্দ (করঞ্জ), কুল, তেঁতুল, কোশাম্র (জলপাই), ভব্য (চালতা), তিন্দুক (গাব), বেতফল, লকুচ (মান্দার), অম্লবেতস, জম্বীর (গোঁড়ানেবু), দধি, তক্র, সুরা, সাধারণ অম্লরস, কাঞ্জী, তুষোদক, ধান্যাম্ল প্রভৃতি অম্লবর্গ।

লবণবর্গ—সৈন্ধব, স্বচ্ছ, বিট্, পাকা, সাম্ভার, সামুদ্র, পক্তিম, যব-ক্ষার, উষক্ষার ও সুবর্চ্চিকা প্রভৃতি অম্লবর্গ।

কটুবর্গ।—পিপ্পল্যাদি, শিগ্রু (শজিনা), মধুশিগ্রু, মূলা, রসুন, সুমুখ (শ্বেততুলসী), শীতশিব (কর্পূর), কুড়, দেবদারু, রেণুক, সোমরাজীফল, মূতা, চণ্ডা (যোয়ানবিশেষ), লাঙ্গলকী (বিষলাঙ্গলিয়া), শুকনাসা (শোণা) গুগ্‌গুলু, পীলু প্রভৃতি কটুবর্গ বলিয়া পরিগণিত।

তিক্তবর্গ।—আরগ্বধাদিগণ, গুড়ূচ্যাদিগণ, মঞ্জিষ্ঠা, বেতের আগা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ইন্দ্রযব, বরুণবৃক্ষ, গোক্ষুর, সপ্তপর্ণ, বৃহতী, কণ্টকারী, চোরহুলী, মূষিকপর্ণী, ত্রিবৃৎ (তেউড়ী), ঘোষাফল, কর্কোটক (কাঁকরোল), কারবেল্লক (করোলা), বার্ত্তাকু, করীর, করবীর, মালতী, শঙ্খাহুলী, অপামার্গ (আপাঙ), বচ, অশোক, কটুকী, জয়ন্তী, পুনর্নবা, বৃশ্চিকালী (বিছুটী) ও জ্যোতিষ্মতী লতা প্রভৃতি তিক্তবর্গ।

কষায়বর্গ।—ন্যগ্রোধাদি, অম্বষ্ঠাদি, প্রিয়ঙ্গ্বাদি ও লোধ্রাদিগণ, ত্রিফলা, জম্ব, আম, বকুল, তিন্দুক, পাষাণভেদী ও পুষ্পহীন বৃক্ষের ফল, শালসারাদিগণ, কুরবক (রক্তঝিণ্টী), কোবিদার (কাঞ্চনবৃক্ষ), জীবন্তী (চিল্লীশাক), পালংশাক উড়িধান, কুশ প্রভৃতি কষায়বর্গ।

নবম অধ্যায়।

দ্রব্যের গণ।

দ্রব্যের বত্রিশটী গণ ও তাহাদের নাম।

১। বিদারিগন্ধাদিগণ। শালপর্ণী, বিদারী (ভুঁইকুমড়া), সহদেবা (বেড়েলা), বিশ্বদেবা (গোরক্ষচাকুলে), শ্বদংষ্ট্রা (গোক্ষুরী), পৃথক্‌পর্ণী (চাকুলে), শতাবরী (শতমূলী), সারিবা (অনন্তমূল), কৃষ্ণ-সারিবা (শ্যামালতা), জীবন্তী, ঋষভক, ক্ষুদ্রসহা (মুগানী), মহাসহা (মাষাণী), বৃহতী, কণ্টকারী, পুনর্নবা, এরণ্ড, হংসপদী (গোয়ালিয়া লতা), বৃশ্চিকালী (বিছুতি) ও ঋষভী (আলকুশী)। ইহা বায়ু-পিত্তনাশক, এবং শোষ, গুল্ম, অঙ্গমর্দ্দ, ঊর্দ্ধশ্বাস ও কাসে হিতকর।

২। আরগ্বধাদিগণ। আরগ্বধ (সোঁদাল), মদন (ময়না), গোপঘণ্টা (শেয়াকুল), কুটজ (কুড়চী), পাঠা (নিমুখ-লতা), কণ্টকী (বঁইচ), পাটল (পারুল), মূর্ব্বালতা, ইন্দ্রযব, সপ্তপর্ণ (ছাতিম), নিম, কুরুণ্টক (পীতঝাঁটী), দাসীকুরুণ্টক (নীলঝাঁটী), গুড়ূচী (গুলঞ্চ), চিতা, দুইপ্রকার করঞ্জ অর্থাৎ

মহাকরঞ্জ ও ডহরকরঞ্জ, পটোল, কিরাততিক্ত অর্থাৎ চিরতা, সুষবী (করেলা)। ইহা শ্লেষ্মা ও বিষনাশক, মেহ, কুষ্ঠ, জ্বর, বমি ও কণ্ডুরোগের প্রশমক, এবং ব্রণশোধক।

৩। বরুণাদিগণ।—বরুণবৃক্ষ, নীলঝিণ্টী, শিগ্রু (শজিনা), মধুশিগ্রু (লাল শজিনা), জয়ন্তী, মেষশৃঙ্গী, পূতিকা (করঞ্জ), নাটাকরঞ্জ, মোরটা (মূর্ব্বালতা), অগ্নিমন্থ (গণিয়ারী), ঝিণ্টী (ঝাঁটী), লালঝাঁটী, আকন্দ, বসির (আপাং), চিতা, শতমূলী, বেল, অজশৃঙ্গী, দর্ভ (কুশ), বৃহতী ও কণ্টকারী। বরুণাদিগণ কফ ও মেদের শান্তিকারক, এবং শিরঃশূল, গুল্ম ও আভ্যন্তরিক বিদ্রধিনাশক।

৪। বীরতর্ব্বাদিগণ।—বীরতরু (অর্জ্জুন), নীলঝাঁটী, লালঝাঁটী, উলু, বন্দাদনী (বৃক্ষের উপরিজাত বৃক্ষ), গুন্দ্রা (গড়গড়ে গাছ), নল, কাশ (কেশে) অশ্মভেদক (পাথরকুচা), অগ্নিমন্থ (গণিয়ারী), মূর্ব্বামূল, আপাং, গন্ধপাদপ, শোণাক (শোণা), পীতঝিণ্টী, স্থলপদ্মবৃক্ষ, কপোতবঙ্কা (ব্রাহ্মীশাক) ও গোক্ষুর। বীরতর্ব্বাদিগণ বায়ুজনিত বিকারনাশক, এবং অশ্মরী, শর্করা, মূত্রাঘাত ও মূত্রকৃচ্ছ্ররোগের শান্তিকর।

৫। শালসারাদিগণ।—শালসার (শাল), অজকর্ণ, খদির, কদর (শ্বেত-খদির), কালস্কন্ধ (গাব), ক্রমুক (সুপারী বৃক্ষ), ভূর্জ্জ, মেষশৃঙ্গী, তিনিশ-বৃক্ষ, কুচন্দন (রক্তচন্দন), চন্দন (শ্বেতচন্দন), শিংশপা, শিরীষ, অসন, ধব (ধাওয়া), অর্জ্জুন, তাল, শাক, করঞ্জ, নাটাকরঞ্জ, অশ্বকর্ণ (সেগুন), অগুরু ও কালীয়ক (পীতকাষ্ঠ)। শালসারাদিগণ কুষ্ঠ, মেহ ও পাণ্ডুরোগের শান্তিকর, এবং কফ ও মেদের শোষক।

৬। রোধ্রাদিগণ।—লোধ, সাবরলোধ, পলাশ, শোণা, অশোক, ফঞ্জিকা (বামুনহাটী), কট্‌ফল, এলবালুক, শল্লক, জিঙ্গিনী, কদম্ব, শাল ও কদলী। ইহারা মেদঃ ও কফ-বিশোষক এবং যোনিদোষনাশক। স্তম্ভন এবং ব্রণ ও বিষনাশে ইহাদের বিশেষ শক্তি দেখা যায়।

৭। অর্কাদিগণ।—অর্ক (আকন্দ), অলর্ক (শ্বেত আকন্দ), করঞ্জদ্বয় অর্থাৎ নাটা ও ডহরকরঞ্জ, নাগদন্তী (হাতীশুঁড়া), অপামার্গ, ভার্গী (বামুন-হাটী), রাস্না, বিষলাঙ্গলী, ক্ষুদ্রশ্বেতা (ভুঁইকুমড়া), মহাশ্বেতা (নীলভুঁই-

কুমড়া), বৃশ্চিকালী (বিছুটী), অলবণা (লতাফট্‌কী) ও তাপসবৃক্ষ (ইঙ্গুদী)। অর্কাদিগণ কফ ও মেদোবিশোধক, কৃমিকুষ্ঠনাশক এবং ব্রণশোধক।

৮। সুরসাদিগণ।—সুরসা (তুলসী), শ্বেতসুরসা (শ্বেততুলসী), গন্ধতৃণ, গন্ধমাত্রা, সুমুখ, সুগন্ধক, কৃষ্ণতুলসী, কাসমর্দ্দ (কালকাশন্দা), অপামার্গ, বিড়ঙ্গ, কট্‌ফল, সুরসা, নিগু‌ণ্ডী, নীল শেফালিকা, কুলাহল (কুকশিমা), ইন্দুরকাণী, ফঞ্জী (বামনহাটী), প্রাচীবল, কাকমাচী (গুড়কামাই) ও বিষমুষ্টিক (কুঁচলে)। সুরসাদিগণ কফ ও কৃমিনাশক, এবং প্রতিশ্যায়, অরুচি, শ্বাস ও কাসরোগের প্রশমক ও ব্রণশোধক।

৯। মুষ্ককাদিগণ।—মুষ্কক (ঘণ্টাপারুল), পলাশ, ধব, চিত্রক (চিতা), মদন (ময়না), কুড়চীগাছ, শিংশপা, বজ্র (মনসা) ও ত্রিফলা অর্থাৎ হরীতকী, বহেড়া ও আমলকী। ইহারা মেদোরোগ এবং শুক্রদোষ, মেহ, অর্শঃ, পাণ্ডু, শর্করা ও অশ্মরী পীড়ার শান্তিকর।

১০। পিপ্পল্যাদিগণ।—পিপুল, পিপুলমূল চব্য (চই), চিতা, শুঁঠ, মরিচ, গজপিপুল, রেণুকা, এলাইচ, বনযমানী, ইন্দ্রযব, আকনাদি, জীরে, সর্ষপ, মহানিম্ব (ঘোড়ানিম), হিঙ্গু, ভার্গী (বামনহাটী), মধুরসা (মূর্ব্বা), অতিবিষা (আতইচ), বচ, বিড়ঙ্গ ও কট্‌কী। পিপ্পল্যাদিগণ, কফ, প্রতিশ্যায়, বায়ু ও অরুচি রোগের শান্তিকর, অগ্নিউদ্দীপক, গুল্ম ও শূলনাশক এবং আমদোষের পরিপাককারক।

১১। এলাদিগণ।—এলাইচ, তগরপাদুকা, কুড়, জটামাংসী, গন্ধতৃণ, দারুচিনি, তেজপত্র, নাগকেশর, প্রিয়ঙ্গু, রেণুকা, ব্যাঘ্রনখ (গন্ধদ্রব্যবিশেষ), নখী, চোচ (গন্ধদ্রব্যবিশেষ), গেঠেলা, সরলকাষ্ঠ, চণ্ডা (চোবা), বালা, গুগ্‌গুল, ধূনা, শিলারস, কুন্দুরুখোটী, অগুরু, স্পৃক্কা (পিড়িংশাক), বেণামূল, ভদ্রদারু কুঙ্কুম, কেশর ও পুন্নাগ। এলাদিগণ বায়ু, কফ ও বিষনাশক, বর্ণপ্রসাদন, এবং কণ্ডূ, পিড়কা ও কোঠপীড়ায় হিতকর।

১২। বচাদিগণ।—বচ, মুথা, আতইচ, হরীতকী, দেবদারু ও নাগকেশর, ইহাদিগকে বচাদিগণ কহে। বচাদিগণ স্তন্যবিশোধক, আমাতিসারনাশক, বিশেষতঃ ত্রিদোষের পরিপাককারক।

১৩। হরিদ্রাদিগণ।—হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কলশী (চাকলে), কুড়চীবীজ, (ইন্দ্রযব), মধক (যষ্টিমধু), ইহাদিগকে হরিদ্রাদিগণ বলা যায়। হরিদ্রাদিগণ স্তন্যবিশোধক, আমাতিসারনাশক, বিশেষতঃ ত্রিদোষের পরিপাককারক।

১৪। শ্যামাদিগণ।—শ্যামালতা, মহাশ্যামালতা, তেউড়ী, দন্তী, শঙ্খপুষ্পী, লোধ, কমলাগুড়ি, রম্যক (মহানিম্ব), ক্রমুক (সুপারী), পত্রশ্রেণী (ইন্দুরকাণী), গবাক্ষী (রাখালশশা), রাজবৃক্ষ (সোঁদাল), করঞ্জদ্বয়, গুলঞ্চ, সপ্তলা, ছাগলাদ্যী, (বিজতাবক), সুধা (মনসাসীজ) ও স্বর্ণক্ষীরী লতা। শ্যামাদিগণ গুল্ম ও বিষনাশক, আনাহ ও উদররোগে মলভেদকারী এবং উদাবর্ত্তরোগ প্রশমক।

১৫। বৃহত্যাদিগণ। বৃহতী, কণ্টকারী, কুড়চী-ফল (ইন্দ্রযব), আকনাদি ও যষ্টিমধু। বৃহত্যাদিগণ বায়ুপিত্তনাশক, এবং কফ, অরুচি, বমনবেগ ও মূত্রকৃচ্ছ্র-রোগে হিতকর।

১৬। পটোলাদি।—পটোলপত্র, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, মূর্ব্বামূল ও গুড়ূচী। ইহারা বিষনাশক এবং ব্রণের উপশমকারী।

১৭। কাকোল্যাদিগণ।—কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবক, ঋষভক, মুদ্গপর্ণী (মগানী), মাষপর্ণী (মাষাণী), মেদ, মহামেদ, গুলঞ্চ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বংশলোচন, পদ্মকাষ্ঠ, পুণ্ডরিয়া-কাষ্ঠ, ঋদ্ধি, দ্রাক্ষা, জীবন্তী ও যষ্টিমধু। কাকোল্যাদিগণ রক্তপিত্তনিবারক, বায়ুনাশক, তেজোবর্দ্ধক, জীবনীয়, পুষ্টিকারক ও শ্লেষ্মজনক।

১৮। উষকাদিগণ। উষক অর্থাৎ ক্ষারমৃত্তিকা, সৈন্ধব, শিলাজতু, কাশীশদ্বয় অর্থাৎ দুইপ্রকার হীরাকস, হিঙ্গু (হিং) ও তুথক (তুঁতে)। ইহারা কফনাশক ও মেদঃশোধক, এবং অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র ও গুল্মরোগে হিতকর।

১৯। সারিবাদিগণ।—সারিবা (অনন্তমূল), যষ্টিমধু, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, গাম্ভারীফল, মধুক-পুষ্প (মৌলফুল) ও বেণামূল। সারিবাদিগণ পিপাসা, রক্তপিত্ত, পিত্তজ্বর ও দাহরোগের শান্তিকর।

২০। অঞ্জনাদিগণ।—অঞ্জন, সৌবীরাঞ্জন অর্থাৎ সুর্ম্মা, রসাঞ্জন, নাগপুষ্প, প্রিয়ঙ্গু, নীলোৎপল অর্থাৎ নীলসুঁদী, নলদ (জটামাংসী), পদ্মকেশর ও যষ্টিমধু। ইহারা রক্তপিত্ত, বিষ ও অন্তর্দ্দাহে হিতকর।

২১। পরূষকাদিগণ।—পরূষক (ফলসা), দ্রাক্ষা, কট্ফল, দাড়িম, পিয়াল, কতকফল (নির্ম্মলী), শাকফল (সেগুণফল) ও ত্রিফলা। ইহা বায়ুপ্রশমক ও মূত্রদোষনাশক, মুখপ্রিয়, রুচিকর ও পিপাসার শান্তিকর।

২২। প্রিয়ঙ্গ্বাদিগণ।—প্রিয়ঙ্গু, সমঙ্গা (বরাহক্রান্তা), ধাতকীপুষ্প (ধাইফুল), পুন্নাগ, রক্তচন্দন, কুচন্দন (মলয়াদ্রিচন্দন), মোচরস, অঞ্জন (রসাঞ্জন), স্রোতোঞ্জন, পদ্মকেশর, মঞ্জিষ্ঠা ও দুরালভা—ইহারা প্রিয়ঙ্গ্বাদিগণ। প্রিয়ঙ্গ্বাদিগণ পক্কাতিসার-নিবারক, সন্ধানকর (ক্ষত যোড়া দেয়), পিত্তনাশক এবং ব্রণরোপণকর।

২৩। অম্বষ্ঠাদিগণ।—অম্বষ্ঠা (আকনাদি), ধাতকীপুষ্প, সমঙ্গা (বরাহক্রান্তা), কট্বঙ্গ (শোণা), যষ্টিমধু, বিল্বপেশী (বেলশুঁঠ), লোধ, সাবর-লোধ, পলাশ, নন্দীবৃক্ষ ও পদ্মকেশর,—ইহারা অম্বষ্ঠাদিগণ। অম্বষ্ঠাদিগণ পক্কাতিসার-নিবারক, সন্ধানকর (ক্ষত যোড়া দেয়), পিত্তনাশক, এবং ব্রণ-রোপণকর।

২৪। ন্যগ্রোধাদিগণ।—ন্যগ্রোধ (বট), যজ্ঞডুম্বর, অশ্বত্থ, প্লক্ষ (পাকুড়), মধূক (মৌল), কপীতন (আমড়া), অর্জ্জুনবৃক্ষ, আম্র, কোষাম্র (ক্যাওড়া), চোরক (গন্ধদ্রব্যবিশেষ), তেজপত্র, জম্বু, বনজম্বু, পিয়াল, যষ্টিমধু, কট্ফল, বঞ্জুল (বেতস), কদম্ব, বদরী, গাব, শল্লকী (শালবৃক্ষ), সাবর-লোধ, ভেলা, পলাশ ও নন্দীবৃক্ষ। ইহারা ব্রণরোগে হিতকর, মলসংগ্রাহক, ভগ্নসন্ধানকারী, রক্তপিত্ত ও দাহনাশক, মেদোঘ্ন ও যোনিদোষনাশক।

২৫। গুড়ূচ্যাদিগণ।—গুলঞ্চ, নিম্ব, ধনে, চন্দন ও পদ্মকাষ্ঠ। ইহারা জ্বরনাশক ও অগ্নিবৃদ্ধিকর; এবং হিক্কা, অরুচি, বমন, পিপাসা ও গাত্রদাহে হিতকর।

২৬। উৎপলাদিগণ।—নীল উৎপল, রক্ত-উৎপল, কুমুদ (শ্বেত-উৎপল), সৌগন্ধিক, কুবলয় (ঈষৎনীল শ্বেত-পদ্ম), শ্বেতপদ্ম ও যষ্টিমধু। ইহারা পিপাসা, গাত্রদাহ ও রক্তপিত্তে হিতকর, বিষনাশক এবং হৃদ্রোগ, ছর্দ্দি (বমি) ও মূর্চ্ছায় হিতকর।

২৭। মুস্তাদিগণ।—মুতা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, হরীতকী, আমলকী, বিভীতকী (বহেড়া), কুড়, হৈমবতী (শুক্লবচ), বচ, আকনাদী, কটকী, শার্ঙ্গেষ্ঠা (মহাকরঞ্জ), অতিবিষা (আতইচ), দ্রাবিড়ী (এলাইচ), ভেলা ও

চিতা। ইহারা কফ ও যোনিদোষের নাশ, স্তনদ্বয়ের শোধন, এবং ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক করে।

২৮। ত্রিফলা।—হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া। ত্রিফলা কফ, পিত্ত, মেহ, কুষ্ঠ ও বিষমজ্বরনাশক, নেত্রদোষনিবারক ও অগ্নির উদ্দীপক।

২৯। ত্রিকটু।—পিপুল, মরিচ ও শুঁঠ। ইহারা শ্লেষ্মা, মেদঃ, মেহ, কুষ্ঠ, চর্ম্মরোগ, গুল্ম, পীনস ও অগ্নিমান্দ্য নাশ করে এবং অগ্নির উদ্দীপন করে।

৩০। আমলক্যাদিগণ।—আমলকী, হরীতকী, পিপুল ও চিতা। ইহারা সর্ব্বপ্রকার জ্বর, কফ ও অরুচি নিবারক, চক্ষুর হিতকর, অগ্নিদীপক এবং শুক্রবর্দ্ধক।

৩১। ত্রপ্বাদিগণ।—ত্রপু (রাঙ), সীসা, তামা, রূপা, কৃষ্ণলোহ, স্বর্ণ, ও লৌহমল। ইহারা গরল, ক্রিমি, পিপাসা, হৃদ্রোগ, পাণ্ডু, মেহ ও বিষ নষ্ট করে।

৩২। লাক্ষাদিগণ।—লাক্ষা, আরেবত (সোঁদাল), কুড়চি, করবীর, কট্‌ফল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, নিম, ছাতিম, মালতী ও বালা। ইহারা কষায়, তিক্ত ও মধুররস; কফ, পিত্ত, কুষ্ঠ ও ক্রিমিরোগে হিতকর, এবং দুষ্টব্রণের শোধনকারক।

পঞ্চমূল।

১। গোক্ষুর, কণ্টকারী, বৃহতী, চাকুলে ও শালপাণী এইগুলিকে স্বল্পপঞ্চমূল বলা যায়। স্বল্পপঞ্চমূল তিক্ত, কষায় ও মধুর; ইহারা বায়ু ও পিত্তনাশক এবং শরীরের বল ও পুষ্টিসাধক।

২। বিল্ব, গণিকারিকা, শ্যোণাক, পারুল ও গাম্ভারী,—এইগুলি বৃহৎ বা মহৎপঞ্চমূল। ইহাদের আস্বাদন মধুর। ইহারা কফ ও বায়ুনাশক, অগ্নির উদ্দীপক ও লঘুপাক।

স্বল্প ও বৃহৎ পঞ্চমূলের সমষ্টিকে দশমূল কহে। ইহারা শ্বাস, কফ, পিত্ত ও বায়ু নাশ করে, অপক্ক রসকে পরিপাক করে, এবং সর্ব্বপ্রকার জ্বর নাশ করিয়া থাকে।

৩। ভূমিকুষ্মাণ্ড, অনন্তমূল, হরিদ্রা, গুড়ূচী ও অজশৃঙ্গী,—এই সকলকে বল্লীপঞ্চমূল কহে।

৪। পান-আমলা, গোক্ষুর, ঝিণ্টী (ঝাঁটী), শতমূলী ও গৃধ্রনখ (কাক মাচী), এইগুলির নাম কণ্টকপঞ্চমূল। বল্লীপঞ্চ ও কণ্টকপঞ্চ এই দুই গণ—রক্তপিত্ত, ত্রিবিধ শোথ, সর্ব্বপ্রকার মেহ ও শুক্রদোষ বিনাশ করে।

৫। কুশ, কাশ, নল, দভ, উলুতৃণ ও ইক্ষু,—এইগুলিকে তৃণপঞ্চমূল বলা যায়। এই তৃণপঞ্চমূল দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে, মূত্রদোষ, মূত্রবিকার ও রক্তপিত্ত নিবারিত হয়।

পূর্ব্বোক্ত পঞ্চপ্রকার পঞ্চমূলের মধ্যে প্রথম দুইটী অর্থাৎ স্বল্প ও বৃহৎ পঞ্চমূল—বায়ুনাশক; মধ্যদ্বয় অর্থাৎ বল্লীপঞ্চমূল ও কণ্টকপঞ্চমূল—শ্লেষ্মনাশক, এবং শেষোক্ত অর্থাৎ তৃণাদি পঞ্চমূল—পিত্তনাশক।

এস্থলে গণসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকটিত হইল। বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক পূর্ব্বোক্ত গণসমুদায়ের অন্তর্গত দ্রব্যসকলকে উপযুক্তরূপে বিভক্ত করিবেন, এবং দোষের বলাবল বিবেচনাপূর্ব্বক ঐ সকল দ্রব্যদ্বারা প্রলেপ, ক্বাথ, তৈল, ঘৃত ও পানক (সরবৎ) প্রস্তুত করিয়া, রোগের প্রকৃতি অনুসারে প্রয়োগ করিবেন। যে গৃহে ধূম, বর্ষা, বায়ু ও ক্লেদ নাই, সেইরূপ গৃহেই ঐ সকল দ্রব্য সকল ঋতুতে রক্ষা করা উচিত। বিচক্ষণ চিকিৎসক দোষ বিবেচনা করিয়া, অবস্থাভেদে ঐ সকল দ্রব্য পৃথক্ পৃথক্ করিয়া রাখিবেন, অথবা দুই তিনটী কিংবা সমস্ত গণোক্ত দ্রব্যও গুণ বিবেচনায়, প্রয়োজনমত একত্র মিশাইয়া, চিকিৎসার নিমিত্ত প্রয়োগ করিবেন।

দশম অধ্যায়।

--:•:--

সংশোধনীয় ও সংশমনীয় দ্রব্যসকল।

বমনকারকবর্গ।—মদনফল (ময়না), কুড়চি, জীমূতক (ঘোষাফল), ইক্ষ্বাকু (তিৎলাউ), ধামার্গব (পীতপুষ্প ঘোষাফল), কৃতবেধন (শ্বেতপুষ্প ঘোষাফল), সর্ষপ, বিড়ঙ্গ, পিপ্পল, করঞ্জ, প্রপুন্নাগ (চাকুন্দে), কোবিদার (কাঞ্চন গাছ), কর্ব্বুদার (বহুয়ার), অরিষ্ট (নিম্ব), অশ্বগন্ধা, বিদুল (বেতস), বন্ধুজীবক (বান্ধলি), শ্বেতা (শ্বেতবচ), শণপুষ্পী (শণহুলী), বিম্বী (তেলাকুচা), অরুণবচ, মৃগের্ব্বারু (রাখালশসা) ও চিত্রাণ্ডিকা বা আরণ্যচণ্ডকা, এইসকল দ্রব্য দ্বারা দেহের উর্দ্ধভাগ সংশোধিত হয়; অর্থাৎ এইসকল দ্রব্য সেবন করিলে বমন হইয়া যায় এবং তাহাতে দেহের গ্লানি দূর হইয়া থাকে। এইসকল দ্রব্যের মধ্যে প্রথম একাদশটীর অর্থাৎ মদনফল হইতে প্রপুন্নাগ পর্য্যন্ত দ্রব্যসকলের ফল গ্রহণ করিবে; অবশিষ্ট সমস্ত দ্রব্যের মূল লইবে।

বিরেচকবর্গ।—ত্রিবৃতা (তেউড়ী), শ্যামা (শ্যামমূল তেউড়ী), দন্তী, দ্রবন্তী (ইন্দুরকাণী), সপ্তলা (সাতলা), শঙ্খিনী (যবতিক্তা), বিষানিকা (মেড়াশৃঙ্গী), গবাক্ষী (রাখালশসা), ছাগলান্ত্রী (বিদ্ধড়ক), স্নুক (মনসাসীজ) স্বর্ণক্ষীরিলতা, চিতা, কিণিহী (আপাং), কুশ, কাশ, তিল্বক (লোধ), কম্পিল্লক (কমলাগুঁড়ি), রম্যক (মহানিম্ব), পাটলা (পারুল), পূগ (সুপারী), হরীতকী, আমলকী, বিভীতক (বহেড়া), নীলিনী (নীলবুহ্ণা), চতুরঙ্গুল (সোঁদাল), এরণ্ড, পূতীক (করঞ্জ), মহাবৃক্ষ (সীজবিশেষ), সপ্তচ্ছদা (ছাতিম), অর্ক (আকন্দ) ও জ্যোতিষ্মতী (লতাফট্‌কী),—এইসকল দ্রব্যদ্বারা দেহের অধোভাগ সংশোধিত হইয়া থাকে; অর্থাৎ এইসকল দ্রব্য সেবন করিলে, বিরেচন হইয়া শরীরের গ্লানি নষ্ট হয়। এইসকল দ্রব্যের মধ্যে প্রথম পঞ্চদশটীর অর্থাৎ ত্রিবৃতা হইতে কাশ পর্য্যন্ত দ্রব্যগুলির মূল গ্রহণ করিবে; তিল্বক হইতে পাটলা পর্য্যন্ত দ্রব্যগুলির বল্কল,—তন্মধ্যে কমলাগুড়ির রজঃ অর্থাৎ রেণু গ্রহণ করিবে;

পূগ হইতে এরণ্ড পর্য্যন্ত দ্রব্যসকলের ফল;—তন্মধ্যে সোঁদাল ও করঞ্জের পত্র গ্রহণ করিবে; এবং অবশিষ্ট সমস্ত দ্রব্যের ক্ষীর অর্থাৎ আঠা লইবে।

বমনকারক ও বিরেচক।—কোষাতকী (ঘোষাফল), সপ্তলা (সাতলা), শঙ্খিনী, দেবদালী ও কারবেল্লিকা (করেলা বা উচ্ছে),—এইসকল দ্রব্যদ্বারা শরীরের ঊর্দ্ধ ও অধঃ উভয়ভাগই সংশোধিত হইয়া থাকে; অর্থাৎ এই পাঁচটী দ্রব্য বমনকারক ও বিরেচক। ইহাদের রস গ্রহণ করিবে।

নস্য-দ্রব্যগণ।—পিপ্পলী (পিপুল), বিড়ঙ্গ, অপাঙ্গ, শিগ্রু (সজিনা), সিদ্ধার্থক (শ্বেতসর্ষপ) শিরীষ, মরিচ, করবীর, বিম্বী, গিরিকর্ণিকা (অপরাজিতা), কিণিহী, কটভী (শ্বেত-অপরাজিতা), বচ, জ্যোতিষ্মতী (লতাফট্‌কী), করঞ্জ, অর্ক (আকন্দ), অলর্ক (শ্বেত-আকন্দ), রসুন, অতিবিষা (আতইচ), শৃঙ্গবের (শুঁঠ), তালীশপত্র, সুরসা (তুলসী), অর্জ্জক (বাবুই-তুলসী), ইঙ্গুদী, মেষশৃঙ্গী (মেড়াশিঙ্গে), মাতুলুঙ্গ (টাবানেবু), সুরঙ্গী (লাল সজিনা), পীলু, জাতী, শাল, তাল, মধূক (মৌয়াগাছ), লাক্ষা, হিঙ্গু, লবণ, মদ্য, গোময়রস ও গোমূত্র—এই সকল দ্রব্য শিরোবিরেচক অর্থাৎ ইহাদিগকে নস্যাদিরূপে প্রয়োগ করিলে, মস্তকের শ্লেষ্মাদি নির্গত হইয়া যায়, তাহাতে দেহ নির্দ্দোষ হইয়া থাকে। এইসকল দ্রব্যের মধ্যে পিপ্পলী হইতে মরিচ পর্য্যন্ত দ্রব্য সকলের ফল, করবীর হইতে অর্ক পর্য্যন্ত দ্রব্যসকলের মূল, অলর্ক হইতে শৃঙ্গবের পর্য্যন্ত দ্রব্য সকলের কন্দ, তালীশ হইতে অর্জ্জক পর্য্যন্ত দ্রব্যসকলের পত্র, ইঙ্গুদী ও মেষশৃঙ্গীর ত্বক্, মাতুলুঙ্গ, সুরঙ্গী, পীলু ও জাতীর ফুল; শাল, তাল ও মউল-বৃক্ষের আঠা গ্রহণ করিবে। লবণসমূহ পার্থিব পদার্থ। মদ্য বিশেষ বিশেষ দ্রব্যসংযোগে প্রস্তুত পেয়, এবং গোময়-রস ও গোমূত্র—মলজাতীয় পদার্থ।

বাত-সংশমনবর্গ।—ভদ্রদারু (দেবদারু), কুষ্ঠ (কুড়), হরিদ্রা, বরুণগাছ, মেষশৃঙ্গী, বলা (পীত বেড়েলা), অতিবলা (শ্বেত-বেড়েলা), আর্ত্তগল (নীল ঝিণ্টী), কচ্ছুরা (দুরালভা), শল্লকী (শলই), কবেরাসী (পারুল), বীরতরু (অর্জ্জুন), সহচর (পীতঝিণ্টী), অগ্নিমন্থ (গণিয়ারী), বৎসাদনী (গুলঞ্চ), এরণ্ড, অশ্মভেদক (পাষাণভেদী), শ্বেত-আকন্দ, আকন্দ, শতাবরী (শতমূলী), পুনর্নবা, বসুক (বকফুল), বসির (সূর্য্যাবর্ত্ত, হুড়হুড়ে), কাঞ্চনক

(কনক-ধুতূরা), ভার্গী (বামনহাটী), কার্পাসী (বনকাপাস), বৃশ্চিকালী (বিছুটি), পত্তূর (রক্তচন্দন), বদর (সেয়াকুল,) যব, কোল ও কুলত্থকলায় প্রভৃতি এবং বিদারীগন্ধাদিগণ, স্বল্পপঞ্চমূল ও বৃহৎ পঞ্চমূল—এই সকল দ্রব্যকে সাধারণতঃ বাতসংশমনবর্গ বলা যায়, অর্থাৎ এইসকল দ্রব্য সেবন করিলে, বায়ুর প্রশমন হয়।

পিত্তসংশমনবর্গ।—শ্বেতচন্দন, কুচন্দন (রক্তচন্দন), হ্রীবের (বালা), উশীর (বেণামূল), মঞ্জিষ্ঠা, পয়স্যা (ক্ষীরকাকোলী), বিদারী (ভুঁই কুমড়া), শতাবরী, গুন্দ্রা (হোগলা), শৈবাল, কহ্লার (রক্তোৎপল), কুমুদ, নীলোৎপল, কদলী, কন্দলী (পদ্মবীজ), দূর্ব্বা, মূর্ব্বা (মুচামূর্বী) প্রভৃতি, এবং কাকোল্যাদিগণ ও তৃণপঞ্চমূল,—এইসকল দ্রব্যকে সাধারণতঃ পিত্তসংশমন দ্রব্য বলা যায়; অর্থাৎ এইসকল দ্রব্যদ্বারা পিত্তের উপশম হয়।

শ্লেষ্ম-সংশমনবর্গ।—কালেয়ক (কালিয়া চন্দন), অগুরু, তিলপর্ণী (রক্তচন্দন), কুড়, হরিদ্রা, শীতশিব (কর্পূর), শতপুষ্পা (শুল্ফা), সল্লকী (তেউড়ী), রাস্না, প্রকীর্য্যা (করঞ্জ), উদককীর্য্যা (ডহরকরঞ্জ), ইঙ্গুদী, সুমনঃ (জাতী), কাকাদনী (কালিয়াকড়া,) লাঙ্গলকী (বিষ-লাঙ্গলিয়া), হস্তিকর্ণ (ভূপলাশ), মুঞ্জাতক, লামজ্জক (বেণামূল) প্রভৃতি এবং বল্লীপঞ্চমূল, কণ্টক-পঞ্চমূল, পিপ্পল্যাদিমূল, পিপ্পল্যাদিগণ, বৃহত্যাদিগণ, মুষ্ককাদিগণ, বচাদিগণ, সুরসাদিগণ ও আরগ্বধাদিগণ—এইসকল দ্রব্যকে সাধারণতঃ শ্লেষ্মসংশমন বলিয়া জানিবেন।

ঔষধের মাত্রা।—ব্যাধি, দোষ, অগ্নি ও রোগীর বল বিবেচনা পূর্ব্বক মাত্রা স্থির করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিবে। এরূপ না করিলে, ব্যাধির ও দোষের বল অপেক্ষা ঔষধের মাত্রা অধিক হইতে পারে। সেইরূপ অবস্থায় মূল দোষের প্রশমন হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে অন্য রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। রোগীর অগ্নির বল যেরূপ তাহা অপেক্ষা ঔষধের মাত্রা অধিক হইলে, ঔষধ অনেক বিলম্বে জীর্ণ হয়, কিংবা তাহার পরিপাকই হয় না। আবার রোগীর শরীর-বলের অপেক্ষা ঔষধের মাত্রা অধিক হইলে, রোগীর গ্লানি, মূর্চ্ছা ও মত্ততা ঘটিয়া থাকে। সংশমন ও সংশোধন উভয়প্রকার ঔষধই এইপ্রকারে অনিষ্ট করিতে পারে। আর যদি ব্যাধি, দোষ, অগ্নি ও রোগীর বলের অপেক্ষা অল্প-

মাত্রায় ঔষধ প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে কোন ফলই পাওয়া যায় না। অতএব রোগ ও দোষ প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, উপযুক্তমাত্রায় ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক।

দোষাদির বলাবল।—সংশোধন ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইলে, যদি রোগীকে বাতাদি দোষে দুর্ব্বল দেখা যায়, তাহা হইলে বিচক্ষণ চিকিৎসক সেই দুর্ব্বলরোগীকে সোঁদাল ও হরীতকী প্রভৃতি মৃদু-বিরেচক প্রয়োগ করিবেন। কিন্তু যদি রোগীর দোষসকল স্ব স্ব স্থান হইতে বিচ্যুত হইয়া প্রশমিত হইতে থাকে, কোষ্ঠের মৃদুতা বশতঃ আপনা হইতে অল্প অল্প বিরেচন হইতে থাকে এবং রোগী যদি বাতাদি দোষের জন্য দুর্ব্বল না হইয়া উপবাসাদি জন্য দুর্ব্বল হয়, তাহা হইলে তাহাকে বিরেচন দেওয়া অনাবশ্যক; কেন না, তখন বুঝা যায় যে রোগীর শরীর দুর্ব্বল হইলেও সংশোধিত হইয়াছে। ব্যাধি, অগ্নি, দোষ এবং রোগীর বল পূর্ণ বা মধ্যম হইলে, কাথ, শৃত-শীতল ও ফাণ্ট—অঞ্জলিপরিমাণ (অদ্ধসের মাত্রায় বর্ত্তমানকালে অর্দ্ধপোয়া) এবং চূর্ণদ্রব্য ও কল্ক-দ্রব্য—বিড়ালপাদ অর্থাৎ ২ দুই তোলা মাত্রায় (বর্ত্তমানকালে অর্দ্ধতোলা) প্রয়োগ করিতে হইবে। রোগী দুর্ব্বল হইলেও যদি তাহার দোষ আপনা হইতে প্রবৃত্ত হয় এবং মৃদুভাবে কোষ্ঠ-শুদ্ধি হইতে থাকে, তাহা হইলে সংশোধন-ঔষধ প্রয়োগ করিলে, ব্যাধি প্রশমিত হইয়া থাকে।

একাদশ অধ্যায়।

বমনকারকবর্গ।

মদনফলের প্রয়োগরূপ—বমনকারক ফলাদি দ্রব্যসমূহের মধ্যে মদনফলই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহার ফুল ও ফল—উভয়ই বমনার্থ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ময়নাফুল রৌদ্রে শুকাইয়া চূর্ণ করিবে; তাহার পর ঐ চূর্ণ ৮ আট তোলা পরিমাণে লইয়া, আপাং, আকন্দ ও নিমছাল,—ইহাদের কোন একটী দ্রব্যের কাথের সহিত আলোড়ন পূর্ব্বক মধু ও সৈন্ধব-লবণ সহযোগে পান করাইয়া, বমন করাইবে। মদনশলাটু অর্থাৎ কাঁচা ময়নাফল শুকাইয়া, উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে;

তাহার পর পূর্ব্বোক্তমাত্রায় আপাং, আকন্দ বা নিমছালের, অথবা বকুলের বা মহানিমের ক্বাথের সহিত আলোড়ন পূর্ব্বক মধু ও সৈন্ধব লবণ সহযোগে ঈষদুষ্ণ অবস্থায় পান করাইয়া বমন করাইবে। কিংবা পূর্ব্বোক্তপ্রকারে মদনফল চূর্ণ করিয়া, তিল ও তণ্ডুল সহযোগে যবাগূ প্রস্তুত করিবে এবং তাহা পান করাইয়া বমন করাইবে। ঈষৎ হরিৎযুক্ত পাণ্ডুবর্ণ পরিপক্ক মদনফল কুশে দৃঢ়রূপে বন্ধন পূর্ব্বক তাহাতে মৃত্তিকা ও গোময় লেপন করিয়া, যব, তুষ, মুগ, মাষকলায় বা শস্যাদি ধান্যরাশির মধ্যে আট রাত্রি রাখিয়া দিবে; তাহার পর সেই সমস্ত ফলের বীজ রৌদ্রে শুকাইয়া, দধি, মধু ও মাংসসহ মর্দ্দন করিয়া, আবার শুকাইয়া লইবে। তাহার পর যষ্টিমধুর ক্বাথ বা পূর্ব্বোক্ত কোবিদারাদি একাদশ প্রকার দ্রব্যের মধ্যে যে কোন একটী দ্রব্যের ক্বাথের সহিত তাহা আলোড়ন করিয়া, এক রাত্রি রাখিয়া দিবে। পরে তাহাতে মধু ও সৈন্ধব লবণ মিশাইয়া, রোগীকে সেবন করাইবে; সেবন করাইবার সময় চিকিৎসক নিজে উত্তরমুখে বসিবেন এবং রোগীকে পূর্ব্বমুখে উপবেশন করাইয়া, নিম্নলিখিত বেদোক্ত আশীর্ব্বাদ মন্ত্র পাঠ করিবেন;

মন্ত্র।

ব্রহ্মদক্ষাশ্বিরুদ্রেন্দ্রভূচন্দ্রার্কানিলানলাঃ।
ঋষয়ঃ সৌষধিগ্রামা ভূতসংঘাশ্চ পান্তু তে॥
রসায়নমিবর্ষীণাং দেবানামমৃতং যথা।
সুধেবোত্তমনাগানাং ভৈষজ্যমিদমস্তু তে॥

অর্থাৎ ব্রহ্মা, দক্ষ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, রুদ্র, ইন্দ্র, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, ঋষিগণ, ওষধিসকল ও ভূতগণ তোমাকে রক্ষা করুন। যেমন রসায়ন ঋষিগণের, অমৃত দেবগণের এবং সুধা প্রধান নাগগণের পক্ষে শুভকর, তেমনই এই ঔষধ তোমার পক্ষে মঙ্গলকর হউক।

ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়া।—প্রতিশ্যায়ে (সর্দ্দিতে) বিশেষতঃ কফজ্বরে, ও অন্তর্বিদ্রধি রোগে দোষের অপ্রবর্ত্তমান অবস্থায়, পিপুল, বচ ও শ্বেতসর্ষপ একত্র পেষণ পূর্ব্বক উষ্ণজলে মিশাইয়া, সম্যক্‌রূপে বমন না হওয়া পর্য্যন্ত রোগীকে পুনঃ পুনঃ পান করাইবে; অথবা মদন-ফলের মজ্জাচূর্ণ মদনফলের ক্বাথে ভাবনা দিয়া, অথবা ঐ ক্বাথের সহিত পাক করিয়া, উক্ত মদনফলের

ক্বাথসহ রোগীকে পান করাইবে; অথবা মদনফলের মজ্জা দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া যে রস উঠিবে তাহা মধুর সহিত খাইতে দিবে, কিংবা সেই দুগ্ধই পান করাইবে। অধোগ-রক্তপিত্তে ও পিত্তজন্য হৃদয়দাহে মদনফলের মজ্জা দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া যবাগূ প্রস্তুত করতঃ রোগীকে পান করাইবে। কফস্রাব, বমি, মূর্চ্ছা ও তমক-শ্বাস রোগে মদনফলের মজ্জা দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া দধি প্রস্তুত করিবে এবং সেই দধি বা সেই দধির সর রোগীকে খাইতে দিবে। কফস্থানগত পিত্তে দ্বিবর্ণীয়োক্ত বিধি দ্বারা ভল্লাতকের স্নেহবৎ মদনফলের স্নেহ গ্রহণ পূর্ব্বক ফেনাইয়া রোগীকে সেবন করাইবে; অথবা মদনফলের মজ্জা রৌদ্রে শুষ্ক ও তাহার পর চূর্ণ করিয়া, জীবন্তীর ক্বাথের সহিত মিশাইয়া পান করিতে দিবে। কফজ ব্যাধি প্রশমনার্থে মদনফলের মজ্জার ক্বাথে পিপ্পল্যাদির কল্ক বা চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া, কিংবা নিমছালের ক্বাথে বা লাল-আকন্দের মূলের ক্বাথে মদনফলের মজ্জাচূর্ণ মিশাইয়া, অথবা যষ্টিমধু গাম্ভারীফল ও দ্রাক্ষা- ইহাদের যে কোন একটী দ্রব্যের ক্বাথের সহিত মদনফলের মজ্জাচূর্ণ মিশাইয়া পান করাইবে।

ঘোষাফলাদি দ্বারা বমন।—ঘোষাফলের ফলচূর্ণ পূর্ব্ববৎ দুগ্ধের সহিত পাক করিয়া, তাহাতে যবাগূ প্রস্তুত করিবে; তাহাতে তাহার উপর যে সর পড়িবে তাহা রোগীকে বমনার্থ সেবন করাইবে। অথবা দুগ্ধের সহিত ঘোষাফল পাক করিয়া দধি প্রস্তুত করিবে এবং সেই দধি বা দধির মণ্ড রোগীকে খাইতে দিবে। ঘোষাফলের ক্বাথের সহিত সুরা পান করাইলেও ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। কফ, অরুচি, শ্বাস, কাস, পাণ্ডু ও যক্ষ্মারোগে এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে সুফল পাওয়া যায়। পরিপক্ক ঘোষাফলেরও মদনফলের মজ্জার ন্যায় নানাবিধ যোগ প্রস্তুত করিয়া বমনার্থ প্রয়োগ করিবে। কুড়চীবীজ (ইন্দ্রযব) ও কোশাতকী দ্বারা ঠিক ঘোষাফলেরই ন্যায় বমন করাইতে হয়। ইক্ষ্বাকু অর্থাৎ তিৎলাউফলের চূর্ণ—কাস, শ্বাস, বমি ও কফরোগে বমন করাইবার নিমিত্ত পূর্ব্ববৎ দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া পান করিতে দিবে।

ধামার্গবাদি দ্বারা বমন।—বমন করাইবার নিমিত্ত, মদনফলের মজ্জার ন্যায় ধামার্গবেরও যোগ প্রয়োগ করিবে। কোশাতকীর বীজের চূর্ণে বমনকারক দ্রব্যের পুনঃ পুনঃ ভাবনা দিয়া, সেই চূর্ণ মিশ্রিত উৎপলাদি পুষ্পের

গন্ধ আঘ্রাণ করাইয়া বমন করাইবে। দোষ উৎক্লিষ্ট থাকিলে অর্থাৎ অনায়াসে নির্গত হইবার মত দোষের অবস্থা থাকিলেই রোগীকে আকণ্ঠ যবাগূ পান করাইয়া, পূর্ব্বোক্ত কোষাতকীচূর্ণ মিশ্রিত উৎপলাদি পুষ্পের আঘ্রাণ দ্বারা বমন করাইবে। এই ঔষধ গর-বিষ, গুল্ম, উদর, কাস, শ্লেষ্মরোগ ও কফস্থানগত রোগে হিতকর। বমন, বিরেচন ও শিরোবিরেচনের গুণ উত্তরোত্তর অধিক।

এইরূপে বমনদ্রব্যের যোগসমূহের বিষয় বর্ণিত হইল। বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক রোগের অবস্থা ও কাল এবং রোগীর বলাবলের বিষয় বিবেচনা করিয়া, কষায়, স্বরস, কল্ক, চূর্ণ ও স্নেহাদি দ্বারা লেহ্যলেহ্যাদিরূপে এবং ভোজ্যাদি সংযোগে এইসকল বমনকারক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া বমন করাইবেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

বিরেচন বর্গ।

প্রকার।—মূল, ছাল, ফল, তৈল, স্বরস ও ক্ষীর অর্থাৎ আঠা,—এই ছয়প্রকার বিরেচন ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে মূল-বিরেচনের মধ্যে অরুণবর্ণ তেউড়ীমূল, ত্বক্-বিরেচনের মধ্যে লোধের ছাল, ফল-বিরেচনের মধ্যে হরীতকীফল, তৈল-বিরেচনের মধ্যে এরণ্ডতৈল, স্বরস-বিরেচনের মধ্যে কারবেল্লিকার (করোলা উচ্ছের) রস, এবং ক্ষীর (আঠা) বিরেচনের মধ্যে মনসা সীজের ক্ষীর শ্রেষ্ঠতম।

তেউড়া মূল।

বাতরোগে।—বিশুদ্ধ তেউড়ীমূলচূর্ণে বিরেচনদ্রব্যের রসের ভাবনা দিয়া তাহা চূর্ণ করিবে এবং সৈন্ধব লবণ ও শুণ্ঠীচূর্ণসহ মিশাইয়া ও প্রচুর অম্ল-রসের সহিত আলোড়ন করিয়া, বাতরোগীকে বিরেচনার্থ পান করাইবে।

পিত্তরোগে।—পূর্ব্বোক্তরূপে চূর্ণীকৃত তেউড়ীমূল, ইক্ষুচিনি ও কাকোল্যাদি মধুরগণীয়-দ্রব্যের ক্বাথের সহিত মিশাইয়া, পিত্তরোগীকে পান

করাইবে, অথবা তেউড়ীমূলচূর্ণ দুগ্ধের সহিত পিত্তপ্রধান রোগসমূহে পান করিতে দিবে।

কফজরোগে।—গুলঞ্চ, নিমছাল ও ত্রিফলার কাথে, কিংবা ত্রিকটু-চূর্ণ-প্রক্ষেপযুক্ত গোমূত্রে তেউড়ীচূর্ণ মিশাইয়া, কফজরোগে বিরেচনার্থ পান করাইবে।

বাতশ্লেষ্মরোগে। তেউড়ীমূলচূর্ণ, বড়-এলাচির চূর্ণ, তেজপত্রচূর্ণ, দারুচিনিচূর্ণ, শুঁঠচূর্ণ, পিপুলচূর্ণ ও মরিচচূর্ণ,—এই কয়েকটা দ্রব্য পুরাতনগুড়ের সহিত বাতশ্লেষ্মরোগে লেহন করিতে দিবে। ইহাতে তেউড়ীমূল-চূর্ণ একভাগ এবং অন্যান্য দ্রব্যের সমষ্টি একভাগ, এই পরিমাণে সমুদায় দ্রব্য মিলিত করিতে হইবে। কিংবা তেউড়ীমূলের রস একপ্রস্থ অর্থাৎ চারি সের, তেউড়ীমূল এক কুড়ব অর্থাৎ আধ সের, এবং সৈন্ধব-লবণ ও শুণ্ঠীচূর্ণ প্রত্যেক এক কর্ষ (২ দুই তোলা) একত্র পাক করিবে; কল্কবৎ ঘন হইলে, পাক শেষ করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় তাহা বাতশ্লেষ্ম-রোগীকে বিরেচনার্থ পান করিতে দিবে। অথবা তেউড়ীমূল একভাগ এবং শুঁঠ ও সৈন্ধবলবণ মিলিত একভাগ, একত্র পেষণ করিয়া গোমূত্রের সহিত বাতশ্লেষ্মরোগীকে বিরেচনার্থ পান করাইবে।

অন্যরূপ।—তেউড়ীমূল, শুঁঠ ও হরীতকী, ইহাদের চূর্ণ—প্রত্যেক ১ এক ভাগ, পাকা সুপারী ফল, বিড়ঙ্গসার, মরিচ, দেবদারু ও সৈন্ধবলবণ, ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেক অৰ্দ্ধভাগ, একত্র মিশাইয়া, গোমূত্রসহ সেবন করিলে বিরেচন হয়।

গুড়িকা।—তেউড়ী প্রভৃতি বিরেচনদ্রব্য চূর্ণ করিয়া, বিরেচকদ্রব্যের রসসহ মৰ্দ্দন পূর্ব্বক, বিরেচকদ্রব্যের মূলসহ ঘৃত পাক করিয়া, সেই ঘৃত তাহাতে মৰ্দ্দন করিয়া গুটিকা পাকাইয়া সেবন করিতে দিবে; অথবা গুড়ের সহিত তেউড়ীচূর্ণ পাক করিয়া, সৌগন্ধের নিমিত্ত এলাচি, তেজপত্র ও দারুচিনি-চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে এবং উপযুক্ত মাত্রায় গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া সেবন করাইলেও বিরেচন হয়।

মোদক।—এক ভাগ তেউড়ী প্রভৃতি বিরেচন-দ্রব্যের চূর্ণ লইয়া, চতুর্গুণ বিরেচন-দ্রব্যের কাথের সহিত সিদ্ধ করিবে; তাহার পর তাহা ঘন হইয়া আসিলে, বিরেচন-দ্রব্যসিদ্ধ ঘৃতের সহিত গোধূমচূর্ণ মৰ্দ্দিত করিয়া তাহাতে প্রক্ষেপ

করিবে, ঐ সমস্ত দ্রব্য চূর্ণীকৃত হইলে, উপযুক্ত গুড়ের সহিত তাহা পুনর্ব্বার পাক করিবে এবং তাহা শীতল হইলে, মোদক প্রস্তুত করিয়া খাইতে দিবে।

যূষ।—তেউড়ী প্রভৃতি বিরেচক-দ্রব্যের রস,—মুগ, মসুর প্রভৃতি দালে ভাবনা দিয়া, সৈন্ধব-লবণ ও ঘৃত সহ একত্র যূষ পাক করিয়া, বিরেচনার্থ পান করাইবে। এই উপায়ে বমনকারক ঔষধও প্রস্তুত হইতে পারে।

পুটপাক।—একগাছি আক মাঝামাঝি বিদীর্ণ করিয়া, সাদা তেউড়ী পেষণ পূর্ব্বক ইক্ষুদণ্ডের ভিতর দিকে তাহা প্রলেপ দিবে এবং গাম্ভারীর পাতা জড়াইয়া কুশাদির রজ্জু দ্বারা তাহা দৃঢ়রূপে বাঁধিবে। অতঃপর পুটপাকবিধান অনুসারে তাহা পাক করিয়া, সেই ইক্ষুরস পিত্তরোগীকে সেবন করিতে দিবে।

লেহ।—ইক্ষু-চিনি, বনযমানী, বংশলোচন ভুঁইকুমড়া ও তেউড়ী এই পাঁচটি দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া, ঘৃত ও মধুসহ মিশাইয়া লেহন করিলে, বিরেচন হইয়া তৃষ্ণা, দাহ ও জ্বর প্রশমিত হয়।

ইক্ষুচিনি, মধু ও তেউড়ীচূর্ণ—প্রত্যেক সমভাগ এবং তেউড়ীচূর্ণের চতুর্থাংশ দারুচিনি, তেজপত্র ও মরিচ-চূর্ণ, এইসমস্ত একত্র মিশাইয়া, কোমলপ্রকৃতি ব্যক্তিদিগকে বিরেচনার্থ সেবন করাইবে।

ইক্ষুচিনি ৮ তোলা, মধু চারি পল অর্থাৎ ৩২ তোলা ও তেউড়ী-চূর্ণ ১০ তোলা, অগ্নিজ্বালে একত্র পাক করিবে এবং লেহবৎ হইলে নামাইয়া শীতল হইলে সেবন করিতে দিবে। ইহাদ্বারা বিরেচন হইয়া পিত্ত নিবারিত হইবে।

তেউড়ী, বিজতাড়ক, যবক্ষার, শুঁঠ ও পিপুল,—এই গুলি চূর্ণ করিয়া উপ-যুক্ত মাত্রায় মধুর সহিত লেহ প্রস্তুত করিবে। এই বিরেচক লেহ সর্ব্বপ্রকার শ্লেষ্মরোগে বিশেষ হিতকর।

হরীতকী, গাম্ভারীফল আমলকী, দাড়িম ও কুল— সবীজ এইসকল দ্রব্যের কাথ এরণ্ড-তৈলে সাঁতলাইয়া, তাহাতে ছোলঙ্গনেবু প্রভৃতি অম্লদ্রব্যের রস প্রক্ষেপ দিবে; তাহার পর তাহা পাক করিতে করিতে ঘন হইয়া আসিলে সৌগন্ধের নিমিত্ত তাহাতে তেজপত্র, দারুচিনি ও বড় এলাচ এবং তেউড়ীচূর্ণ ও মধু মিশাইয়া সেবন করিতে দিবে। শ্লেষ্মপ্রধান ধাতুবিশিষ্ট সুকুমারপ্রকৃতি ব্যক্তিদিগের পক্ষে ইহা একটী উৎকৃষ্ট বিরেচন।

নীলীফল, দারুচিনি, এলাচ ও ইক্ষুচিনি, প্রত্যেক এক এক ভাগ এবং তেউড়ীচূর্ণ ৪ চারি ভাগ, একত্র মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় মধু ও ছোলঙ্গনেবুর রসের সহিত সেবন করিলে, বিরেচন হইয়া সন্নিপাতদোষ নষ্ট হইয়া যায়।

তেউড়ী, বিজতাড়ক, ইক্ষুচিনি, পিপুল ও ত্রিফলা চূর্ণ করিয়া, মধুসহ মিশাইয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। এতৎসেবনে সন্নিপাত, ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্ত ও জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে।

তেউড়ীচূর্ণ ৩ তিনভাগ এবং হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, যবক্ষার, পিপুল ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেক সমান ভাগ; এইসকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় মধু ও ঘৃতসহ মিশাইয়া লেহবৎ করিবে; কিংবা গুড়ের সহিত মর্দ্দন করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। এই লেহ অথবা গুড়িকা সেবন করিলে, কফ-বাতজ গুল্ম, প্লীহা, উদর, হলীমক (ন্যাবা) ও অপরাপর নানাপ্রকার ব্যাধির প্রশমন হয়। এই বিরেচনে কোনপ্রকার অনিষ্ট ঘটিতে পারে না।

বিজতাড়ক, তেউড়ী, নীলীফল, কটকী, মুতা, দুরালভা, চই, ইন্দ্রযব, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া,—এইসকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া, ঘৃত, মাংসের রস বা জলের সহিত সেবন করিলে, রুক্ষ ব্যক্তিদিগের বিরেচন হয়।

গৌড়াসব।—বিরেচন-দ্রব্যের শীতল ক্বাথ তিন ভাগ এবং ফাণিত অর্থাৎ ঝোলা ইক্ষুগুড় দুইভাগ একত্র মিশাইয়া পাক করিবে এবং শীতল হইলে মধু প্রভৃতি দ্বারা সংস্কৃত কলসীর মধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক ধান্যরাশির মধ্যে হিমকালে একমাস কিংবা গ্রীষ্মকালে একপক্ষকাল রাখিয়া দিবে। তাহার পর ইহা মধুর ন্যায় গন্ধযুক্ত হইলে, ইহাকে আসব বলা যায়। বিরেচনার্থ এই আসব পান করাইবে। ক্ষার, মূত্র বা অন্যবিধ দ্রব্যের আসবও এইরূপ প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত করিতে হয়।

সুরা।—বিরেচক দ্রব্যের ক্বাথ দ্বারা মাসকলায়ে ভাবনা দিয়া এবং শালিধান্যের তণ্ডুল ঐ ক্বাথে ধৌত করিয়া দুইটি দ্রব্যই একত্র কুটিয়া পিণ্ডাকার করিবে; তৎপরে তাহা রৌদ্রে শুকাইয়া চূর্ণ করিয়া লইবে। তাহার পর শালিতণ্ডুলচূর্ণ পূর্ব্বোক্ত ক্বাথে সিদ্ধ করিয়া সেই চূর্ণ তিন ভাগ ও পূর্ব্বোক্ত মাষকলায় ও শালিতণ্ডুলের পিণ্ড এক ভাগ বিরেচক-দ্রব্যের ক্বাথের সহিত

মিশাইয়া, একটী কলসী মধ্যে স্থাপন করিবে; অনন্তর সেই কলসীর মুখ বন্ধ করিয়া কিছুদিন রাখিয়া দিবে। তাহার পর তাহা সুরার ন্যায় হইলে উপযুক্ত মাত্রায় পান করাইবে। এই প্রণালীক্রমে মদনফলাদির বমনকারক সুরাও প্রস্তুত করিতে পারা যায়।

সৌবীর-কাঞ্জিক।—সংশোধন-সংশমনীয় অধ্যায়ে ত্রিবৃৎ প্রভৃতি যে-সকল দ্রব্যের কথা বলা হইয়াছে, সেইসকল দ্রব্যের মূল বিদারীগন্ধাদিবর্গ, মহৎ-পঞ্চমূল, সূচমুখী, করঞ্জ, মনসাসীজ, শ্বেতবচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, আত-ইচ ও বচ—এইসকল দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া তাহার অর্দ্ধাংশের চূর্ণ করিবে এবং অপর ভাগের কাথ প্রস্তুত করিবে। অনন্তর যবচূর্ণে উক্ত কাথের অনেকবার ভাবনা দিয়া তাহা শুকাইয়া লইবে; তাহার পর সেই যবচূর্ণ অল্প অল্প ভাজিয়া লইয়া তাহার তিন ভাগ এবং পূর্ব্বোক্ত ত্রিবৃতাদি দ্রব্যের চূর্ণ এক ভাগ একত্র করিয়া, পূর্ব্বোক্ত শীতল কাথের সহিত একত্র একটী কলসী মধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক ধান্যরাশির মধ্যে গ্রীষ্মকালে ৬ ছয়দিন এবং শীতকালে ৭ সাতদিন রাখিয়া দিবে। ইহাকে বিরেচক সৌবীর-কাঞ্জিক বলা যায়।

তুষোদক।— সৌবীরকাঞ্জিকের ঐসকল দ্রব্য দুই ভাগ করিয়া, উহার একভাগ চূর্ণ করিবে এবং অবশিষ্ট ভাগ কুটিয়া সতুষ যবের সহিত একত্র মিশা-ইয়া একটী স্থালী মধ্যে রাখিবে। তৎপরে মেষশৃঙ্গীর কাথের সহিত ঐ সমস্ত দ্রব্য পাক করিবে। পাকশেষ হইলে, ঔষধগুলি হইতে সমস্ত যব পৃথক্ করিয়া লইবে। অনন্তর উষ্ণযূষের সঙ্গে তুষসংযুক্ত যবগুলি মর্দ্দন করিয়া উহার তিনভাগ এবং পূর্ব্বোক্ত চূর্ণ দ্রব্য একভাগ একত্র মিশ্রিত করিবে এবং উক্ত যূষের সহিত মিশ্রিত করিয়া একটী কলসী মধ্যে রাখিয়া দিবে। ইহাকে বিরেচক তুষোদক কহে। ইহাও ছয় বা সাত রাত্রি পরে পান করিতে হয়।

তেউড়ীমূলের পূর্ব্বোক্ত প্রয়োগরূপসমূহের ন্যায় দন্তী, ইন্দুরকাণী প্রভৃতিরও প্রয়োগরূপ প্রস্তুত করিতে হয়; তবে তাহাদের বিশেষ প্রক্রিয়া এই যে দন্তীমূল, ইন্দুরকাণীর মূল এবং পিপুল ও মধু, একত্র মিশ্রিত করিয়া, কুশদ্বারা বন্ধন পূর্ব্বক তাহাতে মৃত্তিকার প্রলেপ দিয়া পুটপাক করিবে, এবং ত্রিবৃৎ-বিধানের ন্যায় শ্লেষ্ম ও পিত্তরোগে তাহা প্রয়োগ করিবে। পূর্ব্বোক্ত দন্তী ও ইন্দুরকাণীর কাথ ও কল্কদ্বারা চক্রতৈল অর্থাৎ যন্ত্রনিষ্পীড়িত বা ঘানির তিলতৈল বা ঘৃত পাক করিবে। এই

তৈল—মেহ, গুল্ম, বায়ু ও কফজনিত বিবন্ধরোগে, এবং ঘৃত—বিসর্প, কক্ষাদাহ ও অলজীরোগে হিতকর। উক্তপ্রকারে দন্তী ও ইন্দুরকাণীর ক্বাথ ও কল্কসহ প্রস্তুত চারিপ্রকার স্নেহ অর্থাৎ ঘৃত, তৈল, বসা ও মজ্জা—মলরোগ, শুক্রদোষ ও বাতরোগজনিত ব্যাধিসমূহে উপকারী।

দন্তী, ইন্দুরকাণী, মরিচ, নাগকেশর, বাসক শুঁঠ, কিসমিস ও চিতামূল, এই সকল দ্রব্যে সপ্তাহকাল গোমূত্রের ভাবনা দিয়া চূর্ণ করিবে, ইহা ঘৃতসহ সেবন করিলে সুচারু বিরেচন হয়। এই ঔষধ জীর্ণ হইলে, মধুসহ খৈ-চূর্ণ সেবন করা আবশ্যক। ইহাদ্বারা পিত্তশ্লেষ্মরোগ, অজীর্ণ, পার্শ্ববেদনা, প্লীহা, পাণ্ডু ও উদরী-রোগ নষ্ট হয়।

দশমোদক।—ইক্ষুগুড় /১ এক সের, হরীতকী /২॥০ আড়াই সের, দন্তী এক পল, চিতামূল ৮ আট তোলা, পিপুল ২ দুই তোলা ও তেউড়ীমূল ২ দুই তোলা, এইসকল দ্রব্য একত্র পাক করিয়া, দশটী মোদক প্রস্তুত করিবে। দশ-দিন অন্তরে এক একটী এই মোদক সেবন করিয়া উষ্ণ জল পান করিতে হয়। (বর্ত্তমানকালে অর্দ্ধতোলার অধিক সেবন উপযুক্ত নহে।) এই ঔষধ খাওয়ার পরে কদাচ গাত্রে বাতাস ও রৌদ্র লাগাইতে নাই। ইহাতে বাতাদি দোষত্রয়, গ্রহণী, পাণ্ডু, অর্শঃ ও কুষ্ঠরোগ প্রশমিত হয়।

ত্রিবৃদষ্টক।—শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, দারুচিনি, তেজপত্র, বড়-এলাইচ, মুথা, বিড়ঙ্গ ও আমলকী,—প্রত্যেক সমভাগ এবং তেউড়ীমূল ৮ আট গুণ, এইসমস্ত দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিবে, এবং দন্তীমূল ২ দুইভাগ চূর্ণ করিয়া পরিষ্কার বস্ত্রে ছাঁকিয়া মিশাইয়া লইবে; তাহার পর উপযুক্ত মাত্রায় গ্রহণ পূর্ব্বক ছয়ভাগ ইক্ষুচিনি এবং একটু সৈন্ধব-লবণ ও মধুর সহিত মিশাইয়া সেবন করাইবে। সেব-নের পর শীতল জল পান বিধেয়। ইহাদ্বারা বস্তিবেদনা, তৃষ্ণা, জ্বর, বমি, শোষ, পাণ্ডু ও ভ্রমরোগ দূরীকৃত হয়। এই ঔষধ সেবনের পর বায়ু ও আতপাদি পরিহার করা উচিত। ইহার নাম ত্রিবৃদষ্টক। পিত্তরোগীর পক্ষে ইহা বিশেষ হিতকর। পিত্তশ্লেষ্মগ্রস্ত রোগী এই ঔষধ সেবন করিয়া কিঞ্চিৎ দুগ্ধ পান করিবে। এই ঔষধ অনেকাংশে ভক্ষ্যের স্বরূপ, এইজন্য ইহা ধনীদিগেরই উপযোগী।

ত্বক্-বিরেচন।—লোধগাছের ছালের মধ্যবল্কল পরিত্যাগ করিয়া বাহ্য-ত্বক্ চূর্ণ করিবে, এবং উহা তিনভাগে বিভক্ত করিয়া, দুইভাগ লোধছালের

ক্বাথদ্বারা গালিয়া লইবে ও অবশিষ্ট অংশে সেই চূর্ণগালিত ক্বাথের ভাবনা দিয়া শুকাইতে দিবে; শুকাইলে তাহাতে দশমূলের ক্বাথের ভাবনা দিয়া, তেউড়ীর ন্যায় প্রয়োগ করিবে।

ফল বিরেচন—হরীতকী।

আঁঠীবিহীন নির্দ্দোষ হরীতকী-ফল, তেউড়ী-প্রয়োগের বিধানানুসারে প্রয়োগ করিলে, সকলপ্রকার রোগ বিদূরিত হয়। হরীতকী—শ্রেষ্ঠ রসায়ন, মেধাজনক ও দূষিত অন্তর্ব্রণ শোধক।

হরীতকী, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব-লবণ, শুঁঠ, তেউড়ী ও মরিচ, এইসকল দ্রব্য গোমূত্রসহ সেবন করিলে বিরেচন হয়।

হরীতকী, দেবদারু, কুড়, সুপারীফল, সৈন্ধবলবণ ও শুঁঠ, গোমূত্রসহ সেবন করিলে, বিশেষরূপ বিরেচন হয়।

নীলীফল, শুঁঠ ও হরীতকী,—এই তিনটী দ্রব্য চূর্ণ করিয়া ও গুড়সহ মিশাইয়া সেবনপূর্ব্বক উষ্ণজল পান করিলে, অথবা পিপ্পল্যাদির ক্বাথসহ হরীতকী বাঁটিয়া ও লবণ মিশাইয়া সেবন করিলে, তৎক্ষণাৎ বিরেচন হইয়া থাকে।

ইক্ষুগুড়, শুঁঠ বা সৈন্ধব লবণ সহযোগে হরীতকী সেবন করিলে, অত্যন্ত অগ্নিবৃদ্ধি হয়। হরীতকী বায়ুর অনুলোমকারী, বৃষ্য অর্থাৎ শুক্রবর্দ্ধক, ইন্দ্রিয়গণের প্রসন্নতাসাধক, এবং সন্তর্পণকৃত তৃষ্ণাদি রোগসকলের বিনাশক।

আমলকী ও বিভীতকী।

আমলকী—শীতগুণযুক্ত, রুক্ষ ও পিত্তনাশক, এবং মেদঃ ও কফ-নিবারক। বিভীতকী অর্থাৎ বহেড়া অনুষ্ণ এবং কফ ও পিত্তনাশক। হরীতকীর কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এই ফলত্রয় অম্ল, তিক্ত, কষায় ও মধুর-রসবিশিষ্ট হইলেও ইহাদের সমবায়—ত্রিফলা দ্বারা সর্ব্বরোগ বিনষ্ট হয়। এই ত্রিফলা-চূর্ণ মিলিত ১ একভাগ পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া, তিনগুণ ঘৃতের সহিত উপযুক্ত মাত্রায় প্রত্যহ সেবন করিলে, সর্ব্বরোগ নষ্ট হইয়া যায়, এবং যৌবন চিরকাল সমান থাকে অর্থাৎ জরা আসিয়া সহসা আক্রমণ করে না। অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার বিরেচক ফলও হরীতকী প্রয়োগের বিধানানুসারে প্রয়োগ করা যায়।

সোঁদাল।—পক্ক-সোঁদালফল বালুকারাশির মধ্যে সপ্তাহকাল রাখিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে, তাহার পর তাহার মজ্জা জলে সিদ্ধ করিয়া, কিংবা

তিলের ন্যায় পেষণ করিয়া তৈল বাহির করিবে। এই তৈল দ্বাদশবর্ষীয় বালক-দিগকে বিরেচনার্থ দেওয়া যাইতে পারে।

এরণ্ড-তৈল।—কুড়, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ,—এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া, এরণ্ড-তৈলসহ সেবন করিবে এবং তৎপরে উষ্ণজল পান করিবে। ইহাদ্বারা সম্যক্‌রূপে বিরেচন হইয়া বায়ু ও কফ প্রশমিত হয়। দ্বিগুণ-পরিমিত ত্রিফলার ক্বাথের সহিত কিংবা দুগ্ধ বা মাংসরসের সহিত এরণ্ড-তৈল পান করিলে সুচারুরূপে বিরেচন হইয়া থাকে। এই বিরেচন—বালক, বৃদ্ধ, ক্ষত ক্ষীণ ও সুকুমারপ্রকৃতি ব্যক্তিদিগের পক্ষে বিশেষ হিতকর।

ক্ষীর-বিরেচন।—হে সুশ্রুত! বিরেচন-ফলসমূহের বিষয় বলা হইল; এক্ষণে ক্ষীর-বিরেচনের কথা বলা হইতেছে। তীক্ষ্ণবিরেচন-দ্রব্যসমুদায়ের মধ্যে মনসাসীজের ক্ষীর অর্থাৎ আঠাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু অজ্ঞ চিকিৎসক কর্ত্তৃক এই আঠা প্রযুক্ত হইলে, বিষের ন্যায় প্রাণনাশ করে, বিচক্ষণ চিকিৎসক ইহা প্রয়োগ করিয়া নানা সঞ্চিত দোষ ও বহুবিধ কঠোর পীড়া নাশ করিয়া থাকেন। মহৎপঞ্চ-মূল, বৃহতী ও কণ্টকারী—এইসকল দ্রব্যের পৃথক্ পৃথক্ ক্বাথ করিয়া, প্রতপ্ত অঙ্গারের উপর এক একটী ক্বাথে সীজের ক্ষীর শোষিত করিবে; তাহার পর কাঁজি, মস্তু ও সুরাদির সহিত সেবন করিতে দিবে। তণ্ডুলে মনসার আঠার ভাবনা দিয়া সেই তণ্ডুল দ্বারা যবাগূ প্রস্তুত করিয়া, অথবা গোধূমে মনসা-ক্ষীরের ভাবনা দিয়া সেই গোধূমচূর্ণের মোহনভোগ প্রস্তুত করিয়া সেবন করাইবে। কিংবা মনসার আঠা, ঘৃত ও ইক্ষুচিনি একত্র মিশাইয়া লেহবৎ সেবন করিতে দিবে। পিপুলচূর্ণ ও সৈন্ধব-লবণ অথবা কমলাগুড়ির চূর্ণ, এইসকল দ্রব্যে মনসার আঠার ভাবনা দিয়া, গুটিকা প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে সম্যক্ বিরেচন হয়।

সাতলা, শঙ্খিনী, দন্তী, তেউড়ী ও সোঁদাল—সপ্তাহ গোমূত্রে ও সপ্তাহ মনসা সীজের আঠায় ভিজাইয়া রাখিবে। তাহার পর উহা চূর্ণ করিয়া মাল্য বা বস্ত্রে ছড়াইয়া দিয়া তাহার ঘ্রাণ লইবে, কিংবা সেই চূর্ণভাবিত বস্ত্র পরিধান করিবে। ইহাদ্বারা মৃদুকোষ্ঠ ব্যক্তিদিগের সম্যক্ বিরেচন হইয়া থাকে। এইরূপে মূল, ত্বক্, ফল, তৈল ও ক্ষীর বিরেচনের কথা বলা হইল। বিচক্ষণ চিকিৎসক রোগের অবস্থা বিবেচনা করিয়া ঐসকল ঔষধ প্রয়োগ করিবেন।

সাধারণ।—তেউড়ীমূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বিড়ঙ্গ, পিপুল ও যবক্ষার,—এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেক ৷৷• আধ তোলা মাত্রায় লইয়া, উপযুক্ত পরিমাণে ঘৃত ও মধুসহ লেহন করিলে, কিংবা গুড়ের সহিত মোদক প্রস্তত করিয়া সেবন করিলে, কোষ্ঠ পরিষ্কৃত হইয়া থাকে। ইহা শ্রেষ্ঠ বিরেচক। এই ঔষধ সেবনে গুল্ম, প্লীহা, উদর, কাস, হলীমক, অরুচি এবং কফ ও বায়ুজনিত নানাপ্রকার পীড়া প্রশমিত হয়।

বিচক্ষণ চিকিৎসক, ঐসকল বিরেচক ঔষধ, ঘৃত, তৈল, দুগ্ধ, মদ্য, গোমূত্র ও রসাদি কিংবা অন্নাদি ভক্ষ্যদ্রব্যের সহিত মিশাইয়া, অথবা তৎসমুদায়সহ অবলেহ প্রস্তত করিয়া, রোগীকে বিরেচনার্থ প্রয়োগ করিবেন। ক্ষীর, রস, কল্ক, শৃত-কষায় ও চূর্ণ ক্রমান্বয়ে উত্তরোত্তর লঘু।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

দ্রবদ্রব্যের বিবরণ।

আন্তরীক্ষ জল।—আন্তরীক্ষ জল অর্থাৎ আকাশ হইতে যে জল পড়ে তাহার রস অনির্দ্দেশ্য, অর্থাৎ তাহার রসের নির্দ্দেশ করা যায় না, তবে উহার গুণ সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে। ঐ জল অমৃততুল্য, জীবন অর্থাৎ প্রাণধারণ-যোগ্য, তর্পণ অর্থাৎ তৃপ্তিকারক, ধারণ অর্থাৎ অস্ত্রাঘাতাদি জন্য মূর্চ্ছায় শরীর-রক্ষক, আশ্বাসজনক অর্থাৎ শুষ্কদেহের জীবনীপ্রদ, শ্রমনাশক, ক্লান্তি, পিপাসা, মত্ততা, মূর্চ্ছা, তন্দ্রা, নিদ্রা ও দাহের প্রশমক এবং অতীব পথ্য অর্থাৎ হিতকর। এই জল ভূমিতে পতিত হইয়া নদ, নদী, সরোবর, তড়াগ অর্থাৎ পুষ্করিণী, বাপী

অর্থাৎ ইষ্টকাদি দ্বারা বদ্ধাংশ ও সোপানবিশিষ্ট পুষ্করিণী, কূপ (ইন্দারা), চুণ্টী (আবদ্ধ কূপ), প্রস্রবণ (পর্ব্বতের ঝরণা), উদ্ভিদ (নিম্নপ্রদেশ হইতে উর্দ্ধে উত্থিত জলোচ্ছ্বাস), বিকির (বালুকাদিপূর্ণ জলাশয়), কেদার (ক্ষেত্রের জলনালী) ও পল্বল অর্থাৎ আনূপদেশস্থ তৃণাদি দ্বারা আচ্ছন্ন সরোবর (বিল) প্রভৃতিতে অবস্থিত হইলে, ভিন্ন ভিন্ন প্রকার রস প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

জলের রস।—একশ্রেণীর পণ্ডিত বলেন, এই জল লোহিত, কপিল, পাণ্ডু, পীত, নীল ও শুক্লবর্ণবিশিষ্ট ভূমিতে পতিত হইলে, যথাক্রমে মধুর, অম্ল, লবণ, কটু, তিক্ত ও কষায়রসবিশিষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু এই কথা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। কারণ পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চমহাভূতের পরস্পর অনুপ্রবেশ প্রযুক্ত জলের রস উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট হয়। ব্যাখ্যাস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যে ভূমিতে পার্থিবগুণ অধিক, সেই ভূমির জল অম্ল ও লবণরসবিশিষ্ট হইয়া থাকে; জলীয়গুণের আধিক্যে জল মধুররসযুক্ত; তেজোগুণের আধিক্যে কটু ও তিক্তরসবিশিষ্ট; বায়ুগুণের আধিক্যে কষায়-রসান্বিত এবং আকাশগুণের আধিক্যে অব্যক্ত রসবিশিষ্ট (কারণ আকাশ অব্যক্ত) হইতে দেখা যায়। এই শেষোক্ত জলের রস অনির্দ্দেশ্য, অর্থাৎ ইহার রস ঠিক জানা যায় না; এইজন্য আন্তরীক্ষ জলের অভাবে এই জল গ্রহণ করা যায়।

আন্তরীক্ষ জলের প্রকারভেদ।—আন্তরীক্ষ জল চারিপ্রকার; যথা—ধার, কার, তৌষার ও হৈম। এই চারিপ্রকার জলের মধ্যে ধার জল সর্ব্বাপেক্ষা লঘু বলিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই ধার জল আবার গাঙ্গ ও সামুদ্রভেদে দুইপ্রকার। আশ্বিন মাসে প্রায়ই গাঙ্গজলের বর্ষণ হয়। এই মাসে গাঙ্গ ও সামুদ্র দুইপ্রকার জলই পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক।

পরীক্ষার উপায়।—স্নেহরহিত ও অবিবর্ণ শালিতণ্ডুলের অন্ন পিণ্ডাকৃতি করিয়া, একখানি রূপার পাত্রে বর্ষার সময় বাহিরে রাখিবে। এইরূপ অবস্থায় বর্ষায় মুহূর্ত্তকাল রাখিলে যদ্যপি সেই অন্নের কোন বিকার না হয়, তাহা হইলে সেই বৃষ্টিজলকে গাঙ্গজল বলিয়া স্থির করিবে। আর যদি সেই অন্ন বিবর্ণ দ্রবীভূত ও ক্লেদযুক্ত হইয়া পড়ে, তবে তাহা সামুদ্র জল। এই সামুদ্র জল অহিতকর। সামুদ্রজলও আশ্বিন মাসে ধরিয়া রাখিলে, গাঙ্গজলের ন্যায় গুণবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

সংগ্রহোপায়।—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, আন্তরীক্ষ জলের মধ্যে গাঙ্গজলই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আশ্বিন মাসে এই জল সংগ্রহ করিতে হয়। ঐ মাসে বৃষ্টির সময় পবিত্র শুক্লবর্ণ বিস্তৃত বস্ত্রের মধ্য দিয়া, অথবা পরিষ্কৃত অট্টালিকার উপরিভাগ হইতে পতিত আন্তরীক্ষ জল পবিত্র পাত্রে ধরিয়া, স্বর্ণময়, রৌপ্যময় বা মৃন্ময়পাত্রে রক্ষা করিবে। এই জল সকল সময়েই ব্যবহৃত হইতে পারে। এই আন্তরীক্ষ-জলের অভাবে ভৌমজল ব্যবহার করা আবশ্যক। যে ভূমিতে আকাশগুণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, সেই ভূমির জল ভৌমজল নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

ভৌমজল।—ভৌমজল সাতপ্রকার, যথা—কৌপ্যজল, নাদেয় জল, সারস জল, তড়াগ জল, প্রাস্রবণ জল, ঔদ্ভিদ জল ও চৌণ্ট জল। এই সকলের মধ্যে বর্ষাকালে আন্তরীক্ষ ও ঔদ্ভিদ জল ব্যবহার করা যাইতে পারে, কারণ এই দুইটীর গুণ উৎকৃষ্ট। শরৎকালে সকলপ্রকার জলই পরিষ্কার থাকে, এইজন্য তখন তৎসমুদায়ই পান করিতে পারা যায়। হেমন্তকালে সরোবর ও পুষ্করিণীর জল পান করিতে হয়। বসন্ত এবং গ্রীষ্মকালে কূপের ও প্রস্রবণের জল উপকারী। প্রাবৃট্‌কালে চৌণ্টজল ও নূতন বর্ষার জল ভিন্ন আর সমস্তপ্রকার জলই পান করা যাইতে পারে।

নূতন বর্ষার জল।—বিষকীট, মল, মূত্র, অণ্ড ও শবকোথাদি দ্বারা দূষিত, তৃণপত্রাদি দ্বারা পরিপূর্ণ, মলিন ও বিষান্বিত বর্ষাকালীন নূতন জলে স্নান করিলে বা সেই জল পান করিলে, নিশ্চয়ই বাহ্য (কুষ্ঠাদি) ও অভ্যন্তর (উদরাময়াদি) পীড়ায় শীঘ্র আক্রান্ত হইতে হয়।

ব্যাপন্ন জল।—যে জল শৈবাল, পঙ্ক, হট (পানা), তৃণ ও পদ্মপত্রাদি দ্বারা সমাচ্ছন্ন, চন্দ্র সূর্য্যের কিরণ যাহাতে প্রবেশ করিতে পারে না ও বাতাস লাগে না, যাহার গন্ধ, বর্ণ ও রস বুঝিতে পারা যায়, তাহাকে ব্যাপন্ন (দোষাক্রান্ত) জল বলা যায়। এইপ্রকার জলের ছয়টী দোষ; যথা,—স্পর্শদোষ, রূপদোষ, রসদোষ, গন্ধদোষ, বীর্য্যদোষ ও বিপাকদোষ। তন্মধ্যে জলের যে খরতা, পিচ্ছিলতা, উষ্ণতা ও দন্তগ্রাহিতা অর্থাৎ অত্যধিক শৈত্য-দোষ থাকে, তাহাই স্পর্শদোষ। পঙ্ক, বালুকা, শৈবালাদি নানাবর্ণের দ্রব্য দ্বারা জল সমাচ্ছন্ন থাকিলে, তাহাই জলের রূপদোষ। জলে যদি কোন রসের স্পষ্ট স্বাদ পাওয়া যায়, তবে তাহাকে রসদোষ বলা যায়। জলের অপ্রিয় গন্ধকে গন্ধদোষ কহে। জল

পান করিলে, যদি পিপাসা, দেহভার, শূলবৎ বেদনা ও কফপ্রসেক হয়, তবে তাহাকে বীর্য্যদোষ বলিতে হইবে। জল অনেকবিলম্বে জীর্ণ হইলে এবং পেটের ভিতর গুড় গুড় শব্দ করিলে, তাহাকে বিপাকদোষ কহে। আন্তরীক্ষ-জলে এইসকল দোষ থাকে না।

জলশোধন।—পূর্ব্বোক্ত প্রকার ব্যাপন্ন অর্থাৎ দূষিত জল অগ্নিতে সিদ্ধ করিলে, কিংবা সূর্য্যতাপে, অথবা, অগ্নিদ্বারা উত্তপ্ত লৌহপিণ্ড, বালুকা বা মৃৎপিণ্ডদ্বারা উত্তপ্ত করিলে এবং নাগকেশর, চম্পক, উৎপল, পাটলা ও কেতকী-পুষ্পাদি দ্বারা সুবাসিত করিলে, সেই জল পরিষ্কার ও নির্দ্দোষ হইয়া থাকে।

পানপাত্র।—স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, কাংস, অথবা মণিময় ও মৃন্ময়পাত্রে, পুষ্পবাসিত সুগন্ধি জল পান করা বিধেয়। বিকৃত জল ও অনার্ত্তব অর্থাৎ অকালে বর্ষিত জল সকলসময়েই পরিত্যাগ করা উচিত; কারণ ঐরূপ জল পান করিলে নানাপ্রকার দোষ ঘটে।

জলপানজনিত পীড়া।—বিকৃত কিংবা পূর্ব্বোক্তপ্রকার অশোধিত জল পান করিলে, শোথ, পাণ্ডু, চর্ম্মদোষ, অজীর্ণ, শ্বাস, কাস, প্রতিশ্যায় (সর্দ্দি) গুল্ম, শূল, উদরী ও অন্যান্য উৎকট রোগ শীঘ্র জন্মে।

জল-শোধনের উপায়।— সাত প্রকার উপায়ে জলের প্রসাধন অর্থাৎ জল নির্ম্মল করিতে পারা যায়—কতক (নির্ম্মলীফল), গোমেদক (পীতবর্ণ মণিবিশেষ), বিসগ্রন্থি (পদ্মের মূল), শৈবাল মূল, বস্ত্র, মুক্তা ও মণি, এই সাতটী দ্রব্য জলে নিক্ষেপ করিলে, জলের দোষ দূর হইয়া যায়।

জলস্থান।— জলপাত্র ভূমিতে সংস্পৃষ্ট রাখিলে জল দূষিত হইবার সম্ভাবনা, এই জন্য চারিটী স্থানে জল রাখিতে হয়; যথা (১) ফলক অর্থাৎ শিমূলকাষ্ঠের ত্রাষ্টক অর্থাৎ তেকাটা, (২) মুঞ্জবলয় অর্থাৎ মুঞ্জাদি-রচিত বলয় অর্থাৎ বিড়ে, (৩) উদকমঞ্জিকা অর্থাৎ বেতবংশাদির মাচা ও (৪) শিক্য অর্থাৎ শিকে।

জল শীতল করিবার উপায়।—সাতটী উপায়ে জল শীতল করিতে পারা যায়; যথা (১) প্রবাত-স্থাপন অর্থাৎ প্রবল বায়ুতে জলপাত্র রাখা, (২) উদক-প্রক্ষেপণ অর্থাৎ জলপাত্রে অন্য শীতল জল নিক্ষেপ, (৩) যষ্টিকাভ্রমণ অর্থাৎ জলের মধ্যে যষ্টি প্রভৃতি দ্রব্য ঘুরান, (৪) ব্যজন অর্থাৎ বাতাস দেওয়া,

(৫) বস্ত্রোদ্ধরণ অর্থাৎ কাপড়ে ঝোলান, (৬) বালুকা-প্রক্ষেপণ অর্থাৎ জলপাত্র বালুকামধ্যে রাখা ও (৭) শিক্যাবলম্বন অর্থাৎ শিকায় জলপাত্র ঝুলাইয়া রাখা।

প্রশস্ত গুণ।—যে জলের গন্ধ ও রস নাই, যাহা লঘু, নির্ম্মল, শীতল, পবিত্র, তৃষ্ণানাশক ও হৃদয়ের তৃপ্তিকর, সেই জলই প্রশস্তগুণবিশিষ্ট।

দিগ্‌ভেদে গুণভেদ।—পশ্চিমদিগ্‌বাহিনী নদীর জল লঘু, কারণ জাঙ্গলদেশ পশ্চিমদিকেই অধিষ্ঠিত এবং সেই জাঙ্গলদেশের অভ্যন্তর দিয়া নদী প্রবাহিত হয় বলিয়া, তাহার জল লঘু এবং সেইজন্য তাহা সুপথ্য। পূর্ব্বদিক আনূপ দেশ; আনূপদেশের জল গুরু; সেইজন্য পূর্ব্বদিগ্‌বাহিনী নদীর জল গুরু বলিয়াই তাহা অপথ্য। দক্ষিণ অর্থাৎ মধ্যদেশ সাধারণ গুণবিশিষ্ট; এই জন্য দক্ষিণদিগ্‌বাহিনী নদীর জল অধিক গুরু বা অধিক লঘুও নহে এবং সেই জন্য তাহার গুণও সাধারণ। সহ্য পর্ব্বত হইতে যে সকল নদী বাহির হইয়াছে, সেই সকল নদীর জল পান করিলে কুষ্ঠরোগ জন্মে। বিন্ধ্যপর্ব্বত হইতে উদ্ভূত নদীসমূহের জলপান করিলে, কুষ্ঠরোগ ও পাণ্ডুরোগ জন্মে। মলয়পর্ব্বত হইতে উদ্ভূত নদীসকলের জলপান করিলে, শ্লীপদ (গোদ) ও উদররোগ উৎপন্ন হয়। হিমালয়ের উপরিভাগ হইতে উদ্ভূত নদীসকলের জল সুপথ্য; কিন্তু যেসকল নদী হিমালয়ের অধোভাগ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তৎসমুদায়ের জল পান করিলে, হৃদ্রোগ, শোথ, শিরোরোগ, শ্লীপদ ও গলগণ্ড পীড়া জন্মে। প্রাচ্যবন্ত্য অর্থাৎ অবন্তীর (উজ্জয়িনীর) পশ্চিমদিকস্থ পর্ব্বতসমূহ হইতে যেসকল নদী উৎপন্ন হইয়াছে, তৎসমুদায়ের জলপান করিলে অর্শঃ পীড়া হয়। পারিপাত্র হইতে উদ্ভূত নদীর জল বলকর ও আরোগ্যজনক, এইজন্য তাহা সুপথ্য।

বিশেষ গুণ।—যেসকল নদী বেগে প্রবাহিত হয়, সেইসকল নদীর জল লঘু; সেইরূপ নির্ম্মল জলও লঘু। যেসকল নদী শৈবালদ্বারা আবৃত, যাহারা মন্দ মন্দ প্রবাহিত হয় এবং যাহাদের জল দূষিত, সেই সকল নদীর জল গুরু। মরুভূমিতে প্রবাহিত নদীসকলের জল প্রায়ই তিক্ত, লবণ ও ঈষৎ কষায় বিশিষ্ট মধুররস, লঘুপাক ও বলকারক।

জল-সংগ্রহের কাল।—সকলপ্রকার ভৌমজল প্রত্যূষকালে সংগ্রহ করিবে, কেন না ঐসময়ে তাহা অত্যন্ত নির্ম্মল ও শীতল থাকে এবং তাহাই জলের প্রধান গুণ।

গগনাম্বুর তুল্য জল।—যে জলে সমস্ত দিন সূর্য্যের কিরণ এবং সমস্ত রাত্রি চন্দ্রের কিরণ লাগিতে পায়, সেই জল আন্তরীক্ষ অর্থাৎ আকাশ-পতিত বৃষ্টির জলের ন্যায় রুক্ষতাশূন্য ও অনভিষ্যন্দী।

গগনাম্বু।—গগনাম্বু অর্থাৎ আকাশ হইতে পতিত বৃষ্টির জল উপযুক্ত ও উৎকৃষ্ট পাত্রে গ্রহণ করিলে, তাহা ত্রিদোষনাশক, বলকারক, রসায়ন ও মেধাজনক হইয়া থাকে। আবার অতিশ্রেষ্ঠ পাত্রে ধরিলে, তাহার গুণ আরও উৎকৃষ্ট হয়।

মণিপ্রস্রুত।—চন্দ্রকান্তমণি হইতে প্রস্রুত জল রাক্ষসভয়হর, শীতল, সুখকর, জ্বরনাশক, দাহঘ্ন, বিষাপহারক, বিমল ও পিত্তঘ্ন।

অবস্থাবিশেষে জলের গুণ।—উষ্ণকালে অর্থাৎ গ্রীষ্ম ও শরৎ ঋতুতে, মূর্চ্ছায়, পিত্তরোগে, দাহরোগে, বিষদোষে, রক্তপীড়ায়, মদাত্যয়ে, তমকশ্বাসে, বমন-রোগে ও ঊর্দ্ধগরক্তপিত্তে, এবং শ্রান্ত ও ক্লান্ত অবস্থায় শীতল জল বিশেষ হিতকর।

নিষেধ।—পার্শ্বশূলে, প্রতিশ্যায়ে, বাতরোগে, গলরোগে, আধ্মানে, আমকোষ্ঠে, নবজ্বরে ও হিক্কারোগে, বমন ও বিরেচনদ্বারা শরীর যে দিন শোধিত হয়, সেই দিনে এবং স্নেহদ্রব্য পানের পর শীতল জল নিষিদ্ধ।

নদীর জল।—বাতবর্দ্ধক, রুক্ষ, লঘু, লেখন (কৃশতা-জনক) ও অগ্নিদীপক; কিন্তু নদীর জল সান্দ্র অর্থাৎ গাঢ় হইলে, তাহা অভিষ্যন্দী (কফস্রাবক), মধুররসযুক্ত, গুরু ও কফবর্দ্ধক হইয়া থাকে।

সারস জল।—অর্থাৎ সরোবরের জল তৃষ্ণা-নাশক, বলকারক, কষায়রসযুক্ত, মধুররস ও লঘুপাক।

তড়াগ-জল।—বায়ুবর্দ্ধক, কষায়রসযুক্ত, স্বাদুরস ও কটুপাকী।

বাপীর জল।—বাতশ্লেষ্মনাশক, ক্ষারযুক্ত, কটু ও পিত্তবৃদ্ধিকর।

কূপ-জল।—ক্ষারবিশিষ্ট, পিত্তবর্দ্ধক, শ্লেষ্মনাশক, অগ্নিদীপক এবং লঘুপাক।

চুণ্টার জল।—অর্থাৎ আবদ্ধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কূপের জল অগ্নিদীপক, রুক্ষ, মধুররসান্বিত ও কফনাশক।

প্রস্রবণের জল।—কফনাশক, অগ্নিদীপক, হৃদয়ের তৃপ্তিকর ও লঘুপাক।

ঔদ্ভিদ জল।—অর্থাৎ মৃত্তিকা হইতে উত্থিত জল—মধুররসসংযুক্ত, পিত্তনাশক ও অবিদাহী।

বিকির জল।—কটুরস, ক্ষারবিশিষ্ট, কফঘ্ন, লঘুপাক ও অগ্নিদীপক।

কেদার জল।—মধুররস, গুরুপাক ও দোষবর্দ্ধক।

পল্বলজল।—কেদার জলের গুণবিশিষ্ট, বিশেষতঃ অতিশয় দোষবর্দ্ধক।

সামুদ্রজল।—বিস্র অর্থাৎ আমিষগন্ধবিশিষ্ট, লবণরস ও সর্ব্বপ্রকার দোষজনক।

আনূপ-দেশের জল।—স্পর্শাদি বহু-দোষবিশিষ্ট ও অভিষ্যন্দী। এই জন্য এই জল পান করা গর্হিত।

জাঙ্গল-দেশের জল।—পূর্ব্বোক্ত স্পর্শাদি-দোষশূন্য; সেইজন্য পানে অনিন্দনীয়।

সাধারণ-দেশের জল।—লঘু, শীতল, তৃষ্ণানাশক, তৃপ্তিকারক, পানপক্ষে প্রশস্ত, মিষ্টরসবিশিষ্ট, অগ্নিদীপক ও বিদাহপাকযুক্ত।

উষ্ণ জল।—জ্বরঘ্ন, কফ-শ্বাস-কাসনাশক, মেদোনিবারক, অগ্নি-দীপক, বাতনাশক এবং মূত্রাশয়শোধক ও আমরস-নাশক। ইহা সর্ব্বদাই সকলের সুপথ্য।

জল গরম করিবার বিধি।—জল সিদ্ধ করিতে করিতে যখন তাহার উচ্ছ্বাস কমিয়া আইসে, ফেন অদৃশ্য হয়, যখন তাহা উত্তমরূপে পরিষ্কার হইয়া আইসে এবং তাহার চারিভাগের একভাগ কমিয়া যায়, তখন তাহা লঘু ও বিশেষ গুণকারক হইয়া থাকে। উষ্ণ জল পর্য্যুষিত (বাসী) করিয়া কদাচ পান করিতে নাই; কারণ তাহা অম্লরসাত্মক এবং কফস্রাবকারক, সুতরাং তাহা পিপাসিত ব্যক্তির পক্ষে অহিতকর।

শৃতশীতল।—মদাত্যয়ে, পিত্তজ ও সান্নিপাতিক রোগে, দাহে, অতি-সারে, মূর্চ্ছায়, রক্তপিত্তে, মদ্যপানে, বিষপানে, তৃষ্ণায়, ছর্দ্দি (বমনরোগ) ও ভ্রমী রোগে শৃতশীতল জল (গরম জল ঠাণ্ডা হইলে) প্রশস্ত।

নারিকেল-জল।—মিষ্ট, স্নিগ্ধ, শীতল, তৃপ্তিকারক, অগ্নিদীপক, পুষ্টি-কারক, পিত্ত ও পিপাসানাশক, মূত্রাশয়শোধক ও গুরুপাক।

অল্পজলপান।- যেসকল ব্যক্তি শোথ, উদরী, জ্বর, ক্ষয়রোগ, ব্রণ, মধুমেহ, কুষ্ঠ, চক্ষুরোগ, মন্দাগ্নি, কফস্রাব, প্রতীশ্যায় ও অরুচিরোগে আক্রান্ত, তাহাদিগকে অল্পপরিমাণে জল পান করিতে দিবে।

দুগ্ধবর্গ।

সাধারণ দুগ্ধ।—গাভী, ছাগী, উষ্ট্রী, মেষী, মহিষী, ঘোটকী, নারী, হস্তিনী প্রভৃতি প্রাণিগণের দুগ্ধ প্রাণরক্ষক, গুরুপাক, মধুররসাত্মক, পিচ্ছিল, শীতল, স্নিগ্ধ, মসৃণ, সারক ও মৃদু; ইহাতে সর্ব্ববিধ আহারীয় দ্রব্যের সারাংশ নিশ্মলভাবে থাকে বলিয়া ইহা সকল প্রাণীর পক্ষে সাত্ম্য। সকলপ্রকার দুগ্ধেই স্বভাবতঃ সাত্ম্যগুণ বিদ্যমান আছে; এইজন্য কোন দুগ্ধই পান করিতে নিষেধ নাই এবং সেইজন্যই দুগ্ধমাত্রই বায়ুজনিত পিত্তজ, রক্তজ ও মানসিক রোগে প্রযোজ্য।

দুগ্ধের গুণ।—দুগ্ধ—জীর্ণজ্বর, কাস, শ্বাস, শোষ, ক্ষয়, গুল্ম, উন্মাদ, উদরী, মূর্চ্ছা, ভ্রম, মত্ততা, দাহ, পিপাসা, হৃদ্রোগ, বস্তিরোগ, পাণ্ডুরোগ, গ্রহণী, দোষ, অর্শঃ, শূল, উদাবর্ত্ত, অতিসার, প্রবাহিকা (আমাশয়-পীড়া), যোনিরোগ, গর্ভস্রাব ও রক্তপিত্ত রোগ নাশ করে। ইহা শ্রমনিবারক, ক্লান্তিনাশক, পাপ-শান্তিকর, বলকারক, বৃষ্য (শুক্রজনক), বাজীকরণ, রসায়ন, মেধাজনক, ভগ্নস্থান সন্ধায়ক, আস্থাপন অর্থাৎ স্নেহবস্তিকার্য্যে প্রশস্ত, বয়ঃস্থাপন (জরা-নিবারক), আয়ুর্ব্বর্দ্ধক, জীবনরক্ষক, পুষ্টিকর, বমনকারক, বিরেচক ও ওজোধাতুবর্দ্ধক। এতদ্ব্যতীত বালক, বৃদ্ধ, ক্ষত ও ক্ষীণ ব্যক্তি এবং ক্ষুধা, স্ত্রীসংসর্গ ও পরিশ্রমবশতঃ কৃশ ও দুর্ব্বল ব্যক্তির পক্ষে দুগ্ধ বিশেষ হিতকর।

গো-দুগ্ধ।—গো-দুগ্ধ অনভিষ্যন্দী (কফস্রাবকারক নহে), স্নিগ্ধ, গুরু-পাক, রসায়ন, রক্তপিত্তনাশক, শীতল, মধুররস, পাকে মধুর, জীবনরক্ষক ও বাতপিত্তনাশক। ইহা একটী উৎকৃষ্ট পথ্য।

ছাগীদুগ্ধ।—ছাগীদুগ্ধ— গোদুগ্ধের সমান গুণকারক,—বিশেষতঃ শোষ-রোগীর পক্ষে অতিশয় উপকারী। ইহা অগ্নিদীপক, লঘুপাক, মলরোধক, শ্বাস-কাসনাশক ও রক্তপিত্ত প্রশমক। ছাগগণ স্বভাবতঃ ক্ষুদ্রকায়, সর্ব্বদা কটুতিক্ত দ্রব্য ভক্ষণ করে, অল্পপরিমাণে জল খায় এবং সর্ব্বদা ছুটাছুটী করিয়া বেড়ায়; এইসকল কারণে ছাগীদুগ্ধ সর্ব্বব্যাধি-নিবারক।

উষ্ট্রীদুগ্ধ।—উষ্ট্রীর দুগ্ধ রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, সামান্য লবণরসবিশিষ্ট, মধুর ও লঘুপাক এবং শোথ, উদরী, গুল্ম, অর্শ, ক্রিমি, কুষ্ঠ ও বিষদোষনাশক।

মেষীর দুগ্ধ।—মধুররস, স্নিগ্ধবীর্য্য, গুরুপাক এবং পিত্ত ও কফজনক। ইহা কেবল বাতে ও বাতজ কাসরোগে হিতকর।

মাহিষ দুগ্ধ।—অতিশয় অভিষ্যন্দী, মধুর, অগ্নিনাশক, নিদ্রাজনক ও শীতজনক। ইহা গোদুগ্ধ অপেক্ষা অধিকতর স্নিগ্ধ ও গুরুপাক।

একশফ দুগ্ধ।—অর্থাৎ ঘোটকী প্রভৃতি একশফ প্রাণিগণের দুগ্ধ উষ্ণবীর্য্য, বলকারক, হস্তপদাদির বাতনাশক, মধুর ও অম্লরসযুক্ত, রুক্ষ, লবণরস বিশিষ্ট ও লঘুপাক।

নারীদুগ্ধ।—ঈষৎ কষায়যুক্ত মধুররস, শীতল, নস্যে ও অশ্চোতন-কার্য্যে (চক্ষুপূরণে) প্রশস্ত, জীবনরক্ষক, লঘুপাক ও অগ্নিদীপক।

হস্তিনীদুগ্ধ।—কষায়রসবিশিষ্ট মধুররস, বীর্য্যবর্দ্ধক, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, স্থৈর্য্যকর অর্থাৎ শরীরের দৃঢ়তাসাধক, শীতল, চক্ষুর হিতকর ও বলবর্দ্ধক।

প্রাতঃকালীন দুগ্ধ।—রাত্রির সোমগুণ থাকাতে এবং তৎকালে কেহই ব্যায়াম না করাতে প্রাভাতিক দুগ্ধ প্রায়ই গুরুপাক, অভিষ্যন্দী ও শীতল হইয়া থাকে।

সন্ধ্যাকালীন দুগ্ধ।—দিবাভাগে সূর্য্যের উত্তাপে সকলেই উত্তপ্ত হইয়া থাকে, ব্যায়াম করে ও বায়ু সেবন করিয়া থাকে,; এই জন্য অপরাহ্ণ কালের দুগ্ধ বায়ুর অনুলোমকারী, শ্রান্তিনাশক ও চক্ষুরোগে হিতকর।

আমদুগ্ধ।—আম অর্থাৎ কাঁচা দুধ স্বভাবতঃই অভিষ্যন্দী ও গুরুপাক।

সিদ্ধদুগ্ধ।—শৃত অর্থাৎ জ্বাল দেওয়া দুধ লঘুপাক ও অনভিষ্যন্দী। নারীদুগ্ধ কখনই জ্বাল দিতে নাই; ইহা কাঁচাই অতীব হিতকর।

ধারোষ্ণ।—অর্থাৎ দোহনমাত্রই টাট্‌কা ও গরম থাকিতে থাকিতে দুগ্ধ পান করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়; নতুবা তাহা জুড়াইয়া গেলে, তাহাতে কোন উপকার পাওয়া যায় না, বরং অনিষ্ট হইয়া থাকে।

অতিপক্ক।—অর্থাৎ অধিক জ্বাল দেওয়া ঘন দুগ্ধ গুরুপাক ও বৃংহণ।

অপেয় দুগ্ধ।—যে দুগ্ধের গন্ধ অতিশয় অপ্রিয়, যাহা অম্লরসবিশিষ্ট, বিবর্ণ, বিরস, লবণমিশ্রিত ও বিগ্রথিত (নষ্ট—ছেঁড়া), তাহা কখনই পান করিতে নাই।

দধিবর্গ।

সাধারণ দধি।—দধি তিন প্রকার; যথা—মধুর, অম্ল ও অত্যম্ল। এই প্রকার দধিই সাধারণতঃ কষায়রসযুক্ত, স্নিগ্ধ ও উষ্ণবীর্য্য এবং পীনসে, বিষমজ্বরে, অতিসারে, অরুচিতে, মূত্রকৃচ্ছ্রে ও কৃশতায় হিতকর, বীর্য্যবর্দ্ধক, প্রাণধারণযোগ্য ও মঙ্গলকর। বিশেষতঃ ইহাদের মধ্যে মধুর দধি অতিশয় অভিষ্যন্দী এবং কফ ও মেদোবর্দ্ধক। অম্লদধি কফজনক ও পিত্তবর্দ্ধক। অত্যম্ল দধি শোণিত-দোষ-কারক। মন্দজাত অর্থাৎ যে দধি ভাল জমে না, তাহা বিদাহকর, মলমূত্র-ভেদক ও ত্রিদোষজনক।

গব্যদধি।—স্নিগ্ধ, মধুরপাক, অগ্নিদীপক, বলবৃদ্ধিকর, বাতহর, পবিত্র ও রুচিজনক।

ছাগদধি।—কফনাশক, পিত্তনাশক, লঘুপাক, বাতজক্ষয়রোগ-প্রশমক অর্শোনিবারক, শ্বাস ও কাস রোগে হিতকর এবং অগ্নিদীপক।

মাহিষদধি।—মধুরপাক, বীর্য্যবর্দ্ধক, বাতপিত্তের প্রশমক, শ্লেষ্মবর্দ্ধক ও অতিশয় স্নিগ্ধবীর্য্য।

ঔষ্ট্রদধি।—কটুপাক, ক্ষারবিশিষ্ট, গুরুপাক ও ভেদক। ইহা বাত, কুষ্ঠ, উদর ও ক্রিমিরোগে হিতকর।

মেষদধি।—কফবাতের প্রকোপক, অর্শোজনক, মধুররস, মধুরপাক, অতিশয় অভিষ্যন্দী ও ত্রিদোষবর্দ্ধক।

অশ্বীদধি।—অগ্নিদীপক, নয়নের হিতকর, বাতবর্দ্ধক, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, কষায়রসবিশিষ্ট, কফনিবারক ও মূত্রনাশক।

নারীদধি।—চক্ষুরোগে বিশেষ উপকারী, স্নিগ্ধ, পাকে মধুর, বলকর, তৃপ্তিজনক, গুরু, ত্রিদোষনাশক ও উৎকৃষ্ট গুণবিশিষ্ট।

হস্তিনীদধি।—লঘুপাক, কফকর, উষ্ণবীর্য্য, শক্তিনাশক অর্থাৎ পরিপাক শক্তিনাশক, কষায়রসবিশিষ্ট ও মলবৃদ্ধিকর।

যেসকল ভিন্ন ভিন্ন দধির গুণ বর্ণিত হইল, তন্মধ্যে গব্য-দধিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

সুপরিস্রুত দধি।—অর্থাৎ বস্ত্রগলিত দধি বাতনাশক, কফজনক, স্নিগ্ধবীর্য্য, পুষ্টিকর ও রুচিজনক। ইহাদ্বারা পিত্তবৃদ্ধি হয় না।

সিদ্ধ।—দুগ্ধ হইতে যে দধি প্রস্তুত হয়, তাহা বিশেষ গুণকারক, বাতপিত্তনাশক, রুচিকর, ধাতুপোষক, অগ্নিদীপক ও বলবর্দ্ধক।

দধির সার।—গুরুপাক, বীর্য্যবর্দ্ধক, বাতনাশক, অগ্নিদীপক, কফবর্দ্ধক ও শুক্রজনক।

অসার দধি।—রুক্ষ, মলরোধক, বিষ্টম্ভকারক, বাতবর্দ্ধক, অগ্নিদীপক, লঘুপাক, কষায়রসবিশিষ্ট ও রুচিজনক।

ঋতুভেদে দধির গুণদোষ।—শরৎ, গ্রীষ্ম ও বসন্তকালে দধি প্রায়ই অহিতকর এবং হেমন্ত, শিশির ও বর্ষাকালে হিতকর।

দধিমস্তু।—অর্থাৎ দধির মাত, তৃষ্ণাহর, ক্লান্তিনাশক, লঘুপাক, বস্তিশোধক, অম্ল ও কষায়যুক্ত-মধুররস, অবৃষ্য, কফ-বাতনাশক, আনন্দকর, তৃপ্তিজনক, মলভেদক, বলবর্দ্ধক ও রুচিজনক।

সপ্তবিধ দধি।—স্বাদু, অম্ল, অত্যম্ল, মন্দজাত, স্নিগ্ধদুগ্ধজাত দধির সর ও অসার দধি, এই সাত প্রকার দধির মাতও ইহাদের ন্যায় গুণবিশিষ্ট।

তক্র-নবনীত প্রভৃতি।

তক্রের গুণ।—তক্র—অম্ল, মধুর ও কষায়-রসবিশিষ্ট, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, লঘুপাক ও অগ্নিদীপক। ইহা বিষদোষ, শোথ, অতিসার, গ্রহণী, পাণ্ডুরোগ, অর্শঃ, প্লীহা, অরুচি, বিষমজ্বর, তৃষ্ণা, বমন, প্রতিশ্যায়, শূল, মেদঃ, কফ ও বায়ু নাশ করে। তক্র পাকে মধুর ও তৃপ্তিকর এবং মূত্রকৃচ্ছ্রে স্নেহপানজনিত পীড়ায় হিতকর। ইহা শুক্রবর্দ্ধক নহে।

তক্র কি ?—অর্দ্ধভাগ জলমিশ্রিত দধি মন্থন-দণ্ডদ্বারা মন্থন করিয়া স্নেহভাগ (নবনীত) তুলিয়া লইলে, যে অল্প ঘন ও অল্প দ্রবপদার্থ অবশিষ্ট থাকে, তাহাকেই তক্র বলা যায়। ইহা অম্ল, মধুর ও কষায়-রসাত্মক।

ঘোল।—জলবিহীন স্নেহবিশিষ্ট দধিকে মন্থন করিয়া স্নেহভাগ তুলিয়া লইলে যে দ্রব পদার্থ অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে ঘোল কহে।

নিষেধ।—ক্ষতরোগে, দুর্ব্বল ব্যক্তির পক্ষে, উষ্ণকালে এবং মূর্চ্ছা, ভ্রম, দাহ ও রক্তপিত্তরোগে তক্রপান নিষিদ্ধ।

বিধি।—শীতকালে, অগ্নিমান্দ্য পীড়ায়, কফজনিত রোগসমূহে, শরীরের স্রোতঃসকল রুদ্ধ হইয়া পড়িলে, এবং দেহস্থ বিশেষতঃ কোষ্ঠস্থিত বায়ু বিকৃত হইলে, তক্র পান করা আবশ্যক।

মধুর ও অম্ল।—মধুর তক্র শ্লেষ্মার প্রকোপ করে এবং পিত্তের প্রশমন করিয়া থাকে। অম্লরসযুক্ত তক্র বাত-নিবারক ও পিত্তবর্দ্ধক; বায়ু প্রকুপিত হইলে, অম্লরসযুক্ত তক্র সৈন্ধব-লবণের সহিত পান করা বিধেয়। পিত্তের প্রকোপে মধুররসবিশিষ্ট তক্র ইক্ষুচিনির সহিত, এবং কফের প্রকোপে ত্রিকটু চূর্ণ ও যবক্ষারসহ সেবন করিবে।

তক্রকূর্চ্চিকা।—অর্থাৎ ঘোলের ছানা মলরোধক, বাতবর্দ্ধক, রুক্ষ ও দুষ্পাচ্য।

মণ্ড ও ছানা।—মণ্ড অর্থাৎ ছানার মত দধি ও তক্র হইতে প্রস্তুত মণ্ড (মাড়), তক্র অপেক্ষা লঘুতর। কিলাট (ছানা) বাতনাশক, পুরুষত্বের বৃদ্ধিকারক এবং নিদ্রাজনক। পীযূষ অর্থাৎ সদ্যঃপ্রসূতা গাভীর সপ্তাহ কাল পর্য্যন্ত দুগ্ধ, মোরট অর্থাৎ সপ্তাহান্তে সেই গাভীর দুধ যতদিন না প্রসন্ন বা স্বাভাবিক হয়, এই দুইপ্রকার দুগ্ধ মধুর রসবিশিষ্ট, পুষ্টিকারক ও শুক্রবর্দ্ধক।

নবনীত।—সদ্যোত্থিত নবনীত অর্থাৎ টাট্‌কা দধি হইতে উৎপন্ন ননী কোমল, লঘুপাক, মধুর ও কষায়রসবিশিষ্ট অম্লযুক্ত, শীতল, মেধাজনক, অগ্নি-উদ্দীপক, মলরোধক, হৃদয়ের তৃপ্তিজনক, পিত্ত ও বাতনাশক, বীর্য্যবর্দ্ধক ও অবিদাহী। ইহা ক্ষয়, কাস, ব্রণ, অর্শঃ ও অর্দ্দিত-বাত-রোগনাশক, গুরুপাক, কফ ও মেদোবর্দ্ধক, বল ও পুষ্টিকারক, শোষনাশক এবং বালকদিগের বিশেষ উপযোগী।

ক্ষীরের ননী।—ক্ষীরোত্থিত নবনীত উৎকৃষ্ট, স্নেহবিশিষ্ট, মাধুর্য্য-গুণশালী, অতিশয় শীতল, দেহের সৌকুমার্য্যসাধক, চক্ষুর হিতকর, মলরোধক, রক্তপিত্ত-পীড়ানাশক ও বর্ণের প্রসন্নতাজনক।

ক্ষীরের সর।—সন্তানিকা অর্থাৎ ক্ষীরের সর বাতঘ্ন, তৃপ্তিজনক, বল-বীর্য্যবর্দ্ধক, স্নিগ্ধতাজনক, রুচিকারক, মধুর-রসযুক্ত, পাকে মধুর, শোণিতের প্রসন্নতাসাধক, পিত্তদোষনাশক ও গুরুপাক।

বিশেষতত্ত্ব।—দধি, তক্র, ঘোল, ছানা ও নবনীতাদি যেসকল দ্রব্যের বিষয় পূর্ব্বে বলা হইল, তৎসমুদায় গোদুগ্ধ হইতে উৎপন্ন হইলেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তদ্ভিন্ন ছাগী প্রভৃতির দুগ্ধ হইতে উৎপন্ন দধি ও তক্রাদি সেই সেই দুগ্ধের সমান গুণশালী।

ঘৃতবর্গ।

সাধারণ।—স্বভাবতঃ সর্ব্ববিধ ঘৃতই সৌম্য অর্থাৎ সোমগুণ-বিশিষ্ট, শীতবীর্য্য, কোমল, মধুররসযুক্ত, স্নিগ্ধতাজনক ও অল্প অভিষ্যন্দী; এবং শূল, জীর্ণ-জ্বর, উন্মাদ, অপস্মার, উদাবর্ত্ত, আনাহ এবং বাতজ ও পিত্তজরোগের প্রশমক। ঘৃত অগ্নি-উদ্দীপক, স্মৃতি, বুদ্ধি, মেধা, কান্তি, স্বর, লাবণ্য, সৌকুমার্য্য, ওজঃ, তেজঃ ও বলের বৃদ্ধিকারক, আয়ুর্ব্বর্দ্ধক, বীর্য্যবর্দ্ধক, পবিত্রতা-জনক, চিরযৌবন-সাধক, গুরুপাক, চক্ষুর হিতকর, কফবর্দ্ধক ও পাপনাশক। অপিচ ঘৃত অলক্ষ্মী দূর করে, বিষনাশ করে এবং রাক্ষস-ভয় দূর করিয়া দেয়।

গব্যঘৃত।—পাকে মধুর, শীতল, বায়ু, পিত্ত ও বিষনাশক, চক্ষুর পক্ষে অত্যুৎকৃষ্ট মহৌষধ, বলকারক ও শ্রেষ্ঠ গুণশালী।

ছাগঘৃত।—অগ্নি-উদ্দীপক, চক্ষুর হিতকর, বলবর্দ্ধক, কাস-শ্বাস-নাশক, ক্ষয়রোগে হিতকর ও লঘুপাক।

মাহিষ-ঘৃত।—মধুররসযুক্ত, বাতপিত্ত ও রক্তপিত্তনাশক, গুরুপাক, শীতল ও কফবর্দ্ধক।

উষ্ট্র-ঘৃত।—অর্থাৎ উষ্ট্রীর দুগ্ধের ঘৃত—পাকে কটু এবং শোথ, ক্রিমি, বিষ, কফ, বাত, কুষ্ঠ, গুল্ম ও উদর-রোগ নাশ করে। ইহা অগ্নিদীপক।

আবি-ঘৃত।—অর্থাৎ ভেড়ার ঘি পাকে লঘু; এবং পিত্তপ্রকোপ, কফজ রোগ, বাতজ ব্যাধি, যোনিদোষ, শোষ ও কম্প প্রভৃতি রোগে ইহা হিতকর।

একশফ-ঘৃত।—অর্থাৎ অশ্বাদি জন্তুর ঘি পাকে লঘু, উষ্ণবীর্য্য কষায়-রসযুক্ত, শ্লেষ্মনাশক, অগ্নিদীপক ও মূত্রকারক।

নারীদুগ্ধের-ঘৃত —চক্ষুরোগের মহৌষধ, অমৃতের সমান গুণকারক, দেহবর্দ্ধক, বিষনাশক ও লঘুপাক।

হস্তিনী-দুগ্ধের-ঘৃত।—মলমূত্র-রোধক, কষায় তিক্তরসাত্মক, অগ্নির উদ্দীপক ও লঘুপাক। ইহাদ্বারা কফ, কুষ্ঠ-বিষদোষ ও ক্রিমিরোগ বিনষ্ট হয়।

ক্ষীরোত্থিত ঘৃত।—মলবিবন্ধকারক। ইহা চক্ষুরোগে বিশেষ হিত-কর এবং রক্তপিত্ত, ভ্রম ও মূর্চ্ছা দূর করে।

ঘৃতমণ্ড।—মধুররসবিশিষ্ট ও মলভেদক। ইহা যোনিশূল, কর্ণশূল, চক্ষুঃশূল ও শিরঃশূল নাশ করে; এবং বস্তিকার্য্য অর্থাৎ পিচকারীতে, নস্য-কর্ম্মে ও চক্ষুপূরণে বিশেষ উপযোগী।

পুরাতন ঘৃত।—মলভেদক, পাকে কটু ও ত্রিদোষনাশক। ইহা মূর্চ্ছা, মেদঃ, উন্মাদ, উদর, জ্বর, বিষদোষ, শোথ, অপস্মার, যোনিশূল, কর্ণশূল, চক্ষুশূল ও শিরঃশূল নাশ করে, অগ্নি উদ্দীপিত করে এবং বস্তিকর্ম্মে, নস্যে ও চক্ষুপূরণে উপযোগী। অপিচ পুরাতন ঘৃত দ্বারা তিমির (চোখের ছানি), শ্বাস, পীনস, জ্বর, কাস, মূর্চ্ছা, কুষ্ঠ, বিষদোষ, উন্মাদ, গ্রহদোষ ও অপস্মার প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

কৌম্ভঘৃত।—একশত একাদশ বৎসরের পুরাতন ঘৃতকে কৌম্ভঘৃত কহে। কৌম্ভঘৃত রাক্ষসভয়নাশক। মতান্তরে একশত বৎসরের পুরাতন ঘৃতই কৌম্ভঘৃত নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

মহাঘৃত।—কৌম্ভঘৃত অপেক্ষাও পুরাতন ঘৃতের নাম মহাঘৃত। মহাঘৃত কফনাশক, বায়ুবৃদ্ধিনিবারক, বলকারক, পবিত্র, মেধাজনক; বিশেষতঃ ইহা তিমিররোগ ও বহুবিধ ভূতাবেশ নষ্ট করে। এই মহাঘৃতই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

তৈলবর্গ।

তিলতৈল।—তিলতৈল আগ্নেয়, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, রসে ও পাকে মধুর, পুষ্টিকর, তৃপ্তিকর, ব্যবায়ী অর্থাৎ আশু দেহের সর্ব্বস্থলব্যাপী, সূক্ষ্ম অর্থাৎ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্রোতঃসমূহে প্রবাহিত হইয়া থাকে, বিশদ অর্থাৎ নির্ম্মল, গুরু, সারক, বিকাশী অর্থাৎ সন্ধিবন্ধবিমোচক, বৃষ্য (শুক্রবর্দ্ধক), অভ্যঙ্গে ও ভোজনে ত্বকের প্রসন্নতাসাধক এবং মেধাজনক। ইহা দেহের মৃদুতা, মাংসের দৃঢ়তা ও বর্ণের ঔজ্জ্বল্য সাধন করে। এই তৈল বলকারক, চক্ষুর হিতকর, মূত্ররোধক, লেখন অর্থাৎ মেদোনাশক, কষায় ও তিক্তরসবিশিষ্ট, পাচক, ক্রিমিঘ্ন, বাত-শ্লেষ্মনাশক, অল্পপরিমাণে কৃশতাকারক ও পিত্তজনক, যোনিশূল, শিরঃশূল, ও কর্ণশূলে হিতকর এবং গর্ভাশয়ের ও জরায়ুর দোষ সংশোধন করে। ছিন্ন ভিন্ন (ফাড়া, চেরা), বিদ্ধ, উৎপিষ্ট (চূর্ণিত), চ্যুত, মথিত, ক্ষত, পিচ্চিত, ভগ্ন, স্ফুটিত এবং ক্ষার, দুগ্ধ ও অগ্নিদ্বারা দগ্ধ, বিশ্লিষ্ট, দারিত (ফাটা ফাটা), অভিহত (লগুড়াদিদ্বারা), দুর্ভগ্ন (ঘোরতর ভগ্ন) প্রশমিত করে; মৃগ ও ব্যালাদি কর্তৃক দষ্টস্থানে প্রয়োগ করিলে উপকার হয় এবং পরিষেক, অভ্যঙ্গ, অবগাহন, বস্তিক্রিয়া, পান, নস্য, কর্ণপূরণ, অক্ষিপূরণ, অন্নপানাদির সংস্করণ ও বায়ুশান্তির পক্ষে তিলতৈল প্রশস্ত।

এরণ্ডতৈল।—এরণ্ড অর্থাৎ ভেরেণ্ডার তৈল কটু-কষায়যুক্ত মধুররস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, অগ্নি-উদ্দীপক, সূক্ষ্ম অর্থাৎ সূক্ষ্মস্রোতের অনুসারী, স্রোতো-বিশোধক অর্থাৎ শরীরের নালীসমূহের দোষ-সংশোধক, ত্বকের হিতকর, বৃষ্য (শুক্রবর্দ্ধক), মধুরপাক, বয়ঃস্থাপক (জরানিবারক), যোনিদোষ-নাশক, শুক্র-শোধক ও আরোগ্যপ্রদ; মেধা, কান্তি, স্মৃতি ও বলজনক, বাত-কফনাশক এবং ইহা বিরেচনদ্বারা শরীরের অধোভাগের দোষ নাশ করিয়া থাকে।

নিম, অতসী (তিসি বা মসিনা), কুসুম্ভ (কুসুমফুল), মূলা, জীমূতক (ঘোষাফল), বৃক্ষক (ইন্দ্রযব), কৃতবেধন (কোশাতকী), আকন্দ, কম্পিল্লক (কমলাগুঁড়ি), পীলু, করঞ্জ, ইঙ্গুদী, শিগ্রু (সজিনা), সর্ষপ, সুবর্চ্চলা

(সূর্য্যাবর্ত্ত), বিড়ঙ্গ ও জ্যোতিষ্মতী (লতাফট্কী), এই সকলের বীজের তৈল সাধারণতঃ তীক্ষ্ণ, লঘু, উষ্ণবীর্য্য, রসে ও পাকে কটু ও সারক; এবং বাতশ্লেষ্মা, ক্রিমি, কুষ্ঠ, প্রমেহ ও শিরোরোগের নিবৃত্তিজনক। ইহার মধ্যে কয়েকটী তৈলের কিঞ্চিৎ বিশেষ গুণ দেখিতে পাওয়া যায়।

অতসী-বীজের তৈল।—বাতঘ্ন, মধুর, বলকর, কটুপাক, চক্ষুর অহিতকর, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক এবং পিত্তকর।

সর্ষপ-তৈল।—ক্রিমিঘ্ন, কণ্ডু ও কুষ্ঠনাশক, লঘু, কফ, মেদ ও বায়ুর শান্তিকর, লেখনকর, কটুরস ও অগ্নিজনক।

ইঙ্গুদী-তৈল।—ঈষৎ তিক্ত, লঘু, কুষ্ঠরোগ ও ক্রিমির বিনাশ করে, এবং দৃষ্টি, শুক্র ও বলের ক্ষয় করে।

কুসুমবীজের তৈল।—পরিপাকে কটু, সকল দোষের বৃদ্ধিকারক, রক্তপিত্ত-জনক, তীক্ষ্ণ, চক্ষুর অহিতকর এবং বিদাহী।

কিরাততিক্ত প্রভৃতি।—কিরাততিক্ত (চিরেতা), অতিমুক্তক, বিভীতক (বহেড়া), নারিকেল, কোল (কুল), অক্ষোড় (আখরোট), জীবন্তী, পিয়াল, কর্ব্বুদার, সূর্য্যবল্লী, ত্রপুস, এর্ব্বারুক, কর্কারুক ও কুষ্মাণ্ডবীজ প্রভৃতির তৈল—মধুররস, বীর্য্যে ও পাকে মধুর, বায়ুর ও পিত্তের শান্তিকর, শীতবীর্য্য, অভিষ্যন্দী, চক্ষুর অহিতকর, মলমূত্র-জনক ও অগ্নিমান্দ্যকর।

মধুক (মউল), গাম্ভারী ও পলাশের বীজের তৈল, মধুর-কষায়-রস ও কফ-পিত্তের শান্তিকর।

তুবরক এবং ভল্লাতকের (ভেলার) তৈল, উষ্ণ, মধুর-কষায়-তিক্তরস, বায়ু-কফ-কুষ্ঠ মেদ-মেহ-ক্রিমি-নাশক এবং ঊর্দ্ধ ও অধোভাগের দোষহারী।

সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, গণ্ডীর, শিংশপা ও অগুরু,—ইহাদের সারের তৈল তিক্ত, কটু ও কষায়রস, দূষিতব্রণের শোধনকর এবং ক্রিমি, কফ, কুষ্ঠ ও বায়ুর শান্তিকারক।

তুম্বী প্রভৃতি।—তুম্বী (তিৎলাউ), কোষাম্র (কেওড়া), দন্তী, দ্রবন্তী, শ্যামা, সপ্তলা, নীলি, কম্পিল্ল ও শঙ্খিনী, ইহাদিগের তৈল, তিক্ত-কটু ও কষায়রস, শরীরের অধোভাগের দোষনাশক, ক্রিমি-কফ-কুষ্ঠ-বায়ু-শান্তিকর এবং দূষিত ব্রণের শোধনকারক।

যবতিক্তার (কালমেঘ) তৈল।—সকল দোষের শান্তিকর, ঈষৎ তিক্ত, অগ্নির দীপ্তিকর, লেখনকর, পথ্য, পবিত্র

ঐকৈষিকের (বকপুষ্প) তৈল।—মধুররস, অতিশীতল, পিত্ত-শান্তিকর, বায়ুর প্রকোপকর ও শ্লেষ্মার বৃদ্ধিকারক।

আম্রবীজের তৈল।—ঈষৎ তিক্ত, অতি সুগন্ধি, বাত-শ্লেষ্মার শান্তি-কর, রুক্ষ, মধুর-কষায় এবং ইহার রসের ন্যায় অতিশয় পিত্তবর্দ্ধক।

যেসকল ফলজাত তৈলের বিষয় উল্লেখ করা হইল না, তাহাদিগের গুণ সেই সকল ফলের ন্যায়। সকল তৈলের মধ্যে তিল-তৈলই প্রশস্ত। তৈলের ন্যায় কান্তিকারী ও সেইরূপ গুণবিশিষ্ট বলিয়াই অপরাপর বীজের স্নেহপদার্থকেও তৈল বলা যায়। সকল তৈলই বায়ুনাশক।

বসা ও মজ্জা।—গ্রাম্য, আনূপ ও জলচর জন্তুর বসা, মেদ ও মজ্জা,—গুরু, উষ্ণ, মধুর ও বাতঘ্ন। একশফ, মাংসভোজী এবং জাঙ্গল পশুদিগের বসা, মেদ ও মজ্জা—লঘু, শীতল, কষায় ও রক্তপিত্তঘ্ন। প্রতুদ (কপোতাদি) ও বিষ্কির (লাবাদি) পক্ষিগণের বসা, মেদ ও মজ্জা—শ্লেষ্মঘ্ন। ঘৃত, তৈল, বসা, মেদ ও মজ্জা, ইহারা উত্তরোত্তর অধিক গুরুপাক এবং বায়ুর শান্তিকর।

মধুবর্গ।

সাধারণ মধু।—মধুর-কষায়-রস, রুক্ষ, শীতল, অগ্নিকর, বল-বর্ণ-কারক, লঘু, কান্তিকর, মুখপ্রিয়, ভগ্নসন্ধানকর, ব্রণের শোধন ও রোপণকর, রতিশক্তির বৃদ্ধিকারক, সংগ্রাহী, দৃষ্টির হিতকর ও সূক্ষ্মপথগামী এবং পিত্ত, শ্লেষ্মা, মেদঃ, মেহ, হিক্কা, শ্বাস, কাস, অতিসার, বমন, তৃষ্ণা, ক্রিমি ও বিষের শান্তিকারক, আনন্দজনক এবং ত্রিদোষের শান্তিকারক। ইহা লঘুতাপ্রযুক্ত কফনাশক, পিচ্ছিলতা-নাশক এবং মাধুর্য্য ও কষায়প্রযুক্ত বাত-পিত্তঘ্ন।

প্রকারভেদ।—মধু আটপ্রকার; যথা—১ পৌত্তিক (পিঙ্গলবর্ণ পুত্তিকানামক বৃহৎ মক্ষিকাসংগৃহীত ঘৃতবর্ণ মধু), ২ ভ্রামর (ভ্রমরসঞ্চিত মধু),

৩ ক্ষৌদ্র (পিঙ্গলবর্ণ মক্ষিকাসঞ্চিত মধু), ৪ মাক্ষিক (নীলবর্ণ মধ্যমমক্ষিকাকৃত তৈলবর্ণ মধু), ৫ ছাত্র (বরটীছত্র অর্থাৎ বোলতার ন্যায় মক্ষিকার ছাতার মত অতি বৃহৎ চাকে সঞ্চিত মধু), ৬ আর্ঘ্য (অর্ঘনামক দীর্ঘ-মুখ-বিশিষ্ট ভ্রমরসদৃশ মক্ষিকাকৃত মধু), ৭ ঔদ্দালক (বল্মীককারী কীট অর্থাৎ উইপোকা-সঞ্চিত মধু), ৮ দাল (ইন্দ্রনীলদলের ন্যায় সূক্ষ্ম-মক্ষিকা-সংগৃহীত বৃক্ষকোটরে সঞ্চিত মধু।)

পৌত্তিক মধু।— সকল মধু অপেক্ষা রুক্ষ ও উষ্ণ। ইহাতে মক্ষিকার বিষসংযোগ থাকাতে ইহা বাত-রক্ত-পিত্তের প্রকোপকর, মেদোনাশক, বিদাহী এবং মাদক।

ভ্রামর।- পিচ্ছিল এবং অতিশয় মধুর, এইজন্য গুরুপাক।

ক্ষৌদ্র।—শীতল, লঘু ও লেখনকর।

মাক্ষিক।— লঘুতর ও রুক্ষ। ইহা সকল মধু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং শ্বাসাদি রোগে ইহা বিশেষরূপে প্রশস্ত।

ছাত্র।—মধুর, স্বাদু, গুরুপাক, হিম, পিচ্ছিল, রক্তপিত্তের ও সকল-প্রকার মেহের শান্তিকর, ক্রিমিনাশক এবং অতিশয় উপকারী।

আর্ঘ্যমধু।—চক্ষুর অতিশয় হিতকর, পিত্তশ্লেষ্মার শান্তিকর, বলকর, তিক্ত-কষায়-রস, কটু-পাক অথচ বায়ুবৃদ্ধিকারক নহে।

ঔদ্দালকমধু।—রুচিকর, স্বরশোধক, কুষ্ঠ ও বিষের শান্তিকর, অম্ল-কষায়যুক্ত মধুররস, উষ্ণ, পিত্তকর ও পাকে কটু।

দালমধু।—ছর্দ্দি ও মেহের শান্তিকর এবং রুক্ষ।

নূতন ও পুরাতন মধু।—নূতন মধু—পুষ্টিকর ও সারক এবং অধিক শ্লেষ্মনাশক নহে। পুরাতন মধু—মেদ ও স্থূলতাহারী, সংগ্রাহী ও লেখনকর। মধু—পক্ক হইলে ত্রিদোষের শান্তি করে ও অপক্ক থাকিলে ত্রিদোষের বৃদ্ধি করে। নানাপ্রকার দ্রব্যের সংযোগে ইহা বহুবিধ রোগ দূর করে। ইহাতে নানাবিধ দ্রব্যের সারাংশ আছে, এইজন্য ইহার যোগবাহী (সংযোগজনিত) গুণ অতি উৎকৃষ্ট। দ্রব্য, রস, গুণ, বীর্য্য ও বিপাকে পরস্পর বিরুদ্ধ, এরূপ নানাবিধ পুষ্পের রস হইতে মধু জন্মে বলিয়া এবং সবিষ মক্ষিকা হইতে সম্ভূত বলিয়া ইহাকে অনুষ্ণ উপচার অর্থাৎ সকল লোকের পক্ষে অনুষ্ণ প্রতিকার বলা যায়।

উষ্ণ মধু।—সকলপ্রকার মধুতে মক্ষিকার বিষসংযোগ থাকে বলিয়া, মধুমাত্রই উষ্ণস্পর্শসংযোগে বিরুদ্ধগুণ হয়। উষ্ণার্ত্ত হইয়া, অথবা উষ্ণদেশে ও উষ্ণকালে মধু সেবন করিলে, তাহা বিষের ন্যায় অপকার করে। মধু সুকুমার, শীতল এবং নানাপ্রকার ঔষধের রস হইতে উৎপন্ন বলিয়া, উষ্ণতা-সংযোগে ইহার বিপরীত গুণ হইতে দেখা যায়। বৃষ্টির জলের সহিত সংযুক্ত হইলেও ইহা অধিকতর বিরুদ্ধ হইয়া থাকে। উষ্ণদ্রব্যসংযুক্ত মধু বমনকার্য্যে ব্যবহৃত হয়। ইহা পরিপাক পায় না এবং উদরেও থাকে না; এই কারণে বমনের স্থলে পূর্ব্বের ন্যায় বিরুদ্ধগুণ হয় না। মধু পরিপাক না পাইলে, তাহা অতি কষ্টদায়ক এবং বিষবৎ প্রাণনাশক হয়।

ইক্ষুবর্গ।

ইক্ষু।—মধুররস, পাকে মধুর, গুরুপাক, শীতল, স্নিগ্ধ, কফকর, বৃষ্য, মূত্রবৃদ্ধিকর, রক্তপিত্তের শান্তিকর, ক্রিমি ও কফজনক। ইক্ষু অনেকপ্রকার; যথা—পৌণ্ড্রক (পুঁড়ি আখ), ভীরুক, বংশক (শামশাঁড়া), শতপোরক, কান্তার (কাজলি), তামস, কাষ্ঠেক্ষু, সূচীপত্র, নৈপাল, দীর্ঘপত্র, নীলপোর ও কোশকার। স্থূলতার তারতম্যে এইরূপ জাতিভেদ হয়।

পৌণ্ড্রক ও ভীরুক।—সুশীতল, মধুর, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকর, শ্লেষ্মবর্দ্ধক, সারক, অবিদাহী, গুরুপাক ও বৃষ্য।

বংশক।—পূর্ব্বোক্ত ইক্ষুদ্বয়ের সহিত তুল্যগুণবিশিষ্ট এবং কিঞ্চিৎ ক্ষারযুক্ত।

শতপোরক।—বংশকেরই তুল্য গুণকারী, কিন্তু কিঞ্চিৎ উষ্ণ ও বায়ু-শান্তিকর।

কান্তার ও তাপস-ইক্ষু।— উভয়ে বংশকের তুল্য গুণকারী।

কাষ্ঠ-ইক্ষু।—ঐপ্রকার গুণকারী, অধিকন্তু বায়ুর প্রকোপকর।

সূচীপত্র, নীলপোর, নৈপালী ও দীর্ঘপত্র।—ইহারা বায়ুবর্দ্ধনকর, কফ-পিত্তের শান্তিকর, কষায় এবং বিদাহী।

কোশকার।—গুরু, শীতল, রক্তপিত্ত ও ক্ষয়রোগের শান্তিকর। ইহা মূলে এবং মধ্যস্থলে অতিশয় মধুর।

গুড়।—সকল ইক্ষুরই মূলভাগ অতিমধুর, মধ্যভাগ মধুর এবং গ্রন্থিতে (গাঁইটে) ও অগ্রভাগে (ডগাতে) লবণরস। ইক্ষুরস দন্ত-নিষ্পীড়িত হইলে কফজনক, অবিদাহী, বায়ু-পিত্তের শান্তিকর, মুখের প্রীতিকর ও তেজস্কর হয়; এবং যন্ত্রনিষ্পীড়িত হইলে বিদাহী ও মলমূত্ররোধক হয়। পক্ব (পাক করা) ইক্ষুরস—গুরুপাক, সারক, স্নিগ্ধ ও তীক্ষ্ণ এবং বাতশ্লেষ্মার শান্তিকর। ফাণিত রস বা মাতগুড় গুরুপাক, মধুর, চক্ষুরোগকারী, পুষ্টিকর, অথচ তেজস্কর নহে এবং ত্রিদোষজনক। ঘন গুড় সক্ষার, মধুর, অতিশয় শীতল নহে, স্নিগ্ধ, মূত্র ও রক্তের শোধনকর, অধিক পিত্তশান্তিকর নহে, বাতঘ্ন, মেদ ও কফজনক, বলকর ও বৃষ্য। পুরাতন গুড়—পিত্তঘ্ন, মধুর, বাতঘ্ন, রক্তের প্রসাদকারী, অধিক গুণবিশিষ্ট ও উৎকৃষ্ট পথ্য।

মৎস্যণ্ডিকা।—মৎস্যণ্ডিকা (সারগুড়), খণ্ড (মাৎরহিত কঠিন অর্থাৎ খাঁড় গুড়) এবং শর্করা (চিনি),—ইহারা উত্তরোত্তর নির্ম্মল, শীতল, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, মধুর, বৃষ্য এবং রক্তপিত্ত তৃষ্ণার শান্তিকর। গুড় উত্তরোত্তর যত নির্ম্মল হয়, ততই স্নিগ্ধ, মধুর, গুরুপাক, শীতল ও সারক হইয়া থাকে। মৎস্যণ্ডিকা খণ্ড ও শর্করা স্বভাবতঃ যেরূপ গুণকারী, ইহাদিগকে দ্রাবিত করিলেও (আগুনে রস বা দ্রব করিলে) সেইরূপই গুণকারী হইয়া থাকে। শর্করা যত সারবিশিষ্ট, নির্ম্মল ও ক্ষাররহিত হইবে, ততই গুণকারী হয়।

মধুশর্করা।—মধুশর্করা—বমন ও অতিসারে শান্তিকর, রুক্ষ ও ছেদনকর, মুখপ্রিয়, কষায়-মধুররস ও পাকে মধুর। দুরালভার শর্করা—মধুর-কষায়, পশ্চাৎ-তিক্ত, শ্লেষ্ম-নাশক ও সারক। যতপ্রকার শর্করা আছে, সকলেই দাহ ও রক্তপিত্তের শান্তিকর এবং ছর্দ্দি ও তৃষ্ণাহারী। মধুকপুষ্প (মউলফুল) সম্ভূত ফাণিত—বাতপিত্তের প্রকোপকর, কফঘ্ন, মধুর, পাকে কষায় এবং বস্তি-দোষজনক।

মদ্যবর্গ।

সাধারণ গুণ।—সকলপ্রকার মদ্য অম্লরসবিশিষ্ট, পিত্তকর, ভেদক, বাতশ্লেষ্মার শান্তিকর, বস্তি-শোধনকর, লঘুপাক, বিদাহী, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, ইন্দ্রিয়-সমূহের উত্তেজক, সন্ধিবন্ধবিমোচক ও মলমূত্রের বর্দ্ধনকর।

মার্দ্বীক।—(দ্রাক্ষা বা আঙ্গুরজাত) মদ্য অবিদাহী, মধুর, পশ্চাৎ-কষায়, রুক্ষ, লঘু, সারক, শোষরোগ ও বিষমজ্বরের শান্তিকর। ইহা মধুর ও অবিদাহী বলিয়া রক্তপিত্ত রোগে ব্যবহার করা যায়।

খার্জ্জুর-মদ্য—দ্রাক্ষামদ্যের সহিত ইহার অল্পই প্রভেদ। ইহা বায়ুর প্রকোপকর, বিষদ, রুচিকর, কফঘ্ন, কৃশকারী, লঘু, কষায়-মধুররস মুখপ্রিয়, সুগন্ধি এবং ইন্দ্রিয়ের উত্তেজক।

সুরা।—(তণ্ডুলাদি হইতে প্রস্তুত মদ্য) সামান্যতঃ কাস, অর্শঃ, গ্রহণী-দোষ, মূত্রাঘাত ও বায়ুর শান্তিকরী, স্তন্য ও রক্তক্ষয়ে হিতকরী এবং পুষ্টি ও অগ্নির বৃদ্ধিকরী।

শ্বেত।—অর্থাৎ শ্বেতপুনর্নবাদি সহযোগে তণ্ডুলজাত মদ্য, কাস, অর্শঃ, শূল, গ্রহণী, শ্বাস, ছর্দ্দি, অরুচি ও প্রতিশ্যায় রোগের এবং হৃদয় ও কুক্ষি-দেশের বেদনার বিনাশকারী; এবং মূত্র, কফ, স্তন্য, রক্ত ও মাংসের বর্দ্ধন-কারী।

প্রসন্না অর্থাৎ সুরার স্বচ্ছভাগ কফ ও বায়ু নাশ করে এবং অর্শঃ, আনাহ ও মলমূত্রাদির বিবন্ধ প্রশমিত করে। যবের মণ্ড—পিত্তবর্দ্ধক, অল্পকফজনক, বায়ুপ্রকোপক ও রুক্ষ।

মধূলিকা।—(একপ্রকার ক্ষুদ্রগোধূমজাত সুরা) মল-মূত্র-রোধিনী, গুরু ও শ্লেষ্মকরী।

আক্ষিকী।—(বহেড়া-জাত সুরা) রুক্ষ, অল্পকফকারী, তেজোবৃদ্ধিকর ও পরিপাককারী।

কোহল।—(যবশক্তুকৃত তীক্ষ্ণ মদ্যবিশেষ) বায়ু, পিত্ত ও কফের বৃদ্ধিকর, ভেদক, তেজস্কর ও মুখপ্রিয়।

জগল।—নামক মদ্য মলমূত্ররোধক, উষ্ণ, পরিপাককারক, রুক্ষ এবং তৃষ্ণা, কফ ও শোথের শান্তিকর।

বক্কস।—নামক মদ্য প্রবাহিকা (আমাশয়-পীড়া), আটোপ (উদরের গুড় গুড় শব্দ), অর্শঃ ও বায়ুজন্য শোথের শান্তিকর। ইহা বিষ্টম্ভী অর্থাৎ বিলম্বে পরিপাক পায়, বায়ুর প্রকোপকর, অগ্নিকর, মত্রমূত্রজনক, বিশদ, অল্প মাদক ও গুরুপাক।

গৌড়সীধু —অর্থাৎ, গুড়জাত তীক্ষ্ণমদ্য কষায়-মধুর, পাচক ও অগ্নিকর।

শার্করসীধু।—(শর্করাজাত তীক্ষ্ণমদ্য) মধুর, রুচিকর, অগ্নিকর, বস্তির শোধনকর, বাতঘ্ন, পরিপাকে মধুর, হৃদ্য ও ইন্দ্রিয়ের উত্তেজক।

পক্করস-জাত সীধু।—পূর্ব্বোক্ত গুণবিশিষ্ট, বলকারী, বর্ণকর, সারক, শোথনাশক, অগ্নিবর্দ্ধক, হৃদ্য, রুচিকর এবং শ্লেষ্মা ও অর্শের হিতকর।

অপক্করসজাত সীধু।—বর্ণকর, সারক, স্বর ও বর্ণের পক্ষে হিতকর, শোথ, উদর, কোষ্ঠরোধ ও অর্শরোগের শান্তিকর।

আক্ষিক সীধু।—পাণ্ডুরোগ-নাশক, মলমূত্রের কঠিনতা সম্পাদক, ব্রণের হিতকর, লঘু, কষায়-মধুর, পিত্তঘ্ন ও রক্তপ্রসাদকর।

জাম্বব সীধু। (জামফলের সীধু) মূত্ররোধক, কষায়রস ও বায়ুর প্রকোপকর।

সুরাসব।—তীক্ষ্ণ, হৃদ্য, মূত্রবৃদ্ধিকারক ও বায়ুর শান্তিকর, মুখপ্রিয়, স্থিরমদ (যাহার মত্ততা অনেকক্ষণ থাকে) ও বায়ুনাশক।

মধ্বাসব।—(মধুজাত আসব) লঘু ও ছেদক, মেহ, কুষ্ঠ ও বিষের শান্তিকর, তিক্ত-কষায়-মধুররস, শোথঘ্ন ও তীক্ষ্ণ। ইহা বায়ুবৃদ্ধিকর নহে।

মৈরেয় আসব।—তীক্ষ্ণ, কষায়, মাদক, গুরুপাক এবং অর্শঃ, কফ, গুল্ম, ক্রিমি, মেদঃ ও বায়ুর শান্তিকর।

মৃদ্বীকা ও ইক্ষুরসাসব।—(আঙ্গুর ও ইক্ষুরসসংযোগে যে মাদকরস প্রস্তুত হয়; ইহাকে "ভিনিগার" বা ছিরকা কহে) বলকর, পিত্তনাশক ও বর্ণবর্দ্ধক।

মধু-পুষ্প (মউল-ফুল)-জাত সীধু।—বিদাহী, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকর, রুক্ষ, কষায়, কফনাশক ও বাতপিত্তের প্রকোপকর।

অন্যান্য কন্দ, মূল ও ফলজাত আসবের গুণ তাহাদিগের রসদ্বারা নির্ণয় করিবে। নূতন মদ্য—কফস্রাবকর, গুরুপাক, বায়ু-পিত্ত-কফের প্রকোপক, অনিষ্টগন্ধযুক্ত, বিরস, অপ্রিয় ও বিদাহী। পুরাতন মদ্য—সুগন্ধি, অগ্নিবর্দ্ধক, মুখপ্রিয়, রুচিকর, ক্রিমিনাশক, নাড়ীপথের শোধনকর, লঘু এবং বায়ু ও কফের শান্তিকর।

অরিষ্ট।—অরিষ্ট বহুদ্রব্যসংযোগে প্রস্তুত হয় বলিয়া অধিক গুণকারী; এইকারণে বহুদোষের নাশক এবং সকল দোষের সমতাকারক; অগ্নিদীপক, কফ-বাতঘ্ন, পিত্তের বিরোধী, সারক, এবং শূল, আধ্মান ও উদররোগ, প্লীহা, জ্বর, অজীর্ণ ও অর্শের হিতকর। পিপ্পল্যাদিগণের সংযোগে অরিষ্ট প্রস্তুত করা হইলে, তাহা গুল্ম ও কফ-রোগের শান্তিকর হয়। চিকিৎসিত-স্থানে পৃথক্ পৃথক্ রোগ-নাশক অরিষ্টসকল বলা যাইবে। বিচক্ষণ চিকিৎসক অরিষ্ট, আসব, ও সীধু, ইহাদিগের দ্রব্যগুণ, ক্রিয়া ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী, বিবেচনা করিয়া ব্যবহার করিবেন। যে মদ্য গাঢ়, বিদাহী, দুর্গন্ধবিশিষ্ট, বিরস, ক্রিমিযুক্ত, গুরুপাক, তরুণ, অপ্রিয়, তীক্ষ্ণ এবং মন্দপাত্রে রক্ষিত ও উষ্ণ, যাহা অল্প ঔষধবিশিষ্ট, পর্য্যুষিত, অত্যন্ত তরল ও পিচ্ছিল, অথবা যাহা পাত্রে অবশিষ্ট থাকে (পাত্রের তলায় যাহা কিঞ্চিৎ থাকে), তাহা পরিত্যাগ করিবে।

যে মদ্যের উপকরণ-দ্রব্য অল্প, যাহা তরুণ ও পিচ্ছিল, তাহা গুরুপাক, কফের প্রকোপকর এবং দুর্জ্জর (শীঘ্র জীর্ণ হয় না)। উপকরণ-দ্রব্য অতিরিক্ত হইলে, সেই মদ্য তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, বিদাহী ও পিত্ত-প্রকোপক হয়। যে মদ্য অপ্রিয়, ফেনিল, দুর্গন্ধবিশিষ্ট, ক্রিমিযুক্ত, বিরস, গুরুপাক এবং বাসী, তাহা বায়ুর প্রকোপকর; এবং যে মদ্যে ঐসকল দোষ সম্পূর্ণরূপে থাকে, তাহা সর্ব্বদোষজনক। যে মদ্য অধিককালস্থায়ী, তাহা কফবাতঘ্ন, অগ্নিকর, নির্দ্দোষ, সুগন্ধি, সেবনযোগ্য ও মাদক। রস ও বীর্য্যভেদে মদ্য নানাপ্রকার। মদ্যের বীর্য্য সূক্ষ্ম ও সহসা সর্ব্বদেহব্যাপী বলিয়া, জঠরাগ্নির সহিত হৃদয়দেশস্থ ধমনীপথে প্রবেশ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধে গমন করিয়া, মন ও ইন্দ্রিয়গণকে সঞ্চালিত করিয়া উন্মাদিত করে। মদ্য পান করিলে, শ্লেষ্ম-প্রকৃতির লোক অধিক বিলম্বে মত্ত হয়, বায়ু-

প্রকৃতির লোক অনতিবিলম্বে মত্ত হয় এবং পিত্ত-প্রকৃতির লোক শীঘ্রই মত্ত হয়। মদ্যপানে মত্ত হইলে, সাত্বিকপ্রকৃতি পুরুষের শৌচ, দাক্ষিণ্য, হর্ষ, সৌন্দর্য্যের অভিলাষ এবং গীত, অধ্যয়ন, সৌভাগ্য ও সুরত-ক্রীড়াতে উৎসাহ জন্মিয়া থাকে; রাজসিকপ্রকৃতি লোকের দুঃশীলতা, সাহসপূর্ব্বক আত্মহত্যা ও কলহেচ্ছা জন্মিয়া থাকে; এবং তামস প্রকৃতি লোকের অশৌচ, নিদ্রা, মাৎসর্য্য, অগম্যা-গমনাভিলাষ ও অসত্যভাষণ এইসকল জন্মিয়া থাকে।

শুক্ত।—রক্তপিত্তকর, ছেদক, পাচক, স্বরের বিকৃতিকর, জীর্ণকারক, শ্লেষ্মা-পাণ্ডু-ক্রিমিনাশক এবং লঘুপাক। সেই শুক্ত চুয়াইয়া যে রস জন্মে, তাহা তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, মূত্রবর্দ্ধক, হৃদ্য, কফঘ্ন, কটুপাক ও বিশেষরূপে রুচিকর। গুড়রস কিংবা মধুসংযোগে যেসকল শুক্ত প্রস্তুত হয়, তাহারা উত্তরোত্তর অল্প কফস্রাবকর।

তুষোদক।—(পর্য্যুষিত অন্নের আমানি)—অগ্নিকর ও মুখপ্রিয় এবং হৃদ্রোগ পাণ্ডুরোগ ও ক্রিমিরোগের শান্তিকর।

সৌবীরক।—(আমানিবিশেষ) গ্রহণী ও অর্শোনাশক এবং ভেদক।

ধান্যাম্ল।—(আমানি অধিক দিন রাখিলে, মাতিয়া উঠিয়া নির্ম্মল জলের ন্যায় যে কাঁজি প্রস্তুত হয়।)—অগ্নিকর, দাহনাশক, মর্দ্দনে ও পানে বাত-শ্লেষ্মা ও তৃষ্ণানাশক এবং লঘুপাক। ধান্যাম্ল, অতিশয় তীক্ষ্ণ বলিয়া, ইহার গণ্ডূষ ধারণ করিলে, অর্থাৎ ইহাদ্বারা কবল করিলে, শীঘ্রই মুখগত কফ নষ্ট হয়; এবং মুখের বিরসতা, দুর্গন্ধ, ক্লেদ, শোষ ও শ্রান্তি দূর হয়। ইহা অগ্নিকর, জারক ও ভেদক এবং সমুদ্র-তীরবাসী ব্যক্তিদিগের পক্ষে সাত্ম্য বলিয়া জানিবে।

মূত্রবর্গ।

—(*)—

গো, মহিষ, ছাগ, মেষ, হস্তী, অশ্ব, গৰ্দ্দভ ও উষ্ট্র, ইহাদিগের মূত্র সাধারণতঃ তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, কটু, তিক্ত ও লবণরস, লঘু ও শোধনকর; কফ, বাত, ক্রিমি, মেদঃ, বিষ, গুল্ম, অর্শঃ, উদররোগ, কুষ্ঠ, শোথ, অরুচি ও পাণ্ডুরোগের শান্তিকর, এবং হৃদ্য, অগ্নিকর ও ভেদক।

গোমূত্র।—কটু, তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ, অথচ ক্ষারযুক্ত বলিয়া বায়ুর প্রকোপ-কারী নহে; লঘু, অগ্নির দীপ্তিকর, পবিত্র, পিত্তকর, বায়ু ও শ্লেষ্মার শান্তিকর। শূল, গুল্ম, উদর ও আনাহ প্রভৃতি রোগে এবং বিরেচন, আস্থাপন-প্রভৃতি মূত্র প্রয়োগসাধ্য অন্যান্য কার্য্যে গোমূত্রই ব্যবহার করিবে।

মাহিষ-মূত্র।—দুর্নাম (অর্শঃ), উদর, শূল, কুষ্ঠ, মেহ, আনাহ, গুল্ম ও পাণ্ডুরোগে এবং বমনাদি দ্বারা শরীর বিশুদ্ধ না থাকিলে হিতকর।

ছাগ-মূত্র।—কাস, শ্বাস, শোষ, কামলা ও পাণ্ডু রোগ-নাশকারী, কটু-তিক্তরস ও ঈষৎ বায়ু-প্রকোপকর।

মেষ-মূত্র।—কাস, প্লীহা, উদর, শ্বাস ও শোথরোগে এবং মলরোধে উপ-কারী, তিক্ত ও কটুরস, ক্ষারবিশিষ্ট, উষ্ণ এবং বাতনাশক।

অশ্ব-মূত্র।—অগ্নিবৃদ্ধিকর, কটু, তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ, বায়ু ও চিত্তবিকার-নাশক, কফহর এবং ক্রিমি ও দদ্রুরোগের পক্ষে হিতকর।

হস্তি-মূত্র।—তিক্ত ও লবণ-রসবিশিষ্ট, ভেদক, বায়ুনাশক, পিত্তের প্রকোপকারক এবং তীক্ষ্ণ। ইহা ক্ষারক্রিয়ায় ও কিলাশ (ধবলবিশেষ) রোগে ব্যবহার্য্য।

গৰ্দ্দভ-মূত্র।—তীক্ষ্ণ, অগ্নিকর, বায়ু ও কফের শান্তিকর এবং বিষদোষ, চিত্তবিকার, ক্রিমি ও গ্রহণীরোগের শান্তিকারক।

উষ্ট্র-মূত্র।—শোথ, কুষ্ঠ, উদর-রোগ, উন্মাদ, বায়ুরোগ, অর্শঃ ও ক্রিমি-রোগে হিতকর।

মানুষ-মূত্র।—বিষনাশকারী।

দ্রব-দ্রব্য সমস্তই সংক্ষেপে বলা হইল।—বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক দেশ, কাল, প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া, এইসকল ঔষধ রাজাকেও সেবন করাইবেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

অন্নপান-বিধি।

সুশ্রুত ধন্বন্তরিকে অভিবাদন পূর্ব্বক কহিলেন, পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে আহারই প্রাণিগণের বল, বর্ণ ও ওজোধাতুর মূল। সেই আহার ছয় রসের অধীন এবং রস দ্রব্যের আশ্রিত। দ্রব্য, রস, গুণ, বীর্য্য ও বিপাক দ্বারাই দোষ ও ধাতুর ক্ষয়বৃদ্ধি এবং সমতা হইয়া থাকে। ব্রহ্মাদি লোকেরও স্থিতি, উৎপত্তি এবং বিনাশের কারণ—আহার। সেই আহার দ্বারাই শরীরে বল, পুষ্টি ও আরোগ্য বর্দ্ধিত হয় এবং বর্ণ ও ইন্দ্রিয়সকল প্রসন্নভাবে থাকে। আহারের বৈষম্য হইলেই শারীরিক অস্বাস্থ্য ঘটে। চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য ও পেয়, এই চারি-প্রকার এবং সেইসকল ভিন্ন ভিন্ন আহারবিষয়ের দ্রব্য, রস, গুণ, বীর্য্য ও বিপাক জানিতে ইচ্ছা করি। দ্রব্যের স্বভাব না জানিলে, বৈদ্য স্বাস্থ্যরক্ষা বা রোগ-শান্তি করিতে কদাচই সমর্থ হইবেন না। আহারই সকল প্রাণীর মূল। অতএব হে ভগবন্! অন্নপানের বিধি আমাকে উপদেশ করুন।" এইরূপে অভিহিত হইয়া, ভগবান্ ধন্বন্তরি কহিলেন, "হে বৎস সুশ্রুত! তুমি যাহা জানিতে ইচ্ছা করিয়াছ, তাহা সমস্তই কহিতেছি, শ্রবণ কর।"

শালিধান্য।—লোহিতক, শালি, কলম, কর্দ্দম, পাণ্ডু, সুগন্ধ, শকুনাহৃত, পুষ্পাণ্ডক, পুণ্ডরীক, মহাশালি, শীতভিরুক, রোধ্রপুষ্পক, দীর্ঘশূক, কাঞ্চন, মহিষমস্তক, হায়ণক, দূষক ও মহাদূষক প্রভৃতি শালিধান্য।

শালিধান্যের গুণ।—শালিধান্য সাধারণতঃ মধুর, শীতবীর্য্য, লঘুপাক, বলকর, পিত্তঘ্ন, বায়ুর ও কফের অল্প বৃদ্ধিকারক, স্নিগ্ধ, মলের অল্পতাকারী ও মলরোধক। সকলপ্রকার শালিধান্যের মধ্যে লোহিতক অর্থাৎ রক্তশালি ধান্যই শ্রেষ্ঠ। ইহা ত্রিদোষঘ্ন, শুক্রবর্দ্ধক, মূত্রবৃদ্ধিকর, চক্ষু ও স্বরের পক্ষে হিতকর, বর্ণকর, বলকর, হৃদ্য, শ্রান্তিনাশক, ব্রণের পক্ষে হিতকর, এবং জ্বর, সকলপ্রকার দোষ ও বিষের শান্তিকর। অপরাপর শালিধান্য উত্তরোত্তর ক্রমশঃ অল্পগুণশালী।

ষষ্টিক ধান্য।—ষষ্টিক, কাঙ্গুক, মুকুন্দক, পীতক, প্রমোদক, কাকণক, অসনপুষ্পক, মহাষষ্টিক, চূর্ণক, কুরবক, কেদারক প্রভৃতি ষষ্টিক ধান্য। ইহারা রসে ও পাকে মধুর, বায়ুর ও পিত্তের শান্তিকর, গুণে প্রায় শালিধান্যের তুল্য, পুষ্টিকর, এবং কফ ও শুক্রের বৃদ্ধিকর। ইহাদিগের মধ্যে ষষ্টিকধান্যই প্রধান। ষষ্টিক (যাট্) ধান্য ঈষৎ কষায়রসবিশিষ্ট, লঘু, মৃদু, স্নিগ্ধ, ত্রিদোষঘ্ন, শরীরের স্থৈর্য্য ও বলবর্দ্ধনকারী, বিপাকে মধুর ও সংগ্রাহী। ইহা লোহিত ধান্যের তুল্য গুণকারী। অপর সকল ষষ্টিকধান্য উত্তরোত্তর ক্রমশঃ অল্প-গুণবিশিষ্ট।

ব্রীহিধান্য।—কৃষ্ণব্রীহি, শালামুখ, নন্দামুখ, জতুমুখ, লাবাক্ষক, ত্বরীতক, কুক্কুটাণ্ড, পারাবত ও পাটলাদি ধান্যকে ব্রীহি অর্থাৎ আশুধান্য বলা যায়।

ব্রীহিধান্যের গুণ।—ব্রীহিধান্য সাধারণতঃ কষায় ও মধুর রস, পাকে মধুর, উষ্ণবীর্য্য, অল্প কফজনক, ষষ্টিধান্যের তুল্য গুণকারী, ও মলের সংগ্রাহক। ব্রীহিধান্যের মধ্যে কৃষ্ণব্রীহিই শ্রেষ্ঠ। ইহা ঈষৎ কষায়রস-বিশিষ্ট ও লঘু। অন্যান্য ব্রীহিধান্যের উত্তরোত্তর অল্পগুণশালী। যেসকল শালিধান্য দগ্ধভূমিতে জন্মে, তাহারা লঘুপাক, কষায়, মলমূত্রের সংগ্রাহী, রুক্ষ এবং শ্লেষ্মনাশক। স্থলজাত (জাঙ্গলভূমিজাত) ধান্য ঈষৎ তিক্ত কটু ও কষায়যুক্ত মধুররস, বায়ুর ও অগ্নির বৃদ্ধিকারক, এবং কফ ও পিত্তের শান্তিকর। কৈদার অর্থাৎ আনূপদেশজাত ধান্য মধুর, বৃষ্য, বলকর, পিত্তের শান্তিকর, ঈষৎ কষায় ও অম্লরসযুক্ত, গুরুপাক, এবং কফ ও শুক্রের বৃদ্ধিকারক; রোপ্য (দুইবার রোপণ করা) ও অনিরোপ্য অর্থাৎ অনেকবার রোপণ করা ধান্য লঘুপাক, অতিশয় গুণকারী, অবিদাহী, দোষনাশক, বলকর এবং মূত্রবর্দ্ধক। ছিন্নরূঢ় শালিধান্য অর্থাৎ যাহাদিগকে একবার ছেদন করিলে আবার গজাইয়া উঠে, তাহারা রুক্ষ, মলরোধক, তিক্ত-কষায়-রস,

পিত্তঘ্ন, লঘুপাক এবং শ্লেষ্মজনক। কোন্ কোন্ শালিধান্য হিতকর ও কোন্গুলি অহিতকর, তাহা বিস্তারিতরূপে বলা হইল। এক্ষণে কু-ধান্যবর্গের এবং মুদ্গ ও মাষ প্রভৃতির গুণ বলা হইতেছে।

কু-ধান্যবর্গ।

প্রকারভেদ।—কোরদূষক (কোদোধান), শ্যামা (শ্যামাধান), নীবার (উড়ীধান), শান্তনু, উদ্দালক, প্রিয়ঙ্গু, মধূলিকা, নান্দিমুখী, কুরুবিন্দ, গবেধুক (গড়গড়ে), বরুক, তোদপর্ণী, মুকুন্দক, বেণুযব প্রভৃতি কু-ধান্যবর্গ।

গুণ।—ইহারা উষ্ণ, কষায়-মধুর, রুক্ষ, কটুপাক, শ্লেষ্মঘ্ন, মূত্ররোধক ও বায়ু-পিত্তের প্রকোপকর। ইহাদিগের মধ্যে কোদ্রব, নীবার, শ্যামাক ও শান্তনু—কষায়-মধুর ও শীতপিত্তের শান্তিকর। প্রিয়ঙ্গু চারিপ্রকার—কৃষ্ণ, রক্ত, পীত ও শ্বেত। ইহারা উত্তরোত্তর অধিকতর গুণকারী, রুক্ষ ও কফনাশক। মধুলিকা ও বেণুযব—রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, কটুপাক, মূত্ররোধক, কফনাশক, কষায়রস ও বায়ুর প্রকোপক।

বৈদল বর্গ।—মুদ্গ, বনমুদ্গ, কলায়, মকুষ্ঠ, মসূর, মাঙ্গল্য, চণক (ছোলা), সতীণ (মটর), ত্রিপুটক, (তেওড়া বা খেঁসারি), হরেণু (কলাইবিশেষ), আঢ়কী (অড়হর) প্রভৃতি বৈদল। ইহারা কষায়-মধুর, শীতল, কটুপাক, বায়ুপ্রকোপক, মলমূত্ররোধক, এবং পিত্তশ্লেষ্মার শান্তিকর। ইহাদিগের মধ্যে মুগ অধিক বায়ুবর্দ্ধক নহে এবং দৃষ্টির হিতকারী। সকলপ্রকার মুগের মধ্যে হরিদ্বর্ণ মুগ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বনমুগ মুগের তুল্য গুণশালী। মসূর—পাকে মধুর ও মলরোধক। মকুষ্ঠ (কলাইবিশেষ) ক্রিমিকর। কলায় অতিশয় বায়ুপ্রকোপক। আঢ়কী কফ-পিত্তের শান্তিকর, কিন্তু বায়ুর অধিক প্রকোপকর নহে। চণক (ছোলা)—বায়ু-বর্দ্ধক, শীতল, মধুর-কষায়, রুক্ষ, কফ ও রক্তপিত্তের শান্তিকর, এবং পুরুষত্ব-নাশক। হরেণু ও সতীণ মলরোধক। মুদ্গ ও মসূর ব্যতিরেকে সকল বৈদলই আধ্মানকারক।

মাষকলাই।—মাষ (মাষকলাই)—গুরুপাক, মলমূত্র-ভেদক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, বৃষ্য, মধুর, বায়ুর শান্তিকর, অতিশয় তৃপ্তিকর, স্তন্যজনক, বলকর, এবং শুক্র ও কফ-বৰ্দ্ধনকারী। মাষকলাই কষায়ভাব প্রাপ্ত হইলে, মলভেদক, মূত্র-বৃদ্ধিকর ও কফজনক হয় না এবং বিপাকে মধুরগুণযুক্ত, অনিলঘ্ন, তৃপ্তিকর, গুণকর ও রুচিকর হয়। আত্মগুপ্ত (আলকুশী-বীজ)—মাষকলায়ের তুল্য গুণশালী। কাকাণ্ড-ফলও (শূকর-শিম) এইরূপ গুণবিশিষ্ট। বন্য মাষ—রুক্ষ, কষায় ও অবিদাহী।

কুলত্থ-কলাই।—কুলত্থ কলাই—উষ্ণবীর্য্য, কষায়-রস, কটুপাক, কফ ও বায়ুর শান্তিকর, মলের সংগ্রাহক, এবং শুক্রাশ্মরী, গুল্ম, পীনস, কাস, আনাহ, মেদঃ, অর্শঃ, হিক্কা ও শ্বাস, এইসকল রোগের শান্তিকর, রক্ত-পিত্ত-জনক, কফঘ্ন ও চক্ষুরোগনাশক। বন্য কুলত্থেরও এইসকল গুণ।

তিল।—তিল—ঈষৎ কষায়তিক্ত ও মধুররস, সংগ্রাহক, পিত্তকর, উষ্ণ, বলকারক, স্নিগ্ধ, পাকে মধুর, লেপনে ব্রণের হিতকর, অগ্নিকর, মেধাজনক, মূত্রের লাঘবকারী, স্তন্যবৰ্দ্ধনকারী, দন্ত ও কেশের পক্ষে হিতকারী, বায়ুনাশক ও গুরুপাক। তিলের মধ্যে কৃষ্ণতিলই উৎকৃষ্ট, শ্বেত তিল মধ্যম, এবং অপর সকল তিল নিকৃষ্ট।

যব।—যব—কষায় মধুর, শীতবীর্য্য, কটুপাক, কফ-পিত্তের শান্তিকারী, তিলের ন্যায় ব্রণরোগে পথ্য, মূত্ররোধক, কুক্ষিগত বায়ুর ও মলের অতিশয় বৃদ্ধিকারক; শরীরের স্থিরতা, অগ্নি, মেধা, স্বর ও বর্ণের বৃদ্ধিকারক, পিচ্ছিল, তৃষ্ণানাশক, বায়ুর অনুলোমকারী, মেদোঘ্ন, বক্ষ ও রক্তপিত্তের শান্তিকর। অতিযব (যববিশেষ) সমস্ত যব অপেক্ষা কিছু অল্পগুণবিশিষ্ট।

গোধূম।—গোধূম (গম)—মধুররস, গুরুপাক, বলকর, দেহের স্থৈর্য্যকারী, রুচিকর, শুক্রের বৰ্দ্ধনকারী, স্নিগ্ধ, শীতল, বায়ুপিত্তের শান্তিকারক, সন্ধানকর, শ্লেষ্মবৰ্দ্ধক এবং সারক।

শিম্বী।—শিম্বী (শুটী)—বিষ, শোথ, শুক্র, শ্লেষ্মা ও দৃষ্টির ক্ষয়কারী, রুক্ষ, কষায়-মধুর, বিদাহী, কটুপাক, মলভেদক ও বায়ুপিত্ত-বৰ্দ্ধক। শ্বেত, কৃষ্ণ, পীত ও রক্ত, এইসকল বর্ণভেদে শিম্বী নানাপ্রকার হইয়া থাকে। ইহারা যথাক্রমে হীনগুণশালী, রসে ও পাকে কটু, এবং উষ্ণ। মুগানী, মাষানী, মূলজাত

শিম্বী, ৷কুশিম্বী ও লতাজাত শিম্বী—পাকে ও রসে মধুর, বলকর, পিত্তশান্তিকর, বিদাহী, রুক্ষ, অধিকক্ষণ বিলম্বে জীর্ণ হয়, এবং বায়ুবৃদ্ধিকর। সাধারণতঃ সকল-প্রকার বৈদল-শিম্বীই (কড়াইশুঁটী) তুষ্টকর ও রুচিকর।

অতসী প্রভৃতি।—অতসী (তিসী বা মসিনা)—উষ্ণ, স্বাদু, বায়ুর শান্তিকর, পিত্তের বর্দ্ধনকারী এবং কটুপাক। (কুসুম্ভবীজ)—রসে ও পাকে কটু, এবং কফঘ্ন, বিদাহী, সুতরাং অহিতকর। শ্বেতসর্ষপ রসে ও পাকে কটু এবং রক্তপিত্তের প্রকোপকর। কৃষ্ণসর্ষপও এইপ্রকার গুণবিশিষ্ট, বিশেষতঃ তীক্ষ্ণ, রুক্ষ ও কফবায়ুর নাশক।

ধান্য।—উপযুক্ত ঋতুতে ধান্য না জন্মিলে, ব্যাধিদ্বারা নষ্ট হইলে, প্রণালী ক্রমে না জন্মিলে, দূষিত-ভূমিতে জন্মিলে, কিংবা পরিপক্ক না হইলে, কোন ধান্যই গুণকারী হয় না। নূতন ধান্য দোষ ও ধাতু প্রবর্দ্ধিত ক্লেদনক। একবৎসরের পুরাতন ধান্য লঘু। ধান্য বিরূঢ় অর্থাৎ অঙ্কুরিত হইলে, তাহা শক্তিহীন, বিদাহী, গুরু, বিষ্টম্ভী ও দৃষ্টির অহিতকারী হয়। এইরূপে ইহাতে শালিধান্য হইতে সর্ষপ পর্য্যন্ত সকল ধান্যেরই কাল, পরিমাণ ও সংস্কার মাত্র বলা হইল।

মাংসবর্গ।

প্রকারভেদ।—জলচর, উভচর, গ্রামবাসী, মাংসভোজী, একশফ (একখুরযুক্ত) ও জাঙ্গল, এই ছয়টা মাংসবর্গ। ইহাদিগকে উত্তরোত্তর প্রধান বলিয়া জানিবে, অর্থাৎ জলচর অপেক্ষা উভচর প্রধান, তদপেক্ষা গ্রামবাসী প্রধান, তদপেক্ষা মাংসভোজী প্রধান ইত্যাদি। সাধারণতঃ মাংস দুইপ্রকার,—জলবাসী ;ও আনূপ (সজলদেশবাসী।) জাঙ্গলবর্গ আটপ্রকার যথা—জঙ্ঘাল (যাহারা জঙ্ঘাবলে দ্রুত গমন করিতে পারে), বিকির (যাহারা আহারীয় দ্রব্য ছড়াইয়া খুটিয়া ভক্ষণ করে), প্রতুদ, গুহাশয়, প্রসহ, পর্ণমৃগ, বিলেশয় ও গ্রাম্য। ইহাদিগের মধ্যে জঙ্ঘাল ও বিষ্কির, এই দুইপ্রকার অত্যুৎকৃষ্ট।

জঙ্ঘাল মাংস।—এণ, হরিণ, ঋষ্য, কুরঙ্গ, করাল, কৃতমাল, শরভ, শ্বদংষ্ট্রা (কুকুরের ন্যায় দন্তবিশিষ্ট মৃগবিশেষ), পৃষত, চারুক ও মৃগমাতৃকা

প্রভৃতি জঙ্গাল মৃগ। ইহাদের মাংস কষায়-মধুররস, লঘু, বায়ু ও পিত্তনাশক, তীক্ষ্ণ, হৃদ্য ও বস্তিশোধনকারক।

এণ-মাংস।—কষায়-মধুররস, হৃদ্য, রক্তপিত্ত ও কফনাশক, সংগ্রাহী, রুচিকর, বলকর ও জ্বরনাশক।

হরিণ মাংস।—মধুর-রস, পাকে মধুর, দোষনাশক, অগ্নিবৃদ্ধিকর, শীতল, মলমূত্ররোধক, সুগন্ধি ও লঘুপাক। এণ ও হরিণ এই উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, কৃষ্ণবর্ণ মৃগকে এণ, এবং তাম্রবর্ণ মৃগকে হরিণ বলে। যে মৃগ কৃষ্ণ বা তাম্রবর্ণ নহে, তাহাকে কুরঙ্গ বলা যায়।

মৃগমাতৃকার মাংস শীতবীর্য্য, রক্তপিত্তের শান্তিকর, এবং সন্নিপাত, ক্ষয়কাস, হিক্কা ও অরুচি নাশ করে।

বিষ্কিরবর্গ। লাব, তিত্তির, কপিঞ্জল, বর্ত্তীর, বর্ত্তিকা, বর্ত্তক, নপ্তৃকা-নাতীক, চকোর, কলবিঙ্ক, ময়ূর, ক্রকর, উপচক্র, কুক্কুট, সারঙ্গ, শতপত্রক, কুতিত্তিরি, কুরবাহুক ও যবলক প্রভৃতি বিষ্কিরজাতীয়। ইহাদের মাংস লঘু, শীতল, মধুর-কষায় ও দোষের শান্তিকারী।

গুণাদি।—লাবমাংস—সংগ্রাহী, অগ্নিকর, কষায়-মধুর, লঘু, বিপাকে কটুরস, এবং সন্নিপাতে উপকারী। তিত্তিরমাংস—ঈষৎ গুরুপাক, উষ্ণ, মধুর, বৃষ্য, মেধা ও অগ্নিবৃদ্ধিকর, সর্ব্বদোষনাশক, ধারক, ও বর্ণপ্রসাদকর। গৌর-তিত্তির উক্ত গুণবিশিষ্ট, বিশেষতঃ, হিক্কা, শ্বাস ও বায়ুনাশক। কপিঞ্জল-মাংস রক্তপিত্তনাশক, শীতবীর্য্য ও লঘুপাক, শ্লৈষ্মিক রোগে ও মন্দবাতে ইহার মাংস ব্যবহার্য্য। ক্রকর-মাংস বায়ু ও পিত্তনাশক, তেজস্কর, মেধা, অগ্নি ও বলের বর্দ্ধনকর, লঘু ও মুখপ্রিয়। উপচক্রের (চক্রবাকবিশেষ) মাংসও উক্তরূপ গুণবিশিষ্ট।

ময়ূর প্রভৃতি।—ময়ূর-মাংস—কষায়-লবণযুক্ত-মধুররস, চর্ম্মের হিতকর, কেশের চিক্কণতাজনক ও রুচিকর। ইহা স্বর, মেধা, অগ্নি, দর্শনেন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের দৃঢ়তাকারক। বন্য-কুক্কুটের মাংস স্নিগ্ধ, উষ্ণ, বায়ুনাশক, বৃষ্য, এবং স্বেদ, স্বর ও বলবর্দ্ধনকর। গ্রাম্য-কুক্কুটের মাংসও এইরূপ গুণবিশিষ্ট, তবে ইহা গুরুপাক। উভয় কুক্কুটের মাংসই বায়ু-রোগ, ক্ষয়রোগ, বমি ও বিষম-জ্বরের নিবারক। কপোত, পারাবত, ভৃঙ্গরাজ, পরভৃত (কোকিল), কোযষ্টিক,

কুলিঙ্গ, গৃহকুলিঙ্গ, গোক্ষোড়, ডিণ্ডিমানাশক, শতপত্রক, মাতৃনিন্দক, ভেদাশী, শুক, সারিকা বল্‌গুলী, গিরিশাল, হবাল, দূষক, সুগৃহী, খঞ্জরীটক, হারীত ও দাত্যূহ প্রভৃতি প্রতুদজাতীয় পক্ষী। ইহাদের মাংস কষায়-মধুর, রুক্ষ, বায়ুকর, পিত্ত ও শ্লেষ্মার নাশক, শীতল, মূত্ররোধক ও অল্পমলরোধক; ইহাদের মধ্যে ভেদাশী সর্ব্বদোষকর এবং মলের দোষজনক। কাণকপোত (পাণ্ডু ও অরুণবর্ণ বন্য কপোত) কষায়-লবণযুক্ত মধুর ও গুরুপাক। পারাবত রক্তপিত্তনাশক, কষায়, বিশদ, বিপাকে মধুর ও গুরুপাক।

কুলিঙ্গ।—(চড়ুই) মধুর, স্নিগ্ধ, কফ ও শুক্রের বৃদ্ধিকর। গৃহকুলিঙ্গ রক্তপিত্তনাশক ও অতিশয় শুক্রবৃদ্ধিকর।

গুহাশয়গণ।—সিংহ, ব্যাঘ্র, বৃক, তরক্ষু, ঋক্ষ, দ্বীপী, মার্জ্জার, শৃগাল, মৃগ-এর্ব্বারুক প্রভৃতি পশুর নাম গুহাশয়। ইহাদের মাংস মধুররস, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, বলকারক, বায়ুনাশক ও উষ্ণবীর্য্য, এবং নেত্ররোগীর ও অর্শঃ প্রভৃতি গুহ্য-রোগীদিগের পক্ষে নিয়ত হিতকারী। কাক, কঙ্ক, কুরর, চাষ, ভাস, শশঘাতী (বাজপক্ষী), উলুক, চিল্লী, শ্যেন, গৃধ্র প্রভৃতি প্রসহবর্গ। ইহাদের মাংস, রস বীর্য্য ও বিপাকে সিংহ প্রভৃতি জন্তুগণের মাংসের সমানগুণবিশিষ্ট, বিশেষতঃ শোথরোগে হিতকর।

পর্ণমৃগ-বর্গ।—মদ্‌গু, মূষিক (মালুয়া সাপ), বৃক্ষশায়িকা, অবকুশ, পূতিবাস ও বানর প্রভৃতি পর্ণমৃগ। ইহাদের মাংস, গুরুপাক, বৃষ্য, চক্ষুর হিতকর, শোষরোগে হিতকারী ও মল-মূত্রের বৃদ্ধিকর; এবং যক্ষ্মা, কাস, অর্শঃ ও শ্বাসনাশক।

বিলেশয়-বর্গ।—শ্বাবিং (সজারুজাতীয় জন্তু), শল্লকী (সজারু), গোধা (গোসাপ), শশ (খরগোস), বৃষদংশ (বনবিড়াল), লোপাক, লোমকর্ণ, কদলী, মৃগপ্রিয়ক, অজগর, সর্প, মূষিক, নকুল ও মহাবভ্রু প্রভৃতি বিলেশয় জন্তু। ইহারা মল ও মূত্রের রোধক, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, বিপাকে স্বাদু, বায়ু-নাশক, শ্লেষ্মা ও পিত্তকর, এবং কাস, শ্বাস ও কৃশতানাশক। ইহাদিগের মধ্যে শশমাংস—কষায়-মধুর, পিত্ত ও কফের শান্তিকর, এবং অতিশয় শীত-বীর্য্য নহে বলিয়া বায়ুর সমতা সাধন করে। গোধামাংস—বিপাকে মধুর, কষায়-কটুরস, বায়ু ও পিত্তের নাশ-কারী, বৃংহণ ও বলবর্দ্ধনকারী।

শল্লক।—স্বাদু, পিত্তনাশক, লঘুপাক, শীতল ও বিষ-দোষনাশক।

মৃগপ্রিয়ক।—বায়ুরোগে হিতকারী।

অজগর।—(মহাসর্প) অর্শরোগে হিতকর।

সর্প।—অর্শঃ ও বায়ুদোষনাশক, ক্রিমি ও দষী-বিষ (মাকড়ষা প্রভৃতির বিষ) নাশক, চক্ষুরোগের হিতকর, পাকে মধুর, এবং মেধা ও অগ্নির বর্দ্ধনকর, সর্পজাতির মধ্যে দর্ব্বীকর অর্থাৎ ফণাধারী সর্প অগ্নিবৃদ্ধিকর, পরিপাকে কটু-মধুর-রস, চক্ষুর অতিশয় হিতকর, এবং মল-মূত্র ও বায়ুর অনুলোমক।

গ্রাম্য-পশুগণ।—অশ্ব, অশ্বতর, গো, খর (গর্দ্দভ), উষ্ট্র, বস্ত (ছাগ), উরভ্র (মেষ), ও মেদঃপুচ্ছক (দুম্বা) প্রভৃতিকে গ্রাম্য জন্তু বলে। ইহারা বায়ুনাশক, পুষ্টিকর, কফ ও পিত্তকর, রসে ও পাকে মধুর, এবং অগ্নি ও বলের বৃদ্ধিকারক।

বস্ত (ছাগ) মাংস।—অধিক শীতল নহে, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, পিত্ত ও কফের অল্প বৃদ্ধিকারক, দোষাদির অল্প ক্লেদজনক, এবং পীনসরোগের শান্তিকর।

ঔরভ্র (মেষ) মাংস।—বৃংহণ, পিত্ত ও শ্লেষ্মকর এবং গুরুপাক।

মেদঃপুচ্ছক (দুম্বা-ভেড়া) মাংস।—মেষমাংসের সমান গুণ-বিশিষ্ট ও বৃষ্য।

গব্যমাংস।—শ্বাস, কাস, প্রতিশ্যায় ও বিষমজ্বরের শান্তিকারক, পরিশ্রমী ও অত্যগ্নিবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের পক্ষে হিতকর, পবিত্র ও বায়ুনাশক।

একশফ (একখুরবিশিষ্ট) জন্তুর মাংস, মেষমাংসের তুল্যগুণ, ঈষৎ লবণরস-বিশিষ্ট ও অল্পশ্লেষ্মকারী।

যেসকল পশু কিংবা পক্ষী লোকালয় ও জলাশয় হইতে অনেক দূরে থাকে তাহারা অল্পশ্লেষ্মকর; এবং যেসকল পশু-পক্ষী লোকালয়ের ও জলাশয়ের অতি নিকটে থাকে, তাহারা অতিশয় শ্লেষ্মকর।

কূলেচরগণ।—আনূপবর্গ পঞ্চবিধ যথা (১) কূলেচর, (২) প্লব, (৩) কোশস্থ, (৪) পাদী ও (৫) মৎস্য। ইহাদের মধ্যে হস্তী, গবয়, মহিষ, রুরু, পৃথুল, স্মর, সৃমর, রোহিত, বরাহ, খড়্গী, গোকর্ণ, কালপুচ্ছ, ওন্দ, ন্যঙ্কু, অরণ্য-গবয় প্রভৃতি কূলেচর পশু। ইহাদিগের মাংস বায়ুনাশক, বৃষ্য, রসে ও পাকে মধুর, শীতল, বলকর, স্নিগ্ধ এবং মূত্র ও কফের বৃদ্ধিকর।

গজ-মাংস।—বিরুক্ষণ (রুক্ষবীর্য্য), লেখন অর্থাৎ কৃশতাকর, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তের দোষজনক, স্বাদু, অম্ল ও লবণরস-বিশিষ্ট, এবং শ্লেষ্মা ও বায়ুনাশক।

গবয়-মাংস।—স্নিগ্ধ, মধুররস, কাস-দমনকারী, পরিপাকে মধুর, এবং রতিশক্তি-বর্দ্ধনকর।

মহিষ-মাংস।—স্নিগ্ধ, উষ্ণ, মধুর, বৃষ্য, তৃপ্তিকর, গুরুপাক, এবং নিদ্রা, পুংস্ত্ব, বল ও স্তন্যের বৃদ্ধিকারক, মাংসের দৃঢ়তা-সম্পাদক।

রুরু-মাংস।—মধুর-কষায়-রস, বাতপিত্তের শান্তিকারক, গুরুপাক এবং শুক্রের বৃদ্ধিকর।

চমর-মাংস।—স্নিগ্ধ, মধুর, কাসনাশক, পরিপাকে মধুর, এবং বায়ু ও পিত্তের নাশকারী।

সৃমর-মাংস।—সৃমর অর্থাৎ মহাবরাহের মাংস মধুর-কষায় রস, বায়ু-পিত্তের শান্তিকারক, গুরুপাক ও শুক্রের বৃদ্ধিকর।

বরাহ-মাংস।—স্বেদবর্দ্ধনকর, বৃষ্য, শীতল, তৃপ্তিকর, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, শ্রম ও বায়ুনাশক এবং বলবৃদ্ধিকারক।

খড়্গী (গণ্ডার) মাংস।—রুক্ষ, কফনাশক, কষায়রস বিশিষ্ট, বায়ু-নাশক, পবিত্র, আয়ুষ্কর ও মূত্ররোধক।

গো-কর্ণ (গোন) মাংস।—মধুররস, স্নিগ্ধ, মৃদু, কফকর, পরিপাকে মধুর এবং রক্তপিত্তনাশক।

প্লব-বর্গ। হংস, সারস, ক্রৌঞ্চ (কোঁচক), চক্রবাক (চকাচকী), কুরর, কাদম্ব (কলহংস), কারণ্ডব, জীবঞ্জীবক, বক, বলাকা (বলাহাঁস), পুণ্ডরীক, প্লব, শরারীমুখ, নন্দীমুখ, মদ্‌গু, উৎক্রোশ, কাচাক্ষ, মল্লিকাক্ষ, শুক্লাক্ষ, পুষ্করশায়ী, কোনালক, অম্বুকুক্কুটীকা, মেঘরাব, শ্বেত-চরণ প্রভৃতি প্লব অর্থাৎ ইহারা জলে সন্তরণ করিতে পারে। এইসকল পক্ষী দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে। ইহাদের মাংস রক্তপিত্তনাশক, শীতবীর্য্য, স্নিগ্ধ, বীর্য্যবর্দ্ধক, বাতঘ্ন ও মলমূত্রের বৃদ্ধিকারক, এবং রসে ও পাকে মধুর। ইহাদিগের মধ্যে হংস-মাংস গুরুপাক, উষ্ণ, মধুররস, স্নিগ্ধ, বর্ণ ও বলের বৃদ্ধিকর; পুষ্টিজনক, শুক্রের বৃদ্ধিকারক এবং বায়ুনাশক।

কোষস্থ-বর্গ।—শঙ্খ, শঙ্খক (ক্ষুদ্রশঙ্খ), শুক্তি, শম্বুক ও ভল্লুক (কড়ি) প্রভৃতিকে কোষস্থপ্রাণী কহে।

পাদী-বর্গ।—কূর্ম্ম, কুম্ভীর, কর্কটক, কৃষ্ণ কর্কটক, শিশুমার (শুশুক) প্রভৃতিকে পাদী অর্থাৎ পাদচারী বলা যায়।

শঙ্খ, কূর্ম্ম প্রভৃতির মাংস রসে ও পাকে মধুর, বায়ুনাশক, শীতল, স্নিগ্ধতা কারক, পিত্তের হিতকর, মলবর্দ্ধক, এবং শ্লেষ্মার বৃদ্ধিকারক। কৃষ্ণ কর্কটক ঈষৎ উষ্ণ ও বায়ুনাশক এবং বলকর। শুক্ল ককটক ভগ্নাস্থির সন্ধানকর, মল-মূত্রকর এবং বায়ু ও পিত্তনাশক।

মৎস্য দুইপ্রকার।—নদীজাত এবং সমুদ্রজাত। রোহিত (রুই), পাঠীন (বোয়াল), পাটলা, রাজীব, বর্ম্মি (বাণি মাছ) গো-মৎস্য, কৃষ্ণ মৎস্য, বাগুঞ্জার, মুরল (মৌরলা), সহস্রদংষ্ট্রা প্রভৃতি নদীজাত মৎস্য। সাধারণতঃ ইহারা মধুর, গুরুপাক, বায়ুনাশক, রক্তপিত্তজনক, উষ্ণ, বৃষ্য, স্নিগ্ধ এবং অল্প মলবর্দ্ধক।

রোহিত মৎস্য।—মধুর-কষায়-রস, বায়ুনাশক এবং অল্প পিত্তবৃদ্ধিকর। ইহারা শস্প ও শৈবাল প্রভৃতি দ্রব্য ভোজন করিয়া থাকে।

পাঠীন মৎস্য (বোয়াল মৎস্য)।—শ্লেষ্মকর, বৃষ্য ও নিদ্রাকর। ইহারা অম্লপিত্তকে দূষিত করে এবং কুষ্ঠরোগের উৎপাদন করে। পাঠীন মৎস্য মাংসাশী।

মূরল-মৎস্য।— পুষ্টিকর, বৃষ্য, স্তন্যবর্দ্ধক ও শ্লেষ্মকর।

সামুদ্র-মৎস্য।—তিমি, তিমিঙ্গিল, কুলিশ, পাকমৎস্য, নিরালক, নন্দি, বারলক, মকর, গর্গরক, চন্দ্রক, মহামীন ও রাজীব প্রভৃতি সামুদ্রিক (সমুদ্র জাত) মৎস্য। ইহারা গুরুপাক, স্নিগ্ধ, মধুর, অল্প পিত্তবৃদ্ধিকর, উষ্ণ, বায়ুনাশক, বৃষ্য, মলবর্দ্ধক ও শ্লেষ্মবৃদ্ধিকর। সামুদ্রিক মৎস্যগণ মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে, এজন্য বিশেষরূপে বলকর। কিন্তু নদীজাত মৎস্য অধিক পুষ্টিকর ও উৎকৃষ্ট।

সরোবরজাত ও তড়াগজাত মৎস্যসকল স্নিগ্ধবীর্য্য এবং মধুর-রসবিশিষ্ট। মহাহ্রদজাত মৎস্যসকল অত্যন্ত বলকর; কিন্তু স্বল্পজলজাত মৎস্যগণ বলকর নহে।

অন্যান্য মৎস্য।—চুণ্টীজাত (আবদ্ধ ক্ষুদ্র কূপজ) ও কূপজাত মৎস্য বায়ুনাশক বলিয়া, সামুদ্রিক ও নদীজাত মৎস্য অপেক্ষা অধিকতর গুণবিশিষ্ট। বাপীজাত মৎস্যেরা স্নিগ্ধ ও পরিপাকে স্বাদু বলিয়া চুণ্টী ও কূপজাত মৎস্য অপেক্ষা অধিকতর গুণবিশিষ্ট। নদীজাত মৎস্যেরা মুখ ও পুচ্ছ সঞ্চালন পূর্ব্বক ভ্রমণ করিয়া থাকে, এজন্য তাহাদের মধ্যদেশ গুরুপাক। সরোবর ও তড়াগজাত মৎস্যের শিরোদেশ (মুড়া) অতিশয় লঘুপাক। পর্ব্বতের ঝরণাজাত মৎস্যগণ অল্প পরিশ্রম করে, এইজন্য তাহাদের শিরোদেশের অল্প অংশ ভিন্ন অপর সমস্ত শরীরই অতিশয় গুরুপাক। সরোবরজাত মৎস্যের অধোভাগ সমস্তই গুরুপাক; এবং তাহারা বক্ষোদেশ সঞ্চালন পূর্ব্বক ভ্রমণ করে বলিয়া, তাহাদের পূর্ব্ব-অর্দ্ধ অঙ্গ অর্থাৎ ঊর্দ্ধভাগ লঘুপাক জানিবে।

অভক্ষ্য মাংস।—এইসকল মাংসের মধ্যে শুষ্ক (শুট্‌কি), পূতিগন্ধযুক্ত (পচা), পীড়িত, বিষাক্ত সর্পদ্বারা হত, বিষলিপ্ত-অস্ত্রাদিদ্বারা বিদ্ধ, জীর্ণ (পাকা), কৃশ ও অল্পবয়স্ক প্রাণীর মাংস এবং যাহারা স্ব স্ব প্রকৃতির বিপরীতাচারী—এইসকল প্রাণীর মাংস অভক্ষ্য বলিয়া জানিবে। শুষ্ক ও পূতি মাংস বিকৃতবীর্য্য; ব্যাধিযুক্ত, বিষাক্ত, সর্পহত ও বিষলিপ্ত মাংসও বিকৃতবীর্য্য; বিদ্ধমাংস নষ্টবীর্য্য; জীর্ণমাংস পরিণতবীর্য্য; কৃশমাংস অল্পবীর্য্য, এবং বালমাংস অসম্পূর্ণবীর্য্য। এইজন্য ইহারা বহুদোষের আকর।

শুষ্কমাংস অরুচিকর, প্রতিশ্যায় অর্থাৎ মুখ ও নাসিকা দ্বারা জলস্রাবজনক, এবং গুরুপাক; বিষ বা ব্যাধি দ্বারা হত জন্তুর মাংসভোজনে মৃত্যু হয়; কচি মাংসে বমন জন্মে; জীর্ণমাংসে কাস ও শ্বাস জন্মে; পীড়িত-জন্তুর মাংসে ত্রিদোষের বৃদ্ধি হয়; ক্লিন্ন অর্থাৎ ক্লেদযুক্ত মাংসে বমিবেগ উপস্থিত হয়; এবং কৃশ-জন্তুর মাংসে বায়ু কুপিত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য নির্দ্দোষ জন্তুর মাংস উপাদেয়।

লিঙ্গাদিভেদে গুণ।—চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে স্ত্রীর অর্থাৎ মাদীর মাংস উৎকৃষ্ট; পক্ষীর মধ্যে পুরুষের অর্থাৎ মর্দ্দার মাংস উৎকৃষ্ট; বৃহৎকায় জন্তুর মধ্যে ক্ষুদ্রকায়দিগের মাংস উৎকৃষ্ট; ক্ষুদ্রকায় জন্তুর মধ্যে বৃহদাকারদিগের মাংস উৎকৃষ্ট; এবং একজাতীয় জন্তুগণের মধ্যে মহাশরীরবিশিষ্ট জন্তু অপেক্ষা ক্ষুদ্রকায় জন্তু উৎকৃষ্ট জানিবে।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।—এক্ষণে কোন্ কোন্ ধাতু ও কোন্ কোন্ স্থান গুরু ও লঘু, তাহাই বলিব। রক্ত, মাংস, মেদঃ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র, এই ছয়টী ধাতুর মধ্যে একটীর পর অপরটী গুরুতর; অর্থাৎ রক্ত অপেক্ষা মাংস গুরুতর, মাংস অপেক্ষা মেদঃ গুরুতর, মেদঃ অপেক্ষা অস্থি ও অস্থি অপেক্ষা মজ্জা গুরুতর, এবং শুক্র সর্ব্বাপেক্ষা গুরু। সক্‌থি (উরু), স্কন্ধ, ক্রোড়, শিরঃ, পাদ, কর, কটী ও পৃষ্ঠদেশ, এবং চর্ম্ম, কালেয়ক (বৃক্কদেশ), যকৃৎ ও অন্ত্র, এইসকল উত্তরোত্তর গুরুতর, অর্থাৎ শিরঃ, স্কন্ধ, কটী, পৃষ্ঠ পদদ্বয়, এইগুলির মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুরুতর, অর্থাৎ শিরঃ অপেক্ষা স্কন্ধ লঘুতর, স্কন্ধ অপেক্ষা কটী লঘুতর, কটী অপেক্ষা পৃষ্ঠ লঘুতর, পৃষ্ঠ অপেক্ষা পদদ্বয় লঘুতর, এবং পদদ্বয়ের পূর্ব্বভাগ অপেক্ষা উত্তরাংশ লঘুতর।

গুরু-লঘু।—সকল প্রাণীরই দেহের মধ্যস্থান গুরু। আবার পুরুষ-প্রাণীর পূর্ব্বভাগ গুরু, আর স্ত্রী-প্রাণীর অধোভাগ গুরু। পক্ষিজাতির বক্ষঃ ও গ্রীবা অতিশয় গুরু। পক্ষীরা ঊর্দ্ধে পক্ষনিক্ষেপ করে বলিয়া ইহাদিগের মাংস অতিশয় রুক্ষ। মাংসাশী পক্ষীদিগের মাংস অতিশয় পুষ্টিকর। মৎস্য-ভোজী পক্ষীদিগের মাংস পিত্তবৃদ্ধিকারক, এবং ধান্যভোজী পক্ষীদিগের মাংস বায়ুনাশক।

জলচর, উভচর, গ্রাম্য, মাংসভোজী, একশফ, প্রসহ, বিলবাসী, জঙ্গাল, প্রতুদ এবং বিষ্কির, এইসকল জন্তু পর পর লঘু এবং পর পর অল্পশ্লেষ্মকারী; অর্থাৎ জলচর অপেক্ষা উভচর লঘু, তদপেক্ষা, মাংসভোজী, তদপেক্ষা একশফ, তদপেক্ষা প্রসহ ইত্যাদি। এতদ্ভিন্ন জন্তুগণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব লঘু এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব অল্প শ্লেষ্মকারী বলিয়া জানিবে।

গ্রহণীয় অংশ—স্ব স্ব জাতির মধ্যে বৃহদাকারবিশিষ্ট জন্তুগণ অল্প-বলকারক এবং গুরুপাক। সকল প্রাণীরই শরীরের প্রধানতম অংশ অর্থাৎ যকৃৎ প্রদেশ হইতে মাংস গ্রহণ করিবে। প্রধান অংশের অভাবে মধ্যমবয়স্ক ও সদ্যোহত অক্লিষ্ট মাংস উপাদেয়। ইহাতে সকল প্রাণীর বয়স, শরীরের অবয়ব, স্বভাব, ধাতু, ক্রিয়া, লক্ষণ, প্রমাণ ও সংস্কার প্রভৃতি বলা হইল।

ফল-বর্গ।

সাধারণ ফল।—দাড়িম, আমলকী, বদর (ছোট কুল), কোল (বড় কুল), কর্কন্ধু (শেয়াকুল), সৌবীর (মহাবদর), সিন্বীতিকাফল (সামীফল) কপিত্থ (কয়েৎ-বেল), মাতুলুঙ্গ (টাবা-নেবু) আম্র, আম্রাতক (আমড়া), করমর্দ্দ (করমচা), পিয়াল, লকুচ (মান্দার), ভব্য (চাল্‌তা), পারাবত (পেয়ারা), বেত্রফল, প্রাচীন আমলক (পানি-আমলা), তিন্তিড়ী, নীপ (কদম্ব), কোশাম্র (কেওড়া) অম্লীকা (ক্ষুদ্র তিন্তিড়ী), নাগরঙ্গ ও জম্বীর (জামীর, নেবু বিশেষ) প্রভৃতি ফল অম্ল-রসবিশিষ্ট, পাকে অম্ল, গুরুপাক, উষ্ণ-বীর্য্য, পিত্তজনক, বায়ুনাশক, এবং কফের উৎক্লেশকর অর্থাৎ হৃদয়ে কফ-সঞ্চয়কারী।

দাড়িম।—ইহাদিগের মধ্যে দাড়িম—কষায়-রস বিশিষ্ট, অম্ল-পিত্তকর, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, মুখপ্রিয় ও মলরোধকর। দাড়িম দুইপ্রকার,—মধুর এবং অম্ল। মধুর হইলে ত্রিদোষের শান্তিকর এবং অম্ল হইলে কফ ও বায়ুর শান্তিকর হইয়া থাকে।

আমলকী।—আমলকীফল মধুর-অম্ল-তিক্ত-কষায় ও কটুরস, সারক, চক্ষুর হিতকারী, সকল দোষের শান্তিকর এবং বৃষ্য। ইহা অম্লরস দ্বারা বায়ুর শান্তি করে, মাধুর্য্য ও শীতলতা দ্বারা পিত্তের শান্তি করে এবং রুক্ষ ও কষায়-ভাব দ্বারা শ্লেষ্মার শান্তি করে। ইহা সকল ফলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

কর্কন্ধু প্রভৃতি।—কর্কন্ধু, কোল ও বদর অপক্ক হইলে, পিত্ত ও কফ বর্দ্ধন করে; পক্ক হইলে স্নিগ্ধ, মধুর ও সারক, এবং বায়ু ও পিত্তের শান্তিকর হয়। পুরাতন কুল তৃষ্ণার শান্তিকর, শ্রমঘ্ন, অগ্নিকর ও লঘু। সৌবীর ও বদর স্নিগ্ধ, মধুর, এবং বায়ু ও পিত্তের শান্তিকারক। সিন্বীতিকা-ফল কষায়যুক্ত স্বাদুরস, সংগ্রাহী এবং শীতল। অপক্ক কপিত্থফল স্বরের অহিতকর, কফঘ্ন, সংগ্রাহী ও বায়ুর বৃদ্ধিকারক; এবং পক্ক কপিত্থ বাত-শ্লেষ্মার শান্তিকর, মধুর ও অম্লরসবিশিষ্ট, গুরুপাক, শ্বাস কাস ও অরুচিনাশক, তৃষ্ণার শান্তিকর, এবং কণ্ঠশোধনকর।

মাতুলুঙ্গ।—মাতুলুঙ্গ ফল—লঘুপাক, অম্লরসবিশিষ্ট, অগ্নিবৃদ্ধিকর ও মুখপ্রিয়। ইহার ত্বক (ছাল) তিক্ত, সহজে জীর্ণ হয় না, এবং কফ, বায়ু ও ক্রিমি-নাশক। ইহার মাংস (শাঁস) মিষ্ট, শীতল, গুরু, স্নিগ্ধতাকারী, মেধাজনক; বায়ু ও পিত্তদমনকারী, শূল ও বায়ুরোগনাশক, এবং বমি, শ্লেষ্মা ও অরুচি নিবারণ করিয়া থাকে। ইহার কেশর অগ্নিকর, লঘু, সংগ্রাহী, এবং গুল্ম ও অর্শোরোগনাশক। ইহার রস, শূল অজীর্ণ, মল-মূত্ররোধ, এবং মন্দাগ্নি ও কফ-বায়ুর শান্তিকর। অরুচি রোগে ইহা বিশেষ উপকারী।

আম্রফল।—কচি আম পিত্ত ও বায়ুবর্দ্ধক। যাহার কেশর (আঁস) বাঁধিয়াছে, এরূপ আম পিত্তকর, মুখপ্রিয়, বর্ণকর, রুচিকর, রক্তমাংসবর্দ্ধক, বলকর, মধুর-কষায় রস, বায়ুনাশক, পুষ্টিকর ও গুরুপাক। পাকা আম অবি-রোধী, শুক্রবৃদ্ধিকারক, পুষ্টিকর, মধুর, বলবর্দ্ধক, গুরু, ও বিষ্টম্ভী অর্থাৎ বিলম্বে জীর্ণ হয়।

আম্রাতক-ফল।—(আমড়া)—বৃষ্য, স্নিগ্ধবীর্য্য, ও শ্লেষ্মার বৃদ্ধিকর।

লকুচ ফল।—(মান্দার)—ত্রিদোষজনক, বিষ্টম্ভকর ও শুক্রনাশক।

করমর্দ্দ।—(করমচা)—অম্ল-রস-বিশিষ্ট, তৃষ্ণানাশক, রুচিকর, এবং পিত্তবৃদ্ধিকারক।

পিয়াল।—(ফলবিশেষ) বায়ু-পিত্তনাশক, বৃষ্য, গুরু ও শীতল।

ভব্য।—(চাল্‌তা)—মুখপ্রিয়, স্বাদু, কষায়-অম্লরস, মুখ-শোধক, পিত্ত-শ্লেষ্মনাশক, মলসংগ্রাহক, গুরু, বিষ্টম্ভী ও শীতল।

পারাবত ফল।—(পেয়ারা) মধুর ও রুচিকর, এবং অত্যগ্নি ও বায়ু নাশক। নীপ (কদম্ব) ও প্রাচীন আমলক (পানি-আমলা)—স্বরদোষনাশক। অপক্বতিন্তিড়ী—(কাঁচা তেঁতুল)—বায়ুনাশক, এবং পিত্ত ও শ্লেষ্মকারক। স্ববর্দ্ধ তিন্তিড়ী—মল-সংগ্রাহক, উষ্ণ, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, এবং কফ ও বায়ু নাশকারী। কোষাম্রফল (কেওড়া) তিন্তিড়ী অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অল্পগুণবিশিষ্ট। অম্লিকাফল (ক্ষুদ্রতিন্তিড়ীবিশেষ) পক্ব হইলে তেঁতুলের গুণবিশিষ্ট এবং ভেদক। নাগরঙ্গ-ফল—মধুররসবিশিষ্ট-অম্ল-রস, হৃদয়ের তৃপ্তিকর, বিশদ, অরুচিনিবারক, বায়ুনাশক, দুর্জ্জর (শীঘ্র জীর্ণ হয় না) ও গুরুপাক। জম্বীর-ফল—তৃষ্ণা, শূল, কফ, ছর্দ্দি

(বমন) ও শ্বাসনাশক, বাতশ্লেষ্মার ও মলমূত্রাদির বিবন্ধ-নাশক, গুরুপাক, এবং পিত্তকর। ঐরাবত ফল (নেবুবিশেষ) ও দন্তশঠ—অম্লরস-বিশিষ্ট এবং রক্তপিত্তকারী।

ক্ষীরী-বৃক্ষের (বট-অশ্বত্থাদির) ফল, জাম, রাজাদন (ক্ষীরিকা), তোদন, তিন্দুক (গাব), বকুল, ধন্বন, অশ্মন্তক, অশ্বকর্ণ, ফল্গু (কাক-ডুমুর), পরূষক (ফলসা), গাঙ্গেরুকী (গোরক্ষ-চাকুলে), পুষ্করবর্ত্তী, বিল্ব ও বিম্বী (তেলাকুচা) প্রভৃতি ফল সাধারণতঃ শীতল, কফ ও পিত্তনাশক, মলসংগ্রাহক, রুক্ষ এবং কষায়-মধুর রস।

ক্ষীরীবৃক্ষ-ফল।—গুরু, বিষ্টম্ভী, শীতল, কষায় ও অম্লরসযুক্ত মধুর, এবং অধিক বায়ুবৃদ্ধিকর নহে।

জম্বু-ফল।—কতিপয় বায়ুবৃদ্ধিকারক, মল-সংগ্রাহক, এবং কফ ও পিত্তনাশক।

রাজাদন-ফল।— স্নিগ্ধ, স্বাদু, কষায় এবং গুরুপাক।

তোদন-ফল।—কষায়-মধুর-অম্ল-রস, রুক্ষ, কফবায়ুর শান্তিকর, উষ্ণ, লঘু, সংগ্রাহী, স্নিগ্ধ, পিত্তজনক ও অগ্নিবৃদ্ধিকর।

তিন্দুক-ফল।—কাঁচা তিন্দুক কষায়রস, মলরোধক ও বায়ুবৃদ্ধিকর। পক্ব তিন্দুক (গাব) বিপাকে গুরু, মধুর এবং কফ ও পিত্তের দমনকারী।

বকুল-ফল।—মধুর-কষায়, স্নিগ্ধ, দন্তের দৃঢ়তাকারক ও প্রসন্নতাকর। ধন্বন-ফল, গাঙ্গেরুকী (গোরক্ষ চাকুলিয়া) ও অশ্মন্তক (আবুটা) ফল— কষায়রস, উষ্ণ, শীতবীর্য্য, স্বাদু, এবং কফ ও বায়ুনাশক।

ফল্গু-ফল।—(কাক-ডুমুর) বিষ্টম্ভী, মধুর, স্নিগ্ধ, তৃপ্তিকর ও গুরু।

পরূষক-ফল।—(ফলসা)—কাঁচা পরূষক অম্ল ও ঈষৎ মধুরযুক্ত কষায়-রস, বাতনাশক ও পিত্তকর। পক্ব পরূষক—মধুর ও বাতপিত্তকারক।

পুষ্করবর্ত্তী।—(পদ্মবীজ)—স্বাদু, বিষ্টম্ভী, বলকর, গুরুপাক, বিপাকে মধুর, শীতল ও রক্ত-পিত্তপ্রসাদক।

বিল্ব-ফল।—কচিবেল কফ ও বায়ুনাশক, তীক্ষ্ণ, স্নিগ্ধ, মলরোধক, অগ্নিবর্দ্ধক, কটু-তিক্ত-কষায়রস ও উষ্ণ। পক্ববিল্ব মধুররস-বিশিষ্ট, গুরুপাক, সুগন্ধি, বায়ুজনক, বিদাহী, বিষ্টম্ভকর এবং দোষকারী।

অশ্বকর্ণ (শালবৃক্ষ বিশেষ) ও বিম্বীফল।—স্তম্ভকারক, কফ ও পিত্তের দমনকারী, এবং তৃষ্ণা, দাহ, জ্বর, রক্তপিত্ত ,কাস, শ্বাস ও ক্ষয়কাস, এইসকল রোগ নাশ করিয়া থাকে।

তাল, নারিকেল, পনস, (কাঁটাল ও মোচা) কদলী প্রভৃতি ফলসকল সাধারণতঃ পরিপাকে ও রসে মধুর, বাত-পিত্তনাশক, বলকর, স্নিগ্ধ ও শীতবীর্য্য-সম্পন্ন। তালফল স্বাদুরস বিশিষ্ট, গুরুপাক ও পিত্তদমনকারী। তালবীজ (তালের আঁঠী) পরিপাকে মধুর, মূত্রবৃদ্ধিকর এবং বায়ু ও পিত্তনাশক। নারিকেল —গুরুপাক, স্নিগ্ধগুণবিশিষ্ট, পিত্তনাশক, স্বাদু, শীতল, বল ও মাংসবৃদ্ধিকর, মুখপ্রিয়, পুষ্টিকর এবং বস্তিশোধনকর। পনস (কাঁটাল) ঈষৎ কষায়-রস-বিশিষ্ট স্বাদুরস, স্নিগ্ধ ও গুরুপাক। মোচফল (কদলী)—কষায়যুক্ত-স্বাদুরস, অতি শীতল নহে, রক্ত-পিত্তনাশক, বৃষ্য, রুচিকর, শ্লেষ্মজনক ও গুরুপাক।

দ্রাক্ষা।—(আঙ্গুর), কাশ্মর্য্য (গাম্ভারীফল), মধুকপুষ্প (মউলফুল) খেজুর প্রভৃতি ফল রক্ত-পিত্তনাশক, গুরু ও মধুর। ইহাদিগের মধ্যে দ্রাক্ষা-ফল সারক, স্বরের হিতকর, মধুর, স্নিগ্ধ ও শীতল, এবং রক্তপিত্ত, জ্বর, শ্বাস, তৃষ্ণা, দাহ ও ক্ষয়রোগনাশক।

কাশ্মর্য্য ফল।—হৃদ্য, মূত্রবন্ধের শান্তিকর, এবং রক্তপিত্ত ও বায়ু-নাশক। ইহা কেশের হিতকর এবং রসায়ন ও মেধাজনক।

খর্জ্জূর-ফল।—ক্ষত ও ক্ষয়রোগনাশক, হৃদ্য, শীতল, তৃপ্তিকর, গুরু-পাক, রসে ও পাকে মধুর, এবং রক্তপিত্তদমনকারী।

মধূক-পুষ্প।—পুষ্টিকর, হৃদয়ের অপ্রিয় এবং গুরু। মধূক-ফল বায়ু-পিত্তের শান্তিকর।

বাতাম।—(বাদাম), আক্ষোড় (আখরোট ফল), অভিষুক (পেস্তা), নিচুল (হিজল-ফল), পিচু (ময়নাফল), নিকোচক (বঁইচ ফল), উরুমান (সাঁইফল) প্রভৃতি ফলসকল পিত্ত-শ্লেষ্মনাশক, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, গুরুপাক, পুষ্টিকর, বায়ুনাশক, বলকর এবং মধুররস।

লবলী (নোয়াড়) ফল।—কষায় ও কিঞ্চিৎতিক্তরসবিশিষ্ট, কফ-পিত্তনাশক, রুচিকর, মুখপ্রিয়, সুগন্ধি এবং বিশদ।

বদির (সূর্য্যাবর্ত্ত) ফল।—শীতপাকা (বলাফল)ও ভল্লাতকবৃন্ত—বিষ্টম্ভী, দুর্জ্জর, রুক্ষ, শীতল, বায়ুর প্রকোপকারক, বিপাকে মধুর, এবং রক্ত-পিত্তনাশক।

টঙ্ক।—(নীল-কপিত্থফল)—শীতল, কষায়-মধুর রস, বায়ুর প্রকোপকর এবং গুরুপাক।

ইঙ্গুদীফল।—স্নিগ্ধ, উষ্ণ, তিক্ত ও মধুররস এবং বাত-শ্লেষ্মকর।

শমীফল।—গুরুপাক, স্বাদু, রুক্ষ এবং কেশনাশক।

শ্লেষ্মাতক (বহুবার) ফল।—গুরুপাক, কফবর্দ্ধক, মধুররস ও শীতল। করীর (মরুভূমিজাত ফলবিশেষ), অক্ষক ও পীলু, এবং মল্লিকা ও কেতকী প্রভৃতি তৃণশূন্য ফল স্বাদু, তিক্ত ও কটুরস, উষ্ণ, এবং কফ-বায়ুনাশক। ইহাদিগের মধ্যে পীলুফল কটু-তিক্তরস, পিত্তকর, সারক, বিপাকে কটু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, স্নিগ্ধ এবং কফ ও বায়ুর শান্তিকর।

তুবরক-ফল।—ব্রণকর, কষায়, পরিপাকে কটু, উষ্ণ এবং ক্রিমি, জ্বর, আনাহ (মল-মূত্ররোধক রোগবিশেষ) মেহ ও উদাবর্ত্ত নাশ করে।

করঞ্জ, কিংশুক ও অরিষ্ট (নিম্ব) ফল—কুষ্ঠ, গুল্ম, উদরী ও অর্শোরোগ নাশক, পরিপাকে কটু, এবং ক্রিমি ও প্রমেহনাশক।

বিড়ঙ্গ ফল।—রুক্ষ, উষ্ণ, পরিপাকে কটু, লঘু, বায়ু ও কফনাশক, তিক্ত, বিষের পক্ষে অল্প উপকারী এবং ক্রিমিনাশক।

অভয়া।—(হরীতকী)—ব্রণের হিতকর, উষ্ণ, সারক, মেধাজনক, দোষ-নাশক, শোথ ও কুষ্ঠনাশক, কষায়-অম্লরস, অগ্নিকর এবং চক্ষুর হিতকর।

অক্ষফল (বহেড়া)।—ভেদক, লঘু, রুক্ষ, উষ্ণ, স্বরের ব্যাঘাতকর, ক্রিমিনাশক, চক্ষুর হিতকর, পরিপাকে স্বাদু, কষায়-রস, এবং কফঘ্ন ও পিত্ত-নাশক।

পূগ-ফল।—(সুপারী) কফ ও পিত্তনাশক, রুক্ষ, মুখের ক্লেদ ও মল-নাশক, কষায়-রস-বিশিষ্ট ঈষৎ মধুর, এবং সারক।

জাতীকোষ।—(জয়িত্রী), কর্পূর, জাতীফল (জায়ফল), কটুকা (লতাকস্তুরী-ফল), কক্কোলক এবং লবঙ্গ, ইহারা তিক্ত ও কটুরস, কফনাশক, লঘু, তৃষ্ণানিবারক, এবং মুখের ক্লেদ ও দুর্গন্ধনাশক। কর্পূর—তিক্তরস-বিশিষ্ট,

সুরভি, শীতল, লঘুপাক ও বমনকারক এবং তৃষ্ণা, মুখশোষ ও মুখের বিরসতা ঘটিলে উপকারী।

লতা-কস্তুরিকা।—পূর্ব্বোক্ত গুণসম্পন্ন, শীতল এবং বস্তিবিশোধন-কারক।

পিয়ালমজ্জা।—মধুর, বৃষ্য এবং কফ ও বায়ু-পিত্ত-নাশক।

বিভীতকী মজ্জা।—মত্ততাজনক এবং কফ ও বায়ুনাশক। কুলের ও আমলকীর মজ্জা, কষায়-মধুররস, বাত-পিত্তনাশক এবং তৃষ্ণা ও বমন-নিবারক।

বীজপূরক।—(টাবানেবু), শম্পাক (সোঁদাল) এবং কোশাম্রের (কেওড়ার) মজ্জা পরিপাকে স্বাদু, অগ্নি ও বলবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ এবং পিত্ত ও বায়ুনাশক।

এস্থলে যে যে ফলের যেরূপ বীর্য্য নির্দ্দেশ করা হইল, সেই সেই ফলের মজ্জারও সেইরূপ বীর্য্য জানিবে।

যেসকল ফলের কথা বলা হইল, ইহারা পরিপক্ক হইলেই অধিক গুণকারী হয়। কেবল বিল্বফল অপরিপক্ক অবস্থাতে অধিক গুণবিশিষ্ট হইয়া থাকে। অপক্ক বিল্ব মল-সংগ্রাহক, উষ্ণ, অগ্নিবৃদ্ধিকর এবং কষায় কটু ও তিক্তরসবিশিষ্ট।

যেসকল ফল ব্যাধিযুক্ত বা কীটক্ষত, যাহারা অধিকতর পরিপক্ক, যাহারা অসময়ে জন্মায়, এবং বিপরীত ঋতুতে উৎপন্ন হয়, সেইসকল ফল পরিত্যাগ করিবে।

শাকবর্গ।

শাক—পুষ্পফল (কুমড়া), অলাবু (লাউ), কালিন্দক (তরমুজ), প্রভৃতি শাক-বর্গ। ইহারা পিত্তঘ্ন, বায়ু ও কফের ঈষৎ বর্দ্ধনকর, মল-মূত্রজনক, এবং রসে ও পাকে স্বাদু। ইহাদের মধ্যে বাল-কুষ্মাণ্ড (কচিকুমড়া) অর্থাৎ বাতী-কুমড়া পিত্তঘ্ন। মধ্য অবস্থায় কুমড়া কফকর এবং পাকা কুমড়া উষ্ণ, সক্ষার, লঘুপাক, অগ্নিকর, বস্তিশোধনকর, সকলপ্রকার দোষের শান্তিকর, হৃদ্য,

এবং উন্মাদমূর্চ্ছাদি মানসিক বিকারে সুপথ্য। কালিন্দক—দৃষ্টি ও শুক্রের ক্ষয়-কারী, এবং কফ ও বাতের বর্দ্ধনকারী। মিষ্ট অলাবু—মলভেদক, রুক্ষ, গুরু-পাক ও অতিশয় শীতল। তিক্ত অলাবু—অহৃদ্য, বমনকারক এবং বাত-পিত্তের শান্তিকর।

ত্রপুস প্রভৃতি।—ত্রপুস (শশা), এর্ব্বারু (বড় কাঁকুড়), কর্ক্কারু (ছোট কাঁকুড়), শীর্ণবৃন্ত (ফুটি) প্রভৃতি গুরুপাক, বিষ্টম্ভী, শীতল, স্বাদু, কফকর, মল-মূত্রজনক, সক্ষার এবং মধুর। শশা নবজাত, কচি ও নীলবর্ণ হইলে—পিত্তনাশক; পক্ক হইলে—কফকর ও পাণ্ডুরোগজনক; এবং অম্ল হইলে—বাত-শ্লেষ্মার শান্তিকর। এর্ব্বারু ও কর্ক্কারু পক্ক হইলে কফ-বাতের বর্দ্ধনকর, সক্ষার, মধুর, রুচিজনক, অগ্নিকর, অথচ অধিক পিত্তকর নহে। শীর্ণবৃন্ত—প্রথম অবস্থায় সক্ষার, মধুর ও কফের শান্তিকর; মধ্য অবস্থায় ভেদক, লঘু, অগ্নিকর ও হৃদ্য; এবং পক্ক অবস্থায় আনাহ ও মূত্রজ অষ্ঠীলা-রোগের শান্তিকর।

পিপ্পলী প্রভৃতি। – পিপ্পলী, মরিচ, শৃঙ্গবের (শুঁঠ), আদ্রক, হিঙ্গু, জীরক, কুস্তুম্বুরু (ধ'নে), জম্বীর, সুরসা (সুগন্ধি তুলসী), সুমুখা (বনতুলসী), অর্জ্জক (সাদা তুলসী), ভূতৃণ, সুগন্ধ, কাসমর্দ্দ (কালকাসুন্দে), কালমাল, (বাবুইতুলসী), কুঠেরক (বাবুই-তুলসীবিশেষ), ক্ষবক (হাঁচুটে), খরপুষ্প (মরুয়া), শিগ্রু (সজিনা), মধুশিগ্রু (রক্তসজিনা) ফণিজ্ঝক (তুলসীবিশেষ), সর্ষপ, রাজিকা (রাইসর্ষপ), কুলাহল (কুকুরশোঙ্গা), কুকশিমা, বেণু গণ্ডির তিলপর্ণিকা (শাকবিশেষ), বর্ষাভূ (পুনর্নবা), চিত্রক, মূলকপোতিকা (কচি-মূলা), লশুন, পলাণ্ডু, কলায়শাক প্রভৃতি কটু, উষ্ণ, রুচিকর, বাতশ্লেষ্মার শান্তি-কর, এবং যূষাদি নানাপ্রকার পাকের সংস্কারে ব্যবহার্য্য।

ইহাদের মধ্যে কাঁচা পিপুল শ্লেষ্মজনক, গুরুপাক, স্বাদু ও শীতল। ইহা শুষ্ক হইলে, কফ বায়ুর শান্তিকর, বৃষ্য, এবং পিত্তের অবিরোধী।

মরিচ।—কাঁচা মরিচ স্বাদু, গুরুপাক ও শ্লেষ্মস্রাবী। ইহা শুষ্ক হইলে, কটু, উষ্ণ, লঘু, অবৃষ্য ও কফ-বাতের নিবারক। শ্বেত-মরিচ অধিক উষ্ণ-বীর্য্য বা অধিক শীতবীর্য্য নহে এবং সকলপ্রকার মরিচ অপেক্ষা গুণকারী, বিশেষতঃ চক্ষুর উপকারী। (শ্বেত-মরিচ শব্দে সজিনাবীজ বুঝায়, কিন্তু কেহ কেহ সাদা মরিচেরও অস্তিত্ব স্বীকার করেন।)

শুণ্ঠী—কফ-বাতের শান্তিকর, কটুরস, পাকে মধুর, বৃষ্য, উষ্ণ, রুচিকর, হৃদয়ের প্রীতিকর, অল্পস্নিগ্ধ, লঘু ও অগ্নিকর। আর্দ্রক (আদা) কফ-বাতের শান্তিকর ও স্বরের হিতকর; বিবন্ধ, আনাহ ও শূলের শান্তিকর; এবং কটু, উষ্ণ, রুচিকর, হৃদ্য ও বৃষ্য।

হিঙ্গু।—লঘু, উষ্ণ, পাচক, অগ্নিকর, কফ ও বায়ুর শান্তিকর, কটু, স্নিগ্ধ, সারক, তীক্ষ্ণ এবং শূল, অজীর্ণ ও কোষ্ঠের কঠিনতা-নাশক।

শ্বেত-জীরক ও পীতজীরক।—তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, কটুরস, কটুপাক, সুগন্ধি, রুচিকর, পিত্ত ও অগ্নির বর্দ্ধনকর এবং বায়ু ও শ্লেষ্মার শান্তিকর।

কারবী (কৃষ্ণজীরা), করবী ও উপকুঞ্চিকা (মোটাজীরা)।—সেইরূপ গুণকারী। ইহারা ব্যঞ্জন প্রভৃতি ভক্ষ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়।

কাঁচাধ'নে স্বাদু, সুগন্ধযুক্ত ও হৃদ্য। ইহা শুষ্ক হইলে, পাকে মধুর, স্নিগ্ধ, তৃষ্ণা ও দাহের শান্তিকর, ত্রিদোষনাশক, কটুরস ও কিঞ্চিৎ তিক্তরস এবং নাড়ী-পথের শোধনকারক।

জম্বীর (শাকবিশেষ)।—পাচক ও তীক্ষ্ণ; ক্রিমি বায়ু ও শ্লেষ্মার শান্তিকর, সুগন্ধি, অগ্নিকর, রুচিকর ও মুখের বৈশদ্য (নির্ম্মলতা) কারক।

শ্বেত সুরস—(তুলসীবিশেষ) কফ, বায়ু, বিষ, শ্বাস, কাস ও মুখের দুর্গন্ধনাশক, পিত্তকর এবং পার্শ্বশূলঘ্ন। সুমুখও এইরূপ গুণকারী, অধিকন্তু বিষের শান্তিকর।

কৃষ্ণসুরস, অর্জ্জক এবং ভূস্তৃণ—রসে ও পাকে কটু, কফের শান্তিকর, রুক্ষ, লঘুপাক, উষ্ণ এবং পিত্তবর্দ্ধক।

কাসমর্দ্দ—মধুর-তিক্তরস, পাচক, স্বরশোধক এবং বাতশ্লেষ্মনাশক। ইহা বিশেষরূপে পিত্তনাশ করে।

শিগ্রু অর্থাৎ সজিনা—সক্ষার, মধুর ও কটু-তিক্তরস এবং পিত্তকর। মধু-শিগ্রু (লাল সজিনা)—সারক, কটু-তিক্তরস, শোথনাশক ও অগ্নিকর।

সর্ষপশাক—বিদাহী, মলমূত্ররোধক, রুক্ষ ও তীক্ষ্ণোষ্ণ বীর্য্য এবং ত্রিদোষের বর্দ্ধনকর। গণ্ডীরক শাক বেণুশাকের তুল্যগুণবিশিষ্ট।

চিত্রক এবং তিলপর্ণী—কফ ও শোথের শান্তিকর এবং লঘুপাক।

বর্ষাভূ (পুনর্নবা)।—কফবাতের শান্তিকর এবং শোথ, উদর ও অর্শো-রোগের হিতকর।

কচি মূলা—কটু ও তিক্তরস, হৃদ্য, অগ্নিকর, রুচিজনক, সকলপ্রকার দোষের শান্তিকর, লঘু ও কণ্ঠশোধনকর। কাঁচা বড় মূলা, গুরুপাক, বিষ্টম্ভী, তীক্ষ্ণ ও ত্রিদোষকারী। ঘৃত তৈলাদিতে সিদ্ধ হইলে, ইহা পিত্তের ও কফবাতের শান্তিকর হয়। শুষ্ক মূলা ত্রিদোষনাশক, বিষদোষ-প্রশামক ও পাকে লঘু, মূলক ভিন্ন আর সকল শাকই শুষ্ক হইলে, বিষ্টম্ভী ও বায়ুর প্রকোপকর হয়। মূলকের পুষ্প, পত্র এবং ফল, উত্তরোত্তর লঘু। ইহাদিগের পুষ্পদ্বারা কফ ও পিত্তের এবং ফলদ্বারা কফ ও বায়ুর শান্তি হয়।

রসুন—স্নিগ্ধ, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, কটু ও স্বাদু, পিচ্ছিল, গুরুপাক, সারক, বলকর, বৃষ্য, মেধাজনক, স্বর, বর্ণ ও চক্ষুর হিতকর এবং ভগ্নাস্থির সন্ধানকর। ইহা হৃদ্রোগ, জীর্ণজ্বর, কুক্ষিশূল, কোষ্ঠরোগ, গুল্ম, অরুচি, কাস, শ্বাস, শোথ, অর্শঃ, কুষ্ঠ, অগ্নিমান্দ্য, ক্রিমি এবং বায়ু ও কফের শান্তি করে।

পলাণ্ডু—অতিশয় উষ্ণবীর্য্য নহে, বায়ুর শান্তিকারী, কটু, তীক্ষ্ণ, গুরুপাক, অথচ অধিক শ্লেষ্মজনক নহে, বলকর, কিঞ্চিৎ পিত্তকর এবং অগ্নিকর। ক্ষীর-পলাণ্ডু স্নিগ্ধ, রুচিকর, ধাতুর স্থৈর্য্যকারী, বলকর, মেধা, কফ ও পুষ্টির বর্দ্ধনকারী, পিচ্ছিল, স্বাদু, গুরুপাক ও পিত্তের পক্ষে প্রশস্ত।

কলাইশাক কফ ও পিত্তের শান্তিকর, বায়ুর প্রকোপকর, গুরুপাক, কিঞ্চিৎ কষায় এবং পাকে মধুর।

চুচ্চু (শাকবিশেষ), যূথিকা, তরুণী, জীবন্তী, বিম্বীতিকা (তেলাকুচাশাক), নন্দীভল্লাতক, ছাগলান্ত্রী, বৃক্ষাদনী, ফঞ্জী (বামুনহাটী), শাল্মলী (শিমূল), শেলু, বনস্পতি-পল্লব, শণ, কর্ব্বুদার ও কোবিদার প্রভৃতি শাক—কষায়-তিক্তযুক্ত স্বাদু, লঘুপাক, রক্তপিত্তের শান্তিকর, কফঘ্ন, বায়ুবর্দ্ধক ও সংগ্রাহী।

ইহাদের মধ্যে চুচ্চুশাক কষায়-মধুর-রস, লঘুপাক, মলরোধক, পিচ্ছিল, ত্রিদোষনাশক এবং ক্রিমি ও ব্রণরোগে হিতকর। জীবন্তী (জীয়নষষ্ঠী) চক্ষুর হিতকরী ও সর্ব্বদোষনাশিনী। বৃক্ষাদনী (গাছের উপর যে গাছ জন্মে) বায়ু-নাশক। ফঞ্জী (বামুনহাটী) অল্পবলকর। অশ্বত্থাদি ক্ষীরিবৃক্ষ ও উৎপল প্রভৃতির পল্লব—কষায়রস, শীতল, সংগ্রাহী এবং রক্তপিত্ত ও অতিসার রোগে প্রশস্ত।

পুনর্নবা, বরুণ, তর্কারী (গণিয়ারীপত্র), উরুবক (এরণ্ডপত্র), বৎসাদনী (গুলঞ্চপত্র) ও বিল্বশাক প্রভৃতি উষ্ণ, স্বাদুতিক্ত এবং বায়ুর শান্তিকর। পুনর্নবাশাক অধিকন্তু শোথনাশক।

তণ্ডুলীয়ক (নটে'শাক), উপোদিকা (পুঁইশাক), অশ্ববলা (মেথীশাক), চিল্লী, পালঙ্ক্য (পালং), বাস্তুক (বেতোশাক) প্রভৃতি, মলমূত্রস্রাবক; সক্ষার, মধুর, বাতশ্লেষ্মার অল্পপ্রকোপকর এবং রক্তপিত্তের শান্তিকর। ইহাদিগের মধ্যে তণ্ডুলীয়ক রসে ও পাকে মধুর, শীতল, রুক্ষ, রক্তপিত্ত ও মত্ততার শান্তিকর এবং বিষঘ্ন। উপোদিকা (পুঁইশাক) রসে ও পাকে মধুর, বৃষ্য, বায়ু-পিত্ত ও মত্ততার শান্তিকর, সারক, স্নিগ্ধ, বলকর, শ্লেষ্মজনক ও শীতল। বাস্তুক (বেতোশাক) কটুপাক, ক্রিমিনাশক, মেধা, অগ্নি ও বলের বর্দ্ধনকর, সক্ষার, সকল দোষের শান্তিকর, রুচিকর এবং সারক। চিল্লীশাক বাস্তুকের ন্যায় এবং পালঙ্ক্যশাক তণ্ডুলীয়কের ন্যায় গুণকারী; অধিকন্তু পালঙ্ক্য শাক—বায়ুর প্রকোপকর, মল-মূত্ররোধক, রুক্ষ এবং পিত্তশ্লেষ্মার হিতকারী। অশ্ববলা-শাক (মেথীশাক) রুক্ষ, এবং মল, মূত্র ও বায়ুর রোধক।

মণ্ডুকপর্ণী (ব্রাহ্মীশাক), সপ্তলা (সাতলা), সুনিষণ্ণক (সুষুণীশাক), সুবর্চ্চলা (অতসী), ব্রহ্মসুবর্চ্চলা, পিপ্পলী, গুলঞ্চ, গোজিহ্বা (গোজিয়ালতা), কাকমাচী (গুড়কামাই), প্রপুন্নাড় (চাকুন্দাবৃক্ষ), অবল্গুজ (সোমরাজ), সতীন (ক্ষুদ্রমটর), বৃহতীর ও কণ্টকারীর ফল, পটোল, বার্ত্তাকু, কারবেল্লক (করলা-উচ্ছে), কটকী, কেবুক, উরুবুক (এরণ্ড), পর্পটক (ক্ষেৎপাপড়া), কিরাততিক্ত (চিরাতা), কর্কোটক (কাঁকরোল), অরিষ্ট (নিম্ব), কোশাতকী (ঝিঙ্গা), বেত্রকরীর (বেতের ডগী), অটরূষক (বাসক), অর্কপুষ্প প্রভৃতি রক্তপিত্ত-নাশক, হৃদ্য ও লঘু এবং কুষ্ঠ, মেহ, জ্বর, শ্বাস, কাস ও অরুচির নিবৃত্তিকর।

মণ্ডুকপর্ণী (থুলকুড়ীশাক)—কষায়, শীতল, পিত্তনাশক, রসে ও পাকে মধুর, এবং লঘুপাক। গোজিহ্ব-শাকও এইরূপ উপকারী। সুনিষণ্ণক শাক—অবিদাহী, ত্রিদোষের শান্তিকর এবং মলরোধক। অবলগুজ (সোমরাজ) তিক্তরস, পাকে কটু এবং পিত্তশ্লেষ্মার শান্তিকর। সতীনজ (মটরের) শাক ঈষৎ তিক্ত ও কটু-রস, ত্রিদোষের শান্তিকর, কুষ্ঠরোগে হিতকর, এবং অধিক উষ্ণ বা অধিক শীতল নহে। কাকমাচী শাকও এইরূপ গুণকারী।

বৃহতী ও কণ্টকারীর ফল কটু-তিক্তরস, লঘুপাক, কফবাতের শান্তিকর, এবং কুষ্ঠ, কণ্ডূ ও ক্রিমিরোগে হিতকর। পটোল—কফ-পিত্তনাশক, ব্রণের হিতকর, উষ্ণ, তিক্ত, অথচ বায়ুর প্রকোপকর নহে, পাকে কটু, বৃষ্য, রুচিকর ও অগ্নিকর।

বার্ত্তাকু—কফ-বাতের শান্তিকর কটু-তিক্তরস, রুচিকর, লঘু ও অগ্নিকর। পাকা বেগুণ ক্ষার-যুক্ত ও পিত্তকর। কর্কোটক এবং কারবেল্লক এইরূপ গুণকারী।

বাসক, বেত্রাগ্র, গুলঞ্চ, নিম্ব, ক্ষেৎপাপড়া এবং কিরাততিক্ত (চিরাতা), ইহারা তিক্তরস এবং পিত্ত-শ্লেষ্মার শান্তিকর। বরুণ ও চাকুন্দে শাক কফনাশক, রুক্ষ, লঘু, শীতল ও বাতপিত্তের প্রকোপকারক। কালশাক কটু অগ্নিকর ও বিষদোষের শান্তিকর।

কুসুমশাক।—মধুর, রুক্ষ, উষ্ণ, শ্লেষ্মনাশক ও লঘু। নালিতা-শাক মধুর, বায়ুবৰ্দ্ধক এবং পিত্তঘ্ন। চাঙ্গেরী (আমরুল)—গ্রহণী ও অর্শোরোগের শান্তিকর, উষ্ণ, কষায় মধুর-অম্লরস ও অগ্নিকর এবং বাতশ্লেষ্মায় হিতকর।

লোনিকা (লুনিশাক), জাতুক, পর্ণিকা, পত্তূর (শালিঞ্চ), জীবক, সুবর্চ্চলা, কুরুবক (ঝাঁটী), কঠিল্লক, কুন্তলিকা এবং কুরণ্টিকা প্রভৃতি শাক—ঈষৎ লবণযুক্ত স্বাদুরস, ক্ষারবিশিষ্ট, শীতল, রুক্ষ, সারক, কফনাশক ও অল্প পিত্তবৰ্দ্ধক।

ইহাদের মধ্যে কুন্তলিকা শাক মধুর-তিক্ত; এবং কুরণ্টিকা কষায়রস-বিশিষ্ট। রাজক্ষবক-শাক ও শটীশাক সংগ্রাহী, শীতল, লঘু ও দোষের অবিরোধী। হরিমন্থ (ছোলা) শাক রসে ও পাকে মধুর এবং দুর্জ্জর (সহজে জীর্ণ হয় না)। কলায়-শাক ভেদক, মধুর, রুক্ষ ও বায়ুর প্রকোপকর। পূতিকরঞ্জের (নাটাকরঞ্জ) পত্র সন্ধিসমূহের শিথিলতাকারক, কটুপাক, লঘু, বাতশ্লেষ্মার শান্তিকর, শোথঘ্ন এবং উষ্ণবীর্য্য।

তাম্বূলপত্র (পাণ)—তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, কটু-তিক্ত-কষায়রস, পিত্ত-প্রকোপক, সুগন্ধি, বিশদ, স্বরের হিতকর, বাতশ্লেষ্মার শান্তিকর, সন্ধিসমূহের শিথিলতাকর, কটুপাক, অগ্নিকর এবং মুখের কণ্ডূ (মুখে যে চুলকনা হয়), মল, ক্লেদ ও দুর্গন্ধ প্রভৃতি শোধন করে।

পুষ্পবর্গ।

কোবিদার (রক্তকাঞ্চন), শণ ও শাল্মলী (শিমূল) পুষ্প—মধুররস, পাকে মধুর এবং রক্তপিত্তনাশক।

বৃষ (বাসক) ও অগস্ত্য (বক) পুষ্প—তিক্ত, পরিপাকে কটু এবং ক্ষয়-কাস-নাশক।

শিগ্রু (সজিনা), মধুশিগ্রু (রক্তসজিনা) ও করীরপুষ্প পরিপাকে কটু, বাত-নাশক এবং মল-মূত্রের নিঃসারক।

অগস্ত্য পুষ্প।—অধিক শীতল বা অতি উষ্ণ নহে এবং রাত্র্যন্ধ (রাতকাণা) ব্যক্তির পক্ষে উপকারী।

রক্ত-বৃক্ষ, নিম্ব, আকন্দ, অসন, মুষ্কক (ঘণ্টাপারুল) এবং কুটজের (কুড়চী) পুষ্প—কফ ও পিত্তহারী এবং কুষ্ঠরোগনাশক। পদ্মপুষ্প ঈষৎ তিক্ত-মধুর, শীতল এবং পিত্ত ও কফ-নাশক। কুমুদ-পুষ্প মধুররস, পিচ্ছিল, স্নিগ্ধ, আনন্দকর এবং শীতল। কুবলয় (কুমুদবিশেষ) ও উৎপল (নীলশুঁদী-ফুল)—কুমুদ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ভিন্ন গুণ-বিশিষ্ট। সিন্ধুবার (নিসিন্দা) পুষ্প হিতকর ও পিত্ত-নাশকারী। মালতী ও মল্লিকা পুষ্প তিক্তরস-বিশিষ্ট ও সদ্গন্ধযুক্ত এবং পিত্তনাশক। বকুলপুষ্প—সুগন্ধি, বিশদ ও হৃদ্য। পাটল-পুষ্পও ঐরূপ। নাগ (নাগকেশর) ও কুঙ্কুম (জাফরাণ) পুষ্প—শ্লেষ্মা, পিত্ত ও বিষনাশক। চম্পক-পুষ্প রক্ত-পিত্তনাশক, নাতি-শীতোষ্ণ এবং কফনাশক। কিংশুক (পলাশ) ও কুরুণ্টক (পীতঝিণ্টী) পুষ্প—কফ ও পিত্তনাশক। যে যে বৃক্ষের যে যে গুণ, তাহাদের পুষ্পেরও সেই সেই গুণ জানিবে। মধু-শিগ্রুর করীর অর্থাৎ কোমল ডাঁটা কষায়-কটুরস এবং শ্লেষ্মনাশক।

ক্ষবক, কুলেচর, বংশকরীর (বাঁশের কোঁড়) প্রভৃতি কফ-নাশক ও মল-মূত্রের নিঃসারক। ইহাদের মধ্যে ক্ষবক—ক্রিমিকর, পরিপাকে স্বাদু, পিচ্ছিল, কফস্রাবক, বায়ুবৃদ্ধিকর এবং অতিশয় পিত্তশ্লেষ্মকর নহে। বংশকরীর (বাঁশের কোঁড়) কফকর, মধুর-কষায়-রস, পাকে মধুর, বিদাহী, বাতকর ও রুক্ষ।

পলাল, ইক্ষু, বেণু, করীষ ও ভূমিজাত ছত্রসমূহকে উদ্ভিদ্‌-শাক বলা যায়। ইহাদিগের মধ্যে পলাল (শস্যশূন্য ধান্যকাণ্ড ও পোয়াল) জাত উদ্ভিদ্ মধুররস, পাকে মধুর, রুক্ষ এবং দোষনাশক। ইক্ষুজাত উদ্ভিদ্ মধুর-কটু-কষায়-রসবিশিষ্ট ও শীতল। করীষ (শুষ্ক গোময়) জাত উদ্ভিদ্—ইক্ষুজাত উদ্ভিদের তুল্য গুণবিশিষ্ট এবং উষ্ণ, কষায়-রসবিশিষ্ট ও বায়ুর প্রকোপকর। বেণু (বাঁশ) জাত উদ্ভিদ্—কষায়রস ও বায়ু-প্রকোপকর। ভূমিজাত উদ্ভিদ্—গুরুপাক এবং অতিশয় বায়ুর প্রকোপকারক নহে। ভূমি হইতে উৎপন্ন বলিয়া ইহারা ভূমির তুল্য রসবিশিষ্ট।

পিণ্যাক (খইল), তিল-কল্ক (তিলের খইল), স্থণিকা রূপে (বড়াবিশেষ) পরিণত শুষ্কশাক প্রভৃতি সকল দোষের প্রকোপকর। সকলপ্রকার বটক পিষ্টক (বড়াবিশেষ) বিষ্টম্ভী ও বায়ুর প্রকোপকর। সিণ্ডাকী নামক সংস্কৃত শাকবিশেষ বায়ুর বৃদ্ধিকর, রুচিকর ও অগ্নিকর। সর্ব্বপ্রকার শাকই মলভেদক, গুরুপাক, রুক্ষ, প্রায়ই বিষ্টম্ভী ও দুর্জ্জর এবং কষায় রসবিশিষ্ট মধুররস।

পুষ্প, পত্র, ফল, নাল (ডাঁটা) ও কন্দ (মূল), ইহারা যথাক্রমে গুরু। কর্কশ, অতিশয় জীর্ণ, কীটক্ষত, কুস্থান-জাত এবং অকালে উৎপন্ন, এইরূপ পত্র-শাক পরিত্যাগ করিবে।

ইহার পর কন্দবর্গ বলা হইতেছে :—

বিদারীকন্দ (ভূমিকুষ্মাণ্ড), শতাবরী (শতমূলী), বিস (পদ্মমূল), মৃণাল, শৃঙ্গাটক (পাণিফল), কশেরুক (কেশুর), পিণ্ডালু (গোল-আলু) মধ্বালুক (মৌ-আলু), হস্ত্যালুক (কাষ্ঠালুক), শঙ্খালুক (শাঁক-আলু), রক্তালুক (রাঙ্গা-আলু) ইন্দীবর (সুঁদী) ও উৎপলকন্দ প্রভৃতি রক্ত-পিত্তনাশক, শীতল, মধুর, গুরুপাক, অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক ও স্তন্যবৃদ্ধিকর।

বিদারীকন্দ (ভুঁই-কুমড়া) মধুর, পুষ্টিকর, বৃষ্য, শীতল, স্বরের হিতকর, অতিশয় মূত্রবৃদ্ধিকর এবং বায়ুপিত্তনাশক।

শতাবরী (শতমূলী)—বাতপিত্তনাশক, বৃষ্য, স্বাদু ও তিক্ত রসবিশিষ্ট। মহাশতাবরী—মেধা, অগ্নি ও বলের বর্দ্ধনকর এবং হৃদয়ের তৃপ্তিকর, অর্শোনাশক গ্রহণীনাশক, শীতবীর্য্য ও রসায়ন। শতাবরীর অঙ্কুর কফঘ্ন পিত্তনাশক ও তিক্তরসবিশিষ্ট।

বিসকন্দ—অবিদাহী, রক্তপিত্তের প্রসাদক, বিষ্টম্ভী, রুক্ষ, বিরস ও বায়ুনাশক। শৃঙ্গাটক ও কশেরুক গুরুপাক, বিষ্টম্ভী ও শীতল। পিণ্ডালুক কফকর, গুরুপাক এবং বায়ুর প্রকোপকর। সুরেন্দ্রকন্দ (রাঙ্গা আলু)—শ্লেষ্মনাশক, পরিপাকে কটু এবং পিত্তকর। বংশকরীর (বাঁশের কোঁড়) গুরু-পাক এবং কফ-বায়ুর প্রকোপকর।

স্থূলকন্দ, শূরণ (ওল), মাণক (মাণকচু) প্রভৃতি কন্দসকল ঈষৎ কষায়-রস বিশিষ্ট কটু, বিষ্টম্ভী, গুরুপাক, কফ ও বায়ুর বৃদ্ধিকর এবং পিত্তজনক।

মাণক (মাণকচু)—স্বাদু, শীতল ও গুরু। স্থূলকন্দ অতিশয় উষ্ণ নহে। এবং শূরণ অর্শোরোগনাশক। কুমুদ, উৎপল ও পদ্ম প্রভৃতির কন্দসকল বায়ুর প্রকোপ-কর, কষায়-রসবিশিষ্ট, পিত্তশান্তিকর, পরিপাকে মধুর এবং হিমগুণসম্পন্ন।

বারাহ-কন্দ—শ্লেষ্মনাশক, রসে ও পাকে কটু, মেহ কুষ্ঠ ও ক্রিমিনাশক, বল-কর, বৃষ্য ও রসায়ন।

তাল, নারিকেল ও খেজুর প্রভৃতি বৃক্ষের মস্তকের মজ্জা অর্থাৎ মাতি পাকে ও রসে স্বাদু, রক্তপিত্তনাশক, শুক্রের বৃদ্ধিকর, বায়ুনাশক এবং কফবর্দ্ধক।

নূতনজাত অর্থাৎ কচি, ঋতুবিপর্য্যয়ে উৎপন্ন, জীর্ণ, ব্যাধিযুক্ত, কীটক্ষত এবং যাহাদের সম্যক্‌রূপে অঙ্কুর জন্মে না, এইরূপ কন্দসকল পরিত্যাগ করিবে।

লবণবর্গ।

সৈন্ধব, সামুদ্র, বিড়, সৌবর্চ্চল, রোমক ও ঔদ্ভিদ্‌ প্রভৃতি লবণসকল পর পর ক্রমে উষ্ণ, বায়ুনাশক ও কফ-পিত্তকর এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব ক্রমে স্নিগ্ধ, স্বাদু ও মল-মূত্রের বিরেচক।

সৈন্ধব লবণ।—চক্ষুর হিতকর, মুখপ্রিয়, রুচিকর, লঘু, অগ্নিবৃদ্ধিকর, স্নিগ্ধ, ঈষৎ মধুর-রসবিশিষ্ট, বৃষ্য, শীতল ও ত্রিদোষনাশক।

সামুদ্র লবণ।—পরিপাকে মধুর, অতিশয় উষ্ণ নহে, অবিদাহী, ভেদক, ঈষৎ স্নিগ্ধ, শূলনাশক এবং অতিশয় পিত্তকর নহে।

বিট্‌লবণ—(কাল-লবণ) সক্ষার, অগ্নিকর, রুক্ষ, শূল ও হৃদ্রোগনাশক, রুচিকর, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ এবং বায়ুর অনুলোমকর।

সৌবর্চ্চল (সচল) লবণ—পরিপাকে লঘু, উষ্ণবীর্য্য, বিশদ, কটু-রসবিশিষ্ট, গুল্ম, শূল ও বিবন্ধ-নাশক, মুখপ্রিয়, সুরভি এবং রুচিকর।

রোমক (শাম্ভারী) লবণ—তীক্ষ্ণ, অতিশয় উষ্ণ, আশু সর্ব্বদেহ-ব্যাপী, পাকে কটু, বায়ুনাশক, লঘু, কফস্রাবকারক, সূক্ষ্ম, মলভেদক এবং মূত্রকর।

ঔদ্ভিদ্ লবণ - (পাঙ্গা লবণ) লঘু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, উৎক্লেদী অর্থাৎ হৃদয়-দেশে শ্লেষ্মসঞ্চয় করিয়া বমনবেগ আনয়ন করে, সূক্ষ্ম, বায়ুর অনুলোমকারী, কটু-তিক্তরসবিশিষ্ট এবং সক্ষার।

গুটিকা লবণ - গুটিকাকৃতি কৃত্রিম (লবণবিশেষ) কফ বায়ু ও কৃমির শান্তিকর, বমনকর, পিত্ত-প্রকোপকর, অগ্নির পাচক ও ভেদক।

ঊষর—অর্থাৎ ক্ষারমৃত্তিকা সম্ভূত লবণ, বালুকেল অর্থাৎ বালুকাভূমি-জাত লবণ এবং পর্ব্বতের মূলদেশস্থ আকর হইতে উৎপন্ন লবণ—কটুরস ও কফাদিস্রাবক।

যবক্ষারাদি।—যবক্ষার, সর্জ্জিকাক্ষার (সাজীমাটী), পাকিম (ক্ষার-পাক বিধানে প্রস্তুত ক্ষার) ও টঙ্কণক্ষার (সোহাগা) ইহারা গুল্ম, অর্শঃ, গ্রহণী-দোষ, শর্করা ও অশ্মরীর নাশকারী। সকল ক্ষারই পাচক ও রক্তপিত্ত-জনক। ইহাদিগের মধ্যে সর্জ্জিকাক্ষার ও যবক্ষার অগ্নিতুল্য, শুক্র ও শ্লেষ্মার দমনকারী এবং মলরোধ, অর্শঃ, প্লীহা ও গুল্মের নাশক। ঊষরক্ষার উষ্ণ বায়ুশান্তিকর, প্রক্লেদী ও বলনাশক। পাকিমক্ষার—মূত্রবস্তি শোধনকর ও মেদোনাশক। টঙ্কণক্ষার—রুক্ষ, বায়ুবর্দ্ধনকর, শ্লেষ্মনাশক, পিত্তদোষজনক, অগ্নিবর্দ্ধক এবং তীক্ষ্ণ।

ধাতুবর্গ।

সুবর্ণ।—স্বাদু, হৃদ্য, পুষ্টিকর, রসায়ন, ত্রিদোষের শান্তিকর, শীতল, চক্ষুর হিতকর, এবং বিষনাশক।

রৌপ্য।—অম্লরসবিশিষ্ট, সারক, শীতল, স্নিগ্ধ এবং বায়ু ও পিত্তনাশক।

তাম্র।—কষায়-রস-বিশিষ্ট, মধুর, বমনকারক, শীতল ও সারক।

কাংস।—তিক্ত-রস-বিশিষ্ট, বমনকর, চক্ষুর হিতকর এবং কফের ও বায়ুর শান্তিকারক।

লৌহ।—বায়ুবর্দ্ধক, শীতল এবং তৃষ্ণা, পিত্ত ও কফনাশক।

ত্রপু (রাং) ও সীসক।—কটু ও লবণ রস-বিশিষ্ট, ক্রিমিনাশক, কৃশতাকারক।

মুক্তা, বিদ্রুম (পলা), বজ্র (হীরক), ইন্দ্রনীল, বৈদুর্য্য, স্ফটিক প্রভৃতি মণিসকল চক্ষুর হিতকর, শীতল, লেখনকর ও বিষনাশক। এইসকল মণি ধারণ করিলে পবিত্রতা জন্মে এবং পাপ, অলক্ষ্মী ও মলিনতা দূর হইয়া যায়।

---*---

ধান্যবর্গ, মাংসবর্গ ও শাকবর্গ অসংখ্যপ্রকার; তন্মধ্যে যেসকলের গুণ বলা না হইল, তাহাদের আস্বাদ ও উৎপত্তি বিবেচনা করিয়া, বুদ্ধিমান বৈদ্য তাহাদিগের গুণ নির্ণয় করিবেন।

প্রাধান্য নির্ণয়।—ষষ্টিক, গোধূম, যব, লোহিত-শালি, মুগ, আঢ়কী এবং মসুর, ইহারাই ধান্যবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। লাব, তিত্তির, সারঙ্গ, কুরঙ্গ, এণ, কপিঞ্জল, ময়ূর, বর্ম্মী (বাইন মাছ) এবং কূর্ম্ম, মাংসবর্গের মধ্যে এই সকলের মাংসই শ্রেষ্ঠ। দাড়িম, আমলক, দ্রাক্ষা, খেজুর, পরূষক, পিয়াল ও মাতুলুঙ্গ এইগুলি ফলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সতীন, বাস্তুক চুচ্চু, চিল্লী, কচিমূলা, মণ্ডুকপর্ণী ও জীবন্তী, এইগুলি শাকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ঘৃত-দুগ্ধের মধ্যে গব্যই শ্রেষ্ঠ। লবণের মধ্যে সৈন্ধব, অম্লের মধ্যে আমলকী ও দাড়িম, কটুরসের মধ্যে পিপ্পলী ও শুণ্ঠী, তিক্তের মধ্যে পটোল ও বার্ত্তাকু, মধুররসের মধ্যে ঘৃত ও মধু। কষায়-

রসের মধ্যে পূগফল ও পরূষক—ইহারাই প্রশস্ত। ইক্ষুবিকারের মধ্যে শর্করা এবং পানীয় দ্রব্যের মধ্যে মাদ্বীক মদ্য ও দ্রাক্ষার আসব প্রশস্ত। ধান্য—সম্পূর্ণ একবৎসরের হইলে, মাংস—মধ্যম-বয়স্ক পশুর হইলে, অন্ন—সংস্কৃত ও পর্য্যুষিত (সুপক্ক) হইলে, এবং পরিমিত ভাবে ভুক্ত হইলে, ফল—পর্য্যুষিত (পক্ক) হইলে, এবং শাক—অশুষ্ক, তরুণ (কোমল) ও নূতন হইলে, তাহাকেই প্রশস্ত বলা যায়।

ভক্ষ্যদ্রব্যসমূহ।

সংস্কৃত মাংস। – মাংস স্বভাবতঃই বৃষ্য, স্নিগ্ধতাকারক ও বলবর্দ্ধক। কিন্তু ঘৃত, দধি, ধান্যাম্ল (কাঁজি), ফলাম্ল (দাড়িমাদি) এবং মরিচাদি কটু-দ্রব্যের সহিত সিদ্ধ হইলে, ইহা হিতকর, বলকর, পুষ্টিকর ও গুরুপাক হয়। দধি ও গন্ধ-দ্রব্যের (গরম মসলার) সহযোগে মাংস সংস্কৃত হইলে, তাহা পিত্ত ও কফজনক এবং বল, মাংস ও অগ্নি বৃদ্ধিকর হয়। পরিশুষ্ক অর্থাৎ বহু ঘৃতে অল্প জল দিয়া পাক করা মাংস দ্রবাংশশূন্য, স্নিগ্ধ, হর্ষজনক, প্রীতিকর, গুরুপাক ও রুচিকর এবং বল, মেধা, অগ্নি, মাংস, ওজঃ ও শুক্রের বর্দ্ধনকারী হইয়া থাকে। মাংসের অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড করিয়া পরিশুষ্ক মাংসের নিয়মে তাহা পাক করিলে, তাহাকে উল্লুপ্ত কহে। ইহা পরিশুষ্ক মাংসের ন্যায় গুণবিশিষ্ট। ঐরূপ মাংস অঙ্গারাগ্নিতে পক্ক হইলে লঘু হইয়া থাকে। পিষ্টমাংস লৌহশলাকায় গ্রথিত করিয়া অঙ্গারাগ্নিতে সিদ্ধ করিলে, কিঞ্চিৎ গুরুপাক হয়; প্রদিগ্ধ করিয়া (মসলা প্রভৃতি লেপন করিয়া) অঙ্গারে পাক করিলেও মাংস গুরুপাক হয়। যে মাংস উল্লুপ্ত, ভর্জ্জিত, পিষ্ট, প্রতপ্ত (অঙ্গারপাচিত) বা কন্দুপাচিত অর্থাৎ রাই-সরিষাদিসহ কন্দুমধ্যে অঙ্গারাগ্নিতে পাক-করা, অথবা পরিশুষ্ক প্রদিগ্ধ, শূলকাগ্রথিত, কিংবা এইরূপ অন্য কোনপ্রকারে পাক করা হয়, সেই সমস্ত মাংস তৈলে পাক করিলে, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তকর ও গুরুপাক এবং ঘৃতে

পাক করিলে, লঘু, অগ্নির দীপ্তিকর, মুখপ্রিয়, রুচিকর, দৃষ্টির প্রসন্নতাকর, পিত্ত-নাশক, মনোজ্ঞ, এবং অনুষ্ণবীর্য্যসম্পন্ন হয়।

লঘু অন্ন।—যে অন্ন ধৌত, নির্ম্মল, শুদ্ধ, প্রিয়, সুগন্ধি, সুস্বিন্ন অর্থাৎ সর্ব্বাংশেই উত্তমরূপে ও সমভাগে সিদ্ধ, উষ্ণ, সুপ্রস্রুত অর্থাৎ যাহার ফেন নিঃশেষরূপে নিঃসারিত, সেই অন্ন লঘুপাক। ধৌত, প্রস্রুত বা সিদ্ধ না হইলে এবং শীতল হইলে অন্ন গুরুপাক হইয়া থাকে।

ভৃষ্ট তণ্ডুল লঘু, সুগন্ধি ও কফনাশক। ইহা স্নেহ, মাংস, ফল, কন্দ, বৈদল (দাল প্রভৃতি), অম্ল অথবা দুগ্ধের সহিত পাক করা হইলে, গুরুপাক, পুষ্টিকর ও বলকর হইয়া থাকে।

সূপ। (দাল) সুস্বিন্ন তুষহীন ও ঈষৎ ভর্জ্জিত হইলে, লঘু ও হিতকর হইয়া থাকে।

শাক।—উত্তম সিদ্ধ হইলে নিষ্পীড়িত করিয়া তাহার জল বাহির করিয়া ফেলিলে এবং ঘৃতে বা তৈলে সাঁতলাইলে হিতকর হয়। কিন্তু স্বিন্ন, নিষ্পীড়িত ও স্নেহসংস্কৃত না হইলে অহিতকর হইয়া থাকে।

মণ্ড ও পেয়াদি।—অতঃপর কৃতান্নের গুণ বিস্তার পূর্ব্বক কহিতেছি। বিরেচনদ্বারা শরীর বিশুদ্ধ হইলে, লাজের (খই) মণ্ডই পথ্য। ইহা পাচন ও অগ্নিকর; এবং ইহা পিপ্পলী ও শুণ্ঠীযুক্ত হইলে, মুখপ্রিয় ও বায়ুর অনুলোমকারী হইয়া থাকে। পেয়া—স্বেদ ও অগ্নিজনক, লঘু, বস্তিশোধনকর, বায়ুর অনুলোম-কারী, এবং ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শ্রান্তি ও গ্লানিনাশক। বিলেপী—তৃপ্তিকর, মুখপ্রিয়, সংগ্রাহী, স্রোতঃশোধক, বলকর, স্বাদু, লঘুপাক; অগ্নিকর, এবং ক্ষুধা ও তৃষ্ণার শান্তিকর। শাক, মাংস, অথবা কোন ফলের সহিত মণ্ডাদি মিলিত হইলে, অতিশয় গুরুপাক হয় এবং তাহা হৃদ্য, তৃপ্তিকর, বৃষ্য, পুষ্টিকর ও বলবর্দ্ধক হইয়া থাকে।

মণ্ডাদির লক্ষণ।—সিক্‌থ (শিটে) শূন্য হইলে, তাহাকে "মণ্ড" বলা যায় এবং সিক্‌থসংযুক্ত হইলে "পেয়া", অতিশয় সিক্‌থযুক্ত হইলে "বিলেপী" এবং তরলভাগশূন্য হইলে তাহাকে "যবাগূ" কহে। পায়স বিষ্টম্ভী (বায়ু ও

মলমূত্রের রোধক), বলকর, মেদঃ ও শ্লেষ্মজনক এবং গুরুপাক। কৃশরা (খিচড়ী) * কফ ও পিত্তজনক, বলকর ও বায়ুর শান্তিকর।

মাংসরস।—মাংসের রস (ঝোল) তৃপ্তিকর, এবং শ্বাস, কাস, জ্বর, ক্ষত ও ক্ষয়াদি রোগনাশক, বাত-পিত্তঘ্ন, তৃপ্তিকারক, শ্রান্তিনাশক, সংঘাতকর এবং শুক্র, ওজঃ, স্মৃতি ও বলের বর্দ্ধনকারক। দাড়িম-রসের সহিত প্রস্তুত মাংস-রস বৃষ্য ও ত্রিদোষনাশক।

খানিষ্ক ও বেসবার প্রভৃতি।—যে মাংসের রসগ্রহণ করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা পুষ্টিসাধন বা বলাধান হয় না। উহা অজীর্ণকর, বিষ্টম্ভী, রুক্ষ, বিরস ও বায়ুর বৃদ্ধিকর। খানিষ্ক (অস্থিহীন, সুস্বিন্ন এবং পুনর্ব্বার প্রস্তরে চূর্ণিত মাংস) দীপ্তাগ্নি (যাহাদিগের জঠরাগ্নি অতিতীক্ষ্ণ) ব্যক্তিদিগের পক্ষে পথ্য ও অতিশয় গুরুপাক। এইরূপ মাংস পিপ্পলী, শুণ্ঠী, মরিচ, গুড় ও ঘৃতের সহিত একত্র উত্তমরূপে পক্ক হইলে, তাহাকে বেসবার বলে। ইহা গুরুপাক, স্নিগ্ধ, বলকর, বাতরোগনাশক এবং সকল ধাতুর পক্ষে, বিশেষতঃ যাহাদিগের মুখশোষ হয়—এরূপ ব্যক্তিদিগের পক্ষে বিশেষ তৃপ্তিকর। সৌরাব অর্থাৎ মাংসরসের উপরিস্থিত স্বচ্ছ অংশ—ক্ষুধা ও তৃষ্ণার শান্তিকর, মধুর ও শীতল।

মুগাদির যূষ।—মুদ্গযূষ কফনাশক, অগ্নিবৃদ্ধিকারক, মুখপ্রিয় এবং বমন বা বিরেচন দ্বারা শুদ্ধশরীর ব্যক্তিদিগের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট পথ্য। মুদ্গযূষ দাড়িম ও দ্রাক্ষা সংযোগে প্রস্তুত হইলে, তাহাকে রাগষাড়ব বলে। ইহা রুচিকর, লঘুপাক ও দোষের অবিরোধী। মসুর, মুদ্গ, গোধূম ও কুলত্থ, লবণ-সংযোগে ইহাদের যূষ প্রস্তুত হইলে, তাহা কফ ও পিত্তের অবিরোধী, বাতব্যাধির পক্ষে উপকারী এবং রুচিকর, অগ্নিকর, মুখপ্রিয় ও লঘুপাক হয়। এই যূষে দ্রাক্ষা ও দাড়িমের রস মিশ্রিত করিলে, বায়ুরোগীর পক্ষে তাহা অধিক উপকারী হইয়া থাকে।

---

* তণ্ডুলদালিসংমিশ্রা লবণার্দ্রকহিঙ্গুভিঃ।
সংযুক্তা সলিলৈঃ সিদ্ধা কৃশরা কথিতা বুধৈঃ॥

ভাবপ্রকাশঃ।

অর্থাৎ তণ্ডুল ও দাল একত্র মিশাইয়া, লবণ, আদা ও হিঙ্গের সহিত একত্র একপাত্রে জলে সিদ্ধ করিলে, তাহাকে কৃশরা অর্থাৎ খিচড়ি কহে।

পটোল বা নিম্বের সহিত প্রস্তুত মুগাদির যূষ কফঘ্ন, মেদের শোষণকর, পিত্তনাশক, অগ্নিকর ও মুখপ্রিয় এবং ক্রিমি, কুষ্ঠ ও জ্বরের শান্তিকর।

মূলক ও কুলত্থাদির যূষ।—মূলার সহিত প্রস্তুত মুগের যূষ—শ্বাস, কাস, প্রতিশ্যায়, প্রসেক, অরুচি ও জ্বর নাশ করে এবং কফ, মেদঃ ও গলরোগ নিবারণ করিয়া থাকে। কুলত্থের যূষ বায়ুনাশক, শ্বাস ও পীনসরোগের শান্তিকারক এবং তূণী, প্রতিতূণী (বায়ুরোগবিশেষ), কাস, অর্শঃ, গুল্ম ও উদাবর্ত্তরোগের শান্তিকারক। দাড়িম ও আমলার সহিত যূষ প্রস্তুত করিলে, তাহা মুখপ্রিয় এবং দোষের সংশমনকারী ও লঘুপাক হয়। মুগ ও আমলকের যূষ বলকর ও অগ্নিজনক, মূর্চ্ছা ও মেদোনাশক, পিত্ত ও বায়ুর দমনকারী, সংগ্রাহী এবং কফ ও পিত্তের হিতকর। যব, কুল ও কুলত্থের যূষ—কণ্ঠশোধনকর ও বায়ুনাশক। সর্ব্বপ্রকার মুগাদি ও শমীধান্যের যূষ উক্তপ্রকার গুণসম্পন্ন, বৃংহণ ও বলের বর্দ্ধনকর।

খড় ও কাম্বলিক।—খড়-যষ ও কাম্বলিক * যষ—হৃদ্য এবং বায়ুর ও কফের অহিতকর। ঐ যূষ দাড়িমরসের সংযোগে অম্লরস হইলে, তাহা বলকর, কফ ও বায়ুনাশক এবং অগ্নির দীপ্তিকর; দধ্যম্ল হইলে, কফকর, বলকর, স্নিগ্ধ, বায়ুনাশক ও গুরুপাক; এবং তক্রাম্ল হইলে, পিত্তকর, বিষনাশক ও রক্তের হানিকর হয়। খড়যূষ, খড়-যবাগূ, ষাড়ব ও পানক (সরবৎ) প্রভৃতি বৈদ্যবাক্যানুসারে প্রস্তুত করা হইয়া থাকে।

কৃত ও অকৃত যূষ।—তৈল, লবণ, ঘৃত ও ঝাল, এইসকলদ্বারা প্রস্তুত না হইলে যূষকে "অকৃত" বলে; এবং তৈল, লবণ ও ঝালসংযুক্ত হইলে "কৃত" যূষ বলা যায়। এই অকৃত ও কৃত যূষ এবং দধি, কাঁজি ও ফলাম্লরসসহ যে সকল যূষ প্রস্তুত হয়, তৎসমুদায় উত্তরোত্তর লঘু ও হিতকর।

সংস্কৃত অপেক্ষা অসংস্কৃত মাংসরসও লঘু এবং হিতকারী। দধি, দধিমস্তু ও অম্লদ্বারা যূষ প্রস্তুত হইলে, তাহাকে কাম্বলিক যূষ বলা যায়। তিল-কল্ক,

* ইহাও একপ্রকার পানীয়। চক্রদত্ত বলেন—

তক্রকপিত্থচাঙ্গেরী-মরিচাজাজিচিত্রকৈঃ।
সুপক্কঃ খড়যূষোঽয়মযং কাম্বলিকোঽপরঃ॥
দধ্যম্ল-লবণস্নেহ-তিল মাষসমন্বিতঃ॥

তিলবিকৃতি, শুষ্কশাক, শাকাঙ্কুর ও শিণ্ডাকী—ইহারা গুরুপাক এবং কফ ও পিত্তজনক। বটক সকলও উক্তরূপ গুণবিশিষ্ট, বিদাহী ও গুরুপাক। রাগ-ষাড়ব লঘুপাক, পুষ্টিকর, বৃষ্য, হৃদ্য, রোচক ও অগ্নিকর এবং তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, ছর্দ্দি ও শ্রমনাশক।

রসালা প্রভৃতি।—রসালা (শিখরিণী)—বলকারক, পুষ্টিকর, স্নিগ্ধ, বৃষ্য ও রুচিকর। গুড়সংযুক্ত দধি স্নেহকর, মুখপ্রিয় ও বায়ুনাশক। ঘৃতযুক্ত, শীতলজলদ্বারা আপ্লুত এবং অতি দ্রব বা অতি-ঘন না হয়, এইরূপ শক্তু (ছাতু) প্রস্তুত করিলে, তাহাকে "মন্থ" বলে। মন্থ সদ্যবলকর এবং পিপাসা ও শ্রমনাশক। উহাতে অম্ল, স্নেহ ও গুড় মিশ্রিত করিলে, তাহা মূত্রকৃচ্ছ্র ও উদাবর্ত্ত নাশ করে। শর্করা ইক্ষুরস ও দ্রাক্ষাসহ সংযুক্ত হইলে, ইহা পিত্ত-বিকার এবং দ্রাক্ষা ও মউলফুল সংযুক্ত হইলে, কফরোগ নাশ করিয়া থাকে। ত্রিবর্গযুক্ত হইলে অর্থাৎ অম্ল, স্নেহ ও দ্রাক্ষাদি সংযুক্ত হইলে, ইহা মলের ও ত্রিদোষের অনুলোমকর হয়। অম্লরসযুক্ত বা অম্লরসবিহীন গৌড়-পানক (গুড়ের পানা), গুরুপাক ও মূত্রবৃদ্ধিকর। মিছরি, দ্রাক্ষা ও শর্করাযুক্ত তেঁতুল প্রভৃতি অম্লদ্রব্যের পানা, মরিচাদি তীক্ষ্ণদ্রব্য ও কর্পূর মিশ্রিত হইলে, অনিষ্টকর হয় না।

দ্রাক্ষার পানক।—শ্রমনাশক এবং মূর্চ্ছা, দাহ ও তৃষ্ণানিবারক। পরূষক (ফলসা) ও কুলের পানক মুখপ্রিয় ও বিষ্টম্ভী। বিচক্ষণ চিকিৎসক দ্রব্যসমূহের সংযোগ, সংস্কার ও মাত্রা সম্যক্‌রূপে জানিয়া অন্যান্য পানকের গুরুত্ব লাঘব বিষয়ে উপদেশ দিবেন।

অনন্তর রস, বীর্য্য ও বিপাক অনুসারে ভক্ষ্যদ্রব্যাদির বিষয় বর্ণিত হইতেছে।

ক্ষীরজাত।—ভক্ষ্যদ্রব্যসকল বলকর শুক্রবৃদ্ধিকারক, মুখপ্রিয়, সুগন্ধি, অবিদাহী, পুষ্টিকর, অগ্নিকর এবং পিত্তনাশক। ইহাদিগের মধ্যে ঘৃতপূর অর্থাৎ ঘৃতপক্ক পিষ্টকাদি বলকর, মুখপ্রিয়, কফকর, বাতপিত্তনাশক, শুক্রবৃদ্ধি-কর, গুরুপাক এবং রক্ত-মাংসের বৃদ্ধিকর।

গুড়জাত।—ভক্ষ্যদ্রব্যসকল পুষ্টিকর, গুরুপাক, বায়ুনাশক, অবিদাহী, পিত্তনাশক এবং শুক্রের ও কফের বৃদ্ধিকর। ঘৃতাদিদ্বারা পক্ক গোধূমচূর্ণজাত পিষ্টকসকল ও মধুমিশ্রিত পিষ্টক বিশেষরূপে গুরুপাক ও পুষ্টিবর্দ্ধনকর। মোদক (লাড়ু) সকল দুর্জ্জর অর্থাৎ সহজে জীর্ণ হয় না।

সট্টক।—অর্থাৎ চিনি, লবণ ও ত্রিকটু প্রভৃতি মিশ্রিত দধি রুচিকর, অগ্নিকর, স্বরের হিতকর, পিত্তনাশক, বায়ুনাশক, গুরুপাক, অত্যন্ত সুখাদ্য ও বলবর্দ্ধনকর। বিষ্যন্দন (কাঁচা গোধূম-চূর্ণ, ঘৃত ও দুগ্ধসহ প্রস্তুত খাদ্য) মুখপ্রিয়, সুগন্ধি, মধুর, স্নিগ্ধ, কফকর, গুরুপাক, বায়ুনাশক, তৃপ্তিকর ও বলকর। গোধূম-চূর্ণদ্বারা প্রস্তুত ভক্ষ্যদ্রব্যসকল বৃংহণ, বায়ু ও পিত্তনাশক, হিতকারক ও লঘুপাক।

মুদ্গ প্রভৃতির বেসবার (বেসন) মধ্যে দিয়া যেসকল গোধূমের পিষ্টক হয়, তাহা বিষ্টম্ভী; এবং মাংসগর্ভ পিষ্টক গুরুপাক ও পুষ্টিকর।

পালল।—(তিল গুড়াদি দ্বারা প্রস্তুত পিষ্টকবিশেষ) শ্লেষ্মজনক। শস্কুলি (পিষ্টকবিশেষ) কফ ও পিত্তের প্রকোপকর। পিষ্ট তণ্ডুলকৃত পিষ্টকাদি উষ্ণবীর্য্য, বিদাহী, অতিশয় বলপ্রদ নহে এবং বিশেষরূপ গুরুপাক।

বৈদল।—অর্থাৎ মুদ্গাদি দ্বারা কৃত পিষ্টক লঘুপাক, কষায়রসবিশিষ্ট, বায়ুনিঃসারক, বিষ্টম্ভী, পিত্তের সমতাকারক, শ্লেষ্মনাশক ও মলভেদক। মাষকলাইসংক্রান্ত পিষ্টকসকল বলকর, শুক্রবৃদ্ধিকর এবং গুরুপাক।

কূর্চ্চিকা।—অর্থাৎ দুগ্ধবিকারজাত খাদ্যদ্রব্যসকল গুরুপাক এবং অতিশয় পিত্তকর নহে। অঙ্কুরিত মুদ্গাদিকৃত ভক্ষ্যদ্রব্যসকল গুরুপাক, বায়ুপিত্তকর, বিদাহী, উৎক্লেশজনক, কফ এবং দৃষ্টির দোষকর।

ঘৃত ও তৈলপক্ক।—ঘৃতপক্ক খাদ্যদ্রব্যসকল হৃদ্য, সুগন্ধি, শুক্রবৃদ্ধিকর, লঘুপাক, বায়ু ও পিত্তনাশক, বলকর এবং বর্ণ ও দৃষ্টির প্রসন্নতাকর। তৈলপক্ক খাদ্যদ্রব্যসকল বিদাহী, গুরুপাক, পরিপাকে কটু, উষ্ণ, বায়ু ও দৃষ্টিনাশক, পিত্তকর, এবং ত্বকের দোষজনক। ফল, মাংস, চিনি, তিল ও মাষকলাই দ্বারা প্রস্তুত ভক্ষ্যদ্রব্যসকল বলকর, গুরুপাক, পুষ্টিকর ও হৃদ্য। কপাল (খাপ্‌রা) ও অঙ্গারপক্ক নিঃস্নেহ খাদ্যদ্রব্যসকল লঘুপাক এবং বায়ুর প্রকোপকর। সুপক্ক ও তনু অর্থাৎ পাতলা ভক্ষ্যদ্রব্যসকল অতিশয় লঘুপাক হয়।

কিলাট (ছানা) প্রভৃতি দুগ্ধবিকার-জাত খাদ্যসকল গুরুপাক ও কফের বর্দ্ধনকর।

কুল্মাষ (অল্পসিদ্ধ যবগোধূমাদি)—বাতকর, রুক্ষ, গুরুপাক এবং মলভেদক। বাট্য (ভৃষ্ট-গোধূমাদির মণ্ড) উদাবর্ত্তরোগের নাশক এবং কাস, পীনস ও মেহ-নাশক; ধানা (ভৃষ্টযব) ও উলুম্ব (গোলকা)—লঘুপাক এবং কফ ও মেদের বিশোষকর। সকলপ্রকার শক্তু (ছাতু) পুষ্টিকর, বৃষ্য, তৃষ্ণা, পিত্ত ও কফ-নাশক, গলাধঃকরণমাত্র বলকর, ভেদক ও বায়ুনাশক। ঐ শক্তু তরল না হইয়া কঠিন ও পিণ্ডাকৃতি হইলে গুরুপাক হয় এবং তরল হইলে অত্যন্ত লঘু-পাক হয়। শক্তুর অবলেহ মৃদুতাপ্রযুক্ত শীঘ্রই জীর্ণ হইয়া থাকে।

লাজ।—(খই) ছর্দ্দি (বমি) ও অতিসারনাশক, অগ্নিকর, কফনাশক, বলকর, কষায় ও মধুর-রসবিশিষ্ট, লঘুপাক এবং তৃষ্ণা ও মলনাশক। লাজ-শক্তু (খৈয়ের ছাতু) তৃষ্ণা, ছর্দ্দি, দাহ, ঘর্ম্ম ও রক্তপিত্তনাশক এবং দাহজ্বর-বিনাশক।

পৃথুক।—(চিপিটক, চিঁড়ে) গুরুপাক, স্নিগ্ধ ও কফের বর্দ্ধনকারক। দুগ্ধমিশ্রিত চিঁড়ে বলকর, বায়ুনাশক এবং মলের ভেদক। নূতন তণ্ডুল অতিশয় দুর্জ্জর, মধুর-রসবিশিষ্ট ও বৃংহণ। পুরাতন তণ্ডুল ভগ্নসন্ধানকর ও মেহনাশক। বিচক্ষণ চিকিৎসক দ্রব্যের সংযোগ, সংস্কার ও বিবিধ বিকৃতি প্রভৃতি এবং দোষা-দির প্রকোপ ও ভোক্তার ইচ্ছা বিবেচনা করিয়া, শাস্ত্রানুসারে ভক্ষ্যদ্রব্যসকল নির্দ্দেশ করিবেন।

অনুপান-বিধি।

সাধারণ অনুপান।—ভোজনের পরে কোন দ্রবপদার্থ অনুপান করা নিতান্ত আবশ্যক। নতুবা ভুক্তপদার্থ আমাশয়ে উপস্থিত হইতে ব্যাঘাত পায়, সম্যক্‌রূপে ক্লিন্ন হইতে পারে না এবং নানাবিধ পীড়া উৎপাদন করিতে পারে। যাবতীয় দ্রব্য ভোজনের পরে সাধারণতঃ জলই প্রশস্ত অনুপান। আন্তরীক্ষ অর্থাৎ বৃষ্টির জলই সমস্ত জল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। বায়ুর ও কফের আধিক্যে উষ্ণ জল এবং পিত্ত ও রক্তের আধিক্যে শীতল জল অনুপান করা উচিত। সুস্থ

ব্যক্তির পক্ষে, যাহার যে জল অভ্যস্ত, তিনি সেই জল অনুপান করিতে পারেন। ইহাই সাধারণ অনুপানের ব্যবস্থা।

বিশেষ অনুপান।—ইহা ভিন্ন বিশেষ বিশেষ দ্রব্য ভোজনের পরে ভিন্ন ভিন্ন দ্রব-পদার্থও অনুপান করিবার বিধান আছে। যথা—ভল্লাতক ও তুবরক স্নেহ ব্যতীত সমুদায় স্নেহপদার্থ ভোজনের পর উষ্ণজল; তৈলপানের পর শীতকালে কাঁজি এবং গ্রীষ্মকালে মদ্যাদির যূষ; মধু, পিষ্টকাদি, দধি, পায়স ও মদ্যাদির পর শীতল জল এবং কেহ কেহ পিষ্টকাদি ভোজনের পর উষ্ণজল অনুপান করিতে বলেন। শালিধান্য ও মুদ্গাদি দ্রব্য ভোজনের পরে এবং যাহারা যুদ্ধ, পথপর্যটন, আতপ, অগ্নিসন্তাপ, মদ্যপান ও বিষাদিতে কাতর, তাহাদের পক্ষে দুগ্ধ ও মাংসরস প্রশস্ত অনুপান। মাষকলাই প্রভৃতির পরে কাঁজি অথবা দধির মাত, মাংস ভোজনের পরে মদ্যপায়ীর মদ্য এবং অন্যের পক্ষে জল অথবা দাড়িমাদি অম্লফলের রস প্রশস্ত এবং রৌদ্র, পথ-পর্যটন, অধিকবাক্যকথন ও স্ত্রীসংবাস প্রভৃতি দ্বারা ক্লান্ত ব্যক্তির পক্ষে দুগ্ধ অমৃতের ন্যায় উপকার করে। সুরাপানে যাহারা কৃশ হইয়াছে, অথবা যাহারা মেদোবৃদ্ধির জন্য স্থূলকায়, তাহাদের যথাক্রমে মধুর সরবৎ অনুপানে উপকার হয়। বাতপ্রবণ ব্যক্তির স্নিগ্ধ ও উষ্ণ পদার্থ, কফপ্রবণ ব্যক্তির রুক্ষ ও উষ্ণ পদার্থ এবং পিত্তপ্রবণ ব্যক্তির মধুর ও শীতল পদার্থ অনুপান করা উচিত। রক্তপিত্তরোগে দুগ্ধ ও ইক্ষুরস অনুপান উপকারী। বিষপীড়িত ব্যক্তি আকন্দ, ছাতিম ও শিরীষের আসব অনুপান করিলে বিশেষ উপকার হয়।

বর্গভেদে বিশেষ অনুপান।—এইসমস্ত বিশেষ নিয়ম অপেক্ষাও ভোজ্যদ্রব্যের বর্গভেদানুসারে আবার কতকগুলি বিশেষ অনুপানের ব্যবস্থা আছে; যথা—পূর্ব্বোক্ত ধান্যবর্গ, দ্বিদল (দাইল) ও বদরাদি অম্লবর্গ ভোজনের পরে কাঁজি; জলচর ও জলজ মাংসবর্গের পরে পিপ্পলীর আসব বিষ্কির মাংস-বর্গের পরে কোল-বদরাসব, প্রতুদ মাংসবর্গের পরে ক্ষীর-বৃক্ষের (অশ্বত্থাদির) আসব; গুহাশয়-মাংসবর্গের পরে খর্জ্জুর ও নারিকেলের আসব; প্রসহ মাংসের পরে অশ্বগন্ধার আসব; পর্ণমৃগ-মাংসের পরে শজিনার আসব; বিলেশয় মাংসের পরে ফলসারের আসব, একশফ (অখণ্ডিত খুর) বর্গের মাংসের পরে ত্রিফলার আসব; অনেকশফ (খণ্ডিতখুর) বর্গের মাংসের পরে খদিরের আসব; কুলেচর

কোষবাসী (শম্বুকাদি) ও পাদী (কচ্ছপাদি) বর্গের মাংসের পরে শৃঙ্গাটকের (পানিফলের) ও কশেরুকের (কেশুরের) আসব; প্লবমাংসের পর ইক্ষুরসের আসব; নদীজাত মাংসের পরে মৃণালের আসব; সমুদ্রজাত মাংসের পরে মাতুলুঙ্গের আসব, অম্লফল ভোজনের পরে পদ্ম বা উৎপলের কন্দের আসব; কষায়বর্গের পরে দাড়িম্ব ও বেত্রের আসব; মধুরবর্গের পরে ত্রিকটুযুক্ত কন্দাসব; তালফলাদি ভোজনের পরে কাঁজি; কটুবর্গের পরে দূর্ব্বা, চিতামূল ও বেত্রের আসব; পিপ্পল্যাদিবর্গের পরে গোক্ষুর ও বকফুলের আসব; কুষ্মাণ্ডাদি বর্গের পরে দারুহরিদ্রা ও বংশাঙ্কুরের আসব; চুচ্চ প্রভৃতি শাকবর্গের পরে লোধ্রাসব; জীবন্তী প্রভৃতি শাকবর্গ ও কুসুম্ভশাকের পরে ত্রিফলার আসব; মণ্ডুকপর্ণী প্রভৃতি শাকবর্গের পরে মহৎ-পঞ্চমূলের আসব, তাল-মস্তকাদি (তালের মাতি প্রভৃতি) বর্গের পরে অম্লফলের আসব এবং সৈন্ধবের পরে সুরাসব বা কাঁজি।

অনুপানের গুণ।—এইসমস্ত অনুপান যথাযথরূপে ব্যবহৃত হইলে, ভুক্তদ্রব্য অনায়াসে জীর্ণ হয়, আহারে রুচি জন্মে, শরীর পুষ্ট হয়, তেজঃ বর্দ্ধিত হয়, পিণ্ডীভূত দোষ বিলীন হয় এবং আহারে তৃপ্তি, শারীরিক মৃদুতা, শ্রান্তি-ক্লান্তির নাশ, অগ্নির দীপ্তি, দোষের উপশম, পিপাসার নিবৃত্তি ও বল-বর্ণাদির উৎকর্ষ হইয়া থাকে।

আহার-বিধি।

উপকল্পনা।—আহার্য্য-দ্রব্য প্রস্তুত করিবার জন্য রন্ধনাগার সুবিস্তৃত ও সুপরিষ্কৃত হওয়া আবশ্যক। বিশ্বস্ত সূপকার কর্ত্তৃক আহার্য্য দ্রব্য প্রস্তুত হওয়ার পরে, কোনপ্রকার বিষাদি তাহাতে স্পৃষ্ট না হয়, এজন্য মন্ত্র ও ঔষধাদি প্রয়োগ পূর্ব্বক সেইসমস্ত দ্রব্য সাবধানে রক্ষা করিবে। আহারকালে কান্তলৌহ-পাত্রে ঘৃত, রৌপ্যপাত্রে পেয়া, পত্রে ফল মূলাদি ভক্ষ্যদ্রব্য, সুবর্ণপাত্রে পরিশুষ্ক ও প্রদিগ্ধ মাংস, রৌপ্যপাত্রে মাংসরসাদি দ্রবপদার্থ, প্রস্তরপাত্রে তক্র ও খড়যূষ, তাম্রপাত্রে দুগ্ধ, মৃৎপাত্রে জল, পানা ও মন্থ, এবং কাচ, স্ফটিক বা বৈদূর্য্যমণির পাত্রে রাগষাড়ব ও সট্টক প্রভৃতি পদার্থ আহারার্থ প্রদান করিবে। নির্জ্জন, নির্ব্বিঘ্ন, রমণীয়, পবিত্র ও সমতল স্থানে আহারস্থান নির্দ্দেশ করিবে। সুগন্ধি পুষ্পাদি

ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া, সেই স্থানের রমণীয়তা বর্দ্ধিত করা উচিত। ভোজ্য-দ্রব্যের মধ্যে অন্ন-ব্যঞ্জনাদি ভোক্তার সম্মুখভাগে বিস্তৃত মনোরম পাত্রে প্রদান করিবে। ফল ও যাবতীয় শুষ্ক ভক্ষ্যদ্রব্য তাহার দক্ষিণভাগে এবং যূষ, মাংসরস, দুগ্ধ, জল ও পানক প্রভৃতি পানীয় দ্রব্য বামভাগে সাজাইয়া দিবে। উভয়ের মধ্যভাগে অর্থাৎ সম্মুখদেশে রাগষাড়ব ও সট্টক প্রভৃতি প্রদান করিবে।

আহার-গ্রহণ।—ভোক্তা যথাকালে কিঞ্চিৎ উচ্চ আসনে (পিড়ি প্রভৃতিতে) সমভাবে সুখে উপবেশন করিয়া, নিবিষ্টচিত্তে এবং নাতিদ্রুত ও নাতিবিলম্বিত ভাবে, স্নিগ্ধ, উষ্ণ ও সুস্বাদু দ্রব্য ভোজন করিবেন। প্রথমে মধুর রস, মধ্যভাগে অম্ল ও লবণরস এবং তৎপরে অন্যান্য রস আহার করা বিধেয়। অথবা প্রথমে দাড়িম্বাদি ফল ও মৃণালাদি কন্দ, তৎপরে মাণকাদি পেয়া এবং অবশেষে নানাবিধ ভক্ষ্য-ভোজ্য পদার্থ আহার করা উচিত। সকল দ্রব্যই মাত্রা বিবেচনা করিয়া, উত্তরোত্তর অধিক সুস্বাদু পদার্থ আহার করিতে হয়। মাত্রা বিবেচনা করিয়া আহার না করিলে, অতিমাত্র বা অল্পমাত্র উভয় আহারই নানাবিধ অনিষ্ট উৎপাদন করে লঘুপাক দ্রব্যের অনতিতৃপ্তি এবং গুরুপাক দ্রব্যের অর্দ্ধতৃপ্তি (আধপেটা)—আহারের সাধারণ মাত্রা। আহারকালে মধ্যে মধ্যে প্রয়োজনমত অল্প জলপান করা আবশ্যক। নিয়ত একরসযুক্ত দ্রব্য আহার না করিয়া, বারংবার ভিন্ন ভিন্ন রসের আস্বাদ গ্রহণ করিবে, তাহাতে আহারে রুচি বর্দ্ধিত হয়। শাক, দাল ও অম্লপদার্থ অধিক আহার করা উচিত নহে।

আহারান্তে উত্তমরূপে মুখ প্রক্ষালন করিবে এবং দন্ত-মধ্যগত অন্নকণা নির্গত করিয়া ফেলিবে। তৎপরে সুখাসনে নিশ্চিন্তচিত্তে উপবেশন করিয়া, ধূমপান এবং মুখপ্রিয় কটু তিক্ত-কষায়-রসযুক্ত দ্রব্য অর্থাৎ সুপারি, কক্কোল, লবঙ্গ, জাতীফল প্রভৃতি বিশিষ্ট তাম্বুল সেবন করিবে। ভোজনক্লান্তি দূর হইলে, শত-পদ ভ্রমণ করিয়া বামপার্শ্বে শয়ন করিবে এবং মনোরম শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ উপভোগ করিবে। এইসমস্ত ক্রিয়াদ্বারা ভুক্তপদার্থ অনায়াসে সম্যক্‌রূপে জীর্ণ হইয়া থাকে।

আহার-কাল।—আহারের সাধারণ কাল দিবা ও রাত্রির সমত্রিভাগ-প্রহর, অর্থাৎ বেলা ১০টা ও রাত্রি ১০টা। কিন্তু যে যে ঋতুতে দিন ও রাত্রি সমান, সেই ঋতুতেই অর্থাৎ শরৎ ও বসন্তকালে এইরূপ আহারকাল নির্দ্দিষ্ট হওয়া

উচিত। যে ঋতুতে রাত্রি বড় অর্থাৎ হেমন্ত ও শীতকালে দিবসের আহার প্রাতঃকালে এবং যে ঋতুতে দিন বড় অর্থাৎ গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে রাত্রির আহার অপরাহ্ণে করা প্রয়োজনীয়। যাঁহারা দিবারাত্রিতে একবার মাত্র আহার করিয়া থাকেন, তাঁহারাও হেমন্ত-শীত ঋতুতে প্রাতঃকালে, গ্রীষ্মে ও বর্ষায় অপরাহ্ণে এবং শরৎ-বসন্তে বর্ষাকালে আহার করিবেন।

সুশ্রুত-সংহিতা।

শারীরস্থান।

প্রথম অধ্যায়।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিবরণ।

অঙ্গ।—শরীরের ছয়টি অঙ্গ;—দুইটি হস্ত, দুইটি পদ, মধ্যভাগ ও মস্তক।

প্রত্যঙ্গ।—মস্তক, উদর, পৃষ্ঠ, নাভি, ললাট, নাসা, চিবুক, বস্তি ও গ্রীবা;—এইগুলি এক একটী প্রত্যঙ্গ। কর্ণ, নেত্র, নাশা, ভ্রূ, শঙ্খ, অংস, গণ্ড, কক্ষ, স্তন, মুষ্ক, পার্শ্ব, নিতম্ব, জানু, বাহু ও উরু, ইহারা প্রত্যেক দুই দুইটি। অঙ্গুলি বিংশতি। এতদ্ব্যতীত ত্বক্, কলা, ধাতু, মল, দোষ, যকৃৎ, প্লীহা, ফুস্‌ফুস, উণ্ডুক, হৃদয়, আশয়, অন্ত্র, বৃক্ক, স্রোতঃ, কণ্ডরা, জাল, রজ্জু, সেবনী, সঙ্ঘাত, সীমন্ত, অস্থিসন্ধি, স্নায়ু, পেশী, মর্ম্ম, শিরা, ধমনী ও যোগবহ স্রোতঃ।

সংখ্যা।—ত্বক্ সাতটী, কলা সাতটী, আশয় সাতটী, ধাতু সাতটী, শিরা সাতশত, পেশী পাঁচশত, স্নায়ু নয়শত, অস্থি তিনশত, সন্ধি দুইশত দশটী, মর্ম্ম একশত সাতটী, ধমনী চতুর্ব্বিংশতি; দোষ তিনপ্রকার, মল তিনপ্রকার এবং শরীরের দ্বার নয়টী।

বাতাশয়, পিত্তাশয়, শ্লেষ্মাশয়, রক্তাশয়, আমাশয়, পক্বাশয় ও মূত্রাশয়, এই সাতটী আশয়। স্ত্রীলোকদিগের এতদ্ব্যতীত একটী গর্ভাশয়। অন্ত্র—পুরুষদিগের সার্দ্ধ তিন ব্যাম (বাঁও) ও স্ত্রীলোকদিগের তিন ব্যাম।

দ্বার।—শ্রবণদ্বয়, নয়নদ্বয়, বদন, নাসাদ্বয়, মলদ্বার ও মেঢ়, পুরুষের দেহে এই নবদ্বার। স্ত্রীলোকের দেহে এই নবদ্বার ব্যতীত আরও তিনটী দ্বার আছে; যথা স্তনদ্বয় ও অধোভাগে রক্তবহ দ্বার।

কণ্ডরা।—কণ্ডরা ষোড়শটী। হস্ত, পদ, গ্রীবা ও পৃষ্ঠ, ইহাদের প্রত্যেকের চারিটী করিয়া কণ্ডরা আছে। হস্ত ও পদের কণ্ডরা হইতে নখ জন্মে; গ্রীবা ও হৃদয়স্থিত অধোগামী কণ্ডরা হইতে মেঢ় জন্মে, এবং শ্রোণী, পৃষ্ঠ ও নিতম্বস্থিত কণ্ডরা হইতে বিম্ব উৎপন্ন হয়।

জাল।—মাংসজাল, শিরাজাল, স্নায়ুজাল এবং অস্থিজাল,—প্রত্যেক চারিটী করিয়া। ইহারা পরস্পরে সংশ্লিষ্ট ও পরস্পরে নিবদ্ধ হইয়া, জালের আকারে মণিবন্ধ হইতে গুল্ফ পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে।

কূর্চ্চ।—কূর্চ্চ ছয়টী; দুই হস্তে দুই, দুই পদে দুই, এবং গ্রীবায় ও মেঢ্রে এক একটী। প্রধান মাংসরজ্জু চারিটী; পৃষ্ঠবংশের উভয়পার্শ্বে পেশীবন্ধনের নিমিত্ত দুইটী, এবং তাহার বাহিরে ও ভিতরে দুইটী।

সেবনী।—সেবনী সাতটী; মস্তকে পাঁচটী, এবং জিহ্বায় ও উপস্থে এক একটী করিয়া দুইটী। এইসকল স্থানে শস্ত্রপাত করিবার সময়ে ঐসকল সেবনী সতর্কভাবে পরিহার করিবে। অস্থির সংঘাত চৌদ্দটী; গুল্ফ, জানু ও বঙ্ক্ষণে তিনটী; সেইরূপ অপর সক্থিতে তিনটী ও বাহুদ্বয়ে ছয়টী; এবং কটীতে ও মস্তকে এক একটী।

সীমন্ত।—সীমন্ত চৌদ্দটী। যতগুলি অস্থিসংঘাত, সীমন্তও ততগুলি; কারণ সীমন্ত অস্থিসংঘাতের সহিত সংযুক্ত। কাহারও কাহারও মতে অস্থিসংঘাত আঠারটী; অর্থাৎ শ্রোণীকাণ্ডের উপরে, বক্ষঃস্থলের উপরে, উদর ও

বক্ষঃস্থলের সংযোগস্থলে এবং স্কন্ধের উপরে এক একটী করিয়া আর চারিটী অস্থিসংঘাত তাঁহারা অধিক গণনা করেন। আয়ুর্ব্বেদজ্ঞগণ বলেন,—অস্থির সংখ্যা ৩৬০ তিন শত ষাট; কিন্তু শল্যতন্ত্রের মতে ৩০০ তিনশত। হস্তে ও পদে একশত বিংশতি খণ্ড; শ্রোণী, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, উদর ও বক্ষঃ এইসকল স্থানে একশত সপ্তদশ খণ্ড; এবং গ্রীবার ঊর্দ্ধে ত্রিষষ্টিখণ্ড। পাদাঙ্গুলসমূহে প্রত্যেকে তিনটী করিয়া পঞ্চদশ অর্থাৎ দুই পায়ে ত্রিশটী; তলকূর্চ্চ ও গুল্ফ-দেশে সর্ব্বসমেত দশটী। পার্ষ্ণিদেশে একটী, জঙ্ঘায় দুইটী, জানু ও ঊরু প্রত্যেকে এক একটী। এইরূপে প্রত্যেক সক্থিতে ত্রিশটী করিয়া ষষ্টিখণ্ড অস্থি আছে। বাহুদ্বয়েও ঐরূপ ত্রিশখণ্ড করিয়া ষাটখণ্ড অস্থি বর্ত্তমান। কটিদেশে পাঁচখণ্ড অস্থি আছে; তন্মধ্যে গুহ্যযোনি ও নিতম্বদ্বয়ে চারিখণ্ড; অবশিষ্ট একখানি—কটিদেশের নিম্নভাগে ত্রিকস্থানে। প্রত্যেক পার্শ্বে ছত্রিশখণ্ড; তদ্ব্যতীত পৃষ্ঠে ত্রিশখণ্ড, বক্ষঃস্থলে আটখণ্ড, অক্ষনামক দুই খণ্ড, গ্রীবাদেশে নয়খণ্ড, কণ্ঠস্থানে চারিখণ্ড, হনুদ্বয়ে দুইখণ্ড, দন্ত বত্রিশটী, নাসি-কাতে তিনখণ্ড, তালুতে একখণ্ড; গণ্ড, কর্ণ ও শঙ্খে এক এক খণ্ড, এবং মস্তকে ছয়খণ্ড অস্থি আছে।

অস্থির প্রকার।—অস্থি পাঁচপ্রকার; যথা—কপাল, রুচক, তরুণ, বলয় ও নলক। জানু, নিতম্ব, স্কন্ধ, গণ্ড, তালু, শঙ্খ ও মস্তকের অস্থি-সকলকে কপাল; দন্তের অস্থিসকলকে রুচক; নাসিকা, কর্ণ, গ্রীবা ও চক্ষু-কোটরস্থিত অস্থিখণ্ডকে তরুণ; এবং হস্ত, পাদ, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, উদর ও বক্ষঃ—এইসকল স্থানের অস্থিসমূহকে বলয়-অস্থি বলা যায়। অবশিষ্ট সমুদায় অস্থি নলক নামে অভিহিত।

অস্থির ক্রিয়া।—পাদপসকল যেমন অভ্যন্তরস্থ সার আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে, দেহও সেইরূপ অস্থিরূপ সারপদার্থ অবলম্বন করিয়া অব-স্থিত থাকে। শরীরের ত্বক্-মাংসাদি নষ্ট হইলেও অস্থির বিনাশ হয় না। শিরা ও স্নায়ুসমূহ দ্বারা শরীরের মাংস অস্থিতে আবদ্ধ থাকে; সেইজন্য মাংস শীর্ণ বা স্খলিত হয় না।

সন্ধি।—সন্ধি দুইপ্রকার, চেষ্টাবান্ অর্থাৎ চলৎ এবং স্থির। হস্ত, পাদ, হনূ ও কটী,—এইসকল স্থানের সন্ধিসকলকে চেষ্টাবান্ সন্ধি কহে;

অবশিষ্ট সন্ধিসকল স্থির বা অচল। সর্ব্বসমেত দুইশত দশটী সন্ধি; তন্মধ্যে হস্তে ও পদে আটষট্টি, কোষ্ঠে উনষাট্, গ্রীবার ঊর্দ্ধদেশে তিরাশী, প্রত্যেক পদাঙ্গুলিতে তিনটী করিয়া এবং অঙ্গুষ্ঠে দুইটী করিয়া সর্ব্বসমেত চৌদ্দটী, গুল্‌ফে ও বঙ্ক্ষণে এক একটী, এইরূপে এক এক পদে সতরটী করিয়া সন্ধি আছে। অন্যপদে এবং বাহুদ্বয়েও এইরূপ সন্ধিসংখ্যা দেখা যায়। কটি ও কপাল-দেশে তিন, পৃষ্ঠদণ্ডে চতুর্ব্বিংশতি, উভয় পার্শ্বে চতুর্ব্বিংশতি, বক্ষে আট, গ্রীবাতে আট ও কণ্ঠদেশে তিন। হৃদয়ে ও ক্লোমে নিবদ্ধ নাড়ীর সন্ধি অষ্টাদশ। যতগুলি দন্তমূল, ততগুলি দন্তসন্ধি। কাকনকে এক, নাসিকায় এক, নেত্রে দুইটী, গণ্ডে, কর্ণে ও শঙ্খে এক একটী করিয়া ছয়টী, হনূতে দুইটী, ভ্রূর উপরিভাগে দুইটী, শঙ্খদ্বয়ে দুইটী, মস্তকের কপালে (খুলিতে) পাঁচটী এবং ঊর্দ্ধদেশে একটী।

ক্রিয়া।—সন্ধিসকল আটপ্রকার; কোর, উদূখল, সামুদ্গ, প্রতর, তুন্নসেবনী, বায়সতুণ্ড, মণ্ডল ও শঙ্খাবর্ত্ত। অঙ্গুলি, মণিবন্ধ, গুল্‌ফ, জানু ও কূর্পর, এইসকল স্থানের সন্ধিকে কোরসন্ধি; বক্ষঃস্থল, বঙ্ক্ষণ ও দশনের সন্ধিকে উদূখল; স্কন্ধ, মলদ্বার, যোনিদেশ ও নিতম্বের সন্ধিকে সামুদ্গ; গ্রীবা ও পৃষ্ঠদণ্ডের সন্ধিকে প্রতর; মস্তক, কটী ও কপালের সন্ধিকে তুন্নসেবনী; হনূদ্বয়ের সন্ধিকে বায়সতুণ্ড; কণ্ঠ, হৃদয়, নেত্র, ক্লোম ও নাড়ীর সন্ধিকে মণ্ডল, এবং কর্ণ ও শৃঙ্গাটকের সন্ধিকে শঙ্খাবর্ত্ত সন্ধি বলে। এইগুলি সমস্তই অস্থি-সন্ধি; এতদ্ব্যতীত পেশী, শিরা ও স্নায়ুসমূহের সন্ধি অসংখ্য।

স্নায়ুসংখ্যা।—স্নায়ু নয়শত;—হস্তপদে ছয়শত, কোষ্ঠদেশে দুইশত ত্রিশ, এবং গ্রীবায় ও তাহার ঊর্দ্ধদেশে সপ্ততি। ইহাদের মধ্যে প্রত্যেক পাদাঙ্গুলিতে ছয়টী করিয়া ত্রিশটী; তলকূর্চ্চ ও গুল্‌ফদেশে ত্রিশ, জঙ্ঘায় ত্রিশ, ঊরুতে চল্লিশ, বঙ্ক্ষণে দশ এবং জানুতে দশ। এইরূপে প্রত্যেকে দেড় শত করিয়া দুইটী পায়ে তিন শত স্নায়ু। বাহুদ্বয়েও ঐরূপে তিনশত স্নায়ু। কটিতে ষাট, পৃষ্ঠে আশী, পার্শ্বদ্বয়ে ষাট, বক্ষঃস্থলে ত্রিশ, গ্রীবায় ছত্রিশ ও মস্তকে চৌত্রিশ; এইরূপে সমগ্রদেহে নয়শত স্নায়ু।

প্রকার।—স্নায়ু চারিপ্রকার; যথা, প্রতানবতী অর্থাৎ শাখাপ্রশাখা-বিশিষ্ট; বৃত্ত অর্থাৎ গোলাকার, পৃথু অর্থাৎ স্থূল ও শুষির অর্থাৎ ছিদ্রযুক্ত।

হস্ত, পাদ ও সন্ধিস্থানের স্নায়ুসকল প্রতানবতী; কণ্ডরাসকল বৃত্ত; পার্শ্বদেশ, বক্ষঃ, পৃষ্ঠ ও মস্তকের স্নায়ুসকল পৃথু; এবং আমাশয় ও পক্বাশয়ের অগ্রভাগের ও বস্তির স্নায়ুসকল শুষির।

নৌর্যথা ফলকাস্তীর্ণা বন্ধনৈর্বহুভির্যুতা।
ভারক্ষমা ভবেদপ্সু নৃযুক্তা সুসমাহিতা॥
এবমেব শরীরেঽস্মিন্ যাবন্তঃ সন্ধয়ঃ স্মৃতাঃ।
স্নায়ুভির্বহুভির্বদ্ধাস্তেন ভারসহা নরাঃ॥

নৌকার কাষ্ঠফলকসমূহ যেমন বহুবিধ বন্ধনদ্বারা আবদ্ধ হইয়ে, জলে মানুষের ভার সহ্য করিতে পারে, শরীরের সন্ধিসকল সেইরূপ বহু স্নায়ুবন্ধনে আবদ্ধ থাকাতে মনুষ্য ভারবহনে সমর্থ হইয়া থাকে। একমাত্র স্নায়ুর বিনাশে শরীরের যত অনিষ্ট হয়, অস্থি, পেশী, শিরা বা সন্ধির বিনাশে তত অনিষ্ট হয় না। যে বৈদ্য শরীরের বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ স্নায়ুসমুদায় জানেন, তিনিই দেহ হইতে গূঢ় শল্য বাহির করিতে পারেন।

পেশীসংখ্যা।—পেশী পাঁচ শত। হস্ত-পদে চারি শত, কোষ্ঠে ছয়টী এবং গ্রীবায় ও তাহার ঊর্দ্ধভাগে চৌত্রিশ; ইহাদের মধ্যে প্রত্যেক অঙ্গুলিতে তিনটী করিয়া এক এক পদে পনরটী, পায়ের উপরিভাগে দশটী, কূর্চ্চদেশে, পদতলে ও গুল্‌ফদেশে দশ, গুল্‌ফ ও জানু উভয়ের মধ্যস্থলে বিংশতি, জানুতে পাঁচ, উরুদেশে বিংশতি এবং বঙ্ক্ষণে দশ। এইরূপে প্রত্যেক পদে এক শত করিয়া দুইটীপদে দুইশত পেশী। হস্তদ্বয়েরও পেশীর সংখ্যা ঐরূপ। ইহার পর পায়ুদেশে তিন, মেঢ্রে এক, মেঢ্রদেশের সেবনী স্থানে এক, মুষ্কদ্বয়ে দুই, নিতম্বে পাঁচটী করিয়া দশটী, বস্তির উপরিভাগে দুই, উদরে পাঁচ, নাভিতে এক, পৃষ্ঠের ঊর্দ্ধভাগে পাঁচটী করিয়া দশটী দীর্ঘভাবে সন্নিবিষ্ট; উভয় পার্শ্বে ছয়টী, বক্ষঃস্থলে দশ, স্কন্ধসন্ধির চতুর্দ্দিকে সাত, হৃদয়ে ও আমাশয়ে দুই; যকৃৎ, প্লীহা ও উণ্ডুকে ছয়, গ্রীবায় চারি, হনুতে আট, কাকলকে ও গলদেশে এক একটী, তালুতে দুই, জিহ্বায় এক, ওষ্ঠদ্বয়ে দুই, ঘোণা অর্থাৎ নাসিকায় দুই, চক্ষুতে দুই, গণ্ডদ্বয়ে চারি, কর্ণদ্বয়ে দুই, ললাটে চারি, এবং মস্তকে এক;—এইরূপে সমগ্র শরীরে পাঁচশত পেশী আছে।

শিরাস্নায়ুস্থিপর্ব্বাণি সন্ধয়শ্চ শরীরিণাম্।
পেশীভিঃ সংবৃতান্যত্র বলবন্তি ভবন্ত্যতঃ॥

শরীরে শিরা, স্নায়, অস্থি, পর্ব্ব ও সন্ধিসমূহ পেশীদ্বারা আবৃত থাকাতেই স্ব স্ব কার্য্যসাধনে সমর্থ হইয়া থাকে।

স্ত্রীলোকদিগের দেহে ইহা অপেক্ষা অতিরিক্ত কুড়িটী পেশী দেখা যায়;—তাহাদের প্রত্যেক স্তনে পাঁচটী করিয়া দশটী, (যৌবনে এই পেশীগুলি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে); অপত্যপথে চারিটী (ইহাদের মধ্যে ঐপথের মূলে দুই এবং বহির্ভাগে দুইটী); গর্ভচ্ছিদ্র অর্থাৎ গর্ভাশয়ে (জরায়ুকোষে) তিন, এবং শুক্র ও শোণিতের প্রবেশ-পথে তিন। পিত্তাশয়ের ও পক্বাশয়ের মধ্যস্থানে গর্ভাশয় অবস্থিত; ইহাতেই গর্ভ থাকে। সেইসকল পেশী সন্ধি, অস্থি, শিরা ও স্নায়ু আচ্ছাদন করিয়া থাকে। স্থানভেদে ইহাদের স্থূল, সূক্ষ্ম, হ্রস্ব, দীর্ঘ, কর্কশ, মসৃণ প্রভৃতি আকৃতিভেদ স্বভাবতঃই হইয়া থাকে। পুরুষের মুষ্কদেশে যেসকল পেশী আছে, সেইসকল পেশীই স্ত্রীলোকের গর্ভাশয় আবৃত করিয়া থাকে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মর্ম্মস্থান-নিরূপণ।

মানব-শরীরে সর্ব্বসমেত ১০৭ একশত সাতটী মর্ম্মস্থান আছে। সেই সকল মর্ম্ম পাঁচ প্রকার; যথা—মাংস-মর্ম্ম, স্নায়ু-মর্ম্ম, শিরামর্ম্ম, সন্ধি-মর্ম্ম ও অস্থিমর্ম্ম। মাংসমর্ম্ম একাদশ, শিরামর্ম্ম একচল্লিশ, স্নায়ুমর্ম্ম সাতাইশ; অস্থিমর্ম্ম আট, ও সন্ধিমর্ম্ম কুড়ি। ইহাদের মধ্যে প্রত্যেক পায়ে ও হাতে একাদশ, উদরে ও বক্ষঃস্থলে দ্বাদশ, পৃষ্ঠে চতুর্দ্দশ এবং গ্রীবায় ও তাহার উর্দ্ধে সাঁইত্রিশটী মর্ম্মস্থান। প্রত্যেক পাদে যে একাদশটী মর্ম্ম আছে, তাহাদের নাম ক্ষিপ্র, তলহৃদয়, কূর্চ্চ, কূর্চ্চশিরঃ, গুল্ফ, জানু, আনি, ইন্দ্রবস্তি, উর্ব্বী, লোহিতাক্ষ ও বিটপ।

উদর ও বক্ষের মর্ম্ম—গুদ, বস্তি, নাভি ও হৃদয়,—এক একটী; এবং দুইটী করিয়া স্তনমূল, স্তনরোহিত; অপলাপ ও অপস্তম্ভ। পৃষ্ঠদেশস্থ মর্ম্ম—কটাক-তরুণ, কুকুন্দর, নিতম্ব, পার্শ্বসন্ধি, বৃহতী, অংসফলক ও অংসদ্বয়—

প্রত্যেক দুইটী। বাহুস্থিত মর্ম্ম—ক্ষিপ্র, তলহৃদয়, কূর্চ্চ, কূর্চ্চশিরঃ, মণিবন্ধ, ইন্দ্রবস্তি, কূর্পর, আনি, উর্ব্বী, লোহিতাক্ষ ও কক্ষধর।

স্কন্ধসন্ধির উপরিস্থিত মর্ম্ম-ধমনী চারিটী, মাতৃকা আটটী, কৃকাটিকা দুইটী, বিধুর দুই, ফণ দুই, অপাঙ্গ দুই, আবর্ত্ত দুই, উৎক্ষেপ দুই, শঙ্খ দুই, স্থপনী এক, সীমন্ত পাঁচ, শৃঙ্গাটক চারি ও অধিপতি এক। স্কন্ধসন্ধির উপরিভাগে এই সাঁইত্রিশটী মর্ম্ম দেখা যায়।

পূর্ব্বোক্ত মর্ম্মসকলের মধ্যে তলহৃদয়, ইন্দ্রবস্তি, গুদ ও স্তনরোহিত,—এই-গুলি মাংসমর্ম্ম। নীল, ধমনী, মাতৃকা, শৃঙ্গাটক, অপাঙ্গ, স্থপনী, ফণ, স্তনমূল, অপলাপ, অপস্তম্ভ, হৃদয়, নাভি, পার্শ্বসন্ধি, বৃহতী, লোহিতাক্ষ ও উর্ব্বী,—এই-গুলি শিরামর্ম্ম। আনি, বিটপ, কক্ষধর, কূর্চ্চ, কূর্চ্চশিরঃ, বস্তি, ক্ষিপ্র, অংস, বিধুর ও উৎক্ষেপ,—এইগুলি স্নায়ুমর্ম্ম। কটীকতরুণ, নিতম্ব, অংসফলক ও শঙ্খ এইগুলি অস্থিমর্ম্ম। জানু, কূর্পর, সীমন্ত, অধিপতি, গুল্‌ফ, মণিবন্ধ, কুকুন্দর, আবর্ত্তক ও কৃকাটিকা, এইগুলি সন্ধিমর্ম্ম।

কার্য্য ও বিভাগ।—বিশেষ বিশেষ কার্য্য অনুসারে মর্ম্মসকলকে পাঁচভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে,—সদ্যঃপ্রাণনাশক; কালান্তরে প্রাণনাশক, বিশল্যঘ্ন অর্থাৎ যে স্থানের শল্য বাহির করিলে প্রাণনাশ হয়; বৈকল্যকর অর্থাৎ যাহা আহত হইলে কোন অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গের বিকৃতি হয়, এবং যাহা পীড়াকর। ঊনিশটী মর্ম্ম সদ্যঃপ্রাণনাশক, তেত্রিশটী কালান্তরে প্রাণনাশক, তিনটী বিশল্যঘ্ন, চুয়াল্লিশটী বৈকল্যকর এবং আটটী পীড়াকর। হৃদয়, বস্তি, নাভি, শৃঙ্গা-টক, অধিপতি, শঙ্খ, শিরঃ, গুদ এইসকল মর্ম্ম আহত হইলে, সদ্যঃ প্রাণনাশ হয়। বক্ষোমর্ম্ম, সীমন্ত, তল, ক্ষিপ্র, ইন্দ্রবস্তি, কটীকতরুণ, পার্শ্বসন্ধি, বৃহতী ও নিতম্ব এইগুলি আহত হইলে, কালান্তরে প্রাণবিয়োগ হয়। উৎক্ষেপ ও স্থপনী এই দুইটী মর্ম্ম বিশল্যঘ্ন। লোহিতাক্ষ, জানু, উর্ব্বী, কূর্চ্চ, বিটপ, কূর্পর, কুকুন্দরদ্বয়, কক্ষধরদ্বয়, বিধুরদ্বয়, কৃকাটিকাদ্বয়, অংস, অংসফলক, অপাঙ্গ, নীলাদ্বয়, মন্যাদ্বয়, ফণদ্বয় ও আবর্ত্তদ্বয়, এই মর্ম্মগুলি আহত হইলে অঙ্গের বৈকল্য ঘটে। গুল্‌ফদ্বয়, মণিবন্ধদ্বয় ও কূর্চ্চশিরঃ চারিটী, এই আটটী মর্ম্ম আহত হইলে যাতনা হইতে থাকে। ক্ষিপ্রমর্ম্মসকল বিদ্ধ হইবামাত্র, অথবা কালান্তরে মৃত্যু হইয়া থাকে।

নির্ব্বচন।—মাংস, শিরা, অস্থি, স্নায়ু ও সন্ধি, ইহাদের একত্র সন্নিবেশকে মর্ম্ম বলে। এইসকল মর্ম্মস্থানে প্রাণ স্বভাবতই অবস্থিতি করে; এইজন্য এইসকল মর্ম্ম কোনরূপে আহত হইলে, পূর্ব্বোক্ত নানাপ্রকার অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে।

ভিন্ন ভিন্ন গুণ।—এইসকল মর্ম্মের মধ্যে সদ্যপ্রাণহর মর্ম্ম অগ্নিগুণ-বিশিষ্ট; ঐসকল মর্ম্ম আহত হইলে, সহসা সেই গুণের অল্পতা হওয়ায় শীঘ্র প্রাণনাশ হয়। যেসকল মর্ম্ম কালান্তরে প্রাণনাশ করে, সেগুলির সৌম্য ও আগ্নেয় উভয় গুণই আছে; সুতরাং আগ্নেয় গুণের সহসা ক্ষয় হইলেও সোমগুণ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া কালান্তরে প্রাণনাশ করে। যেসকল মর্ম্ম বিশল্য-প্রাণ-নাশক, তাহাতে বায়ুগুণ অধিক। সুতরাং অভ্যন্তরস্থ শল্যদ্বারা মুখ রুদ্ধ থাকায় যে পর্য্যন্ত বায়ু ভিতরে থাকে, সেই পর্য্যন্ত রোগী বাচিয়া থাকে; শল্য বাহির করিলেই বায়ু নিঃসৃত হয়, এবং সেই সঙ্গে রোগীরও প্রাণবিয়োগ হইয়া থাকে। যেসকল মর্ম্ম বৈকল্যকর, সেগুলি সৌম্যগুণবিশিষ্ট। সোমগুণের স্থিরতা ও শীতলতা প্রযুক্ত সেইসকল মর্ম্মে প্রাণ আশ্রয় করিয়া থাকে। যেসকল মর্ম্ম পীড়াকর, সেগুলি অগ্নি ও বায়ুগুণবিশিষ্ট; কারণ, অগ্নি ও বায়ু উভয়ই যন্ত্রণা-দায়ক। কাহারও মত এই যে, যন্ত্রণাকর মর্ম্ম কেবল অগ্নি ও বায়ুগুণবিশিষ্ট নহে—পাঞ্চভৌতিক।

মতান্তর।—কেহ বলেন যে, মাংস, মেদঃ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র, এই পঞ্চ ধাতুই যে মর্ম্মে লগ্ন ও সম্মিলিত হয়, তাহাই সদ্যঃ প্রাণনাশ করিয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে, সেই মর্ম্মে আঘাত লাগিলে সেই পঞ্চধাতু আহত হয় এবং তাহাতেই মৃত্যু হইয়া থাকে। যে মর্ম্মে তিনটী ধাতুর সংযোগ থাকে, তাহা বিশল্য-প্রাণনাশক, অর্থাৎ তাহা হইতে শল্য বাহির করিলেই মৃত্যু হয়। দুইটী ধাতুর সংযোগবিশিষ্ট মর্ম্ম আহত হইলে অঙ্গের বৈকল্য ঘটে; এবং একটীমাত্র ধাতুর মর্ম্মে আঘাত লাগিলে কেবল যাতনা হইয়া থাকে। এইজন্য অস্থিমর্ম্ম আহত হইলে শোণিত নিঃসৃত হইতে দেখা যায়।

শল্য ও যাতনা।—শরীরে বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মা ও রক্তবহা নামক যে চতুর্ব্বিধ শিরা আছে, তাহারা প্রায়ই মর্ম্মস্থানে সন্নিবিষ্ট। তাহারা স্নায়ু, অস্থি, মাংস ও সন্ধিসকলকে পোষণ করিয়া দেহ পালন করিয়া থাকে।

মর্ম্মস্থানে কোন কারণে ক্ষত হইলে বায়ু বৃদ্ধি পাইয়া সেইসকল শিরাকে চারিদিকে বিস্তৃত করিয়া দেয়; এইরূপে বায়ুর বৃদ্ধিতে শরীরে উৎকট যাতনা হইতে থাকে। সেই তীব্র যাতনায় শরীর বিনষ্ট হয়, অথবা সংজ্ঞা লোপ পায়। অতএব শল্য বাহির করিতে হইলে, যত্নপূর্ব্বক মর্ম্মস্থান পরীক্ষা করিয়া, তবে শল্যের উদ্ধার করা কর্ত্তব্য।

অন্তে বিদ্ধ মর্ম্ম।—যেসকল মর্ম্ম সদ্যঃপ্রাণনাশক, তাহারা অন্তে অর্থাৎ সমীপে বিদ্ধ হইলে কালান্তরে প্রাণনাশক হয়। যেগুলি কালান্তরে প্রাণনাশক, সেগুলির অন্ত বিদ্ধ হইলে অঙ্গের বৈকল্য ঘটে। যেসকল মর্ম্ম বিশল্যপ্রাণহর অর্থাৎ যাহাদের শল্য বাহির করিলে প্রাণনাশ হয়, সেগুলির অন্ত বিদ্ধ হইলে কালান্তরে ক্লেশ দেয়; এবং যে সকল মর্ম্ম পীড়াদায়ক তাহাদের অন্ত বিদ্ধ হইলে সামান্য বেদনা হয়। সদ্যঃপ্রাণহর মর্ম্ম আহত হইলে, সাত রাত্রির মধ্যে এবং কালান্তরে প্রাণনাশক মর্ম্ম আহত হইলে, পক্ষান্তে বা মাসান্তে মৃত্যু হইয়া থাকে। ক্ষিপ্র নামক মর্ম্ম (বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও অঙ্গুলির মধ্যে) আহত হইলে, কখন কখন শীঘ্র প্রাণনাশ করে। বিশল্য-প্রাণহর ও অঙ্গের বৈকল্যকর মর্ম্মগুলি অত্যভিহত অর্থাৎ অতিশয় আহত হইলে, কখন কখন প্রাণনাশ করিয়া থাকে।

মর্ম্মসমুদায়ের বিশেষ বিবরণ।

পাদদ্বয় ও হস্তদ্বয়। – বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ (পায়ের বুড়ো আঙ্গুল) ও তাহার পাশের অঙ্গুলির মধ্যে ক্ষিপ্র নামক মর্ম্ম। তাহা বিদ্ধ হইলে আক্ষেপ হইয়া মৃত্যু হয়: ইহা স্নায়ুমর্ম্ম; পরিমাণ অর্দ্ধাঙ্গুলি: কালান্তরে প্রাণনাশক। মধ্যম অঙ্গুলির টানে পাদতলের মধ্যস্থলে তলহৃদয় নামক মাংসমর্ম্ম; তাহা আহত হইলে পীড়া হইয়া প্রাণনাশ হয়। ইহা অর্দ্ধাঙ্গুলি-পরিমিত এবং কালান্তরে প্রাণনাশক। ক্ষিপ্রমর্ম্মের উপরিভাগে উভয়পার্শ্বে কূর্চ্চ নামক দুইটী স্নায়ুমর্ম্ম আছে। তাহারা আহত হইলে পদের ভ্রমণ ও বেপন হইতে (টলিতে ও কাঁপিতে) থাকে। ইহার পরিমাণ চারি অঙ্গুলি। ইহা অঙ্গের বৈকল্যজনক। গুল্ফসন্ধির অধোভাগে উভয় দিকে কূর্চ্চশিরঃ নামে দুইটী স্নায়ুমর্ম্ম আছে,

তাহারা আহত হইলে যাতনা ও শোফ (ফুলা) হয়। ইহা এক-অঙ্গুলি পরিমিত। পাদ ও জঙ্ঘার সন্ধিস্থানে দুই-অঙ্গুলি পরিমিত গুল্‌ফ নামক সন্ধিমর্ম্ম। তাহাতে আঘাত লাগিলে, পা স্তব্ধ হইয়া পড়ে এবং খঞ্জতা জন্মে। জঙ্ঘার মধ্যস্থলে পাঞ্চির দিকে ইন্দ্রবস্তি নামে একটী মাংসমর্ম্ম আছে; তাহা বিদ্ধ হইলে শোণিতক্ষয়ে মৃত্যু হইয়া থাকে। ইহার পরিমাণ কাহারও মতে অর্দ্ধাঙ্গুলি, কাহারও মতে দুই অঙ্গুলি। জঙ্ঘা ও উরুর সন্ধিস্থানে তিন অঙ্গুলি-পরিমিত জানুনামক সন্ধিমর্ম্ম। তাহা আহত হইলে খঞ্জতা ঘটে। জানুর উর্দ্ধে উভয়পার্শ্বে তিন অঙ্গুলি দূরে আনি নামে অর্দ্ধাঙ্গুলি-পরিমিত দুইটা স্নায়ুমর্ম্ম আছে। তাহা আহত হইলে অত্যন্ত শোফ (ফুলা) হয় এবং সক্‌থি (পা) স্তব্ধ হইয়া পড়ে। উরুর মধ্যস্থলে উর্ব্বী নামক অর্দ্ধাঙ্গুলি-পরিমিত মর্ম্ম; কেহ কেহ এই মর্ম্ম তিন অঙ্গুলি পরিমিত বলিয়া থাকেন। তাহা আহত হইলে, শোণিতক্ষয় হয় এবং সক্‌থি (পা) শুকাইয়া যায়। সেই উর্ব্বী নামক মর্ম্মের উর্দ্ধ এবং বঙ্ক্ষণসন্ধির অধোভাগকে উরুমূল কহে। সেই উরুমূলে লোহিতাক্ষ নামক অর্দ্ধাঙ্গুলি-পরিমিত শিরামর্ম্ম, তাহা আহত হইলে শোণিতস্রাব হইয়া সমগ্র পায়ের পক্ষাঘাত হয়। বঙ্ক্ষণ-সন্ধির ও বৃষণের অর্থাৎ দুইটা অণ্ডকোষের মধ্যে বিটপ নামক স্নায়ুমর্ম্ম। তাহা আহত হইলে ষণ্ডতা বা শুক্রাল্পতা ঘটে। ইহা অর্দ্ধ-অঙ্গুলি-পরিমিত। বিটপ হইতে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পর্য্যন্ত এক একটী সমগ্র পদে একাদশটী মর্ম্ম। হস্তেও এইরূপ একাদশ মর্ম্ম আছে। তাহাদের মধ্যে আটটীর নাম একইরূপ; কেবল তিনটীর নামে পার্থক্য দেখা যায়; যথা পায়ে গুল্‌ফ, জানু ও বিটপ নামে যে তিনটী মর্ম্ম আছে, হস্তদ্বয়ে তাহাদের পরিবর্ত্তে মণিবন্ধ, কূর্পর ও কক্ষধর, এই তিনটী নাম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে বঙ্ক্ষণ ও মুষ্কদ্বয়ের মধ্যস্থলে যেমন বিটপ, তেমনই বক্ষঃ ও কক্ষের মধ্যে কক্ষধর। বিটপ আহত হইলে ষণ্ডতা ও শুক্রাল্পতা ঘটে, কিন্তু কক্ষধর আহত হইলে পক্ষাঘাত হয়; এবং মণিবন্ধ নামক মর্ম্ম আহত হইলে, অঙ্গুলিসমূহের কুণ্ঠতা (কোঁকড়াইয়া যাওয়া) ও কূর্পর নামক মর্ম্ম আহত হইলে কুণি হয়, অর্থাৎ বাহুর মধ্যভাগ সঙ্কুচিত হয়। হস্তদ্বয়ে ও পদদ্বয়ে এইরূপে সর্ব্বসমেত চুয়াল্লিশটী মর্ম্ম।

উদর ও বক্ষঃ।—অধোবায়ু ও পুরীষের নির্গমদ্বারকে গুদ নামক মাংসমর্ম্ম বলা যায়; ইহা মূল অন্ত্রীতে সংলগ্ন। ইহার পরিমাণ চারি-অঙ্গুলি; ইহা

আহত হইলে সন্তঃই মৃত্যু হইয়া থাকে। কটীদেশের অভ্যন্তরে মূত্রাশয়ে বস্তি নামক চতুরঙ্গুলিপরিমিত স্নায়ুমর্ম্ম; তাহাতে অল্প মাংস-রক্ত আছে। অশ্মরী পীড়া ভিন্ন অন্য পীড়ায় সেই বস্তিমর্ম্মের উভয় পার্শ্ব ভেদ করিলে মৃত্যু হয়; এক পার্শ্ব-ভেদে মূত্রস্রাবী ব্রণ জন্মিয়া থাকে; কিন্তু যত্নসহকারে চিকিৎসা করিলে সেই ব্রণ আরোগ্য হইতে পারে। পক্কাশয় ও আমাশয়ের মধ্যে শিরাসকলের উৎপত্তি স্থানে নাভি নামক চারি-অঙ্গুলি-পরিমিত শিরামর্ম্ম; তাহা আহত হইলেও সন্তঃ মৃত্যু হইয়া থাকে। স্তনদ্বয়ের মধ্যস্থলে বক্ষোদেশে আমাশয়-দ্বার; তাহা সত্ব, রজঃ ও তমোগুণের আশ্রয়; ইহাই হৃদয় নামক শিরামর্ম্ম। ইহা চতুরঙ্গুলি-পরিমিত, দেখিতে কমল-মুকুলের ন্যায় এবং অধোমুখে অবস্থিত। তাহাও আহত হইলে সন্তঃ মৃত্যু হইয়া থাকে। স্তনদ্বয়ের অধোদেশে দুই অঙ্গুলি দূরে উভয়-দিকে স্তনমূল নামক দুই-অঙ্গুলিপরিমিত দুইটী শিরামর্ম্ম আছে; তাহারা কফে পরিপূর্ণ; সেই জন্য তাহারা আহত হইলে কাসে ও শ্বাসে মৃত্যু হয়। স্তনের চুচুকদ্বয়ের ঊর্দ্ধ দুই অঙ্গুলি দূরে উভয়পার্শ্বে স্তনরোহিত নামক অর্দ্ধাঙ্গুলি পরি-মিত শোণিতপূর্ণ দুইটী মাংসমর্ম্ম আছে। তাহারাও আহত হইলে কাস ও শ্বাসে মৃত্যু হইয়া থাকে। অংসকূটের অধোভাগে উভয়পার্শ্বের উপরিভাগে অপলাপ নামক অর্দ্ধাঙ্গুলিপরিমিত শিরামর্ম্মদ্বয় আহত হইলে, যদি তথাকার রক্তে পূয় জন্মে, তাহা হইলে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। বক্ষঃস্থলের উভয়পার্শ্বে দুইটী বায়ুবাহিনী নাড়ী আছে, সেই নাড়ীদ্বয়ই অপস্তম্ভ নামক দুইটা বায়ুপূর্ণ মর্ম্মস্থল। ইহাদের পরিমাণ অর্দ্ধাঙ্গুলি। তাহারা আহত হইলে কাসে ও শ্বাসে মৃত্যু হয়।

পৃষ্ঠ।—মেরুদণ্ডের উভয় পার্শ্বে শ্রোণীস্থানে কটীকতরুণ নামে দুইটী অস্থিমর্ম্ম আছে। তাহারা আহত হইলে শোণিতক্ষয় প্রযুক্ত রোগী পাণ্ডু, বিবর্ণ ও হীনরূপ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পার্শ্ব ও জঘনের বহির্ভাগে পৃষ্ঠবংশের উভয়দিকে কুকুন্দর নামে দুইটী সন্ধিমর্ম্ম আছে। তাহারা আহত হইলে শরীরের অধোভাগে স্পর্শজ্ঞান থাকে না এবং চেষ্টার অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তিরও ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। শ্রোণীকাণ্ডদ্বয়ের উপরিভাগে পার্শ্বমধ্যে প্রতিবদ্ধ ও নিতম্ব নামক অস্থি-মর্ম্মদ্বয় আহত হইলে, শরীরের অধোভাগ শুকাইয়া যায় এবং তজ্জন্য দৌর্ব্বল্য-বশতঃ মৃত্যু হইয়া থাকে। জঘনদ্বয়ের ঊর্দ্ধে তির্য্যগ্‌ভাগে পার্শ্বসন্ধি নামে দুইটী শোণিতপূর্ণ শিরা-মর্ম্ম আছে; তাহারা আহত হইলে মৃত্যু হয়। স্তনমূলদ্বয়ের

সমসূত্রপাতে পৃষ্ঠদণ্ডের উভয়পার্শ্বে বৃহতী নামে দুইটী শিরা-মর্ম্ম আছে; তাহারা আহত হইলে, অতিশয় শোণিতস্রাবজনিত উপদ্রবে মৃত্যু হইয়া থাকে। পৃষ্ঠের উর্দ্ধ অংশে পৃষ্ঠদণ্ডের উভয়পার্শ্বে ত্রিকসন্ধিস্থানে অংসফলক নামক অস্থি-মর্ম্মদ্বয় আহত হইলে, বাহুদ্বয় স্পন্দহীন ও শুষ্ক হইয়া পড়ে। বাহুদ্বয়ের উর্দ্ধে গ্রীবার মধ্যস্থানে অংসফলক ও স্কন্ধের সন্ধিস্থানে অংস নামক স্নায়ুমর্ম্মদ্বয়; তাহারা আহত হইলে বাহু স্তব্ধ হইয়া যায়। এইসমস্ত মর্ম্মের প্রত্যেকেরই পরিমাণ অর্দ্ধাঙ্গুলি।

গ্রীবা ও কণ্ঠ।—কণ্ঠনালীর উভয়দিকে চারিটী ধমনী; তাহার মধ্যে সম্মুখদিকের দুইটীকে নীলা এবং পশ্চাৎ দিকের দুইটীকে মন্যা কহে। এই চারিটীই শিরামর্ম্ম। ইহাদের পরিমাণ চারি অঙ্গুলি। ইহারা আহত হইলে রোগী মূক ও বিকৃতস্বর হইয়া পড়ে এবং তাহার রসাস্বাদনের ক্ষমতা থাকে না। গ্রীবার উভয়পার্শ্বে শিরামাতৃকা নামে চারিটী করিয়া চতুরঙ্গুলি পরিমিত শিরা-মর্ম্ম আছে। তাহারা আহত হইলে, তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হইয়া থাকে। মস্তক ও গ্রীবার সন্ধিস্থানে কৃকাটিকা নামক অর্দ্ধাঙ্গুলি পরিমিত সন্ধি মর্ম্মদ্বয়; তাহারা আহত হইলে মাথা কাঁপিতে থাকে। কর্ণদ্বয়ের পার্শ্বে ও অধোভাগে বিধুর নামক স্নায়ু-মর্ম্মদ্বয় বিদ্ধ হইলে বধিরতা জন্মে। ইহাদের পরিমাণ অর্দ্ধ-অঙ্গুলি। নাসারন্ধ্রের উভয় পার্শ্বের অভ্যন্তরে ফণ নামে অর্দ্ধাঙ্গুলি পরিমিত দুইটী শিরামর্ম্ম আছে; তাহারা বিদ্ধ হইলে গন্ধগ্রহণের শক্তি লোপ পায়। ভ্রূযুগের অন্তে ও অধোভাগে এবং চক্ষুর্দ্বয়ের বহির্ভাগে অপাঙ্গ নামে দুইটী শিরা-মর্ম্ম আছে। তাহারা বিদ্ধ হইলে অন্ধতা ও দৃষ্টির ব্যাঘাত ঘটে। ভ্রূর উপরিভাগে ঈষৎ গভীরাকৃতি আবর্ত্ত নামক সন্ধিমর্ম্মদ্বয় আহত হইলেও অন্ধতা বা দৃষ্টির ব্যাঘাত জন্মে। ভ্রূযুগের উপরিভাগে কর্ণ ও ললাটের মধ্যে শঙ্খনামক অস্থিমর্ম্মদ্বয় আহত হইলে সদ্যঃ মৃত্যু হইয়া থাকে। শঙ্খদ্বয়ের উপরিভাগে যেখানে কেশের শেষ হইয়াছে, সেইখানে উভয়পার্শ্বে উৎক্ষেপ নামে দুইটী স্নায়ু মর্ম্ম আছে। সেই দুইটী মর্ম্ম বিদ্ধ হইলে শল্য উদ্ধার করিতে নাই। যতক্ষণ শল্য তন্মধ্যে থাকে, ততক্ষণ রোগী বাঁচিয়া থাকে, অথবা ক্ষতস্থান পাকিয়া শল্য পড়িয়া গেলেও রোগী বাঁচিয়া যায়। ভ্রূযুগলের মধ্যস্থলে স্থপনী নামে একটী শিরামর্ম্ম আছে।

তাহা বিদ্ধ হইলে উৎক্ষেপ বেধের ন্যায় সমস্ত অবস্থা ঘটিয়া থাকে। এই কয়েকটী মর্ম্মের প্রত্যেকের পরিমাণ অর্দ্ধাঙ্গুলি।

মস্তকের সন্ধি।—মস্তকের অস্থির পাঁচটী সন্ধি আছে। সেই সকল সন্ধি সীমন্ত-মর্ম্ম নামে আখ্যাত। তাহারা বিদ্ধ হইলে উন্মাদ, ভয় ও চিত্তনাশ-বশতঃ মৃত্যু হয়। ইহাদের পরিমাণ চারি অঙ্গুলি। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও জিহ্বা, এই চারিটী ইন্দ্রিয় যথাক্রমে রূপবাহী, শব্দবাহী ও রসবাহী শিরাসমূহ দ্বারা সন্তর্পিত। সেইসকল শিরার সন্ধিস্থলকে শৃঙ্গাটক-মর্ম্ম কহে। শৃঙ্গাটক চারি অঙ্গুলিপরিমিত এবং সংখ্যায় চারিটী। তাহারা বিদ্ধ হইলে সদ্যঃ মৃত্যু হইয়া থাকে। মস্তকের উপরিভাগে—বাহিরে, যেখানে লোমাবর্ত্ত দেখা যায় এবং যাহার অভ্যন্তরে শিরাসকল একত্র মিলিত হইয়াছে, সেইখানে অধিপতি নামে অর্দ্ধাঙ্গুলি পরিমিত একটী সন্ধি-মর্ম্ম আছে, তাহা বিদ্ধ হইলেও সদ্যঃ মৃত্যু হইয়া থাকে।

শস্ত্রপাতের নিয়ম।—শস্ত্রপাতকালে এইসকল মর্ম্মস্থল যাহাতে আহত না হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ সাবধানতার আবশ্যক। মর্ম্মস্থানের পার্শ্বদেশও আহত হইলে, মৃত্যু বা বিবিধ বিকৃতি ঘটিয়া থাকে। মনুষ্যগণের হস্ত ও চরণ ছিন্ন হইলে, সেইসকল স্থানের শিরাসকল সঙ্কুচিত হয় এবং সেই স্থান হইতে অল্প শোণিত নিঃসৃত হইতে থাকে। ইহাতে উৎকট যাতনা পাইয়াও আহত ব্যক্তিগণ ছিন্নশাখ তরুর ন্যায় একেবারে নিহত হয় না। ক্ষিপ্র ও তলহৃদয় নামক মর্ম্ম আহত হইলে, অতিশয় রক্তনিঃসরণ হয় এবং বায়ুজনিত বিবিধ পীড়া জন্মে। এই স্থান বিদ্ধ হইলে ছিন্নমূল তরুর ন্যায় রোগী বিনষ্ট হয়; সেরূপ অবস্থায় হস্তের মণিবন্ধ এবং পদের গুল্‌ফদেশ পর্য্যন্ত আশু ছেদন করা আবশ্যক। সদ্যঃপ্রাণহর মর্ম্মস্থান বিদ্ধ হইলে প্রায়ই মৃত্যু ঘটিয়া থাকে, তবে বৈদ্যের সুচিকিৎসার গুণে যদি কাহারও জীবনরক্ষা হয়, সে চিরজীবন বিকৃতাঙ্গ হইয়া থাকে। যাহাদের মর্ম্মস্থান ঘোরতর আহত না হয়, মাথা ছিন্নভিন্ন, মাথার খুলি ভগ্ন, অথবা শস্ত্রাঘাতে শরীরের সক্‌থি ভুজাদি ছিন্ন হইলেও তাহারা বাঁচিয়া থাকে।

আঘাতের ফল।—সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ এবং সোম, বায়ু, তেজঃ ও ভূতাত্মা, ইহারা সকল মর্ম্মে অবস্থিতি করে। এইজন্য মর্ম্মস্থলে আঘাত পাইলে

প্রায়ই প্রাণরক্ষা হয় না। সদ্যঃপ্রাণহর মর্ম্মসকল আহত হইলে, ইন্দ্রিয়সকলের এবং মন ও বুদ্ধির বিকার জন্মে এবং রোগী নানাপ্রকার কঠোর বেদনায় নিপীড়িত হয়। কালান্তরে প্রাণনাশক মর্ম্মসকল আহত হইলে, রোগীর ক্রমশঃ ধাতুক্ষয় হইতে থাকে এবং তজ্জন্য নানা বেদনায় অবশেষে তাহার প্রাণবিয়োগ হয়। যেসকল মর্ম্ম বিদ্ধ হইলে অঙ্গ বিকল হইয়া পড়ে, তাহারা আহত হইলে যদি সুদক্ষ বৈদ্য কর্ত্তৃক চিকিৎসা করান হয়, তাহা হইলে রোগী বিকলাঙ্গ হইয়া বাচিয়া থাকে, নতুবা প্রায়ই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যেসকল মর্ম্মস্থান হইতে শল্য উদ্ধার করিলে মৃত্যু হয়, সেইসকল মর্ম্মেরও আঘাতে সুচিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসিত হওয়া আবশ্যক। যে সকল মর্ম্মে আঘাত লাগিলে যাতনা হয়, সেই সকল মর্ম্ম আহত হইলে কু-বৈদ্য দ্বারা যদি চিকিৎসা করান যায়, তাহা হইলে উৎকট পীড়া ভোগের পর রোগী অবশেষে বিকলাঙ্গ হইয়া পড়ে।

ছেদভেদাভিঘাতেভ্যো দহনাদ্দারণাদপি।
উপঘাতং বিজানীয়ান্মর্ম্মাণাং তুল্যলক্ষণম্॥

ছেদ, ভেদ, অভিঘাত, দহন বা দারণ, যে কোন প্রকারেই মর্ম্মস্থানে আহত হউক না কেন, সেই সকল প্রকার আঘাতেই সমান ফল হইতে দেখা যায়।

পাঠকগণের সুবিধার নিমিত্ত এস্থলে প্রত্যঙ্গসমূহের সঙ্ক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকটিত হইল।

ত্বক্। *

ত্বক্ সর্ব্বসমেত সাতটী, তাহারা মাংসল স্থানে উপর্য্যুপরি থাকে।

১মা	অবভাসিনী	...	বর্ণ ও ছায়া প্রকাশ করে।
২য়া	লোহিতা	...	ইহাতে সিধ্ম ও পদ্মকণ্টক জন্মে।
৩য়া	শ্বেতা	...	ইহাতে তিল, জতুক প্রভৃতি জন্মে।
৪র্থী	তাম্রা	...	ইহাতে মশক, চর্ম্মদল ও অজগল্লী প্রভৃতি জন্মে।
৫মী	বেদিনী	...	ইহাতে ছুলি জন্মে।

* Skin Epidermis.

৬ষ্ঠী	রোহিণী	...	ইহাতে কুষ্ঠ ও দদ্রু জন্মে।
৭মী	মাংসধরা	...	ইহাতে, গ্রন্থি, গণ্ডমালা, অর্ব্বুদ, শ্লীপদ ও গলগণ্ড জন্মে।

কলা। *

কলা সর্ব্বসমেত সাতটী।

১মা	মাংসধরা	...	ইহার উপর স্নায়ু, শিরা ও ধমনী থাকে।
২য়া	রক্তধরা	...	প্লীহা, যকৃৎ ও শিরা প্রভৃতি।
৩য়া	মেদোধরা	...	সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অস্থির উপরিভাগে সরক্ত পিচ্ছিল পদার্থ।
৪র্থী	শ্লেষ্মধরা	...	শ্লেষ্মার ন্যায় যেসকল পিচ্ছিল পদার্থ সন্ধি-সকলে থাকে।
৫মী	পুরীষধরা	...	অন্ত্রমণ্ডল—ইহাতে মল থাকে।
৬ষ্ঠী	পিত্তধরা	...	পিত্তাশয়।
৭মী	শুক্রধরা	...	ইহা সর্ব্বশরীরব্যাপী।

বক্ষোদ্বয়।

হৃদয়	...	মধ্যস্থলে চেতনাস্থান ; অধোমুখে থাকে ;
প্লীহা, ফুস্‌ফুস্	...	হৃদয়ের অধোভাগে বামদিকে।
যকৃৎ, ক্লোম	...	হৃদয়ের অধোভাগে—দক্ষিণ দিকে।

---

* Cellular tissues and fascia of the body.

আশয়। *

আশয় সর্ব্বসমেত সাতটী মাত্র।

বাতাশয়, পিত্তাশয়, শ্লেষ্মাশয়, রক্তাশয়, আমাশয়, পক্বাশয় ও মূত্রাশয়। স্ত্রীলোকের শরীরে এই সাতটী ব্যতীত আর একটী গর্ভাশয় আছে।

অন্ত্র। §

পুরুষের সার্দ্ধ তিন ব্যাম,

স্ত্রীলোকের তিন ব্যাম।

—:০:—

দ্বার।

দ্বার সর্ব্বসমেত নয়টী।

কর্ণ	...	২	মুখ	...	১
চক্ষু	...	২	মলদ্বার	...	১
নাসিকা	...	২	প্রস্রাবদ্বার	.	১

স্ত্রীলোকের দেহে তিনটী অতিরিক্ত দ্বার আছে ;—

রক্তবহ দ্বার	...	১
স্তনদ্বয়	...	২

কণ্ডরা (রজ্জুবৎ শিরা)।

সর্ব্বসমেত ষোলটী কণ্ডরা আছে।

পায়ে	৪টী	হস্তপাদের কণ্ডরার প্ররোহস্বরূপ নখ জন্মে।
হাতে	৪টী	
পৃষ্ঠে	৪টী	পৃষ্ঠ ও কটীদেশস্থ কণ্ডরা হইতে বিম্ব জন্মে।
গ্রীবাদেশে	৪টী	গ্রীবা ও হৃদয়ের কণ্ডরা হইতে মেঢ্র জন্মে।

---

* Organ or receptacles.

§ অন্ত্র Intestines. ডাক্তারী মতে অন্ত্র দুইভাগে বিভক্ত, ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদন্ত্র। পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির ক্ষুদ্রান্ত্র ২০ ফিট লম্বা এবং বৃহদন্ত্র ৪ ফিট হইতে ৬ ফিট দীর্ঘ।

জাল। *

মাংসজাল	৪টী	এই তিনপ্রকার জাল মণিবন্ধ হইতে গুল্ফদেশ পর্য্যন্ত আশ্রয় করিয়া থাকে। ইহারা ছিদ্রবিশিষ্ট ও পরস্পর সংশ্লিষ্ট; এইজন্য সমগ্র শরীর যেন ছিদ্র-যুক্ত বলিয়া বোধ হয়।
স্নায়ুজাল	৪টী	
শিরাজাল	৪টী	

কূর্চ্চ।

কূর্চ্চ সর্ব্বসমেত ছয়টী।

হস্তে	...	২	গ্রীবায়	...	১
পদে	...	২	মেঢ়ে	...	১

রজ্জু। †

রজ্জু সর্ব্বসমেত চারিটী।

পৃষ্ঠদণ্ডের বাহ্যদেশে	২	পেশীবন্ধনার্থ এই চারিটী প্রধান প্রধান মাংসরজ্জু, পৃষ্ঠদণ্ডের উভয় দিকে আছে।
পৃষ্ঠদণ্ডের অভ্যন্তরে	২	

সেবনী ‡

সেবনী সাতটী মাত্র। এগুলি দেখিলে বোধ হয়, যেন শরীরের সেই সকল স্থান সেলাই করিয়া রাখা হইয়াছে।

মস্তকে	...	৫টী
জিহ্বায়	...	১টী
শিশ্নে	...	১টী

* জাল—Membranes.

† রজ্জু—Tendons.

‡ সেবনী।—Sutures.

অস্থি-সঙ্ঘাত।

অস্থি-মিলনের স্থানগুলিকে অস্থিসঙ্ঘাত কহে। সমস্ত শরীরে অস্থি-সঙ্ঘাত সর্ব্বসমেত ১৪ চৌদ্দটী।

গুল্ফদেশে	...	১টী
জানুতে	...	১টী
বঙ্ক্ষণে (কুঁচকিতে)	...	১টী
অপর পায়ে ঐরূপ	...	৩টী
পদদ্বয়ের ন্যায় দুই বাহুতে তিনটী করিয়া	...	৬টী
ত্রিক অর্থাৎ মেরুদণ্ডের নিম্নভাগে		১টী
মস্তকে	...	১টী

অস্থি।

অস্থি পাঁচপ্রকার, কপাল, রুচক, তরুণ, বলয় ও নলক।

১। কপাল	...	জানু নিতম্ব, স্কন্ধ, গণ্ড, তালু, শঙ্খ ও মস্তকের অস্থিগুলিকে কপাল-অস্থি বলে।
২। রুচক	...	দন্তগুলিকে রুচক-অস্থি বলা যায়।
৩। তরুণ	...	নাসিকা, কর্ণ, গ্রীবা ও চক্ষুকোটরের অস্থি—তরুণ নামে অভিহিত।
৪। বলয়	...	পাণি, পাদ, পৃষ্ঠ, পার্শ্ব, উদর ও বক্ষে আছে।
৫। নলক	...	অবশিষ্ট সকল অস্থিকে নলক অস্থি কহে।

মানবশরীরে সর্ব্বসমেত তিনশত অস্থি আছে।

প্রত্যেক পদাঙ্গুলিতে তিনটী করিয়া		...	১৫টী
পদতলে ও গুল্ফে	...	...	১০
পার্ষ্ণি অর্থাৎ গোড়ালিতে	...	...	১
জঙ্ঘায়	...	...	২
জানুতে	...	...	১
উরুদেশে	...	...	১
			৩০

পূর্ব্বোল্লিখিত	...	...	৩০
এইরূপ অপর পায়ে	...	...	৩০
দুই হাতে ৩০ করিয়া	...	...	৬০
কটিদেশে	...	...	১
মলদ্বারে	...	...	১
যোনিদেশে	...	...	১
দুই নিতম্বে	...	...	২
দুই পার্শ্বে ৩৬টী করিয়া	...	...	৭২
পৃষ্ঠে ...	...	...	৩০
বক্ষে ..	...	...	৮
বৃত্তাকার অক্ষক নামক	...	...	২
গ্রীবাদেশে ...	...	...	৯
কণ্ঠদেশে ...	...	...	৪
দুই হনুতে ...	...	...	২
দন্ত সর্ব্বসমেত ...	...	...	৩২
নাসিকায় ...	...	...	৩
তালুতে ...	...	...	১
কর্ণ, গণ্ড ও শঙ্খদেশে ২টী করিয়া		...	৬
মস্তকে ...	...	...	৬

সমষ্টি ৩০০ তিনশত অস্থি।

অস্থিসন্ধি। *

সমগ্র শরীরে সর্ব্বসমেত দুইশত দশটী অস্থিসন্ধি আছে।

* কবিরাজি শিক্ষা—৭৫৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পাদাঙ্গুলি প্রত্যেকে ৩টী করিয়া	১২	দন্তমূলসন্ধি ...	৩২
বৃদ্ধাঙ্গুলিতে ...	২	কাকনকে ...	২
জানু, বঙ্ক্ষণ ও গুল্‌ফে ১টী করিয়া	৩	নাসিকায় ...	১
এইরূপ অপর পায়ে ...	১৭	নেত্রমণ্ডলে ...	২
এইরূপ দুই হাতে ১৭টী করিয়া	৩৪	গণ্ডে ...	১
কটিদেশে ...	৩	কর্ণে ...	২
পৃষ্ঠদণ্ডে ...	২৪	শঙ্খে (রগে) ...	২
পার্শ্বদেশে	২৪	হনুসন্ধি দুই দিকে ...	২
বক্ষঃস্থলে	৮	ভ্রূ ও শঙ্খের উপরিভাগে দুই দিকে ...	২
গ্রীবাদেশে ...	১০	মস্তকের কপালখণ্ডে ...	৫
কণ্ঠদেশে ...	৩	মূর্দ্ধদেশে ...	১
হৃদয় ও ক্লোমসংলগ্ন নাড়ীতে	১৮		৫২
	১৫৮	পূর্ব্বস্তম্ভের ...	১৫৮
		সমষ্টি	২১০ সন্ধি।

অস্থিসন্ধি আটপ্রকার; যথা—কোর, উদূখল, সামুদ্গ, প্রতর, তুন্নসেবনী, বায়সতুণ্ড ও শঙ্খাবর্ত্ত।

কোরসন্ধি — অঙ্গুলি, মণিবন্ধ, গুল্‌ফ, জানু ও কনুই, এইসকল স্থানে।

উদূখল-সন্ধি—বগল, কুচকি ও দন্তে।

সামুদ্গ-সন্ধি—স্কন্ধ, মলদ্বার, যোনিদেশ ও নিতম্বে।

প্রতর-সন্ধি—গ্রীবা ও পৃষ্ঠদণ্ডে।

তুন্নসেবনী-সন্ধি—মস্তক, কটী ও কপালে।

বায়সতুণ্ড-সন্ধি—কর্ণ, হৃদয় ও ক্লোমসংলগ্ন নাড়ীতে।

শঙ্খাবর্ত্ত—কর্ণ ও শৃঙ্গাটকে।

স্নায়ু।

স্নায়ুদ্বারা সন্ধিসকল দৃঢ়রূপে আবদ্ধ থাকে। ইহা চারিপ্রকার; যথা— প্রতানবতী (শাখাবিশিষ্ট), বৃত্ত, পৃথু (স্থূল) ও শুষির (ছিদ্রবিশিষ্ট)।

প্রতানবতী	...	হস্তে, পদে ও সন্ধিস্থানে।
বৃত্ত	...	কণ্ডরাসকলে।
পৃথু (স্থূল)	...	পৃষ্ঠ, বক্ষঃ ও পার্শ্বদেশে।
শুষির	...	আমাশয়, পক্বাশয় ও বস্তিগত স্নায়ু।

মানবশরীরে সর্ব্বসমেত নয়শত স্নায়ু আছে।

পদাঙ্গুলিতে প্রত্যেক ৬টী করিয়া	৩০	দুই হাতে ঐরূপ	...	৩০০
পাদতলের অগ্রভাগে ও গুল্ফে	৩০	কটীদেশে	...	৬০
জঙ্ঘায় ...	৩০	পৃষ্ঠে	...	৮০
জানুতে ...	১০	দুই পার্শ্বে	...	৬০
উরুদেশে ...	৪০	বক্ষঃস্থলে	...	৩০
বঙ্ক্ষণে ...	১০	গ্রীবাদেশে	...	৩৬
ঐরূপ অপর পায়ে	১৫০	মূর্দ্ধদেশে		৩৪
	৩০০	পূর্ব্বস্তম্ভের		৩০০
				সমষ্টি ৯০০ স্নায়ু।

পেশী।

শরীরিগণের শিরা, স্নায়ু, অস্থি, পর্ব্ব ও সন্ধিসকল পেশীদ্বারা সংবৃত থাকায় তাহারা কার্য্যক্ষম হইয়া থাকে।

সমগ্র শরীরে সর্ব্বসমেত পাঁচশত পেশী আছে।

প্রত্যেক পদাঙ্গুলিতে ৩টী করিয়া	১৫	গুল্ফ ও জানুর মধ্যস্থলে		২০
প্রপদে (পায়ের অগ্রভাগে)	১০	জানুদেশে	...	৫
পায়ের উপরিস্থ কূর্চ্চদেশে	১০	উরুদেশে	...	২০
গুল্ফ ও পদতলে	১০	বঙ্ক্ষণদেশে	...	১০
		পূর্ব্বস্তম্ভের	...	৪৫
	৪০			সমষ্টি ১০০ পেশী।

পূর্ব্বপৃষ্ঠার সমষ্টি	..	১০০
এইরূপে অপর সক্‌থি অর্থাৎ —নিম্নশাখায়		১০০
এইরূপ দুই হাতে	...	২০০
		৪০০
গুহ্যদেশে	...	৩
পুংলিঙ্গে	...	১
লিঙ্গের সেবনীদেশে	...	১
অণ্ডকোষে	...	১
দুই নিতম্বে	...	১০
বস্তির উপরিভাগে	...	১
উদরে	..	৫
নাভিতে	...	১
		৪২৫
পৃষ্ঠের উপরিভাগে পাঁচটী —করিয়া দুই দিকে।		১০
পার্শ্বদেশে	...	৬
বক্ষঃপ্রদেশে	...	১০
স্কন্ধসন্ধির চতুর্দ্দিকে	...	৭
		৪৫৮

হৃদয়ে ও আমাশয়ে	...	২
যকৃৎ, প্লীহা ও উণ্ডুকে	...	৬
গ্রীবাদেশে	...	৪
হনুদ্বয়ে	...	৮
কাকনকে	..	১
গলদেশে	...	১
তালুদেশে	...	২
জিহ্বায়	...	১
ওষ্ঠদ্বয়ে	...	২
নাসিকাপটে	...	২
চক্ষুর্দ্বয়ে	...	২
গণ্ডস্থলে	..	৪
কর্ণমূলে	...	২
ললাটে	...	৪
মস্তকে	...	১
		৪২
পূর্ব্বস্তম্ভের	...	৪৫৮
		সমষ্টি ৫০০ পেশী।

স্ত্রীলোকের দেহে অতিরিক্ত ২০টি পেশী আছে।

স্তনদ্বয়ে ৫টী করিয়া	...	...	১০
অপত্যপথের মধ্যে	.	...	২
ঐ পথের মুখে ও বাহিরে	...	...	২
গর্ভছিদ্রে	...	...	৩
শুক্র ও শোণিতের প্রবেশপথে	...	...	৩
			২০

মর্ম্মস্থান।

মর্ম্মস্থানে প্রাণ আশ্রয় করিয়া থাকে। মর্ম্ম পাঁচপ্রকার; যথা মাংসমর্ম্ম, শিরামর্ম্ম, স্নায়ুমর্ম্ম, অস্থিমর্ম্ম ও সন্ধিমর্ম্ম।

১। মাংসমর্ম্ম ১১টী	...	তলহৃদয়, ইন্দ্রবস্তি, গুহ্য ও স্তনরোহিত।
২। শিরামর্ম্ম ৪১টী	...	নীলধমনী, মাতৃকা, শৃঙ্গাটক, অপাঙ্গ, স্থপনী, কর্ণ, স্তনদ্বয়, অপলাপ, অপস্তম্ভ, হৃদয়, নাভি, পার্শ্বসন্ধি, বৃহতী, লোহিতাক্ষ ও উর্ব্বী।
৩। স্নায়ুমর্ম্ম ২৭টী	...	আনি, বিটপ, কক্ষধর, কূর্চ্চ, কূর্চ্চশিরঃ, বস্তি, ক্ষিপ্র, অংস, বিধুর ও উৎক্ষেপ।
৪। অস্থিমর্ম্ম ৮টী	...	কটিকতরুণ, নিতম্ব,—অংসফলক ও শঙ্খক।
৫। সন্ধিমর্ম্ম ২০টী	...	জানু, কূর্পর, সীমন্ত, অধিপতি, গুল্ফ, মণিবন্ধ, কুকুন্দর, আবর্ত্ত ও কৃকাটিকা।

বিশেষ বিবরণ।

মর্ম্মের নাম ও প্রকার।	স্থিতিস্থান।	আহত হইলে যে ফল হয়।
১। ক্ষিপ্র—স্নায়ুমর্ম্ম ...	বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জ্জনীর মধ্যে।	আক্ষেপ (খেঁচুনী) উপদ্রবে মৃত্যু হয়।
২। তলহৃদয়—মাংসমর্ম্ম	মধ্যমাঙ্গুলির মূল হইতে সরল রেখায় স্থিত পাদতলের মধ্যস্থলে।	পদতলে বেদনা হইয়া মৃত্যু হয়।
৩। কূর্চ্চ—স্নায়ুমর্ম্ম	ক্ষিপ্রের উপরিভাগে উভয় পার্শ্বে।	চলিবার সময়ে পা কাঁপিতে থাকে।
৪। কূর্চ্চশিরঃ—স্নায়ুমর্ম্ম	গুল্ফসন্ধির অধোভাগে উভয় পার্শ্বে।	রোগ ও ফুলা হয়।
৫। গুল্ফ—সন্ধিমর্ম্ম ...	পদ ও জঙ্ঘার সন্ধিস্থান।	পা শুষ্ক হয় অথবা খঞ্জতা ঘটে।

মর্ম্মের নাম।	স্থিতিস্থান।	আঘাতে ফল।
৬। ইন্দ্রবস্তি—সন্ধিমর্ম্ম	প্রত্যেক পার্ষ্ণি ও জঙ্ঘার সন্ধিস্থান।	শোণিতক্ষয় হইয়া মৃত্যু হয়।
৭। জানুসন্ধি—সন্ধিমর্ম্ম	জঙ্ঘা ও উভয় সন্ধিস্থানে	
৮। আনি—স্নায়ুমর্ম্ম ...	জানুর ঊর্দ্ধে উভয়দিকে তিন অঙ্গুলি পরিমিত।	ফুলিয়া উঠে ও চলিবার শক্তি থাকে না
৯। উর্ব্বী—শিরামর্ম্ম...	উরুদেশের মধ্যস্থলে।	রক্তক্ষয় হইয়া পা সরু হইয়া পড়ে।
১০। লোহিতাক্ষ—শিরামর্ম্ম	উর্ব্বীর ঊর্দ্ধে কুঁচকির অধোভাগে উরুমূলে।	শোণিতক্ষয় হইয়া পক্ষাঘাত হয়।
১১। বিটপ—শিরামর্ম্ম ...	কুঁচকি ও কোষের মধ্যস্থলে	—ষণ্ডতা ও শুক্রের অল্পতা।
১২। গুদ—মাংসমর্ম্ম ...	স্থূল অন্ত্রে বায়ু ও পুরীষ নির্গমের পথে।	তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়।
১৩। বস্তি—স্নায়ুমর্ম্ম ...	অপর নাম মূত্রাশয়; কটিদেশের অভ্যন্তরে অল্পমাংস ও রক্তবিশিষ্ট আমাশয়।	অশ্মরী রোগ ভিন্ন অন্য রোগে তাহার উভয় দিক ভেদ করিলে মৃত্যু হয়। একদিকে ভেদ করিলে মূত্রগ্রন্থিব্রণ জন্মে। যত্ন করিলে প্রশমিত হইতে পারে।
১৪। নাভি—শিরামর্ম্ম	আমাশয় ও পক্বাশয়ের মধ্যে ইহা সকল শিরার মূল।	তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়।
১৫। হৃদয়—শিরামর্ম্ম	—স্তনদ্বয়ের মধ্যে; আমাশয়ের দ্বার।	তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়।
১৬। স্তনমূল—শিরামর্ম্ম	প্রত্যেক স্তনের অধোভাগের উভয় পার্শ্বে।	কফসঞ্চিত হয় এবং তজ্জন্য কাস ও শ্বাসে মৃত্যু ঘটে।
১৭। স্তনরোহিত—মাংসমর্ম্ম	—স্তনের অগ্রভাগে উভয় পার্শ্বে	—রক্তসঞ্চয় এবং —তজ্জন্য কাস ও —শ্বাসে মৃত্যু।

মর্ম্মের নাম	স্থিতিস্থান।	আঘাতে ফল।
১৮। অপলাপ—শিরামর্ম্ম—অংসকূটের অধোভাগে,		রক্তপূয়ে পরিণত হইলে তবে মৃত্যু হয়।
১৯। অপস্তম্ভ—শিরামর্ম্ম	বক্ষঃস্থলের দুইদিকে বায়ু-বাহিনী নাড়ী।	বায়ুপূর্ণতা প্রযুক্ত কাস-শ্বাস রোগে মৃত্যু হয়।
২০। কটিক তরুণ—অস্থিমর্ম্ম	কটির নিম্নে, পৃষ্ঠদেশের উভয় দিকে শ্রোণী দেশের সংযোগস্থানে।	শোণিতক্ষয় প্রযুক্ত পাণ্ডুবর্ণ ও বিরূপ হইয়া মৃত্যু হয়।
২১। কুকুন্দর—নিতম্বস্থ গর্ত্ত সন্ধিমর্ম্ম।	পৃষ্ঠদণ্ডের উভয় দিকে, জঘনের পার্শ্বে বহির্ভাগে, অল্প নীচে।	শরীরের অধোভাগ স্পন্দনহীন এবং নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকে।
২২। নিতম্ব—অস্থিমর্ম্ম ...	শ্রোণীকাণ্ডের উপরিভাগে উভয় পার্শ্বের প্রান্তভাগে এই স্থানে পক্কাশয়ের উপরিস্থ আবরণ সংলগ্ন।	শরীরের অধোভাগ শুষ্ক হইয়া যায় এবং দৌর্ব্বল্য জন্য মৃত্যু হইয়া থাকে।
২৩। পার্শ্বসন্ধি—শিরামর্ম্ম	জঘনদ্বয় হইতে তির্য্যগ্‌ভাবে উপরিভাগে এবং জঘনদ্বয় ও পার্শ্বদ্বয়ের মধ্যস্থলে অধোদেশের দুই পার্শ্বে।	রক্তপূর্ণতা প্রযুক্ত কালান্তরে মৃত্যু হয়।
২৪। বৃহতী—শিরামর্ম্ম ...	স্তনমূলের সহিত সমসূত্র ভাবে মেরুদণ্ডের উভয় পার্শ্বে।	অতিরিক্ত শোণিত-স্রাব হইয়া কালান্তরে মৃত্যু হয়।
২৫। অংসফলক—অস্থিমর্ম্ম	পৃষ্ঠদেশের উপরিভাগে মেরুদণ্ডের উভয় পার্শ্বে ত্রিকসন্ধিতে সংবদ্ধ।	বাহুদ্বয় অবশ ও শুষ্ক হইয়া পড়ে।

মর্ম্মের নাম।	স্থিতিস্থান।	আঘাতে ফল।
২৬। অংস—স্নায়ুমর্ম্ম ...	বাহুদ্বয়ের উপরিভাগে গ্রীবার মধ্যে অংসপীঠ ও স্কন্ধবন্ধনকারী।	বাহু স্তব্ধ হয়।
২৭। ধমনী, নীলা ও মন্যা শিরামর্ম্ম ...	কণ্ঠনালীর দুই ধারে ৪ ধমনী ২ নীলা ও ২ মন্যা বিপরীতভাবে অবস্থিত।	বোবা, বিকৃতস্বর, এবং রস জ্ঞানহীন হইয়া পড়ে।
২৮। কৃকাটিকা—সন্ধিমর্ম্ম—মস্তক ও গ্রীবার সন্ধিস্থানে।		মস্তক সঞ্চালিত হইতে থাকে।
২৯। বিধুর-স্নায়ুমর্ম্ম ..	কর্ণপৃষ্ঠের নিম্নদেশে।	বধিরতা ঘটে।
৩০। ফণ—শিরামর্ম্ম ...	নাসারন্ধ্রের অভ্যন্তরে।	আঘ্রাণশক্তি নষ্ট হয়।
৩১। অপাঙ্গ—শিরামর্ম্ম	ভ্রূদ্বয়ের প্রান্তভাগে চক্ষুর বাহিরে অধোদেশে।	অন্ধতা ও দৃষ্টির ব্যাঘাত ঘটে।
৩২। আবর্ত্ত—সন্ধিমর্ম্ম ...	নিম্ন ভ্রূদ্বয়ের উপরিভাগে।	অন্ধতা ও দৃষ্টির বৈলক্ষণ্য জন্মে।
৩৩। শঙ্খ—অস্থিমর্ম্ম ...	ভ্রূপুচ্ছদ্বয়ের প্রান্তে উপরিভাগে কর্ণ ও ললাটের মধ্যে	সদ্যঃই প্রাণবিয়োগ হয়।
৩৪। উৎক্ষেপ-স্নায়ুমর্ম্ম ...	শঙ্খদ্বয়ের উপরিভাগে কেশান্ত পর্য্যন্ত।	ছেদনাদিদ্বারা শল্য বাহির করিতে গেলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়। নতুবা শল্য যতক্ষণ থাকে, অথবা শল্য পাকিয়া আপনা হইতে খসিয়া পড়িলে রোগীর প্রাণরক্ষা হয়।
৩৫। স্থপনী—শিরামর্ম্ম ...	ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে।	উৎক্ষেপ মর্ম্মের ন্যায়।
৩৬। সীমন্ত—সন্ধিমর্ম্ম ...	মস্তকের অস্থির পাঁচটী সন্ধি।	উন্মাদ, ভয় ও চিত্তনাশ হইয়া মৃত্যু হয়।

মর্ম্মের নাম।	স্থিতিস্থান।	আঘাতে ফল।
৩৭। শৃঙ্গাটক ...	নাসিকা, কর্ণ, চক্ষু ও জিহ্বা যেসকল শিরা দ্বারা সন্তর্পিত তাহাদের সন্ধিস্থান।	সদ্যঃই মৃত্যু হয়।
৩৮। অধিপতি-সন্ধিমর্ম্ম ...	মস্তকের অভ্যন্তরের উপরিভাগে, শিরাসমূহের সন্ধিস্থলে। ইহার বহির্দ্দেশে লোমের আবর্ত্ত আছে।	তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়।

তৃতীয় অধ্যায়।

শিরা-বিবরণ।

নাভিস্থল।—"সপ্ত শিরাশতানি ভবন্তি।" শরীরে সর্ব্বসমেত সাতশত শিরা আছে। যেমন পয়ঃপ্রণালী দ্বারা জল উদ্যানের সর্ব্বস্থানে প্রবাহিত হইয়া পুষ্পবৃক্ষাদির পরিপুষ্টি সাধন করে, যেমন কুল্যা (খাল বা পয়ঃপ্রণালী) দ্বারা জলসেচনে ক্ষেত্রে শস্যের উৎকর্ষ সাধিত হয়, সেইরূপ শিরাসমূহ দ্বারা শরীরের সকল অংশে রস সঞ্চারিত হইয়া আকুঞ্চন ও প্রসারণাদি কার্য্যবিশেষের সাহায্যে দেহের রক্ষা ও পরিপুষ্টি হইয়া থাকে। যেরূপ পত্রের মধ্যস্থিত সেবনী সকল অর্থাৎ শাখাপ্রশাখা বিশিষ্ট সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরাসকল, চারিদিকে প্রসারিত হইয়া, পত্রের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ শরীরের শিরাসমূহ প্রথমতঃ নাভিমূল হইতে আরম্ভ করিয়া শাখাপ্রশাখাদি দ্বারা শরীরকে ঢাকিয়া রাখে। নাভিই সকল শিরার মূল। প্রাণিগণের প্রাণ এ[illegible]ভিস্থিত আবরক শিরাসমূহে অবস্থিত। চক্রের আর সকল যেমন তা[illegible]ভি চতুর্দ্দিকে আবদ্ধ, সেইরূপ জীবগণের শরীরস্থ শিরাসমূহ তাহাদিগের না[illegible]হই[illegible] উৎপন্ন হইয়াছে।
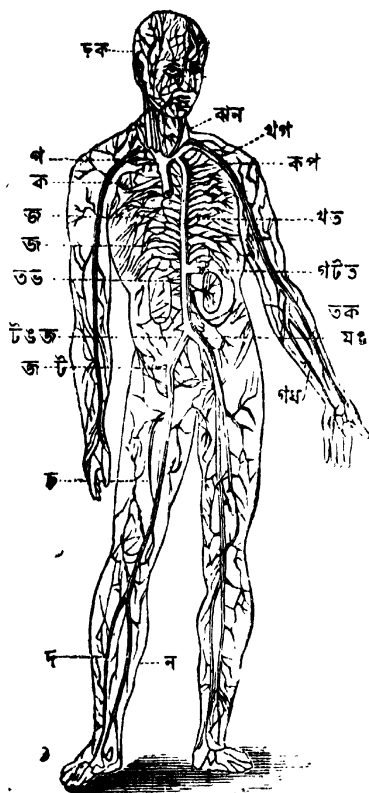
১ নং চিত্র।

মানব-শরীরের শিরাসমূহ।

ত ক, মণিবন্ধস্থ নাড়ী। গ ধ, প্রকোষ্ঠীয় ধমনী। প গ, ধমনীমূল অথবা আদিকণ্ডরা। ইহা উর্দ্ধগামী, অনুপ্রস্থ ও নিম্নগামী। দ ক, কপাল-ধমনী। ঝ ন, গলস্থ ধমনী। থ গ, কণ্ঠস্থ ধমনী। ক, কক্ষনাড়ী। জ, ধমনীস্কন্ধ বা বক্ষঃস্থ মূলনাড়ী। ত ভ, উদরস্থ মূল। ট ঙ জ, আভ্যন্তরিক বস্তিনাড়ী। জ ট, বাহ্য বস্তিনাড়ী। চ, উরুস্থ নাড়ী। দ, নলকাস্থির ধমনী। ন, অনুজঙ্ঘাস্থ ধমনী। ব, অগ্রজঙ্ঘাস্থ ধমনী। থ ত, পর্শুকাভ্যন্তরস্থ নাড়ী।

মূলস্থান।—মূলশিরা সর্ব্বসমেত চল্লিশটী। তন্মধ্যে বায়ুবাহিনী দশটী, পিত্তবাহিনী দশটী, কফবাহিনী দশটী এবং রক্তবাহিনী দশটী; এই চল্লিশটী মূলশিরা। এইসকল মূলশিরা হইতে সমুদায় শাখা-প্রশাখা শিরা বহির্গত হইয়াছে। তন্মধ্যে ১৭৫টী বায়ুবাহিনী। এইসকল শিরা বায়ুর স্থানে অর্থাৎ পক্বাশয়ে অবস্থিত। ১৭৫টী পিত্তবাহিনী; ইহারা পিত্তের স্থানে অর্থাৎ আমাশয় ও পক্বাশয়ের মধ্যস্থানে আছে। ১৭৫টী কফবাহিনী; ইহারা কফের স্থানে অর্থাৎ আমাশয়ে আছে; এবং অবশিষ্ট ১৭৫টী রক্তবাহিনী, ইহারা রক্তাশয় অর্থাৎ যকৃৎ ও প্লীহাতে অবস্থিতি করে। এইরূপে সমগ্র ৭০০ শিরার কথা বলা হইল।

শিরার স্থাননির্ণয়।—পূর্ব্বোক্ত ১৭৫টী বায়ুবাহিনী শিরার মধ্যে প্রত্যেক সক্‌থি ও বাহুতে ২৫টী করিয়া একশত শিরা আছে। কোষ্ঠদেশে ৩৪ চৌত্রিশটী শিরা আছে; তন্মধ্যে শ্রোণীদেশস্থ গুহ্যে ও মেঢ্রে ৮ আটটী, দুই পার্শ্বে দুইটী করিয়া ৪ চারিটী; পৃষ্ঠে ছয়টী, উদরে ছয়টী এবং বক্ষে দশটী। স্কন্ধসন্ধির উপরিভাগে ৪১ একচল্লিশটী শিরা অবস্থিত। ইহাদের মধ্যে গ্রীবাদেশে ১৪ চৌদ্দটী, দুই কর্ণে ৪ চারিটী, জিহ্বাদেশে ৯ নয়টী, নাসিকায় ৬ ছয়টী এবং প্রত্যেক চক্ষুতে ৪ চারিটী করিয়া দুই চক্ষুতে ৮ আটটী। বায়ুবাহিনী শিরা এইরূপে সর্ব্বসমেত ১৭৫ একশত পঁচাত্তরটী। অবশিষ্ট শিরাসমুদায়েরও এইরূপ ভাগ বর্ণিত আছে। তবে তাহাতে প্রভেদ এই যে, পিত্তবাহিনী, কফবাহিনী ও রক্তবাহিনী শিরা দুই চক্ষুতে ১০টী এবং ২ দুই কর্ণে দুইটী করিয়া থাকে। এইরূপে সর্ব্বসমেত ৭০০ সাত শত শিরা শরীরের অভ্যন্তরে দেখা যায়।

বায়ুর ক্রিয়া।—বায়ু প্রকৃতিস্থ অবস্থায় যতক্ষণ নিজের শিরামধ্যে ভ্রমণ করিতে থাকে, ততক্ষণ শারীরিক ক্রিয়াশক্তির কোন ব্যাঘাত ঘটে না; ততক্ষণ বুদ্ধীন্দ্রিয়াদিও বিকৃত হয় না এবং অন্যান্য প্রকার গুণও উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু বায়ু কুপিত হইয়া স্বীয় শিরাসমূহকে আশ্রয় করিলে, বাতজন্য নানাপ্রকার পীড়া জন্মে।

পিত্তের ক্রিয়া।—পিত্ত প্রকৃতিস্থ অবস্থায় যতক্ষণ নিজের শিরামধ্যে বিচরণ করে, ততক্ষণ শরীরের দীপ্তি, অন্নে রুচি, অগ্নির স্ফূর্ত্তি, নীরোগভাব, ও অন্যান্য বিবিধ গুণ উৎপন্ন হয়। কিন্তু পিত্ত দূষিত হইলে, পিত্তজন্য নানাপ্রকার ব্যাধি উৎপন্ন হয়।

কফের ক্রিয়া।—কফ যতক্ষণ প্রকৃতিস্থ অবস্থায় নিজ শিরাসমূহ মধ্যে বিচরণ করে, ততক্ষণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহের স্নিগ্ধতা, সন্ধিসকলের দৃঢ়তা, বল, উদীর্ণতা (ঔদার্য্য বা স্ফূর্ত্তি) এবং অন্যান্য নানাপ্রকার গুণ উৎপন্ন হয়। কিন্তু শ্লেষ্মা কুপিত হইলে, কফজনিত নানাপ্রকার পীড়া জন্মে।

রক্তের ক্রিয়া।—শোণিত প্রকৃতিস্থ অবস্থায় যতক্ষণ স্বকীয় শিরামধ্যে বিচরণ করে, ততক্ষণ ধাতুসমুদায়ের পূরণ, বর্ণের উজ্জ্বলতা, স্পর্শজ্ঞানের তীক্ষ্ণতা এবং অন্যান্য নানাপ্রকার গুণ উৎপন্ন হয়। কিন্তু সেই রক্ত দূষিত হইলে, রক্ত-জন্য নানাপ্রকার পীড়া জন্মে।

ত্রিদোষের সংযোগ।—পূর্ব্বোক্ত শিরাসকল যে কেবল বায়ু পিত্ত বা কফকেই বহন করে, এমত নহে; অবস্থাভেদে তাহা বাতাদি ত্রিদোষকেও বহন করিয়া থাকে। কেন না, দোষসকল যখন কুপিত ও সংবর্দ্ধিত হইয়া উঠে, তখন তাহারা পরস্পরের শিরামধ্যে বিচরণ করে; এইরূপে একটী শিরায় ত্রিদোষের অস্তিত্ব দেখা যায়।

শিরার বর্ণভেদ।—যেসকল শিরা বায়ুদ্বারা পূর্ণ থাকে, তাহাদের বর্ণ অরুণ; যেসকল শিরা পিত্তপূর্ণ, তাহাদের বর্ণ নীল এবং তাহাদিগকে স্পর্শ করিলে উষ্ণ বলিয়া বোধ হয়। কফপূর্ণ শিরাগুলি শীতল, গৌরবর্ণ ও স্থির; এবং রক্তপূর্ণ শিরাসকল রক্তবর্ণ ও অনতিশীতোষ্ণ।

অবেধ্য শিরা।—অনন্তর যেসকল শিরা বিদ্ধ করিলে, অঙ্গের বিকলতা এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে, তাহাদের বিষয় বর্ণিত হইতেছে। হস্তে ও পদে ৪০০ চারিশতটী শিরা, কোষ্ঠদেশে ১৩৬ একশত ছত্রিশটী ও মস্তকে ১৬৪ একশত চৌষট্টিটী শিরা আছে। ইহাদের মধ্যে হস্তপদগত ১৬ যোলটী, কোষ্ঠদেশস্থ ৩২ বত্রিশটী এবং স্কন্ধসন্ধির উপরিস্থিত ৫০ পঞ্চাশটী শিরা বিদ্ধ করা অনুচিত।

হস্তে ও পদে।—ইতঃপূর্ব্বে প্রত্যেক হস্তে ও প্রত্যেক পদে যে ১০০ একশত শিরার কথা বলা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে জালধরা শিরা একটী, উর্ব্বী নামক মর্ম্মস্থানের দুইটী এবং লোহিতাক্ষ নামক মর্ম্মস্থানের একটী, প্রত্যেক হস্ত ও পদের এইরূপ চারিটী করিয়া মোট ষোড়শটী শিরা বিদ্ধ করা অনুচিত।

পৃষ্ঠ, উদর ও বক্ষঃ।—পৃষ্ঠ, উদর ও বক্ষোদেশের যে ৩২ বত্রিশটী শিরা বিদ্ধ করা অনুচিত, তন্মধ্যে বিটপ ও কটিক-তরুণ নামক দুইটী মর্ম্মে ৮

আটটী, প্রত্যেক পার্শ্বে যে আটটী শিরা আছে, তন্মধ্যে ঊর্দ্ধগামিনী দুইটী, পার্শ্বসন্ধিগত দুইটী; মেরুদণ্ডের দুইপার্শ্বে যে ২৪টী শিরা আছে তন্মধ্যে ঊর্দ্ধগামিনী বৃহতী নামক শিরা ৪ চারিটী, উদরের ২৪ চব্বিশটী শিরার মধ্যে মেঢ্রদেশে রোমরাজির দুই পার্শ্বে ২ দুইটী করিয়া ৪ চারিটী, বক্ষে যে চল্লিশটী শিরা আছে, তন্মধ্যে হৃদয়দেশের ২ দুইটী করিয়া ৪ চারিটী; এবং স্তনমূল, স্তনরোহিত, অপলাপ ও অপস্তম্ভ মর্ম্মে প্রত্যেকের দুইটী করিয়া ৮ আটটী, পৃষ্ঠে, উদরে ও বক্ষঃস্থলে সর্ব্বসমেত এই বত্রিশটী শিরা বিদ্ধ করিতে নাই।

স্কন্ধসন্ধি।—স্কন্ধসন্ধির ঊর্দ্ধদেশে যে ১৬৪ একশত চৌষট্টি শিরা আছে, তন্মধ্যে গ্রীবাদেশের ৫৬ ছাপান্নটী শিরার মধ্যে কণ্ঠনালীর দুই ধারের শিরামাতৃকা ৮ আটটী, নীলা ২ দুইটী, কৃকাটিকা নামক মর্ম্মে ২ দুইটী এবং বিধুর নামক মর্ম্মে ২ দুইটী—গ্রীবাদেশে সর্ব্বসমেত এই ১৬ ষোলটী শিরা বিদ্ধ করা অনুচিত। হনুদ্বয়ের উভয় পার্শ্বে যে ৮ আটটী করিয়া শিরা আছে, তাহার মধ্যে ২ দুইটী করিয়া চারিটী শিরা বিদ্ধ করা অনুচিত।

জিহ্বা—জিহ্বায় সর্ব্বসমেত ৩৬ ছত্রিশটী শিরা আছে। তন্মধ্যে জিহ্বার অধোভাগস্থ ১৬ ষোলটী শিরার মধ্যে রসবাহিনী ২ দুইটী এবং বাগ্বাহিনী ২ দুইটী শিরা বিদ্ধ করিতে নাই।

নাসিকা।—নাসিকায় যে ২৪ চব্বিশটী শিরা আছে, তন্মধ্যে নাসিকার নিকটবর্ত্তী ৪ চারিটী শিরা এবং তাহার নিকটস্থ তালুদেশে একটী শিরা অবেধ্য।

চক্ষু।—দুই চক্ষুতে যে ৩৮ আটত্রিশটী শিরা আছে, তন্মধ্যে অপাঙ্গের ২ দুইটী শিরা বিদ্ধ করা অনুচিত।

কর্ণ।—কর্ণদ্বয়ে যে ১০ দশটী শিরা আছে, তন্মধ্যে শব্দবাহিনী এক একটী শিরা অবেধ্য।

আবর্ত্ত।—নাসিকার পূর্ব্বোক্ত ২৪ চব্বিশটী এবং দুইটী চক্ষুর ৩৬ ছত্রিশটী—ললাটে সর্ব্বসমেত এই ৬০ ষাটটী শিরা আছে, তন্মধ্যে আবর্ত্ত নামক মর্ম্মের সমীপে কেশরাজির নিকটস্থ ৪ চারিটী শিরা বিদ্ধ করিতে নাই। আবর্ত্ত নামক মর্ম্মগত একটী, স্থপনী নামক মর্ম্মস্থিত ১ একটী এবং শঙ্খদেশস্থ ১০ দশটী শিরার মধ্যে শঙ্খসন্ধিগত এক একটী শিরা বিদ্ধ করা অনুচিত।

মূর্দ্ধদেশ।—মূর্দ্ধদেশে যে ১২টী শিরা আছে, তন্মধ্যে উৎক্ষেপ নামক মর্ম্মগত ২ দুইটী, প্রত্যেক সীমন্তের ১টী করিয়া ৫ পাঁচটী এবং অধিপতি মর্ম্মের ১ একটী শিরা বিদ্ধ করা অনুচিত। এইরূপে জত্রুর ঊর্দ্ধগত ৫০ পঞ্চাশটী অবেধ্য শিরার বিষয় বর্ণিত হইল।

বাপ্ন‍ুবন্ত্যভিতো দেহং নাভিতঃ প্রসৃতাঃ শিরাঃ।
প্রতানাঃ পদ্মিনীকন্দাদ্বিসাদীনাং যথা জলম্॥

মৃণালসমূহ যেমন পদ্মের মূল হইতে বাহির হইয়া শাখা-প্রশাখা বিস্তার পূর্ব্বক জলে ছড়াইয়া পড়ে, সেইরূপ শরীরের শিরাসমূহ নাভিমূল হইতে বহির্গত হইয়া, শরীরের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়।

শিরাবেধের বিধি ও নিষেধ।

বিশেষ বিশেষ রোগে নিষেধ।—বালক ও বৃদ্ধদিগের ধাতু অসম্পূর্ণ ও ক্ষীণ, রুক্ষ ও ধাতুক্ষীণ ব্যক্তিদিগের বায়ুরোগ উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা; ভীরুলোক স্বভাবতঃ তমোবহুল; রক্তদর্শনে তাহারা মূর্চ্ছিত হইতে পারে; পরিশ্রান্ত ব্যক্তিদিগের অতিরিক্ত রক্তনিঃসরণ হেতু শরীর নষ্ট হইতে পারে; অধিক স্ত্রীসংসর্গে কৃশ ব্যক্তিসমূহের ও উন্মত্ত লোকদিগের বায়ুপ্রকোপ হইবার সম্ভাবনা; এবং মদ্যপানে মত্ত জনগণের অধিক মূর্চ্ছা হইবার আশঙ্কা; এইজন্য ঐসকল ব্যক্তির শিরা বিদ্ধ করিতে নাই। এতদ্ব্যতীত যাহারা বান্ত অর্থাৎ বমি করিয়াছে, যাহারা বিরিক্ত অর্থাৎ বিরেচন দ্বারা যাহাদিগের কোষ্ঠ পরিষ্কৃত হইয়াছে এবং যাহারা আস্থাপিত অর্থাৎ ক্বাথ, দুগ্ধ বা তৈল দ্বারা যাহাদিগকে পিচকারী দেওয়া হইয়াছে, শিরা বিদ্ধ করিলে, তাহাদের বায়ুর প্রকোপ হইবার সম্ভাবনা। সেইরূপ অনুবাসিত অর্থাৎ স্নেহদ্রব্যদ্বারা যাহাকে পিচকারী দেওয়া হইয়াছে, তাহার মন্দাগ্নি হইবার আশঙ্কা; রাত্রিজাগরণ বশতঃ গ্লানিবিশিষ্ট

ব্যক্তির বায়ু প্রকুপিত হইতে পারে, প্রধান ধাতুক্ষয় বশতঃ অল্পপ্রাণপ্রযুক্ত ক্লীব-দিগের নিশ্চিত মৃত্যু হইতে পারে; ক্ষীণধাতুপ্রযুক্ত ক্ষীণ ও গর্ভিণীগণের দেহ নষ্ট হইতে পারে; কাস, শ্বাস ও শোষ অর্থাৎ যক্ষ্মারোগীর ক্রমশঃ ধাতুক্ষয় হইয়া শরীর নষ্ট হইতে পারে; জীর্ণজ্বরগ্রস্ত রোগীর রক্তস্রাবে প্রলাপ:প্রভৃতি উপসর্গ জন্মিতে পারে; আক্ষেপ ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীদিগের এবং উপবাসীর অত্যধিক পরিমাণে বায়ু প্রকুপিত হইতে পারে এবং মূর্চ্ছিত ও পিপাসিত ব্যক্তিগণের প্রাণ নষ্ট হইবার আশঙ্কা; এইজন্য ঐসকল লোকের শিরা বিদ্ধ করা উচিত নহে।

অন্যপ্রকারে অবেধ্য।—এইরূপে যে শিরা অবেধ্য অথবা যাহা বেধ্য হইলেও অদৃষ্ট অর্থাৎ যাহা দেখা যায় না, অথবা দৃষ্ট হইলেও যাহা অযন্ত্রিত অর্থাৎ যন্ত্রদ্বারা যাহা বন্ধন করা হয় নাই এবং যন্ত্রদ্বারা বিদ্ধ হইলেও যাহা তাহা ভেদ করিয়া উঠিতে পারে না, সেইরূপ শিরাও বিদ্ধ করিবে না।

বিশেষ বিধি।—পূর্ব্বে বলা হইল, বালক ও বৃদ্ধাদি ব্যক্তিগণের শিরা বিদ্ধ করা অনুচিত। কিন্তু বিষোপসর্গে অর্থাৎ সর্পাদির দংশন হেতু শরীরে বিষ প্রবিষ্ট হইলে, নিশ্চয়ই প্রাণনাশের সম্ভাবনা; এইজন্য পূর্ব্বোক্ত নিষেধ সত্বেও উক্ত কারণে প্রয়োজন হইলে, সকল রোগীরই শিরা বিদ্ধ করিয়া রক্তমোক্ষণ করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করিবে না।

নিয়ম।—রোগীকে প্রথমতঃ স্নেহপান ও স্বেদ প্রয়োগ করাইয়া, যে-সকল দ্রবপ্রধান আহার্য্য বা যবাগূ দ্বারা শরীরের দোষসকল প্রশমিত হয়, তাহা পান করাইতে হইবে। তৎপরে যথোপযুক্ত সময়ে চিকিৎসক তাহাকে নিজের নিকটে বসাইবেন এবং যে শিরা বিদ্ধ করিতে হইবে, বস্ত্র, পাট, চর্ম্মান্ত অর্থাৎ চামড়ার পাটা, গাছের ছাল বা লতাদ্বারা সেই শিরার স্থানবিশেষে, অধিক শক্ত বা অধিক শিথিল না হয়—এরূপ ভাবে বন্ধন করিয়া, ব্রীহিমুখাদি উপযুক্ত অস্ত্র-দ্বারা বিদ্ধ করিবেন।

২নং চিত্র। ৩নং চিত্র।

ব্রীহিমুখ অস্ত্র। কুশপত্র অস্ত্র।

৪নং চিত্র। এষণী অস্ত্র।

নিষিদ্ধ অবস্থা।—প্রবল শীত ও গরমের সময়ে, প্রবলবায়ু প্রবাহিত হইতে থাকিলে, কিংবা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইলে, অথবা নীরোগ শরীরে, বিনা কারণে কদাচ শিরা বিদ্ধ করিতে নাই।

যন্ত্রিত করিবার উপায়।—শিরা বিদ্ধ করিতে হইলে, রোগীকে অরত্নি অর্থাৎ কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্য্যন্ত একহস্ত পরিমিত উচ্চ আসনে সূর্য্যাভিমুখে বসাইবে। তৎকালে রোগীর উরুদ্বয় আকুঞ্চিত থাকিবে, জানু-সন্ধিদ্বয়ের উপরিভাগে দুই হাতের দুইটী কনুই রাখিতে হইবে এবং হস্তদ্বয়ের অঙ্গুলিসমূহ মুষ্টিবদ্ধ করিয়া, গলদেশের দুই পার্শ্বে রাখিবে। একটী বন্ধন-রজ্জুর দুই ধার গলদেশস্থ সেই দুইটী মুষ্টির উপর দিয়া পশ্চাদ্‌ভাগে ফেলিয়া রাখিতে হইবে। অন্য এক ব্যক্তি রোগীর পশ্চাতে বসিয়া, স্বীয় বামহস্তদ্বারা উত্তানভাবে সেই দুইটী রজ্জুপ্রান্ত ধারণ করিবেন এবং দক্ষিণহস্তদ্বারা সেই বেধ্য শিরাটীর পীড়ন ও পৃষ্ঠদেশ মর্দ্দন করিবেন। বেধ্য শিরাটীকে পীড়ন করিলে, তাহা স্পষ্ট প্রকাশিত হইয়া উঠে এবং পৃষ্ঠদেশ মর্দ্দন করিলে শোণিত সম্যক্‌রূপে নির্গত হয়। তৎকালে রোগী স্বীয় মুখ বায়ুপূর্ণ করিয়া রাখিবে অর্থাৎ যতক্ষণ শিরাবেধ কার্য্য সম্পন্ন না হয়, ততক্ষণ শ্বাসপ্রশ্বাস ত্যাগ করিবে না। যেসকল শিরার মুখ শরীরের ভিতর দিকে, সেইসকল শিরা ব্যতীত মস্তকের শিরাসকল বিদ্ধ করিতে হইলে, রোগীকে ঐরূপে যন্ত্রিত করা আবশ্যক।

পদের শিরাবেধ।—পায়ের শিরা বিদ্ধ করিতে হইলে, যে পায়ের শিরা বিদ্ধ করা অবশ্যক, সেই পা খানি সমতলস্থানে স্থিরভাবে পাতিয়া রাখিয়া, অন্য পা খানি ঈষৎ সঙ্কুচিতভাবে উচ্চ করিয়া রাখিবে। বেধ্য পদের হাঁটুর নীচে রজ্জু বন্ধন পূর্ব্বক হস্তদ্বারা সেই পায়ের গুল্‌ফদেশ পীড়ন করিবে, এবং বেধ্যস্থানের চারি অঙ্গুলি উপরে পূর্ব্বোক্ত বস্ত্রবল্কলাদির মধ্যে কোন একটী দ্বারা বাঁধিয়া সেই শিরা বিদ্ধ করিবে।

হস্তের শিরাবেধ।—হাতের উপরিভাগে শিরা বিদ্ধ করিবার প্রয়োজন হইলে, দুই হাতেরই অঙ্গুলিসমূহ মুষ্টিবদ্ধ করিয়া, রোগী স্বচ্ছন্দভাবে পূর্ব্বোক্ত

রূপে আসনে উপবিষ্ট হইবে, এবং চিকিৎসক তাহার কূর্পর-সন্ধির নিম্নে ও প্রকোষ্ঠদেশে পূর্ব্ববর্ণিত প্রক্রিয়ায় বন্ধন করিয়া, তাহার হাতের শিরা বিদ্ধ করিবেন।

ভিন্ন ভিন্ন রোগে ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়া।—গৃধ্রসী ও বিশ্বচী নামক বাতব্যাধিতে হাঁটু সঙ্কুচিত করিয়া, শ্রোণী, পৃষ্ঠ ও স্কন্ধদেশের শিরা বিদ্ধ করিতে হইলে, পৃষ্ঠদেশ উন্নত ও আয়ত এবং মুখ অবনত করিয়া; এবং হৃদয় ও বক্ষঃ-স্থলের শিরা বিদ্ধ করিতে হইলে, বক্ষঃস্থল বিস্তারিত, মস্তক উন্নত ও শরীর আয়ত করিয়া, উপবেশন করিতে হয়। পার্শ্বদ্বয়ের শিরা বিদ্ধ করিতে হইলে, রোগীকে দুই হস্তের উপর জোর দিয়া শরীর রাখিতে হইবে। মেঢ্রদেশের শিরা বিদ্ধ করিত হইলে, মেঢ্র অর্থাৎ পুংলিঙ্গ অবনত রাখিতে হইবে। জিহ্বার অধো-দেশের শিরা বিদ্ধ করিতে হইলে, জিহ্বার অগ্রভাগ উর্দ্ধে উন্নত করিয়া উর্দ্ধস্থিত দন্তপংক্তি দ্বারা চাপিয়া ধরিতে হইবে। তালুদেশের ও দন্তমূলের রক্ত মোক্ষণ করিতে হইলে মুখ অতিশয় ব্যাদান অর্থাৎ হাঁ করিয়া থাকিতে হইবে। এইরূপে স্থান ও ব্যাধিবিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক যাহাতে শিরা স্পষ্ট প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ আসনাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বিধি ও পরিমাণ।—মাংসল স্থানে শস্ত্রপ্রয়োগ করিতে হইলে, অস্ত্রের মুখ একযব পরিমাণে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট করাইবে। কিন্তু অন্য স্থানে অর্থাৎ যে স্থানে অধিক মাংস নাই তাহাতে অস্ত্রপ্রয়োগ করিতে হইলে অর্দ্ধযব পরিমাণে অস্ত্রের মুখ প্রবেশিত করিলেই হয়। অথবা ব্রীহিমুখ অস্ত্র দ্বারা এক ব্রীহি অর্থাৎ ধান্য পরিমাণে বিদ্ধ করিতে হয়। অস্থির উপর অস্ত্র প্রয়োগ করিতে হইলে, কুঠা-রিকা-অস্ত্রদ্বারা আধ যব পরিমাণে বিদ্ধ করা আবশ্যক।

৫নং চিত্র। কুঠারিকা অস্ত্র।

ব্যভ্রে বর্ষাসু বিধ্যেত গ্রীষ্মকালে তু শীতলে।
হেমন্তকালে মধ্যাহ্নে শস্ত্রকালাস্ত্রয়ঃ স্মৃতাঃ।

কাল।—বর্ষাকালে মেঘশূন্য সময়ে, গ্রীষ্মে শীতলসময়ে অর্থাৎ তৃতীয় প্রহরের পরে এবং হেমন্তকালে মধ্যাহ্ন সময়ে শস্ত্রপাত করা উচিত।

সুবিদ্ধের লক্ষণ।—সম্যগ্‌রূপ অস্ত্রপ্রয়োগের পর রক্তধারা মুহূর্ত্ত-কাল নিঃসৃত হইয়া যদি রুদ্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহা সুবিদ্ধ বলিয়া জানিবে। কুসুমফুল পীড়ন করিলে যেমন অগ্রে পীতিকা অর্থাৎ পীতবর্ণ স্রাব নির্গত হয়, শিরা বিদ্ধ করিলে সেইরূপ দূষিত রক্ত সর্ব্বাগ্রে নিঃসৃত হইয়া থাকে।

অসম্যক্ বেধ।—মূর্চ্ছিত, অত্যন্ত ভীত, শ্রান্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত,—এই সকল ব্যক্তির শিরা বিদ্ধ করিলে, তাহা হইতে সম্যগ্‌রূপে রক্ত নিঃসৃত হয় না। যে শিরা বন্ধনাদিদ্বারা দেহের উপর লক্ষিত না হয়, সেই শিরা হইতে শোণিত উপযুক্ত পরিমাণে নিঃসৃত হয় না।

পুনর্ব্বেধ।—বহুদোষবিশিষ্ট ব্যক্তি ক্ষীণ বা মূর্চ্ছিত হইলে, তাহার শিরা সেই দিবস অপরাহ্নে অথবা তৃতীয় দিবসে পুনর্ব্বার বিদ্ধ করিতে হয়। এইরূপে ক্রমশঃ রক্তস্রাবই সেই রোগীর পক্ষে প্রশস্ত।

নিষেধ।—দূষিত রক্ত সমস্তই নিঃসারিত করা উচিত নহে; কেন না, অধিক রক্তস্রাবে বিশেষ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা; সুতরাং অবশিষ্ট যে দূষিত রক্ত থাকিবে, সংশমন-ঔষধ দ্বারা তাহার সংশোধন করিয়া লওয়া আবশ্যক।

রক্তমোক্ষণের পরিমাণ।—বহুদোষগ্রস্ত পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির শোণিতস্রাব করিতে হইলে, উর্দ্ধমাত্রায় একপ্রস্থ (সাড়ে তের পল) পরিমাণে রক্তমোক্ষণ করা যাইতে পারে। তাহার অধিক করিলে, বিশেষ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা।

রোগভেদে বেধ্যস্থান ভেদ।—পাদদাহ, পাদহর্ষ, অববাহুক, চিপ্প, বিসর্প, বাতরক্ত, বাতকণ্টক, বিচর্চ্চিকা ও পাদদারী প্রভৃতি রোগে ক্ষিপ্রনামক মর্ম্মের উপরিভাগে দুই অঙ্গুলি অন্তর স্থানে ব্রীহিমুখ নামক অস্ত্রদ্বারা শিরা বিদ্ধ করিতে হয়। শ্লীপদ রোগে শিরা বিদ্ধ করিতে হইলে, শ্লীপদের চিকিৎসিত-স্থানে যেপ্রকার বলা হইয়াছে, সেইরূপে শিরা বিদ্ধ করিবে। ক্রোষ্টুকশীর্ষ, খঞ্জ ও পঙ্গু,—এই তিনপ্রকার বাতব্যাধিতে গুল্‌ফদেশের চারি অঙ্গুলি উপরে জঙ্ঘার শিরা বিদ্ধ করা আবশ্যক। অপচীরোগে ইন্দ্রবস্তির দুই অঙ্গুলির অধোভাগে শিরা বিদ্ধ করিবে। গৃধ্রসী-পীড়ায় জানুসন্ধির চারি অঙ্গুলি উপরে বা চারি অঙ্গুলি নিম্নে শিরা বিদ্ধ করিতে হয়। গলগণ্ডরোগে উরুমূলের শিরা বিদ্ধ করা আবশ্যক। এইরূপ স্থান বিবেচনা পূর্ব্বক হস্তদাহ প্রভৃতি রোগেও বাহুদ্বয়ের শিরা বিদ্ধ করা কর্ত্তব্য।

প্লীহা যকৃদাদিরোগে।—বিশেষতঃ প্লীহরোগে বামবাহুর কূর্পর-সন্ধির ভিতরে কিংবা কনিষ্ঠা ও অনামিকার মধ্যস্থলে শিরা বিদ্ধ করিতে হয়। যকৃদ্দালুদ্দরে এবং কফোদর, শ্বাস ও কাস রোগে দক্ষিণবাহুর কূর্পরসন্ধির অভ্যন্তরে, অথবা কনিষ্ঠা ও অনামিকা অঙ্গুলি দুইটীর মধ্যভাগে শিরা বিদ্ধ করিবে। গৃধ্রসীর ন্যায় বিশ্বচী নামক বাতব্যাধিতে ও জানুসন্ধির চারি অঙ্গুলি উপরিভাগে কিংবা চারি অঙ্গুলি নিম্নে শিরা বিদ্ধ করা আবশ্যক।

শূলরোগ প্রভৃতিতে।—শূলবিশিষ্ট প্রবাহিকা অর্থাৎ আমাশয় রোগে কটিদেশের সকল স্থানেই দুই অঙ্গুলির মধ্যে শিরা বিদ্ধ করিবে। পরিকর্ত্তিকা, উপদংশ, শূকদোষ ও শুক্রদোষ পীড়ায় মেঢ্রমধ্যে শিরা বিদ্ধ করিবে। মূত্র বৃদ্ধি-জনিত রোগে অণ্ডকোষদ্বয়ের পার্শ্বে বিদ্ধ করা আবশ্যক। দকোদর অর্থাৎ জলোদর রোগে নাভির অধোদেশে সেবনীর বামপার্শ্বে চারি অঙ্গুলি অন্তরে শিরা বিদ্ধ করিতে হয়। অন্তর্বিদ্রধি ও পার্শ্বশূল পীড়ায় বামপার্শ্বে, কক্ষে (বগলে) ও বামপার্শ্বস্থ স্তনের মধ্যে শিরা বিদ্ধ করিবে। কোন কোন পণ্ডিত বলেন, বাহুশোষ ও অববাহুকরোগে স্কন্ধের মধ্যে শিরা বিদ্ধ করা আবশ্যক।

বিষমজ্বর প্রভৃতিতে।—তৃতীয়ক-বিষমজ্বরে ত্রিকসন্ধির মধ্যগত শিরা বিদ্ধ করিবে। চাতুর্থক-বিষমজ্বরে কোন একপার্শ্বের স্কন্ধসন্ধির অধোগত শিরা বিদ্ধ করিতে হয়। উন্মাদ ও অপস্মাররোগে বক্ষঃ, ললাট ও অপাঙ্গদেশে শঙ্খ ও কেশান্ত সন্ধিগত শিরা এবং কেবল অপস্মার রোগে হনুসন্ধির মধ্যগত শিরা বিদ্ধ করিবে। জিহ্বারোগে ও দন্তরোগে জিহ্বার অধোভাগে, তালুরোগে তালুদেশে এবং কর্ণশূলরোগে ও অন্যান্য কর্ণরোগে কর্ণদ্বয়ের উপরিভাগে চারিদিকে বিদ্ধ করা আবশ্যক। ঘ্রাণশক্তির অভাব ঘটিলে, কিংবা অন্য কোনপ্রকার নাসারোগে নাসিকার অগ্রভাগ বিদ্ধ করিবে। তিমির ও অক্ষিপাকাদি চক্ষুরোগে, শিরোরোগে ও অধিমন্থাদি ব্যাধিতে উপনাসিকদেশে অর্থাৎ নাসিকার সমীপে ললাট ও অপাঙ্গদেশে শিরা বিদ্ধ করিবে।

অনন্তর শিরাবেধের যেসকল প্রকার দূষণীয়, তৎসমুদায়ের বিবরণ বলা যাইতেছে;—

দুষ্টব্যধন।—(১) দুর্ব্বিদ্ধ, (২) অতিবিদ্ধ, (৩) কুঞ্চিত, (৪) পিচ্চিত, (৫) কুট্টিত, (৬) অপ্রস্রুত, (৭) অত্যুদীর্ণ, (৮) অন্তে অভিহত,

(৯) পরিশুষ্ক, (১০) কূণিত, (১১) বেপিত, (১২) অনুত্থিতবিদ্ধ, (১৩) শস্ত্রহত, (১৪) তির্য্যগ্বিদ্ধ, (১৫) অবিদ্ধ, (১৬) অব্যাধ্য, (১৭) বিদ্রুত, (১৮) ধেনুক, (১৯) পুনঃপুনর্ব্বিদ্ধ, এবং (২০) শিরা, স্নায়ু অস্থি, সন্ধি, ও মর্ম্মস্থলে বিদ্ধ,—এই বিংশতিপ্রকারে শিরা বিদ্ধ হইলে তাহা দূষণীয়।

লক্ষণাদি।

১। সূক্ষ্ম অস্ত্রদ্বারা বিদ্ধ করিলে, যদি রক্ত সম্যগ্‌রূপে নিঃসৃত না হয়, এবং বেদনা ও শোথ (ফুলা) দেখা দেয়, তাহা হইলে তাহাকে দুর্ব্বিদ্ধ বলা যায়।

২ ও ৩। উপযুক্ত পরিমাণের অধিক বিদ্ধ হইলে, যদি রক্ত দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, অথবা অধিক পরিমাণে রক্ত নিঃসৃত হয়, তবে তাহাকে অতিবিদ্ধ বলে। বিদ্ধ শিরা কুঞ্চিত হইলেও এই লক্ষণ প্রকাশ পায়।

৪। কুণ্ঠ শস্ত্র অর্থাৎ ভোতা অস্ত্র দ্বারা বিদ্ধ করিলে, এবং সেই বিদ্ধ স্থান মথিত (থেঁতো) হইয়া ফুলিয়া উঠিলে, তাহা পিচ্চিত নামে অভিহিত হয়।

৫। অস্ত্রের অগ্রভাগ দ্বারা অত্যল্প গভীরভাবে পুনঃ পুনঃ বিদ্ধ করিলে, তাহাকে কুট্টিত বলে।

৬। শীত, ভয় ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি কারণে শোণিতস্রাব না হইলে, তাহাকে অপ্রস্রুত বলা যায়।

৭। তীক্ষ্ণ (খুব ধারাল) ও বড় মুখ বিশিষ্ট অস্ত্রদ্বারা বেশী বিদ্ধ করিলে, তাহাকে অত্যুদীর্ণ কহে।

৮। অল্প পরিমাণে রক্ত নিঃসারিত হইলে, তাহাকে অবিদ্ধ বলিতে হইবে।

৯। অল্পরক্তবিশিষ্ট ব্যক্তির বিদ্ধস্থান বায়ুদ্বারা পূর্ণ হইলে, তাহা পরিশুষ্ক নামে অভিহিত হইতে পারে।

১০। একটু রক্ত বাহির হইয়া বিদ্ধস্থান চারিভাগে বিচ্ছিন্ন হইলে, তাহাকে কুণিত কহে।

১১ ও ১২। অনুপযুক্ত স্থলে শিরা বন্ধন করিলে কম্পন হইতে থাকে, তজ্জন্য রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া যায়। এইরূপ বিদ্ধকে বেপিত বলে। অনুত্থিত শিরা বিদ্ধ হইলেও ঐরূপ রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া যায়।

১৩। শিরা ছিন্ন হইলে এবং তজ্জন্য অতিরিক্ত রক্তস্রাব হইলেও, রোগীর গতিশক্তি লোপ হইলে, তাহাকে শস্ত্রহত বলা যায়।

১৪। অস্ত্রদ্বারা তির্য্যগ্‌ভাবে বিদ্ধ করায় অস্ত্রক্রিয়া সম্যক্‌রূপে সিদ্ধ না হইলে, তাহাকে তির্য্যগ্বিদ্ধ কহে।

১৫। অযত্নসহকারে শস্ত্রদ্বারা পুনঃ পুনঃ বহুবার বিদ্ধ করিলে, তাহাকে অপবিদ্ধ বলে।

১৬। শস্ত্রদ্বারা ছেদনের অনুপযুক্ত হইলে, তাহাকে অবেধ্য বলা যাইতে পারে।

১৭। অনবস্থিতভাবে অর্থাৎ অত্যন্ত তাড়াতাড়ি বিদ্ধ করিলে, তাহা বিদ্রুত নামে অভিহিত হয়।

১৮। বেধ্যস্থান অনেকবার অবঘট্টিত করিয়া (রগড়াইয়া) বারংবার শস্ত্রপাত করিলে এবং তাহাতে অধিক শোণিত নিঃসৃত হইলে, তাহাকে ধেনুক বলা যায়।

১৯। সূক্ষ্ম-অস্ত্রদ্বারা অনেকবার বিদ্ধ করিলে, বিদ্ধস্থান নানাপ্রকারে ছিন্ন হইয়া থাকে; ইহাকে পুনঃ পুনঃ বিদ্ধ কহে।

২০। স্নায়ু, অস্থি, শিরা, সন্ধি ও মর্ম্মস্থল বিদ্ধ হইলে, উৎকট বেদনা, শোথ, বৈকল্য কিংবা মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে।

শিরাবিষয়ে অজ্ঞতা।—শিরাসকল সর্ব্বদাই চঞ্চল, ইহারা মৎস্যের ন্যায় অবিরত পরিবর্ত্তিত হইতেছে; এইজন্য শিরা সম্বন্ধে সম্যক্ অভিজ্ঞতা লাভ করা অতীব কঠিন। অতএব বিশেষ যত্ন সহকারে তাহাদের বেধাদি চিকিৎসা করা উচিত। মূর্খ চিকিৎসক কর্ত্তৃক অস্ত্রক্রিয়া সাধিত হইলে, নানাপ্রকার উপদ্রব ও বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা।

প্রাধান্য।—শিরা বিদ্ধ করিলে, ব্যাধি যত শীঘ্র প্রশমিত হয়, স্নেহ ও লেপনাদি ক্রিয়া দ্বারা তত শীঘ্র ফল পাওয়া যায় না। যেমন কায়-চিকিৎসার মধ্যে বস্তিক্রিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সেইরূপ শল্যতন্ত্রমধ্যে শিরাব্যধ সর্ব্বপ্রধান।

নিষেধ।—স্নিগ্ধ, বান্ত, স্বিন্ন, বিরিক্ত, আস্থাপিত, অনুবাসিত ও শিরা-বিদ্ধ ব্যক্তিগণ যতদিন শরীরে সম্যক্ বল না পায়, ততদিন পর্য্যন্ত ক্রোধ, মৈথুন, পরিশ্রম, দিবানিদ্রা, অতিশয় কথা কওয়া, যানে আরোহণ বা উপবেশন, ভ্রমণ,

শৈত্য, রৌদ্র বা বায়ুসেবন এবং বিরুদ্ধ, অসাত্ম্য ও অজীর্ণকর দ্রব্য ভোজন তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। কোন কোন পণ্ডিত বলেন যে, একমাস পর্য্যন্ত ঐ সকল পরিত্যাগ করা আবশ্যক। পশ্চাৎ আতুরোপদ্রব চিকিৎসা স্থানে এই-সকল বিষয় বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইবে।

স্থলবিশেষে যন্ত্র।—পীড়ার প্রকৃতি অনুসারে শিরা-শৃঙ্গাদি ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রদ্বারা শোণিতমোক্ষণ করিতে হয়। শিরা (নল, চোঙ্গ), বিষাণ (শিঙ), তুম্ব (অলাবু), জলৌকা (জোঁক) ও পদ (প্রচ্ছন্ন), এইসকল যন্ত্রদ্বারা পূর্ব্বানুক্রমে অবগাঢ় অর্থাৎ দেহের অভ্যন্তরস্থ শোণিত নিঃসারিত করিবে; যথা—প্রচ্ছন্নদ্বারা অবগাঢ়, জলৌকাদ্বারা তাহা অপেক্ষা অবগাঢ় অর্থাৎ গভীরতর প্রদেশস্থিত রক্ত নিঃসারণ আবশ্যক। কেহ কেহ বলেন, অবগাঢ়ে জলৌকা, পিণ্ডিতে প্রচ্ছন্ন, অঙ্গব্যাপক রক্তে শিরা এবং ত্বক্‌স্থিত রক্তে শৃঙ্গ ও অলাবু প্রয়োগ করাই প্রশস্ত।

পঞ্চম অধ্যায়।

ধমনী-বিবরণ।

ধমনী ও শিরা।—নাভিদেশ হইতে যে চব্বিশটী শিরা উৎপন্ন হইয়াছে, তৎসমুদায়কে ধমনী বলা যায়*। কোন কোন পণ্ডিতের মত এই যে, ধমনী, শিরা ও স্রোতে কোন প্রভেদ নাই; তিনটীই এক,—ধমনী ও স্রোতঃসকল শিরার বিকারমাত্র। কিন্তু একথা ঠিক সঙ্গত বলা যাইতে

* ভগবান্ সুশ্রুত নাভিকেই সকল শিরা ও ধমনীর মূল বলিয়াছেন; কিন্তু প্রাচীন তন্ত্রে অন্যরূপ বিবরণ দেখা যায়। তন্ত্রে বর্ণিত আছে যে, সকল নাড়ীই মেরুদণ্ড হইতে নিঃসৃত হইয়াছে—

> দ্বে দ্বে তির্য্যগ্‌গতে নাড্যৌ চতুর্ব্বিংশতিসংখ্যকাঃ।
> মেরুদণ্ডে স্থিতাঃ সর্ব্বে সূত্রে মণিগণা ইব।

মেরুদণ্ডের প্রত্যেক গ্রন্থি হইতে দুইটী করিয়া নাড়ী নিঃসৃত হইয়া, তির্য্যগ্‌ভাবে বিসৃত হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে, মেরুদণ্ডের প্রত্যেক গ্রন্থি হইতে দুইদিকে দুইটী

পারে না; কারণ ইহাদের লক্ষণ ভিন্ন, মূলসন্নিবেশ অর্থাৎ উৎপত্তিস্থান ও প্রাধান্য ভিন্ন, বিশেষ কার্য্যকারিতা ভিন্ন এবং ইহারা আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে পৃথগ্‌রূপে বর্ণিত হইয়াছে, এইজন্য শিরা ও স্রোতঃসকল হইতে ধমনী ভিন্ন পদার্থ। তবে পরস্পরে সন্নিকৃষ্ট, পরস্পরে জলাদি পদার্থ বহন করে এবং শাস্ত্রে একার্থ-বোধক পর্য্যায়রূপে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া, ইহাদিগকে এক বলা যাইতে পারে। নাভি হইতে উৎপন্ন এই চব্বিশটী ধমনীর মধ্যে দশটী ধমনী ঊর্দ্ধগামিনী, দশটী অধোগামিনী এবং অবশিষ্ট চারিটী তির্য্যগ্‌গামিনী।

ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য।—ঊর্দ্ধগামিনী দশটী ধমনী শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ প্রশ্বাস, উচ্ছ্বাস, জৃম্ভণ, ক্ষুৎ (হাঁচি), হাস্য, বাক্যোচ্চারণ ও রোদন প্রভৃতি কার্য্যসকল সম্পন্ন করিয়া শরীরকে ধারণ করিয়া থাকে *। এই দশটী ধমনী হৃদয়-প্রদেশে গমন করিয়া, প্রত্যেক তিনটী করিয়া ত্রিশটী শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে দুইটী করিয়া দশটী ধমনী বাত, পিত্ত, কফ, রক্ত ও রস, অর্থাৎ দুইটী ধমনী বায়ু, দুইটী ধমনী পিত্ত, দুইটী ধমনী কফ ইত্যাদি প্রকারে বহন করিয়া থাকে। সেইরূপ দুইটী ধমনীদ্বারা শব্দ, দুইটী দ্বারা রূপ, দুইটী দ্বারা রস এবং অপর দুইটী দ্বারা গন্ধ বাহির হয়। দুইটী দ্বারা বাক্য-নিঃসরণ হয়; দুইটী ধমনী অব্যক্ত শব্দ প্রকাশ করে; দুইটী দ্বারা নিদ্রা আইসে,

নাড়ী নির্গত হইয়াছে। এস্থলে নাড়ী অর্থে (Artery), শিরা (Vein), পেশী (Muscle) এবং স্নায়ু (Nerve), এই চারিটীর মধ্যে কোন্‌টী বুঝাইতেছে, তাহা স্থির করা আবশ্যক। ডাক্তারি শাস্ত্রের মতে এইসকল নাড়ীকে স্নায়ু (Nerve) বলিলেই সকল গোলযোগের মীমাংসা হয়। ডাক্তারি শাস্ত্রে স্পষ্টই বর্ণিত আছে যে, মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ড হইতে সমস্ত স্নায়ু নির্গত হইয়াছে। সুতরাং এ স্থলে নাড়ী অর্থে, স্নায়ু ধরিলেই সুশ্রুত, তন্ত্রতন্ত্র ও পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞান,—এই তিনেরই সামঞ্জস্য করা যাইতে পারে। তথাপি চতুর্বিংশতি সংখ্যার সন্দেহ থাকিয়া যায়।

* এ স্থলে ধমনী, শিরা ও স্রোতঃ লইয়া বিষম গোলযোগের উৎপত্তি হইয়াছে। হিন্দু আয়ুর্ব্বেদ মতে এই তিনটী শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইলেও, ইহাদের কার্য্যের সাম্য থাকাতে ইহারা এক অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। এখানে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, শরীরের সকল ক্রিয়াই ধমনী দ্বারা সাধিত হয়। ডাক্তারিমত ইহার সম্পূর্ণ ভিন্ন-রূপ। ডাক্তারিমতে এইসকল কার্য্য চারিভাগে বিভক্ত হইয়া, পেশী, স্নায়ু, ধমনী ও শিরার মধ্যে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত লসিকানালীরও একটী স্বতন্ত্র কার্য্য আছে।

দুইটী জাগাইয়া দেয়; এবং দুইটী ধমনী অশ্রু বহন করে। স্ত্রীলোকের স্তনদ্বয়ে দুইটী ক্ষীরবাহিনী ধমনী দ্বারা স্তন্য বাহিত হয়। সেই দুইটী ধমনী পুরুষের দেহে স্তনদ্বয় হইতে শুক্র বহন করিয়া থাকে। এইরূপে ত্রিশটী ধমনীর ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য কথিত হইল। এইসকল ধমনী নাভির উদ্ধদেশে, উদর, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, বক্ষঃ, স্কন্ধ, গ্রীবা ও বাহু,—এই সকলকে দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া ধারণ করিয়া থাকে এবং বাতাদি বহন করিয়া যাপন কার্য্য অর্থাৎ সঞ্জীবতা সম্পাদন করে। উর্দ্ধগামিনী ধমনীগণের কার্য্য এইরূপ বর্ণিত হইল; এক্ষণে অধোগামিনী ধমনীগণের কার্য্য কথিত হইতেছে।

অধোগামিনী ধমনী সকল।—অধোগামিনী ধমনী সকলের মধ্যে দুইটী করিয়া দশটী ধমনী অধোবায়ু, মূত্র, পুরীষ, শুক্র ও আর্ত্তব প্রভৃতি শরীরের অধোদেশে বহন করে। এই সকল ধমনী পিত্তাশয়ে গমন পূর্ব্বক তথাকায় অন্নপান (আহার) হইতে উদ্ভূত রসকে জঠরাগ্নির উষ্ণতা দ্বারা পরিপাক করিয়া পৃথক্ করে; শরীরের সর্ব্বত্র প্রবাহিত হইয়া দেহকে সন্তর্পিত করে; উর্দ্ধগত ও তির্য্যগ্গত ধমনীসকলের মধ্যে রস বহন করিয়া রসের স্থান পূর্ণ করে এবং মল, মূত্র ও ঘর্ম্ম বহির্ভাগে নিঃসারিত করিয়া দেয়। এই অধোগামিনী দশটী ধমনী আমাশয় ও পক্কাশয়ের মধ্যস্থলে থাকিয়া, প্রত্যেকে তিনটী করিয়া ত্রিশটী শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে দুইটী ধমনী বায়ু, পিত্ত, কফ, রক্ত ও রস বহন করে। দুইটী দ্বারা অন্ন বাহিত হয়। দুইটী ধমনী অন্ত্রদেশে জল বহন করে। মূত্রবস্তিতে সংলগ্ন দুইটী ধমনী দ্বারা মূত্র বাহিত হয়। দুইটী দ্বারা শুক্র উৎপাদিত ও বাহিত এবং অপর দুইটী দ্বারা তাহা ক্ষরিত হয়। এই দুইটী ধমনীই কামিনীগণের শরীরের আর্ত্তব বহন করে। স্থূল অন্ত্রে দুইটী ধমনী সংলগ্ন আছে; সেই দুইটী ধমনী মল নিঃসারিত করে; অবশিষ্ট আটটী ধমনী তির্য্যগ্গামিনী ধমনীসমূহের মধ্যে স্বেদ বহন করে। এইরূপে অধোগামিনী ত্রিশটী ধমনীর কার্য্য বর্ণিত হইল। এইসকল ধমনী নাভির অধোদেশে, পক্কাশয়, কটিদেশ, মূত্র, মল গুহ্যদেশ, বস্তি, মেঢ্র ও সক্থিকে দৃঢ়রূপে বন্ধন ও ধারণ করে এবং স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন করিয়া শরীরকে সঞ্জীব রাখিয়া দেয়। অতঃপর তির্য্যগ্গামিনী ধমনীসকলের কার্য্য বর্ণিত হইতেছে।
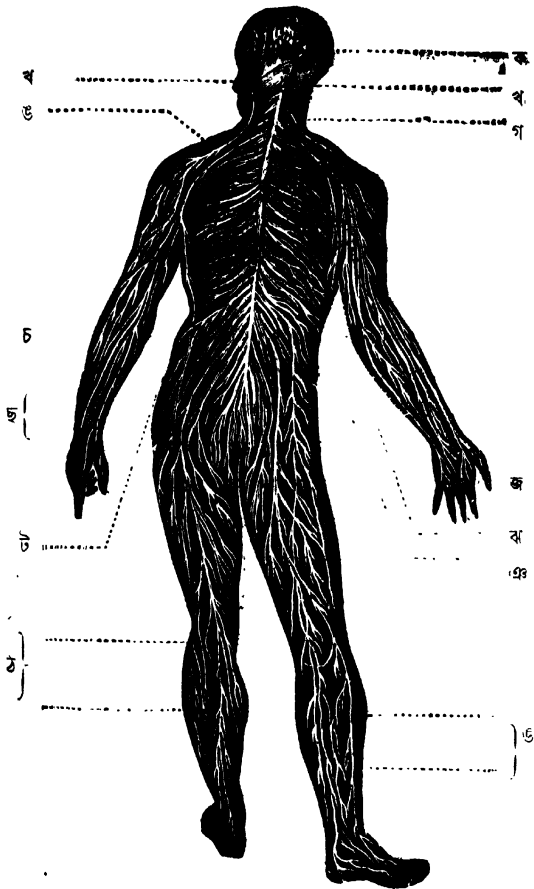
৬নং চিত্র।—স্নায়ুমণ্ডল।

এই চিত্রে সমগ্র শরীরের স্নায়ুবিধান প্রদর্শিত হইয়াছে। মস্তিষ্ক ও কশেরুকা মজ্জা হইতে স্নায়ুগণ উদ্ভূত হইয়া শরীরের নানা স্থানে ব্যাপ্ত হইয়াছে।

(ক) সম্মুখ-মস্তিষ্ক; (খ) মুখমণ্ডলের স্নায়ু; (গ) পশ্চাৎ-মস্তিষ্ক; (ঘ) কশেরুকা-মজ্জা; (ঙ) উর্দ্ধশাখার স্নায়ু; (চ) প্রকোষ্ঠের স্নায়ু; (ছ) মণিবন্ধ ও মস্তকের স্নায়ু; (জ) অঙ্গুলির স্নায়ু; (ঝ) বক্ষঃ ও পৃষ্ঠের স্নায়ু; (ঞ) নিম্নশাখার স্নায়ু; (ট) উরুর স্নায়ু; (ঠ—ড) জানু ও পদের স্নায়ু।

৭নং চিত্র।—ধমনীর মূল ও ধমনীসমূহ।

১। হৃৎপিণ্ড। ২। শ্বাসযন্ত্রের ধমনী। ৩। আদিকাণ্ডরা বা ধমনীমূল। ৪। ঊর্দ্ধগামিনী ধমনী। ৫।৬।৭ তির্য্যগ্‌গামিনী ধমনী। ৮।৯ নিম্নগামিনী ধমনী।

তির্য্যগ্‌গামিনী ধমনীসমূহ।—তির্য্যগ্‌গামিনী ধমনী চারিটী মাত্র। তাহাদের প্রত্যেকটীই উত্তরোত্তর শতসহস্র সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়াছে। এইসকল অসংখ্য ধমনীদ্বারা দেহ গবাক্ষিত অর্থাৎ ছিদ্রসমূহে পরিব্যাপ্ত, বিবদ্ধ অর্থাৎ সম্যক্‌রূপে বদ্ধ ও আতত অর্থাৎ বিস্তারিত হয়। এইসমস্ত সূক্ষ্ম-ধমনীর মুখ প্রত্যেক লোমকূপে সংলগ্ন আছে। সেইসকল মুখদ্বারা স্বেদ নির্গত হইয়া থাকে এবং তদ্দ্বারা শরীরের অভ্যন্তরে ও বহির্ভাগে রস বহন করিয়া সন্তর্পণ করে। অভ্যঙ্গ (তৈলাদি মর্দ্দন), পরিষেক (গাত্রে জলাদি সেচন), অবগাহন ও প্রলেপন,—এই চারিটীর বীর্য্য ভ্রাজকাগ্নি দ্বারা ত্বকে পরিপাক পাইয়া, শরীরের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়। ইহাতেই স্পর্শজন্য সুখাসুখ উপলব্ধ হইয়া থাকে। এইরূপে সর্ব্বাঙ্গগত তির্য্যগ্‌গামিনী চারিটি ধমনীর ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য বর্ণিত হইল।

যথা স্বভাবতঃ খানি মৃণালেষু বিসেষু চ।
ধমনীনাং তথা খানি রসো যৈরুপচীয়তে॥

মৃণাল ও নালসমূহে স্বভাবতঃ যেমন ছিদ্র থাকে, তেমনই ধমনীসমূহে ছিদ্র আছে। সেইসমস্ত ছিদ্র দ্বারা দেহের সর্ব্বত্র রসাদি সঞ্চারিত হইয়া থাকে।

পঞ্চেন্দ্রিয় ও ধমনীগণ।—ধমনীসমূহ, আকাশাদি পঞ্চভূত, অথবা শব্দাদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের—ক্রিয়া দ্বারা অভিভূত অর্থাৎ ব্যাপ্ত হইয়া, পঞ্চেন্দ্রিয় পুরুষকে (জীবকে) পঞ্চবার আবিষ্ট করে এবং তদনন্তর সেইসকল ধমনী পাঁচটী ইন্দ্রিয়কে আকাশাদি পঞ্চভূতের সহিত সংযুক্ত করিয়া বিনাশকালে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়।

ভিন্ন ভিন্ন স্রোতের মূল।—অতঃপর, স্রোতঃসমুদায়ের মূল বিদ্ধ হইলে, যেসকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়, তাহা বর্ণিত হইতেছে। স্রোতঃসকল দ্বারা, প্রাণ, অন্ন, জল, রস, রক্ত, মাংস, মেদঃ মূত্র, পুরীষ, শুক্র ও আর্ত্তব বাহির হয়। কোন কোন পণ্ডিতের মত এই যে, স্রোতঃ বহুসংখ্যক। প্রাণাদির বহনকারী ঐসকল স্রোতঃ প্রকারভেদে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য সম্পাদন করে। উহাদের মধ্যে প্রাণবহ স্রোতঃ দুইটী; সেই দুইটী স্রোতের মূল—হৃদয় ও রস-বাহিনী ধমনীসকল। তাহাদের সেই মূল বিদ্ধ হইলে, ক্রোশন (বিপন্নস্বরে রোদন), বিনমন (শরীর নত হইয়া পড়া), মোহ, ভ্রম, কম্পন, অথবা মৃত্যু

পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। অন্নবহ স্রোতঃ দুইটী; সেই দুইটীর মূল আমাশয় ও অন্নবহ ধমনীসমূহ। সেই মূল বিদ্ধ হইলে, আধ্মান, শূলবৎ বেদনা, আহারে অরুচি, বমি, পিপাসা, অন্ধতা, অথবা মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। উদকবহ স্রোতঃ দুইটী; সেই দুইটীর মূল—তালু ও ক্লোম, সেই মূল বিদ্ধ হইলে, পিপাসা ও সদ্য মৃত্যু হইয়া থাকে। রসবহ স্রোতঃ দুইটী; তাহাদের মূল—হৃদয় ও রসবাহী ধমনীসমূহ। সেই মূল বিদ্ধ হইলে, শোষ, ক্রোশন (আর্ত্তস্বরে রোদন), বিনমন (শরীর অবনত লইয়া পড়া), মোহপ্রাপ্তি, ভ্রম ও কম্পন বা মৃত্যু পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। রক্তবহ স্রোতঃ দুইটী; তাহাদের মূল—যকৃৎ, প্লীহা ও রক্তবাহী ধমনীগণ। সেই মূল বিদ্ধ হইলে, শরীরের শ্যাববর্ণতা, জ্বর, দাহ, পাণ্ডুবর্ণতা, অত্যধিক শোণিতস্রাব ও নয়নদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া পড়ে। মাংসবহ স্রোতঃ দুইটী; তাহাদের মূল—স্নায়ু, ত্বক ও রক্তবাহী ধমনীগণ। সেইসকল মূল বিদ্ধ হইলে, শোথ, মাংসক্ষয়, শিরাগ্রন্থি, ও মৃত্যু হইয়া থাকে। মেদোবহ স্রোতঃ দুইটী। তাহাদের মূল কটিদেশ ও বৃক্কদ্বয়। সেই মূল বিদ্ধ হইলে, ঘর্ম্মনিঃসরণ, অঙ্গের স্নিগ্ধতা, তালুশোষ, অত্যন্ত শোথ ও পিপাসা হইয়া থাকে। মূত্রবহ স্রোতঃ দুইটী; তাহাদের মূল—বস্তি ও মেঢ্র। সেই মূল বিদ্ধ হইলে, বস্তি স্ফীত, মূত্ররোধ, এবং লিঙ্গ অবশ হইয়া পড়ে। পুরীষবহ স্রোতঃ দুইটী; তাহাদের মূল—পক্বাশয় ও গুহ্যদেশ। সেই মূলদেশ বিদ্ধ হইলে দুর্গন্ধ বাহির হয়; আনাহ (মলমূত্রের অবরোধ) ঘটে, এবং অন্ত্র গ্রথিত হইয়া পড়ে। শুক্রবহ স্রোতঃ দুইটী; তাহাদের মূল—স্তনযুগ ও বৃষণদ্বয়। সেই মূল বিদ্ধ হইলে, পুরুষত্বের হানি, বিলম্বে শুক্রক্ষরণ এবং শুক্রের রক্তবর্ণতা হয়। আর্ত্তববহ স্রোতঃ দুইটী; তাহাদের মূল—গর্ভাশয় ও আর্ত্তববহ ধমনীসকল। সেই মূল বিদ্ধ হইলে, বন্ধ্যাত্ব ও আর্ত্তবশোণিতের হানি ঘটে, এবং সেই রোগাক্রান্তা রমণী মৈথুনে অসহিষ্ণু হইয়া পড়ে।

সেবনী বিদ্ধ হইলে, নানাপ্রকার পীড়া জন্মে। বস্তি ও গুহ্যদেশ বিদ্ধ হইলে, যেসকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। স্রোতঃ বিদ্ধ হইলে, রোগীর আরোগ্যলাভের আশা একরূপ ছাড়িয়া দিয়া চিকিৎসা করা আবশ্যক। শল্য বাহির করা হইলে, যথাবিহিত উপায়ে ক্ষতস্থানের চিকিৎসা করিবে।

শিরা ও ধমনী ব্যতীত অন্যান্য যেসকল নাড়ী শরীরে পরিব্যাপ্ত থাকিয়া অভিবহন কার্য্য সম্পাদন করে, তাহারাই স্রোতঃ নামে অভিহিত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

—:০:—

প্রকৃতি ও শরীর।

পরা ও অপরা প্রকৃতি।—অব্যক্ত অর্থাৎ প্রকৃতি—সকল ভূতের কারণ; কিন্তু প্রকৃতি নিজে কারণহীন। প্রকৃতি দ্বিবিধ—পরা প্রকৃতি ও অপরা প্রকৃতি। সূর্য্যমণ্ডলের অন্তর্ভূত জগতের বীজস্বরূপ বিরাটপুরুষই পরা-প্রকৃতি। তিনিই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর। সেই পরম ব্রহ্ম অহংভাবে পরিণত, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তিবিশিষ্ট এবং অব্যক্তগুণক্রিয়াশীল। অপরা-প্রকৃতির কথা পরে বলা যাইবে। এই অব্যক্ত—সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণের লক্ষণবিশিষ্ট। ইহার অষ্টরূপ অর্থাৎ পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চতন্মাত্র (পঞ্চ মহাভূত); এবং অব্যক্ত, বুদ্ধি ও অহঙ্কার, ইহাই অষ্টবিধ পদার্থ; এই অষ্টবিধ পদার্থকে অপরা-প্রকৃতি বলা যায়। অপরা-প্রকৃতি ঐ অষ্টবিধ পদার্থের সহিত অখিলব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তির কারণ। সাগর যেমন সমুদায় জলের আধার, এই একমাত্র প্রকৃতিই, সেইরূপ সমস্ত ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষের অর্থাৎ সচেতন ও অহঙ্কারবিশিষ্ট জীবসমূহের আশ্রয় বলিয়া জানিবে।

একাদশ ইন্দ্রিয়।—ঐ অব্যক্ত অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণের স্বভাববিশিষ্ট মহত্তত্ব অর্থাৎ বুদ্ধির উৎপত্তি হয়, এবং উক্ত ত্রিগুণবিশিষ্ট মহত্তত্ব অর্থাৎ বুদ্ধি হইতে সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণযুক্ত অহঙ্কার উদ্ভূত হইয়া থাকে। এই অহঙ্কার আবার তিনপ্রকার;—বৈকারিক (সাত্বিক), তৈজস (রাজসিক) ও ভূতাদি (তামসিক)। রাজসিক অহঙ্কারের সাহায্যে তামসিক অহঙ্কারযুক্ত বৈকারিক অর্থাৎ সাত্বিক অহঙ্কার হইতে প্রকাশ্য লক্ষণবিশিষ্ট

একাদশ ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। সেই একাদশ ইন্দ্রিয় যথা—শ্রোত্র (কর্ণ), ত্বক্ (চর্ম্ম), চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ (নাসিকা). বাক্ (জিহ্বা), হস্ত, উপস্থ (মেঢ্র ও যোনি), পায়ু (গুহ্যদেশ), পাদ ও মন। ইহাদের মধ্যে প্রথম পাঁচটী অর্থাৎ কর্ণ, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা ও ঘ্রাণ—জ্ঞানেন্দ্রিয় ; এবং অপর পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়। মন জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়—এই উভয় ইন্দ্রিয়ের গুণবিশিষ্ট ; অর্থাৎ মনের সাহায্যেই উক্ত দশেন্দ্রিয়ের কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে।

পঞ্চতন্মাত্র ও চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব।—তৈজস অর্থাৎ রাজসিক অহঙ্কারের সহায়তায় সাত্ত্বিক অহঙ্কারযুক্ত ভূতাদি অর্থাৎ তামসিক অহঙ্কার হইতে মোহাদি লক্ষণবিশিষ্ট পঞ্চতন্মাত্র উদ্ভূত হয়। সেই পঞ্চতন্মাত্র এই,—শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ যথাক্রমে এই পঞ্চতন্মাত্রের গুণ। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী, এই পঞ্চ মহাভূত যথাক্রমে ঐ পঞ্চতন্মাত্র হইতে উৎপন্ন হই য়াছে, ইহাদিগকেই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব বলা যায়। সেই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব এই,—পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, ও আকাশ,—এই পঞ্চভূত ; অহঙ্কার, বুদ্ধি, প্রকৃতি, চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা, ত্বক, পাদ, হস্ত, গুহ্য, উপস্থ ও বাক্—এই দশ ইন্দ্রিয় ; মন, এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিষয়,—সর্ব্বসমেত এই চব্বিশটী তত্ত্ব।

বুদ্ধীন্দ্রিয়াদির কার্য্য।—কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা, এই পাচটী, যথাক্রমে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, এই পাঁচটী বুদ্ধীন্দ্রিয়ের বিষয়। সেইরূপ আবার বাক্, হস্ত, উপস্থ, পায়ু ও পাদ, এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়ের যথাক্রমে: বচন, আদান, আনন্দ, বিসর্গ (মলত্যাগ) ও বিহরণ (গমন) এই পাঁচটী বিষয় বা কার্য্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

প্রকৃতি ও বিকৃতি।—পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের মধ্যে অব্যক্ত অর্থাৎ মূলা প্রকৃতি মহত্তত্ত্ব (বুদ্ধি), অহঙ্কার এবং পূর্ব্বোক্ত পঞ্চতন্মাত্র, এই আটটীকে প্রকৃতি বলা যায়। অবশিষ্ট ষোলটী অর্থাৎ পঞ্চমহাভূত, দশটী ইন্দ্রিয়, ও মন,—বিকৃতি নামে অভিহিত। ইহাদের স্ব স্ব বিষয় অর্থাৎ যে ইন্দ্রিয়ের নিজের যে কার্য্য, সেই কার্য্যেই সেই ইন্দ্রিয়ের অধিভূত এবং স্বয়ং ইহারা অধ্যাত্ম অর্থাৎ পরমাত্মার যোগ্য বিষয় ও অধিদৈবত অর্থাৎ অধিষ্ঠাতৃ দেবতা

দ্বারা শক্তিসম্পন্ন। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, যে ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াশক্তি আছে, অথবা যেপ্রকার পদার্থের শক্তিদ্বারা কিংবা অবলম্বনে সেই ইন্দ্রিয়ের কার্য্য সম্পন্ন হয়, সেইপ্রকার পদার্থই বা সেই ক্রিয়াশক্তিই তাহার অধিষ্ঠাতৃ দেবতা। ইহাতে ব্রহ্মা ও ঈশ্বর প্রভৃতি বুদ্ধি ও অহঙ্কারাদি যেসকল ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহারা সেই পরা বা মূল প্রকৃতির শক্তি।

প্রকৃতি ও পুরুষ।—বুদ্ধির অধিষ্ঠাতৃ দেবতা ব্রহ্মা, অহঙ্কারের ঈশ্বর, চিত্তের চন্দ্রমা, কর্ণের দিক্, ত্বকের বায়ু, চক্ষুর সূর্য্য, জিহ্বার জল, নাসিকার ভূমি, বাক্যের অগ্নি, হস্তের ইন্দ্র, পদের বিষ্ণু, গুহ্যের মিত্র (সূর্য্য), এবং উপস্থের প্রজাপতি। এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের সকলেই অচেতন। কিন্তু চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের অতীত যে এক পুরুষ আছেন, তাঁহাকে পঞ্চবিংশতিতম বলা যায়। সেই পুরুষই কার্য্য (মহদাদি বিকার) এবং কারণ (মূল প্রকৃতি) সহ সম্মিলিত হইয়া, নিখিল পদার্থের চৈতন্য সম্পাদন করেন। এই পুরুষ চেতনা-বিহীন ধর্ম্মবিশিষ্ট হইলেও তাঁহার কৈবল্যার্থ (নির্ব্বাণমুক্তির নিমিত্ত) প্রবৃত্তির বিষয় সর্ব্বশাস্ত্রেই উপদিষ্ট হইয়াছে; এবং এই সম্বন্ধে ক্ষীরাদিরও দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে; অর্থাৎ যেমন বৎসের পোষণার্থে জননীর স্তনে ক্ষীর (দুগ্ধ) প্রবর্ত্তিত হয় এবং কমনীয় কামিনীর সুরত-মহোৎসবে তৎসংক্রান্ত সুখের আতিশয্য উৎ-পাদনার্থ রেতঃ প্রবর্ত্তিত হয়, সেইরূপ পুরুষ অচেতন হইলেও মহদাদি বিকার ও মূল প্রকৃতির সহিত সম্মিলিত হইয়া, তিনি সমুদায় জীবের চৈতন্য-সম্পাদক জীবাত্মরূপে পরিণত হইয়া থাকেন।

পুরুষ ও প্রকৃতির সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য।—এক্ষণে প্রকৃতির এবং পুরুষের সাধর্ম্ম্য (সমান ধর্ম্ম) ও বৈধর্ম্ম্য (বিসদৃশ ধর্ম্ম)—এই দুইটী ধর্ম্মের বিষয় বলা যাইতেছে। প্রকৃতি ও পুরুষ—উভয়েই অনাদি, অনন্ত, অলিঙ্গ অর্থাৎ লক্ষণহীন অথবা লয়বিহীন, নিত্য, সকলের শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বত্রগামী। ইহাদের মধ্যে, প্রকৃতি একাকিনী, চেতনহীনা, সত্ত্বরজস্তমঃ—এই ত্রিগুণবিশিষ্টা, বীজ-ধর্ম্মিণী, প্রসবধর্ম্মিণী ও অমধ্যস্থধর্ম্মিণী; আর পুরুষ বহু, চেতনাযুক্ত, অবীজধর্ম্মা, অপ্রসবধর্ম্মা ও মধ্যস্থধর্ম্মা। কার্য্য কারণের অনুরূপ হয়; এইজন্য ত্রিগুণবিশিষ্ট প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব প্রভৃতিও সত্ত্বরজস্তমোময় হইয়া থাকে। কোন কোন পণ্ডিতের মত এই যে, তদঞ্জনত্ব ও তন্ময়ত্ব বশতঃ অর্থাৎ ত্রিগুণা প্রকৃতি সমবেত

পুরুষে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের লক্ষণ অভিব্যক্ত হওয়ায়, পুরুষসকলও তদ্‌গুণ-বিশিষ্ট অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণসম্পন্ন।

আয়ুর্ব্বেদ মতে প্রকৃতি প্রভৃতি।—এই সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের মত এই যে, স্থূলদর্শী ব্যক্তিগণ স্বভাব, ঈশ্বর, কাল, যদৃচ্ছা, নিয়তি ও পরিণাম-এই কয়েকটীকে প্রকৃতি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তন্ময় এবং সেই সেই গুণ ও লক্ষণবিশিষ্ট অসংখ্য ভূতগ্রাম ঐ প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। সেই ভূতনিবহ ব্যতীত অন্য কিছুই আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের প্রয়োজনীয় নহে। প্রকৃতি হইতে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহাই ভূত। ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়সকলের বিষয় আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে ভৌতিক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। মানবগণ ইন্দ্রিয়দ্বারাই ইন্দ্রিয়গণের বিষয়-সমূহ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থসকল গ্রহণ করে। প্রত্যেক ইন্দ্রিয় ও তাহার বিষয় তুল্যযোনি; সেইজন্য এক ইন্দ্রিয়ের বিষয় কখনও অন্য ইন্দ্রিয়দ্বারা গৃহীত হয় না।

আয়ুর্ব্বেদমতে পুরুষ-নির্ণয়।—ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ পুরুষ যে নিত্য ও সর্ব্বগত, তৎসম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদে কোন উপদেশ নাই, বরং অসর্ব্বগত ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষই যে নিত্য, তাহার স্বপক্ষে অনেক কারণ প্রকটিত আছে। আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে, অসর্ব্বগত ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষই ধর্ম্মাধর্ম্মের আচরণ করিয়া, তির্য্যগ্‌যোনি, মানবযোনি ও দেবযোনিতে সঞ্চরণ করিয়া থাকে। সেই ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষগণ অনুমানগ্রাহ্য, শ্রেষ্ঠ, সূক্ষ্ম, সচেতন, শাশ্বত (নিত্য) এবং শুক্রশোণিতের সহযোগে অভিব্যক্ত অর্থাৎ প্রকাশিত হইয়া থাকে; কারণ ইতঃপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, পঞ্চমহাভূত ও শরীরী অর্থাৎ শরীরস্থ চেতন পদার্থ ক্ষেত্রজ্ঞ বা জীবাত্মা, ইহাদের সমবায়—পুরুষ। ইহাকেই চিকিৎসাধিকৃত কর্ম্মপুরুষ বলে, অর্থাৎ এবম্ভূত পুরুষেরই চিকিৎসা করা হয়।

পুরুষের গুণ।- সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, প্রাণ, অপান, উন্মেষ, নিমেষ, বুদ্ধি, মন, সঙ্কল্প, বিচার, স্মৃতি, বিজ্ঞান, অধ্যবসায় ও বিষয়জ্ঞান, এই-গুলি উক্ত ক্ষেত্রজ্ঞ-পুরুষের গুণ।

সাত্ত্বিক গুণ।—অনৃশংসতা, সংবিভাগরুচিতা (স্বার্থহীনতা), তিতিক্ষা (ক্ষমা), সত্য, ধর্ম্ম, আস্তিকতা, জ্ঞান, বুদ্ধি, মেধা, স্মৃতি ও অনভিষঙ্গ অর্থাৎ সঙ্গপরিত্যাগ এইগুলি সাত্ত্বিক গুণের লক্ষণ।

রজোগুণ।—দুঃখাধিক্য, অস্থিরতা, অধৈর্য্য, অহঙ্কার, অসত্যকথন, অকারুণ্য, দম্ভ, মান, হর্ষ, কাম ও ক্রোধ,—এইসকল রজোগুণের লক্ষণ।

তমোগুণ।—বিষাদ, নাস্তিকতা, অধর্ম্মশীলতা, বুদ্ধির নিরোধ, অজ্ঞান, দুষ্টবুদ্ধিতা, অকর্ম্মকারিতা ও নিদ্রাধিক্য—এইসকল তমোগুণের লক্ষণ।

আকাশীয় গুণ।—শব্দ, শব্দেন্দ্রিয় (কর্ণ), সচ্ছিদ্রতা এবং বিবিক্ততা অর্থাৎ স্বাতন্ত্র্য, এইসকল গুণ আকাশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

বায়ব গুণ।—স্পর্শ, স্পর্শেন্দ্রিয় (ত্বক্), ক্রিয়াশক্তি, সর্ব্বদেহের স্পন্দন ও লঘুতা, এইসকল বায়ু হইতে সম্ভূত হইয়াছে।

তৈজস গুণ।—রূপ, রূপেন্দ্রিয় (চক্ষু), সন্তাপ, বর্ণ, ভ্রাজিষ্ণুতা অর্থাৎ দীপ্তিশীলতা, পরিপাক-শক্তি, অমর্ষ (ক্রোধ), তীক্ষ্ণতা (আশুক্রিয়া ও শূরত্ব, —এইসমস্ত অগ্নি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে।

জলীয় গুণ।—রস, রসনেন্দ্রিয় (রসনা বা জিহ্বা), সমুদায় দ্রবপদার্থ, গুরুতা, শৈত্য, স্নেহ ও রেতঃ এইসকল জলের গুণ।

পার্থিব গুণ।—গন্ধ, গন্ধেন্দ্রিয় (নাসিকা), আকৃতিবিশিষ্ট সকলপ্রকার দ্রব্য ও গুরুতা, এইসকল পৃথিবী হইতে উৎপন্ন।

গুণাধিক্য।—এই পঞ্চমহাভূতেও সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের আধিক্য বা হীনতা আছে; যথা আকাশে সত্ত্বগুণাধিক্য; বায়ুতে রজোগুণাধিক্য; অগ্নিতে সত্ত্ব ও রজঃ এই উভয়গুণাধিক্য; জলে সত্ত্ব ও তমঃ এই উভয়গুণাধিক্য, এবং পৃথিবীতে তমোগুণাধিক্য।

উক্ত পঞ্চতন্মাত্র পরস্পর মিলিত হইয়া, স্ব স্ব পদার্থ অর্থাৎ পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এই পাঁচটীতে পঞ্চভূতের লক্ষণ প্রকাশ করিতেছে। এইপ্রকারে স্বতন্ত্র অর্থাৎ শল্যতন্ত্র, এবং পরতন্ত্র অর্থাৎ শালাক্য তন্ত্র ও সাঙ্খ্য-শাস্ত্রের মতানুসারে অষ্টপ্রকৃতি ষোড়শ-বিকার ও ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষের বিষয় সংক্ষেপে বর্ণিত হইল।

সপ্তম অধ্যায়।

শুক্র, শোণিত ও সন্তান।

শুক্রদোষ।—যে ব্যক্তির শুক্র—বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মদ্বারা দূষিত এবং কুণপ অর্থাৎ শবের ন্যায় দুর্গন্ধবিশিষ্ট, গ্রথিত, পূতি (পচাগন্ধ), পূয়বৎ, ক্ষীণ, মূত্র ও পুরীষগন্ধী, এইসকল দোষে দূষিত, সে শুক্র সন্তান উৎপাদন করিতে পারে না।

বায়ুদোষ।—শুক্র বায়ুকর্ত্তৃক দূষিত হইলে, তাহার বায়ুজন্য বর্ণ ও বেদনা হইয়া থাকে অর্থাৎ তাহা অরুণকৃষ্ণাদিবর্ণবিশিষ্ট হয়, এবং সূচীবেধবৎ বেদনার উৎপাদন করিয়া থাকে।

পিত্তদোষ।—শুক্র পিত্তকর্ত্তৃক দূষিত হইলে, তাহার পিত্তজন্য বর্ণ ও বেদনা হইয়া থাকে অর্থাৎ তাহা নীলপীতাদি-বর্ণবিশিষ্ট এবং ওষচোষাদি ব্যথা উৎপাদক হইয়া থাকে।

শ্লেষ্মদোষ।—শুক্র কফদ্বারা দূষিত হইলে, তাহার শ্লেষ্মজন্য বর্ণ অর্থাৎ শুক্লবর্ণ এবং বেদনা অর্থাৎ কণ্ডু প্রভৃতি হইয়া থাকে।

রক্তদোষ।—শুক্র রক্তদ্বারা দূষিত হইলে, তাহা শোণিতজন্য বর্ণ ও বেদনাবিশিষ্ট হয়; অর্থাৎ তাহা শবের ন্যায় পূতিগন্ধযুক্ত এবং অধিকপরিমাণে নির্গত হয়।

বাত শ্লেষ্ম-দোষ।—শুক্র বাত-শ্লেষ্মদ্বারা দূষিত হইলে, তাহা গ্রন্থির ন্যায় অর্থাৎ ডেলাডেলা মত শক্ত হইয়া থাকে।

পিত্ত-শ্লেষ্ম-দোষ। শুক্র পিত্ত-শ্লেষ্মদ্বারা দূষিত হইলে, তাহা পূতি-গন্ধময় পূযের ন্যায় হইয়া থাকে।

বাত-পিত্ত-দোষ।—শুক্র বাত-পিত্তকর্ত্তৃক দূষিত হইলে, অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়ে।

সন্নিপাত দোষ।—শুক্র সন্নিপাত অর্থাৎ বাতাদি ত্রিদোষ কর্ত্তৃক দূষিত হইলে, মূত্র ও পুরীষের ন্যায় দুর্গন্ধবিশিষ্ট হয়।

সাধ্যাদি।—পূর্ব্বোক্ত সকল দোষান্বিত শুক্রের মধ্যে কুণপগন্ধী, গ্রথিত, পূতিপূয়সদৃশ ও ক্ষীণশুক্র কৃচ্ছ্রসাধ্য, এবং যে শুক্র মূত্র ও পুরীষের ন্যায় দুর্গন্ধযুক্ত, তাহা অসাধ্য। এতদ্ব্যতীত অন্যপ্রকার শুক্রদোষ সাধ্য।

আর্ত্তব-দোষ।—বাত, পিত্ত ও কফ এই ত্রিদোষ, এবং রক্ত, এই চারিটী পৃথক্ পৃথক্‌রূপে, কিংবা ইহাদের দুইটী বা তিনটী একত্র, অথবা চারিটীই একত্র মিলিত হইয়া, আর্ত্তব অর্থাৎ স্ত্রীরজঃ দূষিত করে। স্ত্রীলোকের আর্ত্তব দূষিত হইলে সন্তান জন্মে না। দূষিত শুক্রের মত দূষিত আর্ত্তবের দোষও বর্ণ ও বেদনাদ্বারা জানা যায়।

স্ত্রীলোকের যে আর্ত্তব কুণপগন্ধী অর্থাৎ মড়ার ন্যায় পচাদুর্গন্ধযুক্ত, গ্রন্থীভূত, পূতিপূয়তুল্য, ক্ষীণ, এবং মূত্র ও পুরীষের ন্যায় দুর্গন্ধযুক্ত, তাহা অসাধ্য। এতদ্ব্যতীত অন্যলক্ষণযুক্ত আর্ত্তবদোষ সাধ্য।

শুক্রদোষের চিকিৎসা।

বাতাদি দূষিত ও শবগন্ধী।—শুক্র প্রথমোক্ত তিনটী দোষ অর্থাৎ বাত, পিত্ত ও কফদ্বারা দূষিত হইলে, বিচক্ষণ চিকিৎসক স্নেহ-স্বেদাদি ক্রিয়াবিশেষ দ্বারা অথবা উত্তরবস্তি অর্থাৎ লিঙ্গদ্বারে পিচকারী প্রয়োগ করিয়া চিকিৎসা করিবেন। শুক্রে কুণপ (শব) গন্ধ থাকিলে, রোগীকে নিম্নোক্ত ঔষধ-সিদ্ধ ঘৃত পান করান আবশ্যক। ধাইফুল, খদিরকাষ্ঠ, দাড়িমফলের ছাল ও অর্জ্জুনবৃক্ষের ছাল, এইসকল দ্রব্যের কল্ক ও কষায় সহযোগে ঘৃত পাক করিয়া, সেই ঘৃত অথবা শালসারাদিগণীয় দ্রব্যসমূহের কল্ক ও কাথসহ উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত পাক করিয়া, সেই ঘৃত উপযুক্তমাত্রায় প্রত্যহ পান করিতে দিবেন।

গ্রন্থীভূত।—শুক্র গ্রন্থীভূত হইলে, রোগীকে শটীর কল্ক ও কষায় সহযোগে ঘৃত পাক করিয়া পান করাইবেন। অথবা পলাশভস্ম এক আঢ়ক অর্থাৎ /৮ আট সের, জল ছয় আঢ়ক অর্থাৎ ৪৮ সের, পাকশেষ ২৪ চব্বিশ সের,—সাতবার পরিস্রুত করিয়া, সেই ক্ষারজলের সহিত উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত /৪ চারিসের পাক করিবে। সেই ঘৃত উপযুক্তপরিমাণে প্রত্যহ পান করিতে দিলে, গ্রন্থীভূত শুক্র সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ হইবে।

দুর্গন্ধি শুক্র।—শুক্র পূয়সদৃশ দুর্গন্ধী হইলে, পরূষকাদি ও ন্যগ্রোধাদিগণের কল্ক ও কাথের সহিত ঘৃত পাক করিয়া, উপযুক্তমাত্রায় পান করিতে দেওয়া আবশ্যক। শুক্র ক্ষীণ হইলে, পূর্ব্বোক্ত শুক্রবর্দ্ধক দ্রব্যসকল বা ঔষধাদি এবং ক্ষীণবলীয়াধ্যায়ে লিখিত দ্রব্যাদি সেবন করাইলে, শুক্র বর্দ্ধিত হয়।

শুক্র বিষ্ঠা ও মূত্রের ন্যায় দুর্গন্ধযুক্ত হইলে, চিতার মূল, বেণার মূল ও হিং এইসকল দ্রব্যের সহিত ঘৃত পাক করিয়া, উপযুক্তমাত্রায় প্রত্যহ সেবন করাইতে হইবে।

স্নেহপানাদি।—শুক্রদোষগ্রস্ত রোগীকে প্রথমে স্নেহপান, বমন, বিরেচন, নিরূহবস্তি ও অনুবাসন প্রয়োগ করিয়া, পরে উত্তরবস্তি প্রয়োগ করিবে।

আর্ত্তবদোষের চিকিৎসা।

চারিটী দোষ।—স্ত্রীলোকদিগের আর্ত্তব অর্থাৎ ঋতুশোণিত বা রজঃ—বায়ু পিত্ত, কফ ও রক্ত দ্বারা দূষিত হইলে, তাহা সংশোধন করিবার জন্য প্রথমতঃ স্নেহ-বমনাদি ও উত্তরবস্তি পর্য্যন্ত প্রয়োগ করিয়া, পশ্চাৎ পূর্ব্বোক্ত কাথ ও ঘৃতাদি পান করাইবেন; এবং যোনিদেশ কল্ক (শিলাপিষ্ট দ্রব্য), পিচু (তুলাদির ইত্যাদি), সুপথ্য দ্রব্যসমূহ ও আচমন (যোনিপ্রক্ষালনার্থ কাথাদি) প্রয়োগ করিবেন।

দূষিত রজঃ। আর্ত্তব গ্রন্থীভূত হইলে, আকনাদি, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও কুড়চি—ইহাদের কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করাইবেন। আর্ত্তবে পূয় বা মজ্জার মত দুর্গন্ধ হইল, ভদ্রশ্রী (হরিচন্দন বা শ্বেতচন্দন) অথবা রক্তচন্দনের কাথ পান করিতে দিবেন। আর্ত্তবের অন্যান্য দোষে অর্থাৎ রজঃ শবগন্ধযুক্ত ও ক্ষীণ, এবং পুরীষ ও মূত্রের ন্যায় দুর্গন্ধবিশিষ্ট হইলে, যে নিয়মে এই সমস্ত দোষান্বিত শুক্রের চিকিৎসা করিতে হয়, দূষিত আর্ত্তবেরও সেইরূপ প্রক্রিয়ায় চিকিৎসা করা আবশ্যক।

পথ্য।—স্ত্রীলোকের আবর্ত্ত দূষিত হইলে, শালিধান্যের অন্ন, যব, মদ্য, মাংস ও পিত্তবর্দ্ধক দ্রব্যসকল আহার ও সেবন করিতে দেওয়া আবশ্যক।

বিশুদ্ধ শুক্র।—যে শুক্রের বর্ণ স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ, যাহা তরল, স্নিগ্ধ, মধুর, (মিষ্টস্বাদবিশিষ্ট) ও মধুরগন্ধযুক্ত, তাহাই বিশুদ্ধ শুক্র। কেহ কেহ তৈল বা ঘৃতের ন্যায় শুক্রকেও বিশুদ্ধ বলিয়া থাকেন।

বিশুদ্ধ আর্ত্তব।—যে আর্ত্তবের বর্ণ শশকের রক্ত বা লাক্ষারসের ন্যায়, এবং যে রজঃ কাপড়ে লাগিলে, তাহা শুকাইয়া ধৌত করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ তাহার সমস্ত রং উঠিয়া যায় ও কাপড়ে দাগ থাকে না, তাহাই বিশুদ্ধ আর্ত্তব।

প্রদর।—ঋতুকাল ভিন্ন অন্য সময়ে আর্ত্তব অধিকপরিমাণে নির্গত হইলে, তাহাকে অসৃগ্দর বা প্রদর বলা যায়। ইহাতে আর্ত্তবের ভিন্নপ্রকার লক্ষণসকল দেখিতে পাওয়া যায়। সকলপ্রকার অসৃগ্দরপীড়াতেই সর্ব্বাঙ্গে বেদনা হইয়া থাকে। রক্ত অধিকপরিমাণে নির্গত হইলে, দৌর্ব্বল্য, ভ্রম, মূর্চ্ছা, তমঃ অর্থাৎ চক্ষে আঁধার দেখা, দাহ, পিপাসা, প্রলাপ, দেহের পাণ্ডুবর্ণতা, তন্দ্রা অর্থাৎ নিদ্রার ন্যায় অবসাদ ও আক্ষেপাদি বায়ুজনিত ব্যাধিসকল প্রকাশ পায়।

চিকিৎসা।—অসৃগ্দর-রোগিণী তরুণী হইলে, এবং সে যদি সুপথ্য করে ও তাহার পীড়ায় সামান্য উপদ্রব দেখা যায়, তাহা হইলেই সেই প্রদররোগ সুখসাধ্য হয়। রক্তপিত্ত রোগের বিধিমত তাহার চিকিৎসা করা আবশ্যক। বাতাদি দোষদ্বারা পথ রুদ্ধ হইলে, রমণীগণের আর্ত্তব আদৌ নিঃসৃত হয় না। সেইরূপ অবস্থায় মৎস্য, কুলত্থ-কলায়, কাঁজি, তিল, মাষকলায়, সুরা, গোমূত্র, উদশ্বিৎ (অর্দ্ধেক জলযুক্ত তক্র), দধি ও শুক্ত সেবন করিতে দিলে উপকার হয়। এইরূপ অবস্থায় ক্ষীণরক্তের চিকিৎসাও উপযোগী।

ঋতুকাল।

প্রথম কর্ত্তব্য।—যে রমণীর আর্ত্তব বিশুদ্ধ, ঋতুর প্রথম দিবস হইতে সে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া, দিবানিদ্রা, চক্ষুতে অঞ্জন প্রয়োগ, অশ্রুপাত (রোদন), স্নান, অনুলেপন (শরীরে সুগন্ধিদ্রব্য-লেপন), অভ্যঙ্গ (শরীরে তৈলাদি মাখা), নখচ্ছেদন, প্রধাবন (দৌড়ান), উচ্চ হাস্য, উচ্চৈঃস্বরে বা

অধিকক্ষণ পর্য্যন্ত কথা কওয়া, উচ্চ শব্দ শ্রবণ, অবলেখন (চিরুণী দিয়া চুল আঁচড়ান), বায়ুসেবন ও পরিশ্রম ত্যাগ করিবে। ইহার কারণ এই যে, ঋতুকালে দিবসে ঘুমাইলে সন্তান নিদ্রালু, চক্ষুতে কাজল দিলে অন্ধ, কাঁদিলে বিকৃতচক্ষু (ট্যারা প্রভৃতি), স্নান ও অনুলেপনে দুঃখশীল, তৈলমর্দ্দনে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত, নখ কাটিলে কুনখী, দৌড়াইলে চঞ্চলপ্রকৃতি, হাস্য করিলে দন্ত, ওষ্ঠ, তালু ও জিহ্বা শ্যাববর্ণবিশিষ্ট, অধিক কথা কহিলে প্রলাপী, উচ্চ শব্দ শ্রবণ করিলে বধির, অবলেখনে খলপ্রকৃতি এবং বায়ুসেবনে ও পরিশ্রমে উন্মত্ত হইয়া থাকে। অতএব ঋতুকালে এইসকল কার্য্য কখনও করিবে না।

তিন দিনের কর্ত্তব্য।—ঋতুমতী স্ত্রী ঋতুর প্রথম তিন দিন কুশাসনে শয়ন করিবে; করতলে, শরায়, কিংবা কলাপাত প্রভৃতিতে হবিষ্যান্ন ভোজন করিবে এবং পতিসহবাস পরিত্যাগ করিবে,—এমন কি, ঋতুর প্রথম তিন দিন স্বামীকেও দেখিবে না।

চতুর্থ দিবস।—অনন্তর চতুর্থ দিবস উপস্থিত হইলে, রজস্বলা কামিনী স্নানান্তে বস্ত্রালঙ্কার পরিধান পূর্ব্বক স্বস্তিবাচন করিয়া, সর্ব্বাগ্রেই ভর্ত্তাকে দর্শন করিবে। প্রথমে স্বামীকে দেখিবার কারণ এই যে, ঋতুমতী স্ত্রী ঋতুস্নানান্তে প্রথমে যেরূপ পুরুষকে দেখে, তাহার সন্তান সেইপ্রকার হইয়া থাকে। এইজন্য পতি অনুপস্থিত থাকিলে, ঋতুস্নানান্তে সূর্য্যকে দেখিবার বিধি শাস্ত্রে দেখা যায়। অনন্তর সন্তানের জন্য গর্ভাধান প্রভৃতি যেসকল বিধান নির্দ্দিষ্ট আছে, উপাধ্যায় অর্থাৎ পুরোহিত সেইসমস্ত ক্রিয়া সম্পাদন করিবেন। ইহার পর পুত্রীয় বিধানান্তে যেসকল বিধি অবলম্বন করিতে হয়, পরে তৎসমুদায় বর্ণিত হইতেছে।

ঋতু অন্তে স্ত্রী-পুরুষের কর্ত্তব্য।—অতঃপর স্বামী একমাস পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া, স্ত্রীর ঋতুকালের চতুর্থ দিবসে অপরাহ্ণ সময়ে, ঘৃত ও দুগ্ধসহ শালিধান্যের অন্ন ভোজন করিবেন; সেইরূপ রজস্বলা স্ত্রীও একমাস পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণ করিয়া, ঋতুর চতুর্থদিবসে তৈলমর্দ্দন এবং অধিক-পরিমাণে তৈল ও মাষকলায়সংযুক্ত দ্রব্যসহ অন্ন আহার করিবে। অনন্তর ভর্ত্তা পুত্রকাম অর্থাৎ পুত্রলাভে ইচ্ছুক হইয়া, ঋতুর চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম, দশম বা দ্বাদশ দিবসে রাত্রিকালে শান্ত ব্যবহারাদি দ্বারা স্ত্রীর আসঙ্গলিপ্সা পরিবর্দ্ধিত করিয়া,

স্বীয় ভার্য্যায় উপগত হইবেন। ঋতুকালের চতুর্থ দিবস হইতে তাহার পরবর্ত্তী দ্বাদশ দিন অর্থাৎ ষোড়শ দিবস পর্য্যন্ত উত্তরোত্তর যত পরে সংসর্গ হয়, সন্তান ততই সৌভাগ্যবান্, ঐশ্বর্য্যশালী ও বলশালী হইয়া থাকে। কন্যা কামনা করিলে, ঋতুর পঞ্চম, সপ্তম, নবম ও একাদশ দিবসে স্ত্রীসহবাস কর্ত্তব্য। ঋতুকালের ত্রয়োদশ দিবসের পর স্ত্রীতে উপগত হওয়া নিষিদ্ধ।

নিষেধ।— ঋতুর প্রথমদিবসে স্ত্রীসহবাস করিলে পুরুষের আয়ুঃক্ষয় হয়, এবং সেই সংসর্গে গর্ভ হইলে, প্রসব-কালেই তাহা নষ্ট হইয়া যায়। ঋতুর দ্বিতীয় দিবসে স্ত্রীতে উপগত হইলেও সেইরূপ দোষ ঘটিয়া থাকে; অথবা সূতিকাগৃহে সন্তান নষ্ট হয়। ঋতুর তৃতীয়দিবসে স্ত্রীসহবাস করিলে, সেইরূপ দোষ ঘটিতে দেখা যায়; কিংবা সন্তান অপূর্ণাঙ্গ ও অল্পায়ুঃ হইয়া থাকে। কিন্তু ঋতুকালের চতুর্থ দিবসে ভার্য্যাতে উপগত হইলে, সন্তান পূর্ণাঙ্গ ও দীর্ঘায়ুঃ হইয়া থাকে।

একটী কারণ।— ঋতুকালে নারীগণের যতদিন পর্য্যন্ত রক্তস্রাব হয়, ততদিন বীজ প্রবিষ্ট হইয়া কোন ফল দর্শাইতে পারে না। নদীস্রোতের বিপরীত দিকে কোন দ্রব্য নিক্ষিপ্ত হইলে, যেমন তাহা অগ্রসর হইতে না পারিয়া প্রতি-নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ পুরুষের শুক্রস্থিত বীজ রজস্বলা রমণীর জরায়ুর মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারিয়া ফিরিয়া আইসে। অতএব ঋতুকালের প্রথম তিন দিবস রক্ত নির্গত হয় বলিয়া, ঐ সময়ে স্ত্রীসহবাস নিষিদ্ধ।

একটী বিশেষ বিধি।—ঋতুস্নানের পরবর্ত্তী দ্বাদশ দিবসের মধ্যে পতি যদি ভার্য্যাতে উপগত হইতে না পারেন, তাহা হইলে পুনর্ব্বার এক মাসান্তে যথকালে স্ত্রীসহবাস কর্ত্তব্য।

পুংসবন ঔষধ।—জায়া ও পতির পরস্পর সহবাসে ষোড়শ দিনের মধ্যে যদি গর্ভ উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে পুত্রকামা নারী লক্ষণামূল, বটের কুঁড়ি, বেড়েলা ও গোরক্ষচাকুলে—ইহাদের যে কোন একটী লইয়া গাভীদুগ্ধে পেষণ পূর্ব্বক তাহার তিন চারি বিন্দু দক্ষিণ-নাসিকাদ্বারা নস্যরূপে গ্রহণ করিবে এবং নিষ্ঠীবনসহ তাহা কদাচ ফেলিয়া দিবে না। ইহাতে গর্ভ পুত্ররূপে পরিণত হইয়া থাকে।

সুসন্তান। যেমন ঋতু অর্থাৎ বীজ বপনের উপযুক্ত বর্ষাদি ঋতু, ক্ষেত্র অর্থাৎ উপযুক্ত রূপে কর্ষিত উর্ব্বরা ভূমি, অম্বু অর্থাৎ বর্ষার বা নদী প্রভৃতির জল, বীজ অর্থাৎ ধান্যাদি বপনযোগ্য দ্রব্য, এই সকলের সংযোগ যথাযথরূপে সাধিত হইলে, নিশ্চয়ই অঙ্কুরোৎপত্তি হয়, সেইরূপ রমণীগণের ঋতুকাল, ক্ষেত্র (গর্ভাশয়) এবং শরীরের রসধাতু ও বীজ অর্থাৎ পুরুষের বিশুদ্ধ শুক্র এবং স্ত্রীর বিশুদ্ধ আর্ত্তব বিধিপূর্ব্বক সংযোজিত হইলে, নিশ্চয়ই গর্ভ উৎপন্ন হয়। এই-প্রকার বিধি অনুসারে সন্তান জন্মিলে, সে সন্তান রূপবান্, সত্ত্বগুণসম্পন্ন, দীর্ঘায়ুঃ, বলবান্, পিতৃভক্ত ও সাধুপ্রকৃতি হইয়া থাকে।

সন্তানের বর্ণ ও তাহার কারণ।—তেজোধাতুই শারীরিক বর্ণোৎ-পত্তির প্রধান কারণ। সেই তেজোধাতু গর্ভোৎপত্তির সময়ে যদি অধিক পরি-মাণে জলীয় ধাতুর সহিত মিলিত হয়, তাহা হইলে গর্ভ গৌরবর্ণ হইয়া থাকে। যদি তাহা অধিক পরিমাণে পার্থিব ধাতুকে আশ্রয় করে, তাহা হইলে গর্ভ কৃষ্ণবর্ণ হয়। তেজোধাতু অধিকপরিমাণে পার্থিব ও আকাশীয় ধাতুর সহিত মিলিত হইলে, গর্ভের বর্ণ কৃষ্ণ ও শ্যাম হইয়া থাকে এবং অধিক মাত্রায় জলীয় ও আকাশীয় ধাতুর সহিত মিশিলে গর্ভ গৌর-শ্যাম-বর্ণ হয়। কাহার কাহারও মত এই যে, গর্ভিণী রমণী যেরূপ বর্ণের দ্রব্য ভোজন করে, তাহার সন্তানেরও সেইরূপ বর্ণ হইয়া থাকে।

জন্মান্ধাদির কারণ।—তেজোধাতু দর্শনেন্দ্রিয়ের সহিত না মিলিলে সন্তান জন্মান্ধ হইয়া থাকে। তেজোধাতু রক্তের সহিত মিলিত হইলে, সন্তানের চক্ষু রক্তবর্ণ হয়। পিত্তের সহিত মিলিত হইলে পিঙ্গলাক্ষ এবং বায়ুর সহিত মিলিত হইলে বিকৃতাক্ষ (ট্যারা) হইয়া থাকে।

আর্ত্তবের পুনঃসঞ্চার।—ঋতুর তিন দিন অতীত হইলে, আর্ত্তব বিলীন হয় বটে, কিন্তু যেমন ঘৃতপিণ্ড অগ্নি-সংযোগে দ্রবীভূত হয়, সেইরূপ পুরুষের সংসর্গে ইন্দ্রিয়দ্বয়ের সংঘর্ষণ হইতে যে উষ্মা জন্মে, তাহাদ্বারা রমণীর আর্ত্তব দ্রবীভূত ও বিসর্পিত হইয়া, গর্ভের উৎপাদনে সহায়তা করিয়া থাকে এইরূপ পুরুষের শুক্র এবং রমণীর শোণিত একত্র মিলিত হইলে, তাহাই গর্ভের উৎপাদক হয়।

যমজ-সন্তান।—বীজ অর্থাৎ মিলিত শুক্রশোণিত গর্ভাশয়ের অভ্যন্তরস্থ বায়ুদ্বারা ভিন্ন অর্থাৎ দ্বিধাবিভক্ত হইলে, অধর্ম্মের ফলস্বরূপ দুইটী সন্তান উৎপন্ন হয়। ইহাকে যমজ-সন্তান কহে। (বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রাদিতে লিখিত আছে যে, যমজ সন্তান জন্মিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।)

আসেক্য সন্তান।—পিতার অল্প শুক্র এবং জননীর অল্প শোণিতের মিলনে যে সন্তান জন্মে, তাহাকে আসেক্য বলা যায়। এই আসেক্য পুরুষ নিজের মুখে অন্যের লিঙ্গ চুষিয়া শুক্রস্রাব করায়, সেই শুক্র খাইলে, তাহার ধ্বজ উচ্ছ্রিত হইয়া থাকে। ইহার অপর নাম মুখযোনি।

সৌগন্ধিক।—পূতিগন্ধময় যোনিতে যে সন্তান জন্মে, তাহাকে সৌগন্ধিক কহে। ইহারা স্বীয় নাসিকা দ্বারা যোনির ও লিঙ্গের গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া বল প্রাপ্ত হয়; এইজন্য ইহাদের অপর নাম নাসাযোনি।

কুম্ভীক।—যে ব্যক্তি নিজের গুহ্যরন্ধ্রে অব্রহ্মচর্য্য আচরণ করাইয়া স্ত্রীসহবাসে সমর্থ হয়, অথবা যে ব্যক্তি স্ত্রীর গুহ্যদ্বারে শিথিল শিশ্নদ্বারা উপমৈথুনে প্রবৃত্ত হইয়া ধ্বজোচ্ছ্রায় প্রাপ্ত হয়, তাহাকে কুম্ভীক পুরুষ বলা যায়। কুম্ভীকের অপর নাম গুদযোনি বা কুম্ভীল।

ঈর্ষ্যক।—অন্য ব্যক্তির মৈথুন দেখিয়া যে ব্যক্তি নিজে রমণে প্রবৃত্ত হয়, তাহার নাম ঈর্ষ্যক। ইহার অপর নাম দৃগ্‌যোনি।

স্ত্রী-প্রকৃতিক ষণ্ড। স্ত্রীর ঋতুকালে পুরুষ ভার্য্যার ন্যায় অর্থাৎ বিপরীতভাবে মোহবশতঃ রমণ করিলে যে ক্লীব সন্তান উৎপন্ন হয়, সেই সন্তানের আকার ও চেষ্টিত (কার্য্য) স্ত্রীলোকের ন্যায় হইয়া থাকে, তাহাকে স্ত্রীপ্রকৃতিক ষণ্ড (ক্লীব, নপুংসক বা হিজড়ে) কহে।

পুরুষপ্রকৃতিক ক্লীব। স্ত্রী ঋতুকালে স্বামীর উপর উঠিয়া বিপরীত বিহারে প্রবৃত্ত হইলে, তাহাতে যদি কন্যা জন্মে, তাহা হইলে সেই কন্যার ক্রিয়াপ্রবৃত্তি পুরুষেরই মত হইয়া থাকে; অর্থাৎ সেই কন্যা স্বভাব অনুসারে অপর রমণীর উপর উঠিয়া, তাহার যোনিতে নিজ যোনি ঘর্ষণ পূর্ব্বক রমণ করিয়া থাকে।

ভিন্ন ভিন্ন প্রকার।—আসেক্য, সৌগন্ধিক, কুম্ভীক ও ঈর্ষ্যক, এই চারিজাতীয় পুরুষের শুক্র জন্মে, কিন্তু ষণ্ড অর্থাৎ ক্লীবের শুক্র উৎপন্ন

হয় না। প্রকৃতির বিপরীতভাবে পূর্ব্বোক্তরূপে মৈথুনাচরণ করায়, হর্ষজন্য তাহাদের শুক্রবাহিনী শিরাসকল স্ফুটিত হয় এবং লিঙ্গের উচ্ছ্বাস হইয়া থাকে।

সন্তানের প্রকৃতি।—যেপ্রকার আহার, আচার ও চেষ্টাবিশিষ্ট মাতা ও পিতার সংযোগ সাধিত হয়, অর্থাৎ পিতামাতার প্রকৃতি অনুসারে এবং সংসর্গকালে তাহাদের চিত্ত যেপ্রকার থাকে, সেই সংসর্গ হইতে উৎপন্ন সন্তানের প্রকৃতি ঠিক সেইরূপ হইয়া থাকে।

নিরস্থি সন্তান।—দুইটী রমণী কামে উত্তেজিত হইয়া পরস্পর মৈথুনে প্রবৃত্ত হইলে, যদ্যপি তাহাতে শুক্র অর্থাৎ স্ত্রীলোকের আর্ত্তবরূপ বীর্য্য স্খলিত হইয়া সন্তান জন্মে, তাহা হইলে সেই সন্তান নিরস্থি অর্থাৎ অতিশয় কোমলাস্থি-বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

স্বপ্নে গর্ভোৎপত্তি।—ঋতুস্নাতা রমণী স্বপ্নে পুরুষ-সংসর্গ করিলে, সেই নারীর রজঃশোণিত বায়ুদ্বারা কুক্ষিদেশে নীত হইলে গর্ভ উৎপন্ন হয়; এবং তাহাতে মাসে মাসে গর্ভিণীর লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। কিন্তু সেই গর্ভে পিতৃগুণ না থাকায়, তাহা সিজ্বানসদৃশ হইয়া থাকে।

বিকৃতগর্ভ।—স্ত্রীলোকের সর্প, বৃশ্চিক ও কুষ্মাণ্ড প্রভৃতি আকারের গর্ভ জন্মিলে, তাহা অতিশয় পাপকৃত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

কুব্জাদি।—গর্ভকালে স্ত্রীলোকদিগের যেসকল সুখাদ্যভক্ষণের ইচ্ছা জন্মে, তাহাকে দৌহৃদ (সাধ) কহে। সেই সাধ পূর্ণ না হইলে বায়ুর প্রকোপ হয়, এবং সেইকারণে কুঁজো, কুণি (বক্রহস্ত), পঙ্গু, মূক ও মিন্মিন প্রভৃতি সন্তান জন্মিয়া থাকে।

বিকৃত গর্ভ।—পিতামাতার নাস্তিক্য অথবা পূর্ব্বজন্মকৃত কুকর্ম্ম বশতঃ বাতাদি দোষসমুদায় প্রকুপিত হয়, এবং তাহা হইতে গর্ভ বিকৃত হইতে পারে।

শিশুর মলমূত্রাদি।—গর্ভস্থ শিশুর মল অল্প এবং তাহার পক্বাশয়-স্থিত বায়ুও অল্প; সেইজন্য শিশু মল ও বায়ু ত্যাগ করে না।

ক্রন্দনাদি।—গর্ভস্থ শিশুর মুখ জরায়ুদ্বারা, কণ্ঠদেশ শ্লেষ্মদ্বারা এবং বায়ুর পথ আপনা হইতে রুদ্ধ থাকে; এইজন্য গর্ভস্থিত শিশু রোদন করিতে পারে না।

মাতা ও শিশু।—জননীর নিঃশ্বাস, উচ্ছ্বাস, সংক্ষোভ অর্থাৎ চলাচল ও নিদ্রা দ্বারা গর্ভস্থ শিশুর নিশ্বাস, উচ্ছ্বাস, সংক্ষোভ ও নিদ্রা হয়।

স্বাভাবিক।—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহের সমাবেশ, দন্তগুলির পতন ও উদ্ভব এবং হস্ত ও পদতলে যে লোমোদ্গাম হয় না, ইহা শরীরের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত।

অবস্থা।—পূর্ব্বজন্মে যাঁহারা সত্ত্বগুণাবলম্বী হইয়া, সর্ব্বদা ধর্ম্মশাস্ত্রাদির আলোচনা প্রভৃতি দ্বারা জীবন অতিবাহিত করেন, ইহজন্মে তাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন হইয়া জাতিস্মররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন।

পূর্ব্ব ও পরজন্ম।—জীবগণ পূর্ব্বজন্মে যেপ্রকার কাজ করে, জন্মান্তরে তদনুরূপই ফল পাইয়া থাকে; এবং পূর্ব্বজন্মে যেসকল সদ্‌গুণের যতদূর অনুশীলন হয়, পরজন্মে তাহাই যথাযথরূপে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

অষ্টম অধ্যায়।

—:০:—

গর্ভাবস্থা।

শুক্র ও আর্ত্তবের স্বরূপ।—পুরুষের শুক্র সৌম্য অর্থাৎ সোমগুণ-সম্পন্ন এবং রমণীর আর্ত্তব আগ্নেয় অর্থাৎ অগ্নি-গুণান্বিত। এই শুক্র ও আর্ত্তবে পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ,—এই পঞ্চ মহাভূতসকল পরস্পরের সাহায্যে ও পরস্পরের সংযোগে সূক্ষ্মরূপে অবস্থিতি করিয়া থাকে।

গর্ভারম্ভ।—স্ত্রীপুরুষের পরস্পর সংযোগে যে ঘর্ষণ হয়, তাহা হইতে উষ্মারূপ তেজঃপদার্থ বায়ুদ্বারা নিঃসারিত হইয়া থাকে। ইহার পর সেই অগ্নি ও বায়ুর সহিত সংযোগে পুরুষের শুক্র স্রাবিত হইয়া, স্ত্রীলোকের যোনিমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহার আর্ত্তবসহ সম্মিলিত হয়। তৎপরে অগ্নি ও সোমের সংযোগে

সেই গর্ভ উৎপন্ন হইয়া, গর্ভাশয়ে অবস্থিতি করে। মহর্ষিগণ যাহাকে বেদয়িতা অর্থাৎ মনের জ্ঞাপক, স্প্রষ্টা অর্থাৎ ত্বগিন্দ্রিয়ের স্পর্শবোধক, ঘ্রাতা অর্থাৎ ঘ্রাণেন্দ্রিয়-বোধক, দ্রষ্টা অর্থাৎ দর্শনেন্দ্রিয়-বোধক, শ্রোতা অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয়-বোধক, রসয়িতা অর্থাৎ রসনেন্দ্রিয়-বোধক, স্রষ্টা অর্থাৎ চেতনাবান্, গন্তা অর্থাৎ গমনশীল, সাক্ষী অর্থাৎ প্রত্যক্ষস্বরূপ, ধাতা অর্থাৎ শরীরাদির সংযোগসাধক, এবং বক্তা অর্থাৎ কথন, গ্রহণ প্রভৃতির হেতুস্বরূপ ইত্যাদি নামে অভিহিত করেন, সেই ক্ষেত্রজ্ঞ, অক্ষয়, অব্যয় ও অচিন্ত্য কর্ম্মপুরুষ ভূতাত্মার সহিত অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয়, তন্মাত্র, মন ও বুদ্ধির সহিত মিলিত হইয়া, এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিগুণের সংযোগে ও দেবাসুরাদির ভাবে প্রেরিত হইয়া, দৈবসংযোগবশতঃ অর্থাৎ প্রাক্তন জন্মকৃত শুভাশুভ কার্য্য অনুসারে, ক্লেশকর গর্ভাশয়ে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে।

পুত্র, কন্যা ও নপুংসক।—গর্ভোৎপাদক সেই শুক্র-শোণিতের মধ্যে পুরুষের শুক্রপরিমাণ অধিক হইলে পুত্র, এবং স্ত্রীর আর্ত্তব অধিক হইলে কন্যা উৎপন্ন হয়। শুক্র ও শোণিতের পরিমাণ সমান হইলে, নপুংসক সন্তান জন্মিয়া থাকে।

আর্ত্তব কতদিন দেখা যায়।—স্ত্রীলোকদিগের ঋতুকালে দ্বাদশ দিবস পর্য্যন্ত আর্ত্তব দেখা যায়। এখানে দ্বাদশ দিন অর্থে ষোড়শ দিবস বুঝিতে হইবে। কারণ, প্রথম তিন দিন ও শেষ দিন সহবাস নিষিদ্ধ বলিয়া, এস্থলে দ্বাদশ বলাতে এই বুঝা যাইতেছে যে, ঋতুস্নানের পরবর্ত্তী দ্বাদশ দিবস পর্য্যন্ত গর্ভগ্রহণের প্রশস্ত কাল। পণ্ডিতেরা বলেন,—কোন কোন স্ত্রীলোকের আর্ত্তব-স্রাব দেখা যায় না; সেরূপ স্থলে নিম্নলিখিত লক্ষণাদি দ্বারা তাহাদিগের ঋতু-কাল নির্ণয় করিয়া, গর্ভাধানাদি কার্য্য সম্পন্ন করা আবশ্যক।

অদৃষ্টার্ত্তবা ঋতুমতী।—রমণীর মুখমণ্ডল পীন অর্থাৎ স্থূল এবং সুগোল ও প্রসন্ন হইলে, আত্ম অর্থাৎ দেহ, মুখ ও দ্বিজ (দাঁত ও মাড়ী) অত্যন্ত ক্লেদযুক্ত হইলে, সেই নারী পুরুষসংসর্গের অভিলাষিণী এবং হর্ষ ও আগ্রহান্বিতা অর্থাৎ পুরুষের সহিত সংসর্গ করিতে একান্ত উৎসুক হইলে, তাহার চক্ষু, কুক্ষি, ও কেশকলাপ স্রস্ত অর্থাৎ বিস্ফারিত ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইলে, তাহার বাহুদ্বয়, কুচযুগল, শ্রোণী, নাভিদেশ, উরুদেশ, জঘন ও স্ফিক্ অর্থাৎ নিতম্ব স্ফুরিত হইলে,

অর্থাৎ স্পন্দিত হইতে থাকিলে, অথবা স্ফূর্ত্তিবিশিষ্ট হইলে, তাহাকে ঋতুমতী বলিয়া অনুমান করিতে হইবে। সুতরাং রমণীর আর্ত্তব দৃষ্টিগোচর না হইলেও, ঐ সকল লক্ষণ দ্বারা তাহাকে রজস্বলা বলিয়া স্থির করিয়া, তাহার গর্ভাধানাদি সংস্কার সম্পাদন করা যাইতে পারে।

দিবাবসানে কমল যেমন মুদ্রিত বা সঙ্কুচিত হয়, ঋতুকাল অতীত হইলে, রমণীর যোনি অর্থাৎ গর্ভাশয়ও সেইরূপ সঙ্কুচিত হইয়া যায়।

৮নং চিত্র।
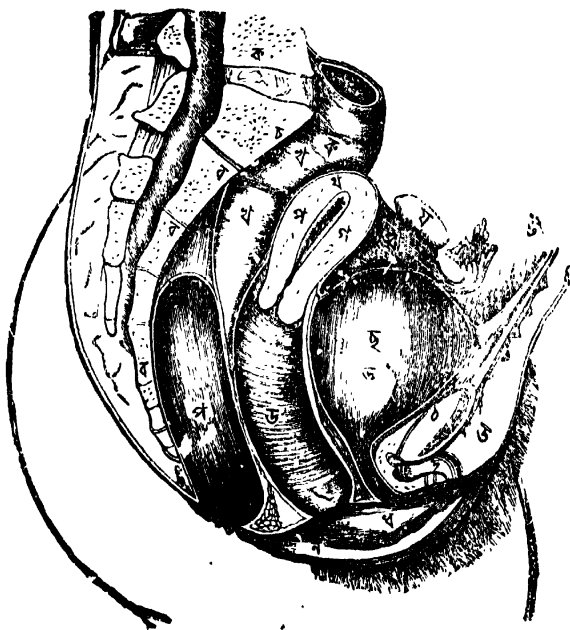
স্ত্রী-জননেন্দ্রিয় ছেদিত।

ক, খ, খ, প, সরলান্ত্র। প, থ, গ, জরায়ু। ড, যোনি। ধ, প্রস্রাবদ্বার। ট, মূত্রনালী। ছ, ড, মূত্রাশয় বা বস্তি।

ঋতুর প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি।—নারীগণের আর্ত্তব-শোণিত একমাসে সঞ্চিত হয়, এবং ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ ও দুর্গন্ধবিশিষ্ট হইয়া বায়ুকর্ত্তৃক ধমনীদ্বয়দ্বারা যোনি-মুখে নীত হইয়া থাকে। আর্ত্তব দ্বাদশবর্ষ বয়সে প্রবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হয়; তাহার পর পঞ্চাশৎ বর্ষ বয়সে শরীর জীর্ণ হইলে ইহা ক্ষয় পায়।

বিধি।—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ঋতুকালে যুগ্মদিবসে স্ত্রীপুরুষের সংসর্গ হইলে পুত্র এবং অযুগ্মদিবসে গমন করিলে কন্যা জন্মে; সেইসঙ্গে ইহাও বলা হইয়াছে যে পুরুষের শুক্রের আধিক্যে পুত্রসন্তান এবং স্ত্রীর আর্ত্তবের আধিক্যে কন্যা জন্মিয়া থাকে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যুগ্মদিবসে স্ত্রীলোকের আর্ত্তব অল্পপরিমাণে এবং অযুগ্মদিবসে অধিক পরিমাণে প্রবর্ত্তিত হয়, এইজন্যই যুগ্ম-দিনে পুত্র এবং অযুগ্মদিনে কন্যা হইতে দেখা যায়। অতএব অপত্যার্থী ব্যক্তি ঋতুকাল বিবেচনা করিয়া পবিত্রভাবে ভার্য্যাসঙ্গম করিবেন।

গর্ভের প্রাথমিক লক্ষণ।—শ্রান্তি, গ্লানি, পিপাসা, উরুদেশে ভার-বোধ, শুক্রশোণিতের রোধ এবং যোনিস্ফুরণ,—সদ্য গর্ভগ্রহণের এইসকল লক্ষণ। স্তনদ্বয়ের মুখ অর্থাৎ বোঁটা কৃষ্ণবর্ণ, রোমরাজির উন্নতি, চক্ষুর পক্ষ্মসমূহের সম্মিলন, অরুচিপ্রযুক্ত বমন, সুগন্ধেও উদ্বেগ, প্রসেক অর্থাৎ সর্ব্বদাই মুখে জল-স্রাব ও শরীরের অবসন্নতা এইসমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, তাহাকে গর্ভবতী বলিয়া জানিবে।

নিষেধ।—এইসকল গর্ভ-লক্ষণ প্রকাশ পাইলেই পরিশ্রম, পুরুষ-সংসর্গ, উপবাস, অপ্রচুর বা অপুষ্টিকর আহার, দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, শোক, ভয়, উৎকটুকাসন অর্থাৎ উবু হইয়া বসা, যানাদি আরোহণ, অতিশয় স্নেহাদি ক্রিয়া (ঘৃততৈলাদি সেবন), রক্তমোক্ষণ এবং মলমূত্রাদির বেগধারণ এইসকল সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবে। বাতাদি দোষ বা অভিঘাতাদি দ্বারা গর্ভিণীর যে যে অঙ্গ পীড়িত হয়, গর্ভস্থ বালকেরও সেই সেই অঙ্গ পীড়িত হইয়া থাকে।

প্রথম মাস।—গর্ভের প্রথমমাসে কলল অর্থাৎ শুক্রশোণিতমিশ্রিত জীবোৎপাদক পিণ্ডাকার গর্ভাশয়স্থ পদার্থবিশেষ উৎপন্ন হয়। (কেহ কেহ বলেন, এই মাসে জরায়ু বা গর্ভকোষ উৎপন্ন হয়।)

দ্বিতীয় মাস।—গর্ভের দ্বিতীয়মাসে শুক্রশোণিতের ভূত-পরমাণু সমস্ত শীতোষ্ণ-বায়ু দ্বারা ঘনীভূত হয়। সেই ঘনীভূত পদার্থ পিণ্ডাকারে পরিণত

হইলে পুরুষ, পেশীর আকারে পরিণত হইলে স্ত্রী, এবং অর্ব্বুদের আকারে পরিণত হইলে নপুংসক জন্মে।

তৃতীয় মাস।—তৃতীয়মাসে হস্তদ্বয়, পদদ্বয় ও মস্তক, এই পঞ্চ অবয়বের পাঁচটী স্থূল পিণ্ড জন্মে এবং তাহাতে সূক্ষ্মরূপে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রেখা দৃষ্ট হয়।

চতুর্থ মাস।—চতুর্থমাসে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়, হৃদয় জন্মে এবং চৈতন্যের আবির্ভাব হয়; কারণ, চেতনার আধার হৃদয় এই চতুর্থমাসে জন্মে বলিয়া ঐসময়ে ইন্দ্রিয়গণের কোন কোন বিষয় ভোগ করিতে অভিলাষ হয়। তৎকালে স্ত্রীলোকের দেহ দুই হৃদয়বিশিষ্ট (নিজের ও গর্ভস্থ সন্তানের) হয় বলিয়া, তাৎকালিক অভিলাষকে দৌহৃর্দ অর্থাৎ সাধ এবং সেই গর্ভিণীকে দ্বিহৃদয়া বা দৌহৃদিনী বলা যায়। সেই অভিলাষ পূর্ণ না হইলে, গর্ভস্থ সন্তান কুব্জ, কুণি অর্থাৎ হস্তের মধ্যস্থলে বক্র, খঞ্জ, জড়, বামন, বিকৃতাক্ষ অর্থাৎ ট্যারা অথবা অন্ধ হইয়া থাকে। অতএব গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোকদিগের অভিলষিত দ্রব্য দেওয়া আবশ্যক। অন্তঃসত্ত্বা নারীর অভিলাষ পূর্ণ হইলে, সন্তান বলবান্ ও আয়ুষ্মান অর্থাৎ দীর্ঘায়ুঃ হইয়া থাকে।

বিনাসাধে বিপত্তি।—গর্ভাবস্থায় ইন্দ্রিয়দিগের যেসকল বিষয় ভোগ করিতে অভিলাষ জন্মে, সেইসকল অভিলাষ পূর্ণ না হইলে, গর্ভপীড়া জন্মিবার আশঙ্কা। গর্ভিণী দৌহৃর্দ প্রাপ্ত হইলে, গুণবান্ পুত্র প্রসব করে। কিন্তু যথাকালে দৌহৃর্দ প্রাপ্ত না হইলে, গর্ভ ও গর্ভিণী সম্বন্ধে নানাবিধ আশঙ্কা হইয়া থাকে। গর্ভিণীর যে যে ইন্দ্রিয়ের অভিলাষ পূর্ণ না হয়, সন্তানেরও সেই সেই ইন্দ্রিয়ের পীড়া জন্মে।

সাধ ও সন্তান।—গর্ভিণীর রাজ-দর্শনে অভিলাষ হইলে, সন্তান মহাভাগ্যবান্ ও ধনশালী হয়। দুকূল (সূত্রবস্ত্র), পট্ট (পাটের কাপড়) বা কৌশেয় বস্ত্র (রেশমী কাপড়) অথবা অলঙ্কারে অভিলাষ হইলে, সন্তান মনোহর ও অলঙ্কারপ্রিয় হয়। আশ্রমে অভিলাষ হইলে অর্থাৎ তপস্বিগণের তপোবনে শ্রদ্ধা জন্মিলে, পুত্র ধর্ম্মশীল ও সংযতাত্মা হয়। দেবতা-প্রতিমা দর্শনে অভিলাষ হইলে, পুত্র পার্ষদ-তুল্য অর্থাৎ সভ্যভব্য হইয়া থাকে। ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু দর্শনে অভিলাষ হইলে, পুত্র হিংসাশীল হয়। গর্ভিণীর গোধা-মাংসভোজনে অভিলাষ হইলে, সন্তান নিদ্রালু ও স্থিরচিত্ত হয়; গোমাংসে অভিলাষ হইলে, সন্তান বলিষ্ঠ

ও ক্লেশসহ হয়; মহিষমাংসে অভিলাষ হইলে, সন্তান বিক্রমশালী, রক্তাক্ষ ও লোমযুক্ত হয়। বরাহমাংসভক্ষণে অভিলাষ হইলে, সন্তান নিদ্রালু ও শূর হয়, মৃগমাংস-ভক্ষণে অভিলাষ হইলে, সন্তান জঙ্ঘাল অর্থাৎ দ্রুতগমনশীল ও বনপ্রিয় হইয়া থাকে; সৃমরমাংস-অভিলাষে পুত্র উদ্বিগ্ন, এবং তৈত্তীর-মাংসের অভিলাষে সন্তান ভীরুস্বভাব হইয়া থাকে। এইসকল জন্তু ব্যতিরেকে অন্যান্য জন্তুর মাংসে দৌহৃদ অর্থাৎ ভোজনসাধ হইলে, সেই জন্তুর যেরূপ স্বভাব, আচার ও শরীর, সন্তানেরও সেইরূপ স্বভাব, আচার ও দেহ হইয়া থাকে। এস্থলে একথা বলা আবশ্যক যে, জীবের পূর্ব্বজন্মকৃত কার্য্য অনুসারে যেরূপ অবশ্যম্ভাবী প্রকৃতি, তাহার গর্ভাবস্থাতেও গর্ভিণীর সেইপ্রকার সাধ জন্মিয়া থাকে।
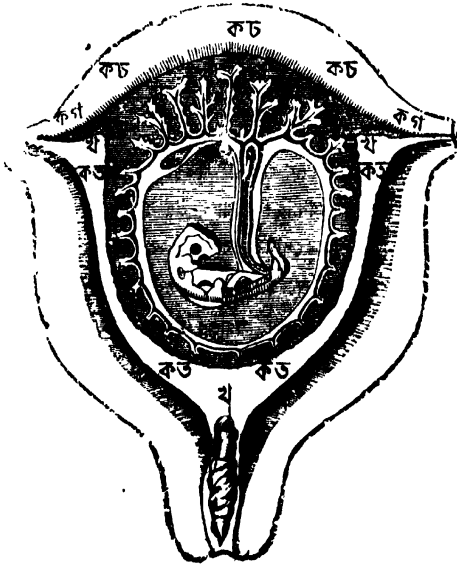
৯ নং চিত্র।

গর্ভের অষ্টম সপ্তাহে জরায়ুর চিত্র।

কচ, কচ,—জরায়ুর আবরণী কলা। কগ, কগ,—জরায়ুর শোণিতবাহিনী নাড়ীর মুখ। কত, কত,—ভ্রূণাবরণী কলা। খ—জরায়ুমুখ।

পঞ্চম হইতে অষ্টম।—পঞ্চমমাসে মন জন্মে। ষষ্ঠমাসে বুদ্ধি জন্মে। সপ্তমমাসে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়। অষ্টমমাসে গর্ভস্থ সন্তানের অস্থি হয় ও তাহার দেহে ওজোধাতু অস্থিরভাবে থাকে, অর্থাৎ কখনও মাতৃহৃদয়ে কখনও বা গর্ভহৃদয়ে ওজোধাতু বারংবার গমনাগমন করে। সুতরাং এইসময়ে গর্ভ প্রসূত হইলে, সন্তান প্রায়ই জীবিত থাকে না। শাস্ত্রান্তরে এই অষ্টমমাসের গর্ভ নৈঋত-রাক্ষসের প্রাপ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে; অতএব অষ্টম মাসে নৈঋত-রাক্ষসের উদ্দেশ্যে বলি (পূজোপহার) ও মাংস-অন্ন প্রদান করা আবশ্যক।

স্বভাবতঃ নবম, দশম, একাদশ, অথবা দ্বাদশ মাসে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। ইহার অতিরিক্ত বিলম্ব হইলে, সেই গর্ভ বিকারপ্রাপ্ত বুঝিতে হইবে।

শিশুর ও মাতার সংযোগ।—জননীর রস-বাহিনী নাড়ীর সহিত গর্ভস্থ সন্তানের নাভিনাড়ী সংলগ্ন থাকে। সেই নাড়ী মাতার আহারজনিত রস ও বীর্য্যকে গর্ভমধ্যে বহন করে। সেই স্নেহসদৃশ রসপদার্থেই গর্ভ পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। গর্ভের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি পরিস্ফুট হইবার পূর্ব্বেও অর্থাৎ গর্ভাধান হওয়া অবধি সর্ব্বশরীরানুসারিণী রস-বাহিনী তির্য্যগ্‌গামিনী ধমনী দ্বারা পূর্ব্বোক্ত আহারজাত রসের উপস্নেহ প্রবাহিত হইয়া গর্ভের পরিপোষণ করে।

ভিন্ন ভিন্ন মত।—শৌনক কহেন, প্রথমে গর্ভের শিরোদেশ জন্মে; কারণ, মস্তকই দেহ ও ইন্দ্রিয়ের মূল। কৃতবীর্য্য বলেন, প্রথমে হৃদয় জন্মে; কারণ, হৃদয়ই বুদ্ধি ও মনের স্থান। পরাশর মুনির মতে, নাভি অগ্রে উৎপন্ন হয়; কারণ নাভি হইতেই দেহীর সমস্ত দেহ বর্দ্ধিত হয়। মার্কণ্ডেয়ের মতে অগ্রে হস্ত-পদ জন্মে; কারণ তাহারাই গর্ভের সকল ক্রিয়ার মূল। সুভূতি-গৌতমের মতে শরীরের মধ্যভাগ অগ্রে জন্মে; কারণ তাহাতেই সকল অবয়ব সন্নিবদ্ধ থাকে। ধন্বন্তরির মতে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এককালেই উৎপন্ন হয়, কিন্তু আম্রফল বা বংশাঙ্কুরের ন্যায় অতি সূক্ষ্মতাপ্রযুক্ত তাহার উপলব্ধি হয় না। যেমন আম্রফল পাকিয়া উঠিলে, তাহার কেশর, মাংস, অস্থি, মজ্জা প্রভৃতি পৃথগ্‌রূপে দেখা যায়, কিন্তু সেই ফলের তরুণাবস্থায় তাহার কেশর প্রভৃতি অতিসূক্ষ্মভাবে থাকে বলিয়া জানা যায় না, ক্রমশঃ কালসহকারে তাহা প্রকাশ পায়; সেইরূপ গর্ভেরও তরুণ অবস্থায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থাকিলেও, অতিশয় সূক্ষ্মতাপ্রযুক্ত তাহা বুঝিতে পারা যায় না; ক্রমশঃ কালসহকারে পরিণত অবস্থায় সেইসকল অঙ্গ প্রকাশ পায়।

১০ নং চিত্র।—ভ্রূণের নাড়ীসকল।

চিত্রের বিবরণ অপর পৃষ্ঠায় দেখ।
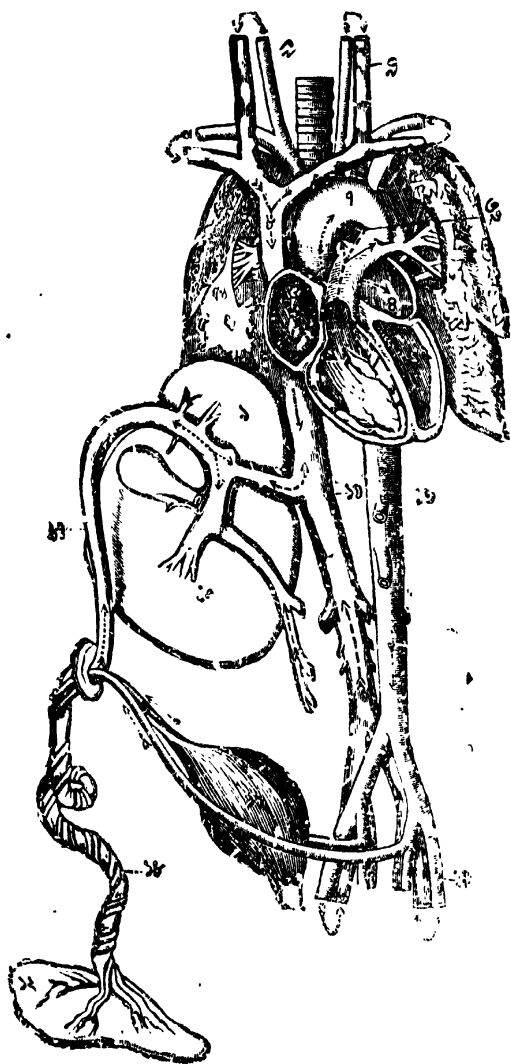
চিত্রের বিবরণ।

১, দক্ষিণ হৃদুদর। ২, বাম হৃদুদর। ৩, দক্ষিণ হৃৎকোষ্ঠ ৪, বাম হৃৎকোষ্ঠ। ৫, দক্ষিণ ফুস্ফুস্। ৭, আদি কণ্ডরার খিলান। ৮, উর্দ্ধ বা বৃহত্তর মূলশিরা। ৯, ১০, যকৃৎ। ৯, উহার বামগর্ভ। ১০, দক্ষিণ গর্ভ। ১১, মূত্রাশয়। ১২, পরিস্রব অর্থাৎ ফুল। ১৫, নিম্ন বা ক্ষুদ্র মূল-শিরা। ১৬, আদিকণ্ডরা। ১৭, নাভিরজ্জুর শিরা। ১৮, নাভিরজ্জু। ১৯, বাহ্য-বস্তি ধমনী।

ভিন্ন ভিন্ন অংশ।—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহের মধ্যে যেসকল অংশ পিতৃজ, মাতৃজ, রসজ, আত্মজ, সত্ত্বজ, ও সাত্ম্যজ, তৎসমুদায়ের বিশেষ বিবরণ বলা যাইতেছে। গর্ভের কেশ, শ্মশ্রু, লোম, অস্থি, নখ, দন্ত, শিরা, স্নায়ু, ধমনী ও রেতঃ প্রভৃতি দৃঢ়পদার্থ পিতৃজাত অর্থাৎ শুক্রের গুণে উৎপন্ন হয়। মাংস, শোণিত, মেদঃ, মজ্জা, হৃদয়, নাভি, যকৃৎ, প্লীহা, অন্ত্র ও মলাশয় প্রভৃতি কোমল অংশ মাতৃজাত, অর্থাৎ শোণিতের গুণে উৎপন্ন হয়। শরীরের বৃদ্ধি, বল, বর্ণ, স্থিতি ও ক্ষয়—রসজাত অর্থাৎ আহারজাত রসধাতুর গুণে জন্মে। ইন্দ্রিয়সমূহ, জ্ঞান, বিজ্ঞান, আয়ুঃ, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি আত্মজাত অর্থাৎ চেতন-পদার্থের গুণে উৎপন্ন হয়। সত্ত্ব হইতে যাহা জন্মে, তাহা পরে বলা যাইবে। বীর্য্য, আরোগ্য বল, বর্ণ ও মেধা,—সাত্ম্যজাত অর্থাৎ আহার-বিহারাদির অভ্যাস হইতে জন্মে।

পুত্র ও কন্যা।—যে গর্ভিণীর দক্ষিণস্তনে অগ্রে দুগ্ধসঞ্চার হয়, দক্ষিণ চক্ষু বৃহত্তর হয়, দক্ষিণ উরু স্থূলতর হয় এবং পুংলিঙ্গবাচক দ্রব্যসমুদায়ে যাহার অভিলাষ জন্মে, যে স্বপ্নে পদ্ম, উৎপল, কুমুদ, আম্রাতক প্রভৃতি পুংলিঙ্গবাচক দ্রব্যসকল প্রাপ্ত হয়, এবং যাহার মুখ ও বর্ণ প্রসন্ন হইয়া উঠে, তাহার পুত্রসন্তান জন্মিয়া থাকে। ইহার বিপরীত হইলে কন্যা জন্মে।

নপুংসক।—যাহার পার্শ্বদ্বয় উন্নত ও উদরদেশ সম্মুখদিকে নির্গত হয়, এবং পূর্ব্বোক্ত পুত্রগর্ভের লক্ষণসকল দৃষ্ট হয়, তাহার পুত্রপ্রকৃতিক নপুংসক এবং স্ত্রীগর্ভের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, স্ত্রীপ্রকৃতিক নপুংসক উৎপন্ন হয়।

যুগ্ম-সন্তান।—গর্ভিণীর উদর দ্রোণির ন্যায় অতিশয় বৃহৎ ও মধ্যভাগে নিম্ন হইলে, তাহার গর্ভে যুগ্মসন্তান জন্মিয়াছে বুঝিতে হইবে।

গুণবান্ সন্তান।—গর্ভিণী দেবতা-ব্রাহ্মণ-পরায়ণা, শৌচাচারিণী এবং অন্যের হিতসাধনে প্রবৃত্তা হইলে, অতি গুণবান্ সন্তান জন্মে। ইহার বিপরীত হইলে, নির্গুণ সন্তান জন্মিয়া থাকে।

গর্ভিণী ও শিশু।—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসকল স্বভাবতঃই জন্মে। এইজন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কিছু দোষ ঘটিলে, তাহা গর্ভের ধর্ম্মাধর্ম্ম জন্য বলিতে হয়; কিন্তু গর্ভিণীর শারীরিক ও মানসিক অবস্থা এবং কার্য্যের উপরেই গর্ভস্থ শিশুর শুভাশুভ অধিক নির্ভর করে।

নবম অধ্যায়।

—:০:—

গর্ভ-ব্যাকরণ।

গর্ভ-প্রাণ।—অগ্নি, সোম, বায়ু, সত্ব, রজঃ, তমঃ, পঞ্চ-ইন্দ্রিয় ও ভূতাত্মা ইহাদিগকে প্রাণ অর্থাৎ প্রাণরক্ষক বলা যায়।

সপ্তত্বক্।—শুক্র-শোণিত পরিপাক পাইয়া, দেহের আকারে পরিণত হইবার সময়ে, দুগ্ধে সন্তানিকা (সর) জন্মিবার ন্যায় দেহের উপরিভাগে উপর্য্যুপরি সপ্তত্বক্ উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে প্রথমত্বকের নাম অবভাষিণী। উদ্দ্বারা দেহের বর্ণ ও পঞ্চবিধ প্রভা প্রকাশ পায়। ইহার বেধ ধান্যের আঠার ভাগের এক ভাগ। এই প্রথমা ত্বক্, সিধ্ম (ছুলির ন্যায় কুষ্ঠবিশেষ) ও পদ্মকণ্টক রোগের উৎপত্তিস্থান।

দ্বিতীয় ত্বকের নাম লোহিতা। ইহার বেধ ব্রীহির (ধান্যের) ষোল ভাগের এক ভাগ। ইহা তিলকালক, ন্যচ্ছ ও ব্যঙ্গপ্রভৃতির উৎপত্তিস্থান।

তৃতীয় ত্বকের নাম শ্বেতা। ইহার বেধ ধান্যের বার ভাগের এক ভাগ। ইহা চর্ম্মদল, অজগল্লী ও মশকরোগের আশ্রয়।

চতুর্থ ত্বকের নাম তাম্রা। ইহার পরিমাণ ধান্যের আটভাগের এক ভাগ। ইহা শ্বিত্র ও কিলাশ নামক কুষ্ঠের স্থান। পঞ্চম ত্বকের নাম বেদিনী; ইহা ধান্যের পাঁচভাগের একভাগ এবং ইহা কুষ্ঠ ও বিসর্পরোগের আশ্রয়।

ষষ্ঠত্বকের নাম রোহিণী; ইহার বেধ-পরিমাণ একটী ধান্যের ন্যায়। ইহা গ্রন্থি, অপচী, অর্ব্বুদ, শ্লীপদ ও গলগণ্ড রোগাদির উৎপত্তিস্থান।

সপ্তম ত্বকের নাম মাংসধরা। ইহা ভগন্দর, অর্শঃ ও বিদ্রধির অধিষ্ঠান। ইহার বেধ দুই ধান্যপরিমাণ। এইরূপ পরিমাণ মাংসলস্থানে হইয়া থাকে, কিন্তু ললাট বা সূক্ষ্ম অঙ্গুলি প্রভৃতি স্থানে হইতে পারে না; কারণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, উদরে অঙ্গুষ্ঠের উদরপ্রমাণ গভীর করিয়া বিদ্ধ করিবার ব্যবস্থা আছে।

সপ্তধাতুর আশ্রয়ভেদে সীমাভূত সপ্তকলা উৎপন্ন হয়। কাষ্ঠ ছেদন করিলে যেমন তাহার সার দেখা যায়, সেইরূপ মাংস ছেদন করিলে ধাতু দৃষ্টিগোচর হয়। প্রত্যেক কলাভাগ স্নায়ুসমূহদ্বারা আচ্ছন্ন, জরায়ুকর্ত্তৃক পরিব্যাপ্ত এবং শ্লেষ্মদ্বারা বেষ্টিত থাকে।

প্রথমা কলা।—মাংসধরা। ইহাতে শিরা, স্নায়ু, ধমনী ও নাড়ীসমূহ অবস্থিতি করে। পঙ্কোদকে যেমন বিস, মৃণাল প্রভৃতি বিসর্পিত হয়, মাংসেও সেইরূপ শিরা প্রভৃতি বিসর্পিত হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়া কলা।—রক্তধরা। মাংসের অভ্যন্তরে এই কলায় বিশেষতঃ সেই মাংসস্থিত শিরাতে এবং যকৃৎ-প্লীহাতে শোণিত অবস্থিতি করে। যেমন কোন ক্ষীরবিশিষ্ট বৃক্ষে (বটাদি) আঘাত করিলে ক্ষীর নিঃসৃত হয়, সেইরূপ মাংস ক্ষত হইলে শোণিত নিঃসৃত হইয়া থাকে।

তৃতীয়া কলা।—মেদোধরা। সকল প্রাণীর উদরে ও সূক্ষ্ম-অস্থিসমূহে মেদঃ অবস্থিতি করে। বৃহৎ-অস্থির অভ্যন্তরগত স্নেহ-পদার্থকে মজ্জা বলা যায়, এবং সূক্ষ্ম-অস্থিসংলগ্ন রক্তমিশ্রিত স্নেহভাগকে মেদঃ কহে। কেবল মাংসের স্নেহকে বসা (চর্ব্বি) বলা যায়।

চতুর্থী কলা।—শ্লেষ্মধরা। ইহা সমস্ত সন্ধিস্থানে অবস্থিতি করে। চক্রের অক্ষমধ্যে স্নেহ (তৈল) সেচন করিলে, চক্র যেরূপ অনায়াসে প্রবর্ত্তিত হয়, সেইরূপ সন্ধিস্থানসকল শ্লেষ্মদ্বারা সংশ্লিষ্ট থাকিলে, সন্ধিস্থানের কার্য্য অনায়াসে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

পঞ্চমী কলা।—পুরীষ-ধরা কলা। ইহা পক্বাশয়ে থাকিয়া অন্তঃকোষ্ঠে মলবিভাগ করে, অর্থাৎ ইহা যকৃৎ, কোষ্ঠ ও অন্ত্রসমুদায়ের চতুর্দ্দিক আশ্রয় করিয়া উণ্ডুকস্থ মলকে পৃথক্ করিয়া দেয়।

ষষ্ঠী কলা।—পিত্তধরা কলা। এই কলা পক্বাশয় ও আমাশয়মধ্যে অবস্থিত। অন্তরগ্নির অধিষ্ঠান প্রযুক্ত আমাশয় হইতে যে অন্ন নিঃসৃত হয়, এই পিত্তধরা কলা সেই অন্নকে পক্বাশয়ে আনয়নপূর্ব্বক ধারণ করে। যাহা কিছু পান, ভোজন বা লেহন করা যায়, সেইসমস্ত পদার্থ পক্বাশয়গত হইলে, পিত্তাগ্নি কর্তৃক শোষিত হইয়া যথাকালে পরিপাক পায়।

সপ্তমী কলা।—শুক্রধরা কলা। ইহা প্রাণিগণের সর্ব্বশরীর ব্যাপিয়া অবস্থিতি করে। যেমন দুগ্ধে ঘৃত বা ইক্ষুতে গুড় থাকে, শরীরে সেইরূপ শুক্রও ব্যাপ্তভাবে থাকে। বস্তিদ্বারের অধোভাগে দক্ষিণ পার্শ্বে দুই অঙ্গুলি অন্তরে যে মূত্রনালী আছে, তদ্দ্বারা পুরুষের শুক্র নির্গত হয়। শুক্র সর্ব্বাঙ্গ আশ্রয় করিয়া থাকে। চিত্ত প্রফুল্ল থাকিলে এবং সেইসময়ে স্ত্রীলোকের সহিত ব্যবায় (সংসর্গ) করিলে, পুরুষের হর্ষপ্রযুক্ত সর্ব্বদেহস্থিত শুক্র ক্ষরিত হয়।

রুদ্ধ আর্ত্তব।—গর্ভবতী স্ত্রীলোকদিগের আর্ত্তববাহিনী নাড়ীর মুখ গর্ভকর্তৃক রুদ্ধ হইয়া থাকে। এইজন্য গর্ভাবস্থায় আর্ত্তব লক্ষিত হয় না। তৎকালে আর্ত্তব অধোভাগে নিঃসৃত হইতে না পাইয়া ঊর্দ্ধদিকে গমন করে। তখন উহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া, স্ত্রীলোকের অপরা (অমরা অর্থাৎ জরায়ু) রূপে পরিণত হয় এবং অবশিষ্ট অংশ উহাদের স্তনদ্বয়ে গমন করিয়া, কুচযুগলকে পীন ও উন্নত করিয়া দেয়।

বস্তি প্রভৃতি।—গর্ভের যকৃৎ ও প্লীহা শোণিত হইতে জন্মে। শোণিতের ফেন হইতে ফুস্‌ফুস্ জন্মে এবং শোণিতের মল হইতে উণ্ডুক (মলাশয়) জন্মে। রক্ত এবং শ্লেষ্মার সারভাগ পিত্তদ্বারা পরিপাক পাইয়া ও বায়ুকর্তৃক প্রবাহিত হইয়া অন্ত্রীসমস্ত জন্মায়। উদরে যেসমস্ত ধাতু পরিপাক পায়, তাহার সারভাগ হইতে আধ্মাত লৌহসারের ন্যায় পায়ু ও বস্তি জন্মায়। কফ, শোণিত ও মাংসের সার হইতে জিহ্বা জন্মে। উষ্ণতাসহযোগে শিরাপথ দ্বারা মাংস মধ্যে বায়ু প্রবেশ করিয়া মাংসকে পেশীর আকারে বিভক্ত করে। মেদোধাতুর স্নেহের সহিত সংযুক্ত হইলে, শিরাই স্নায়ুর আকারে পরিণত হয়। মৃদুপাক পদার্থে শিরা জন্মে এবং খরপাক পদার্থে স্নায়ু জন্মে।

ধাতুর আশয়।—বায়ু সেই সেই স্থলে নিয়তকাল অবস্থিত থাকিয়া, সমুদায় আশয়ের উৎপাদন করে। রক্ত ও মেদের সারভাগ হইতে বৃক্কদ্বয় (দুই

বক্ষঃপার্শ্ব) উৎপন্ন হয়, এবং মাংস, রক্ত, কফ ও মেদের সারভাগ হইতে মুষ্কদ্বয় জন্মে। শোণিত ও কফের সারাংশ হইতে হৃদয় জন্মে। সেই হৃদয় প্রাণবাহিনী ধমনীসকলের আশ্রয়। হৃদয়ের অধোভাগে বামদিকে প্লীহা ও ফুস্‌ফুস্, এবং দক্ষিণদিকে যকৃৎ ও ক্লোম।

নিদ্রা।—হৃদয় চেতনার স্থান; ইহা তমোগুণে (অজ্ঞানে) আবৃত হইলে প্রাণিগণ নিদ্রিত হয়। হৃদয় অধোমুখে থাকিয়া, জাগ্রৎ অবস্থায় পদ্মের ন্যায় বিকশিত হয় এবং নিদ্রিতাবস্থায় মুদ্রিত থাকে।

গুণভেদে নিদ্রা।—নিদ্রা বৈষ্ণবীশক্তি অর্থাৎ মায়া। ইহা স্বভাবতঃ সকল প্রাণীকেই অভিভূত করে; এইজন্য নিদ্রা পাপ বলিয়া বর্ণিত। যখন সংজ্ঞাবহ শিরাসমস্ত তমঃপ্রধান শ্লেষ্মদ্বারা আবৃত হয়, তখন তামসী নামে নিদ্রা উপস্থিত হয়; তাহাকে অনববোধিনী অপুনর্ব্বোধিনী নিদ্রা অর্থাৎ মহানিদ্রা (মৃত্যু) বলে। তমোগুণাধিক ব্যক্তির দিবা রাত্রি উভয় কালেই নিদ্রা হয়। রজোগুণ-বিশিষ্ট ব্যক্তির অনিয়মিত ভাবে নিদ্রা হয়, অর্থাৎ কখন দিবা এবং কখন বা নিশাকালে নিদ্রা আইসে; এবং সত্ত্বগুণবিশিষ্ট ব্যক্তির অর্দ্ধরাত্রে নিদ্রা আইসে। শ্লেষ্মার ক্ষয় ও বায়ুর বৃদ্ধি হইলে, অথবা মন ও শরীর সন্তাপিত হইলে, নিদ্রা হয় না,—নিদ্রা হইলে তাহাকে বৈকারিকী নিদ্রা বলে।

হে সুশ্রুত! দেহিগণের হৃদয়ই চেতনার স্থান। তাহা তমোগুণ দ্বারা অভিভূত হইলে, দেহে নিদ্রা প্রবেশ করে। তমোগুণ নিদ্রার এবং সত্ত্বগুণ বোধের হেতু অথবা স্বভাবই নিদ্রা ও জাগরণের প্রধান কারণ। জাগ্রৎ অবস্থায় যেসকল শুভাশুভ বিষয় অনুভূত হয়, নিদ্রাকালে জীবাত্মা রজোগুণবিশিষ্ট মন দ্বারা সেইসকল শুভাশুভ বিষয় গ্রহণ করেন। এইরূপ পূর্ব্বজন্মের অনুভূত বিষয়ও নিদ্রাকালে জীবাত্মা অনুভব করিয়া থাকেন। তাহারই নাম স্বপ্নদর্শন। ইন্দ্রিয়গণ বিকল হইলে ও অজ্ঞানতা বৃদ্ধি পাইলে, জীবাত্মা নিদ্রিত না হইলেও নিদ্রিতের ন্যায় প্রতীয়মান হয়েন।

দিবানিদ্রা।—গ্রীষ্ম ব্যতিরেকে অপর সকল ঋতুতেই দিবাভাগে নিদ্রা নিষিদ্ধ। কিন্তু বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রীসংসর্গ-জনিত কৃশ, ক্ষত, ক্ষীণ, অধিক মদ্যপানরত, যান-বাহনে বা অন্য কোনরূপ পথগমনে শ্রান্ত, কিংবা অন্য কর্ম্মদ্বারা ক্লান্ত, কিংবা অসুস্থ ব্যক্তির পক্ষে, অথবা যাহার মেদঃ, ঘর্ম্ম, কফ, রস ও রক্ত ক্ষীণ

হইয়াছে, তাহার পক্ষে, অথবা অজীর্ণরোগীর পক্ষে দিবাভাগে একমুহূর্ত্ত অর্থাৎ দুই ঘণ্টাকাল নিদ্রা যাওয়া নিষিদ্ধ নহে। রাত্রিজাগরণ করিলে, যতক্ষণ জাগরণ করা যায়, দিবাভাগে তাহার অর্দ্ধপরিমিত কাল নিদ্রা যাওয়া কর্ত্তব্য।

দোষ।—দিবানিদ্রা দেহের বিকারের স্বরূপ অতি কদর্য্য কর্ম্ম। ইহাতে নিদ্রাকারীর অধর্ম্ম এবং সকল দোষের প্রকোপ হয়। দোষের প্রকোপহেতু কাস, শ্বাস, প্রতিশ্যায়, মস্তকের ভার, অঙ্গমর্দ্দ (গায়ের কামড়ানি), অরুচি, জ্বর ও অগ্নিমান্দ্য জন্মিয়া থাকে। রাত্রিকালে জাগরণ করিলেও বায়ু-পিত্ত-জন্য ঐ সকল উপদ্রব জন্মে। অতএব রাত্রিজাগরণ ও দিবানিদ্রা বর্জ্জন করিবে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এই উভয়ই দোষকর জানিয়া, পরিমিতরূপে নিদ্রা যাইবেন। নিদ্রা পরিমিত হইলে, দেহ নীরোগ ও বলবর্ণযুক্ত হয়, স্থূল বা কৃশ না হইয়া মধ্যভাবে থাকে, শ্রীমান্ হয়, মন প্রফুল্ল হয় এবং একশত বৎসর জীবিত থাকা যায়। দিবানিদ্রা ও রাত্রিজাগরণ অভ্যস্ত হইলে, তাহাতে বিশেষ অনিষ্ট হয় না।

প্রতিকার।—বায়ু, পিত্ত, মনস্তাপ, ক্ষয় বা অভিঘাত জন্য নিদ্রানাশ হয়। সেইসকল দোষের বিপরীত ক্রিয়া করিলেই ইহার সাম্য হইয়া থাকে। নিদ্রানাশ হইলেই, প্রত্যনীক ক্রিয়া অর্থাৎ যেসকল কারণে নিদ্রা নষ্ট হয়, তাহার বিপরীত ক্রিয়া এবং অভ্যঙ্গাদি নিম্নলিখিত কার্য্য করিলে, উহা প্রশমিত হয়। এই উদ্দেশ্যে তৈলাদি মর্দ্দন করিবে ও মূর্দ্ধদেশে তৈল সেচন করিবে। গাত্রের উদ্বর্ত্তন (চূর্ণদ্রব্য মর্দ্দন) ও সংবাহন (টেপা) হিতকর। শালি-তণ্ডুল, গোধূম, পিষ্টান্ন, ইক্ষু-রসসংযুক্ত মধুর ও স্নিগ্ধদ্রব্য ভোজন, অথবা দুগ্ধ বা মাংসরসযুক্ত দ্রব্য ভোজন, রাত্রিকালে দ্রাক্ষা, শর্করা বা গুড়ের দ্রব্য ভোজন, এবং কোমল মনোহর শয্যা ও আসন প্রভৃতি ব্যবহার এবং অন্যান্য নিদ্রাকর কার্য্য করিলে, নিদ্রানাশে বিশেষ উপকার দর্শে।

নিদ্রার আধিক্য।—নিদ্রার আধিক্য হইলে, বমন, সংশোধন, লঙ্ঘন ও রক্তমোক্ষণ এবং মনের ব্যাকুলতাজনক অন্যান্য কর্ম্ম করিলে, উহা নিবারিত হয়। কফপ্রধান বা মেদোবিশিষ্ট, অথবা বিষদূষিত ব্যক্তির পক্ষে রাত্রিজাগরণ হিতকর। তৃষ্ণা, শূল, হিক্কা, অজীর্ণ ও অতিসার রোগে দিবানিদ্রায় বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

তন্দ্রা।—ইন্দ্রিয়গণের বিষণ্ণতা অর্থাৎ শব্দ-স্পর্শাদিতে জ্ঞান না হওয়া, শরীরের গৌরব, জৃম্ভণ, ক্লান্তি ও নিদ্রায় কাতরতা—এইগুলি তন্দ্রার লক্ষণ।

জৃম্ভণ।—মুখব্যাদানদ্বারা বাহ্য বায়ু আকর্ষণ পূর্ব্বক একবার পান করিয়া পুনর্ব্বার তাহা নেত্রজলের সহিত পরিত্যাগ করিলে, তাহাকে জৃম্ভণ বলে।

ক্লান্তি।—শ্রম না করিয়াও দেহে শ্রান্তি বোধ হইলে, অথচ তাহাতে শ্বাসত্যাগ না থাকিলে, এবং ইন্দ্রিয়গণের কার্য্যের ব্যাঘাত ঘটিলে, তাহাকে ক্লম অর্থাৎ ক্লান্তি বলা যায়।

আলস্য।—সুখভোগে প্রবল ইচ্ছা, অসুখজনক কার্য্যে অনিচ্ছা, এবং ক্ষমতা থাকিতেও কার্য্য করিতে যে অনুৎসাহ, তাহাকে আলস্য কহে।

উৎক্লেশ।—বমন করিলে অন্ন নির্গত না হইয়া, হৃদয় দেশে লালা ও শ্লেষ্মার সঞ্চয় করিয়া যে পীড়াবিশেষ (বমনেচ্ছা) উৎপাদন করে, তাহাকে উৎ-ক্লেশ বলা যায়।

গ্লানি।—মুখের মধুরতা, তন্দ্রা, হৃদয়ের উদ্বেষ্টন (বমনেচ্ছা *), ভ্রম এবং অন্নে অরুচি, এইগুলি ঘটিলে তাহাকে গ্লানি কহে।

গৌরব।—গাত্র যেন আর্দ্রচর্ম্মে আবৃত এইরূপ বোধ হইলে, এবং মস্তকে ভার বোধ হইলে, তাহাকেই গৌরব বলে।

মূর্চ্ছাদি।—পিত্ত তমোগুণসহ মিলিত হইলে মূর্চ্ছা, এবং পিত্ত ও বায়ু রজোগুণ-যুক্ত হইলে ভ্রম উৎপন্ন হয়। বাত শ্লেষ্মা তমোগুণের সহিত মিলিত হইলে তন্দ্রা, এবং শ্লেষ্মা তমোগুণের সহিত মিলিত হইলে নিদ্রা হয়।

গর্ভবৃদ্ধির কারণ।—মাতার আহারজাত রসদ্বারা এবং বায়ুর আধ্মান জন্য গর্ভবৃদ্ধি পায়। গর্ভস্থ শিশুর নাভি-মধ্যে জ্যোতির স্থান, তথায় বায়ু ধমন † করিতে থাকে, তদ্দ্বারা শরীর বৃদ্ধি পায়। বায়ু ধমিত হইয়া উষ্ণতার সহযোগে দেহের সকল স্রোতঃপথ (শিরা ও শরীরের দ্বার) ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধ, অধঃ ও তির্য্যগ্‌ভাবে গমন করিতে থাকে; তাহাতেই গর্ভের সেইসকল অবয়ব বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

---

* গলার নিকট জড়াইয়া উঠে।

§ কামারের জাঁতা যেরূপে তায়, তাহাকে ধমন বলে। তাহাতে নাভিনাড়ীর দ্বারা বায়ু গর্ভমধ্যে প্রবেশ করিয়া শরীর নির্ম্মাণ করে।

অঙ্গের হ্রাস-বৃদ্ধি।—মানবগণের দৃষ্টিমণ্ডল ও লোমকূপসকল কখনই বৃদ্ধি পায় না; কিন্তু শরীরক্ষয় হইলেও, নখ ও কেশ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

সপ্ত প্রকৃতি।—বাতাদি দোষ পৃথক্ পৃথক্ অথবা দুইটী বা সমস্ত একত্র হইয়া, সপ্তপ্রকার প্রকৃতি জন্মায়; যথা, (১) বাতপ্রকৃতি, (২) পিত্ত-প্রকৃতি, (৩) শ্লেষ্মপ্রকৃতি, (৪) বাতপিত্তপ্রকৃতি, (৫) বাতশ্লেষ্মপ্রকৃতি, (৬) পিত্তশ্লেষ্মপ্রকৃতি, এবং (৭) সান্নিপাতিকপ্রকৃতি। শুক্র ও শোণিতের সংযোগ হইলে, বাত, পিত্ত ও কফ এই তিনের মধ্যে যে দোষ প্রবল হয়, তদ্দ্বারা জীবের প্রকৃতি উৎপন্ন হয়। তাহার লক্ষণ পরে বলিতেছি।

বাতপ্রকৃতিক।—যে ব্যক্তি জাগরূক, শীতলদ্রব্যে দ্বেষকারী, দুর্ভগ (অলক্ষণ-যুক্ত), স্তেন অর্থাৎ পরদ্রব্য-অপহরণশীল, মাৎসর্য্যবিশিষ্ট, অনার্য্য (নীচ), গান্ধর্ব্বচিত্ত (আমোদপ্রিয়), যাহার হস্ত বা পদতল ফাটাফাটা, শ্মশ্রু, নখ ও কেশ রুক্ষ, যে ব্যক্তি ক্রোধী, দন্ত-নখখাদী (দাঁত কিড়মিড় করে ও নখ চর্ব্বণ করে), ধৈর্য্যহীন, মিত্রতায় অদৃঢ় অর্থাৎ বন্ধুতায় অবিশ্বাসী, কৃতঘ্ন, কৃশ, কর্কশ, যাহার শরীর শিরাসমূহে ব্যাপ্ত, যে বাচাল, দ্রুত-গমনশীল, চঞ্চল-চিত্ত, নিদ্রাবস্থায় শূন্যে গমনশীল, অব্যবস্থিতমতি ও চঞ্চলদৃষ্টি, যাহার ধনসঞ্চয় ও মিত্র-লাভ অল্প ঘটে এবং যে অসংলগ্নভাষী, তাহাকে বাত-প্রকৃতিক মনুষ্য বলা যায়। বাতপ্রকৃতিক মনুষ্যের প্রকৃতিকে অশ্ব, ছাগ, গোমায়ু, শশ, মূষিক, উষ্ট্র, কুক্কুর, গৃধ্র, কাক ও গর্দ্দভ, এইসকল জন্তুর ন্যায় প্রকৃতি বলা যায়।

পিত্তপ্রকৃতিক।—যে ব্যক্তির অঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত, দুর্গন্ধযুক্ত, পীতবর্ণ ও শিথিল; নখ, নয়ন, তালু, জিহ্বা, ওষ্ঠ, হস্ত ও পদতল তাম্রবর্ণ; যে শ্রীহীন, বলি-পলিত-খালিত্যবিশিষ্ট, বহুভোজী, উষ্ণদ্বেষী, শীঘ্র-কোপনশীল ও শীঘ্র সান্ত্বনা-শীল, যাহার মধ্যমপ্রকার বল ও আয়ুঃ, যে মেধাবী, নিপুণ-বুদ্ধি, বিগৃহ্যবক্তা (যে সঙ্গত প্রতিবাদ করে), তেজস্বী এবং যুদ্ধে দুর্নিবার; নিদ্রাকালে যে কনক, পলাশ, কর্ণিকার, অগ্নি, বিদ্যুৎ বা উল্কা দর্শন করে, যে কখন ভয়ে নত হয় না, শরণাগত ব্যক্তিকে অভয় দান করে, কিন্তু শরণাগত না হইলে কঠোর ব্যবহার করে, এবং যে গমনকালে ব্যথিতের ন্যায় গমন করে, তাহাকে পিত্ত-প্রকৃতিক বলা যায়। পিত্ত প্রকৃতিক মনুষ্যের স্বভাব—সর্প, উলূক, গন্ধর্ব্ব, বিড়াল, বানর, ব্যাঘ্র, ভল্লূক এবং নকুল, এইসকল জন্তুর প্রকৃতির সমান।

শ্লেষ্ম-প্রকৃতিক।— যাহার বর্ণ দূর্ব্বা, ইন্দীবর, নিস্ত্রিংশ, আর্দ্র, অরিষ্ট, এবং শরকাণ্ডের ন্যায়, যে শ্রীমান্, প্রিয়দর্শন, মধুরপ্রিয়, কৃতজ্ঞ, ধৃতিমান্, সহিষ্ণু, লোভশূন্য, বলবান্ এবং চিরগ্রাহী (বিলম্বে বুঝিতে পারে) ও দৃঢ়বৈর (শত্রুতা-সাধনে সমর্থ), যাহার চক্ষু শুক্লবর্ণ, কিন্তু চক্ষুর প্রান্তভাগ ঈষৎ রক্তবর্ণ, কেশ স্থির, কুঞ্চিত ও কৃষ্ণবর্ণ, যে লক্ষ্মীমান; মেঘ, মৃদঙ্গ বা সিংহের ন্যায় যাহার শব্দ, নিদ্রিতাবস্থায় যে কমল, হংস ও চক্রবাক-আকীর্ণ মনোহর সরোবর দর্শন করে, যাহার সুন্দর গঠন, যে স্নিগ্ধদেহ, সত্ত্বগুণবিশিষ্ট, কষ্টসহিষ্ণু, গুরুজনের সম্মানকারী, দৃঢ়শাস্ত্রবুদ্ধিসম্পন্ন, ধনবান, বহুদানকারী এবং যে সর্ব্বদা ঠিক কথা বলে, সেই ব্যক্তি শ্লেষ্ম-প্রকৃতিক। শ্লেষ্মপ্রকৃতিক লোক, ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্র, বরুণ, সিংহ, অশ্ব, গজ, গো, বৃষ ও হংস,— ইহাদিগের অনুকারী হয়।

মিশ্র-প্রকৃতি।—দুইপ্রকার বা তিনপ্রকার প্রকৃতি মিলিত হইয়া সংসর্গিত প্রকৃতি জন্মে, তাহাও ঐসমস্ত লক্ষণদ্বারা নিরূপণ করিবে।

প্রকৃতি।—প্রকৃতির প্রকোপ, অন্যথা ভাব বা ক্ষয়, স্বভাবতঃ প্রায়ই হয় না; তবে যাহার আয়ুঃ শেষ হইয়াছে, তাহারই প্রকৃতি-বিকার হইয়া থাকে। যেমন বিষে যে কীট জন্মে, বিষকর্তৃক তাহার কোন অনিষ্ট হয় না, সেইরূপ প্রকৃতিকর্তৃক জীবের কোন মারাত্মক পীড়া জন্মিতে পারে না।

ভৌতিক প্রকৃতি।— কোন কোন পণ্ডিত ভূতভেদানুসারে মনুষ্যের প্রকৃতি নির্দ্দেশ করেন। তাহার মধ্যে বায়ু, অগ্নি ও জল, এই তিনপ্রকার প্রকৃতির বিষয় বলা হইয়াছে; অর্থাৎ বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা, এই তিনপ্রকার প্রকৃতিদ্বারা বায়ব, আগ্নেয় ও জলীয় এই তিনপ্রকার প্রকৃতির উল্লেখ আছে। পার্থিব-প্রকৃতি হইলে, দৃঢ়, বিপুল-শরীর ও ক্ষমাশীল হয়। আকাশীয় প্রকৃতি হইলে, শুচি ও চিরজীবী হয়, এবং ইহাদের কর্ণ ও নাসাদির ছিদ্র অপেক্ষাকৃত বড় হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মকায়।—শৌচ, আস্তিক্য, বেদাভ্যাস, গুরুপূজন, অতিথি-সৎকার-প্রিয়তা ও যজ্ঞ,—এইগুলি ব্রাহ্মকায়ের লক্ষণ।

মাহেন্দ্রকায়।—মহানুভবতা, শূরত্ব, প্রভুত্ব, শাস্ত্রজ্ঞতা এবং ভৃত্যভরণ করা,—এইগুলি মাহেন্দ্রকায়ের লক্ষণ।

বারুণকায়।—শীতল-সেবন, সহিষ্ণুতা, গাত্রবর্ণের পিঙ্গলতা, কেশের কপিলতা (নীলমিশ্রিত পীতবর্ণতা) ও প্রিয়বাদিতা,—এইগুলি বারুণকায়ের লক্ষণ।

কৌবেরকায়।—মধ্যস্থতা, সহিষ্ণুতা, অর্থের উপার্জ্জনে ও সঞ্চয়ে সামর্থ্য, এবং বহুসন্তানোৎপাদন-শক্তি—এইগুলি কৌবেরকায়ের লক্ষণ।

গান্ধর্ব্বকায়।—গন্ধ, মাল্য ও নৃত্যবাদ্যের প্রিয়তা, এবং বিহারশীলতা,—এইগুলি গন্ধর্ব্বকায়ের লক্ষণ।

যাম্যসত্ত্ব।—কার্য্য উপস্থিত হইবামাত্র তাহার সম্পাদন, স্থিরসঙ্কল্পে কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া, নির্ভয়, স্মৃতিমান্ ও শুচি হওয়া, এবং রাগ, মোহ, ভয় ও দ্বেষবর্জ্জিত হওয়া—এইগুলি যাম্যসত্ত্বের অর্থাৎ যমের ন্যায় প্রকৃতির লক্ষণ।

ঋষিসত্ত্ব।—জপ, ব্রত, ব্রহ্মচর্য্য, হোম, অধ্যয়ন ও জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন হওয়া,—এইগুলি ঋষিসত্ত্বের লক্ষণ। এইরূপে সপ্তপ্রকার সাত্ত্বিক কায়ের লক্ষণ বর্ণিত হইল। এক্ষণে ছয়প্রকার রাজসিক শরীর শ্রবণ কর।

অসুর-প্রকৃতি।—ঐশ্বর্য্যশালী, ভয়ঙ্কর, শূর, উগ্র, ঘৃণাকারী (সকলকে তুচ্ছ করা), একাহারী অর্থাৎ একাকী ভোজনকারী ও উদরপরায়ণ,—এইরূপ পুরুষকে অসুরের প্রকৃতিবিশিষ্ট বলে।

সর্প-প্রকৃতি।—তীক্ষ্ণ, পরিশ্রমী, ভীরু, উগ্র, মায়াবী, এবং বিহারে বা আচারে চঞ্চল,—এইরূপ পুরুষকে সর্পপ্রকৃতিবিশিষ্ট বলা যায়।

শাকুনিক-প্রকৃতি।—কামনাপূরণে তৎপর, অতিশয় ভোজনশীল, ক্রুদ্ধ-স্বভাব এবং চঞ্চল,—এইরূপ পুরুষকে শাকুনিক-প্রকৃতিবিশিষ্ট বলা যায়।

রাক্ষস-প্রকৃতি।—অতিশয় আগ্রহ, ভয়ঙ্করপ্রকৃতি, বাহিরে ধর্ম্ম-শীলতা, পরনিন্দাকারিতা, অতিশয় চঞ্চলতা ও অত্যন্ত তমোগুণ থাকিলে, তাহাকে রাক্ষস-প্রকৃতি বলা যায়।

পিশাচ-প্রকৃতি।—উচ্ছিষ্ট আহার করা, স্বভাবের তীক্ষ্ণতা, অতিমাত্র সাহসী হওয়া, নারী-কামনা ও নির্লজ্জতা,—এইগুলি পৈশাচিক প্রকৃতির লক্ষণ।

প্রেত-প্রকৃতি।—হিতাহিতজ্ঞানশূন্যতা, আলস্য, দুঃখশীলতা, অন্যের অসূয়াকারিতা ও লোলুপতা, এবং দান না করা, এইগুলি প্রেতপ্রকৃতির লক্ষণ।

এইরূপে ছয়প্রকার রাজসিক প্রকৃতির লক্ষণ বর্ণিত হইল। পশ্চাৎ তামসিক প্রকৃতির বিষয় কহিতেছি, শ্রবণ কর।

পাশব-প্রকৃতি।—দুষ্টবুদ্ধিতা, নিত্য স্বপ্নে মৈথুন এবং নিরাকরিষ্ণুতা অর্থাৎ প্রত্যাখ্যানকারিতা,—এইগুলি পাশব-প্রকৃতির লক্ষণ।

মৎস্য-প্রকৃতি।—চঞ্চলতা, মূর্খতা, ভীরুতা, অধিক জলাকাঙ্ক্ষা ও পরস্পর পীড়ন করা,—এইগুলি মৎস্যপ্রকৃতির লক্ষণ।

বনস্পতি-প্রকৃতি।—একস্থানে নিত্যবাস করিতে অনুরাগ, কেবল আহারে রতি এবং সত্বগুণ, ধর্ম্ম, কাম ও অর্থের হীনতা,—এইসকল বনস্পতি-প্রকৃতির লক্ষণ।

শরীরের প্রকৃতি আলোচনা করিয়া, তদুপযুক্ত চিকিৎসা করা আবশ্যক। ঐ সকল প্রকৃতি সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণ হইতে উৎপন্ন হয়; চিকিৎসক পূর্ব্বোক্ত লক্ষণসকল দ্বারা তাহার নির্ণয় করিবেন।

দশম অধ্যায়।

গর্ভিণী-ব্যাকরণ।

গার্ভণীর কর্ত্তব্য।—গর্ভিণী গর্ভগ্রহণের প্রথম দিবস হইতে হৃষ্টচিত্তা, শুচি, অলঙ্কৃতা, শুক্লবস্ত্রপরিধানা, এবং শান্তি, মঙ্গল, দেবতা, ব্রাহ্মণ ও গুরুপরায়ণা হইবেন। মলিন, বিকৃত কিংবা হীনগাত্র ও অঙ্গহীন ব্যক্তিকে স্পর্শ করিবেন না। দুর্গন্ধ বা দুর্দর্শনাদি এবং চিত্তের উদ্বেগকর আলাপ পরিত্যাগ করিবেন। শুষ্ক, পর্য্যুষিত, কুথিত (পচা), বা ক্লিন্ন অন্ন আহার করিবেন না। বাহিরে ভ্রমণ, শূন্যগৃহে বাস, এবং চৈত্য বা শ্মশান ও বৃক্ষতলে আশ্রয় করিবেন না। ক্রোধ বা ভয়ের বশবর্ত্তিনী হইবেন না। ভারবহন বা উচ্চৈঃস্বরে বাক্য-কথন প্রভৃতি যাহাতে গর্ভনাশ হয় এবং গর্ভাবক্রান্তি শরীরাধ্যায়ে বর্ণিত মৈথুন-বর্জনাদি সমস্ত পরিত্যাগ করিবেন। সর্ব্বদা তৈলাদি মর্দ্দন, অথবা পরিমিত

শারীরিক পরিশ্রম করিবেন। তাঁহার শয্যা ও আসন কোমল হইবে এবং অতি-শয় উচ্চ বা কোনপ্রকার কষ্টজনক হইবে না। তিনি মধুর, মুখপ্রিয়, দ্রবপ্রায় (তরল), স্নিগ্ধ ও অগ্নিকর, সংস্কৃত-দ্রব্যসমূহ আহার করিবেন। এইসকল নিয়ম সামান্যতঃ প্রসবকাল পর্য্যন্ত পালন করিবেন।

বিশেষ নিয়ম।—গর্ভিণী, প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় মাসে মধুর, শীতল ও তরল দ্রব্য আহার করিবেন। বিশেষতঃ তৃতীয় মাসে ষাটধান্যের অন্ন, দুগ্ধের সহিত আহার করিবেন। কেহ কেহ বলেন, চতুর্থমাসে দধির সহিত, পঞ্চম মাসে দুগ্ধের সহিত ও ষষ্ঠমাসে ঘৃতের সহিত ঐ অন্ন ভোজন করিবেন। চতুর্থমাসে দুগ্ধ ও নবনীতসংযুক্ত আহার করিবেন এবং জাঙ্গল-পশুর মাংসরসের সহিত মুখপ্রিয় অন্ন ভোজন করিবেন। পঞ্চম মাসে দুগ্ধ ও ঘৃতসংযুক্ত আহার এবং ষষ্ঠ মাসে গোক্ষুরের কাথসিদ্ধ ঘৃত অথবা যবের মণ্ড পান করিবেন। সপ্তমমাসে পৃথক্‌পর্ণী (চাকুলে) প্রভৃতির কাথসিদ্ধ ঘৃত পান করিবেন। এইসকল নিয়মে গর্ভ হৃষ্ট-পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হয়। অষ্টমমাসে বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, শতপুষ্পা (শুলফাঃ), মাংস, দুগ্ধ, দধির মস্তু (মাত), তৈল, লবণ, মদন-ফল, মধু ও ঘৃত একত্র মিশ্রিত করিয়া, বদরোদকের (পুরাতন কুল গুলিয়া সেই জলের) সহিত আস্থাপন অর্থাৎ পিচকারী গ্রহণ করিবেন। তাহাতে সঞ্চিত পুরীষের শুদ্ধি হয় ও বায়ুর অনুলোম হইয়া থাকে। তদনন্তর দুগ্ধ ও মধুরগণোক্ত দ্রব্যের কাথের সহিত তৈল মিশ্রিত করিয়া পিচকারী প্রয়োগে গর্ভিণীর বিরেচন করাইবে। ইহাতে বায়ুর অনুলোম হইলে, গর্ভিণী সুখে ও নিরুপদ্রবে প্রসব করিতে পারে। অনন্তর প্রসব না হওয়া পর্য্যন্ত স্নিগ্ধ অর্থাৎ ঘৃত-তৈলাদি সংস্কৃত যবাগূ এবং জাঙ্গলমাংসের রস গর্ভিণীকে সেবন করিতে দিবে। ইহাতে গর্ভিণী স্নিগ্ধা ও বলবতী হইয়া, নির্ব্বিঘ্নে প্রসব করিতে পারে। তৎপরে নবমমাসে প্রশস্তদিবসে গর্ভিণীকে সূতিকাগৃহে প্রবেশ করাইবে।

সূতিকা-গৃহ।—সূতিকাগৃহ-নির্ম্মাণ-বিষয়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের ও শূদ্রের যথাক্রমে শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণবর্ণ ভূমি প্রশস্ত। সূতিকাগারে বিল্ব, বট, তিন্দুক ও ভল্লাতক, এই চারিপ্রকার কাষ্ঠের উক্ত চারিবর্ণের যথাক্রমে পর্য্যঙ্ক (খাট) নির্ম্মাণ করাইবে। সেই আগারের ভিত্তি লেপন করিবে। তাহার দ্বার পূর্ব্ব অথবা দক্ষিণ দিকে হইবে, গৃহ দৈর্ঘ্যে আট হাত ও প্রস্থে চারি হাত হইবে, এবং রক্ষা মন্ত্রাদিদ্বারা মঙ্গলসম্পন্ন হইবে।

প্রসবকাল।—কুক্ষিদেশ শিথিল ও হৃদয়ের বন্ধন মুক্ত হইলে, এবং উরুদ্বয় বেদনাবিশিষ্ট হইলে, প্রসবকাল উপস্থিত জানিবে। কটীতে ও পৃষ্ঠদেশের চতুর্দ্দিকে বেদনা, মুহুর্মুহুঃ মলমূত্রের প্রবৃত্তি, এবং অপত্যপথ হইতে শ্লেষ্মার নিঃসরণ হইতে থাকিলে, প্রসব আসন্ন বলিয়া জানিবে।

কর্ত্তব্য।—প্রসবকালে মঙ্গলকার্য্য ও স্বস্তিবাচন করিবে। শিশুগণ প্রসবিনীর চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া থাকিবে এবং প্রসবিনী সমস্ত পুংলিঙ্গ নামের ফল হস্তে করিয়া থাকিবে। সেই সময়ে গর্ভিণীকে তৈল মাখাইয়া, উষ্ণোদক পরিষেচন পূর্ব্বক প্রচুরপরিমাণে যবের মণ্ড কণ্ঠ পর্য্যন্ত পান করাইবে।

প্রসবিনীর শয়নাদি।—তদনন্তর প্রসবিনী, মৃদু কোমল ও বিস্তৃত শয্যায়, উপাধানে (বালিশে) শিরঃস্থাপন পূর্ব্বক চিৎ হইয়া শয়ন ও উরুদ্বয় কিঞ্চিৎ উন্নত করিয়া রাখিবে। গর্ভিণী যাহাদিগকে লজ্জা ভয় না করে, সেইরূপ এবং প্রসব-কার্য্যে নিপুণ চারিটী পরিণতবয়স্ক স্ত্রীলোক, নখচ্ছেদন পূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে তাহার পরিচারণ করিবে। অনন্তর সেই শুশ্রূষাকারিণী চারিটী ধাত্রীর মধ্যে কেহ গর্ভিণীর অপত্যপথে অনুলোমভাবে (উপর হইতে নিম্নে) তৈল মর্দ্দন করিতে করিতে বলিবে, "হে সুভগে! বেদনা বোধ হইলেই প্রবাহণ কর (কোঁথ পাড়)।" তদনন্তর গর্ভনাড়ীর বন্ধন শিথিল হইলে, কটি, কুঁচকি, বস্তি ও শিরোদেশ বেদনাবিশিষ্ট হইলে, ক্রমে ক্রমে অধিক প্রবাহণ করিবে; এবং গর্ভ যোনিমুখে সমাগত হইলে, অধিকতর প্রবাহণ করিতে থাকিবে।

অকাল-প্রবাহণ।—অকালে প্রবাহণ করিলে, শিশু বধির, মূক, ব্যস্ত-হনু (গালের অস্থি বাঁকা হওয়া) এবং মস্তকের অভিঘাত হয়; অথবা কাস, শ্বাস, শোষ প্রভৃতি রোগগ্রস্ত কিংবা কুব্জ বা বিকটাকার সন্তান জন্মিয়া থাকে। সন্তান বিপরীতভাবে গর্ভমধ্যে থাকিলে, তাহাকে সাবধানে সরলভাবে আনিয়া, প্রসব করাইবে।

গর্ভসঙ্গ ও তাহার প্রতিকার।—গর্ভসঙ্গ হইলে, অর্থাৎ গর্ভ সহজে নিঃসৃত না হইলে, কৃষ্ণসর্পের (কেউটে সাপের) খোলস ও পিণ্ডীতক (ময়নাফল) অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া, প্রসবদ্বারে ধূম প্রয়োগ করিবে; কিংবা হিরণ্য-পুষ্পের (বিষলাঙ্গলিয়া), সুবর্চ্চলা (অতসী) ও বিশল্যার (পাটলার) মূল গর্ভিণীর হস্তে ও পদে বাঁধিয়া দিবে।

প্রসবান্তে কর্ত্তব্য।—প্রসব হইলে, কুমারের জরায়ুনাড়ী অপনয়ন পূর্ব্বক তাহার মুখ ঘৃত ও সৈন্ধবদ্বারা বিশোধিত করিবে, মূর্দ্ধদেশে ঘৃতাক্ত [illegible] খণ্ড প্রধান করিবে। পরে সূত্রদ্বারা নাভিনাড়ীর অষ্টাঙ্গুল উপরে বন্ধন [illegible] ছেদন করিবে এবং সেই সূত্রের কিয়দংশ কুমারের গ্রীবাদেশে বন্ধন ক[illegible] দিবে। অনন্তর কুমারকে শীতল জলদ্বারা আশ্বাসিত করিয়া, জাতকর্ম্ম সমাপন পূর্ব্বক, মধু, ঘৃত, অনন্তমূল ও ব্রাহ্মীরসের সহিত স্বর্ণচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া, অনামিকা অঙ্গুলিদ্বারা তাহাকে লেহন করাইবে। পরে বলা-তৈল মাখাইয়া, ক্ষীরী-বৃক্ষের ক্বাথে, সকল গন্ধদ্রব্যবিশিষ্ট জলে, অথবা রৌপ্য ও স্বর্ণের সহিত জল তপ্ত করিয়া সেই জলে, কিংবা ঈষৎ উষ্ণ কপিত্থপত্রের ক্বাথে, দোষ কাল ও অবস্থা বিবেচনা করিয়া স্নান করাইবে।

প্রসূতার শুশ্রূষা।—তিন রাত্রি বা চারি রাত্রির পরে হৃদয়স্থ ধমনীর পথ পরিষ্কৃত হইলে, প্রসূতার স্তনে দুগ্ধ প্রবর্ত্তিত হয়। অতএব প্রথম দিবসে অনন্তমূল-মিশ্রিত ঘৃত ও মধু, প্রাতঃকালে মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে পান করাইবে এবং দ্বিতীয় দিবসে ও তৃতীয় দিবসে লক্ষণার ক্বাথসহ ঘৃত পান করাইবে। তদনন্তর শিশুর করতলপরিমিত ঘৃত ও মধু দিবসে দুইবার পান করিতে দিবে।

ঔষধাদি।—তদনন্তর প্রসূতাকে বেড়েলার তৈল পান করাইয়া, বায়ু-শান্তিকর ঔষধ পান করাইবে। কোনপ্রকার দোষ থাকিলে, সেই দিবস অর্থাৎ পঞ্চমদিবসে পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, গজপিপ্পলী, চিতামূল ও শৃঙ্গবের (আদা), এই সকলের চূর্ণ উষ্ণ গুড়োদকের (গুড়ের জলের) সহিত পান করাইবে। এইরূপ নিয়ম দুই দিন বা তিন দিন অথবা যাবৎ দূষিত শোণিত * সংশোধিত না হয়, তাবৎ অবলম্বন করিবে। তদনন্তর শোণিত সংশোধিত হইলে, বিদারিগন্ধাদির ক্বাথ ও ঘৃতসহ সিদ্ধ যবাগূ অথবা দুগ্ধের সহিত যবের মণ্ড তিনদিন পান করাইবে। তৎপরে বল ও অগ্নি বিবেচনা করিয়া, যব, কোল ও কুলথ-কলাইয়ের ক্বাথের সহিত এবং মাংসের সহিত অন্ন ভোজন করাইবে। এইরূপে দেড়মাস গত হইলে, শরীর সংশোধিত হইয়া সূতিকা হইতে উত্তীর্ণ হইলে, আহারের ও

---

* প্রসূতার শোণিত কৃষ্ণবর্ণ থাকিলে, তাহাকে দূষিত বলা যায়। বিশুদ্ধ শোণিতের বর্ণ অলক্তকের ন্যায়।

আচারের নিয়ম পরিত্যাগ করিবে। এই দেড়মাসকাল সূতিকাবস্থা; কেহ কেহ পুনর্ব্বার আর্ত্তব নিঃসরণ না হওয়া পর্য্যন্ত কালকে সূতিকাবস্থা বলেন।

বিধি ও নিষেধ।—জাঙ্গল প্রদেশে সূতিকাবস্থায় বলবতী স্ত্রীদিগকে উপযুক্ত পরিমাণে ঘৃত পান করাইয়া, পিপ্পল্যাদির কাথ (পূর্ব্বপৃষ্ঠায় যেরূপ বলা হইয়াছে) পান করাইবে; এবং বলহীন হইলে, কেবল যবের মণ্ড তিন রাত্রি অথবা পঞ্চরাত্রি পান করাইবে। তদনন্তর (পঞ্চম দিবসের পর) ঘৃতযুক্ত অন্ন ভোজন করাইবে, এবং সর্ব্বদা প্রচুরপরিমাণে উষ্ণজল শরীরে সেচন করিবে। ক্রোধ, পরিশ্রম, ও মৈথুন প্রভৃতি সূতিকাবস্থায় পরিত্যাগ করিবে।

মিথ্যা-আহারের দোষ।—মিথ্যা আহার-বিহার দ্বারা সূতিকাবস্থায় যে রোগ জন্মে, তাহা কষ্টসাধ্য, অথবা প্রসূতার ক্ষীণতা বশতঃ সেইসকল রোগ অসাধ্য হইয়া থাকে। অতএব দেশ, কাল, ব্যাধি ও অভ্যাস পরীক্ষা করিয়া, বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক সূতিকাবস্থায় চিকিৎসা করিবে।

অন্যান্য রোগ ও চিকিৎসা।—প্রসবের পর অপরা বা অমরা অর্থাৎ ফুল যথাসময়ে পতিত না হইলে, প্রসূতার মল-মূত্ররোধ ও উদরের আধ্মান জন্মে। অতএব প্রসবান্তে অঙ্গুলিতে চুল জড়াইয়া, তাহার কণ্ঠদেশ মার্জ্জিত করিবে, কটুকা (তিৎলাউ), কৃতবেধন (কোষাতকী) সর্ষপ ও সাপের খোলস, কটু (সর্ষপের) তৈলসহ মিলিত করিয়া, তদ্দ্বারা যোনিমুখে ধূম প্রদান করিবে। অথবা লাঙ্গলীমূলের কাথ বা কল্ক তাহার করতলে ও পদতলে লেপন করিবে, কিংবা মস্তকের ব্রহ্মতালুতে মহাবৃক্ষের (মনসার) ক্ষীর সেচন করিবে; অথবা কুড় ও লাঙ্গলীমূলের কল্ক ও মদ্য গোমূত্রের সহিত প্রসূতাকে পান করাইবে। শালি-মূলের কল্ক ও পূর্ব্বোক্ত পিপ্পল্যাদির কল্ক মদ্যের সহিত; কিংবা শ্বেতসর্ষপ, কুড়, লাঙ্গলী ও মহাবৃক্ষের ক্ষীর (আঠা) এইসকল দ্রব্য মদ্যের মণ্ডের সহিত মিশ্রিত করিয়া, তাহাদ্বারা আস্থাপন করিবে; অথবা এইসকল কাথের সহিত শ্বেতসর্ষপের তৈল বা কোনপ্রকার স্নিগ্ধদ্রব্য মিশ্রিত করিয়া, যোনিদ্বারে তাহার পিচকারী দিবে। অথবা নখ কর্ত্তন করিয়া হস্তদ্বারা ফুল টানিয়া বাহির করিবে।

প্রসবান্তে মক্কল্লশূল।—প্রসবের পর স্ত্রীলোকের শরীর রুক্ষ থাকে; তৎকালে অধিক তীক্ষ্ণক্রিয়া প্রযুক্ত হইলে, শোণিত বিশুদ্ধ না হইয়া, স্থানগত বায়ুদ্বারা নাভির অধোভাগে রুদ্ধ হইয়া পড়ে এবং পার্শ্বে ও বস্তিদেশে অথবা

বস্তির উপরিভাগে গ্রন্থি জন্মায়। তাহাতে নাভি, বস্তি ও উদরদেশে বেদনা জন্মিয়া সূচীদ্বারা বিদ্ধ, ভিন্ন বা বিদীর্ণ হওয়ার ন্যায় পক্কাশয়ে যাতনা বোধ হয়; এবং উদরদেশে আধ্মান ও মূত্ররোধ হয়। ইহার নাম মক্কল্লশূল। ইহাতে বীরতরু-আদিগণের ক্কাথে ঊষকাদি চূর্ণ প্রক্ষেপ করিয়া পান করাইবে, অথবা ঘৃতের সহিত যবক্ষারচূর্ণ, কিংবা উষ্ণজলের সহিত লবণচূর্ণ, কিংবা পিপ্পল্যাদির ক্কাথের সহিত পিপ্পল্যাদিচূর্ণ, অথবা মস্তুমণ্ডের সহিত বরুণাদি ক্কাথ, কিংবা পঞ্চকোল ও এলাইচের চূর্ণসহ পৃথক্‌-পর্ণ্যাদির ক্কাথ বা ভদ্র-দারু ও মরিচ-সংযুক্ত পুরাতন গুড়, অথবা ত্রিকটু, চতুর্জাতক ও কুস্তুম্বুরু (ধ'নে) চূর্ণ মিশ্রিত পুরাতন গুড় সেবন করাইবে, অথবা অভয়াদি-অরিষ্ট পান করাইবে। ইহাদ্বারা মক্কল্ল-শূল বিনষ্ট হইয়া থাকে।

শিশুর শুশ্রূষা।—বালককে ক্ষৌমবস্ত্রে আচ্ছাদিত রাখিবে, ও ক্ষৌম বস্ত্রের শয্যাতে শয়ন করাইবে। পীলু, বদরী, নিম্ব ও পরূষক, এইসকলের শাখা দ্বারা বীজন করিবে এবং তৈলে বস্ত্রখণ্ড বা তুলা ভিজাইয়া, সর্ব্বদা তাহার তালু-দেশে প্রয়োগ করিবে। বচাদি রক্ষোঘ্ন দ্রব্যের ধূম প্রদান করিবে। বালকের হস্ত, পদ, মস্তক ও গ্রীবাদেশে রক্ষা বন্ধন করিবে। শয্যাতেও তিল, তিসি ও সর্ষপের কণা বিকীর্ণ করিবে। গৃহে অগ্নি প্রজ্বালিত রাখিবে এবং ব্রণরোগোক্ত নিয়মসকল অবলম্বন করিবে।

নামকরণ।—তদনন্তর দশমদিবসে মাতা ও পিতা স্বস্তি-বাচন পূর্ব্বক, আপনাদিগের অভিপ্রায় অনুসারে অথবা নক্ষত্রের নামানুসারে বালকের নামকরণ করিবেন।

ধাত্রী-নির্ব্বাচন।—অতঃপর ধাত্রী নিযুক্ত করিতে হইলে, আপনার স্বজাতীয়া, মধ্যমপরিমাণা, মধ্যবয়স্কা, শীলবতী, ধীরা, লোভহীনা, মধ্যমশরীরা, নির্দ্দোষদুগ্ধা, অলম্বৌষ্ঠী (যাহার ওষ্ঠ লম্বিত নহে), অলম্বোর্দ্ধস্তনী (যাহার স্তন লম্বিত বা ঊর্দ্ধমুখ নহে), অব্যসনিনী (যে ক্রীড়ায় আসক্তা নহে), জীবদ্বৎসা (যাহার পুত্র জীবিত আছে), দুগ্ধবতী, বৎসলা (যাহার অপত্যস্নেহ আছে), অক্ষুদ্র-কর্ম্মিণী (যে সামান্য কর্ম্মে আসক্তা না হয়), সদ্বংশজাতা, সদ্‌গুণ-বিশিষ্টা এবং শ্যামা ও অরোগিণী,—এইরূপ ধাত্রী বালকের বলবৃদ্ধির নিমিত্ত ও স্তন্যদানার্থ নিযুক্ত করিবে।

স্তন্যপান। স্তনের বোঁটা উর্দ্ধমুখ হইলে, বালকের হাঁ বড় হয়। স্তন লম্বিত হইলে বালকের নাসিকা ও মুখ আচ্ছাদিত হইয়া প্রাণবিনাশের সম্ভাবনা। নিয়োজিতা ধাত্রী প্রশস্ততিথিতে স্নান করিয়া নববস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক, পূর্ব্বমুখে বসিয়া, বালকের মস্তক উত্তরদিকে রাখিয়া ক্রোড়ে ধারণ করিবে। পরে দক্ষিণ স্তন ধৌত করিয়া, ঈষৎ দুগ্ধ নিঃসারণ এবং নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক, সেই স্তন পান করাইবে :—

"চত্বারঃ সাগরাস্তুভ্যং স্তনয়োঃ ক্ষীরবাহিনঃ।
ভবন্তু সুভগে নিত্যং বালস্য বলবৃদ্ধয়ে॥
পয়োঽমৃতরসং পীত্বা কুমারস্তে শুভাননে।
দীর্ঘমায়ুরবাপ্নোতু দেবাঃ প্রাশ্যামৃতং যথা॥"

হে সুভগে, বালকের বলবৃদ্ধির জন্য চারি সাগর তোমার স্তনদ্বয়ে নিত্য দুগ্ধ বহন করুক। হে শুভাননে, দেবতারা যেরূপ অমৃত পান করিয়া দীর্ঘায়ুঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অমৃতরসের স্বরূপ তোমার স্তন্য পান করিয়া, কুমারও সেইরূপ দীর্ঘায়ুঃ প্রাপ্ত হউক।

ইহার অন্যথাচরণ করিলে, প্রকৃতি-বিরুদ্ধ-ভাব-প্রযুক্ত ধাত্রীর স্তন্যপানে বালকের রোগ জন্মে। প্রথমে স্তন্য নিঃসারণ করিয়া ফেলিয়া না দিলে, স্তন স্তব্ধ ও দুগ্ধপূর্ণ থাকা প্রযুক্ত পান করিবার কালে বালকের গলনলীতে অধিক পরিমাণে স্তন্য প্রবেশ করিয়া, কাস, শ্বাস ও বমি জন্মায়। অতএব উক্তপ্রকারে স্তন্য পান করাইবার কালে অগ্রে কিছু দুগ্ধ গালিয়া ফেলিয়া, পরে পান করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য।

স্তন্য-উৎপাদন।—ক্রোধ, শোক, এবং অপত্য-স্নেহের অভাব এই সকল কারণে স্তন্যসঞ্চারের বাধা ঘটে, অতএব স্ত্রীলোকের স্তনে দুগ্ধ জন্মিবার জন্য (প্রসূতির অথবা ধাত্রীর) প্রফুল্লতা জন্মান কর্ত্তব্য; এবং যব, গোধূম, শালি বা ষাট্‌ধান্যের অন্ন, মাংসরস, সুরা, সৌবীরক, পিণ্যাক (তিলবাঁটা), লশুন, মৎস্য, কেশুর, পানিফল, মৃণাল, ভূমি-কুষ্মাণ্ড, যষ্টিমধু, শতমূলী, অলাবু ও কলমী-শাক প্রভৃতি তাহাকে সেবন করান আবশ্যক।

স্তন্যের পরীক্ষা।—স্তন্য জলে নিক্ষেপ করিলে, যদি তাহা শীতল, নির্ম্মল ও পাতলা এবং শঙ্খের ন্যায় শ্বেতবর্ণ ও জলের সহিত একত্রীভূত হয়,

অর্থাৎ ফেনিল বা সূতার মত না হয় ও না ভাসিয়া উঠে বা মগ্ন হয়, তবে তাহাকে বিশুদ্ধ স্তন্য বলা যায়। তদ্দ্বারাই কুমারের শরীর ও বল বৃদ্ধি পায়। গর্ভিণী ক্ষুধিতা, শোকার্ত্তা, শ্রান্তা, দূষিতধাতু, জ্বরিতা, অতিশয় ক্ষীণা, বা অতিস্থূলা হইলে, কিংবা প্রচুরপরিমাণে অম্লজনক ভক্ষ্য অথবা বিরুদ্ধ আহার ভোজন করিলে, এইসকল অবস্থায় স্তন্যপান করাইবে না। অজীর্ণরোগে বালকের পক্ষে ঔষধ বিধেয় নহে, তাহাতে তীব্র রোগের উৎপত্তি হয়।

স্তন্যের দোষ।—গুরুতর ভোজন অথবা বিপরীত দোষজনক ভোজন দ্বারা শরীরে কোন দোষ কুপিত হইলে, ধাত্রীর স্তন্য দূষিত হয়। মিথ্যা আহার ও বিহার দ্বারা স্ত্রীলোকের দেহে বায়ু, পিত্ত প্রভৃতি কুপিত হইলেও স্তন্য দূষিত হইয়া থাকে। সেই দূষিত স্তন্য পান করিলে, বালকের পীড়া জন্মে। অভিজ্ঞ চিকিৎসক বালকের রোগ-পরীক্ষাবিষয়ে বিশেষরূপে অনুধাবন করিবেন। বালকের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগত রোগ হইলে, সেই স্থান তাহারা মুহুর্মুহুঃ স্পর্শ করে, এবং স্পর্শ করিয়া বা সেই স্থান অন্য কেহ স্পর্শ করিলে, কাঁদিতে থাকে। শিরোগত দোষ হইলে, শিশু মস্তক সরলভাবে স্থির রাখিতে পারে না এবং চক্ষু নিমীলিত করিয়া থাকে। বস্তিগত রোগ হইলে, মূত্ররোধ, তৃষ্ণা ও মূর্চ্ছা দেখা দেয়। কোষ্ঠরোধে, বিবর্ণতা, বমি, আধ্মান ও অন্ত্রকূজন উপস্থিত হয় এবং শরীরের সর্ব্বস্থানগত রোগ হইলে, শিশু সর্ব্বদাই ক্রন্দন করিতে থাকে।

ধাত্রীর ও বালকের চিকিৎসা।—চিকিৎসিত স্থানে যে রোগে যে যে প্রকারের ঔষধের কথা বলা হইয়াছে, শিশুদিগেরও সেই সেই ব্যাধিতে, শিশু কেবল দুগ্ধপায়ী হইলে, মৃদু (অতীক্ষ্ণ) ও অচ্ছেদনীয় (কফ ও মেদের নাশকারী নহে) ঔষধ যথাবিহিত মাত্রায় দুগ্ধ ও ঘৃতসহ, শিশুকে এবং ধাত্রীকে সেবন করাইবে। শিশু দুগ্ধান্নভোজী হইলেও, শিশু ও ধাত্রী উভয়কেই ঔষধ সেবন করাইতে হয়; কিন্তু কেবল অন্নভোজী হইলে, শুধু বালককেই ঔষধ সেবন করান আবশ্যক।

শিশুদিগের ঔষধের মাত্রা।—দুগ্ধপায়ী শিশুর একমাসের অধিক বয়স হইলে, অঙ্গুলির দুইপর্ব্বে যে পরিমাণে দুগ্ধ ও ঘৃতমিশ্রিত ঔষধ ধরে, তাহাই সেবন করিতে দিবে। শিশু দুগ্ধান্নভোজী হইলে, কুল-আঁটিপ্রমাণ কল্ক-

ঔষধ সেবন করাইবে। বালক কেবল অন্নাহারী হইলে, কুল-প্রমাণ কল্ক ঔষধ সেবন করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য।

শিশু-চিকিৎসা।—জ্বরাদিরোগসমূহে যেসকল ঔষধের উল্লেখ আছে, শিশুদিগেরও সেইসকল ব্যাধিতে সেইসমস্ত ঔষধের কল্ক পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা ধাত্রীর বা প্রসূতির স্তন লেপন করিয়া, শিশুকে স্তন্য পান করাইবে। বাতজ পিত্তজ ও কফজনিত জ্বরে উক্ত নিয়মে একদিন, দুইদিন বা তিনদিন পর্য্যন্ত ঔষধ সেবন করাইতে হয়। স্তন্যপায়ী শিশুর পক্ষে ঘৃত-অনুপান হিতকর এবং ক্ষীরান্নভোজী ও অন্নভোজী শিশুর পক্ষে প্রয়োজনানুরূপ অনুপান ব্যবস্থা করিতে হয়। শিশুর জ্বর হইলে কদাচ স্তন্য পান করাইবে না; এবং যে যে অবস্থায় বিশেষ অনিষ্টের আশঙ্কা, সেইসকল অবস্থা ব্যতীত শিশুকে কদাচ জোলাপ, পিচকারী বা বমন প্রয়োগ করিবে না; শিশুর মস্তলুঙ্গ (মাথার ঘি) ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, বায়ুকর্ত্তৃক উহার তালুদেশের অস্থি নামিয়া পড়ে এবং তাহাতে শিশুর তৃষ্ণা ও ম্লানতা জন্মে; তদবস্থায় কাকোল্যাদি মধুরগণীয় দ্রব্যের সহিত ঘৃত পাক করিয়া পান ও অভ্যঙ্গরূপে প্রয়োগ করিবে এবং শীতল-জলের ঝাপটা দ্বারা উদ্বেজিত করিবে। বায়ুদ্বারা শিশুর নাভিদেশ বেদনার সহিত আধ্মাত (স্ফীত) হইলে, তাহাকে তুণ্ডি নামক রোগ বলা যায়। বায়ুনাশক স্নেহ, স্বেদ বা প্রলেপদ্বারা এই তুণ্ডি রোগের চিকিৎসা করিবে। শিশুদিগের গুহ্যদেশ পাকিলে, তাহাতে পিত্তঘ্ন ক্রিয়া করিবে এবং বিশেষতঃ পান ও প্রলেপরূপ রসাঞ্জন প্রয়োগ করিবে।

অন্যবিধ।—শ্বেতসর্ষপ, বচ, জটামাংসী, পয়স্যা (অর্কপুষ্প), আপাঙ্, শতাবরী, অনন্তমূল, ব্রাহ্মীশাক, পিপুল, হরিদ্রা, কুড় ও সৈন্ধব-লবণ, এইসকল দ্রব্যের সহিত ঘৃত পাক করিয়া, উপযুক্তমাত্রায় প্রত্যহ দুগ্ধপায়ী শিশুকে পান করিতে দিবে। যষ্টিমধু, বচ, পিপুল, চিতা, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া, এই সকল দ্রব্যের সহিত ঘৃত পাক করিয়া, সেই ঘৃত প্রত্যহ উপযুক্তমাত্রায় দুগ্ধান্নভোজী শিশুকে পান করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য।

বেল, শোণা, পারুল, গণিয়ারী, গাম্ভারী, চাকুলে, গোক্ষুর, শালপাণী, কণ্টকারী, বৃহতী, দুগ্ধ, তগরপাদুকা, দেবদারু, মরিচ, মধু, বিড়ঙ্গ, দ্রাক্ষা, ব্রহ্মীশাক ও থানকুণী, এইসকল দ্রব্যের সহিত ঘৃত পাক করিয়া, প্রতিদিন উচিত মাত্রায় অন্নভোজী বালককে সেবন করাইবে।

উক্ত তিনপ্রকার ঘৃত শিশুদিগের পূর্ব্বোক্ত তিনটী অবস্থায় যথাক্রমে সেবন করাইলে, তাহাদের স্বাস্থ্য, বল, মেধা ও আয়ুঃ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

শিশুচর্য্যাবিধি।—সর্ব্বদা শিশুর স্পর্শসুখ গ্রহণ করিবে, অর্থাৎ সর্ব্বদাই তাহাকে কোলে লইয়া শিষ্টালাপাদি দ্বারা আদর করিবে। বালককে তর্জ্জন বা সহসা জাগরিত করিবে না; কারণ, তাহাতে শিশুর অন্তরে ত্রাস জন্মিবার সম্ভাবনা। শিশুকে তাহার অজ্ঞাতসারে সহসা কোলে করিবে না, উচ্চ স্থানে তুলিবে না; কারণ তাহাতে বালক কুব্জ হইতে পারে এবং শিশুকে সর্ব্বদা মনোমত খেলানাদি দিয়া প্রফুল্ল রাখিবে। এইরূপে শিশুর মন সর্ব্বদা নিরুদ্বেগ থাকিলে, শিশু দিন দিন বর্দ্ধিত, হৃষ্ট-পুষ্ট, নীরোগ ও প্রসন্নচিত্ত হইয়া থাকে। শিশুকে বায়ু, রৌদ্র, বিদ্যুৎপ্রভা, বৃক্ষ, লতা, শূন্যগৃহ, নিম্নস্থান, গৃহের ছায়া (ঘরের ছাঁচ) ও দুষ্টগ্রহের উপদ্রব হইতে নিরন্তর রক্ষা করিবে।

অপবিত্র আকাশ (শূন্য), বিষম (উচ্চনীচ—বন্ধুর), উষ্ণ, বায়ুপ্রবাহিত, বর্ষাকালে অনাবৃত, ধূলিসমাকীর্ণ, ধূমাচ্ছন্ন ও জলার্দ্র, এইপ্রকার স্থানসমূহে শিশুকে রাখা উচিত নহে।

স্তন্যাভাবে অন্য দুগ্ধ।—শিশুকে যতদিন পর্য্যন্ত দুগ্ধ পান করান উচিত, সেইসময়ের মধ্যে স্তন্যের অভাব হইলে, স্তনদুগ্ধের সমগুণহ প্রযুক্ত ছাগ-দুগ্ধ বা গব্যদুগ্ধ পান করিতে দিবে।

অন্নপ্রাশন।—ছয় মাসের পর হইতে শিশুকে লঘুপাক ও হিতকর অন্ন আহার করিতে দিবে। শিশুকে সর্ব্বদাই অবরোধ (অন্তঃপুরে বা পরিজন দ্বারা পরিবৃতাবস্থায়) রাখিবে এবং নিরন্তর অতীব যত্নসহ গ্রহ-উপসর্গ হইতে রক্ষা করিবে।

গ্রহাবিষ্ট শিশুর লক্ষণ।—অকারণে শিশু উদ্বিগ্ন (ছটফটে) হইলে, বা রোদন করিলে, ক্ষণে ক্ষণে ভয়ে চমকিয়া উঠিলে, অজ্ঞান হইলে, নখ ও দন্ত দ্বারা ধাত্রীকে ও নিজের শরীর দংশন করিতে থাকিলে, ভ্রূদ্বয় বিক্ষিপ্ত করিলে, ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া থাকিলে, ফেন বমি করিলে, অন্যায় কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলে, অপক্ব মল ভেদ হইলে, তাহার স্বর ক্ষীণ ও কাতর হইলে রাত্রিতে না ঘুমাইলে, দুর্ব্বল হইলে, অঙ্গ ম্লান হইলে, শরীরে মৎস্য, ছুঁচা বা ছারপোকার ন্যায়

গন্ধ বাহির হইলে, এবং সে পূর্ব্বের ন্যায় স্তন্য পান না করিলে, তাহাকে গ্রহাবিষ্ট বলিয়া জানিবে।

বিদ্যাশিক্ষা।—বালককে বিদ্যার্জ্জননিমিত্ত ক্লেশ সহ্য করিতে সমর্থ বলিয়া বোধ হইলে, তাহাকে যথাবর্ণ—অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হইলে বেদ, ক্ষত্রিয় হইলে দণ্ডনীতি এবং বৈশ্য হইলে বার্ত্তা (কৃষি-বিষয়ক) বিদ্যা শিক্ষা করাইতে আরম্ভ করিবে।

বিবাহ।—পিতৃকর্ম্ম (শ্রাদ্ধাদি), ধর্ম্মকর্ম্ম (যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান), অর্থ (সুবর্ণাদি ঐশ্বর্য্য), কাম (স্ব স্ব বিষয়সমূহে ইন্দ্রিয়সমূহের আনুকূল্যার্থ প্রবৃত্তি), প্রজা অর্থাৎ পুত্র-পৌত্রাদি, এইসকল প্রাপ্তির জন্য, দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকার সহিত পঞ্চবিংশতিবর্ষীয় পুত্রের বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য।

নিষিদ্ধগর্ভাধান।—পঞ্চবিংশতি বর্ষের কম বয়স্ক পুরুষ কর্ত্তৃক পঞ্চদশবর্ষীয়া নারীর গর্ভ হইলে, সেই গর্ভ কুক্ষিতে থাকিয়াই নষ্ট হয় অর্থাৎ গর্ভস্রাব হইয়া যায় এবং যদ্যপি সেই গর্ভে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তবে সেই শিশু ২।৪ দিনের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আর যদি সেই সন্তান জীবিত থাকে, তাহা হইলে তাহার সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। অতএব স্ত্রীর অত্যন্ত বালিকাবস্থায় অর্থাৎ ষোলবৎসর বয়সের কমে অল্পবয়স্ক অর্থাৎ ২৫ পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়সের ন্যূনবয়স্ক পুরুষ কর্ত্তৃক গর্ভাধান হওয়া কোনমতেই যুক্তিযুক্ত নহে। অত্যন্ত বৃদ্ধা, চিররোগিণী অথবা অন্যপ্রকার বিকারসংস্পৃষ্টা নারীতে গর্ভাধান করা নিষেধ। কিংবা উক্তপ্রকার অযোগ্য পুরুষদ্বারাও গর্ভ গৃহীত হওয়া অনুচিত; কারণ ইহাতেও পূর্ব্বোক্তপ্রকার গর্ভস্রাবাদি দোষ সংঘটিত হইয়া থাকে।

গর্ভস্রাবের আশঙ্কা।—পূর্ব্বোক্ত কারণসমূহদ্বারা গর্ভপাত হইবার পূর্ব্বে, গর্ভাশয়, কটী, বঙ্ক্ষণ ও বস্তিদেশে শূলবৎ বেদনা, এবং যোনিমার্গ দিয়া রক্তস্রাব হইয়া থাকে। এতদবস্থায়, গর্ভিণীকে শীতলজলের পরিষেক, শীতল-জলে অবগাহন ও শীতল-প্রলেপাদি ব্যবস্থা করিবে; এবং জীবনীয়-দ্রব্যগণের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া, তাহা পান করিতে দিবে। গর্ভ পুনঃ পুনঃ স্পন্দিত হইতে থাকিলে, তাহা স্থির রাখিবার জন্য গর্ভবতীকে উৎপলাদি দ্রব্যগণের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ পান করাইবে।

স্থানভ্রষ্ট গর্ভ।—গর্ভ স্থানভ্রষ্ট হইলে, দাহ, পার্শ্বশূল, পৃষ্ঠশূল, প্রদর, আনাহ ও মূত্ররোধ হইয়া থাকে; এবং গর্ভ ক্রমাগত এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমনাগমন করিতে থাকিলে, গর্ভিণীর কোষ্ঠদেশে বিক্ষোভ জন্মে। ইহাতে স্নিগ্ধ ও শীতলক্রিয়া হিতকর। গর্ভে বেদনা জন্মিলে, মহাসহা (মাষাণী), ক্ষুদ্র-সহা (মুগাণী), যষ্টিমধু, গোক্ষুর ও কণ্টকারী, এইসকল দ্রব্যের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া, তাহাতে ইক্ষুচিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া, গর্ভিণীকে পান করিতে দিবে। গর্ভিণীর প্রস্রাব বন্ধ হইলে, দর্ভাদিগণীয় দ্রব্যসমূহের সহিত দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া সেই দুগ্ধ পান করিতে দিবে। গর্ভবতীর আনাহ জন্মিলে, হিং, সচল-লবণ, রসুন ও বচ, এইসকল দ্রব্যের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া তাহা পান করিতে দিবে।

শোণিত-স্রাব।—যোনিমার্গ দিয়া অত্যন্ত রক্তস্রাব হইতে থাকিলে, গর্ভবতী স্ত্রীকে কোষ্ঠাগারিকানামক কীটবিশেষের (কুমুরে-পোকার) ঘরের মাটী, বরাহক্রান্তা, ধাইফুল, নবমালিকা (নোয়ালীফুল), গিরিমাটী, ধুনা ও রসাঞ্জন, এইসকল দ্রব্যের মধ্যে যতগুলি পাওয়া যায়, তাহা সংগ্রহপূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া, মধুর সহিত লেহন করিতে দিবে, কিংবা ন্যগ্রোধাদিগণীয় দ্রব্যসমূহের ছাল বা পত্র দুগ্ধসহ পেষণ করিয়া, অথবা উৎপলাদি দ্রব্যসকল দুগ্ধসহ পেষণ করিয়া, কিংবা কেশুর, পানিফল ও শালুক (পদ্মের মূল) দুগ্ধসহ বাঁটিয়া সেবন করিতে দিবে। অথবা যজ্ঞডুমুর-ফল ও ঔদককন্দ (কেশুরাদি) সহ দুগ্ধ পাক করিয়া, তাহার সহিত শালিতণ্ডুল পেষণ পূর্ব্বক, ইক্ষুচিনি ও মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবে; এবং একখণ্ড বস্ত্রে ন্যগ্রোধাদি দ্রব্যের রসের বারংবার ভাবনা দিয়া, সেই বস্ত্রখণ্ড যোনিমধ্যে ধারণ করিতে দিবে।

বেদনা।—যোনি দিয়া রক্তস্রাব না হইয়া, গর্ভে কেবল বেদনা জন্মিলে, যষ্টিমধু, দেবদারু ও পয়স্যা (অর্কপুষ্পী) বা বিদারিগন্ধাদিগণ কিংবা অশ্মন্তক, শতাবরী ও পয়স্যা; অথবা বৃহতী, কণ্টকারী, নীলোৎপল, শতাবরী, অনন্তমূল, পয়স্যা ও যষ্টিমধু; এই চারিটী যোগের যে কোন একটী দুগ্ধসহ পাক করিয়া, সেই দুগ্ধ গর্ভিণীকে পান করিতে দিবে। এবম্প্রকারে সত্বর চিকিৎসিত হইলে, বেদনা উপশমিত হয় এবং গর্ভও নিরুপদ্রব হইয়া পরিপুষ্ট হইয়া থাকে।

গর্ভ ব্যবস্থিত (বিপরীতভাবে অবস্থিত বা স্থানচ্যুত) হইলে, যজ্ঞডুমুরের শুষ্ক কচি ফলসহ দুগ্ধ পাক করিয়া গর্ভিণীকে, তাহা সেবন করিতে দিবে।

গর্ভপাত।—গর্ভ পতিত হইলে, যে কয় মাসের গর্ভ হইয়াছে, সেই কয়েক দিন গর্ভিণীকে উদ্দালক (বন্য কোদ্রব) প্রভৃতি ধান্যের তণ্ডুলদ্বারা তৈলাদি স্নেহদ্রব্য ও লবণ বিনা, পরিপাচক দ্রব্যের সহিত যবাগূ প্রস্তুত করিয়া, পান করিতে দেওয়া আবশ্যক।

গর্ভিণীর বস্তিতে ও উদরে শূলবৎ বেদনা উপস্থিত হইলে, পঞ্চকোল-চূর্ণের সহিত পুরাতন-ইক্ষুগুড় অথবা অভয়ারিষ্টাদি সেবন করিতে দিবে। গর্ভ বায়ুর উপদ্রবে আক্রান্ত হইলে, লীনভাবে (অতিক্ষীণ অবস্থায়) থাকিয়া, প্রসবকাল অতিক্রম করিয়া পরে বিনষ্ট হয়। এতদবস্থায় স্নেহাদি ক্রিয়া পূর্ব্বক মৃদুবীর্য্য ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিবে; উৎক্রোশ (কুল্যো) পাখীর মাংসরসের সহিত অধিক-পরিমাণে ঘৃত দিয়া যবাগূ প্রস্তুত করিয়া গর্ভিণীকে পান করাইবে; কিংবা মাষ-কলাই, তিল ও বেলশুঁঠ এইসকল দ্রব্যসহ যবাদি সিদ্ধ করিয়া সেবন করাইবে এবং তৎপশ্চাৎ মধু বা মাধ্বীক মদ্য অনুপান করিতে দিবে।

বিলম্বে প্রসব।—প্রসবকাল অতিক্রম করিয়াও যদ্যপি গর্ভ প্রসূত না হয়, তবে গর্ভিণীকে মুষলদ্বারা উদূখলে ধান কুটিতে দিবে এবং বিষম যানে ও আসনে গমন ও উপবেশনের ব্যবস্থা করিবে।

শুষ্কগর্ভ।—গর্ভ বায়ুকর্ত্তৃক শুষ্ক হইলে, গর্ভিণীর উদর স্থূল হয় না, এবং অল্প অল্প স্পন্দিত হইতে থাকে। এই অবস্থায় গর্ভবতীকে বৃংহণীয় দ্রব্যের সহিত প্রস্তুত দুগ্ধ ও মাংসরস সেবন করিতে দিবে।

নাগোদর।—জীবনোপগত (জীবাকারে পরিণত) শুক্র ও শোণিত বায়ুকর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া উদর স্ফীত করে; উদরের সেই স্ফীততা অকারণে প্রশমিত হইলে, তাহাকে নৈগমেষ-গ্রহাক্রান্ত গর্ভ কহে। এবং কখন বা উক্ত-প্রকার গর্ভ লীনভাবে অবস্থিতি করিলে, তাহাকে নাগোদর গর্ভ বলা যায়। লীন গর্ভের চিকিৎসার ন্যায় ইহাদের চিকিৎসা করিতে হয়।

মাসে মাসে প্রতিকার।—গর্ভিণীকে গর্ভের প্রথম মাসে যষ্টিমধু, শাকবীজ (শেগুন বৃক্ষের বীচি), ক্ষীরকাকোলী ও দেবদারু; দ্বিতীয় মাসে অশ্মন্তক, কৃষ্ণতিল, মঞ্জিষ্ঠা ও শতাবরী; তৃতীয় মাসে পরগাছা, ক্ষীরকাকোলী, অনন্তমূল, নীলোৎপল ও শ্যামালতা; চতুর্থ মাসে অনন্তমূল, শ্যামালতা, রাস্না, পদ্মচারিণী ও যষ্টিমধু; পঞ্চম মাসে বৃহতী, কণ্টকারী, গাম্ভারী, বটাদি ক্ষীরিবৃক্ষের

কুড়ি ও ছাল এবং গব্য ঘৃত; ষষ্ঠমাসে চাকুলে, বেড়েলা, শজিনা, গোক্ষুর ও যষ্টিমধু; সপ্তমমাসে পানিফল, মৃণাল, দ্রাক্ষা, কেশুর, যষ্টিমধু ও ইক্ষু চিনি; অষ্টমমাসে কয়েৎবেল, বৃহতী, বেলমূল, পটোলপাতা, ইক্ষুমূল ও কণ্টকারী; নবম-মাসে যষ্টিমধু ও অনন্তমূল, ক্ষীরকাকোলী ও শ্যামালতা এবং দশমমাসে শুণ্ঠী ও ক্ষীরকাকোলী বা শুণ্ঠী, যষ্টিমধু, ও দেবদারু, এইসকল দ্রব্যের সমভাগের সমষ্টি ২ দুই তোলা, পাকার্থ জল ।৶০ দেড় পোয়া, দুগ্ধ ।৶০ অর্দ্ধ পোয়া, পাকশেষ অর্থাৎ দুগ্ধ অর্দ্ধ পোয়া; ইহা যথাক্রমে পান করাইলে, গর্ভস্রাবের আশঙ্কা ও গর্ভের তীব্র বেদনা দূরীভূত হয় এবং গর্ভ সমধিক পরিপুষ্ট হইয়া থাকে।

বিলম্বে গর্ভ।—যে নারীর প্রথম একবার সন্তান হইয়া, পুনরায় ৬ ছয় বৎসর পরে সন্তান জন্মে, তাহার সেই সন্তান প্রায়ই অল্পায়ুঃ হইয়া থাকে; কারণ গর্ভাশয়াদির দোষ না ঘটিলে ৬ ছয় বৎসর অন্তর গর্ভ হয় না। যেহেতু প্রত্যেক দুই, তিন, চারি বা পাঁচ বৎসর অন্তর গর্ভ হওয়াই স্বভাবসিদ্ধ; তাহার পর ছয় সাত বর্ষ বা তাহা অপেক্ষা অধিককাল পরে গর্ভ হওয়া নিশ্চয়ই প্রকৃতি-বিরুদ্ধ অথবা রোগাদিদোষমূলক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

গর্ভিণীর চিকিৎসা।—গর্ভিণীর কোন রোগ জন্মিয়া মারাত্মক হইয়া উঠিলে, মৃদু বমন প্রয়োগ করিবে, অন্নসহযোগে মধুর ও অম্লদ্রব্য দ্বারা বায়ুর অনুলোমন করিবে, মৃদু সংশমন ঔষধ প্রয়োগ করিবে; অন্নপানার্থ মৃদুবীর্য্য, মধুর-রসাধিক ও গর্ভের অবিরোধী দ্রব্যসকল প্রদান করিবে এবং যথোপযুক্ত-রূপে মৃদুপ্রায় ও গর্ভের অবিরোধী ক্রিয়াসকল বিধান করিবে।

শিশুর হিতকর ঔষধ।—স্বর্ণভস্ম, কুড় ও বচচূর্ণ—ঘৃত ও মধুসহ; অথবা ব্রাহ্মীশাক, শঙ্খপুষ্পী ও স্বর্ণভস্ম—ঘৃত ও মধুসহ; কিংবা অর্কপুষ্পী, স্বর্ণ ও বচচূর্ণ,—ঘৃত ও মধুসহ; অথবা স্বর্ণচূর্ণ, পর্ব্বতনিম্ব, শ্বেতদূর্ব্বা—ঘৃত ও মধুসহ শিশুকে সেবন করাইলে, তাহার শরীর, মেধা, বল ও বুদ্ধি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

সুশ্রুত-সংহিতা।

চিকিৎসিত-স্থান।

চিকিৎসাসূত্র।

প্রথম অধ্যায়।

—:০:—

অগ্রোপহরণীয়।

উদ্দেশ্য।—অনন্তর অগ্রোপহরণীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিতেছি। রোগের চিকিৎসা করিতে হইলে, প্রথমেই চিকিৎসোপযোগী কতকগুলি যন্ত্রাদি উপকরণের আবশ্যক হইয়া থাকে; সেইসকল উপকরণের বিষয় এই অধ্যায়ে বর্ণিত হইবে।

অস্ত্র-চিকিৎসা (ছেদ্যাদি ক্রিয়া)।—পূর্ব্ব-কর্ম্ম, প্রধান-কর্ম্ম, এবং পশ্চাৎ-কর্ম্মভেদে কর্ম্ম (চিকিৎসা-কার্য্য) তিনপ্রকার। ইহাদের বিষয় প্রত্যেক ব্যাধির বর্ণনস্থলে বিবৃত হইবে, গ্রন্থবাহুল্যহেতু এস্থলে বিস্তারিতভাবে তাহা আলোচিত হইল না। শস্ত্র (অস্ত্র)—চিকিৎসার বর্ণনা করাই এই গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য; এইজন্য প্রথমেই অস্ত্রচিকিৎসা-প্রণালী ও যন্ত্রাদি উপকরণসকল কথিত হইতেছে। অস্ত্রচিকিৎসা-প্রণালী আট প্রকার; যথা—(১) ছেদ্যক্রিয়া, (২) ভেদ্যক্রিয়া, (৩) লেখ্যক্রিয়া, (৪) বেধ্যক্রিয়া, (৫) এষ্যক্রিয়া, (৬) আহার্য্যক্রিয়া, (৭) বিস্রাব্যক্রিয়া, এবং (৮) সীব্যক্রিয়া।

১। অস্ত্রদ্বারা কোন অঙ্গ ছেদন করাকে ছেদ্যক্রিয়া বলে; অর্শঃ প্রভৃতি রোগে ইহার প্রয়োজন হয়।

২। কোন স্থান ভেদ করাকে ভেদ্যক্রিয়া বলে; ইহা বিদ্রধি, ব্রণ প্রভৃতি রোগে আবশ্যক হয়।

৩। কোন স্থানের চর্ম্ম উত্তোলন বা বিদারণ করাকে লেখ্যক্রিয়া বলা যায়; ইহা রোহিণী প্রভৃতি রোগে প্রযোজ্য।

৪। দূষিত রক্তাদি নিঃসরণ করিবার জন্য সূক্ষ্মাগ্র—অস্ত্রদ্বারা শিরাদি ভেদ করাকে বেধ্যক্রিয়া বলে; ইহা বাত ও কুষ্ঠাদিরোগে প্রয়োগ করিতে হয়।

৫। শরীরস্থ শিরা, পূয়রক্তাদি ও ক্ষতাদির পরিমাণ অন্বেষণ করিয়া দেখাকে এষ্যক্রিয়া বলে; ইহা নালীঘা, বাগী প্রভৃতিতে প্রয়োজিত হয়।

৬। শরীরস্থ কোন রোগোদ্ভূত দ্রব্যাদি আহরণ পূর্ব্বক নিঃসারিত করিয়া ফেলাকে আহার্য্য ক্রিয়া বলে; ইহা অশ্মরী, শর্করা প্রভৃতি রোগে প্রযোজ্য।

৭। শরীরের কোন স্থান হইতে দূষিত রক্তপূয়াদি বাহির করিয়া দেওয়াকে বিস্রাব্যক্রিয়া বলে; ইহা কুষ্ঠ, বিদ্রধি প্রভৃতি রোগে আবশ্যক হয়।

৮। শরীরের কোন স্থান সীবন অর্থাৎ সেলাই করাকে সীব্যক্রিয়া বলা যায়; ইহা কুরণ্ড প্রভৃতি রোগে আবশ্যক হইয়া থাকে।

অস্ত্রকার্য্যের উপকরণ দ্রব্য।—চিকিৎসক পূর্ব্বোক্ত ছেদ্যাদি অষ্টবিধ কর্ম্মের যে কোন কর্ম্ম আরম্ভ করিবার অগ্রে তৎকর্ম্মোপযোগী যন্ত্র, শস্ত্র, ক্ষার, অগ্নি, শলাকা, শৃঙ্গ, জলৌকা, অলাবু, জাম্ববৌষ্ঠ, তুলা, বস্ত্রখণ্ড, সূত্র, পত্র, পাট, মধু, ঘৃত, বসা, দুগ্ধ, তৈল, তর্পণদ্রব্য, কষায়দ্রব্য, আলেপনদ্রব্য, কল্কদ্রব্য, পাখা, শীতলজল, উষ্ণজল ও কটাহ এবং অনুরক্ত, স্থিরচিত্ত ও বলবান্ পরিচারক সংগ্রহ করিবেন।

অস্ত্র-চিকিৎসার নিয়ম।—অতঃপর প্রশস্ত তিথি, করণ, মুহূর্ত্ত ও নক্ষত্রযুক্ত দিবসে দধি-দুগ্ধ-গোধূমাদি অন্নপানীয় দ্রব্য ও মণি-মুক্তাদি রত্নদ্বারা অগ্নি, ব্রাহ্মণ ও চিকিৎসকের পূজা করিয়া, বলি, মঙ্গল ও স্বস্তিবাচনকারী লঘুদ্রব্যাহারী রোগীকে পূর্ব্বমুখে বসাইয়া, রোগীর হস্তপদাদি সঞ্চালিত হইতে না পারে—এরূপভাবে যন্ত্রদ্বারা আবদ্ধ করিবে। তৎপরে চিকিৎসক পশ্চিমমুখে বসিয়া, মর্ম্ম, শিরা, স্নায়ু, সন্ধি, অস্থি ও ধমনী প্রভৃতি আহত না হয়, এইপ্রকার

সাবধানতার সহিত পূয় না পাওয়া পর্য্যন্ত রোগীর শরীরে একবার মাত্র শীঘ্র অস্ত্রচালনা করিবেন। ভেদ্যস্থান অত্যন্ত গভীর হইলেও দুই অঙ্গুলি বা তিন অঙ্গুলির বেশী অস্ত্র প্রবেশ করান নিষিদ্ধ।

সুখসাধ্য ব্রণ।—যে সকল ব্রণ দীর্ঘ, বিস্তৃত, সর্ব্বাবয়বে সুপক্ব; এবং অনিয়োচ্চভাবে উপযুক্তস্থানে উৎপন্ন, সেই ব্রণ সুখসাধ্য বলিয়া জানিবে।

অপিচ যে ব্রণ দীর্ঘ, বিস্তৃত, সুবিভক্ত, মর্ম্মাদি ভিন্ন অন্য স্থানে উৎপন্ন, এবং উপযুক্ত সময়ে যাহাতে শস্ত্রক্রিয়া করা হয়, তাহাই আরোগ্য বিষয়ে প্রশস্ত বলিয়া জানিবে।

অস্ত্র-চিকিৎসকের লক্ষণ।—যে অস্ত্র-চিকিৎসকের দৈহিক বল, ক্ষিপ্রকারিতা, তীক্ষ্ণ-অস্ত্র, পরিশ্রমে ঘর্ম্মহীনতা, অস্ত্রের কম্পনরাহিত্য এবং ব্রণের পক্কাপক্কাদি অবস্থানিরূপণে জ্ঞান প্রভৃতি সদগুণ আছে, সেই ব্যক্তিই অস্ত্রচিকিৎসাকার্য্যে প্রশস্ত।

একাধিক স্থানে অস্ত্র-প্রয়োগ।—যদ্যপি ব্রণের একস্থানে অস্ত্র করিয়া, দূষিত পূয়রক্তাদি নিঃশেষিতরূপে নিঃসৃত না হয়, তাহা হইলে ঐ দূষিত অবশিষ্ট পূয়-রক্তাদি নিঃসারিত করিবার জন্য সেই ব্রণের অন্যান্য স্থানেও অস্ত্র প্রবেশ করাইবে, অর্থাৎ ব্রণের যে যে স্থানে দূষিত পূয়-রক্তাদির অবস্থানহেতু নালী বা উচ্চতা দেখা যাইবে, সেই সেই স্থান হইতে ঐসকল দূষিতপদার্থ নিঃসারণ করিবার জন্য আবশ্যকমত একাধিক স্থানে অস্ত্র প্রয়োগ করিতে হইবে। কারণ, ব্রণাদিতে কিঞ্চিন্মাত্রও দূষিত পূয়-রক্তাদি সঞ্চিত থাকিলে, উহা কদাচ আরোগ্য হয় না, এবং শোথ, কোথ (পচা), ও ক্ষতাধিক্যাদি জন্মিয়া, বিশেষ অনিষ্ট সংঘটন করিয়া থাকে।

স্থানবিশেষে অস্ত্র করিবার প্রণালী।—ভ্রূ, গণ্ড (কপোল), শঙ্খ, ললাট, অক্ষিপুট (চোখের পাতা), ওষ্ঠ, দাঁতের মাঢ়ী, কক্ষ (বগল), উদর ও বঙ্ক্ষণ (কুঁচকি), এইসকল স্থানে তির্য্যক্‌ভাবে অর্থাৎ পাশাপাশি লম্বা করিয়া অস্ত্র করিবে। হস্তে ও পদে অস্ত্র করিতে হইলে, চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় গোল করিয়া অস্ত্র করিবে, এবং গুহ্যদেশে (মলদ্বারে) ও মেঢ্রদেশে (লিঙ্গনালে) অস্ত্র করিতে হইলে, অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায় অর্দ্ধেক গোলভাবে অস্ত্র করিবে।

অনিয়মে অস্ত্র-প্রয়োগ করিবার দোষ।—কথিত নিয়মের অতিক্রম করিয়া অস্ত্রপ্রয়োগ করিলে, সূক্ষ্ম শিরা ও স্নায়ু কাটিয়া যাইতে পারে, ক্ষতস্থানে অত্যন্ত বেদনা জন্মে, ঘা শীঘ্র পূরিয়া উঠে না এবং ক্ষতস্থানে মাংসাঙ্কুর জন্মিয়া উন্নত (ঢিবী) হইয়া থাকে।

বিশেষ নিয়ম।—মূঢ়গর্ভ, উদর, অর্শঃ, অশ্মরী, ভগন্দর ও মুখরোগ এইসকল রোগে অস্ত্র করিতে হইলে, রোগীর ভোজনের পূর্ব্বে অস্ত্র করিবে।

অস্ত্র-ক্রিয়ার পর কর্ত্তব্য।—অস্ত্র করিবার পরে অস্ত্রপ্রয়োগজনিত মূর্চ্ছা ও কষ্টাদি অপনয়ন করিবার জন্য রোগীর মস্তকে ও চক্ষু প্রভৃতিতে শীতল জল সেচন পূর্ব্বক সুস্থ করিয়া, ব্রণের চতুর্দ্দিক হস্তদ্বারা পীড়ন করিতে থাকিবে এবং ক্ষতমধ্যে অঙ্গুলি পূরিয়া পূয-রক্তাদি বহিষ্করণ পূর্ব্বক কষায়জল (নিমপাতা সিদ্ধ জল) দ্বারা ধৌত করিয়া, পরিষ্কার শুষ্ক-বস্ত্রদ্বারা ক্ষতস্থানের জল মুছাইয়া দিবে। তৎপরে তিল বাটা, মধু ও ঘৃত একত্র মিশ্রিত করিয়া, পলিতা বা বস্ত্রখণ্ডে তাহা মাখাইয়া ক্ষতমধ্যে পূরিয়া দিবে ও তদুপরি শিলাপিষ্ট সদ্যোব্রণোক্ত ঔষধ স্থাপন করিয়া, অল্প স্নিগ্ধ এবং অল্প রুক্ষ গাঢ়কবলিকা (ভাজা যবচূর্ণ ও ঘৃতমিশ্রিত বস্ত্রখণ্ড বা মসিনার পুলটিশাদি) দিয়া তাহার উপর তিন চারি পদ্দা বস্ত্রখণ্ড রাখিয়া পাটদ্বারা শক্ত করিয়া বাঁধিবে। তৎপরে গুগ্‌গুলু, অগুরু, ধূনা, বচ, শ্বেত-সর্ষপ ও সৈন্ধবলবণ চূর্ণ করিয়া, ঘৃত-সহযোগে নিমপাতায় মাখাইয়া ও তাহা অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া, সেই ধূম রোগীর ক্ষতস্থানে ও শয্যাদিতে প্রদান করিবে এবং নিম্নলিখিত রক্ষামন্ত্র পাঠপূর্ব্বক রোগীকে নাগাদি গ্রহ হইতে রক্ষা করিবে ও রোগীর অস্ত্রাঘাতজনিত বেদনা নিবারণ জন্য তাহার বক্ষঃস্থলাদিতে পূর্ব্বোক্ত ঘৃতমিশ্রিত ধূপন-দ্রব্যের অবশিষ্ট ঘৃতদ্বারা মর্দ্দন করিবে। পরে পূর্ণকুম্ভ হইতে জল গ্রহণ করিয়া, রোগীর গাত্রে তাহা অল্প অল্প নিক্ষেপ পূর্ব্বক পশ্চাদুক্ত রক্ষামন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, রোগীকে কৃত্যাদি গ্রহ হইতে রক্ষা করিবে।

রক্ষামন্ত্র।—"কৃত্যানাম্নী দেবতা ও রাক্ষসদিগের ভয় হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত আমি রক্ষা-কর্ম্ম করিব, ব্রহ্মা তাহাতে অনুমতি করুন। সর্পগণ, পিশাচগণ, গন্ধর্ব্বগণ, পিতৃগণ, যক্ষগণ ও রাক্ষসগণ, ইহাদের মধ্যে যে যে তোমাকে যন্ত্রণা দিবে, ব্রহ্মাদি দেবগণ তাহাদিগকে সর্ব্বদা বিনাশ করুন। পৃথিবীতে, আকাশে ও সকল দিকে যেসমস্ত নিশাচর বিচরণ

করেন এবং যেসকল দেবতা বাস্তুভূমিতে অবস্থান করেন, তাঁহারা তোমাদ্বারা নমস্কৃত হইয়া তোমাকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। ব্রহ্মার মানসপুত্র শনকাদি মুনিগণ, স্বর্গীয় রাজর্ষিগণ, সুমেরু হিমালয়াদি পর্ব্বতসকল, গঙ্গাযমুনাদি নদীসমূহ এবং ক্ষীরোদাদি সমুদ্রসকল তোমাকে রক্ষা করুন। অগ্নিদেব তোমার জিহ্বা, বায়ুদেব তোমার প্রাণবায়ু, সোমদেব তোমার ব্যানবায়ু, পর্জ্জন্যদেব তোমার অপানবায়ু, বিদ্যুৎ তোমার উদান-বায়ু, মেঘসকল তোমার সমান-বায়ু, ইন্দ্রদেব তোমার শক্তি, মনুদেব তোমার গ্রীবার পশ্চিমপার্শ্বস্থ শিরাদ্বয় ও মতি, গন্ধর্ব্বগণ তোমার কামনা, ইন্দ্রদেব তোমার সত্ত্বগুণ, বরুণদেব তোমার প্রজ্ঞা, সমুদ্র তোমার নাভিমণ্ডল, সূর্য্য তোমার চক্ষুর্দ্বয়, দিক্‌সকল তোমার কর্ণদ্বয়, চন্দ্র তোমার মন, নক্ষত্রগণ তোমার সৌন্দর্য্য, নিশা তোমার ছায়া, জল তোমার শুক্র, ওষধিগণ তোমার লোমসমূহ, আকাশ তোমার শরীরস্থ স্রোতঃসমূহ, পৃথিবী তোমার দেহ, অগ্নি তোমার মস্তক, বিষ্ণু তোমার পরাক্রম, নারায়ণ তোমার মেঢ়্র, ব্রহ্মা তোমার জীবাত্মা এবং ধ্রুবতারা তোমার হৃদয় রক্ষা করুন। এইসকল দেবতা সর্ব্বদাই তোমার দেহে অবস্থিতি করিতেছেন; অতএব ইঁহারা সকলেই তোমাকে সতত রক্ষা করুন এবং তুমি দীর্ঘায়ুঃ লাভ কর। ভগবান্ ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবগণ এবং সূর্য্য, দেবর্ষি নারদ, দেবর্ষি পর্ব্বত, অগ্নি, বায়ু ও ইন্দ্রানুযায়ী দেবগণ তোমার মঙ্গলবিধান করুন; তোমার আয়ুঃ বৃদ্ধি হউক! অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, মূষিক, শলভ (পঙ্গপাল), পক্ষী ও প্রত্যাসন্ন রাজা (প্রজার নিকটস্থ রাজা), এই ছয় ঈতি প্রশান্ত হউক। তুমি সর্ব্বদা নির্ব্যথ হইয়া সুস্থ থাক” এই মন্ত্র বলিয়া “স্বাহা” এই শব্দ উচ্চারণ করিতে হইবে। কৃত্যা (উপদেবতা) ও ব্যাধিনাশক এই বেদাত্মক মন্ত্রসমূহদ্বারা মৎকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া, তুমি দীর্ঘায়ুঃ লাভ কর।

অন্যান্য কর্ত্তব্য।—অতঃপর চিকিৎসক পূর্ব্বোক্ত রক্ষামন্ত্র দ্বারা রক্ষা করিয়া, রোগীকে গৃহমধ্যে লইয়া গিয়া, রোগানুসারে তৎসময়োচিত আহার-বিহার প্রভৃতির নিয়ম ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। তদনন্তর দুই দিন পরে তৃতীয় দিবসে চিকিৎসক ব্রণের বন্ধন খুলিয়া, ক্ষতমধ্যস্থ ঔষধযুক্ত বস্ত্রখণ্ড বাহির করিবেন, ক্ষতস্থান নিমপাতাদির কষায় জল দ্বারা উত্তমরূপে ধুইয়া, পূর্ব্ববৎ উহাতে ঔষধাদি দিয়া দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া দিবেন।

দোষ।—বিশেষ ব্যগ্র হইয়া দ্বিতীয়দিবসে কদাচ ব্রণের বন্ধনাদি মোচন করিতে নাই; কারণ, দ্বিতীয়দিনে ব্রণের বন্ধনাদি খুলিলে, ক্ষতস্থানে ঢিবি ঢিবি মাংসগ্রন্থি জন্মে, ক্ষত পূরিতে অনেকদিন লাগে ও ভালরূপ পূরিয়া উঠে না এবং ক্ষতস্থানে উৎকট বেদনা হইয়া থাকে।

তৃতীয় দিবসের পরে কার্য্য।—তিন দিন অতিবাহিত হইলে, তৎপরে চিকিৎসক বাতাদিদোষ, কাল (হেমন্তাদি), রোগীর বলের পরিমাণ ও বয়ঃক্রমাদি বিবেচনা পূর্ব্বক ক্বাথ, আলেপন (মলম), আহার ও আচরণের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। কদাচ ব্যগ্র হইয়া দূষিত পূয়রক্তাদি সংযুক্ত ব্রণকে শীঘ্র শীঘ্র পূরাইবার চেষ্টা করিবে না; কারণ ঐরূপ অবস্থায় অর্থাৎ দূষিত পূয়রক্তাদি থাকিতে সত্বর ব্রণ পূরাইলে, সামান্য অত্যাচারেই অর্থাৎ অল্প বিরুদ্ধ কার্য্য দ্বারাই ক্ষতের মধ্যে দূষিত মাংসাঙ্কুরাদি জন্মিয়া উহা পুনরায় বিকৃত হইয়া, আবার ব্রণরূপে পরিণত হইয়া থাকে। অতএব ব্রণের অভ্যন্তর ও বহির্দ্দেশ সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ না হইলে ক্ষত পূরণ করিবে না। ক্ষত নির্দ্দোষ হইলেই আর কোন অনিষ্ট ঘটিবার আশঙ্কা থাকে না।

ক্ষতস্থান সম্পূর্ণরূপে পূরিয়া উঠিলেও কিয়দ্দিবস অজীর্ণকর দ্রব্য ভোজন ব্যায়াম ও স্ত্রীসংসর্গাদি পরিত্যাগ করিবে এবং যতদিন পর্য্যন্ত অস্ত্রের দাগ বিলীন না হয় ও ক্ষতস্থান গাত্রের সমান বর্ণ হইয়া না মিশিয়া যায়, ততদিন পর্য্যন্ত ভয়, ক্রোধ ও ভয়জনক কোন কার্য্য করিবে না।

কালভেদে ব্রণের বন্ধন-মোচন।—হেমন্তকালে, শিশির (শীত) কালে ও বসন্তকালে তিনদিবস অন্তর এবং শরৎকালে, গ্রীষ্মকালে ও বর্ষাকালে দুই দিন পরে ক্ষতস্থানের বন্ধন মোচন করিতে হয়। কিন্তু রোগ অত্যন্ত ভয়ানক হইয়া উঠিলে, এই নিয়মের বহির্ভূত কার্য্য করা যাইতে পারে। যেমন গৃহে অগ্নি লাগিলে শীঘ্রই তাহা নির্ব্বাপিত করিতে হয়, সেইপ্রকার অত্যন্ত প্রবল ভয়ঙ্কর রোগের সত্বরই প্রতীকার করা উচিত।

বেদনানাশক ঔষধ।—শরীরে অস্ত্রপ্রয়োগ জনিত অত্যন্ত বেদনা জন্মিলে, যষ্টিমধু পেষণ পূর্ব্বক ঘৃতসহ মিশাইয়া, তাহা অগ্নিদ্বারা ঈষদুষ্ণ করতঃ ক্ষতস্থানে লাগাইয়া দিবে; ইহাতে শীঘ্রই বেদনার উপশম হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

যন্ত্র-প্রয়োগাদি।

যন্ত্রের সংখ্যা ও প্রকারভেদ।—যন্ত্র সর্ব্বসমেত ১০১ একশত-একটী। ইহাদের মধ্যে হস্তই প্রধানতম যন্ত্র; কারণ হস্ত ভিন্ন কোন যন্ত্রই প্রয়োগ করা যায় না, সুতরাং হস্তই সর্ব্বপ্রকার যন্ত্রকার্য্যের প্রধান অবলম্বন। মন ও শরীরের ক্লেশজনক শল্য উদ্ধারের নিমিত্তই যন্ত্রের আবশ্যক। এই যন্ত্র ৬ ছয় প্রকার;—যথা—১ স্বস্তিক যন্ত্র, ২ সন্দংশযন্ত্র, ৩ তালযন্ত্র, ৪ নাড়ীযন্ত্র, ৫ শলাকা-যন্ত্র এবং ৬ উপযন্ত্র।

যে যন্ত্র যতপ্রকার।—পূর্ব্বোক্ত ছয়প্রকার যন্ত্রের মধ্যে স্বস্তিকযন্ত্র ২৪ চব্বিশপ্রকার, সন্দংশ (সাঁড়াশী) যন্ত্র ২ দুইপ্রকার, তালযন্ত্র ২ দুইপ্রকার নাড়ীযন্ত্র ২০ বিংশতিপ্রকার, শলাকাযন্ত্র ২৮ আটাশপ্রকার এবং উপযন্ত্র ২৫ পঁচিশপ্রকার। এইসকল যন্ত্র লৌহ (স্বর্ণাদি পঞ্চধাতু) দ্বারাই প্রস্তুত করা উচিত। কিন্তু লৌহের অভাব হইলে, লৌহের ন্যায় শক্ত দন্ত-শৃঙ্গাদি দ্বারাও প্রস্তুত করা যাইতে পারে। যন্ত্রসকলের মুখের আকার প্রায়ই সিংহাদি হিংস্রজন্তুর মৃগ ও পক্ষীর মুখের ন্যায় করিতে হয়, অথবা শাস্ত্রের মতে, গুরুর উপদেশানু-সারে অন্যযন্ত্র সম্মুখে রাখিয়া তদনুরূপ কিংবা যুক্তিপূর্ব্বক অন্যপ্রকারও প্রস্তুত করিতে পারা যায়।

যন্ত্র প্রস্তুত করিবার বিধি।—যন্ত্রসকল এরূপভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে যে, যেন উহা উপযুক্ত আকারবিশিষ্ট হয়, অর্থাৎ অত্যন্ত ক্ষুদ্র বা অধিক বৃহৎ-আকার না হয়, তীক্ষ্ণ ও মসৃণ মুখবিশিষ্ট হয়, বিশেষ শক্ত হয় এবং সুগ্রহ হয় অর্থাৎ তাহা যেন সহজে ধরিতে পারা যায়।

স্বস্তিক যন্ত্র।—স্বস্তিকযন্ত্র ১৮ অষ্টাদশ অঙ্গুলি দীর্ঘ করিবে। এই ২৪ চব্বিশপ্রকার স্বস্তিকযন্ত্রের মুখ সিংহ, ব্যাঘ্র, বৃক (বোয), তরক্ষু (নেকড়ে বাঘ), ভল্লুক, দ্বীপী (চিতে বাঘ), বিড়াল, শৃগাল, মৃগ (হরিণ) ও এর্ব্বারুক (হরিণের ন্যায় পশুবিশেষ), এই দশপ্রকার পশুর মুখের ন্যায়; এবং কাক,

কঙ্ক (কাঁকপাখী), কুরর (কুল্লো, কুরলপাখী), চাস (নীলকণ্ঠপাখী), ভাস (শিকরে পাখী), শশঘাতী (শরাল পাখী), উলূক (হুতুম পেঁচা), চিল্লী (চিল), শ্যেন (বাজপাখী), গৃধ্র (শকুনি), ক্রৌঞ্চ (কোঁচবক), ভৃঙ্গরাজ, অঞ্জলি (পক্ষিবিশেষ), কর্ণাবভঞ্জন (পক্ষিবিশেষ) এবং নন্দীমুখ, এই চতুর্দ্দশপ্রকার পক্ষীর মুখের ন্যায় নির্ম্মিত হইয়া থাকে। এই ২৪ চব্বিশপ্রকার যন্ত্র দুইখানি লৌহখণ্ড দ্বারা প্রস্তুত করা আবশ্যক। সেই লৌহ ২ দুইখণ্ড একটী খিলদ্বারা আবদ্ধ এবং সেই খিলটার মুখ মসূর-কলায়ের ন্যায় বুটো সংযুক্ত হইবে। ইহার মূল (গোড়া অর্থাৎ ধরিবার স্থান) অঙ্কুশের ন্যায় বক্র করিতে হয়। হাড়ের মধ্যে বাণ কণ্টকাদি কোনপ্রকার শল্য বিদ্ধ হইলে, তাহা বাহির করিবার জন্য এই স্বস্তিক-যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

১১ নং চিত্র—সিংহমুখ যন্ত্র।
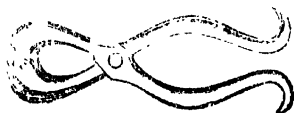
১২ নং চিত্র—তরক্ষুমুখ যন্ত্র।
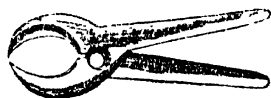
১৩ নং চিত্র—ঋক্ষমুখ যন্ত্র।

১৪ নং যন্ত্র কাকমুখ যন্ত্র।

১৫ নং চিত্র—কঙ্কমুখ যন্ত্র।
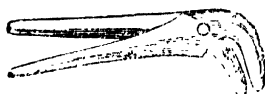
এই গ্রন্থে ২৪ চব্বিশপ্রকার স্বস্তিকযন্ত্রের মধ্যে সিংহমুখ, তরক্ষুমুখ, ঋক্ষমুখ, কাকমুখ ও কঙ্কমুখ, এই পাঁচপ্রকার যন্ত্রের প্রতিকৃতি বা চিত্র প্রদত্ত হইল। অবশিষ্ট ১৯ উনিশপ্রকার যন্ত্র উল্লিখিত জন্তুসকলের মুখের ন্যায় প্রস্তুত করিয়া লইবে।

সন্দংশ যন্ত্র।—সন্দংশ যন্ত্র দুইপ্রকার; একপ্রকার কর্ম্মকারের সাঁড়াশীর মত, তাহাতে খিল থাকে, ইহাকে সনিগ্রহ সন্দংশযন্ত্র বলে। অন্য-প্রকার খিলবিহীন ক্ষৌরকারের সন্নার ন্যায়, ইহার নাম অনিগ্রহ সন্দংশযন্ত্র। এই সন্দংশ যন্ত্রদ্বয় ১৬ অঙ্গুলি দীর্ঘ। চর্ম্ম, মাংস, শিরা ও স্নায়ুতে সংবিদ্ধ কণ্টকাদি বাহির করিবার নিমিত্ত এই যন্ত্র প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

১৬ নং চিত্র—সনিগ্রহ সন্দংশ যন্ত্র।

১৭ নং চিত্র—অনিগ্রহ সন্দংশ যন্ত্র।

১৮ নং চিত্র—তালযন্ত্র

১৯ নং চিত্র—তালযন্ত্র।

তালযন্ত্র—তালযন্ত্র দুইপ্রকার, ইহা ১২ দ্বাদশ অঙ্গুলি লম্বা করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়। বিবিধ তালযন্ত্রের মধ্যে একটী মৎস্য-তালের অর্থাৎ শল্কের ন্যায় পাতলা, বক্র ও একমুখবিশিষ্ট; এবং অন্যপ্রকারটী দুইমুখবিশিষ্ট। এই যন্ত্র কর্ণনাসিকাদির ভিতর হইতে মলাদি বাহির করিবার জন্য প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

নাড়ীযন্ত্র। নাড়ী-যন্ত্রদ্বারা বিবিধ কার্য্য সাধিত হয় বলিয়া, ইহা নানা-বিধ আকারে প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহারা মুখভেদে দুইপ্রকার; তন্মধ্যে একটীর মুখ একদিকে এবং অন্যপ্রকারের মুখ দুইদিকে থাকে। এই যন্ত্রসকল ছিদ্রবিশিষ্ট করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়। দেহের স্রোতোগত কণ্টকাদি শল্য বাহির করিবার নিমিত্ত, শরীরের মধ্যগত ফোড়া ও অর্শঃ প্রভৃতি রোগ পরীক্ষার জন্য, অস্থিগত বায়ু, দূষিত রক্ত ও স্তন্যাদি চুষিয়া নির্গত করিবার জন্য, দেহাভ্যন্তরস্থ অস্ত্রসাধ্য রোগে অস্ত্রক্রিয়ার সাহায্যার্থ এবং দেহমধ্যস্থ ক্ষতাদিতে ঔষধ-প্রয়োগের সুবিধার নিমিত্ত, নাড়ীযন্ত্রসকল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই যন্ত্র শিরা, ধমনী, মলদ্বার এবং মূত্রদ্বারাদি দেহগত স্রোতঃসমূহে উৎপন্ন ব্যাধিতে

প্রয়োগ করিতে হইলে, উক্ত স্রোতঃসমূহের আকৃতির পরিমাণানুসারে এই যন্ত্রের দীর্ঘতা ও স্থূলতাদি নির্ণয় করিয়া, যথাযোগ্য যুক্তি অনুসারে নির্ম্মাণ করিবে।

২০ নং চিত্র—নাড়ীযন্ত্র।

২১ নং চিত্র—নাড়ীযন্ত্র।

২২ নং চিত্র—নাড়ীযন্ত্র।
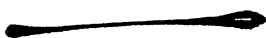
২৩ নং চিত্র—সূচীপত্রযন্ত্র।

২৪ নং চিত্র—অর্শোযন্ত্র।

২৫ নং চিত্র—অর্শোযন্ত্র।

২৬ নং ত্রি—শমীযন্ত্র।
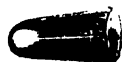
২৭ নং চিত্র—অঙ্গুলিত্রাণক যন্ত্র।

২৮ নং চিত্র—যোনিব্রণেক্ষণ যন্ত্র।

২৯ নং চিত্র—বস্তিযন্ত্র।

ভগন্দরযন্ত্র ২ দুইটী, অর্থাৎ একচ্ছিদ্র একটী ও দ্বিচ্ছিদ্র একটী। অর্শোযন্ত্র ২ দুইটী, তন্মধ্যে একচ্ছিদ্র একটী ও দ্বিচ্ছিদ্র একটী। ব্রণযন্ত্র ১ একটী, বস্তিযন্ত্র ৪ চারিটী। উত্তরবস্তিযন্ত্র পুরুষ এবং স্ত্রীভেদে ৩ তিনটী। মূত্রবৃদ্ধিযন্ত্র ১ একটী। দকোদরযন্ত্র ১ একটী। ধূমযন্ত্র ৩ তিনটী। নিরুদ্ধপ্রকাশযন্ত্র

১ একটী, সন্নিরুদ্ধগুদযন্ত্র ১ একটী এবং অলাবুযন্ত্র ১ একটী;—সর্ব্বসমেত এই ২০ বিশটী নাড়ীযন্ত্র। *

শলাকাযন্ত্র।—শলাকাযন্ত্র দ্বারা নানাপ্রকার কার্য্য সম্পাদিত হওয়ায়, কার্য্যভেদে দীর্ঘ ও স্থূল প্রভৃতি নানা আকারে ইহা প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই যন্ত্র কার্য্যবিশেষানুসারে ভিন্নরূপে একজাতীয় ১।২।৩ ভিন্ন বা ততোধিক সংখ্যায় নির্ম্মাণ করিতে হয়। এই ২৮ আটাশপ্রকার শলাকাযন্ত্রের মধ্যে গণ্ডূপদ (কেঁচো) মুখাকৃতি ২ দুইপ্রকার, শরপুঙ্খমুখাকৃতি ২ দুইপ্রকার, সর্পফণা-মুখাকৃতি ২ দুই-প্রকার ও বড়িশমুখাকৃতি ২ দুইপ্রকার। এই ৮ প্রকার যন্ত্রের মধ্যে গণ্ডূপদ মুখাকৃতি দুইটী এষণ কার্য্যে অর্থাৎ ব্রণাদির শোষ (নালী) অন্বেষণে ব্যবহৃত হয়; শরপুঙ্খ-মুখাকৃতি দুইটী, ব্যূহন কার্য্য অর্থাৎ ব্রণাদির মধ্যগত কোন অংশ ছেদন-পূর্ব্বক তুলিবার জন্য, সর্পফণামুখাকৃতি দুইটী চালনকার্য্যে অর্থাৎ আঘাতাদি হেতু স্থানান্তরিত অস্থি প্রভৃতির চালনা করিয়া স্বস্থানে নিয়োজনার্থ এবং বড়িশমুখা-কৃতি দুইটী আহরণ-কার্য্যে অর্থাৎ শরীর হইতে কণ্টকাদি কোন বস্তু আহরণ পূর্ব্বক বাহির করিবার জন্য প্রযুক্ত হইয়া থাকে। স্রোতোগত কণ্টকাদি শল্য বাহির করিবার নিমিত্ত দুইপ্রকার শলাকাযন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই যন্ত্র-দ্বয়ের মুখ অর্দ্ধখণ্ড মসূর-দালের আকৃতির তুল্য ও অল্প আনতমুখবিশিষ্ট।

তূলি।—ক্ষত স্থান পরিষ্কার করিবার জন্য ৬ ছয়প্রকার শলাকা-যন্ত্র প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এই যন্ত্রগুলির মুখে বা অগ্রভাগে তূলা জড়ান থাকে। ইহাকে একপ্রকার তূলি বলা যায়। ক্ষতস্থানে ক্ষার এবং ঔষধাদি দিবার নিমিত্ত তিনপ্রকার শলাকা-যন্ত্র আবশ্যক। ইহার আকার হাতার ন্যায় এবং মুখগঠন খলের তুল্য নিম্ন।

ব্রণাদি দগ্ধ করিবার নিমিত্ত ৬ ছয়প্রকার শলাকা প্রযুক্ত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে তিনপ্রকারের মুখ জামফলের ন্যায় এবং তিনটী অঙ্কুশের ন্যায় বক্রাকৃতি মুখবিশিষ্ট।

* এইসকল যন্ত্রের বিস্তারিত বিবরণ পশ্চাৎ বর্ণিত হইবে। এস্থলে নাড়ীযন্ত্র ২০ বিশটীর মধ্যে ১০ দশটী যন্ত্রের চিত্র প্রদর্শিত হইল। অন্যান্য যন্ত্রগুলি যুক্তিপূর্ব্বক নির্ম্মাণ করিয়া লইতে হয়।

নাসিকাদির মধ্যগত আব প্রভৃতি ছেদন করিয়া, তুলিবার জন্য, একপ্রকার শলাকা ব্যবহার করিতে হয়। ইহার মুখের আকার কুলের আঁটীর শস্যের অর্দ্ধখণ্ড পরিমিত, মুখের অগ্রভাগ খলের ন্যায় নিম্ন এবং মুখের দুই ধার ধারাল।

৩০ নং চিত্র—শলাকাযন্ত্র।
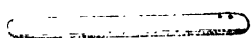
৩১ নং চিত্র—শলাকাযন্ত্র।

৩২ নং চিত্র—শলাকাযন্ত্র।

৩৩ নং চিত্র—শলাকাযন্ত্র।
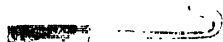
৩৪ নং চিত্র—শলাকাযন্ত্র।

৩৫ নং চিত্র—শলাকাযন্ত্র।

৩৬ নং চিত্র—শলাকাযন্ত্র।

৩৭ নং চিত্র—শলাকাযন্ত্র।
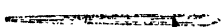
৩৮ নং চিত্র—এষণীযন্ত্র।

শলাকাযন্ত্র।—চক্ষুতে অঞ্জন প্রয়োগ করিবার নিমিত্ত একপ্রকার শলাকাযন্ত্রের প্রয়োজন হইয়া থাকে। এই শলাকাযন্ত্রের আকার কলায়ের ন্যায় স্থূল এবং উহার দুইদিকে পুষ্পের মুকুলের মত দুইটী মুখ থাকে। মূত্রমার্গ অর্থাৎ যোনিদ্বার বা লিঙ্গনাল পরিষ্কার করিবার জন্য বা প্রস্রাব করাইবার নিমিত্ত এক-প্রকার শলাকাযন্ত্র ব্যবহার করা আবশ্যক। ইহার মুখের অগ্রভাগ মালতী-পুষ্পের বোঁটার ন্যায় স্থূল ও গোলাকার। ২৮ প্রকার শলাকাযন্ত্রের মধ্যে ৮ আট প্রকার যন্ত্রের চিত্র দেওয়া হইল।

উপযন্ত্র।—রজ্জু (বাঁশ বা দড়ি), বেণিকা (বেণী অর্থাৎ বিনান চুল), পাট, চর্ম্ম, বল্কল (গাছের ছাল), লতা, বস্ত্র, অষ্ঠীলাশ্ম (দীর্ঘ গোলাকার পাষাণ-বিশেষ); মুদ্গর, হস্ততল, পদতল, অঙ্গুলি, জিহ্বা, দন্ত, নখ, মুখ, চুল, অশ্বকটক (ঘোড়ার মুখসংলগ্ন লৌহবলয়), বৃক্ষশাখা, নিষ্ঠীবন (থু থু), প্রবাহণ (বমন-বিরেচনাদি), হর্ষ (সন্তোষজন্য উদ্বেগ), অয়স্কান্ত (পাষাণবিশেষ), ক্ষার, অগ্নি ও ঔষধ, এই পঞ্চবিংশতিপ্রকার উপযন্ত্র বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে। এইসকল উপযন্ত্র সর্ব্বশরীরে বা দেহের অবয়ববিশেষে, সন্ধিস্থানে, কোষ্ঠদেশে ও ধমনীতে আবশ্যকতানুসারে বিবেচনাপূর্ব্বক প্রয়োগ করিতে পারা যায়।

যন্ত্রকার্য্যের প্রয়োজনীয়তা।—যন্ত্রকার্য্য চব্বিশপ্রকার; যথা—নির্ঘাতন অর্থাৎ ইতস্ততঃ সঞ্চালন পূর্ব্বক বহিষ্করণ, পূরণ অর্থাৎ ব্রণাদির মধ্যে পিচকারী বা নলাদি দ্বারা তৈলাদি পূরণ, বন্ধন, (ব্রণাদি বাঁধা—ব্যাণ্ডেজ), ব্যূহন অর্থাৎ ব্রণাদির মধ্যগত কোন অংশ ছেদনপূর্ব্বক উত্তোলন, বর্ত্তন (একত্রী-করণ), চালন (শল্যাদি স্থানান্তরিতকরণ বা নাড়ান), বিবর্ত্তন (ব্রণাদির মধ্যে যন্ত্রঘূর্ণন), বিবরণ (বিবৃতকরণ), পীড়ন (অঙ্গুলি দ্বারা টিপিয়া পূয়-রক্তাদি বহিষ্করণ), মার্গ-বিশোধন (মূত্রদ্বার পরিষ্কারকরণ), বিকর্ষণ (আকর্ষণ পূর্ব্বক মাংসাদিসংলগ্ন শল্যোদ্ধার), আহরণ (টানিয়া বাহিরে আনয়ন), আঞ্চন (ঈষৎ মুখে আনয়ন), উন্নমন (অধঃস্থিত শিরঃকর্ণাদি উর্দ্ধে উত্তোলন), বিনবন (নিয়-করণ), ভঞ্জন (শিরঃকর্ণাদি অল্প মর্দ্দন), উন্মথন (প্রবিষ্ট শল্যপথে শলাকা-দ্বারা আলোড়ন), আচূষণ (মুখাদিদ্বারা দূষিত স্তন্য-রক্তাদি চুষিয়া আনয়ন), এষণ (অন্বেষণ), দারণ (বিদারণ), প্রক্ষালন (ধৌতকরণ), ঋজুকরণ, প্রধমন (নাসাদিতে নস্যাদি ঔষধপ্রদান) ও প্রমার্জ্জন, এইসকল কার্য্যে যন্ত্র আবশ্যক।

দেহে কতপ্রকার শল্য অর্থাৎ বাধাজনক কার্য্য উপস্থিত হইতে পারে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই, সুতরাং বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক স্থান ও কর্ম্মানুসারে সূক্ষ্ম বিবেচনা করিয়া যন্ত্রক্রিয়া কল্পনা করিয়া লইবেন।

যন্ত্রের দোষ।—যন্ত্রের দোষ ১২ বারটী; যথা অতিস্থূল, অসার (অশোধিত লৌহাদি দ্বারা নির্ম্মিত), অতিদীর্ঘ, অতিক্ষুদ্র, অগ্রাহী (বিকৃতমুখ), বিষমগ্রাহী (একদেশে কার্য্যকারক), বক্র (বাঁকা), শিথিল (পীড়নাক্ষম), অত্যুন্নত, মৃদুকীলক (হাল্কা-খিলযুক্ত), মৃদুমুখ ও মৃদুপাশ,—যন্ত্রের এই

কয়েকটী দোষ। এইসমস্ত দোষহীন অষ্টাদশ-অঙ্গুলি-প্রমাণ যন্ত্র প্রশস্ত। অতএব চিকিৎসক উক্ত দ্বাদশপ্রকার-দোষবর্জ্জিত যন্ত্র নির্ম্মাণ করাইয়া, অস্ত্রকার্য্যে প্রয়োগ করিবেন।

দৃশ্য ও অদৃশ্য শল্য-উদ্ধারক যন্ত্র।

শরীরমধ্যগত দৃশ্য শল্য, অর্থাৎ যেসকল কণ্টকাদি শরীরে বিদ্ধ হইলে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সিংহমুখাদি যন্ত্র দ্বারা এবং দেহমধ্যগত অদৃশ্য শল্য, অর্থাৎ যেসকল প্রবিষ্ট শল্য দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহা কঙ্কমুখাদি যন্ত্র দ্বারা বাহির করিবে। এই শল্য বাহির করিবার সময়ে ধীরে ধীরে শাস্ত্রগত যুক্তি অনুসারে কার্য্য করা আবশ্যক।

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যন্ত্র।—সর্ব্ববিধ যন্ত্রমধ্যে কঙ্কমুখ যন্ত্রই শ্রেষ্ঠতম; কারণ, এই যন্ত্র দেহের সন্ধি-মর্ম্মাদি সকলস্থানেই প্রবেশিত হইতে পারে এবং সহজেই বাহির করিয়া লওয়া যায়। ইহার সাহায্যে দেহ-প্রবিষ্ট শল্যও দৃঢ়রূপে ধরিয়া বাহির করা যাইতে পারে। অপর সিংহমুখাদি যন্ত্রসকলের মুখ স্থূল, এইজন্য শরীরমধ্যে সহজে প্রবেশিত হয় না এবং বাহির করিতেও অসুবিধা হইয়া থাকে।

তৃতীয় অধ্যায়।

শস্ত্রাবচরণ।

অস্ত্র।—শস্ত্র (অস্ত্র) সর্ব্বসমেত বিংশতিপ্রকার। তাহাদের নাম :—মণ্ডলাগ্র, করপত্র, বৃদ্ধি, নখশস্ত্র, মুদ্রিকা, উৎপলপত্র, অর্দ্ধধার, সূচী, কুশপত্র, আটীমুখ, শরারীমুখ, অন্তর্ম্মুখ, ত্রিকূর্চ্চক, কুঠারিকা, ব্রীহিমুখ, আরা, বেতসপত্রক, বড়িশ, দন্তশঙ্কু ও এষণী।

প্রয়োজ্যতা।

মণ্ডলাগ্র ও করপত্র (করাত) নামক দ্বিবিধ অস্ত্র ছেদন (কর্ত্তন) ও লেখন (আঁচড়ান বা ছালতোলা) কার্য্যে প্রয়োগ করিতে হয়।

বৃদ্ধিপত্র, নখশস্ত্র (নরুন, নরুন, নলকাটা), মুদ্রিকা, উৎপলপত্র ও অর্দ্ধধার নামক ৫ পঞ্চপ্রকার অস্ত্র—ছেদন, ভেদন (ফোঁড়া) ও লেখনকার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সূচী (সূচ বা ছুঁচ), কুশপত্র, আটীমুখ শরারীমুখ, অন্তর্মুখ ও ত্রিকূর্চ্চক নামক ৬ ছয়প্রকার অস্ত্র বিস্রাবণ কার্য্যে অর্থাৎ ব্রণাদি হইতে পূয়-রক্তাদি নিঃসারণ করিবার জন্য প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

কুঠারিকা, ব্রীহিমুখ, আরা, বেতসপত্র ও সূচী, এই পঞ্চবিধ অস্ত্র বেধন-কার্য্যে অর্থাৎ কোন স্থান বিদ্ধ করিতে হইলে প্রয়োগ করিতে হয়।

বড়িশ ও দন্তশঙ্কু নামক অস্ত্রদ্বয়—আহরণ কার্য্যে অর্থাৎ শরীর হইতে কোন শল্য আহরণ পূর্ব্বক বাহির করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

এষণী অস্ত্র—এষণকার্য্যে অর্থাৎ দেহমধ্যগত, কোন বস্তু অন্বেষণ করিবার জন্য এবং অনুলোমন কার্য্যে অর্থাৎ শরীরগত কোন পদার্থ উচ্চ স্থান হইতে নিম্নস্থানে আনিবার জন্য প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

৩৯ নং চিত্র—মণ্ডলাগ্র অস্ত্র।

৪০ নং চিত্র—করপত্র অস্ত্র।

৪১ নং চিত্র—বৃদ্ধিপত্র অস্ত্র।

৪২ নং চিত্র—বৃদ্ধিপত্র অস্ত্র।
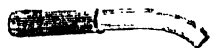
৪৩ নং চিত্র—নখ-অস্ত্র।

৪৪ নং চিত্র—মুদ্রিকা অস্ত্র।

সূচী অস্ত্র—সেবন (সীবন) কার্য্যে অর্থাৎ শরীরের কোন কোন অংশ সেলাই করিবার নিমিত্ত ব্যবহার করিতে হয়।

এইরূপ ৮ আটপ্রকার কার্য্যে ২০ বিংশতিপ্রকার অস্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কার্য্যভেদে অস্ত্র ধরিবার প্রণালী।

শরীরে অস্ত্রপ্রয়োগ করিতে হইলে, কোন্ অস্ত্র কিরূপভাবে ধরিতে হয়, তাহা সঙ্ক্ষেপে বলা যাইতেছে;—বৃদ্ধিপত্রনামক অস্ত্র গোড়ার ও ফলার মধ্যস্থলে ধরিতে হয়। ভেদ করিতে হইলে, সকল অস্ত্রই ঐরূপ স্থলে ধারণ করা আবশ্যক।

বৃদ্ধিপত্র ও মণ্ডলাগ্র নামক অস্ত্রদ্বয়—লেখনকার্য্যে প্রয়োগ করিতে হইলে, হস্ত কিঞ্চিৎ উত্তানভাবে রাখিয়া অস্ত্র ধরিবে এবং অস্ত্রকার্য্য একেবারেই শেষ করিবেন না, অর্থাৎ বহুবার অস্ত্রপ্রয়োগ দ্বারা লেখন-কার্য্য শেষ করিতে হইবে। এই অস্ত্র দ্বারা পূয়াদির স্রাব করাইতে হইলে, অস্ত্রের ফলার আগায় ধরা আবশ্যক।

৪৫ নং চিত্র—উৎপল অস্ত্র।

৪৬ নং চিত্র অর্দ্ধধার অস্ত্র।

৪৭ নং চিত্র—সূচী অস্ত্র।

৪৮ নং চিত্র—সূচী অস্ত্র।

৪৯ নং চিত্র—সূচী অস্ত্র।

৫০ নং চিত্র সূচী অস্ত্র।
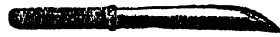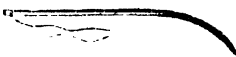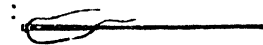
ত্রিকূর্চ্চক নামক অস্ত্রদ্বারা—বালক, বৃদ্ধ, ও সুকুমারদিগের (কোমলাঙ্গ, ভীরু, নারী, রাজা ও রাজপুত্র) বিস্রাবণ কার্য্য অর্থাৎ ব্রণাদি হইতে রক্ত-পূয়াদি নিঃসারণ করিতে হয়।

ব্রীহিমুখ অস্ত্র—হস্ততলমধ্যে অস্ত্রের গোড়া রাখিয়া, অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী অঙ্গুলি-দ্বয়দ্বারা অস্ত্র ধরা আবশ্যক।

কুঠারিকা নামক অস্ত্র (কুড়ুল)—বামহস্তদ্বারা ধারণ করিবে, এবং দক্ষিণ-হস্তের মধ্যম-অঙ্গুলি ও বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বারা কুঠারিকার উপর আঘাত করিবে।

আরা, করপত্র ও এষণী নামক ত্রিবিধ অস্ত্রের গোড়ায় অর্থাৎ বাঁটে ধরা আবশ্যক।

অন্যান্য অস্ত্রসকল কার্য্য-অনুসারে সুবিধা বুঝিয়া ধারণ করিতে হয়। সকল অস্ত্রেরই আকৃতি (লক্ষণ) প্রায়শঃ নামানুসারে বুঝিতে হইবে।

শরারীমুখ অস্ত্র।—দেখিতে শরারী অর্থাৎ শরালপাখীর মুখের ন্যায়। ইহাদের মধ্যে নখশস্ত্র ও এষণী নামক অস্ত্র ৮ আট অঙ্গুলি পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

বড়িশ ও দন্তশঙ্কু নামক অস্ত্রদ্বয়ের অগ্রভাগ ঈষৎ নত (বক্র), এবং ইহার মুখ তীক্ষ্ণ কণ্টকযুক্ত যবের নূতন পাতার ন্যায়।

৫১ নং চিত্র—কুশপত্র অস্ত্র।

৫২ নং চিত্র—আটীমুখ অস্ত্র।

৫৩ নং চিত্র—শরারীমুখ অস্ত্র।

৫৪ নং চিত্র—ত্রিকূর্চ্চক অস্ত্র।
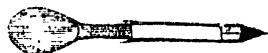
৫৫ নং চিত্র—কুঠারিকা অস্ত্র।

এষণী অস্ত্রের মুখাকৃতি—গণ্ডূপদের (কেঁচোর) ন্যায়।

মুদ্রিকা অস্ত্রের আকার ও পরিমাণ—প্রদেশিনী অঙ্গুলির অগ্রপর্ব্বসদৃশ।

শরারীমুখ অস্ত্র—১০ দশ অঙ্গুলি-প্রমাণ দীর্ঘ; ইহার অপর নাম কর্ত্তরী। অন্যান্য অবশিষ্ট অস্ত্রসকল ৬ ছয় অঙ্গুলি পরিমাণে নির্ম্মাণ করিতে হয়।

অস্ত্রের গুণ—অস্ত্রসকল উত্তমরূপে ধরিবার উপায়বিশিষ্ট; উত্তম লৌহদ্বারা নির্ম্মিত ও তীক্ষ্ণধারসংযুক্ত; ইহাদের গঠন সুন্দর, মুখাগ্রভাগ সুসমাহিত, এবং ইহারা অকরাল (দন্তবিহীন) হওয়া আবশ্যক।

অস্ত্রের দোষ।—বক্র, কুণ্ঠ (মোটা ধারবিশিষ্ট) খণ্ড (অসমগ্র), খরধার (খরখরে), অতিস্থূল, অতিক্ষুদ্র, অতিদীর্ঘ ও অতিসূক্ষ্ম, এই আটপ্রকার অস্ত্রকে দূষিত বলা যায়। অতএব, ইহার বিপরীত-গুণবিশিষ্ট অর্থাৎ এইসকল-প্রকার দোষশূন্য অস্ত্র ব্যবহার করা আবশ্যক। খরধার অস্ত্রের মধ্যে করপত্র (করাত) অস্থিচ্ছেদনের জন্য প্রশস্ত।

অস্ত্রসকলের ধার।—অস্ত্রসমূহের ধার অর্থাৎ তীক্ষ্ণতা নানাপ্রকার; তন্মধ্যে ভেদন অস্ত্রের অর্থাৎ যেসকল অস্ত্রদ্বারা শরীরের কোন স্থান ফাড়া বা বিদ্ধ করা যায়, তাহাদের ধার বা তীক্ষ্ণতা মসুর-কলায়ের ন্যায় স্থূল; যেসকল অস্ত্রদ্বারা লেখন কার্য্য সম্পাদন করিতে হয়, অর্থাৎ যেসমস্ত অস্ত্রদ্বারা কোন স্থান উত্তোলন করা বা আঁচড়ান যায়, তাহাদের ধার মসুর-কলায়ের অর্দ্ধভাগের সমান; যেসকল অস্ত্রদ্বারা ব্যধন কার্য্য (কোনস্থান বিদ্ধকরণ) ও বিস্রাবণ (দূষিতরক্ত-পূযাদি নিঃসারণ) কার্য্য করা যায়, তাহাদের ধার চুল-প্রমাণ হওয়া উচিত; এবং যেসকল অস্ত্রদ্বারা ছেদন কার্য্য সমাপন করিতে হয়, তাহাদের ধার অর্দ্ধচুল-প্রমাণ হওয়া আবশ্যক।

অস্ত্রের পায়না।—পায়নার (পা'নের) প্রভেদ অনুসারে অস্ত্রসকলের ধারের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। যেপ্রকার অস্ত্রে যেরূপ পা'ন দিতে হয়, তাহা বর্ণিত হইতেছে। সকলপ্রকার অস্ত্রের পা'ন দিবার জন্য ক্ষার (লবণ প্রভৃতি), জল ও তৈল ব্যবহার করা আবশ্যক। সুতরাং অস্ত্রের পায়না তিনপ্রকার; তন্মধ্যে শর (বাণাদি), শল্য (গোঁজাদি) ও অস্থিচ্ছেদনার্থ ব্যবহার্য্য অস্ত্রে ক্ষার দ্বারা; মাংসের ছেদন, ভেদন ও পাটনার্থ প্রস্তুত অস্ত্রে জলদ্বারা, এবং শিরাব্যধন ও স্নায়ুচ্ছেদনার্থ ব্যবহার্য্য অস্ত্রে তৈলদ্বারা পা'ন দিতে হইবে।

৫৬ নং চিত্র—বাড়িমুখ অস্ত্র। ৫৭ নং চিত্র—বেতসপত্র অস্ত্র।

৫৮ নং চিত্র—বড়িশ অস্ত্র। ৫৯ নং চিত্র—এষণী অস্ত্র।
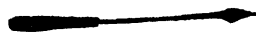
৬০ নং চিত্র—এষণী অস্ত্র।

৬১ নং চিত্র—এষণী অস্ত্র।

অস্ত্রে শাণ—অস্ত্রসকল শাণ দিবার জন্য মাষকলাইয়ের বর্ণবিশিষ্ট শ্লক্ষ্ণশিলা (মসৃণ প্রস্তর) ব্যবহার করা আবশ্যক।

অস্ত্রের ফলক বা খাপ।—অস্ত্রের ধার সমভাবে রাখিবার জন্য শাল্মলীফলক অর্থাৎ শিমূলকাঠের খাপ ব্যবহার করিবে।

ছেদনাদি কার্য্যে প্রশস্ত অস্ত্র।—সহজে লোম ছেদন করা যায়, এমত ধারাবিশিষ্ট, সুন্দর গঠনান্বিত, উত্তমরূপে ধরিবার উপযুক্ত এবং যথাযোগ্য প্রমাণবিশিষ্ট অস্ত্র ছেদনাদি কার্য্যে প্রয়োগ করিতে হয়।

অনুশস্ত্র।—ত্বক্‌সার (বাঁশ), স্ফাটিক (উজ্জ্বলপ্রস্তরবিশেষ), কাচ, কুরুবিন্দ (প্রস্তরবিশেষ), জলৌকা (জোঁক), অগ্নি, ক্ষার, নখ, গোজীপত্র (গোজীয়াপত্র বা শাঁড়ার পাতা), শেফালিকাপত্র (শিউলীপাতা), শাকপত্র (শেগুন গাছের পাতা), করবীর (বৃক্ষের অঙ্কুর), কেশ ও অঙ্গুলি, এইসকলকে অনুশস্ত্র বলে, অর্থাৎ অস্ত্রের অভাবে ইহাদের দ্বারাও কোন কোন অস্ত্রক্রিয়া সম্পাদিত হইতে পারে।

অস্ত্রের কার্য্য।—শিশু ও ভীরু ব্যক্তিগণের, কিংবা অস্ত্রের অভাব হইলে, সাধারণতঃ সকল লোকেরই ছেদন ও ভেদন কার্য্যে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত ত্বক্‌সার (বংশ) স্ফটিক, কাচ ও কুরুবিন্দ প্রস্তর ব্যবহার করিবেন। আহার্য্য, ছেদ্য ও ভেদ্যকার্য্য নখসাধ্য হইলে, নখই ব্যবহার করা যাইতে পারে। ক্ষার, অগ্নি ও জলৌকা-প্রয়োগের বিধিসমূহ পরে লিখিত হইবে। মুখগত এবং চক্ষুবর্ত্মগত ব্রণাদি অস্ত্রসাধ্য ব্যাধি উৎপন্ন হইলে, গোজিহ্বাশাকের পাতা বা শাঁড়াগাছের পাতা, শিউলীপাতা বা শেগুনপাতা দ্বারা অস্ত্রকার্য্য সম্পাদন করিবেন। এষণী অস্ত্রের অভাব হইলে, ঐ কার্য্য (দেহাভ্যন্তরে অন্বেষণ) সাধনার্থ কেশ, অঙ্গুলি ও অঙ্কুর প্রয়োগ করিতে হয়।

সিদ্ধান্ত।—বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক, বিশুদ্ধ সারবান্ সুতীক্ষ্ণ লৌহদ্বারা স্বকর্ম্মনিপুণ কর্ম্মঠ লৌহকার (কর্ম্মকার) কর্ত্তৃক অস্ত্র নির্ম্মাণ করাইয়া লইবেন।

যে অস্ত্রচিকিৎসক অস্ত্রপ্রয়োগ করিবার প্রণালী জ্ঞাত আছেন, অর্থাৎ সুন্দররূপে অস্ত্রপ্রয়োগ করিতে পারেন, তিনি নিতাই সুফল প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ তাঁহার চিকিৎসা সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং সর্ব্বাগ্রেই চিকিৎসকের অস্ত্রবিষয়ে পরিচয় অর্থাৎ অস্ত্রক্রিয়ার অভ্যাসাদি বিষয়ে অভিজ্ঞতা একান্ত আবশ্যক।

চতুর্থ অধ্যায়

কর্ম্মাভ্যাস।

শিক্ষা ও অভ্যাস।—এক্ষণে অস্ত্রক্রিয়াদি কার্য্যে পারদর্শিতা লাভ করিবার নিমিত্ত যে যে উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক, তাহাই বর্ণিত হইতেছে। বহুশাস্ত্র অধ্যয়ন পূর্ব্বক তাহার মর্ম্ম সংগ্রহ করিলেই, কেহ কার্য্যকুশল অর্থাৎ চিকিৎসাকার্য্য করিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং, শিষ্য সদ্গুরুর নিকটে শাস্ত্রাধ্যয়ন পূর্ব্বক যথার্থ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া, পশ্চাৎ ছেদনাদি অস্ত্রক্রিয়া ও স্নেহাদি ঔষধ-প্রয়োগপ্রণালী পুনঃ পুনঃ স্বয়ং অভ্যাস করিবেন। শিক্ষাবিধি পরে বলা যাইতেছে।

ছেদ্যক্রিয়া।—চিকিৎসক অর্থাৎ গুরু, শিষ্যকে পুষ্পফল—(কুমড়া), লাউ, তরমুজ, শশা, এর্ব্বারুক (বড় কাঁকুড়) প্রভৃতি ছেদনযোগ্য ফলসমূহ ছেদনপূর্ব্বক ছেদ্যক্রিয়া অর্থাৎ ব্রণাদি ছেদন করিবার প্রণালী, এবং ঐসকল দ্রব্যের ছাল তুলিয়া উৎকর্ত্তন, ও খণ্ড খণ্ড করিয়া পরিকর্ত্তনক্রিয়া শিক্ষা দিবেন।

ভেদ্যক্রিয়া।— দৃতি (চামড়ার থলি), ভিস্তি (পশ্বাদির মূত্রাশয় বা প্রস্রাবের থলি) ও প্রসেক (চর্ম্মনির্ম্মিত থলিবিশেষ, কর্ম্মকারের চামড়ার জাঁতা) প্রভৃতিতে জল ও কর্দ্দম পূরিয়া তাহা ভেদ করিয়া, ভেদ্যকার্য্য শিক্ষা করিবে।

লেখ্যক্রিয়া।—মৃত পশুর লোমসংযুক্ত বিস্তৃত চর্ম্ম লেখন করিয়া (চাঁচিয়া) লেখ্যক্রিয়া অর্থাৎ আঁচড়ান বা ছালতোলা কার্য্য শিক্ষা করিতে হয়।

বেধ্যক্রিয়া।—মৃত পশুর শিরা অথবা উৎপলাদির নাল (ডাঁটা) বেধন করিয়া (বিঁধিয়া) বেধ্যকার্য্য শিক্ষা করা আবশ্যক।

এষ্যক্রিয়া।—ঘুণোপহত (ঘুণলাগা অর্থাৎ ক্রিমিভক্ষিত) কাষ্ঠ, বাঁশ ও নল, ইহাদের নলীতে ও শুষ্ক অলাবুর (লাউর) মুখে অস্ত্র প্রবিষ্ট করাইয়া, এষণকার্য্য (অন্বেষণ-ক্রিয়া) শিক্ষা করিবে।

আহার্য্য।—পনস (কাঁঠাল), বিম্বী (তেলাকুচা) ও বেল ইহাদের মজ্জা এবং মৃত-পশুর দন্তে যন্ত্র প্রবিষ্ট করাইয়া, আহরণ ক্রিয়া শিক্ষা করিবে।

বিস্রাব্যক্রিয়া।—মধূচ্ছিষ্ট (মোম) পূর্ণ শিমূলকাষ্ঠের ফলকে অস্ত্র প্রবিষ্ট করাইয়া, বিস্রাবণ কার্য্য অর্থাৎ পূয়রক্তাদির স্রাব করিবার প্রণালী শিক্ষা করিতে হয়।

সীব্যক্রিয়া।—সূচীদ্বারা একখানি সূক্ষ্ম পুরু বস্ত্রের দুইধার অথবা একখণ্ড নরম চর্ম্মের দুইধার একত্র সেলাই করিয়া, সীবনকার্য্য (সেলাই ক্রিয়া) শিক্ষা করিতে হয়।

বন্ধনকার্য্য।—বস্ত্রাদি দ্বারা নির্ম্মিত পুরুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বন্ধন করিয়া বন্ধনকার্য্য শিক্ষা করিবে, এবং কোমল মাংসপেশী ও উৎপলের নলাদি বন্ধন করিয়া, সন্ধিবন্ধনক্রিয়া শিক্ষা করা আবশ্যক।

ক্ষার ও অগ্নিকার্য্য।—কোমল মাংসখণ্ডে ক্ষার ও অগ্নিপ্রয়োগ-পূর্ব্বক ক্ষারকার্য্য ও অগ্নিকার্য্য শিক্ষা করিবে।

বস্তিকার্য্য।—জলপূর্ণ কলসীর প্রান্তভাগে ছিদ্র করিয়া, তাহার স্রোতে এবং অলাবুর মুখদেশে কিংবা তৎসদৃশ অন্য কোন পদার্থে বস্তি (পিচকারী) প্রয়োগপূর্ব্বক বস্তিক্রিয়া (মলমূত্রাদির নিঃসারণ-কার্য্য), এবং ব্রণগহ্বর হইতে পূয়-রক্তাদি নিঃসারণকার্য্য শিক্ষা করিবে।

উক্ত নিয়মে অস্ত্রক্রিয়া শিক্ষা করিলে, মেধাবী চিকিৎসক চিকিৎসা করিবার সময়ে বিমূঢ় হইবেন না। অতএব, যিনি অস্ত্র, ক্ষার ও অগ্নিকর্ম্মে পারদর্শিতা লাভ করিতে ইচ্ছুক তাঁহাকে সেইসমস্ত কার্য্যোপযোগী পদার্থের অনুরূপ দ্রব্যদ্বারা সেই সেই কার্য্য শিক্ষা করিতে হইবে।

———

পঞ্চম অধ্যায়।

বিশাখানুপ্রবেশ।

কর্ত্তব্য।—শাস্ত্রাধ্যয়নের পর সারার্থ প্রকৃতরূপে হৃদয়ঙ্গম হইলে, চিকিৎসাকার্য্যে অভ্যাস ও দক্ষতা লাভ করিলে, এবং অন্যের নিকটে শাস্ত্রার্থ প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলে, চিকিৎসক রাজার অনুমতি লইবেন। তৎপরে নখ-কেশাদি কর্ত্তন করিবেন; এবং পবিত্রদেহে নির্ম্মল বসন, ছত্র, দণ্ড (যষ্টি) ও পাদুকা ধারণ করিয়া, সাধুজনোচিতবেশে শুদ্ধান্তঃকরণে অকপট ও সরলচিত্তে কুশল প্রশ্নদ্বারা সর্ব্বলোকের প্রীতি আকর্ষণ পূর্ব্বক বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া এবং সুসহায়-সংযুক্ত হইয়া, চিকিৎসাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন।

চিকিৎসার কাল ও উপায়।—অনন্তর চিকিৎসক দূত (চিকিৎ-সককে যে লইতে আইসে), নিমিত্ত (সুরভি বায়ু প্রভৃতি), শকুন (পক্ষি-বিশেষের স্বরাদি) ও মঙ্গল (পূর্ণকুম্ভাদি) দ্বারা গমনের প্রশস্ত সময় নির্ণয় করি-বেন, এবং রোগীর গৃহে গমনপূর্ব্বক সমাসীন হইয়া, দর্শন, স্পর্শন ও প্রশ্নাদিদ্বারা রোগ পরীক্ষা করিবেন। কেহ কেহ বলেন, দর্শন, স্পর্শন ও প্রশ্ন, এই ত্রিবিধ উপায় দ্বারাই রোগ পরীক্ষিত হয়; কিন্তু উহাদ্বারা সম্যক্‌প্রকারে রোগজ্ঞান জন্মিতে পারে না; কারণ, রোগ-জ্ঞানের উপায় ছয়টী; অর্থাৎ শ্রবণ, দর্শন, স্পর্শন, আস্বাদন, আঘ্রাণ ও প্রশ্ন, এই ষড়্‌বিধ উপায় দ্বারা রোগসমূহের পরীক্ষা করিতে পারা যায়।

শ্রবণেন্দ্রিয়।—ব্রণস্রাবাদিতে বায়ু ফেনসংযুক্ত রক্তকে সঞ্চালিত করিয়া সশব্দে নির্গত হয়; এইরূপ বিষয়সকল শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত হইয়া থাকে।

স্পর্শনেন্দ্রিয়।—জ্বর, শোথ প্রভৃতি রোগে শীতলতা, উষ্ণতা, শ্লক্ষ্ণতা, কর্কশতা, কোমলতা ও কাঠিন্যাদি লক্ষণ স্পর্শনদ্বারা জানা যায়।

দর্শনেন্দ্রিয়।—শরীরের স্থূলতা, কৃশতা, আয়ুর লক্ষণ, উৎসাহ, বর্ণ-বিকার (বিবর্ণতা) প্রভৃতি দর্শনদ্বারা অবগত হওয়া যায়।

রসনেন্দ্রিয়।—মেহাদি রোগে মূত্রের মধুরাদি রস রসনেন্দ্রিয় দ্বারা জানিতে হয়. অর্থাৎ প্রস্রাবে পিপীলিকাদি লাগিলে প্রস্রাবের মিষ্টরস, এবং সেইজন্য মধুমেহ স্থির করা যায়।

ঘ্রাণেন্দ্রিয়।—রোগের অরিষ্ট লক্ষণ (মৃত্যুচিহ্ন) প্রভৃতির মধ্যে ব্রণের ও অব্রণের গন্ধবিশেষ আঘ্রাণ দ্বারা জানা যাইতে পারে।

প্রশ্ন।—দেশ (কিরূপ দেশে রোগ জন্মিয়াছে), কাল (গ্রীষ্মবর্ষাদি এবং যৌবনাদি), জাতি (ব্রাহ্মণাদি), সাত্ম্য (যে দ্রব্য সেবন দ্বারা রোগ উপশমিত হয়), রোগোৎপাদক ঘটনা, বাতাদি বেদনা, বল, দীপ্তাগ্নিতা, বাত (অধোবায়ু) ও মূত্র-পুরীষাদির প্রবর্ত্তন ও অপ্রবর্ত্তন, এবং কতদিন ব্যাধি হইয়াছে ইত্যাদি বিষয় প্রশ্নদ্বারা জানা আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত দোষানুসারে রোগ-বিজ্ঞান উপায়ের মধ্যে তৎস্থানীয় অর্থাৎ শ্রবণ, ত্বক্, রসনা ও নাসিকাদ্বারা যথাক্রমে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ অনুভব করিয়া, রোগনির্ণয় করিতে হয়।

ভ্রম।—পরীক্ষাদ্বারা যে রোগ সম্যক্‌প্রকারে নির্ণয় করিতে পারা যায় না, অথবা রোগী যে বিষয় ভালরূপ প্রকাশ করিতে পারে না, কিংবা রোগী যে ব্যাধি গোপন করিয়া রাখে, এবংবিধ রোগে চিকিৎসকের মোহ জন্মে; তিনি এইপ্রকার রোগ বুঝিতে না পারায়, ভ্রমে পতিত হইতে পারেন।

সাধ্য ও যাপ্য রোগ।—পূর্ব্বোক্ত নিয়মে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ পরীক্ষা দ্বারা রোগ সাধ্য বলিয়া বিবেচিত হইলে, আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার চিকিৎসা করা আবশ্যক; যাপ্য হইলে ঔষধদ্বারা স্থগিত করিয়া রাখিতে হয়; অসাধ্য স্থিরীকৃত হইলে, সেই রোগের চিকিৎসা করিতে নাই; এবং যে রোগ একবৎসর উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা পরিত্যাগ করা উচিত; কারণ, ব্যাধি সম্বৎসরকাল ভোগ করিলে, প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত অর্থাৎ ক্রমশঃ সপ্তধাতুগত হওয়ায় তাহা অসাধ্য হইয়া পড়ে; সুতরাং সেই ব্যাধির চিকিৎসা করিতে নাই।

অসাধ্যতার কারণ।—শ্রোত্রীয় বেদাধ্যায়ী ব্যক্তি নিত্য স্নানাদি করেন, তাহাতে তাঁহার রোগ বর্দ্ধিত হইয়া উঠে; রাজারা স্বভাবসিদ্ধ সুকুমার-ভাবপ্রযুক্ত কোন কষ্ট সহ্য করিতে পারেন না এবং আহারাদি বিষয়ে নানাপ্রকার অনিয়ম করেন; স্ত্রীলোকেরা লজ্জাপ্রযুক্ত মল-মূত্রের বেগ ধারণ করেন; বালক ও বৃদ্ধগণ কষ্ট সহ্য করিতে পারেন না; ভীরুব্যক্তিরা স্বভাবতঃ অল্পপ্রাণ,

সেইজন্য কঠিন নিয়ম পালন করিতে পারে না; রাজভৃত্যগণ দাস্যে একান্ত নিবিষ্ট থাকে, সেইজন্য সময়ে সময়ে নানাপ্রকার অনিয়ম করে; দ্যূতকার খেলার নেশায় মগ্ন হইয়া যথাকালে আহারাদি করে না; ক্ষীণব্যক্তি স্বভাবতঃ নিয়ম ভঙ্গ করে; বৈদ্যাভিমানী ব্যক্তিগণ চিকিৎসকের ব্যবস্থায় অনাস্থা পূর্ব্বক নিজে নিজের ব্যবস্থা করিয়া, অপব্যবস্থা জন্য রোগবৃদ্ধি করে; অনেকে স্বভাবদোষে বা লজ্জাবশতঃ ব্যাধি গোপন করে; দরিদ্রলোকেরা অর্থাভাবে উপযুক্ত চিকিৎসা করাইতে পারে না; ব্যয়কুণ্ঠ লোকেরা কৃপণতা প্রযুক্ত চিকিৎসায় অবহেলা করে; ক্রোধনস্বভাব ব্যক্তি বিবিধ কুপথ্যসেবা করে; অসহায় লোকের পরিচর্য্যার অভাব হয়; এইজন্য এইসকল লোকের পূর্ব্বোক্ত কারণ বশতঃ সাধ্য রোগও অসাধ্য হইয়া পড়ে। যিনি ঐসকল বিষয়ের বিবেচনা করিয়া চিকিৎসা-কার্য্য প্রবৃত্ত হয়েন, তিনিই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভ করিতে পারেন।

নারী-সংস্রব।—চিকিৎসক কখনও রমণীর সংস্রবে থাকিবেন না; কদাপি স্ত্রীলোকের সহিত একাসনে বসিবেন না; প্রতিবেশীর ন্যায় আত্মীয়তা করিতে যাইবেন না; আলাপ ও হাস্য-পরিহাস করিবেন না; এবং অন্নপানাদি আহারীয় দ্রব্য ব্যতিরেকে অন্য কোন দ্রব্য অর্থাৎ বিলাসের বস্তু কদাপি স্ত্রীলোকের নিকট হইতে গ্রহণ করিবেন না।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

—:•:—

ক্ষারপাক-বিধি।

ক্ষারের প্রাধান্য।—ক্ষারদ্বারা ছেদন, ভেদন ও লেখন কার্য্য সম্পাদিত হয়। ইহা ত্রিদোষনাশক এবং বিশেষ বিশেষ কার্য্যে প্রযোজ্য; যেমন পিত্তজ অর্শাদি রোগ একমাত্র ক্ষারপ্রয়োগ দ্বারা নিশ্চয়ই সত্বর নষ্ট করিতে পারা যায়। এইজন্য শস্ত্র (অস্ত্র) এবং অনুশস্ত্র অর্থাৎ বংশাদি অস্ত্রসদৃশ দ্রব্যমধ্যে ক্ষারই শ্রেষ্ঠতম বলিয়া কথিত হইয়াছে।

নিরুক্তি।—ইহাদ্বারা ক্ষরিত অর্থাৎ দূষিত ত্বক্-মাংসাদি চালিত ও উৎপাটিত এবং ব্রণাদি হইতে পূয়-রক্তাদি স্রাবিত হয়; এবং ইহাদ্বারা ব্রণাদি ক্ষরিত অর্থাৎ ব্রণাদিজনিত দূষিত ত্বক্-মাংসাদি ছেদিত ও শোধিত হয়, এইজন্য উহাকে ক্ষার বলে।

সাধারণ গুণ।—ক্ষার বিবিধ-ঔষধমিশ্রণে প্রস্তুত হয়, এইজন্য বাত, পিত্ত ও কফ এই ত্রিদোষেরই প্রশমন করিয়া থাকে। ইহা শ্বেতবর্ণ, এইজন্য সৌম্য (সোমগুণবিশিষ্ট অর্থাৎ শীতবীর্য্য); কিন্তু ইহাতে সোমগুণ বিদ্যমান থাকিলেও, দহন, পচন ও বিদারণাদি শক্তি থাকা অবিরুদ্ধ। তদ্ব্যতীত ইহাতে আগ্নেয় অর্থাৎ উষ্ণবীর্য্য ঔষধ অধিকপরিমাণে বর্ত্তমান আছে; এইজন্য ইহা উষ্ণ ও তীক্ষ্ণ গুণবিশিষ্ট, এবং সেই কারণেই ইহাদ্বারা পাচন, বিলয়ন, শোধন, রোপণ, শোষণ, স্তম্ভন ও লেখন কার্য্য অনায়াসে নিষ্পাদিত হয়। অপিচ ইহা-দ্বারা ক্রিমি, আম, কফ, কুষ্ঠ, বিষ ও মেদোরোগ নিবারিত হইতে পারে।

অতিরিক্ত ক্ষার সেবনের দোষ।—ক্ষার অধিক পরিমাণে সেবন করিলে, শুক্রনাশ হইয়া পুরুষত্বের হানি ঘটিয়া থাকে।

প্রকার ভেদ।—ক্ষার দুইপ্রকার; প্রতিসারণীয় ক্ষার ও পানীয় ক্ষার। যে ক্ষার লেপনার্থ প্রয়োগ করা যায়—তাহারই নাম প্রতিসারণীয় ক্ষার; এবং যে ক্ষার পান করা যায়—তাহাকে পানীয় ক্ষার বা ক্ষারোদক কহে।

প্রতিসারণীয় ক্ষার যেসকল রোগে প্রযোজ্য।

কুষ্ঠ, কিটিভ (কুষ্ঠবিশেষ), দদ্রু (দাদ), কিলাস (কুষ্ঠবিশেষ), মণ্ডল (মণ্ডলাকার কুষ্ঠ), ভগন্দর, অর্ব্বুদ (আব), দূষিত ব্রণ, নাড়ীব্রণ, (নালী-ঘা), শোষ, চর্ম্মকীল (আঁচিল), তিলকালক (তিলরোগ), ন্যচ্ছ (ছুলি), ব্যঙ্গ (মেচেতা), মশক (আঁচিলবিশেষ), বাহ্যবিদ্রধি, বাহ্যক্রিমি (উকুন প্রভৃতি), বাহ্যবিষ (বিষাক্ত ঘা), অর্শঃ, এবং সাতপ্রকার মুখরোগ অর্থাৎ উপজিহ্বা, অধিজিহ্বা, উপকুশ ও দন্তবৈদর্ভ, এবং তিনপ্রকার রোহিণী, এইসকল রোগে প্রতিসারণীয় ক্ষার প্রয়োগ করা উচিত। এইসকল রোগে অনুশস্ত্র অর্থাৎ ক্ষারপ্রয়োগই বিহিত।

পানীয় ক্ষার।—গর (গরল, কৃত্রিমবিষ বা দূষিবিষ) গুল্ম, উদররোগ, অগ্নিমান্দ্যবিষয়ক রোগ অর্থাৎ বাতশ্লেষ্মজ গ্রহণী ও বিসূচিকা রোগ, অজীর্ণ, অরুচি, আনাহ, (মলরোধ ও মূত্ররোধজনিত রোগ), শর্করা (ঝিলে), অশ্মরী (পাথরী), অন্তর্বিদ্রধি, ক্রিমি, বিষদোষ ও অর্শঃ, এইসকল রোগে পানীয় ক্ষার (ক্ষারোদক) প্রয়োগ করা আবশ্যক।

নিষেধ।—রক্তপিত্তরোগী, জ্বররোগী, পিত্ত-প্রকৃতিবিশিষ্ট, বালক, বৃদ্ধ, দুর্ব্বল, ভ্রমযুক্ত, মত্ত, মূর্চ্ছিত ও তিমির (ছানী) রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে এবংবিধ অন্যান্য ক্ষার প্রশস্ত নহে।

নিয়ম।—পানীয়-ক্ষার প্রস্তুত করিতে হইলে, প্রতিসারণীয় ক্ষারের ন্যায় দগ্ধ করিয়া, স্রাবিত (গালিত) অর্থাৎ বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া লওয়া আবশ্যক। ইহার বিশেষ বিবরণ পশ্চাৎ গুল্মাদিরোগে বর্ণিত হইবে।

প্রকারভেদ ও প্রস্তুতপ্রণালী।—প্রতিসারণীয় ক্ষার তিন-প্রকার,—মৃদুবীর্য্য, মধ্যবীর্য্য ও তীক্ষ্ণবীর্য্য। এই ক্ষার প্রস্তুত করিতে হইলে, শরৎকালে, সুনক্ষত্রাদিযুক্ত প্রশস্ত দিবসে, পবিত্রভাবে উপবাস করিয়া, পর্ব্বতের সানুপ্রদেশে প্রশস্তস্থানোৎপন্ন, মধ্যমবয়স্ক, দাবাগ্নি-গবাদিদ্বারা অনুপহত, বৃহদাকার, কৃষ্ণ-ঘণ্টাপারুল বৃক্ষকে অধিবাস (আমন্ত্রণ) করিয়া রাখিবে। তৎপরে পরদিবস—"অগ্নিবীর্য্য! মহাবীর্য্য! মা তে বীর্য্যং প্রণশ্যতু। ইহৈব তিষ্ঠ কল্যাণ মম কার্য্যং করিষ্যসি। মম কার্য্যে কৃতে পশ্চাৎ স্বর্গলোকং গমিষ্যসি॥" অর্থাৎ হে অগ্নিবীর্য্য! মহাবীর্য্য! তোমার বীর্য্য যেন নষ্ট না হয়। তুমি এইস্থলে আমার শুভকারক হইয়া অবস্থিতি কর; কারণ তুমি আমার অভীষ্ট কার্য্য সিদ্ধ করিবে এবং আমার কার্য্য সিদ্ধ করিলে, তুমি স্বর্গলোকে গমন করিবে। এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত বৃক্ষটী উৎপাটন করিয়া, একসহস্র শ্বেত-পুষ্প ও একসহস্র রক্ত-পুষ্প দ্বারা হোম করিবে। পরদিন উক্ত বৃক্ষকে খণ্ডখণ্ড করিয়া ও চিরিয়া, বায়ুশূন্যস্থানে স্থাপন পূর্ব্বক উহাতে সুধাশর্করা (চূন প্রস্তুত করিবার পাষাণবিশেষ) প্রদান করিয়া, শুষ্ক তিলের ডাঁটার অগ্নিদ্বারা তাহা দগ্ধ করিবে, এবং অগ্নি নির্ব্বাণ হইলে, উক্ত ঘণ্টাপারুলের ভস্ম ও ভস্মশর্করা (উক্ত পাষাণভস্ম) পৃথক পৃথক্‌রূপে গ্রহণ করিবে।

সংযোজ্য দ্রব্য।—অতঃপর কুড়চি, পলাশ, অশ্বকর্ণ (লতাশালবৃক্ষ), পারিভদ্রক (পালিদামান্দার বা দেবদারু), বহেড়া, সোন্দাল, তিল্বক (পাটিয়া-লোধ), আকন্দ, মনসাসীজ, আপাং, পারুল, ডহরকরঞ্জ, বাসক, কদলী, রক্ত-চিতা, নাটাকরঞ্জ, ইন্দ্রবৃক্ষ (কুটজবিশেষ), আস্ফোতা (অনন্তমূল বা হাপর-মালী), অশ্বমারক (করবীর), ছাতিম, গণিয়ারী, কুঁচ, এবং চারিপ্রকার ঘোষাবৃক্ষ; ফল, মূল, পত্র ও শাখার সহিত পূর্ব্বোক্তপ্রকারে অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিয়া, ক্ষার (ভস্ম) গ্রহণ করিতে হইবে।

মধ্যবীর্য্য ক্ষার।—অনন্তর পূর্ব্বোক্ত ঘণ্টাপারুলভস্ম দুইভাগ এবং কুটজাদির ভস্ম বা ক্ষার এক ভাগ, মোট সমুদায়ে একদ্রোণ অর্থাৎ ৩২ সের মাত্রায় গ্রহণ পূর্ব্বক ৬ দ্রোণ অর্থাৎ ১৯২ একশত বিরানব্বই সের জল বা গোমূত্র (চোনা) সহ মিশ্রিত করিয়া, বস্ত্রদ্বারা একবিংশতিবার স্রাবিত করিয়া লইবে। তৎপরে সিঁটেগুলি বাদ দিয়া, বস্ত্রগালিত ক্ষার জল একখানি বড় কড়ায় রাখিয়া, চুল্লীর উপর স্থাপন পূর্ব্বক অগ্নিসংযোগে ধীরে ধীরে হাতা দ্বারা নাড়িয়া, পাক করিতে থাকিবে। যখন দেখিবে, বেশ স্বচ্ছ (নির্ম্মল), রক্তবর্ণ, তীক্ষ্ণ ও পিচ্ছিল হইয়াছে, তখন উহা বস্ত্রদ্বারা পুনরায় ছাঁকিয়া সিঁটে বাদ দিবে। উহা হইতে /১॥• দেড় সের ক্ষারজল পৃথক্ একটী পাত্রে রাখিয়া, অবশিষ্ট ক্ষারজল পুনরায় অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে, এবং কটশর্করা (গাঙ্গেষ্ঠী, নাটা), পূর্ব্বোক্ত ভস্মশর্করা, ক্ষীরপাক (ঝিনুক) ও শঙ্খনাভি অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিয়া অগ্নিবর্ণ হইলে, উহাদের প্রত্যেক /১ একসের অর্থাৎ চারিটী দ্রব্য মোটে সমস্ত /৪ চারিসের পরিমাণে লইয়া, উক্ত পৃথক্কৃত /১॥• দেড় সের ক্ষারজলসহ পেষণ-পূর্ব্বক চুল্লীস্থ ক্ষারমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া, হাতাদ্বারা সর্ব্বদা নাড়িতে নাড়িতে একাগ্রচিত্তে এমনভাবে পাক করিয়া লইবে, যেন উহা অত্যন্ত তরল না হয়। তৎপরে উহা চুল্লী হইতে নমাইয়া, একটী লৌহকলসীর মধ্যে রাখিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিবে ও নির্জ্জনস্থানে রাখিয়া দিবে। ইহাকে মধ্যবীর্য্যক্ষার বলা যায়।

সংব্যূহিম মৃদুবীর্য্য ক্ষার।—যদি উক্ত ক্ষারে কটশর্করাদি দ্রব্য-চতুষ্টয় না দিয়া পাক সমাপ্ত করিয়া লওয়া যায়, তবে তাহাকে মৃদুবীর্য্য বা সংব্যূহিম ক্ষার বলা যায়।

পাক্য বা তীক্ষ্ণবীর্য্য ক্ষার। আর যদি উক্ত মৃদুবীর্য্য ক্ষারে দন্তী, দ্রবন্তী (দন্তীবিশেষ বা ইন্দুরকাণী), রক্তচিতার মূল, গণিয়ারী, নাটাকরঞ্জের পল্লব, তালমূলী, বিট্‌লবণ, সুবর্চ্চিকা (সাচীক্ষারবিশেষ), কনকক্ষীরী (স্বর্ণক্ষীরী বা কঙ্কুষ্ঠমৃত্তিকা), হিং, বচ ও মিঠাবিষ, ইহাদিগের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ চারি তোলা মাত্রায় নিক্ষেপ পূর্ব্বক পাক করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে উহাকে পাক্য বা তীক্ষ্ণবীর্য্য ক্ষার বলে।

হীনবীর্য্যে বীর্য্যাধান।—উক্তক্ষারত্রয় কালবশতঃ (অধিক পুরাতন হওয়ায়) অথবা হীনবীর্য্য ঔষধহেতু বীর্য্যহীন হইয়া পড়িলে, উহা বীর্য্যবান্ (তেজস্কর) করিবার নিমিত্ত উল্লিখিত বিধানানুসারে প্রস্তুত ক্ষারজল উক্ত হীনবীর্য্য ক্ষারের সহিত মিশ্রিত করিয়া, পুনর্ব্বার পাক করিয়া লইবে।

ক্ষারের গুণ।—অনতিতীক্ষ্ণ, অল্প মৃদু, ঈষৎ শ্বেতবর্ণ, শ্লক্ষ্ণ (মসৃণ), পিচ্ছিল, অভিষ্যন্দী, শিব (সৌম্য বা শীতবীর্য্য) ও শীঘ্রকারী এই আটটী গুণ প্রতিসারণীয় ক্ষারে বর্ত্তমান থাকা আবশ্যক।

ক্ষারের দোষ।—অত্যন্ত মৃদু, অত্যন্ত শ্বেতবর্ণ, অত্যন্ত উষ্ণ, অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, অত্যন্ত পিচ্ছিল, অত্যন্ত প্রসর্পণকারী, অত্যন্ত গাঢ়, অপক্ব ও হীনদ্রব্য, এই নয়টী ক্ষারের দোষ বলিয়া জানিবে।

প্রয়োগ-বিধি।—অগ্রোপহরণীয় নামক অধ্যায়ে লিখিত নিয়মানুসারে প্রশস্ত সময়-নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক, প্রথমতঃ যন্ত্র ও ক্ষারাদি সংগ্রহ করিয়া, ক্ষারসাধ্য রোগীকে বায়ুশূন্য ও আতপশূন্য অসঙ্কীর্ণ স্থানে (বিস্তৃত জায়গায়) উপবিষ্ট করাইয়া, রোগীর পীড়িতস্থান অবলোকন পূর্ব্বক ঘর্ষণ, লেখন ও উত্তোলনাদি করিয়া, শলাকাদ্বারা ক্ষার প্রয়োগ করিবে, এবং একশত গুরু অক্ষর (ক, খ, ইত্যাদি) উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে, তৎকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া, ঐ ক্ষার তুলিয়া লওয়া বা মুছিয়া দেওয়া আবশ্যক।

সম্যক্‌দগ্ধের লক্ষণ।—যদ্যপি ক্ষারপ্রয়োগদ্বারা পীড়িত স্থান কৃষ্ণবর্ণ হয়, তবে উহা সম্যক্‌রূপে দগ্ধ হইয়াছে জানিবে। সম্যক্ প্রকারে অর্থাৎ ভালরূপ দগ্ধ হইলে কার্য্য সিদ্ধ হয়।

জ্বালানিবারক।—পীড়িতস্থান ক্ষারদ্বারা দগ্ধ করিলে, দাহ অর্থাৎ জ্বালা উপস্থিত হয়; অতএব দগ্ধস্থানে ঘৃত ও মধুসহ অম্লবর্গ (কাঁজি-তুষোদকাদি)

মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিবে; তাহাতে উক্ত জ্বালা প্রশমিত হয়। যদি অতীব কষ্টজনক অসহ্য জ্বালা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে অম্ল কাঞ্জিকবীজ (কাঁজির সীটে), তিল ও যষ্টিমধু সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র পেষণ করিয়া দগ্ধস্থানে প্রলেপ দিলে, তৎক্ষণাৎ জ্বালার শান্তি হইয়া থাকে।

ক্ষারদগ্ধ ব্রণের ক্ষত পূরিবার ঔষধ।

তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীর্য্য অম্লরসের সহিত তিল, যষ্টিমধু ও ঘৃত একত্র পেষণ পূর্ব্বক প্রয়োগ করিলে, ব্রণজনিত ক্ষতস্থান শীঘ্রই পূরিয়া উঠে।

তেজঃপ্রশমনের কারণ।—এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, অগ্নি-তুল্য ক্ষারের তেজ, আগ্নেয় অর্থাৎ তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীর্য্যহেতু অগ্নিগুণবিশিষ্ট কাঞ্জিকাদি দ্বারা কি প্রকারে প্রশমিত হয়? ইহার উত্তর এই যে, ক্ষারদ্রব্যে কেবল অম্লরস ব্যতিরেকে আর সর্ব্বপ্রকার রসই বর্ত্তমান আছে; আবার তন্মধ্যে ক্ষারদ্রব্যে কটুরসের ও লবণ রসের আধিক্য দেখা যায়। সুতরাং অম্লরসের সহিত লবণ-রস সংযুক্ত হওয়ায়, মাধুর্য্যগুণ প্রাপ্ত হইয়া, তীক্ষ্ণতা-বিহীন হইয়া থাকে। অতএব কাঞ্জিকাদি দ্বারা ক্ষারের তেজ নষ্ট হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, যেমন জলে আপ্লুত হওয়া মাত্র অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়, সেইপ্রকার লবণরসও অম্লরসসহ একত্র সংমিশ্রিত হইবামাত্র নিস্তেজ হইয়া পড়ে।

সম্যক্ দগ্ধের উপকারিতা।

ক্ষারদ্বারা সম্যক্‌প্রকারে দগ্ধ হইলে, রোগের উপশম হয়, অঙ্গের লাঘব হইয়া থাকে, এবং দগ্ধস্থান হইতে পূয়াদিস্রাব নিবারিত হইয়া যায়।

হীনদগ্ধের অপকারিতা।

ক্ষারদ্বারা পীড়িতস্থান সম্যক্‌প্রকারে দগ্ধ না হইলে, সূচীবেধবৎ বেদনা, কণ্ডূ, দেহের জড়তা ও রোগের বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

অতিদগ্ধের অপকারিতা।—ক্ষারদ্বারা পীড়িত স্থান অতিরিক্ত দগ্ধ হইলে, দাহ (জ্বালা), পাকিয়া পূয়াদিস্রাব, রক্তবর্ণতা, অঙ্গবেদনা, গ্লানি, পিপাসা, মূর্চ্ছা, কিংবা মৃত্যু পর্য্যন্ত সংঘটিত হয়।

ক্ষারদগ্ধব্রণের চিকিৎসা।—ব্রণ অর্থাৎ ক্ষতস্থানের লক্ষণ এবং বাতাদি দোষের সম্বন্ধ বিবেচনা করিয়া, হেতুর বিপরীত অথবা ব্যাধির বিপরীত চিকিৎসা করা আবশ্যক।

নিষেধ।—দুর্ব্বল, বালক, স্থবির (বৃদ্ধ), ভীরু, সর্ব্বাঙ্গ-শোথরোগী, উদররোগী, রক্তপিত্তরোগী, গর্ভিণী নারী, ঋতুমতী স্ত্রী, প্রবৃদ্ধ (অতি জীর্ণ), জ্বররোগী, উরঃক্ষত-রোগাক্রান্ত ও ক্ষীণধাতু-বিশিষ্ট, তৃষিত, মূর্চ্ছাগ্রস্ত, ক্লীব (নপুংসক অর্থাৎ হিজড়ে), প্রমেহরোগী, উদ্ধগতাণ্ড ও স্রস্তাণ্ড পুরুষ এবং উদ্ধগত-গর্ভাশয়া ও স্রস্তগর্ভাশয়া রমণী, এইসকলের পক্ষে ক্ষারপ্রয়োগ নিষিদ্ধ। এতদ্ব্যতীত মর্ম্ম, শিরা, স্নায়ু, সন্ধিস্থল, তরুণাস্থি, সেবনী, ধমনী, কণ্ঠ, নাভি, নখমধ্য, লিঙ্গনাল, স্রোতঃ ও অল্প মাংসবিশিষ্ট স্থানে এবং বর্ত্মরোগ ব্যতীত অন্য কোন চক্ষুরোগে চক্ষুতে ক্ষার প্রয়োগ করিতে নাই। ক্ষারসাধ্য ব্যাধির মধ্যে শোথাঙ্গবিশিষ্ট, অস্থিশূলাক্রান্ত, অন্নপানে ইচ্ছাশূন্য, এবং হৃদয়ের ও সন্ধিস্থানের বেদনাদ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষেও ক্ষারপ্রয়োগ নিষিদ্ধ।

অশিক্ষিত মূর্খ চিকিৎসক দ্বারা ক্ষার প্রযুক্ত হইলে, বিষ, অগ্নি, শস্ত্র ও বজ্রের ন্যায় তাহা প্রাণনাশ করে। কিন্তু বুদ্ধিমান্ সুশিক্ষিত চিকিৎসক সেই ক্ষার প্রয়োগ করিলে, তাহাদ্বারা অবিলম্বে সর্ব্বপ্রকার কঠিন রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

সপ্তম অধ্যায়।

অগ্নিকর্ম্ম।

প্রাধান্য।—ক্ষার অপেক্ষা অগ্নিকর্ম্ম প্রধান; কারণ, অগ্নিদগ্ধ ব্যাধি পুনর্ব্বার উৎপন্ন হইতে পারে না; এবং যেসকল ব্যাধি ঔষধ, অস্ত্র, ও ক্ষারপ্রয়োগদ্বারা নিবারিত হয় না, তাহা কেবল অগ্নিক্রিয়াদ্বারাই উপশমিত হয়; এইজন্যই ক্ষার অপেক্ষাও অগ্নিক্রিয়া শ্রেষ্ঠতম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

উপকরণ ও রোগভেদে প্রয়োগ।—পিপুল, ছাগবিষ্ঠা (ছাগলের নাদী), গোদন্ত (গোরুর দাত), শর, শলাকা, জাম্ববৌষ্ঠ যন্ত্র বা অন্যপ্রকার

লৌহ, মধু, গুড় এবং স্নেহদ্রব্য (ঘৃত-তৈলাদি), এইসকল দ্রব্য অগ্নিক্রিয়ার দহনার্থ আবশ্যক হইয়া থাকে। ইঁহাদের মধ্যে পিপুল, ছাগবিষ্ঠা, গোদন্ত, শর, শলাকা,—ত্বগ্‌গত (চর্ম্মাশ্রিত) রোগে ব্যবহার করিতে হয়। জাম্ববৌষ্ঠ ও অন্যপ্রকার লৌহ—মাংসগত ব্যাধিতে; এবং মধু ও স্নেহদ্রব্য—শিরাগত, স্নায়ুগত, সন্ধিস্থানগত ও অস্থিসংশ্রিত রোগে দহনার্থ ব্যবহার করা আবশ্যক।

কাল ও অবস্থাভেদে অগ্নিক্রিয়া।—শরৎ ঋতু ও গ্রীষ্ম ঋতু ভিন্ন সকলকালেই অগ্নিকর্ম্ম বিহিত; কিন্তু অগ্নিসাধ্য ব্যাধি অত্যধিক প্রবল হইয়া উঠিলে, শরৎ ও গ্রীষ্ম-ঋতুদ্বয়ের বিপরীত কার্য্য করিয়া, তৎপশ্চাৎ অগ্নিক্রিয়া করা আবশ্যক। সকল ঋতুতেই রোগীকে পিচ্ছিল অন্ন ভোজন করাইয়া পশ্চাৎ অগ্নিক্রিয়া প্রয়োগ করিতে হয়; কিন্তু মূঢ়গর্ভ, অশ্মরী (পাথরী), ভগন্দর, অর্শঃ ও মুখরোগ দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে অভুক্তাবস্থায় অগ্নিকর্ম্ম করা আবশ্যক। কাহারও কাহারও মত এই যে, ত্বগ্‌দগ্ধ ও মাংসদগ্ধভেদে অগ্নিকার্য্য দুইপ্রকার মাত্র। কিন্তু সুশ্রুত-সংহিতা নামক এই গ্রন্থের মতে শিরা, স্নায়ু, সন্ধিস্থল ও অস্থিতে অগ্নিক্রিয়া করা যাইতে পারে।

স্থানভেদে অগ্নিদগ্ধের লক্ষণ।—অগ্নিকর্ম্মে ত্বক্‌ দগ্ধ হইলে, শব্দ, দুর্গন্ধ ও চর্ম্মের সঙ্কোচ হয়। মাংস দগ্ধ হইলে, কপোতবর্ণতা, অল্প শোথ (ফুলা) ও বেদনা, এবং শুষ্ক ও সঙ্কুচিত ব্রণ দেখা দেয়। শিরা ও স্নায়ু দগ্ধ হইলে, কৃষ্ণবর্ণ উন্নত ব্রণ এবং রক্তাদির স্রাবনিরোধ হইয়া থাকে। সন্ধিস্থল ও অস্থি দগ্ধ হইলে, রুক্ষ (খস্‌খসে), অরুণবর্ণ (লাল), কর্কশ (খরখরে) এবং স্থিরব্রণ অর্থাৎ বহুকালে আরোগ্যাপেক্ষী ক্ষত হইতে দেখা যায়।

স্থানভেদে অগ্নিকার্য্য।—শিরোরোগ ও অধিমন্থ (চক্ষুরোগবিশেষ) রোগে ভ্রূ, কপাল ও শঙ্খপ্রদেশে (ললাটের পার্শ্বস্থ অস্থিতে) অগ্নিকর্ম্ম অর্থাৎ দগ্ধ করিবে। বর্ত্মরোগে অর্থাৎ চক্ষুর পাতার রোগে, চক্ষুর দৃষ্টিস্থান (চক্ষুর কনীনিকা) আর্দ্র অলক্তক (ভিজা আল্‌তা) দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া, বর্ত্মদেশের লোমকূপসকল দগ্ধ করিবে। ত্বক্‌, মাংস, শিরা, স্নায়ু, সন্ধিস্থান এবং অস্থিসংশ্রিত অত্যন্ত বেদনাবিশিষ্ট, বায়ুজনিত, কঠিন, উন্নত, এবং অসাড় মাংসবিশিষ্ট ব্রণেও অগ্নিক্রিয়া আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থিরোগ, অর্শঃ, অর্ব্বুদ (আব), ভগন্দর, অরুচী, শ্লীপদ (গোদ), চর্ম্মকীল (আঁচিল) তিলকালক (তিলরোগ),

অন্ত্রবৃদ্ধি, শিরা ও সন্ধিস্থল ছিন্ন হইলে, বা নাড়ীব্রণ (নালী ঘা) প্রভৃতি হইতে অতিরিক্ত মাত্রায় রক্ত নিঃসৃত হইতে থাকিলে, অগ্নিকর্ম্মদ্বারা তাহার প্রতিকার করিতে হয়।

প্রকারভেদ।—রোগের স্থানভেদে অগ্নিক্রিয়া চারিপ্রকার; যথা—বলয়, বিন্দু, বিলেখা ও প্রতিসারণ। অর্ব্বুদ ও গলগণ্ডাদি দৃঢ়মূল রোগ বালার ন্যায় গোলাকাররূপে দগ্ধ করিতে হয়; ইহাকে বলয় বলে। মশকাদি ব্যাধিতে বিন্দুর (চক্ষুচিহ্নের) আকারে দগ্ধ করা যায়, তাহার নাম বিন্দু। তির্য্যক্, সরল ও বক্রাদিভেদে নানা আকারে দগ্ধ করাকে বিলেখা বলে; এবং লৌহ-শলাকাদি তপ্ত করিয়া তদ্দ্বারা যে ঘর্ষণ করা হয়, তাহা প্রতিসারণ। এই চারিপ্রকার অগ্নিক্রিয়া ব্যতীত পীড়ার আকৃতি ও স্থিতিস্থান অনুসারে চিকিৎসক ব্যাধির সংস্থান (আয়তনাদি আকার) এবং মর্ম্মস্থল, রোগীর বলাবল, ব্যাধি (রক্তপিত্তাদি ব্যতিরিক্ত বাতকফাত্মক রোগ) এবং গ্রীষ্মাদি ঋতুকাল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবধারণ পূর্ব্বক অগ্নিক্রিয়া করিবেন।

সম্যক্দগ্ধে ঔষধ ব্যবস্থা।—অগ্নিক্রিয়া দ্বারা পীড়িতস্থান সম্যক্ প্রকারে দগ্ধ হইলে, মধু ও ঘৃত দ্বারা সেই স্থানে মালিশ করা আবশ্যক।

নিষিদ্ধ পাত্র।—পিত্ত-প্রকৃতিবিশিষ্ট, অন্তঃশোণিত (রক্তপিত্তরোগী), ভিন্নকোষ্ঠ (অতিসাররোগগ্রস্ত), অনুদ্ধৃতশল্য (যাহাদের শরীর হইতে প্রবিষ্ট শল্য নির্গত করা হয় নাই), দুর্ব্বল, বালক, বৃদ্ধ, ভীরু, অনেক ব্রণ-পীড়িত অর্থাৎ যাহার শরীরে একসময়ে অনেক ব্রণ জন্মিয়াছে, এবং অস্বেদ্য অর্থাৎ পাণ্ডু, মেহ, তৃষ্ণাদি দ্বারা আক্রান্ত যেসকল রোগীকে স্বেদ দেওয়া যায় না, এইসকল লোকদিগকে কদাচ অগ্নিক্রিয়া প্রয়োগদ্বারা দগ্ধ করিতে নাই।

প্রমাদদগ্ধ ও সম্যক্-দগ্ধ।—অতঃপর অন্যপ্রকার দগ্ধক্রিয়া বর্ণিত হইতেছে। অগ্নি ঘৃত-তৈলাদি স্নিগ্ধদ্রব্য এবং কাষ্ঠাদি রুক্ষ (নীরস) দ্রব্য আশ্রয় করিয়া দগ্ধ করিয়া থাকে। অগ্নিদ্বারা সন্তপ্ত ঘৃততৈলাদি স্নিগ্ধ পদার্থ সহজে সূক্ষ্মশিরামধ্যে প্রবেশ করিতে পারে বলিয়া, তদ্দ্বারা চর্ম্ম, মাংস প্রভৃতি শীঘ্রই দগ্ধ হইয়া থাকে। এইজন্য অগ্নিসন্তপ্ত স্নেহদ্রব্যদ্বারা দগ্ধ হইলে, দগ্ধস্থলে অত্যধিক বেদনা জন্মে।

নাম ও লক্ষণ।—অগ্নিদগ্ধ চারিপ্রকার; যথা—প্লুষ্ট, দুর্দ্দগ্ধ, সম্যগ্দগ্ধ

ও অতিদগ্ধ। দগ্ধস্থান বিবর্ণ ও উচ্ছিন্নমত হইলে, তাহাকে প্লুষ্ট বলা যায়। দগ্ধস্থলে স্ফোটক (ফোস্‌কা), অত্যন্ত চোষ অর্থাৎ আকর্ষণবৎ বেদনা, জ্বালা, রক্তবর্ণতা, পাক ও বেদনা হইলে, এবং তাহা অনেকদিনে প্রশমিত হইলে, তাহার নাম দুর্দ্দগ্ধ। দগ্ধস্থান অনবগাঢ় (অগভীর) ও তালফলের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হইলে এবং ত্বক্‌মাংসাদিতে দগ্ধের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, তাহাকে সম্যগ্‌দগ্ধ বলা যায়। মাংস ফুলিয়া ঝুলিয়া পড়িলে, গাত্র ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতে থাকিলে, শিরা, স্নায়ু, সন্ধিস্থান ও অস্থি বিকৃত হইলে, এবং রোগীর প্রবলতর দাহ (জ্বালা), পিপাসা ও মূর্চ্ছাদি উপস্থিত হইলে, তাহাকে অতিদগ্ধ বলা যায়। এইপ্রকার চতুর্ব্বিধ দগ্ধ-লক্ষণ অবগত থাকিলে, বৈদ্য অগ্নিকর্ম্মবিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারেন।

বেদনার কারণ।—প্রাণিগণের রক্ত অগ্নিদ্বারা কুপিত হইয়া, অত্যন্ত বেগবান্ হয় এবং রক্ত প্রকুপিত হইয়া বেগবান্ হইলেই তৎসঙ্গে পিত্তও বেগবান্ হইয়া উঠে; কারণ, অগ্নি ও পিত্ত উভয়ই সমগুণান্বিত এবং একতেজঃসম্পন্ন; সুতরাং উভয়েই উষ্ণবীর্য্য ও কটুরসবিশিষ্ট একজাতীয় পদার্থ। এই কারণ বশতঃ অগ্নিদ্বারা পিত্ত কুপিত হইয়া, স্বভাবতঃই বিশেষ দগ্ধ হওয়ায় শীঘ্রই স্ফোটক (ফোস্কা), জ্বর, তৃষ্ণা ও দাহাদি উৎপাদন করে।

অগ্নিদগ্ধের চিকিৎসা।

প্লুষ্ট।—প্লুষ্টদগ্ধে অগ্নিতাপ (স্বেদ) ও উষ্ণক্রিয়া অর্থাৎ উষ্ণস্বেদ-প্রলেপাদি এবং উষ্ণ অন্নপানীয় প্রযোজ্য। কেন না, শরীরে অধিকপরিমাণে অগ্নির তাপ লাগাইলে, তৎস্থানস্থিত রক্ত উষ্ণ হইয়া, বিশেষ উপকার দর্শায়। কিন্তু এইপ্রকার অবস্থায় শীতল-ক্রিয়া করিলে, জলের স্বাভাবিক শীতবীর্য্য প্রযুক্ত তৎস্থানস্থ রক্ত স্কন্দিত অর্থাৎ জমাট বাঁধিয়া যায়, এবং তাহাতে উপকার সাধনের পক্ষে ব্যাঘাত ঘটে। এইজন্য অগ্নিদ্বারা দগ্ধীভূত স্থানে উষ্ণক্রিয়া উপকারী এবং শীতক্রিয়া অপকারী।

দুর্দ্দগ্ধ।—দুর্দ্দগ্ধে শীতল ক্রিয়া ও উষ্ণ-ক্রিয়া এই উভয়বিধ কার্য্যই বিধেয়, এবং ঘৃত মালিশ ও শীতল জল সেচন করা আবশ্যক।

সম্যগ্ দগ্ধ।—সম্যগ্দগ্ধে বংশলোচন, পাকুড়বৃক্ষের ছাল, রক্তচন্দন, গিরিমাটী ও গুলঞ্চ সমভাগে লইয়া পেষণ করিবে এবং ঘৃতসহ মিশ্রিত করিয়া, দগ্ধস্থানে প্রলেপ দিবে। ইহাতে পিত্তজন্য দাহাদি নিবারিত হইয়া থাকে। গ্রাম্য (অশ্বাদি), আনূপ (বরাহ-মহিষাদি) এবং ঔদক (কচ্ছপাদি) প্রাণীর মাংস পেষণ করিয়া দগ্ধস্থানে প্রলেপ দিবে। ইহাদ্বারা বাতজনিত যন্ত্রণাদি উপশমিত হয়। পিত্তজনিত বিদ্রধি রোগে যেসকল ক্রিয়া হিতকারক, সম্যগ্দগ্ধের সেইসকল ক্রিয়াই প্রয়োগ করা আবশ্যক। ইহাতে নিয়ত উষ্ণক্রিয়া বিশেষ উপকারী।

অতিদগ্ধ।—অতিদগ্ধে প্রথমতঃ দগ্ধস্থানের বিশীর্ণ (লম্বিত অর্থাৎ ঝোলা) মাংসগুলি তুলিয়া ফেলিয়া, সেই স্থানে শীতল ক্রিয়া করিতে হয়; তৎপরে ক্ষতস্থানে শালিতণ্ডুলের চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া, অথবা গাববৃক্ষের ছাল কিংবা অন্যপ্রকার কষায়-বৃক্ষের ছাল পেষণপূর্ব্বক ঘৃতসহ মিশ্রিত করিয়া, তাহার ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিবে। গুলঞ্চের পাতা অথবা পদ্ম-উৎপলাদির পত্রদ্বারা ক্ষতস্থান ঢাকিয়া রাখিলেও দগ্ধক্ষত সত্বর পূরিয়া উঠে। বিশেষতঃ অতিদগ্ধে পিত্তজনিত বিসর্পোক্ত সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়া প্রয়োগ করিতে পারা যায়।

রোপণ অর্থাৎ মলম।—মোম, যষ্টিমধু, লোধ, ধুনা, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন ও সূচমুখী, এইসকল দ্রব্য সমানভাগে গ্রহণ করিয়া পেষণ করিবে এবং ঘৃতের সহিত পাক করিয়া, মলম প্রস্তুত করিবে। এই মলম লাগাইলে, সর্ব্বপ্রকার অগ্নিদগ্ধের ক্ষত পূরিয়া উঠে।

স্নেহদগ্ধের চিকিৎসা।—সর্ব্বপ্রকার স্নেহদগ্ধেই অর্থাৎ ঘৃত-তৈলাদি স্নিগ্ধদ্রব্যদ্বারা দগ্ধজনিত ক্ষতস্থানে রুক্ষক্রিয়া করা বিশেষ আবশ্যক।

ধূমোপহতের লক্ষণ।—কণ্ঠ, নাসিকা প্রভৃতি স্থানে অগ্নিক্রিয়া প্রয়োগ করিবার সময়ে ধূম লাগিলে, রোগীর শরীরে কতকগুলি উপদ্রব দেখা যায়; যথা—শ্বাস (হাঁপানী), অত্যন্ত হাঁচি, আধ্মান (পেটফাঁপা), কাসি চক্ষুদাহ ও রক্তবর্ণতা, নিঃশ্বাসের সহিত ধূমনির্গম, ধূম ব্যতীত অন্যদ্রব্যের গন্ধ না পাওয়া, সকল দ্রব্যই ধূমের ন্যায় গন্ধযুক্ত বোধ হওয়া, শ্রবণশক্তির লোপ, তৃষ্ণা, দাহ, জ্বর, অবসন্নতা ও মূর্চ্ছা, এইসকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইহার চিকিৎসা পরে লিখিত হইতেছে।

ধূমোপহতের চিকিৎসা।—ঘৃত ও ইক্ষুরস একত্র করিয়া, অথবা কিস্‌মিস্‌ ও দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া, কিংবা ইক্ষুচিনির জল (পানা বা সরবৎ), বা মধুররস ও অম্লরস একত্র করিয়া, পান করাইয়া বমি করাইলেও, ধূমোপহত ব্যক্তির কোষ্ঠশুদ্ধি হইয়া ধূমগন্ধ দূর হয়, এবং ইহাদ্বারা ধূমোপহত ব্যক্তির অঙ্গ-গ্লানি, হাঁচি, জ্বর, দাহ, মূর্চ্ছা, পিপাসা, আধ্মান (পেটফাঁপা), শ্বাস (হাঁপানি) ও কাস প্রশমিত হয়। উক্ত ধূমোপহত ব্যক্তিকে মধুর, লবণ, অম্ল ও কটুরস-সংযুক্ত দ্রব্যদ্বারা কুল্লি করাইবে। তাহাতে ইন্দ্রিয়শক্তি সম্পূর্ণরূপে বিকশিত ও চিত্ত সুপ্রসন্ন হইবে। অপিচ, ধূমোপহত ব্যক্তিকে শিরোবিরেচন ঔষধ অর্থাৎ নস্যাদি প্রয়োগ করিলে, দৃষ্টি (চক্ষুঃ), শিরঃ (মস্তক) ও গ্রীবা উত্তমরূপে পরিষ্কার হইয়া থাকে। উক্ত ধূমোপহত ব্যক্তিকে অবিদাহী, লঘুপাক ও স্নিগ্ধদ্রব্য আহারার্থ প্রদান করা আবশ্যক।

চিকিৎসা।—গ্রীষ্মকালে অথবা শরৎকালে, উষ্ণবায়ু, কিংবা আতপ (রৌদ্র) দ্বারা দগ্ধ হইলে, সর্ব্বদা শীতলক্রিয়াই আবশ্যক। শীত (হিম অর্থাৎ তুষার) স্নিগ্ধ ও উষ্ণক্রিয়া দ্বারা সেই ক্লেশ প্রশমিত হয়।

অতিতেজঃ বা বজ্রাগ্নি।—অতিতেজঃ অর্থাৎ বজ্রাগ্নি দ্বারা শরীর দগ্ধ হইলে, কোনপ্রকার ঔষধেই প্রতীকারের আশা নাই, অর্থাৎ সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কিন্তু বজ্রাগ্নিদ্বারা দগ্ধ ব্যক্তি যদি জীবিত থাকে, তাহা হইলে ঘৃত-তৈলাদি স্নেহদ্রব্য তাহার সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করিবে, এবং স্নিগ্ধ পরিষেক ও প্রলেপাদি প্রয়োগ করিলে, সে আরোগ্যলাভ করিয়া থাকে।
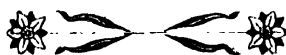
অষ্টম অধ্যায়।

জলৌকাবচারণ।

প্রয়োজন।—অনন্তর আমরা জলৌকাবচারণীয় নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। শরীরের রক্ত দূষিত হইলে রক্তমোক্ষণ কর্ত্তব্য। জলৌকা (জোঁক), শৃঙ্গ ও অলাবু প্রয়োগ করিয়া, রক্তমোক্ষণ করিতে হয়। জলৌকা, শৃঙ্গ ও অলাবু ইহাদের গুণদোষের তারতম্য ও প্রয়োগ-প্রণালী প্রভৃতি এই অধ্যায়ে বর্ণিত হইবে।

উপযুক্ত পাত্র।—রাজা, ধনী, বালক, বৃদ্ধ, দুর্ব্বল, স্ত্রী ও সুকুমার (কোমল-প্রকৃতি), এইসকল লোকের রক্তমোক্ষণ ক্রিয়া (রক্তস্রাব কার্য্য) করিতে হইলে, জলৌকা, শৃঙ্গ ও অলাবু—রক্তমোক্ষণের এই ত্রিবিধ উপায়ের মধ্যে জলৌকাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

অবস্থাভেদে শৃঙ্গাদি।—বায়ুকর্ত্তৃক দূষিত রক্তের মোক্ষণার্থ শৃঙ্গ, পিত্তদূষিত রক্তমোক্ষণ জন্য জলৌকা (জোঁক), এবং কফদ্বারা প্রদূষিত রক্তস্রাবার্থ অলাবুর প্রয়োগ আবশ্যক; কারণ, উক্ত ত্রিবিধ যন্ত্রই যথাক্রমে স্নিগ্ধ, শীতল ও রুক্ষগুণবিশিষ্ট; অর্থাৎ শৃঙ্গ (শিঙা) স্নিগ্ধগুণযুক্ত, জলৌকা শীতগুণবিশিষ্ট এবং অলাবু রুক্ষগুণসমন্বিত। ত্রিদোষ-দূষিত রক্তস্রাব করাইতে হইলে, উক্ত শৃঙ্গাদি ত্রিবিধ যন্ত্রই প্রয়োগ করিবার বিধি আছে।

গোশৃঙ্গের গুণ।—গরুর শৃঙ্গ উষ্ণ ও মধুর এবং ঈষৎ-স্নিগ্ধগুণবিশিষ্ট, এইজন্য ইহা বায়ুদূষিত রক্তমোক্ষণ কার্য্যে প্রশস্ত।

জলৌকার গুণ।—জলৌকা শীতল জলে বাস করে, জল হইতে উৎপন্ন হয়, এবং মধুরগুণ অর্থাৎ স্নিগ্ধগুণবিশিষ্ট; এইজন্য পিত্তসন্দূষিত-রক্তস্রাব কার্য্যে জলৌকা প্রশস্ত।

অলাবুর গুণ।—অলাবু—কটু, রুক্ষ ও তীক্ষ্ণ-গুণবিশিষ্ট; এইজন্য কফকর্ত্তৃক প্রদূষিত শোণিত-মোক্ষণকার্য্যে ইহা অতীব হিতকর।

শৃঙ্গযন্ত্র দ্বারা রক্তমোক্ষণের প্রণালী।—শৃঙ্গদ্বারা রক্তমোক্ষণ করিতে হইলে, শরীরের কোন স্থানের শিরা বা ধমনী অস্ত্রদ্বারা কিঞ্চিৎ চিরিবে; তাহাতে রক্তস্রাব হইতে থাকিবে। রক্তস্রোতের সেই মুখে শৃঙ্গের মুখ সংলগ্ন করিয়া শৃঙ্গের সেই মুখ বস্ত্রদ্বারা এরূপে বন্ধ করিয়া দিবে, যেন কোনরূপেই তাহা হইতে বায়ু নির্গত হইতে না পারে। তৎপরে সেই শৃঙ্গের অন্য ছিদ্রে মুখ লাগাইয়া, খুব জোরে চুষিয়া রক্ত বাহির করিতে হয়।

অলাবুযন্ত্র দ্বারা রক্তমোক্ষণ-প্রণালী।—অলাবুযন্ত্র দ্বারা রক্তমোক্ষণ করিতে হইলে, অলাবুর মধ্যে প্রজ্বলিত দীপ রাখিয়া, পীড়িত স্থানে বসাইয়া দিবে; তাহাতে তৎক্ষণাৎ সেই যন্ত্র ঐ স্থানে সংলগ্ন হইয়া যায় এবং তথা হইতে রক্তস্রাব হইতে থাকে।

জলৌকা ও জলায়ুকার নিরুক্তি ও সংখ্যা।

জল ইহাদের আয়ুঃ, এইজন্য ইহাদিগকে জলায়ুকা বলা যায়; এবং জল ইহাদের ওকঃ অর্থাৎ বাসস্থান, এইজন্য ইহাদিগকে জলৌকা কহে। এই জলৌকা সবিষ ও নির্ব্বিষ ভেদে দুইপ্রকার। তন্মধ্যে সবিষ জলৌকা ছয়প্রকার এবং নির্ব্বিষ জলৌকা ছয়প্রকার,—সর্ব্বসমেত বারপ্রকার জলৌকা আছে।

ছয়প্রকার সবিষ জলৌকার নাম ও লক্ষণ।

কৃষ্ণা, কর্ব্বুরা, অলগর্দ্দা, ইন্দ্রায়ুধা, সামুদ্রিকা ও গোচন্দনা, এই ছয়প্রকার জলৌকা সবিষ অর্থাৎ বিষসংযুক্ত। ইহাদের মধ্যে যাহাদের মস্তক অঞ্জন (কাজল) চূর্ণের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ও স্থূল, তাহাদিগকে কৃষ্ণা বলে। যেসকল জলৌকা বর্ম্মি অর্থাৎ বাইন মৎস্যের ন্যায় আয়ত ও ছিন্নোন্নত কুক্ষিবিশিষ্ট, তাহাদিগের নাম কর্ব্বুরা। যেসকল জলৌকা বলিযুক্ত জন্য লোমাচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হয়, যাহাদের পার্শ্ব বিস্তৃত ও মুখ কৃষ্ণবর্ণ, তাহাদিগকে অলগর্দ্দা বলে। যেসমস্ত জলৌকার শরীরে ইন্দ্রধনুর ন্যায় নানাবর্ণের ঊর্দ্ধরেখাসমূহ দেখা যায়, তাহাদিগকে ইন্দ্রায়ুধ কহে। ঈষৎ কৃষ্ণ-পীতবর্ণবিশিষ্ট ও বিচিত্র পুষ্পাকৃতির ন্যায় চিত্র-বিচিত্র জলৌকার নাম সামুদ্রিকা; এবং যেসকল জলৌকার অধোভাগ গোবৃষণের (ষাঁড়ের অণ্ডকোষের ন্যায়) দুইভাগে বিভক্ত ও যাহাদের মুখ সূক্ষ্ম, তাহাদিগকে গোচন্দনা বলা যায়।

সবিষ জলৌকার দংশনজনিত উপদ্রব।

সবিষ জলৌকা দংশন করিলে, দষ্টস্থানে অত্যন্ত শোথ (ফুলা), কণ্ডু (চুলকণা), মূর্চ্ছা, দাহ, বমি, মত্ততা ও দেহের অবসন্নতা এইসকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

চিকিৎসা। - সবিষ জলৌকার অর্থাৎ বিষাক্ত জোঁকের দংশনে দষ্ট ব্যক্তিকে পান (ক্বাথাদি), প্রলেপ ও নস্য প্রয়োগ করিলে উপকার দর্শে। ইন্দ্রায়ুধ নামক জলৌকা দংশন করিলে, তাহার চিকিৎসা করিতে নাই; কারণ তাহা অসাধ্য।

ছয়প্রকার নির্ব্বিষ জলৌকার নাম ও লক্ষণ।

কপিলা, পিঙ্গলা, শঙ্কুমুখী, মূষিকা, পুণ্ডরীকমুখী ও সাবরিকা, এই ছয় প্রকার জলৌকা নির্ব্বিষ অর্থাৎ বিষহীন। ইহাদের মধ্যে যাহাদের দুইপার্শ্ব মনছালের বর্ণের ন্যায় রঞ্জিত এবং পৃষ্ঠদেশের বর্ণ স্নিগ্ধ মুগের ন্যায়, তাহাদিগের নাম কপিলা। যেসকল জলৌকার বর্ণ অল্প-রক্ত ও পিঙ্গলবর্ণ, যাহারা গোলাকৃতি ও শীঘ্রগামিনী, তাহারা পিঙ্গলা। যাহাদের বর্ণ যকৃতের ন্যায় নীল-লোহিত, যাহারা শীঘ্র রক্তপায়ী এবং দীর্ঘ ও তীক্ষ্মমুখবিশিষ্ট, তাহাদিগকে শঙ্কুমুখী বলে। যেসকল জলৌকার বর্ণ, আকৃতি, ও দুর্গন্ধ মূষিকের ন্যায়, তাহাদিগকে মূষিকা বলে। যেসকল জলৌকার বর্ণ মুগের ন্যায় ও মুখ পদ্মের মত বিস্তীর্ণ, তাহাদের নাম পুণ্ডরীকমুখী; এবং যেসকল জলৌকা স্নিগ্ধ, যাহাদের বর্ণ পদ্মপত্রের ন্যায় এবং যাহাদের দৈর্ঘ্য দশ অঙ্গুলি, তাহাদিগকে সাবরিকা কহে। এই সাবরিকা জলৌকা, হস্তী অশ্বাদি পশুদিগের চিকিৎসার্থ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। মনুষ্যদিগের রক্তমোক্ষণ জন্য ইহা কদাচ প্রয়োগ করিতে নাই।

উৎকৃষ্ট নির্ব্বিষ জলৌকার উৎপত্তি-স্থান।

যবন (তুরস্কদেশ), পাণ্ড্য (কাম্বোজের দক্ষিণ ও ইন্দ্রপ্রস্থ বা পুরাতন দিল্লীর পশ্চিম ভাগে অবস্থিত দেশ), সহ্য (নর্ম্মদানদীর তীরবর্ত্তী সহ্য নামক পার্ব্বত্য প্রদেশ), পৌতন (মথুরা প্রদেশ), এইসকল স্থানে দীর্ঘকায়, হৃষ্ট-পুষ্ট ও অধিক-রক্তপায়ী নির্ব্বিষ জলৌকা প্রচুর পাওয়া যায়।

সবিষ মৎস্য, কীট, ভেক, মূত্র ও পুরীষ, এইসকল পদার্থদ্বারা পূতিভাবাপন্ন কলুষিত অর্থাৎ পচা মলিন জলে সবিষ জলৌকা জন্মিয়া থাকে; এবং পদ্ম, নীলোৎপল, উৎপল, সৌগন্ধিক (কহ্লার বা সাদা শুঁদী) কুবলয় (রক্তোৎপল), পুণ্ডরীক (শ্বেতোৎপল) ও শৈবাল, এইসকল পদার্থ পূতিভাবাপন্ন হইলে, তাহা হইতে নির্ম্মল জলেও নির্ব্বিষ জলৌকাসকল উৎপন্ন হয়। বিশেষতঃ নির্ব্বিষ জলৌকাসকল ক্ষেত্রে ও সুগন্ধি জলে বিচরণ করে। ইহারা বিষাদি বিরুদ্ধ দ্রব্য খায় না এবং পঙ্কাকীর্ণ স্থানে বাস করে না।

জলৌকা ধরিবার ও আহারাদি দিবার প্রণালী।

আর্দ্র চর্ম্ম (কাঁচা চামড়া) বা অন্য কোন দ্রব্য দ্বারা জলৌকা ধরিতে হয়, তৎপরে একটী বড় নূতন ঘটে সরোবরের বা দীঘীর জল পূরিয়া, তাহাতে সেই জলৌকা রাখিয়া দিবে। উহাদের আহারার্থ শৈবাল, শুষ্কমাংস, পদ্ম ও উৎপলাদি জলজ পদার্থের মূল চূর্ণ করিয়া দেওয়া আবশ্যক; এবং থাকিবার নিমিত্ত তৃণ ও পদ্মাদি জলজ পদার্থের পত্র, সেই পাত্রমধ্যে রাখা কর্ত্তব্য। দুই বা তিন দিবস অন্তর জল ও খাদ্য দ্রব্য বদলাইয়া, পুনরায় নূতন খাদ্য ও নূতন জল দিবে এবং সাত দিন অন্তর পাত্র পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়া আবশ্যক।

অপ্রযোজ্য জলৌকা।—যেসকল জলৌকার দেহের মধ্যভাগ স্থূল, শরীর পরিক্লিষ্ট ও অত্যন্ত বিস্তৃত, এবং মন্দগতিতে বিচরণ করে, সহজে পীড়িত স্থান ধরিতে চাহে না, অল্পপরিমাণে রক্তপান করে এবং সবিষ অর্থাৎ বিষাক্ত, সেইসকল জলৌকা রক্তমোক্ষণার্থ কখনই ব্যবহার করিতে নাই।

প্রযোজ্য জলৌকা।—পীড়িতস্থানে বেদনা না থাকিলে, শুষ্ক মৃত্তিকা অথবা গোময়চূর্ণ ঘর্ষণ পূর্ব্বক সেইস্থানে বেদনা জন্মাইয়া, রোগীকে উপবিষ্ট বা শায়িত করিয়া রাখিবে। তৎপরে পাত্র হইতে জলৌকা আনিয়া, সর্ষপ ও হরিদ্রা জলসহ পেষণপূর্ব্বক, তদ্দ্বারা সেই জলৌকার গাত্র রঞ্জিত করিবে এবং উহাদের গ্রহণাদি-জনিত ক্লান্তি দূর না হওয়া পর্য্যন্ত একটী জলপূর্ণ পাত্রমধ্যে রাখিয়া, পরে সূক্ষ্ম ও শুভ্র অথচ আর্দ্র কার্পাস (তূলা) বা ছিন্ন বস্ত্র দ্বারা মুখ ব্যতীত তাহার সর্ব্বশরীর ঢাকিয়া পীড়িত স্থানে লাগাইয়া দিবে। সেই জলৌকা রুগ্নস্থানে না লাগিলে, পীড়িত স্থানে এক বিন্দু দুগ্ধ বা রক্ত

প্রদান করিবে, কিংবা অস্ত্রদ্বারা সেই স্থান একটু ক্ষত করিয়া দিবে, তাহাতেও সেই জলৌকা যদি রুগ্নস্থান গ্রহণ না করে, তাহা হইলে তাহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য জলৌকা পীড়িতস্থানে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

জলৌকার পীড়িতস্থান গ্রহণের প্রমাণ।

যখন দেখিবে, জলৌকা অশ্বখুরের ন্যায় মুখ ও ঘাড় খাড়া করিয়া রুগ্ন স্থান ধরিয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে যে, সেই জলৌকা পীড়িতস্থান উত্তমরূপে গ্রহণ করিয়াছে।

চিকিৎসা।—এইরূপে জলৌকা যখন রক্তপান করিতে থাকে, তদবস্থায় ইহার সর্ব্বাঙ্গ আর্দ্রবস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া, তদুপরি জলসেচন করিতে থাকিবে; কারণ, জলৌকার গাত্র স্নিগ্ধ হইলে, সে শীঘ্র শীঘ্র রক্তপান করিয়া থাকে। জলৌকাসংলগ্ন স্থানে বেদনা ও কণ্ডূ জন্মিলে বুঝিতে হইবে যে, জলৌকা বিশুদ্ধ রক্ত পান করিতেছে; তখন তাহাকে পীড়িত স্থান হইতে সরাইয়া দিবে। যদ্যপি জলৌকা সহজে রুগ্নস্থান পরিত্যাগ না করে, তবে তাহার মুখে একটু সৈন্ধব লবণ বা চূণ প্রক্ষেপ করিবে। ইহাতে জলৌকা রক্তপান ছাড়িয়া পড়িয়া গেলে, উহার গাত্রে চাউলের গুঁড়া মাখাইয়া ও মুখে তৈল ও লবণ মালিশ করিয়া, বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা তাহার পুচ্ছদেশে (ল্যাজা বা পশ্চাদ্‌ভাগ) ধারণ করিবে, এবং দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা ধীরে ধীরে মুখ পর্য্যন্ত মর্দ্দিত করিয়া বমন করাইবে। জলৌকা সম্যক্ প্রকারে বমন করিলে, তাহাকে জলপূর্ণ পাত্রমধ্যে ছাড়িয়া দিবামাত্র ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতে থাকে। আর যদ্যপি জলৌকা জলে নিক্ষিপ্ত হইয়া অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং ইতস্ততঃ সঞ্চরণ না করে, তবে তাহার সম্যক্ বমন হয় নাই বুঝিয়া পুনরায় তাহাকে বমন করাইবে। জলৌকাকে সম্যক্‌রূপে বমন করান না হইলে, তাহার ইন্দ্রমদ নামক অসাধ্য ব্যাধি জন্মে। সম্যক্‌প্রকারে বমিত জলৌকাকে পূর্ব্বোক্তরূপ নিয়মে যথাস্থানে রাখিয়া, খাদ্যাদি প্রদান পূর্ব্বক পালন করিবে। তদনন্তর রক্তের যোগাযোগ দেখিয়া, জলৌকা কর্ত্তৃক ক্ষতস্থান মধুদ্বারা মর্দ্দন করিবে, কিংবা শীতল জলদ্বারা ভিজাইয়া রাখিবে, এবং বস্ত্রখণ্ডাদি দ্বারা বন্ধন করিবে। ঐ স্থানে কষায়, মধুর, স্নিগ্ধ ও শীতলপ্রক্রিয়া প্রয়োগ করা আবশ্যক।

পারদর্শী বৈদ্য। যে চিকিৎসক জলৌকার উৎপত্তি, গ্রহণ-প্রণালী, জাতিভেদ, পোষণ ও অবচারণ প্রণালী অর্থাৎ প্রয়োগবিধি প্রভৃতি অবগত আছেন, তিনিই জলৌকাসাধ্য রোগের চিকিৎসা করিয়া, জয়লাভ করিতে পারেন।

নবম অধ্যায়।

শোণিত-বর্ণন।

রস।—শীতোষ্ণভেদে দ্বিবিধ বা শীতোষ্ণস্নিগ্ধাদি ভেদে অষ্টবিধ বীর্য্য-যুক্ত, দ্বিবিধ গুণবিশিষ্ট, মধুরাদি ষড়্‌বিধরস সমন্বিত এবং পেয়াদি ভেদে চারি প্রকার পাঞ্চভৌতিক আহারদ্রব্য সম্যক্‌রূপে পরিপাক পাইলে, তাহা হইতে তেজোভূত চরমসূক্ষ্ম যে সার পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহারই নাম রস।

রসের আধার ও ক্রিয়া।—উক্ত আহারজাত রসের স্থান (আধার, অবস্থিতির পাত্র) হৃদয়প্রদেশ। এই হৃদয়স্থিত রস ঊর্দ্ধগামী ১০টী, অধোগামী ১০টী এবং তির্য্যগ্‌গামী ৪টী, এই চব্বিশটী ধমনীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া, অদৃশ্য-ভাবে অনির্ব্বচনীয় কর্ম্মদ্বারা অহরহঃ সমগ্র দেহের তর্পণ, বর্দ্ধন, ধারণ, যাপন ও জীবন ক্রিয়া সম্পাদন করিতেছে।

রসের গতিনির্ণয়।—উক্ত রসের ক্ষয় বৃদ্ধিরূপ বিকৃতি দ্বারাই উহা যে দেহের সর্ব্বস্থানে গমনাগমন করে, তাহা অনুভব করিতে পারা যায়।

রসের ভাব।—এক্ষণে সমস্ত শরীরের অবয়ব, দোষ (বাতাদি), ধাতু (রক্তাদি) ও মলাশয়ানুসারী রস সৌম্য (কফবৎ) কি তৈজস অর্থাৎ আগ্নেয় (পিত্তবৎ), তাহার স্থির করিতে হইবে। দ্রব্যানুসারী রস যখন শরীরের স্নেহন, তর্পণ ও ধারণাদি ক্রিয়া সম্পাদন করিতেছে তখন উহা স্নিগ্ধকারিতা গুণবিশিষ্ট; এইজন্য সৌম্য অর্থাৎ স্নিগ্ধবীর্য্য বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে।

রসের রক্তরূপে পরিণতি।— উক্ত জলাধিক আহারীয় রস, যকৃৎ ও প্লীহায় গমন করিয়া রাগ (রক্তবর্ণতা) প্রাপ্ত হয়; অর্থাৎ এবংবিধ গুণবিশিষ্ট অবিকৃত রসনামক ধাতু প্রাণিগণের শরীরস্থ বিশুদ্ধ তেজঃ (রঞ্জক নামক পিত্ত) দ্বারা রঞ্জিত হইয়া রক্তিম-বর্ণাকারে রক্তনামে বর্ণিত হইয়া থাকে।

রক্তের রজোরূপে পরিণতি এবং রজের প্রবৃত্তির ও নিবৃত্তির সময়।

স্ত্রীলোকের রজঃ-সংজ্ঞক রক্তও উক্ত রস হইতে উৎপন্ন হয়। এই রজঃ অর্থাৎ আর্ত্তব স্ত্রীলোকের দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম কাল হইতে প্রবর্ত্তিত হয় এবং পঞ্চাশ বৎসর বয়সের পরে ক্ষয় পাইয়া থাকে।

রক্ত ও আর্ত্তব। রক্ত ও আর্ত্তব এই দুই পদার্থ সৌম্য (সোম অর্থাৎ স্নেহগুণবিশিষ্ট) রস হইতে উৎপন্ন হইলেও উভয়ই আগ্নেয়। কারণ গর্ভ অগ্নিসোমীয় অর্থাৎ গর্ভোৎপত্তির বীজ শুক্র সৌম্য এবং আর্ত্তব আগ্নেয় দ্রব্য বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। রক্ত ও আর্ত্তব উভয়ই একজাতীয় পদার্থ। সুতরাং আর্ত্তব যখন আগ্নেয় বলিয়া নিশ্চয়ই গৃহীত হইল, তখন নামান্তরে অভিহিত শোণিতও আগ্নেয় বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে। কাহার কাহারও মতে এই জীবতুল্য রক্ত পাঞ্চভৌতিক পদার্থ; কারণ রক্ত আমগন্ধী, দ্রব, রক্তবর্ণ, গতিশীল ও লঘু, উহার আমগন্ধিতা দ্বারা ভূমিগুণ, দ্রবতাদ্বারা জলগুণ, রক্তবর্ণতা দ্বারা অগ্নিগুণ (তেজোগুণ) গতিশীলতা দ্বারা বায়ুগুণ ও লঘুতা দ্বারা আকাশ-গুণ বুঝা যায়; সুতরাং ইহাকে পাঞ্চভৌতিক পদার্থও বলিতে পারা যায়।

রক্তাদি ধাতুসমূহের ক্রমোৎপত্তি। উল্লিখিত আহারজাত রস হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদঃ, মেদঃ হইতে অস্থি অস্থি হইতে মজ্জা, মজ্জা হইতে শুক্র উৎপন্ন হয়। অন্ন পানীয় দ্রব্যের সারভূত রস উক্ত সপ্তধাতুকে পোষণ করে। পরন্তু পুরুষ রসাত্মক, এইজন্য বুদ্ধিমান ব্যক্তির অত্যন্ত সাবধানে অন্নপান ও আচার দ্বারা উক্ত রস সংরক্ষণ করা উচিত।

রসের নিরুক্তি পরিণতি—রস ধাতুর অর্থ গমন করা, সুতরাং অহরহঃ গমন করে বলিয়া উহাকে রস বলা যায়। এই রস ভুক্তদ্রব্য হইতে এক দিনেই উৎপন্ন হইয়া ৩০১৫ তিন হাজার পনের কলা অর্থাৎ পাঁচদিনের কিছু বেশী

সময় এক এক ধাতুতে অবস্থান করিয়া, ২৫ দিন ৭৫ কলা সময়ের পর একমাস পর্য্যন্ত সময়ে পুরুষের শুক্র এবং স্ত্রীলোকের আর্ত্তবরূপে পরিণত হয়। পরন্তু রস নামক ধাতু শুক্ররূপে পরিণত হইতে ১৮৯০ আঠার শত নব্বই কলা সময়ের আবশ্যক হইয়া থাকে, ইহা সুশ্রুতাদি সর্ব্বশাস্ত্রের মত।

রসের গতি-নির্ণয়।— উক্ত রসধাতু, শব্দ অর্চ্চি (অগ্নিশিখা) ও জলের গতির ন্যায় অত্যন্ত সূক্ষ্মরূপে সমগ্র শরীরে সঞ্চরণ করে অর্থাৎ শব্দের ন্যায় তির্য্যগ্‌ভাবে অর্চ্চির ন্যায় উর্দ্ধদিকে এবং জলের ন্যায় অধোদিকে গমন করে।

একটী প্রশ্ন।—রস ধাতু যদ্যপি একমাসে শুক্ররূপে পরিণত হয়, তবে বাজীকরণাদি ঔষধ সেবন করিলে, শীঘ্র শুক্র স্রাবিত হয় কেন? ইহার উত্তর এই যে, যেসকল ঔষধদ্বারা বাজীকরণাদি কার্য্য সংসাধিত হইয়া থাকে, সেইসকল ঔষধ যদি উপযুক্ত নিয়মে প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে, তাহাদের ন্যায় বল ও গুণের উৎকর্ষাধিক্য বশতঃ ব্যবহৃত বিরেচক ঔষধের (জোলাপের) ন্যায় কার্য্যকারী হইয়া, শীঘ্রই শুক্রকে বিরেচিত অর্থাৎ স্রাবিত (ক্ষরিত) করে।

শৈশবে শুক্র।— রসনামক ধাতু একমাস মধ্যে শুক্ররূপে পরিণত হইলেও, বাল্যাবস্থায় সেই শুক্রের কোনপ্রকার লক্ষণ দেখা যায় না কেন? ইহার উত্তর এই যে, যেমন ফুলের মুকুলের গন্ধ আছে কি না, তাহা সহজে অনুভূত হয় না। কারণ, গন্ধ থাকিলেও মুকুলাবস্থায় সেই গন্ধের সূক্ষ্মতাপ্রযুক্ত এবং পত্রকেশরাদি দ্বারা তাহা আবরিত থাকায়, সেই গন্ধ স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায় না, কিন্তু সেই মুকুল পুষ্পাকারে পরিণত হইয়া প্রস্ফুটিত হইলে, তাহার গন্ধ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে; সেইরূপ বালকদিগের শৈশবাবস্থায় শুক্র প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকে, সূক্ষ্মতাবশতঃ তাহার কোনপ্রকার চিহ্ন দেখা যায় না; পরে যেমন বয়স বাড়ে, অমনি তৎসঙ্গে শুক্র, রোমরাজী, শ্মশ্রু প্রভৃতির বিকাশ হয়, এবং বালিকাদের আর্ত্তব প্রাদুর্ভূত হইয়া, ক্রমশঃ রজোবৃদ্ধি অনুক্রমে স্তন ও গর্ভাশয়াদির বিশেষ লক্ষণসমূহ প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই অন্নরস অর্থাৎ ভুক্ত আহারীয় দ্রব্য হইতে উৎপন্ন রসধাতু এবম্বিধ অশেষপ্রকার ধাতুর পোষক হইলেও, বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের জরাজীর্ণ শরীরে তাদৃশ অধিক হিতসাধক নহে, অর্থাৎ ঐ রসধাতু বৃদ্ধদিগের রক্তাদি অন্যান্য ধাতুর পোষণ কার্য্য না করিয়া, কেবল জীবন-ধারণের সহায়তা করে।

ধাতুশব্দের নিরুক্তি ও হ্রাসবৃদ্ধি।

রস, রক্ত, মাংস, মেদঃ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র, এই সপ্ত ধাতু, শরীরকে ধারণ করে; এইজন্য উহাদিগকে ধাতু বলা যায়। এইসকলের ক্ষয় ও বৃদ্ধি শোণিতের উপর নির্ভর করে, অর্থাৎ শোণিত ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে, সমস্ত ধাতুই ক্ষীণ হইয়া পড়ে এবং শোণিত বৃদ্ধি পাইলে, সকল ধাতুর বৃদ্ধি পায়। শোণিতের বিশেষ বিবরণ এই অধ্যায়ে বর্ণিত হইতেছে।

বায়ু দূষিত রক্তের লক্ষণ।

রক্ত বায়ুদ্বারা দূষিত হইলে, ফেনিল (ফেনাযুক্ত) ঈষদ্রক্তবর্ণ বা কৃষ্ণবর্ণ, পরুষ (পিচ্ছিলতাহীন, রুক্ষ), তনু (অচ্ছ অর্থাৎ পাতলা), শীঘ্র (শীঘ্রপ্রসরণ-শীল) ও অস্কন্দী অর্থাৎ গাঢত্ববিহীন হইয়া পড়ে।

পিত্ত-দূষিত রক্তের লক্ষণ।

রক্ত পিত্তকর্তৃক দূষিত হইলে, তাহা নীলবর্ণ, পীতবর্ণ, হরিদ্বর্ণ বা শ্যাববর্ণ (হরিৎকৃষ্ণ মিশ্রবর্ণ), বিস্র অর্থাৎ আমগন্ধি (কাঁচামাংসের ন্যায় গন্ধসংযুক্ত), অনিষ্ট অর্থাৎ পিপীলিকা ও মক্ষিকাদির অনভিলষিত, এবং অস্কন্দী অর্থাৎ তরল (পাতলা) হইতে দেখা যায়।

শ্লেষ্মদূষিত রক্তের লক্ষণ।

রক্ত কফদ্বারা দূষিত হইলে, উহার বর্ণ গিরিমাটীর জলের ন্যায় পাণ্ডু-লোহিত, এবং উহা স্নিগ্ধ, শীতল, ঘন (গাঢ়), পিচ্ছিল, চিরস্রাবী ও মাংস-পেশীর ন্যায় জমাট হয়।

ত্রিদোষ-দূষিত রক্তের লক্ষণ।

রক্ত ত্রিদোষ অর্থাৎ সন্নিপাতদ্বারা দূষিত হইলে, উহা পূর্ব্বোক্ত বাতাদির মিলিত লক্ষণসমন্বিত কাঁজির ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট ও দুর্গন্ধযুক্ত হইতে দেখা যায়।

রক্তদূষিত রক্তের লক্ষণ।

দূষিত রক্তদ্বারা শোণিত দূষিত হইলে, সেই রক্ত অত্যধিক কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে।

বাতপৈত্তিকাদি দ্বিদোষ-দূষিত রক্তের লক্ষণ।

বাতপৈত্তিকাদি মিলিত দ্বিদোষ কর্তৃক রক্ত প্রদূষিত হইলে, উহা পূর্ব্বোক্ত মিলিত দোষদ্বয়ের লক্ষণ ধারণ করে। এতদ্ভিন্ন জীবরক্তের বিবরণ অন্যত্র স্পষ্টরূপে বর্ণিত হইবে।

বিশুদ্ধ রক্তের লক্ষণ।

যে শোণিতের বর্ণ ইন্দ্রগোপ নামক কীটের ন্যায় উজ্জ্বল, যাহা অসংহত অর্থাৎ অনতিঘন-তরল এবং যাহা অবিবর্ণ অর্থাৎ অলক্তাদির ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট তাহাই প্রকৃত অর্থাৎ বিশুদ্ধ শোণিত।

রক্তমোক্ষণ-বিধি ও নিষেধ।

যে সকল লোকের রক্তমোক্ষণ বিধেয়, তাহাদের বিবরণ অষ্টবিধ শস্ত্রকর্ম্মাধ্যায়ে বর্ণিত হইবে। কিন্তু যাহাদের পক্ষে রক্তমোক্ষণ অনুচিত, তাহাদের কথা এই স্থলে বলা যাইতেছে। ক্ষীণব্যক্তি অন্নভোজন হেতু শোথ হইলে তদবস্থায়, এবং পাণ্ডুরোগী, অর্শোরোগী, উদররোগী, শোষরোগী ও গর্ভিণী নারী, ইহাদের শোথাবস্থায় রক্তমোক্ষণ করিতে নাই।

রক্তস্রাবের প্রকারভেদ ও অস্ত্রপ্রয়োগ-বিধি।

অস্ত্রদ্বারা দুইপ্রকারে রক্তস্রাবক্রিয়া সম্পাদন করিতে পারা যায়। তন্মধ্যে একটীকে প্রচ্ছাদন ও অন্যটীকে শিরাব্যধন বলে। এক্ষণে প্রচ্ছাদনক্রিয়া বর্ণিত হইতেছে; যথা—ঋজু (সরল), অসঙ্কীর্ণ (অনতিবিশাল), সূক্ষ্ম (ক্ষুদ্রকায়), সমান অর্থাৎ তুল্যরেখাযুক্ত, অনবগাঢ় (অনতিগভীর), ও অনুত্তানভাবে অর্থাৎ কিঞ্চিৎ মাত্র স্পর্শ করিয়া অতি সত্বর অস্ত্রপাত সম্পাদন করিবে, এবং যাহাতে সন্ধি ও মর্ম্মস্থলে অস্ত্রপাত না হয়, এবং শিরা ও স্নায়ু অস্ত্রাঘাতে ছিন্ন হইয়া না যায়, অস্ত্র প্রয়োগ কালে তাহাতেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

যে অবস্থায় সম্যক্ রক্তস্রাব হয় না।

অসময়ে অস্ত্রপ্রয়োগ করিলে, চিকিৎসকের দোষে ভালরূপে অস্ত্রপ্রযুক্ত না হইলে, অত্যন্ত শীতাধিক্য ও বাতাধিক্য কালে অস্ত্রক্রিয়া করিলে, উপযুক্ত-রূপে স্বেদ প্রয়োগ না করিয়া অস্ত্রাঘাত করিলে, ভোজনের পূর্ব্বে বা অব্যবহিত পরে অস্ত্র প্রয়োগ করিলে, এবং শোণিত অত্যন্ত গাঢ় থাকিলে, রক্ত নিঃসৃত হয় না, অথবা অল্পমাত্রায় নির্গত হইয়া থাকে।

যাহাদের রক্তস্রাব হয় না।

যাহারা মদ্যপানে মত্ত, মূর্চ্ছাগ্রস্ত ও পরিশ্রান্ত, এবং যাহাদের বাত (অধো-বায়ু বা বাতকর্ম্ম), মল ও মূত্র রুদ্ধ, এবং যাহারা নিদ্রাভিভূত ও ভীত, এই সকল লোকদিগের রক্ত প্রায়ই স্রাবিত হয় না।

অস্রাবে দোষ।—উল্লিখিত কারণে দূষিত রক্ত নির্গত না হইলে, তাহা শরীরে থাকিয়া, কণ্ডূ, শোথ, রক্ত-বর্ণতা, দাহ (জ্বালা), পাক ও বেদনা উৎপাদন করে।

অতিরিক্ত রক্তস্রাবের কারণ। অনভিজ্ঞ মূর্খ চিকিৎসক কর্তৃক অত্যন্ত উষ্ণকালে, ঘর্ম্মাক্ত অবস্থায়, বা যাহাকে অত্যন্ত স্বেদ দেওয়া হইয়াছে, এতদবস্থায়, রক্তমোক্ষণার্থ অস্ত্র প্রযুক্ত হইলে, অথবা রোগীর শরীর রক্তস্রাবার্থ অতিরিক্ত বিদ্ধ হইলে, অপরিমিতরূপে শোণিত নিঃসৃত হয়।

অপরিমিত রক্তস্রাবের দোষ।—অতিরিক্ত মাত্রায় শোণিতস্রাব হইলে, শিরঃশূল, অন্ধতা, অধিমন্থরোগ (চক্ষুরোগবিশেষ), তিমিররোগ (ছানী), ধাতুক্ষয়, আক্ষেপক (ধনুষ্টঙ্কারাদি বাতব্যাধি), পক্ষাঘাত (বাত-ব্যাধিবিশেষ), একাঙ্গবিকার (বাতরোগবিশেষ), তৃষ্ণা, দাহ, হিক্কা, শ্বাস, কাস, ও পাণ্ডুরোগ জন্মে, এবং অনেকের মৃত্যু পর্য্যন্তও ঘটিবার সম্ভাবনা।

রক্তমোক্ষণের সুনিয়ম।

অতএব অনতিশীতোষ্ণকালে (সাধারণ সময়ে), যে ব্যক্তিকে অধিক স্বেদ দেওয়া হয় নাই, এবং যে ব্যক্তি অগ্নি বা সূর্য্যতাপাদি দ্বারা সন্তাপিত নহে, ঈদৃশ ব্যক্তিকে প্রথমে তিলের যবাগূ পান করাইয়া, পরে রক্তমোক্ষণ করিতে হয়।

সম্যক্ রক্তমোক্ষণের লক্ষণ।

দূষিত রক্তস্রাব হওয়ার পরে যখন রক্তবর্ণ বিশুদ্ধ শোণিত নিঃসৃত হইতে থাকে, অথবা আপনিই রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া যায়, এবং দেহের লঘুতা, বেদনার উপশম, রোগের বলহ্রাস ও চিত্তের প্রফুল্লতা, এই সকল চিহ্ন যখন লক্ষিত হয়, তখনই বুঝা যায় যে, সম্যক্‌প্রকারে রক্তস্রাব হইয়াছে। অপিচ সম্যগ্‌রূপে রক্তমোক্ষণ হইলে, সেই ব্যক্তির ত্বগ্‌দোষ (কুষ্ঠ-নীলিকাদিরোগ), গ্রন্থি (বাতাদিনিমিত্তক শিরাগ্রন্থ্যাদি ব্যাধি), শোথ, এবং রক্তদোষজনিত ব্যাধিসকল অর্থাৎ রক্তগুল্ম, বিদ্রধি ও বিসর্পাদি রোগ জন্মিতে পারে না।

রক্তস্রাব না হইলে তাহার ঔষধ।

রক্তস্রাব না হইলে, এলাচি, কর্পূর, কুড়, তগরপাদুকা, আকনাদি, দেবদারু, বিড়ঙ্গ, চিতা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, গৃহধূম (ঝুল), হরিদ্রা, অর্কাঙ্কুর (আকন্দের কুঁড়ি) ও ডহরকরঞ্জের ফল, এইসকল দ্রব্যের মধ্যে যে কয়েকটী পাওয়া যায়, তাহার তিন চারিটী বা সমস্ত দ্রব্য চূর্ণ করিয়া, এবং তিল-তৈল ও সৈন্ধব-লবণের সহিত মিশাইয়া, ক্ষতস্থানে ঘর্ষণ করিলে, সম্যক্‌প্রকারে রক্তস্রাব হইয়া থাকে।

অতিরিক্ত রক্তস্রাবে চিকিৎসা। অতিরিক্ত মাত্রায় রক্তস্রাব হইতে থাকিলে, লোধ, যষ্টিমধু, প্রিয়ঙ্গু, রক্তচন্দন, গিরিমাটী, ধূনা, রসাঞ্জন, শাল্মলীপুষ্প, শঙ্খ, ঝিনুক, মাষকলাই, যব ও গোধূম এইসকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া, অঙ্গুলিদ্বারা ক্ষতস্থানে আস্তে আস্তে লাগাইয়া দিবে। অথবা শাল, সর্জ্জ (শালবৃক্ষবিশেষ), অর্জ্জুনবৃক্ষ, অরিমেদ (খদিরবিশেষ), কাঁকড়াশৃঙ্গী, ধব (ধাওয়া), ধন্বন (ধামনি), এইসকল বৃক্ষের ছাল চূর্ণ করিয়া, ক্ষতস্থানে লাগাইয়া দিলে, কিংবা ক্ষৌম (পট্ট বা পাট) বস্ত্র দগ্ধ করিয়া তাহার ভস্ম ক্ষতস্থানে অঙ্গুলিদ্বারা লাগাইলে, অথবা সমুদ্রফেন ও লাক্ষা (লা বা গালা) চূর্ণ করিয়া অঙ্গুলিদ্বারা ক্ষতস্থানে লাগাইলে, বা পাট ও কার্পাসাদি বন্ধনযোগ্য দ্রব্যদ্বারা ক্ষতস্থান দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া দিলে, অতিরিক্ত রক্তস্রাব নিবারিত হয়। তৎপরে সেই ক্ষতস্থান শীতল বস্ত্রাদিদ্বারা আবৃত করিলে, রোগীকে শীতল দ্রব্য ভোজন করিতে দিলে ও শীতল গৃহে রাখিলে, ক্ষতস্থানে

শীতল জলের পরিষেক অর্থাৎ ধারা ও শীতল প্রলেপ দিলে, কিংবা সেই বিদ্ধ স্থান পুনরায় ক্ষার বা অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিলে, অথবা বিদ্ধ স্থানের শিরা পুনরায় বিদ্ধ করিলে, অপরিমিত রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া যায়। অপিচ, কাকোল্যাদিগণের কাথে ইক্ষুচিনি ও মধুপ্রক্ষেপ দিয়া, রোগীকে পান করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। কৃষ্ণসার, মৃগ, হরিণ, মেষ, শশক, মহিষ ও বরাহ ইহাদের রক্ত পান করিতে দিলে এবং দুগ্ধ, ঘৃত, সংস্কৃত মুগের যূষ ও মাংসরসসহ অন্ন আহার করিতে দিলে উপকার দর্শে। সেই সঙ্গে রোগীর অন্য কোন প্রকার উপদ্রব উপস্থিত হইলে দোষানুসারে নিম্নলিখিত নিয়মে তাহার চিকিৎসা করা আবশ্যক।

উপদ্রবের চিকিৎসা।—অপরিমিত মাত্রায় শোণিতস্রাব হইলে, ধাতুক্ষয় বশতঃ অগ্নিমান্দ্য ঘটে এবং বায়ু অত্যন্ত প্রকুপিত হয়; সুতরাং সে অবস্থায় রোগীকে অল্পশীতল, লঘুপাক, স্নিগ্ধ, ও রক্তবর্দ্ধক ঈষদম্ল বা অম্লরস-বিহীন দ্রব্য আহার করিতে দিবে।

রক্তস্রাব নিবারক উপায়। রক্তস্রাব চারিটী উপায়ে নিবারণ করিতে পারা যায়, যথা—সন্ধান, স্কন্দন, দহন ও পাচন। তন্মধ্যে কষায়দ্রব্য দ্বারা ব্রণের সন্ধান অর্থাৎ সঙ্কোচন, শীতল ক্রিয়া দ্বারা রক্তের গাঢ়তাসাধন, ভস্মপ্রয়োগ দ্বারা পাচন এবং দাহ দ্বারা শিরাসঙ্কোচন করিবে। শীতল কার্য্য দ্বারা সুফল না পাইলে, পাচন কার্য্য করিবে। এই তিন প্রকার কার্য্যেই কোন সুফল না পাইলে, তৎপরে দাহক্রিয়া কর্ত্তব্য। এইরূপে রক্তের দোষ নিঃশেষিত রূপে দূর হইয়া রক্তস্রাব বন্ধ হইলে, ব্যাধি পুনর্ব্বার উৎপন্ন বা বর্দ্ধিত হইতে পারে না। দোষ থাকিতে রক্তস্রাব বন্ধ হইলে, পুনরায় আর শোণিতমোক্ষণ না: করিয়া, সংশমনাদি ঔষধ দ্বারা সংশোধন করিয়া লইবে; কারণ রক্তই শরীরের মূল, এবং রক্তই দেহকে ধারণ করিয়া থাকে; সুতরাং দেহরক্ষক শোণিত সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা উচিত।

রক্তমোক্ষণান্তে কার্য্য।

ক্ষতরক্ত অর্থাৎ যে ব্যক্তির রক্তস্রাব করা হইয়াছে, তাহার বায়ুবৃদ্ধি হইলে, শীতল সেকাদি দ্বারা প্রকুপিত বায়ুর প্রশমন, এবং বেদনার সহিত যদি শোথ জন্মে, তাহা হইলে ঈষদুষ্ণ ঘৃত দ্বারা পরিষেক করিলে, বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

দশম অধ্যায়।

দোষ, ধাতু ও মলের ক্ষয় ও বৃদ্ধি-বিজ্ঞান।

শরীরের মূল।—যেমন মূলই বৃক্ষাদির উৎপত্তি, জীবন ও বিনাশের প্রধান সাধন, সেইরূপ প্রাণিগণের উৎপত্তি, স্থিতি ও ধ্বংসের পক্ষে বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মাদি দোষ; রস, রক্ত, মাংস, মেদঃ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র, এই সপ্ত ধাতু, এবং পুরীষাদি মলই শরীরের মূল।

বায়ুর বিভাগ ও কার্য্য।—প্রাণিগণের শরীরস্থ বায়ু পাঁচ ভাগে বিভক্ত; যথা—ব্যানবায়ু, উদানবায়ু, প্রাণবায়ু, সমানবায়ু ও অপানবায়ু। এই পাঁচ প্রকার বায়ু শরীরকে ধারণ করিয়া থাকে, এবং ইহাদের মধ্যে ব্যান-বায়ু শরীরের স্পন্দন অর্থাৎ সঞ্চালন; উদানবায়ু শব্দস্পর্শাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কার্য্যসম্পাদন; প্রাণবায়ু আহার দ্বারা দেহের পূরণ; সমানবায়ু রস, মলমূত্র প্রভৃতির পৃথক্‌করণ এবং অপানবায়ু শুক্র, মল ও মূত্রাদির বেগধারণ প্রভৃতি কার্য্য করিয়া থাকে।

পিত্তের বিভাগ ও কার্য্য।—জীবগণের দেহস্থিত পিত্ত—রঞ্জক, পাচক, সাধক, আলোচক ও ভ্রাজক ভেদে ৫ পাঁচ প্রকার। ইহা অগ্নিক্রিয়ার প্রধান সহায়। এই পাঁচ প্রকার পিত্তের মধ্যে রঞ্জক পিত্ত, আহারভূত রসের রঞ্জন, পাচক পিত্ত আহার দ্রব্যের পরিপাক ক্রিয়া, সাধক পিত্ত ওজস্বিতা ও মেধাবৃদ্ধি, আলোচক পিত্ত তেজঃ (দৃষ্টি বা দর্শনশক্তি) বৃদ্ধি, এবং ভ্রাজক পিত্ত উষ্মাবৃদ্ধি সম্পাদন করে।

শ্লেষ্মার বিভাগ ও কার্য্য।—দেহস্থ শ্লেষ্মা ৫ পাঁচ প্রকার; যথা—শ্লেষ্মক, ক্লেদক, বোধক, তর্পক ও অবলম্বক। এই পঞ্চবিধ কফ দ্বারা দেহের উদক (জল) ক্রিয়ার আনুকূল্য হয়। ইহার মধ্যে শ্লেষ্মক কফ, শরীরের

সন্ধি-বন্ধন, ক্লেদক শ্লেষ্মা দেহের স্নিগ্ধতা, বোধক শ্লেষ্মা ব্রণ-রোপণ ও শরীর-পূরণ, তর্পক শ্লেষ্মা শরীরের পুষ্টি ও ধাতুর তৃপ্তিপ্রদান, এবং অবলম্বক কফ দেহের বল ও দৃঢ়তা সম্পাদন করিয়া থাকে।

রসধাতুর কার্য্য।—রস ধাতু দ্বারা শরীরের প্রীণন (স্নিগ্ধতা প্রভৃতি) কার্য্য ও রক্তের পোষণক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে।

রক্ত—বর্ণের প্রসন্নতা, মাংসের পোষণ ও জীবনক্রিয়া সম্পাদন করে।

মাংস—শরীরের পোষণ ও মেদের পুষ্টিসাধন করে।

মেদোধাতু—স্নেহ ও স্বেদের পোষণ এবং অস্থির দৃঢ়তা সম্পাদন করে।

অস্থি—দেহ ধারণ করে এবং মজ্জার পোষণকার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে।

মজ্জা ধাতু—প্রীতি, স্নেহ, বল ও শুক্রের পোষণ এবং অস্থির পূর্ণতা নিষ্পাদন করে।

শুক্র ধাতু দ্বারা ধৈর্য্য, চ্যবন (স্খলন), স্ত্রীতে অনুরাগ, দেহের বল, হর্ষ ও বীজার্থ অর্থাৎ গর্ভের উৎপাদন নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে।

পুরীষ (মল, বিষ্ঠা)—উপস্তম্ভ (শরীরধারণ) এবং বায়ু ও অগ্নিধারণ কার্য্য সম্পাদন করে।

মূত্র (প্রস্রাব) দ্বারা (বস্তির মূত্রাশয়ের) পূরণ ও আহারাদির ক্লেদনিঃসারণ কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে।

স্বেদ অর্থাৎ (ঘর্ম্ম) দ্বারা দেহের ক্লেদ-নিঃসারণ কার্য্য ও ত্বকের কোমলতা নির্ব্বাহিত হয়।

আর্ত্তব—রক্তের লক্ষণযুক্ত। ইহা গর্ভোৎপাদন করিয়া থাকে।

গর্ভদ্বারা গর্ভের লক্ষণ অর্থাৎ স্তনদ্বয়ের শ্যামমুখাদি লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

স্তন্য অর্থাৎ স্তনদুগ্ধ দ্বারা স্তনযুগলের আপীনত্ব অর্থাৎ মাংসলত্ব এবং বালিকাদির জীবনের হিত সাধিত হয়।

এইসকল কারণে এইসকল বাতাদি দোষ, রসাদি ধাতু এবং পুরীষাদি মল প্রভৃতির পরিরক্ষণ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

দোষাদির ক্ষয়কারণ।—অনন্তর উক্ত দোষাদির ক্ষয়লক্ষণ বর্ণিত হইতেছে। অতি-সংশোধন (অধিক বিরেচনাদি প্রয়োগ), অতি-সংশমন, ঔষধ-সেবন, মল-মূত্রাদির বেগধারণ, অসাত্ম্য অর্থাৎ অনভ্যস্ত বা হৃদয়ের

অতৃপ্তিকর অন্নভোজন, মনস্তাপ, ব্যায়াম, অনশন (উপবাস) ও অতি-মৈথুন (অত্যন্ত স্ত্রীসংসর্গ), এইসকল কারণে বাতাদি দোষ, রসাদি ধাতু ও পুরীষাদি মল ক্ষয় পাইয়া থাকে।

বাতক্ষয়ের লক্ষণ।—বায়ু ক্ষয় পাইয়া মন্দচেষ্টতা, অল্পভাষিতা, অল্পহর্ষ, এবং সংজ্ঞাহীনতা উৎপাদন করে।

পিত্তক্ষয়ের লক্ষণ।—পিত্ত ক্ষীণ হইলে, দৈহিক উষ্মার ক্ষয়, অগ্নিমান্দ্য ও প্রভাহানি ঘটিয়া থাকে।

শ্লেষ্মক্ষয়ের লক্ষণ।—শ্লেষ্মা ক্ষয় পাইলে, শরীরের রুক্ষতা ও অন্তর্দ্দাহ, আমাশয়, বক্ষঃস্থল ও কণ্ঠ প্রভৃতি শ্লেষ্মস্থানের ও মস্তকের শূন্যতা, সন্ধিবন্ধনের শিথিলতা, তৃষ্ণা, দুর্ব্বলতা ও নিদ্রানাশ জন্মিয়া থাকে।

বাতাদি দোষক্ষয়ের প্রতীকার।

বায়ু, পিত্ত ও কফ ক্ষয় পাইলে, উহাদের স্বযোনিবর্দ্ধক দ্রব্য দ্বারা প্রতীকার করা আবশ্যক; অর্থাৎ বায়ুর ক্ষয় হইলে বায়ুবর্দ্ধক দ্রব্য দ্বারা, পিত্ত ক্ষীণ হইলে পিত্তবর্দ্ধক দ্রব্য দ্বারা এবং শ্লেষ্মার ক্ষয় হইলে কফবর্দ্ধক পদার্থদ্বারা উহার প্রতীকার অর্থাৎ বৃদ্ধি করিতে হয়।

রসক্ষয়ের লক্ষণ।—রসধাতু ক্ষয় পাইলে, হৃদয়-বেদনা, হৃৎকম্প, হৃদয়ের শূন্যতা ও তৃষ্ণা জন্মিতে দেখা যায়।

রক্তক্ষয়ের লক্ষণ।—শোণিত ক্ষয় পাইলে, চর্ম্মের রুক্ষতা (কর্কশতা), অম্লদ্রব্য ভোজনে ইচ্ছা, শীতল বস্তুর আহারে বাসনা এবং শিরাসমূহের শিথিলতা ঘটিয়া থাকে।

মাংসক্ষয়ের লক্ষণ।—মাংস ক্ষীণ হইলে, স্ফিক্ (নিতম্ব), গণ্ডদেশ, ওষ্ঠ, উপস্থ (মেঢ্র ও যোনি), উরু, বক্ষঃস্থল, কক্ষা (বাহুমূল), পিণ্ডিকা (পায়ের ডিম), উদর (পেট) ও গ্রীবা, এই সকল স্থান শুষ্ক, রুক্ষ ও বেদনাযুক্ত এবং গাত্র শিথিল হইয়া পড়ে।

মেদঃক্ষয়ের লক্ষণ।—মেদঃক্ষয় হইলে প্লীহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; সন্ধি সকল মেদঃশূন্য এবং শরীর রুক্ষ হইয়া থাকে, এবং মেদুর (স্নিগ্ধমত) মাংস ভোজন করিতে ইচ্ছা হয়।

অস্থিক্ষয়ের লক্ষণ।—অস্থি (হাড়) ক্ষীণ হইলে, অস্থিবেদনা হয়, দন্ত ও নখ সহজে ভাঙ্গিয়া যায় ও রুক্ষ হইয়া পড়ে; এবং দেহ রুক্ষ হইয়া থাকে।

মজ্জক্ষয়ের লক্ষণ।—মজ্জা ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে, শুক্রের অল্পতা, সন্ধিস্থলে ও অস্থিতে বেদনা এবং অস্থি মজ্জাহীন হইয়া পড়ে।

শুক্রক্ষয়ের লক্ষণ।—শুক্র ক্ষীণ হইলে, অণ্ডকোষে ও লিঙ্গে বেদনা হয়, মৈথুন-শক্তি হীন হইয়া যায়, স্ত্রীসঙ্গমে শুক্রস্রাব হয় না, অথবা বহুবিলম্বে শুক্রস্রাব হয়। শুক্রের অল্পতাপ্রযুক্ত রক্ত ও মজ্জমিশ্রিত শুক্র কিংবা অতিশয় অল্প শুক্র নিঃসৃত হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—রসাদি সপ্তধাতুর ক্ষয় হইলে, স্বযোনিবর্দ্ধক অর্থাৎ রসাদি-বৃদ্ধিকারক দ্রব্যসমূহ দ্বারা উহাদের প্রতীকার করা কর্ত্তব্য; অর্থাৎ রস ক্ষীণ হইলে রসবর্দ্ধক দ্রব্য সেবনদ্বারা, রক্তক্ষয়ে রক্তবর্দ্ধক দ্রব্য, মাংসক্ষয়ে মাংসবর্দ্ধক বস্তু, মেদঃ ক্ষীণ হইলে মেদোবৃদ্ধিকারক বস্তু, অস্থি ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে অস্থিবৃদ্ধি-কারক পদার্থ, মজ্জা ক্ষীণভাবাপন্ন হইলে মজ্জবর্দ্ধক পদার্থ, এবং শুক্র ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, শুক্রবর্দ্ধক পদার্থ সেবন করিয়া, উহাদিগের প্রতিকার করিতে হয়।

পুরীষ-ক্ষয়ের লক্ষণ।—পুরীষ অর্থাৎ মল অতিরিক্ত মাত্রায় ক্ষয় পাইলে, হৃদয়-বেদনা, ও পার্শ্ব-বেদনা হয় এবং অভ্যন্তরস্থ বায়ু শব্দের সহিত ঊর্দ্ধে গমন ও উদরে সঞ্চরণ করিতে থাকে।

মূত্রক্ষয়ের লক্ষণ।—মূত্রক্ষয় হইলে, বস্তিবেদনা (মূত্রাশয়ে বা তল-পেটে ব্যথা) এবং প্রস্রাবের পরিমাণ অল্প হইয়া পড়ে।

প্রতীকার।—পুরীষ (মল) ও মূত্র (প্রস্রাব) ক্ষয় পাইলে, মলবর্দ্ধক ও মূত্রবর্দ্ধক দ্রব্য সেবন করিতে হয়; তাহাতে উহাদের ক্ষতিপূরণ করা যায়।

স্বেদক্ষয়ের লক্ষণ ও প্রতীকার।—স্বেদের ক্ষয় হইলে লোমকূপ স্তব্ধ ও চর্ম্ম শুষ্ক এবং স্পর্শহানি ও স্বেদনাশ ঘটিয়া থাকে। অভ্যঙ্গ (তৈলাদি-মর্দ্দন) ও স্বেদ প্রদান করিলে, ইহাদের প্রতীকার করা যায়।

আর্ত্তব-ক্ষয়ের লক্ষণ ও প্রতীকার।—আর্ত্তব ক্ষীণ হইয়া পড়িলে, উপযুক্ত কালে রজঃস্রাব হয় না কিংবা অল্পপরিমাণে রজঃস্রাব হইয়া থাকে, এবং যোনিদেশে বেদনাও হইয়া থাকে। সংশোধন ও আগ্নেয় দ্রব্য প্রয়োগ দ্বারা উহার প্রতীকার করা আবশ্যক।

স্তন্যক্ষয়ের লক্ষণ ও প্রতীকার।—স্তনদুগ্ধ ক্ষয় পাইলে, স্তনদ্বয় ম্লান ও অনুন্নত হইয়া পড়ে এবং স্তন্যের অভাব বা অল্পতা ঘটে। শ্লেষ্মবর্দ্ধক দ্রব্য দ্বারা উহার প্রতীকার করা কর্ত্তব্য।

গর্ভক্ষয়ের লক্ষণ ও প্রতীকার।—গর্ভ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, গর্ভের স্পন্দন হয় না, অর্থাৎ গর্ভস্থ ভ্রূণের চলনহীনতা ঘটে এবং উদর বৃদ্ধি পায় না। এরূপ অবস্থায় গর্ভিণীর অষ্টম মাস হইলে, তাহাকে ক্ষীরবস্তি এবং মেধ্য অন্ন আহার করিতে দেওয়া আবশ্যক।

বায়ুবৃদ্ধির লক্ষণ।—বায়ু বৃদ্ধি পাইলে, চর্ম্ম পরুষ (রুক্ষ ও কর্কশ) কৃশ ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া পড়ে, এবং গাত্রস্পন্দন, উষ্ণদ্রব্য সেবনে ইচ্ছা, নিদ্রানাশ, উৎসাহহানি ও মলের কাঠিন্য ঘটিয়া থাকে।

পিত্তবৃদ্ধির লক্ষণ।—পিত্ত বৃদ্ধি পাইলে, শরীরের পীতাভা, সন্তাপ, শীতলদ্রব্য সেবনে ইচ্ছা, অল্পনিদ্রা, মূর্চ্ছা, বলহ্রাস, ইন্দ্রিয়ের দৌর্ব্বল্য এবং মল-মূত্র ও নেত্র পীতবর্ণ হয়।

শ্লেষ্মবৃদ্ধির লক্ষণ।—কফ বর্দ্ধিত হইলে, চর্ম্ম শুক্লবর্ণ ও শীতল, গাত্র স্তব্ধ ও দেহ ভারগ্রস্ত হয়, এবং অবসাদ, তন্দ্রা ও নিদ্রা ঘটে; সেই সঙ্গে সন্ধিস্থল ও অস্থির বিশ্লেষণ হইয়া থাকে।

রসাধিক্যের লক্ষণ।—রসধাতু অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইলে, হৃদয়োৎক্লেশ (বিবমিষা, বমনেচ্ছা) ও প্রসেক (লালাস্রাব) হইতে দেখা যায়।

রক্তবৃদ্ধির লক্ষণ।—রক্তের আধিক্য ঘটিলে, সর্ব্বাঙ্গ রক্তবর্ণ, চক্ষু রক্তবর্ণ ও শিরাসকল রক্তদ্বারা পরিপূর্ণ হয়।

মাংসবৃদ্ধির লক্ষণ।—মাংস অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইলে, স্ফিক্ (নিতম্ব, পাছা), গণ্ড (গাল), ওষ্ঠ, উপস্থ (শিশ্ন), উরু, বাহু ও জঙ্ঘা, এই সকল স্থানে মাংসবৃদ্ধি হয় এবং শরীর অত্যন্ত ভারী হইয়া পড়ে।

মেদোবৃদ্ধির লক্ষণ।—মেদের অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলে, সর্ব্বাঙ্গ স্নিগ্ধ, উদরবৃদ্ধি (ভুঁড়ি) ও পার্শ্বদেশ-বৃদ্ধি হয়, কাস ও শ্বাসাদি ব্যাধি জন্মে, এবং গাত্র দুর্গন্ধময় হইয়া পড়ে।

অস্থিবৃদ্ধির লক্ষণ।—অস্থি অর্থাৎ হাড় অতিশয় বর্দ্ধিত হইলে, অস্থি, দন্ত, নখ, কেশ প্রভৃতি অধিক পরিমাণে জন্মিয়া থাকে।

মজ্জবৃদ্ধির লক্ষণ।—মজ্জা অত্যধিক বৃদ্ধি পাইলে, সর্ব্বাঙ্গের ও চক্ষুর গুরুত্ব (ভার) ঘটে।

শুক্রবৃদ্ধির লক্ষণ।—শুক্র (বীর্য্য) অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে, শুক্রাশ্মরীরোগ ও অত্যন্ত শুক্রস্রাব হইয়া থাকে।

মল বা পুরীষবৃদ্ধির লক্ষণ।—মল (পুরীষ) অধিক মাত্রায় বাড়িয়া উঠিলে, কুক্ষিতে (উদরে) আটোপ (গুড় গুড় শব্দ) ও বেদনা হয়।

মূত্রবৃদ্ধির লক্ষণ।—মূত্র (প্রস্রাব) অধিক বর্দ্ধিত হইলে, পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব নির্গত হইতে থাকে এবং বস্তিদেশ (মূত্রাশয়—তলপেট) বেদনাযুক্ত ও আধ্মানগ্রস্ত (স্ফীত, ফাঁপা) হইয়া থাকে।

স্বেদবৃদ্ধির লক্ষণ।—স্বেদ অর্থাৎ ঘর্ম্ম অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইলে, চর্ম্মের দুর্গন্ধ ও কণ্ডূ (চুলকণা) উৎপন্ন হয়।

আর্ত্তববৃদ্ধির লক্ষণ।—আর্ত্তব অর্থাৎ স্ত্রীরজঃ অধিকমাত্রায় বর্দ্ধিত হইলে অঙ্গমর্দ্দ (শরীরে বেদনা), যোনি দিয়া অধিক রক্ত (রজঃ) স্রাব ও গাত্রে দুর্গন্ধ হয়; শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং রক্তগুল্মাদিরোগ জন্মে।

স্তন্যবৃদ্ধির লক্ষণ।—স্তন্য (স্তনদুগ্ধ) অধিকমাত্রায় বৃদ্ধি পাইলে, স্তনযুগলের স্থূলতা, পুনঃ পুনঃ স্তন্যস্রাব ও স্তন-যুগলে বেদনা উপস্থিত হয়।

গর্ভবৃদ্ধির লক্ষণ।—গর্ভ অতিশয় বাড়িয়া উঠিলে, জঠর অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয় এবং শরীরে শোথ জন্মে।

প্রতীকার।—যেসমস্ত ক্রিয়াদ্বারা পূর্ব্বোক্ত বাতাদি দোষ সংশোধিত হয়, বায়ু-পিত্তাদি প্রশমিত হয়, অথচ উহাদের ক্ষীণতা জন্মে না, এইপ্রকার সংশোধন ও সংশমন ক্রিয়া দ্বারা উহাদের প্রতীকাব অর্থাৎ চিকিৎসা করা আবশ্যক।

সহবৃদ্ধি।—এই সকল ধাতুর মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তী একটী ধাতু বর্দ্ধিত হইলে, তৎপরবর্ত্তী অন্যান্য ধাতুও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। অতএব অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত ধাতু যাহাতে যথাকালে হ্রাস পায়, তাহা করা আবশ্যক।

অতঃপর বলের ও বলক্ষয়ের লক্ষণ বর্ণিত হইতেছে।

নির্ব্বচন।—রস হইতে শুক্র পর্য্যন্ত অর্থাৎ রস, রক্ত, মাংস, মেদঃ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র, এই সপ্তধাতুর তেজঃ অর্থাৎ উৎকৃষ্ট সার-পদার্থের নাম ওজঃ;

এই :ওজঃ-পদার্থকেই বল বলা যায়। এই স্থলে চিকিৎসার সাম্যপ্রযুক্তই ওজোধাতু বল বলিয়া উল্লিখিত হইল; নচেৎ ওজঃ ও বল দুইটীতে প্রভেদ আছে।

ক্রিয়া।—বলদ্বারা মাংসের স্থিরতা ও বৃদ্ধি হয়; শারীরিক বাচনিক ও মানসিক সর্ব্বপ্রকার কার্য্যসমূহ অপ্রতিহতরূপে সাধিত হইয়া থাকে; স্বরের নির্ম্মলতা ও বর্ণের উজ্জ্বলতা জন্মে, এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় ও বুদ্ধীন্দ্রিয় সকলের স্ব স্ব কার্য্যের সামর্থ্য উৎপন্ন হয়।

বলের (ওজের) গুণ।—ওজোধাতু সোমাত্মক (সৌম্য বা সোমগুণ-বিশিষ্ট), স্নিগ্ধ, শ্বেতবর্ণ, শীতল, দেহের স্থিরতা-সম্পাদক, প্রসরণশীল, শ্রেষ্ঠ গুণ-বিশিষ্ট, কোমল, পিচ্ছিল ও প্রাণের শ্রেষ্ঠ স্থান। ওজঃ-পদার্থদ্বারা প্রাণিগণের সর্ব্বাবয়ব পরিব্যাপ্ত থাকে, সুতরাং ওজঃপদার্থের অভাব হইলে, শরীর শীর্ণ হইয়া (শুকাইয়া) অর্থাৎ নষ্ট হইয়া পড়ে।

কারণ ও লক্ষণ।—অভিঘাত (আঘাতাদি), ক্ষয় (ধাতুক্ষয়), ক্রোধ, শোক, চিন্তা, পরিশ্রম ও ক্ষুধা, এইসকল কারণে বায়ুদ্বারা তেজ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে, এবং তজ্জন্য ধাতুবাহী স্রোতঃসমূহ হইতে ওজঃ পদার্থ নির্গত হইয়া ক্ষয় পাইয়া থাকে।

ওজঃক্ষয়ের তারতম্যানুসারে অবস্থাভেদ।

পূর্ব্বোক্ত অভিঘাতাদি প্রযুক্ত ওজোধাতুর কোনরূপ বৈলক্ষণ্য ঘটিলে, বিস্রংস (স্থানচ্যুতি), ব্যাপত্তি (রূপান্তর) ও ক্ষয়, এই তিনপ্রকার অবস্থা জন্মিয়া থাকে। ইহাদের পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ পশ্চাৎ বর্ণন করা যাইতেছে।

ওজোবিস্রংসের লক্ষণ।—ওজোধাতু স্থানচ্যুত হইলে, সন্ধিবিশ্লেষ অর্থাৎ শরীরের সন্ধিবন্ধন শিথিল, সর্ব্বাঙ্গ অবসন্ন ও বাতাদিদোষ স্বস্থানচ্যুত হইয়া পড়ে, এবং শারীরিক, বাচনিক ও মানসিক কার্য্যের প্রতিবন্ধকতা সঙ্ঘটিত হয়।

ওজোব্যাপত্তির লক্ষণ।—ওজোধাতুর ব্যাপত্তি অর্থাৎ রূপান্তর ঘটিলে, গাত্রস্তব্ধতা, গাত্রভার, বাতজনিত-শোথ, বর্ণভেদ (বর্ণান্তর বা বিবর্ণতা), গ্লানি, তন্দ্রা (ইন্দ্রিয়াদি সম্বন্ধীয় কার্য্যসম্পাদনে অসামর্থ্য) এবং নিদ্রা উৎপন্ন হয়।

ওজঃক্ষয়ের লক্ষণ।—ওজোধাতুর ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, মূর্চ্ছা, মাংসক্ষয় মোহ (বৈচিত্ত্য), প্রলাপ ও মৃত্যু পর্য্যন্ত সঙ্ঘটিত হয়। পূর্ব্বে যাহা বলা গেল, তদ্দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, বলের (ওজোধাতুর) ব্যাপৎ, বিস্রংস ও ক্ষয়—এই তিনটি দোষ। তন্মধ্যে সন্ধিবিশ্লেষ, গাত্রের অবসন্নতা, বাতাদি-দোষের স্থানচ্যুতি, পরিশ্রম ও ইন্দ্রিয়কার্য্যের অল্পতা, এইসকল বলবিস্রংসের লক্ষণ; গাত্রের গুরুতা ও স্তব্ধতা, গ্লানি, বর্ণভেদ, তন্দ্রা, নিদ্রা ও বায়ুজনিত শোথ, এই লক্ষণগুলি বলব্যাপত্তিবোধক; এবং মূর্চ্ছা, মাংসক্ষয়, মোহ, প্রলাপ, অজ্ঞানতা, পূর্ব্বোক্ত লক্ষণসমূহ ও মৃত্যু এই সমস্ত বলক্ষয়ের লক্ষণ।

চিকিৎসা।—বলের বিস্রংস ও ব্যাপত্তি এবং শরীরে যাহাতে অন্য কোন দোষ বর্দ্ধিত না হইতে পারে, এজন্য নানাবিধ রসায়ন ও বাজীকরণাদি অবিরুদ্ধ ঔষধ দ্বারা তাহার প্রতিকার করিবে; এবং বলের ক্ষয় হইয়া, পূর্ব্বোক্ত জ্ঞান-শূন্যতাদি পাঁচটী লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, সেই রোগীকে পরিত্যাগ করিবে।

তেজের তেজঃ—তেজঃও একটী আগ্নেয় পদার্থ। ক্রমশঃ পচ্যমান ধাতুসমূহ হইতে উৎপন্ন, দেহের অভ্যন্তরস্থ স্নেহজাত বসানামক পদার্থকে তেজঃ বলা যায়।

স্ত্রীলোকের শরীর কোমলাদি হইবার কারণ।

উক্ত বসা নামক তেজঃপদার্থ স্ত্রীলোকের শরীরে অধিক পরিমাণে থাকে বলিয়া, উহাদের দেহের মৃদুতা (কোমলতা) ও সৌকুমার্য্য (স্নিগ্ধতা), লোমের কোমলতা ও অল্পতা, শরীরের উৎসাহ, স্থিরতা, শক্তি, কান্তি ও দীপ্তি প্রভৃতি জন্মিয়া থাকে।

তেজের বিকার।—কষায়, তিক্ত, শীতল, রুক্ষ ও বিষ্টম্ভী দ্রব্য সেবন, মলমূত্রাদির বেগধারণ, ব্যবায় (স্ত্রীসংসর্গ), ব্যায়াম ও ব্যাধির পীড়ন, এইসকল কারণে তেজঃপদার্থ বিকৃত হইয়া থাকে।

স্থানচ্যুতি।—তেজঃপদার্থের বিস্রংসন অর্থাৎ স্বস্থানচ্যুতি ঘটিলে, শরীর কর্কশ ও বিবর্ণ হইয়া পড়ে এবং তাহাতে বেদনা ও প্রভাহানি ঘটিয়া থাকে।

রূপান্তর।—তেজের ব্যাপত্তি অর্থাৎ রূপান্তর ঘটিলে, শরীর কৃশ হইয়া পড়ে, মন্দাগ্নি হয়, এবং দেহ হইতে অধোভাবে ও তির্য্যগ্‌ভাবে ধাতু পতিত হইতে থাকে।

তেজঃক্ষয়ের লক্ষণ। তেজঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে, দৃষ্টিক্ষীণতা, অগ্নিহীনতা, বলহানি, বায়ুর প্রকোপ ও মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে।

চিকিৎসা।—তেজের ক্ষয় হইলে, স্নেহ (ঘৃত-তৈলাদি) পান ও অভ্যঙ্গ (মর্দ্দন), প্রলেপ, পরিষেক (সেচন), এবং স্নিগ্ধ ও লঘুদ্রব্য সেবন করিতে দিবে; তাহাতে তেজঃক্ষয় নিবারিত হইয়া থাকে।

ক্ষয় ও পূরণেচ্ছা।—দেহস্থিত দোষ (বায়ু, পিত্ত ও কফ), ধাতু (রসরক্তাদি), মল (পুরীষাদি) ও বল ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, লোকের স্বযোনিবর্দ্ধক অন্নপানাদি সেবন করিতে ইচ্ছা হয়; অর্থাৎ বায়ুক্ষীণ ব্যক্তি বায়ুবর্দ্ধক পদার্থ, কফক্ষীণ ব্যক্তি কফবর্দ্ধক দ্রব্য, এবং রসক্ষীণ লোক রসবর্দ্ধক বস্তু সেবন করিতে অভিলাষ করিয়া থাকে।

ক্ষীণতানাশের উপায়।—বাতাদি দ্বারা ক্ষীণব্যক্তির যেপ্রকার আহার দ্রব্য সেবন করিবার ইচ্ছা হয়, সেই ব্যক্তি সেইরূপ আহার প্রাপ্ত হইলে, ক্ষীণতা হইতে মুক্ত হইতে পারে।

অচিকিৎসনীয় ক্ষীণব্যক্তি।—ধাতুক্ষয়বশতঃ বায়ুকর্ত্তৃক সংজ্ঞা এবং শারীরিক ও মানসিক ক্রিয়া বিনষ্ট হইলে, এবং একবারে বলক্ষীণ হইলে, সেই ব্যক্তিকে কোনপ্রকার চিকিৎসা দ্বারাই আরোগ্য করিতে পারা যায় না।

স্থূলতার কারণ।—রসই দেহের স্থূলতা ও কৃশতার কারণ। অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মজনক আহার দ্রব্য সেবন, অজীর্ণ অবস্থায় ভোজন, একবারে পরিশ্রম না করা ও দিবানিদ্রা, এইসকল কারণে আহারজাত আম অর্থাৎ অপক্ক অন্নরস মধুরতা প্রাপ্ত হইয়া, সর্ব্বশরীরে সঞ্চরণ করিতে থাকে, এবং স্নেহাধিক্য বশতঃ অধিক পরিমাণে মেদঃ উৎপাদন করিয়া, দেহের অত্যন্ত স্থূলতা জন্মায়।

স্থূলতার লক্ষণ।—অত্যন্ত স্থূল ব্যক্তির ক্ষুদ্রশ্বাস, পিপাসা, ক্ষুধা, নিদ্রা, ঘর্ম্ম, গাত্রদৌর্গন্ধ, নিদ্রাকালে কণ্ঠে ঘড় ঘড় শব্দ, শরীরের অবসন্নতা ও গদ্গদভাষিতা উৎপন্ন হয়; মেদস্বী ব্যক্তি মেদের কোমলতা বশতঃ পরিশ্রম করিতে পারে না। কফ ও মেদঃ কর্ত্তৃক স্রোতঃসকল রুদ্ধ হইয়া পড়ে; তাহাতে তাহার মৈথুনকার্য্যে সামর্থ্য থাকে না। ঐরূপ আবৃতমার্গতা জন্য তাহার মেদঃ ব্যতীত আর কোন ধাতু পরিপুষ্ট হইতে পারে না। মেদস্বী

ব্যক্তিদিগকে প্রায়ই প্রমেহ, পিড়কা, জ্বর, ভগন্দর, বিদ্রধি ও বাতজনিত রোগ এইসকল রোগের কোন না কোন রোগে আক্রান্ত হইয়া, মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত মেদস্বী ব্যক্তির শারীরিক স্রোতঃসকল মেদোদ্বারা রুদ্ধ হওয়ায়, যে কোন ব্যাধিই উৎপন্ন হইলে, তাহা একেবারে অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে।

চিকিৎসা।—যেসকল কারণে দেহের স্থূলতা উৎপন্ন হয়, সেইসকল কারণ অর্থাৎ মেদোরোগের নিদান পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য; যেহেতু ঐসকল কারণ পরিহার করিলে, মেদঃ আর বাড়িতে পারে না, সুতরাং স্থূলতারও আর বৃদ্ধি হয় না। তখন মেদোনাশক ঔষধাদি সেবন করিলে, পূর্ব্বসঞ্চিত মেদঃ হ্রাসপ্রাপ্ত হইতে থাকে। শিলাজতু, গুগ্‌গুলু, গোমূত্র, ত্রিফলা (হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া), লৌহরজঃ (জারিত লৌহ), রসাঞ্জন, মধু, যব, মুগ, কোরদূষক (কোদোধান), শ্যামাক (শ্যামাধান) ও উদ্দালক (ধান্যবিশেষ), এইসকল দ্রব্য এবং অন্যান্য মেদোঘ্ন ও স্রোতোবিশোধক দ্রব্যাদি রোগীকে যথাবিধি সেবন করাইলে, এবং ব্যায়াম ও লেখনবস্তি (কৃশতা-জনক ঔষধের পিচকারী প্রয়োগ) করিলে, স্থূলতা অর্থাৎ মেদোরোগ বিনষ্ট করিতে পারা যায়।

কৃশতার কারণ—অত্যন্ত বায়ুবৃদ্ধিকারক দ্রব্য ভোজন, অতিরিক্ত পরিশ্রম, অত্যন্ত মৈথুন, অধিক অধ্যয়ন, ভয়, শোক, চিন্তা, রাত্রিজাগরণ, পিপাসা ও ক্ষুধা সহ্য করা, কষায় বস্তু সেবন ও অল্পপরিমাণে আহার এইসকল কারণে আহারদ্রব্যজাত রসধাতু শুষ্ক হইয়া পড়ে। তাহাতে শরীরের সম্যক্ রক্ষণ না হওয়াতে শরীর অত্যন্ত কৃশ হইয়া থাকে।

কৃশতার লক্ষণ।—অত্যন্ত কৃশ ব্যক্তি ক্ষুধা, পিপাসা, শীতলবায়ু, বর্ষা ও ভারাদি সহ্য করিতে পারে না। প্রায়ই তাহারা বাতরোগ দ্বারা আক্রান্ত হয় ও তজ্জনিত দুর্ব্বলতাহেতু কোন কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না। কৃশব্যক্তি শ্বাস (হাঁপানী), কাস, শোষ, যক্ষ্মা, উদরী, অগ্নিমান্দ্য, গুল্ম এবং রক্তপিত্ত ইহাদের মধ্যে যে কোন রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এতদ্ব্যতীত কৃশ ব্যক্তির যে কোন রোগ উৎপন্ন হইলে, দুর্ব্বলতাবশতঃ তাহা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে।

চিকিৎসা।—যেসকল কারণে শরীরের কৃশতা উৎপন্ন হয়, সেই সকল কারণ অর্থাৎ কৃশতার নিদান সর্ব্বাগ্রে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য; কারণ শরীর কৃশ হইবার হেতু বিদ্যমান থাকিলে, ঔষধদ্বারা কৃশতা দূর হয় না এবং শরীরের উপচয় হইতে পারে না। অতএব প্রথমতঃ কৃশতার নিদান দূর করিয়া পশ্চাৎ তাহা নিবারণের চেষ্টা করা উচিত।

পয়স্যা (ক্ষীরকাকোলী), অশ্বগন্ধা, বিদারী (ভূমিকুষ্মাণ্ড), ভূমি-আমলকী, শতাবরী, বালা (বেড়েলা), অতিবলা (পীতবেড়েলা) ও নাগবলা (গোরক্ষ-চাকুলে) এবং মধুরগণোক্ত দ্রব্য ও অন্যান্য বৃংহণদ্রব্য যথাবিধি ঔষধার্থ কৃশব্যক্তিকে সেবন করিতে দেওয়া আবশ্যক। দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মাংস, শালিধান্যের অন্ন, ষষ্টিক ধান্যের অন্ন ও গোধূম, কৃশব্যক্তিকে আহার করিতে দিবে। অপিচ দিবানিদ্রা, ব্রহ্মচর্য্য (অমৈথুনাদি), অব্যায়াম (পরিশ্রম না করা) এবং বৃংহণবস্তি অর্থাৎ শরীর পোষক ঘৃত-তৈলাদিদ্বারা বস্তি কর্ম্ম করিলে, কৃশতা দূর হইয়া থাকে।

বলবান্ হইবার উপায়।—যেব্যক্তি দুইপ্রকার সাধারণ দ্রব্য অর্থাৎ অনতিস্নিগ্ধ ও অনতিরুক্ষ আহার্য্যাদি সেবন করে, তাহার আহারসম্ভূত অন্নরস শরীরে সঞ্চরণপূর্ব্বক সকল ধাতুকেই সমানরূপে পরিপোষণ করিয়া থাকে। ইহাতে সমধাতুত্ব প্রযুক্ত সেই ব্যক্তিই মধ্যশরীরবিশিষ্ট হইয়া থাকে অর্থাৎ অনতিস্থূল-কৃশ হয়। সে ব্যক্তি সকল কার্য্যেই সামর্থ্য লাভ করিতে পারে। ক্ষুধা, পিপাসা, শীত, উষ্ণ, বর্ষা ও আতপ—সমস্তই সমভাবে তাহার সহ্য করিবার ক্ষমতা জন্মে এবং বলও বৃদ্ধি পায়। অতএব যাহাতে মধ্যশরীরবিশিষ্ট হওয়া যায়, সর্ব্বদাই তাহার চেষ্টা করিবে; কারণ, যেসকল ব্যক্তি অত্যন্ত স্থূল (মোটা) বা অত্যধিক কৃশ (ক্ষীণ), তাহারা নিতান্ত অকর্ম্মণ্য। মধ্যশরীর সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। স্থূল হওয়া অপেক্ষা বরঞ্চ কৃশ হওয়াই ভাল।

শরীরস্থধাতুর পরিমাণ নির্ণয়।—প্রজ্বলিত অগ্নি যেরূপ পাত্রস্থিত জলকে শুষ্ক করিয়া ফেলে, সেইরূপ প্রাণিসকলের শারীরিক বাতাদিদোষত্রয় শরীরস্থ রসরক্তাদি ধাতুসমূহকে স্ব স্ব তেজঃপ্রভাবে শুষ্ক করিয়া নষ্ট করিয়া থাকে। দেহের নিয়ত বৈলক্ষণ্য অর্থাৎ পরিবর্ত্তন ও অস্থায়িত্ব প্রযুক্ত বাতাদি দোষ, রস-রক্তাদি ধাতু ও পুরীষাদি মলের পরিমাণ নির্ণয় করা যায় না।

সুতরাং বুদ্ধিমান চিকিৎসক এইসকল দোষাদির পরিমাণ নিরূপণ করিবার জন্য প্রাণীদিগের সুস্থ লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি করিবেন; এজন্য নিম্নলিখিত সুস্থ লক্ষণ-সকল দেখিতে পাইলে বুঝিতে হইবে যে, ধাতু ও মলাদি সাম্যাবস্থায় আছে। কারণ, সুস্থলক্ষণ ব্যতীত এমন কোন উপায় নাই যে, তদ্দ্বারা দেহের দোষ, ধাতু ও মলাদির পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। বিজ্ঞ চিকিৎসক ইন্দ্রিয়ের অপ্রসন্নভাব নিরীক্ষণ করিলে, অনুমানে বুঝিবেন যে, দোষ, ধাতু ও মলাদি নিশ্চয়ই অসমভাবে দেহমধ্যে বর্ত্তমান আছে।

স্বস্থের অর্থাৎ সুস্থের লক্ষণ।—কোন ব্যক্তির বাতাদি দোষত্রয় ও জঠরাগ্নি, রসরক্তাদি ধাতু ও পুরীষাদি মল সমানরূপে স্ব স্ব কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে থাকিলে এবং আত্মা, ইন্দ্রিয় ও চিত্ত প্রসন্নভাবে থাকিলে, সেই ব্যক্তিকে স্বস্থ বা সুস্থ বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।

চিকিৎসকের কর্ত্তব্য।—বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক সুস্থব্যক্তির স্বাস্থ্য রক্ষা করিবেন এবং আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত অসুস্থ ব্যক্তির বাতাদিদোষ, রসাদিধাতু ও পুরীষাদি মলসমূহ যাহাতে অধিক ক্ষীণ বা বর্দ্ধিত না হয়, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন।

একাদশ অধ্যায়।

কর্ণব্যধবন্ধন-বিধি।

কাণ বিদ্ধ করিবার কারণ।—অলঙ্কার ধারণের নিমিত্ত বালক-বালিকাদিগের কর্ণ বিদ্ধ করিতে হয়। সাধারণ কথায় ইহাকে কাণবিঁধান বা কাণফুটান বলা যায়।

প্রণালী।—কর্ণ বিদ্ধ করিতে হইলে, শিশুর ষষ্ঠ বা সপ্তম মাস বয়সের সময়, শুক্লপক্ষে, প্রশস্ত তিথি, করণ, মুহূর্ত্ত ও নক্ষত্রযুক্ত দিনে, বলি, মঙ্গল ও স্বস্তিবাচন করিয়া, বালক ও বালিকাকে ধাত্রীর কোলে বসাইয়া, খেলনা দিয়া

ভুলাইয়া রাখিবে। তাহার পর বামহস্ত দ্বারা সেই শিশুর কর্ণ টানিয়া ধরিয়া অত্যন্ত পাতলা যে স্থান দিয়া সূর্য্যের কিরণ দেখিতে পাওয়া যায়, কর্ণের সেই দৈবকৃত ছিদ্রযুক্ত স্থানটী সূচীদ্বারা অথবা কাণ শক্ত হইলে আরা নামক অস্ত্রদ্বারা আস্তে আস্তে সরলভাবে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বিদ্ধ করিবে। বালক হইলে, প্রথমে দক্ষিণ কর্ণ ও বালিকা হইলে বাম কর্ণ বিদ্ধ করিবে। পরে সেই বিদ্ধস্থানে সূতার পলিতা প্রবেশিত করিয়া, সম্যক্ বিদ্ধ হইয়াছে দেখা গেলে, তাহা কাঁচা তৈলে ভিজাইয়া রাখিবে। প্রকৃত স্থান ভিন্ন অন্য স্থান বিদ্ধ হইলে, অধিক পরিমাণে রক্ত পড়ে এবং বেদনা জন্মিয়া থাকে; কিন্তু নির্দ্দিষ্ট স্থান বিদ্ধ হইলে রক্তস্রাবাদি কোন প্রকার উপদ্রব ঘটিতে দেখা যায় না।

অজ্ঞব্যক্তিদ্বারা কর্ণবেধের উপদ্রব ও চিকিৎসা।

অশিক্ষিত অজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা কর্ণের কালিকা, মর্ম্মরিকা ও লোহিতিকা নাম্নী শিরা বিদ্ধ হইলে, নানাপ্রকার উপদ্রব জন্মে; কালিকা শিরা বিদ্ধ হইলে, জ্বর, দাহ (জ্বালা), শোথ ও বেদনা জন্মে; মর্ম্মরিকা শিরা বিদ্ধ হইলে, বেদনা, জ্বর ও গ্রন্থিরোগ উপস্থিত হয়; এবং লোহিতিকানাম্নী শিরা বিদ্ধ হইলে, মন্যা-স্তম্ভ, অপতানক, শিরঃপীড়া ও কর্ণশূল উৎপন্ন হয়। এইসকল উপদ্রব ঘটিলে, সেই সেই রোগের চিকিৎসা করিয়া তাহার প্রতীকার করিবে।

দোষ ও চিকিৎসা।—দেখিতে কদর্য্য, বাঁকা ও অপ্রশস্ত সূচীর দোষে ও মোটা পলিতার দোষে বাতপিত্তাদি দোষের প্রকোপ হইলে, অথবা যথাস্থান বিদ্ধ না হইলে, বিদ্ধস্থলে শোথ ও বেদনা জন্মে; তাহাতে শীঘ্র পলিতা বাহির করিয়া, সেইস্থানে যষ্টিমধু, ভেরেণ্ডার মূল, মাঞ্জিষ্ঠা, যব ও তিল, সমান-ভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া, মধু ও ঘৃত দ্বারা মিশ্রিত করিয়া, ক্ষতস্থান পূরিয়া না উঠা পর্য্যন্ত প্রলেপ দিবে। তৎপরে ক্ষতস্থল পূরিয়া উঠিলে, পুনর্ব্বার উপ-যুক্ত স্থান পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে বিদ্ধ করিবে, এবং তিন দিন অন্তর ক্রমশঃ মোটা পলিতা বদলাইয়া দিবে, তথায় অপক্ক তৈল সেচন করিবে এবং বেধজনিত উপ-দ্রব থামিয়া গেলে, ছিদ্র বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত কর্ণে লঘু-বর্দ্ধনক অর্থাৎ আপাং, নিম, কার্পাস প্রভৃতির কাষ্ঠখণ্ড বা সীসাদি-ধাতুনির্ম্মিত অলঙ্কার পরিতে দিবে।

কর্ণবন্ধনের লক্ষণ।—এইরূপে উক্তপ্রকারে কর্ণের ছিদ্র বাড়িয়া উঠিলে, বাতাদি দোষের প্রভাবে, বাতাদিজনিত ব্যাধিবশতঃ অথবা আঘাতাদি আগন্তুক কারণে কর্ণ ছিন্ন হইয়া দুই ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। তখন সেই দ্বিধাভূত কর্ণের বন্ধনকার্য্য কিরূপে করা আবশ্যক, তাহাই শিক্ষা দেওয়া যাইতেছে। সাধারণতঃ কর্ণ পঞ্চদশ প্রকারে বাঁধিতে পারা যায়; যথা—১ নেমিসন্ধানক, ২ উৎপলভেদ্যক, ৩ বল্লূরক, ৪ আসঙ্গিম, ৫ গণ্ডকর্ণ, ৬ আহার্য্য, ৭ নির্ব্বেধিম, ৮ ব্যাযোজিম, ৯ কপাটসন্ধিক, ১০ অর্দ্ধ কপাটসন্ধিক, ১১ সংক্ষিপ্ত, ১২ হীনকর্ণ, ১৩ বল্লীকর্ণ, ১৪ যষ্টিকর্ণ এবং ১৫ কাকৌষ্ঠক। উহাদের বিবরণ নিম্নে লিখিত হইতেছে।

১। নেমিসন্ধানক—ছিন্ন কর্ণ-পালিদ্বয় বিস্তীর্ণ, দীর্ঘ ও সমভাগে বন্ধন করিলে, তাহাকে নেমিসন্ধানক বলা যায়।

২। উৎপলভেদ্যক—ছিন্ন কর্ণলতিকাযুগল যদি গোলাকার, দীর্ঘ ও সমভাবে বন্ধন করা যায়, তবে তাহাকে উৎপলভেদ্যক বলে।

৩। বল্লূরক—হ্রস্ব, গোলাকার ও সমভাবে ছিন্ন কর্ণপালিদ্বয় বন্ধন করাকে বল্লূরক কহে।

৪। আসঙ্গিম—কর্ণপালি যদি অভ্যন্তরে দীর্ঘাকারে ছিন্ন হয়, তাহা হইলে বাহ্যপালিতে যে বন্ধন করা যায়, তাহার নাম আসঙ্গিম।

৫। গণ্ডকর্ণ—গণ্ডস্থল অর্থাৎ কপোলদেশের মাংস কাটিয়া লইয়া, দীর্ঘাকারবিশিষ্ট বাহ্য কর্ণলতিকায় তাহা সংলগ্ন করতঃ তৎসহ বন্ধন করিলে, তাহাকে গণ্ডকর্ণ বলে।

৬। আহার্য্য—উভয় গণ্ডদেশ হইতে সানুবন্ধ অর্থাৎ পরস্পর সংলগ্ন মাংস আকর্ষণ করিয়া, অত্যন্ত ক্ষুদ্র কর্ণপালিতে বন্ধন করিলে, তাহাকে আহার্য্য বলা যায়।

৭। নির্ব্বেধিম—কর্ণের দুইটী পালিই একেবারে ছিঁড়িয়া গেলে, সেই ছিন্ন পালিকে, কর্ণলতিকার উপরে ছিদ্র করিয়া, এক সঙ্গে যে বন্ধন করা যায়, তাহার নাম নির্ব্বেধিম।

৮। ব্যাযোজিম—স্থূলক্ষুদ্রভেদে কর্ণপালিদ্বয় অসমান হইলে, উল্লেখন করিয়া নানাপ্রকার বন্ধন করাকে ব্যাযোজিম বলা যায়।

৯। কপাট-সন্ধিক—আভ্যন্তরিক দীর্ঘ কর্ণপালিকে অল্প ক্ষুদ্র কর্ণপালির সহিত একত্র কপাটের ন্যায় বন্ধন করাকে কপাট-সন্ধিক বলে।

১০। অর্দ্ধকপাট সন্ধিক—বাহিরের লম্বা কর্ণপালিকে অন্য ক্ষুদ্র পালির সহিত একত্র অর্দ্ধ-কপাটের ন্যায় বন্ধন করিলে, তাহাকে অর্দ্ধকপাট-সন্ধিক বলে।

এই দশ প্রকার কর্ণবন্ধন সাধ্য এবং ইহাদের প্রায় স্ব স্ব নাম দ্বারাই আকৃতি স্থির করা যাইতেছে। নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্তাদি পাঁচ প্রকার কর্ণবন্ধন অসাধ্য; তাহাদের বিবরণ যথা—

১১। সংক্ষিপ্ত—শস্কুলি অর্থাৎ কর্ণরন্ধ্র, শুষ্ক, পালি উৎসন্ন (স্ফীত) ও অন্য পালি ক্ষুদ্র হইলে, তাহার নাম সংক্ষিপ্ত।

১২। হীনকর্ণ—কর্ণপালি যথাস্থানে না থাকিলে এবং গণ্ডস্থল ও কর্ণপালির পার্শ্বদ্বয়ের মাংস ক্ষীণ হইলে, তাহাকে হীনকর্ণ বলে।

১৩। বল্লীকর্ণ—কর্ণপালিদ্বয় তনু (পাতলা), অসম ও ক্ষীণ-মাংসযুক্ত হইলে, তাহাকে বল্লীকর্ণ বলা যায়।

১৪। যষ্টিকর্ণ—গ্রথিত মাংস সংযুক্ত, স্তব্ধ শিরাদ্বারা আচ্ছাদিত ও সূক্ষ্ম পালি বিশিষ্ট হইলে, তাহাকে যষ্টিকর্ণ কহে।

১৫। কাকৌষ্ঠক-পালি—কর্ণপালি মাংসহীন, পালির অগ্রভাগ সূক্ষ্ম ও কর্ণলতিকা শোণিতহীন হইলে, তাহাকে কাকৌষ্ঠকপালি বলা যায়।

কর্ণপালি এই পাঁচপ্রকারে ছিন্ন হইলে, তাহা যদি যথাবিধি বন্ধন করা যায়, তাহা হইলেও শোথ, দাহ (জ্বালা), রাগ (রক্তবর্ণতা) পাক, পিড়কা ও রক্তস্রাবাদি হওয়ায় ইহা আরোগ্য হয় না; সুতরাং ইহা অসাধ্য।

অন্যপ্রকার কর্ণবন্ধনের লক্ষণ।

যাহার কর্ণপালিদ্বয় কর্ণের সহিত সংযুক্ত নহে, তাহার কর্ণপীঠের অর্থাৎ কর্ণলতিকার উপরিস্থ স্থানের ঠিক মধ্যস্থলে বিদ্ধ করিয়া বন্ধন করা হয়।

বাহ্য কর্ণপালি, আভ্যন্তর সন্ধি, এবং আভ্যন্তর কর্ণলতিকা দীর্ঘাকার (লম্বা) হইলে, বাহ্যসন্ধি প্রয়োগ করা আবশ্যক।

যাহার আদৌ কর্ণপালি নাই, তাহার গণ্ডস্থল হইতে রক্তসহ মাংস উৎপাটন করিয়া, তদ্দ্বারা কর্ণলতিকা প্রস্তুত করিয়া লইবে।

কর্ণবন্ধন-প্রণালী।—উল্লিখিত কর্ণবন্ধন সমূহের মধ্যে কোনপ্রকার কর্ণবন্ধন করিতে হইলে, চিকিৎসক প্রথমতঃ অগ্রোপহরণীয় নামক অধ্যায়োক্ত যন্ত্রশস্ত্রাদি, বিশেষতঃ সুরা, সুরামণ্ড (মদ্যের উপরিস্থ স্বচ্ছভাগ), দুগ্ধ, জল, কাঁজি ও মাটীর খাপরাচূর্ণ সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন। তৎপরে ছেদ্য, লেখ্য বা ব্যধন কার্য্যের উপযোগী যন্ত্রাদি সঙ্গে লইয়া, যাহার কর্ণবন্ধন করিতে হইবে, স্ত্রী কিংবা পুরুষ হউক, চিকিৎসক তাহার চুল উত্তমরূপে বন্ধন করিয়া এবং তাহাকে লঘুপাক দ্রব্য আহার করাইয়া, অন্য বিশ্বস্ত ব্যক্তি দ্বারা ধারণ করিয়া, কর্ণের রক্ত দূষিত কি অদূষিত তাহা পরীক্ষা করিবেন। কর্ণশোণিত বায়ুদ্বারা দূষিত হইলে, ধান্যাম্ল (ধান্যের কাঁজি) ও জল দ্বারা; পিত্তদ্বারা দূষিত হইলে, শীতল জল ও দুগ্ধ দ্বারা এবং কফদ্বারা দূষিত হইলে, সুরামণ্ড ও উষ্ণজল দ্বারা ধৌত করিয়া, ছিন্ন কর্ণপালিদ্বয় পুনর্ব্বার অবলম্বন পূর্ব্বক অনুন্নত, সমান ও সম্যক্‌-প্রকারে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিবেন; এবং রক্তস্রাব না হইতে পারে—এমন ভাবে বন্ধনকার্য্য সম্পন্ন করিবেন। তদনন্তর মধু ও ঘৃতে তুলা বা বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া, সেই বন্ধন-স্থান বেষ্টন পূর্ব্বক আচ্ছাদিত করিবেন এবং সূতা দ্বারা অল্প দৃঢ় ও অল্প শিথিলভাবে বাঁধিয়া, তদুপরি ও তাহার চারি দিকে মাটীর খাপরাচূর্ণ নিক্ষেপ করিবেন। এইপ্রকারে বন্ধনকার্য্য শেষ হইলে, রোগীর জন্য যথাবিধি আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া দ্বিব্রণীয় অধ্যায়োক্ত বিধিমতে চিকিৎসা করিতে হইবে।

কর্ণবন্ধনান্তে রোগীর কর্ত্তব্য।—কর্ণবন্ধনান্তে রোগীর পক্ষে কর্ণ-সন্ধিস্থান-সঞ্চালন, দিবা-নিদ্রা, ব্যায়াম, অতিরিক্ত ভোজন, মৈথুন, অগ্নি-সন্তাপ ও অধিক কথা বলা নিষিদ্ধ। তিন দিন পর্য্যন্ত কাঁচা তিলতৈল বন্ধন স্থানে প্রয়োগ করিবে এবং তিন দিবস পরে কর্ণ-বন্ধনস্থিত তুলা বস্ত্রখণ্ড তিলতৈল দ্বারা সিক্ত করিয়া তুলিয়া ফেলিবে। কিন্তু রক্ত দূষিত থাকিলে অথবা রক্ত শোধিত হইয়াও যদি স্রাব নিবারিত না হয়, কিংবা যদি রক্ত অল্পপরিমিত বলিয়া অনুভূত হয়, তাহা হইলে কদাচ ক্ষতস্থান শুষ্ক করিতে নাই; কারণ, বায়ু-দূষিত রক্তের সহিত ক্ষতস্থান পূরণ করিলে, দাহ (জ্বালা), পাক, রক্তবর্ণতা ও বেদনা জন্মে; এবং শ্লেষ্ম-দূষিত রক্তসহ ক্ষতস্থল শুষ্ক করিলে, সেই স্থানে স্তব্ধতা ও কণ্ডূ উৎপন্ন হয়। অত্যন্ত রক্ত নিঃসৃত হইতে থাকিলে যদি ক্ষতস্থান পূরণ করা যায়, তাহা

হইলে তাহা শ্যাব অর্থাৎ কৃষ্ণপীতমিশ্রিত বর্ণবিশিষ্ট ও শোথযুক্ত হইয়া পড়ে। ক্ষীণ রক্তাবস্থায় ক্ষতস্থান শুষ্ক করিলে, অল্প মাংস জন্মে এবং কর্ণপালি আর বৃদ্ধি পায় না। অতএব ক্ষতস্থান শুষ্ক, শোথাদি উপদ্রব দূর এবং কর্ণও স্বাভাবিক বর্ণবিশিষ্ট হইলে, ক্রমশঃ অল্পে অল্পে কর্ণপালি বর্দ্ধিত করিবে। কিন্তু এই লক্ষণ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে কর্ণপালি বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিলে, উহাতে শোথ, জ্বালা, পাক, রক্তবর্ণতা ও বেদনা জন্মে, এবং কর্ণলতিকা পুনর্ব্বার ছিন্ন হইতেও পারে। অতঃপর ক্ষত-স্থান নির্দ্দোষভাবে শুষ্ক হইলে, কর্ণপালি বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত নিম্নলিখিত দ্রব্যসহ তৈল পাক করিয়া, কর্ণলতিকায় মর্দ্দন করা আবশ্যক। তৈল যথা—শ্বেতসর্ষপের বা তিলের তৈল ⁄৪ চারি সের, গোধা, প্রতুদ ও বিষ্কির (লাবাদি) পক্ষী, আনূপ (বরাহ-মহিষাদি) জন্তু ও ঔদক (রোহিত মৎস্যাদি), ইহাদের মধ্যে যত পাওয়া যায়, তাহাদের বসা ও মজ্জা প্রত্যেক ⁄৪ চারি সের, দুগ্ধ ও ঘৃত প্রত্যেক ⁄৪ চারি সের, এবং কল্কার্থ আকন্দ, শ্বেত আকন্দ, বেড়েলা, গোরক্ষ-চাকুলে, অনন্তমূল, আপাং, অশ্বগন্ধা, শালপাণী, ক্ষীর-বিদারী, জলশূক (জলজাত কীটবিশেষ) ও মধুর দ্রব্য (কাকোল্যাদিগণ), এইসকল পদার্থ সমভাবে মিলিত ⁄১ একসের। যথাবিধানে এই তৈল পাক করিয়া কর্ণপালিতে মর্দ্দন করিলে, ক্রমশঃ তাহা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—কর্ণ উপযুক্তরূপে স্বেদিত ও উন্মর্দ্দিত হইলে, নিম্নলিখিত স্নেহদ্রব্য প্রয়োগ করা উচিত; তাহাতে স্রাবসকল নিবারিত হয় এবং কর্ণ বেশ দৃঢ় ও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। যব, অশ্বগন্ধা, যষ্টিমধু ও তিল একত্র পেষণ পূর্ব্বক কর্ণে লেপন বা মর্দ্দন করিবে। শতাবরীর ও অশ্বগন্ধার কল্ক ⁄১ এক সের, ১৬ ষোলসের দুগ্ধ ও ⁄৪ চারিসের তিলতৈল একত্র পাক করিয়া, কিংবা অর্কপুষ্পী, এরণ্ডমূল ও কাকোল্যাদি জীবনীয়গণ ⁄১ সের এবং দুগ্ধ ১৬ ষোল সের সহ ⁄৪ চারি সের তিলতৈল পাক করিয়া, কর্ণপালিতে মালিশ করিবে। ইহাতেও কর্ণপালি বর্দ্ধিত না হইলে, কর্ণলতিকার নিম্নদেশ কিঞ্চিৎ পরিমাণে ছেদন করিবে, কিন্তু কদাচ কর্ণের বাহ্যদেশে ছেদন করিবে না; কারণ তাহাতে বিবিধ উপদ্রব উপস্থিত হয়। কর্ণবন্ধনের পর ক্ষতস্থান অল্প শুষ্ক হইবামাত্র কর্ণপালি বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিলে, আমের কোশীর

ন্যায় অভ্যন্তরদেশ স্ফীত হইয়া উঠে; তাহাতে অবিলম্বেই সন্ধিবন্ধন খুলিয়া যায়। সুতরাং কর্ণপালিতে লোম উঠিলে, ছিদ্রপথ স্বাভাবিক হইয়া সন্ধিস্থান বেশ জুড়িয়া গেলে, নিম্নোচ্চতা-বিহীন, সমান ও দৃঢ় হইলে, এবং ক্ষতস্থান ভালরূপে শুষ্ক ও তাহার বেদনা দূর হইলে, তখন কর্ণপালি ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত করিবার চেষ্টা করা আবশ্যক। কর্ণ-বন্ধনের প্রক্রিয়া পরিমাণাদি নানা প্রকার। সেই জন্য যেখানে যেটী উপযুক্ত বলিয়া বোধ হইবে, সেইটীই অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

ব্যাধি ও উপদ্রব।—হে সুশ্রুত! মনুষ্যগণের কর্ণপালিতে বায়ু, পিত্ত ও কফ, এই দোষত্রয়ের একটী দুইটী বা তিনটীই মিলিত হইয়া যেসকল ব্যাধি উৎপাদন করে, তাহা পুনরায় স্পষ্টরূপে বলিতেছি, শ্রবণ কর। বায়ুর প্রকোপে কর্ণপালিতে বিস্ফোট (ব্রণ) স্তব্ধতা ও শোথ জন্মে; পিত্তের প্রকোপে দাহ (বিস্ফোট), শোথ ও পাক এবং কফের প্রকোপে কণ্ডু, শোথ, স্তব্ধতা ও গুরুতা (ভার) উৎপন্ন হয়। এই সকল রোগ জন্মিলে, দোষানুসারে সংশোধনপূর্ব্বক স্বেদ, অভ্যঙ্গ, পরিষেক, প্রলেপ ও রক্তমোক্ষণ দ্বারা চিকিৎসা করিবে এবং মৃদুক্রিয়া ও বৃংহণীয় (ধাতুপোষক) আহারাদি দ্বারা রোগীর বলবৃদ্ধি করিবে। যিনি এইসকল বিষয় বিশেষরূপে জানেন, তিনিই এইসকল রোগের চিকিৎসা করিতে পারেন। অনন্তর কর্ণপালিতে যেসকল উপদ্রব উপস্থিত হয়, তাহাদের নাম ও লক্ষণ নিম্নে বর্ণিত হইল; যথা—উৎপাটক, উৎপুটক ও শ্যাবরোগ জন্মিলে, কর্ণপালি কণ্ডুযুক্ত হয়; এবং অবমন্থ, সকণ্ডুক, গ্রন্থিক ও জম্বুলরোগ উৎপন্ন হইলে, কর্ণলতিকায় কণ্ডু, স্রাব ও দাহ হইয়া থাকে। ইহাদের চিকিৎসা নিম্নে বিবৃত হইল।

উপদ্রবের চিকিৎসা।—অপাং, ধুনা, পারুল-ছাল ও লকুচ-ছাল একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, অথবা এইসকল দ্রব্যের সহিত তৈল পাক করিয়া মালিশ করিলে, উৎপাটকরোগ দূর হয়। সোঁদাল, সজিনা ও নাটাকরঞ্জের ছাল, গোধার চর্ব্বি ও বসা এবং মেষ, শূকর, গরু ও হরিণের পিত্ত ও ঘৃত, এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে, অথবা এই সকল দ্রব্য-সহযোগে তৈল পাক করিয়া মর্দ্দন করিলে, উৎপুটকরোগ বিনষ্ট হয়। হরিদ্রা, রাস্না, শ্যামালতা, অনন্তমূল ও কাঁটান'টে একত্র পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ

দিলে, কিংবা এইসকল দ্রব্যসহ তৈল পাক করিয়া মর্দ্দন করিলে, শ্যাবরোগ নিবারিত হয়। আকনাদি, রসাঞ্জন, মধু ও উষ্ণ কাঁজি একত্র পেষণ করিয়া মালিশ করিলে, সকণ্ডূক রোগ দূর হয়। কর্ণরোগ ব্রণের ন্যায় ক্ষতসংযুক্ত হইলে তাহাতে যষ্টিমধু, ক্ষীরকাকোলী ও জীবকাদি দ্রব্যগণের সহিত তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে, ব্রণ পূরিয়া উঠে এবং শুষ্ক হইয়া যায়। ব্রণকৃতবৃংহণ হইলে, অর্থাৎ লতিকাদি দ্বারা পূয়রক্তাদির সঞ্চয় বশতঃ স্ফীত হইলে, তদবস্থায় গোধা, বরাহ ও সর্পের বসা প্রয়োগ করা আবশ্যক। পুণ্ডরিয়া-কাষ্ঠ, যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা ও অর্জ্জুনবৃক্ষের ছাল একত্র পেষণ পূর্ব্বক তাহাদ্বারা প্রলেপ দিলে, অথবা এইসকল দ্রব্য-সহযোগে তৈল পাক করিয়া মর্দ্দন করিলে, অবমন্থক রোগ দূরীভূত করা যায়। সহদেবা (বেড়ালা) ও বিশ্বদেবা (গোরক্ষ চাকুলে), ছাগদুগ্ধ ও সৈন্ধব লবণ একত্র পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে, অথবা এইসকল দ্রব্য সহযোগে তৈল পাক করিয়া মর্দ্দন করিলে, কণ্ডূযুক্ত কর্ণরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। গ্রন্থিক রোগে প্রথমে গুটিকা উৎপাটনপূর্ব্বক স্রাব করাইবে, তৎপরে সৈন্ধবলবণ চূর্ণ করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দেওয়া আবশ্যক। জম্বুক রোগে অস্ত্রদ্বারা লেখন পূর্ব্বক স্রাবিত করিয়া লোধ্রচূর্ণ ঘর্ষণ করিবে, এবং তৎপরে দুগ্ধদ্বারা তাহা ধৌত করিয়া শুষ্ক করিবে। মধুপর্ণী (গুলঞ্চ বা গাম্ভারীছাল), যষ্টিমধু, নীলপুষ্প ও মধু একত্র পেষণ পূর্ব্বক প্রলেপ দিলে, অথবা এইসকল দ্রব্যসহ তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে, স্রাবযুক্ত কর্ণরোগ প্রশমিত হয়। পঞ্চবল্কল অর্থাৎ বট, অশ্বত্থ, পাকুড়, যজ্ঞডুমুর ও পারীশবৃক্ষের ছাল ও যষ্টিমধু পেষণ পূর্ব্বক ঘৃতসহ মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে, কিংবা জীবনীয়গণোক্ত দ্রব্যসকল পেষণপূর্ব্বক ঘৃতসহ মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে, দাহ অর্থাৎ জ্বালাযুক্ত কর্ণপালি রোগ দূর করিতে পারা যায়।

ছিন্ন নাসিকার বন্ধন ও চিকিৎসা।

অনন্তর নাসিকা ছিন্ন হইলে, তাহা কিরূপে যথাস্থানে সংলগ্ন করিতে হয়, এবং ক্ষতস্থান কিরূপে শুষ্ক করা আবশ্যক, নিম্নে তাহা বর্ণিত হইতেছে। নাসিকার সমপরিমিত কোন বৃক্ষপত্রদ্বারা পরিমাণ স্থির করিয়া, সেই ছিন্ন নাসিক ব্যক্তির গণ্ডস্থানের পার্শ্বদেশ হইতে সেই পরিমিত মাংস কাটিয়া লইয়া, নাসিকার অগ্রভাগে বন্ধন করিবে। এই বন্ধনকার্য্য করিবার সময়ে চিকিৎসক

অতীব সাবধানে দুইটী নাড়ীযন্ত্র অর্থাৎ নল, নাসিকা বিবরদ্বয়মধ্যে প্রবেশিত করাইয়া, নাসিকা ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধরিবেন এবং সেই স্থানে গণ্ডদেশের মাংস সংস্থাপন পূর্ব্বক, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু ও রসাঞ্জন চূর্ণ প্রয়োগ করিবেন; তৎপরে তুলা ও বস্ত্রখণ্ড দ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক বাঁধিয়া রাখিবেন এবং তাহার উপর তিলতৈল বারংবার সেচন করিবেন। রোগীকে ঘৃত পান করাইবেন এবং আহার উত্তমরূপে জীর্ণ হইলে, স্নিগ্ধ বিরেচন প্রদান করিবেন। উক্ত নাসিকাসন্ধি শুষ্ক হইয়া অর্দ্ধেক পরিমাণ অবশিষ্ট থাকিতে, নাসিকা অস্বাভাবিক ছোট হইলে, যথাবিধানে ঔষধাদি প্রয়োগ করিয়া বর্দ্ধিত করিবার জন্য এবং স্বাভাবিক অপেক্ষা বড় হইলে সমান করিবার জন্য, পুনরায় উল্লিখিত বিধানে মাংস-যোজন-পূর্ব্বক শুষ্ক করিবার চেষ্টা করা আবশ্যক।

ছিন্নৌষ্ঠের বন্ধন ও চিকিৎসা।

ওষ্ঠ ছিঁড়িয়া গেলে, ছিন্ন নাসিকার বিধানমতে বন্ধনকার্য্য ও চিকিৎসা করিতে হয়। ছিন্ন ওষ্ঠের চিকিৎসায় কেবল নাড়ীযন্ত্রের অর্থাৎ নলের আবশ্যক হয় না, তদ্ভিন্ন আর সমস্ত ক্রিয়া ছিন্ন-নাসিকার চিকিৎসার ন্যায় করিতে হয়। এইসকল চিকিৎসায় যাহার অভিজ্ঞতা আছে, তিনিই রাজবৈদ্য হইবার উপযুক্ত।

দ্বাদশ অধ্যায়।

—:০:—

আমপক্কৈষণীয়।

শোথ হইতে রোগ ও শোথের লক্ষণ।—গ্রন্থি, বিদ্রধি, অলজি প্রভৃতি নানা আকৃতিবিশিষ্ট গ্রন্থির ন্যায় উন্নত, সমান বা অসমান, চর্ম্ম ও মাংস-সংশ্রয়ী এবং বাতাদি-দোষাক্রান্ত, বিবিধ লক্ষণযুক্ত যে রোগ শরীরের কোন স্থানে

উত্থিত হয়, তাহাকে শোথ বলে। এই শোথ ছয় প্রকার; যথা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, রক্তজ, ত্রিদোষজ ও আগন্তুক। ইহার দোষসংক্রান্ত আকৃতিব্যঞ্জক লক্ষণসকল বলা হইতেছে।

বাতজনিত-শোথ—অরুণ বা কৃষ্ণবর্ণ, কর্কশ (খস্‌খসে), মৃদু (নরম, কোমল), অনবস্থিত (চঞ্চল) ও তোদাদি-বেদনাবিশিষ্ট।

পিত্তজ শোথ—রক্তবর্ণমিশ্রিত পীতবর্ণ, মৃদু, শীঘ্রস্রাবী ও চোষাদি বেদনাযুক্ত।

কফজ শোথ—পাণ্ডু বা শুক্লবর্ণ, কঠিন, শীতল, স্নিগ্ধ, মন্দস্রাবী এবং কণ্ডূ প্রভৃতি বেদনা-সমন্বিত।

ত্রিদোষজনিত অর্থাৎ সান্নিপাতিক শোথে পূর্ব্বোক্ত বাতাদি দোষত্রয়ের বর্ণ ও বেদনাদি দেখা যায়।

রক্তজনিত শোথ—পিত্তজ শোথের লক্ষণসংযুক্ত ও অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ।

আগন্তুক—আঘাতপীড়নাদি আকস্মিক কারণে উৎপন্ন আগন্তুক শোথে পিত্তজ ও রক্তজ শোথের লক্ষণ ও ঈষৎ লোহিত বর্ণ দেখা যায়।

শোথ পাকিবার কারণ।—চিকিৎসার বিপর্য্যয় বশতই হউক, বা দোষের আধিক্য প্রযুক্তই হউক, বাহ্য (প্রলেপাদি) ও আভ্যন্তরিক (ক্বাথ-পানাদি) ক্রিয়া (চিকিৎসা) দ্বারা শোথ প্রশমিত না হইলে, তাহা পাকিতে আরম্ভ হয়। সুতরাং শোথের আমাবস্থা (কাঁচা অবস্থা), পচ্যমান অবস্থা (যে সময় পাকিতে থাকে) ও পক্কাবস্থায় (যখন পাকিয়াছে) অভিজ্ঞতালাভ একান্ত কর্ত্তব্য। অতএব উহাদের লক্ষণ পশ্চাৎ বলা যাইতেছে।

আম-শোথের লক্ষণ।—যে শোথ স্পর্শ করিলে ঈষদুষ্ণ বলিয়া বোধ হয়; যাহার বর্ণ গাত্রের চর্ম্মের ন্যায়; যাহা শীতল, কঠিন, অল্পবেদনান্বিত ও অল্পস্ফীত, তাহাকে আম অর্থাৎ অপক্ক শোথ বলা যায়।

পচ্যমান শোথের লক্ষণ।—যে শোথের ভিতর বোধ হয় যেন সূচীদ্বারা বিদ্ধ হইতেছে, পিপীলিকা দংশন করিতেছে বা ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে, যেন তাহা অস্ত্রদ্বারা বিদীর্ণ হইতেছে, কিংবা দণ্ডদ্বারা আহত হইতেছে, হস্তদ্বারা পীড়িত হইতেছে, অঙ্গুলিদ্বারা বিঘট্টিত হইতেছে এবং ক্ষার বা অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইতেছে, এইপ্রকার যন্ত্রণা এবং ওষ, চোষ, পরিদাহ (জ্বালা) প্রভৃতি বেদনা উৎপন্ন হওয়ায়, বৃশ্চিকদষ্টের ন্যায় রোগী কাতর হইয়া অবস্থান, উপবেশন, শয়ন

প্রভৃতি কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে পারে না। যে শোথ বস্তির ন্যায় বিস্তৃত বিবর্ণ ও বর্দ্ধিত হয় এবং যাহাতে জ্বর, দাহ, পিপাসা ও অন্নে অরুচি প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হয়, তাহাকে শোথের পচ্যমান অবস্থা বলা যায়।

পক্বশোথের লক্ষণ।—বেদনা কমিলে, শোথ পাণ্ডুবর্ণ, বলিবিশিষ্ট অর্থাৎ স্থানে স্থানে শিথিল চামড়া ফাটা ফাটা হইলে, অঙ্গুলিদ্বারা টিপিলে সেই স্থান অবনত হইয়া পুনর্ব্বার উচ্চ হইলে, শোথের উচ্চতা কম হইলে এবং শোথ পীড়ন করিলে যদি বস্তির মধ্যে জল-সঞ্চরণের ন্যায় পূয়ের সঞ্চার বোধ হয়, অর্থাৎ শোথের এক প্রান্ত টিপিলে অন্য প্রান্তে পূয় চলিয়া যায় বারংবার ভেদ ও কণ্ডূ উপস্থিত হয় এবং রোগীর অন্নে অভিলাষ জন্মে ও উপদ্রবসমূহের উপশম হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, শোথ পাকিয়াছে। এইগুলি পক্বশোথের লক্ষণ।

পক্বশোথে চিকিৎসকের ভ্রম।—কফজনিত অথবা কোনপ্রকার অভিঘাতজনিত শোথের গতি গম্ভীর, এইজন্য সমস্ত লক্ষণ একেবারে প্রকাশ পায় না। এরূপ অবস্থায় কয়েকটী মাত্র লক্ষণ দেখিয়া, পক্ব শোথকে অপক্ব বলিয়া ধারণা হইতে পারে, কিন্তু শোথে গাত্রের ন্যায় বর্ণ, শীতলতা, স্থূলতা, অল্প ব্যথা ও প্রস্তরের ন্যায় কাঠিন্য দেখা গেলে, তাহা নিশ্চয় পক্ব বলিয়া স্থির করিতে হইবে।

উপযুক্ত চিকিৎসকের লক্ষণ।

যে ব্যক্তি শোথের আম, পচ্যমান ও পক্বলক্ষণ সম্যক্ প্রকারে বুঝিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত চিকিৎসক। ইহার বিপরীত লক্ষণযুক্ত ব্যক্তিগণ তস্কর; কারণ, তাহারা চিকিৎসকের বেশে চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক রোগীকে বঞ্চনা করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করে।

ত্রিদোষকর্ত্তৃক শোথের পাক।

বায়ু ভিন্ন বেদনা জন্মে না, পিত্ত ভিন্ন পাকে না এবং কফ ভিন্ন পূয় জন্মে না; সুতরাং শোথ পাকিবার সময়ে সমস্ত দোষই অর্থাৎ বাত, পিত্ত ও কফ—এই ত্রিদোষই একত্র পাকক্রিয়া নিষ্পাদন করিয়া থাকে। আবার কেহ কেহ বলেন যে, শোথ উৎপন্ন হইবার কিছুদিন পরে পিত্ত স্ববলে বাত ও কফকে আয়ত্ত করিয়া, রক্তকে পাকাইয়া পূয়রূপে পরিণত করিয়া থাকে।

আম বা অপক্ক শোথছেদনের দোষ।

শোথ কাঁচা থাকিলে অথবা ভাল না পাকিলে, সেরূপ অবস্থায় যদি অস্ত্রদ্বারা তাহা ছেদন করা যায়, তাহা হইলে মাংস, শিরা, স্নায়ু ও অস্থি স্থানভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা; এবং অতিরিক্ত পরিমাণে শোণিতস্রাব, বেদনার আধিক্য, বিদারণাদি নানাপ্রকার উপদ্রবসমূহ দেখা দেয়, এবং ক্ষতস্থানে বিদ্রধি উৎপন্ন হয়।

শোষ বা নালীর কারণ।—চিকিৎসক ভয় অথবা অজ্ঞতাবশতঃ পক্কশোথকে অপক্ক (কাঁচা) মনে করিয়া দীর্ঘকাল অস্ত্রক্রিয়া না করিলে সেই পক্ক শোথ গম্ভীরানুগত হয় অর্থাৎ অধোদিকে গমন করে এবং বাহ্যদেশে (উপরে) দ্বার না পাওয়ায় পূয, স্বীয় আশ্রয় ভেদ পূর্ব্বক অন্যদিকে চালিত হয়; তখন তাহা কৃচ্ছ্রসাধ্য বা অসাধ্য বৃহৎ শোষ অর্থাৎ নালীরূপে পরিণত হইয়া থাকে।

অনুপযুক্ত চিকিৎসক।—যে ব্যক্তি অজ্ঞতাপ্রযুক্ত অপক্ক শোথ অর্থাৎ কাঁচা ব্রণ অস্ত্রদ্বারা ছেদন করে, এবং যে ব্যক্তি পক্ক শোথকে অপক্ক বোধে ছেদন না করিয়া দীর্ঘকাল নিশ্চিন্ত থাকে, এই দুইপ্রকার অজ্ঞ চিকিৎসক চণ্ডালের তুল্য।

দুইটী উপায়।—অস্ত্র করিবার পূর্ব্বে রোগীর বলাধান করিবার নিমিত্ত তাহাকে উত্তমরূপে আহার করান উচিত। এজন্য মদ্যপায়ী ব্যক্তিকে তীক্ষ্ণ মদ্য পান করাইতে হয়, এবং যে ব্যক্তি অস্ত্রাঘাতজনিত বেদনা সহ্য করিতে অসমর্থ, তাহাকেও তীক্ষ্ণমদ্য অর্থাৎ যাহাতে খুব নেশা হয়, এমন সুরা পান করাইয়া লইবে। রোগীকে ভোজন করাইয়া লইলে, সে ব্যক্তি অন্নসংযোগে বিশেষ বলপ্রাপ্ত হওয়ায়, অস্ত্রক্রিয়াজনিত বেদনায় কাতর অথবা মূর্চ্ছিত হয় না, এবং মদ্যপান করাইয়া লইলে, অস্ত্রাঘাতজনিত অসহ্য বেদনা অনুভব করিতে পারে না।

কুফল।—ক্ষুদ্র বা বৃহৎ যে কোনপ্রকার শোথ কোনপ্রকার প্রক্রিয়াদি ব্যতিরেকে পাকিয়া উঠিলে, তাহা বিশালমূল, বিষমপাক এবং অভ্যন্তরে অতিরিক্ত পূয়বিশিষ্ট হওয়ায় কৃচ্ছ্রসাধ্য হইয়া পড়ে। কিন্তু সেই প্রকার শোথ,—প্রলেপ, বিস্রাবণ ও শোষণকার্য্যদ্বারা কোনমতে উপশমিত না হইলেও,

তাহা শীঘ্রই সমানভাবে ও অল্পমূলবিশিষ্ট হইয়া পাকিয়া উঠে; এবং পক্কশোথের উপরিভাগ বর্ত্তুলের ন্যায় উন্নত হইয়া থাকে। অগ্নি যেমন তৃণাদিপূর্ণ স্থান প্রাপ্ত হইলে, বায়ুদ্বারা অত্যন্ত উদ্দীপিত হইয়া, সে স্থানকে একেবারে ভস্মীভূত করিয়া ফেলে, সেইরূপ সম্যক্‌পক্ক শোথ ছেদিত না হইলে, তাহার অভ্যন্তরস্থ পূয় বাহির হইতে না পারায় স্বস্থানে থাকিয়া যায়, এবং নিকটস্থ মাংস, শিরা, স্নায়ু প্রভৃতিকে ধ্বংস করিয়া ফেলে।

ব্রণচিকিৎসার্থ সপ্তবিধ ক্রিয়া।—ব্রণ অর্থাৎ পক্কশোথ চিকিৎসা করিতে হইলে, নিম্নলিখিত সপ্তবিধ ক্রিয়া অবলম্বন করা আবশ্যক; যথা, প্রথম—বিম্লাপন অর্থাৎ অঙ্গুলি প্রভৃতি দ্বারা মর্দ্দন করিয়া শোথের বিলোপ-সাধন; দ্বিতীয়—অবসেচন অর্থাৎ জলৌকাদি দ্বারা রক্তমোক্ষণ; তৃতীয়—উপনাহ অর্থাৎ পুলটিশ; চতুর্থ—পাটন-ক্রিয়া অর্থাৎ বিদারণ; পঞ্চম—শোধন অর্থাৎ দূষিত রক্ত পূয়াদির নিঃসারণ; ষষ্ঠ—রোপণ অর্থাৎ ক্ষতপূরণ ও শুষ্ক-করণ; এবং সপ্তম—বৈকৃতাপহ অর্থাৎ বিকৃতভাব দূরীকরণ; ইহাতে ক্ষত-স্থানের ত্বক্ স্বাভাবিক বর্ণ প্রাপ্ত হয় এবং তাহার উপরিভাগে লোম জন্মিয়া থাকে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

আলেপন ও বন্ধন।

আলেপন ও বন্ধনের প্রাধান্য।—সর্ব্ববিধ শোথে আলেপন অর্থাৎ প্রলেপ প্রয়োগই সাধারণ ও প্রধান ঔষধ; কারণ, ইহা শোথের প্রথম অবস্থাতেই প্রযুক্ত হইয়া অতি সত্বর তাহা উপশমিত করিয়া থাকে। বিশেষতঃ ইহা সর্ব্বপ্রকার শোথেই প্রযুক্ত হইতে পারে। যে রোগে যেরূপ প্রলেপ ব্যবহার করা আবশ্যক, তাহা সেই সেই রোগে বর্ণিত হইবে। প্রলেপের পর

বন্ধনই প্রধান; কারণ, ইহাদ্বারা ব্রণশোধন ও রোপণ (পূরণ) এবং অস্থির সন্ধিস্থলের স্থিরতা (দৃঢ়তা) সম্পাদিত হয়।

আলেপনের ব্যবস্থা। আলেপন অর্থাৎ প্রলেপ প্রতিলোমভাবে করিতে হয় অর্থাৎ যেদিকে লোমের গতি, তাহার বিপরীত দিকে প্রলেপন করা কর্ত্তব্য। কদাচ, অনুলোমভাবে অর্থাৎ যেদিকে লোমের গতি, সেই দিকে প্রলেপন কার্য্য করিতে নাই। প্রতিলোমভাবে আলেপন-কার্য্য করিলে, ঔষধসকল সম্যক্-প্রকারে অবস্থানপূর্ব্বক ঘর্ম্মবহ শিরাসমূহের মুখদ্বারা ভিতরে প্রবেশ করিয়া শীঘ্র শীঘ্র ক্রিয়া প্রকাশ করে। যথানির্দ্দিষ্ট পীড়নদ্রব্য দ্বারা পীড়নযোগ্য ব্রণ ভিন্ন অপর ব্রণের প্রলেপ শুষ্ক না হওয়া পর্য্যন্ত কদাচ তাহা তুলিয়া ফেলা উচিত নহে। আলেপন শুকাইলে তৎক্ষণাৎ তুলিয়া ফেলিবে; কারণ, শুষ্ক প্রলেপ নিষ্ফল ও ব্রণজনক।

আলেপনের প্রকারভেদ, গুণ ও ক্রিয়া।—আলেপন তিন-প্রকার; যথা—প্রলেপ, প্রদেহ ও আলেপ। ইহাদের মধ্যে প্রলেপ শীতল, তনু (পাতলা), অবিশোষী এবং কখন বা বিশোষী হয়। প্রদেহ উষ্ণ বা শীতল, বহল (স্থূল) বা অবহু ও অবিশোষী; এবং আলেপ উক্ত প্রলেপ ও প্রদেহ এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী গুণবিশিষ্ট। আলেপ দ্বারা রক্ত ও পিত্ত প্রসন্ন (বিশোধিত, পরিষ্কৃত) হইয়া থাকে। প্রদেহ বাতশ্লেষ্ম-প্রশমক, সন্ধায়ক অর্থাৎ সংযোজক, ক্ষতশোধক, ব্রণপূরক, শোথঘ্ন ও বেদনানাশক। ইহা ক্ষত ও অক্ষত দুইপ্রকার রোগেই ব্যবহার্য্য। ক্ষতস্থানে যে প্রদেহ প্রয়োগ করা যায় তাহার নাম কল্ক ও নিরুদ্ধালেপ। ইহাদ্বারা রক্তাদির স্রাব নিবারণ, ব্রণের কোমলতা-সম্পাদন, পচামাংস-নাশ, অভ্যন্তরের পূয়াদিরাহিত্য ও ব্রণ শোধিত হয়।

আলেপ-সম্বন্ধে নানা কথা।—অবিদগ্ধ শোথসমূহে আলেপেই উপকার পাওয়া যায়; কারণ, ইহা দোষানুসারে উপদ্রবসকল অর্থাৎ পিত্তজনিত দাহ, কফজনিত কণ্ডূ ও বাতজনিত বেদনা প্রশমিত করে। ইহাদ্বারা চর্ম্মের প্রসন্নতা সাধিত হয়, এইজন্য ইহা শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ইহাদ্বারা মাংস ও রক্ত পরিষ্কৃত হয়, দুষ্যদাহ, কণ্ডূ ও বেদনা নিবারিত হয়, এবং মর্ম্মস্থানজাত ও গুহ্যজাত ব্যাধিসমূহ সংশোধিত হইয়া থাকে।

আলেপন-দ্রব্যে স্নেহপদার্থ পিত্তাধিক রোগে ৬ ছয় ভাগ, বাতাধিক রোগে ৪ চারিভাগ এবং কফাধিক ব্যাধিতে ৮ আটভাগ পরিমাণে দেওয়া আবশ্যক।

প্রয়োগ-বিধি।—মহিষের কাঁচা চামড়ার মত পুরু করিয়া প্রলেপ দিবে। নিশাকালে প্রলেপ দিতে নাই; কারণ, রাত্রিকালে আলেপন প্রয়োগ করিলে, শৈত্যদ্বারা ব্রণশোথের উষ্মা রুদ্ধ হইয়া বহির্গত হইতে পারে না, তাহাতে বিকার বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। প্রদেহদ্বারা যে রোগ উপশমিত হইতে পারে, সেই রোগে দিবাভাগেই আলেপন প্রয়োগ করিতে হয়;—বিশেষতঃ পিত্তজনিত, রক্তজনিত, অভিঘাতজনিত ও বিষাক্ত ব্রণশোথ রোগে প্রলেপ দ্বারাই বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। পর্য্যুষিত (বাসী) প্রলেপ কদাচ দিবে না। উপর্য্যুপরি প্রলেপ অর্থাৎ এক প্রলেপের উপর অন্য একটী প্রলেপ দেওয়া নিষিদ্ধ; কারণ, তাহাতে প্রলেপের ঘনত্বপ্রযুক্ত সন্তাপ, বেদনা ও দাহ (জ্বালা) বৃদ্ধি পায়। একবার ব্যবহৃত প্রলেপদ্বারা পুনর্ব্বার আলেপন করাও অনুচিত; কারণ, তাহা শুকাইয়া বীর্য্যহীন হইয়া পড়ে এবং প্রয়োগ করিলেও কোন ফল দর্শে না।

ব্রণবন্ধনের উপকরণ —ব্রণ অর্থাৎ ফোড়া বন্ধন করিবার জন্য যেসকল উপকরণ আবশ্যক, তাহা নিম্নে বলা যাইতেছে; যথা—ক্ষৌম (অতসী-সূত্রনির্ম্মিত বস্ত্র), কার্পাস (সূতার কাপড়), আবিক (মেষলোমনির্ম্মিত বস্ত্র), দুকূল (চেলী), কৌষেয় (রেশমী কাপড়), পত্রোর্ণ (কম্বল), চীনবস্ত্র (সূক্ষ্ম বস্ত্রবিশেষ), পট্টবস্ত্র, চর্ম্ম, অন্তর্বল্কল (বাহ্যত্বক্-পরিত্যক্ত বৃক্ষছাল), অলাবু-শকল (লাউ-খাপরা), লতা, বিদল (বেত্র বংশাদির চটা), রজ্জু (রশি, দড়ি), তূলফল (শিমুলফলাদি), সন্তানিকা (দুধের সর) ও লৌহ। এইসকল দ্রব্য—ব্যাধি, কাল ও প্রকরণ-বিশেষ বিবেচনা করিয়া যথাযথ প্রয়োগ করা আবশ্যক।

বন্ধন-প্রণালী।—বন্ধন-প্রণালী চতুর্দ্দশপ্রকার; যথা—১ কোশ, ২ দাম, ৩ স্বস্তিক, ৪ অনুবেল্লিত, ৫ প্রতোলী, ৬ মণ্ডল, ৭ স্থগিকা, ৮ যমক, ৮ খট্টা, ১০ চীন, ১১ বিবন্ধ, ১২ বিতান, ১৩ গোফণা ও ১৪ পঞ্চাঙ্গী। ইহাদের নামদ্বারাই প্রায় বন্ধনের আকৃতি বলা হইল।

৬২ নং চিত্র। গোফণা-বন্ধন।
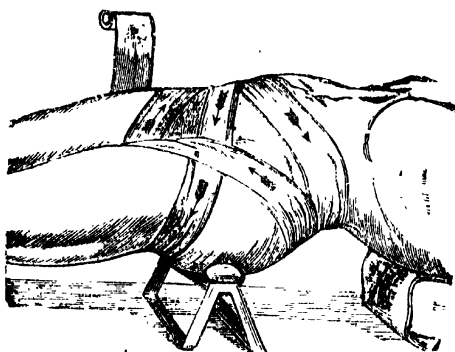
৬৩ নং চিত্র। পার্শ্বফলক।
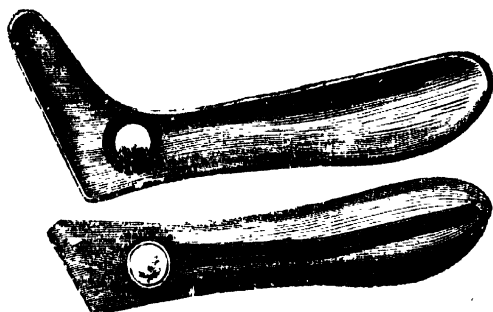
স্থানবিশেষে বন্ধন-প্রয়োগ।—১। কোশবন্ধন—বৃদ্ধাঙ্গুলি ও অঙ্গুলিসমূহের পর্ব্বদেশে প্রয়োগ করা আবশ্যক। ২। দামবন্ধন—সঙ্কীর্ণ ও সঙ্কুচিত অঙ্গসমূহে প্রয়োগ করিবে। ৩। স্বস্তিকবন্ধন—সন্ধিকূর্চ্চক (পদের অঙ্গুষ্ঠ ও অঙ্গুলিসকলের মধ্যভাগ), ভ্রূ ও স্তনের মধ্যদেশ, হস্ততল, পদতল ও কর্ণ, এইসকল স্থানে প্রয়োগ করিতে হয়। ৪। অনুবেল্লিত বন্ধন—হস্ত-পদাদি অঙ্গশাখাতে আবশ্যক। ৫। প্রতোলীবন্ধন—গ্রীবা ও মেঢ্র (লিঙ্গ)

দেশে বন্ধন করিতে হয়। ৬। মণ্ডলবন্ধন—বাহু, পার্শ্ব, উদর, ঊরু ও পৃষ্ঠাদি বৃত্তাকার (গোলাকার) অঙ্গে আবশ্যক। ৭। স্থগিকাবন্ধন—অঙ্গুষ্ঠ, অঙ্গুলি ও লিঙ্গের (মেঢ্রের) অগ্রভাগে ইহা প্রযোজ্য। ৮। যমকবন্ধন—যমকব্রণে অর্থাৎ দুইটী ব্রণ একস্থানে উৎপন্ন হইলে, সেই ব্রণদ্বয়ে বন্ধন করিতে হয়। ৯। খট্টাবন্ধন—হনূ (মুখসন্ধি), শঙ্খ (ললাটাস্থি) ও গণ্ডদেশে প্রয়োগ আবশ্যক। ১০। চীনবন্ধন—অপাঙ্গদেশে অর্থাৎ চক্ষুর প্রান্তে বন্ধন করিতে হয়। ১৪। বিবন্ধবন্ধন—পৃষ্ঠ, উদর এবং বক্ষঃস্থলে প্রযোজ্য। ১২। বিতানবন্ধন—মস্তকে প্রযোজ্য। ১৩। গোফণাবন্ধন—চিবুক (দাড়ী, থুতনী), নাসিকা, ওষ্ঠ, স্কন্ধ ও বস্তি (তলপেট, মূত্রাশয়,) এইসকল স্থানে আবশ্যক। ১৪। পঞ্চাঙ্গীবন্ধন—জত্রুদেশের অর্থাৎ কণ্ঠদেশ ও বক্ষঃস্থলের সন্ধির উপরিস্থ স্থানে প্রযোজ্য। যে প্রকার বন্ধন শরীরের যেরূপ স্থানে সুনিবিষ্ট হয়, সেইস্থলে সেইপ্রকার বন্ধন প্রয়োগ করিতে হয়। যন্ত্রণ অর্থাৎ পদগ্রন্থির বন্ধন—ঊর্দ্ধ, অধঃ এবং তির্য্যক্‌ভেদে তিনপ্রকারে প্রয়োগ করা আবশ্যক।

৬৪নং চিত্র। মণ্ডল বন্ধন। ৬৫নং চিত্র। বঙ্ক্ষণ ও মেঢ়বন্ধন।
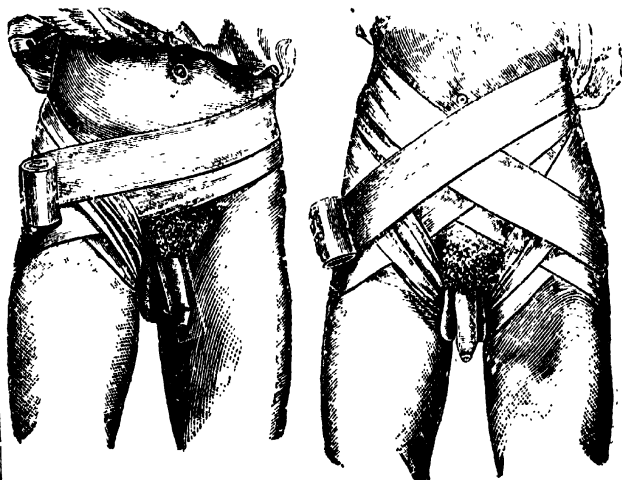
বন্ধন করিবার নিয়ম।—প্রথমতঃ ঔষধ, কল্ক, মধু ও ঘৃতে বস্ত্রখণ্ড বা সূত্র প্রলিপ্ত করিয়া, বর্ত্তি (বাতি বা পলিতা) প্রস্তুত করিবে; তাহার পর তাহাতে ঔষধ মাখাইয়া ব্রণমধ্যে প্রবেশিত করিবে; তৎপরে ব্রণের মুখে ঔষধলিপ্ত তূলা বা বস্ত্রখণ্ড তিন চারি পর্দ্দা রাখিয়া, বামহস্ত দ্বারা চাপিয়া ধরিবে, এবং কাপড়ের ফালি দিয়া দক্ষিণহস্ত দ্বারা অল্পশিথিল ও অল্পদৃঢ়রূপে বন্ধন করিবে। ব্রণের উপরে কদাচ বেদনাজনক গ্রন্থি (গাইট বা গিরা) দেওয়া অনুচিত, এবং ঔষধলিপ্ত বর্ত্তি (পলিতা) অতিস্নিগ্ধ, অত্যন্ত রুক্ষ বা বিষমভাবে ন্যস্ত করিতে নাই; কারণ বর্ত্তি অত্যন্ত স্নিগ্ধ হইলে, ব্রণে ক্লেদ জন্মে; অত্যন্ত রুক্ষ হইলে, ব্রণের মুখ ছিন্ন হইতে পারে; এবং বিষমভাবে ন্যস্ত হইলে, ব্রণের মুখ ঘষিয়া যাইতে পারে।

৬৬ নং চিত্র। তনুবেল্লিত-বন্ধন। ৬৭ নং চিত্র।
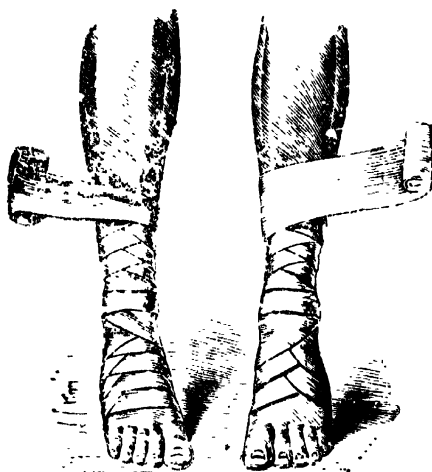
বন্ধনের প্রকারভেদ।—ব্রণের আয়তনভেদে বন্ধন তিনপ্রকার; যথা—গাঢ়বন্ধন, সমবন্ধন, ও শিথিলবন্ধন। তন্মধ্যে যেরূপ বন্ধন দ্বারা বন্ধনজনিত কষ্ট বোধ হয়, কিন্তু বেদনা অনুভূত হয় না, তাহাকে গাঢ়বন্ধন বলা যায়;

যে বন্ধনের ভিতর ফাঁক থাকে, অথচ যাহা উন্নত, তাহার নাম শিথিল-বন্ধন এবং যে বন্ধন গাঢ়ও নয়—শিথিলও নয় তাহাকে সমবন্ধন কহে।

ত্রিবিধ বন্ধন।—স্ফিক্ (পাছা), কুক্ষি (কোঁক), কক্ষা (বগল), বঙ্ক্ষণ (কুঁচকি), উরঃ (বক্ষঃস্থল), ও শিরঃ (মস্তক, মাথা), এইসকল স্থানে গাঢ়বন্ধন প্রযোজ্য। শাখা (হস্তপদাদি অঙ্গশাখা), মুখ, কর্ণ, কণ্ঠ, মেঢ্র (পুংলিঙ্গ), মুষ্ক (অণ্ডকোষ), পৃষ্ঠ (পিঠ), পার্শ্ব, উদর ও বক্ষঃস্থল এইসকল স্থানে সমবন্ধন আবশ্যক।

৬৮ নং চিত্র। মণ্ডল-বন্ধন। ৬৯ নং চিত্র। স্বস্তিক-বন্ধন।

ভিন্ন ভিন্ন বন্ধন।—পিত্তপ্রধান রোগে ও রক্ত-দূষিত ব্রণে গাঢ়স্থানে সমবন্ধন ও সমস্থানে শিথিলবন্ধন প্রযোজ্য; শিথিলস্থানে একবারেই বন্ধন করিতে নাই। শ্লেষ্মপ্রধানরোগে ও বায়ুদূষিত ব্রণে শিথিলস্থানে সমবন্ধন, সমস্থানে গাঢ়বন্ধন এবং গাঢ়স্থানে গাঢ়তরভাবে বন্ধন করা আবশ্যক। পৈত্তিক ও

রক্ত-দূষিত ব্রণে শরৎকালে ও গ্রীষ্মকালে দিবায় দুইবার বন্ধন এবং শ্লৈষ্মিক ও বাতিক ব্রণে হেমন্তকালে ও বসন্তকালে তিন দিবস অন্তর বন্ধন করিবে। এইরূপ বিবেচনা করিয়া অবস্থাবিশেষে বন্ধনের বিপর্য্যয়ও করিবে। সম ও শিথিলস্থানে গাঢ়বন্ধন করিলে, বিকেশিকা অর্থাৎ ঔষধলিপ্ত পলিতা ও ঔষধ প্রয়োগে কোন ফল পাওয়া যায় না, এবং শোথ ও বেদনা উৎপন্ন হইয়া থাকে। গাঢ় ও সমস্থানে শিথিলবন্ধন প্রয়োগ করিলে, বিকেশিকা ও ঔষধ পড়িয়া যায়; এবং বন্ধন-বস্ত্রের সঞ্চালনবশতঃ ব্রণের মুখ ঘষিয়া যায়। গাঢ় ও শিথিল বন্ধনের স্থানে সমবন্ধন প্রয়োগ করিলে, কোনপ্রকার ফল দর্শে না। অতএব নিয়মিতরূপে বন্ধন করিলে, বেদনার উপশম ও রক্তের বিশোধন হয় এবং মৃদুতা জন্মে। ব্রণ উপযুক্ত সময়ে বন্ধন না করিলে, মাছি, মশা, তৃণ, কাষ্ঠ, উপল (প্রস্তরখণ্ড), ধূলি, শীত, বায়ু ও রৌদ্রাদি দ্বারা অভিহত হইয়া থাকে, বিবিধ বেদনা ও উপদ্রব উপস্থিত হয়, এবং প্রলেপাদি শীঘ্রই শুষ্ক হইয়া পড়ে।

৭০ নং চিত্র। গোফণা ও খট্টাবন্ধন। ৭১ নং চিত্র।
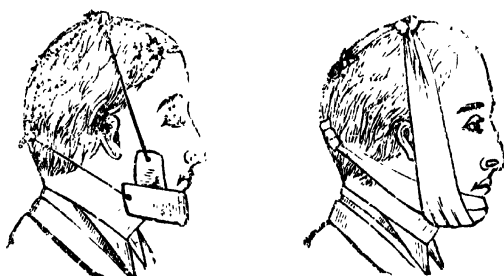
ভগ্নাস্থি ও ছিন্ন শিরাদি বন্ধন।

অস্থি—চূর্ণিত, মথিত, ভগ্ন, বিশ্লিষ্ট ও অতিপাতিত হইলে, কিংবা বায়ু ও শিরা ছিঁড়িয়া গেলে বন্ধনদ্বারা সত্বর শোথাদি নিবারিত হয়। ইহাতে রোগী সুখে শয়ন, গমন, উপবেশন ও নিদ্রা যাইতে পারে এবং তাহার ব্রণও শীঘ্র পূরিয়া উঠে।

৭২ নং চিত্র। স্বস্তিক ও মণ্ডল-বন্ধন।

বন্ধনের অনুপযুক্ত ব্রণ।—ব্রণ যদি পিত্ত, রক্ত, অভিঘাত ও বিষ দ্বারা উৎপন্ন হয়, এবং যদি তাহাতে অতিরিক্ত শোথ, দাহ, পাক, রক্তবর্ণতা ও বেদনা জন্মে, কিংবা যে ব্রণ, ক্ষার ও অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া উৎপন্ন হয়, অথবা যে ব্রণ পাকিলে, বাতাদি দোষের প্রকোপে তাহার মাংস বিশীর্ণ হইয়া পড়ে, তাহা বন্ধন করা অনুচিত; অর্থাৎ কুষ্ঠ ও অগ্নিদগ্ধ রোগীর ব্রণ এবং মধুমেহ-রোগীর পিড়কা জন্মিলে, কর্ণিকার মাংস পাকিলে, ইন্দুরবিষ দ্বারা বিষাক্ত হইলে, এবং গুহ্যদেশজাত অর্শঃ ও ভগন্দরাদি পাকিলে, বন্ধন করিতে নাই। বিচক্ষণ চিকিৎসক এইরূপ বিবেচনা করিয়া, অত্যন্ত সতর্কতার সহিত ব্রণসংক্রান্ত বন্ধন ও অবন্ধনাদি ক্রিয়া এবং সাধ্যাসাধ্যাদি অবস্থা নির্ণয় করিবেন; এবং দেশ (স্থান), দোষ, ব্রণ ও ঋতু (কাল) বিবেচনা করিয়া, ব্রণের বন্ধন-কার্য্য সম্পাদন করিবেন।

বন্ধন-প্রণালী।—যন্ত্রণ অর্থাৎ ব্রণের বন্ধন-প্রণালী ত্রিবিধ; ঊর্দ্ধ, তির্য্যক্ ও অধঃ। যে স্থলে যে প্রকার বন্ধন করিতে হয়, তাহা বিশেষরূপে

বর্ণিত হইবে। ব্রণ বন্ধন করিতে হইলে, ঘন কবলিকা, মৃদু (কোমল) পট্টবস্ত্র, বিকেশিকা ও ঔষধ, এইসকল আবশ্যক। বিকেশিকা ও ঔষধ যাহাতে অত্যন্ত স্নিগ্ধ না হয়, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবে; কারণ, উহা অতীব স্নিগ্ধ হইলে ব্রণকে ক্লেদযুক্ত করে এবং অত্যন্ত রুক্ষ হইলে ক্ষতকে ক্ষীণ করিতে থাকে। উহা উপযুক্ত হইলে ক্ষতস্থান শীঘ্র পুরিয়া উঠে এবং শুকাইয়া যায়। অপিচ বিকেশিকা শিথিল হইলে, ক্ষতের মুখ ঘর্ষিত হয়; আর বিষম অর্থাৎ দড় হইলে, ক্ষতস্থান বাড়িয়া উঠে এবং স্তম্ভিত ও স্রাবযুক্ত হইয়া থাকে। অতএব বিচক্ষণ চিকিৎসক সম্যগ্‌রূপে ব্রণপরীক্ষা করিয়া ঔষধাদি প্রয়োগ করিবেন।

বন্ধন-মোচন।—পিত্তজনিত ও রক্তজনিত ব্রণের বন্ধন প্রত্যহ একবার এবং কফজ ও বাতজ ব্রণের বন্ধন প্রতিদিন ২।৩ বার খোলা আবশ্যক। ক্ষত হইতে পূয়স্রাব করাইতে হইলে, অনুলোমক্রমে নিম্নদেশ হইতে টিপিয়া পূয় বাহির করিতে হয়। বিচক্ষণ চিকিৎসক যেন গূঢ়স্থানের ও সন্ধিদেশের বন্ধন বিবেচনা করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন।

সুদক্ষ চিকিৎসক, উক্তরূপেই ওষ্ঠদেশের সন্ধিবন্ধন করিবেন; এবং উপযুক্ত বুদ্ধি ও যুক্তি অনুসারে কার্য্য করিবেন। উক্ত প্রণালীদ্বারা ভগ্নাস্থিও যথাস্থানে যোজনা করিতে পারা যায়। উপযুক্ত বন্ধনের গুণে উত্থান, উপবেশন, শয়ন, গমন ও হস্তী-অশ্বাদি যানে আরোহণ করিলেও ব্রণ দূষিত হয় না, এবং অস্থি-মর্ম্মাদিতে আঘাত লাগিতে পায় না।

মাংস, চর্ম্ম, সন্ধি, কোষ্ঠ, শিরা ও স্নায়ু, এইসকল স্থানে যেসমস্ত ব্রণ উৎপন্ন হয়, এবং যে ব্রণের মূল অত্যন্ত গাঢ় ও গম্ভীর এবং বিষমভাবে সংস্থিত, সেই সকল ব্রণ বন্ধন না করিলে, কখনই আরোগ্য করিতে পারা যায় না।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

ব্রণরোগীর শুশ্রূষা।

রোগীর বাসগৃহের বিবরণ।—চিকিৎসক সর্ব্বাগ্রে ব্রণ-রোগাক্রান্ত ব্যক্তির বাসগৃহ উপযুক্ত হইয়াছে কি না, তাহার বিশেষ অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। বাসগৃহ ও শয্যাদি উত্তমরূপে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন হওয়া একান্ত প্রয়োজন; কারণ, বাসগৃহ প্রশস্তস্থানে অবস্থিত, নির্ম্মল, পবিত্র, আতপ-বর্জ্জিত ও বায়ুশূন্য হইলে, শারীরিক, মানসিক ও আগন্তুক, কোনপ্রকার ব্যাধিই উৎপন্ন হইতে পারে না। এবম্বিধ প্রশস্তগৃহে রোগীর শয্যা ও উপাধান (বালিশ), কোমল আচ্ছাদনসহ বিস্তৃত ও সুন্দররূপে প্রস্তুত করিতে হয়। সেই শয্যায় রোগীকে পূর্ব্বদিকে মস্তক রাখিয়া শায়িত করিবে এবং তাহার আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র রাখিয়া দিবে। ব্রণরোগী বিস্তৃত ও উপাধানাদি বিশিষ্ট সুখশয্যায় শয়ন করিলে, অনায়াসে পার্শ্ব-পরিবর্ত্তনাদি করিতে পারে এবং তাহাতে কষ্টের লাঘব হইয়া থাকে। দেবতাগণ পূর্ব্বদিকে অবস্থান করেন, অতএব রোগী পূর্ব্বশিয়রে শয়ন পূর্ব্বক, অবনত মস্তকে তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা প্রণাম করিবেন। রোগীর নিকটে সর্ব্বদা মিষ্টভাষী আত্মীয়-বন্ধুগণ থাকিয়া সেবা-শুশ্রূষাদি করিবেন; কারণ, প্রিয়ভাষী আত্মীয়-স্বজনগণ সতত সন্নিকটে থাকিয়া রোগীকে পুনঃ পুনঃ আশ্বস্ত করিয়া মনোরম গল্পাদি করিলে, রোগীর ব্রণ-যন্ত্রণার অনেক পরিমাণে লাঘব হইয়া থাকে।

ব্রণরোগীর কর্ত্তব্য।—ব্রণরোগীর পক্ষে দিবানিদ্রা একান্ত নিষিদ্ধ; কারণ, দিবাতে নিদ্রা যাইলে ব্রণরোগীর কণ্ডু, গাত্রভার, শোথ, বেদনা, রক্তবর্ণতা ও অত্যন্ত পূয়াদিস্রাব হইতে পারে।

বিধি ও নিষেধ।—ব্রণরোগী উত্থান, উপবেশন, পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন, পাদ-চারণ প্রভৃতি শারীরিক ক্রিয়াসকল অতি সাবধানে সম্পাদন করিয়া, সর্ব্বদা ব্রণ-রক্ষা করিবেন। ব্রণরোগগ্রস্ত অত্যন্ত বলবান্ ব্যক্তিকেও দাঁড়াইতে নাই; তিন

উপবেশন, ইতস্ততঃ ভ্রমণ ও অশ্বাদি যানারোহণ করিবেন না, এবং অধিক কথা বলিবেন না; কারণ, আসন হইতে পুনঃ পুনঃ উত্থিত হইলে এবং অধিকক্ষণ উপবেশন করিলে, ও দীর্ঘকাল বিছানায় শয়ান থাকিলে, বায়ু বৃদ্ধি পাইয়া ব্রণে অধিক বেদনা উৎপাদন করিয়া থাকে।

নিষেধ।—ব্রণরোগী গম্যা স্ত্রীলোকদিগের সহিত আলাপ করিবেন না; এমন কি, তাহাদের দর্শন-স্পর্শনাদি একেবারে নিষিদ্ধ। কারণ, স্ত্রীলোকের দর্শনাদি দ্বারা কোন কোন সময়ে শুক্র বিচলিত হইয়া ক্ষরিত হয়; সুতরাং সংসর্গদোষ না ঘটিলেও, শুক্রস্রাবহেতু ব্রণের বিকার হইতে পারে।

নিষিদ্ধ আহার।—নূতন চাউল, মাষকলায়, তিল, খেঁসারি, কুলথ-কলায়, নিষ্পাব (শিম), হরিতক শাক, অম্ল, লবণ ও কটুদ্রব্য, গুড়, পিষ্টক, শুষ্কমাংস, শুষ্কশাক, ছাগমাংস, মেষমাংস, বরাহ-মহিষাদি আনূপ জন্তুর মাংস, কচ্ছপাদি ঔদক প্রাণীর মাংস এবং ঐসকল জীবের বসা, শীতল জল, কৃশরা (খিচুড়ী), পায়স, দধি, দুগ্ধ ও তক্র প্রভৃতি ব্রণরোগীর পক্ষে নিষিদ্ধ। এইসকল ভোজন দ্বারা ব্রণের দোষ ও স্রাব বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

নিষিদ্ধ মদ্য।—মদ্যপায়ী ব্যক্তি ব্রণরোগে আক্রান্ত হইলে, মৈরেয়, অরিষ্ট, আসব, সীধু ও অন্যান্য সুরাবিকার (জলযুক্ত মদ্য) কদাচ পান করিবে না; কারণ মদ্য অম্লরসবিশিষ্ট, রুক্ষগুণযুক্ত, তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীর্য্য, এবং আশুকারী অর্থাৎ শীঘ্র মত্ততা উৎপাদনকারী; সুতরাং ব্রণরোগী সুরাপান করিলে, শীঘ্রই তাহার ব্রণ সন্দূষিত হইয়া পড়ে।

বাহ্য পরিহার্য্য বিষয়।—অতিরিক্ত বায়ু, রৌদ্র, ধূলি ও হিম সেবন, অপরিমিত ভোজন, অনিষ্ট-শ্রবণ, অনিষ্ট-দর্শন, ঈর্ষা, অসূয়া, ভয়, ক্রোধ, শোক, চিন্তা, রাত্রি-জাগরণ, বিষমাশন (অসময়ে, অল্প বা অপরিমিত ভোজন), অনশন (উপবাস), দিবানিদ্রা, বাগ্বিতণ্ডা, ব্যায়াম, উত্থান, পাদচারণ, শীতলবায়ু-সেবন, বিরুদ্ধদ্রব্য (সমমধু-ঘৃতাদি) ও অজীর্ণকর দ্রব্য আহার, এবং ক্ষতস্থানে মক্ষিকাদি কীটের পতনাদি হইতে বিশেষ যত্নসহকারে দূরে থাকিবেন।

কারণ।—ব্রণরোগী সর্ব্বদা ব্রণজনিত বেদনাদি দ্বারা সন্তাপিত হওয়ায়, ক্রমশঃ তাহার রক্ত ও মাংস ক্ষয় পাইতে থাকে। এইরূপ অবস্থায় পূর্ব্বোক্ত নিষিদ্ধ দ্রব্যসকল সেবন করিলে, তাহা সম্যক্‌রূপে জীর্ণ হইতে পারে না,

এবং তাহা হইতে বাতাদি দোষসকল অতীব বলবান্ ও বিভ্রমযুক্ত হইয়া উঠে; সুতরাং ঐসকল কারণে ব্রণে অত্যন্ত শোথ, বেদনা, স্রাব, দাহ ও পাক জন্মিয়া থাকে।

রাক্ষসাদির ভয় নিবারণ।—মহাবীর্য্যসম্পন্ন ও হিংসাপ্রিয় রাক্ষসগণ এবং পশুপতি (মহাদেব), কুবের ও কুমারের (কার্ত্তিকেয়ের) অনুচরগণের আক্রমণ হইতে প্রাণরক্ষার নিমিত্ত, ব্রণরোগী সর্ব্বদা নখ ও লোম কর্ত্তন করিয়া, শ্বেতবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক, শান্তি, মঙ্গল, দেবতা, ব্রাহ্মণ ও গুরুপরায়ণ হইয়া পবিত্রভাবে থাকিবেন। ঐসকল জিঘাংসু প্রাণী রক্তমাংসের লোভে এবং কখন কখন সৎকার (পূজা) পাইবার নিমিত্তও রোগীকে আক্রমণ করিয়া থাকে; সুতরাং রোগী ঐসকল সৎকারপ্রার্থী রাক্ষস প্রভৃতিকে অন্তরের সহিত ধূপ, বলি, উপহার ও ভক্ষ্যদ্রব্য প্রদান করিবে। এইপ্রকার পূজাদি দ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়া, তাহারা রোগীর প্রতি আর কোন হিংসা প্রকাশ করে না। অতএব রোগী সর্ব্বদা বন্ধুবান্ধবগণে পরিবেষ্টিত থাকিয়া, বাসগৃহ যত্নসহকারে ধূপ, দীপ, উদক (জল-ছড়া), অস্ত্র, পুষ্পমালা, ফুল, লাজ, চন্দন, আদর্শ ও বীণাদি দ্বারা সুন্দররূপে অলঙ্কৃত করিয়া রাখিবে এবং মঙ্গলসূচক ও সন্তোষকর কথা শ্রবণ করিবে। এইরূপ কার্য্য ও বাক্যদ্বারা আশ্বস্ত হইলে, রোগী অনেকপরিমাণে ব্যাধির যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া সুখী হইয়া থাকে।

সন্ধ্যাকালে ব্রণরক্ষা।—উপাধ্যায় (পুরোহিত) ও চিকিৎসক ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ববেদোক্ত এবং অন্যান্য হিতসাধক আশীর্ব্বচন দ্বারা সন্ধ্যাদ্বয়ে (প্রাতঃসন্ধ্যাকালে) রোগীর ব্রণরক্ষা করিবেন।

ধূমপ্রদান।—সরিষা ও নিমপাতা, ঘৃত ও সৈন্ধব-লবণসহ মিশাইয়া, অতিযত্নে রোগীর গৃহমধ্যে উপর্য্যুপরি দশদিবস প্রত্যহ প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে, ধূপ প্রদান করা আবশ্যক। মক্ষিকাদির পতনভয় ও রাক্ষসাদি কর্ত্তৃক রক্তাদি পান-ভয়ও এইরূপে নিবারিত হইতে পারে।

মস্তকে ধারণার্থ ঔষধ।—ছত্রা (দ্রোণপুষ্পী), অতিছত্রা (দ্রোণ-পুষ্পীবিশেষ) লাঙ্গুলী (আলকুশী), জটামাংসী, ব্রহ্মচারিণী (মুণ্ডিতিকা), লক্ষ্মী (শমী), শালপাণী, চাকুলে, শতাবরী, সহস্রবীর্য্যা (শ্বেতদূর্ব্বা) ও সিদ্ধার্থক (রাইসরিষা), এইসকল দ্রব্য ব্রণরোগীর মস্তকে ধারণ করা উচিত।

ব্রণরক্ষা।— ব্রণরোগীর শয়ান অবস্থায় কদাচ ব্রণ বিঘট্টিত (ঘর্ষিত) ও বেদনাযুক্ত করিবে না এবং কদাচ তাহা কণ্ডুয়ন (চুলকান) করিবে না। কেবল ধীরে ধীরে চামরদ্বারা বাতাস দিতে থাকিবে। এইপ্রকার করিলে, মৃগগণপরিত্যক্ত সিংহাক্রান্ত বনের ন্যায় রাক্ষসাদি-হিংসাশীল প্রাণিগণ রোগীকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়।

ব্রণরোগীর পথ্য।—ব্রণরোগী পুরাতন-শালিধান্যের অন্ন, স্নিগ্ধ উষ্ণ ও জাঙ্গল-পশুর মাংসের সহিত ভোজন করিবে; তাহাতে শীঘ্র ব্রণ পূরিয়া উঠে। চাঁপান'টেশাক, জীবন্তীশাক, সুষণী-শাক, বেতোশাক, কচিমূলা, বেগুণ, পটোল, করলা, দাড়িম, ঘৃতভর্জ্জিত আমলকী, সৈন্ধব-লবণ, কিংবা এইপ্রকার গুণবিশিষ্ট অন্যান্য দ্রব্যের সহিত, অথবা মুগাদির যূষের সহিত পূর্ব্বোক্ত অন্ন আহার করিবে। শক্তু (ছাতু), বিলেপী, কুল্মাষ (গমের পিষ্টক) ও গরমজল—ব্রণরোগীর বিশেষ উপকারী।

ব্রণে শোথোৎপত্তি।—অত্যন্ত পরিশ্রম দ্বারা ব্রণে শোথ জন্মে। রাত্রিজাগরণেও ব্রণে শোথ উৎপন্ন এবং তাহা রক্তবর্ণ হইয়া থাকে। দিবা-নিদ্রায় ব্রণে শোথ, রক্তবর্ণতা, বেদনা ও মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। অতএব ব্রণরোগী কদাচ দিবাভাগে নিদ্রাগত না হইয়া, মৃদুবায়ু-প্রবাহিত গৃহে অবস্থান করিবে এবং চিকিৎসকের ব্যবস্থানুসারে চলিবে; তাহাতে শীঘ্রই রোগ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারে। ব্রণরোগী পূর্ব্বোক্ত বিধানানুসারে পথ্যাদি মানিয়া চলিলে, রোগের যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হয়, এবং পরম সুখী হইয়া দীর্ঘায়ুঃ লাভ করিয়া থাকে।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

—:০:—

ব্রণপ্রশ্ন।

তিনটী স্তম্ভ।—বাত-পিত্ত-শ্লেষ্মাই দেহের উৎপত্তির কারণ। যেমন স্তম্ভে গৃহ ধারণ করে, সেইরূপ ইহারাও শরীরের অধঃ, ঊর্দ্ধ এবং মধ্যদেশে অবিকৃত-ভাবে থাকিয়া, এই শরীরকে ধারণ করিয়া থাকে। এইজন্য কোন কোন পণ্ডিত এই শরীরকে ত্রিস্থূণ (তিনটী স্তম্ভ-বিশিষ্ট) আগার বলিয়া থাকেন।

নিরুক্তি।—ইহাদিগের বিকৃতিভাব হইলেই দেহের বিনাশ হয়। এই তিনটী এবং শোণিত, এই চারিটী বস্তু, দেহের উৎপত্তি স্থিতি এবং বিনাশকালেও শরীরে অবিচ্ছিন্ন ভাবে থাকে; সুতরাং বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মা এবং শোণিত, এই চারিটী ব্যতিরেকে দেহরক্ষা হয় না। ইহারাই দেহকে নিরন্তর ধারণ করিয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে 'বা' ধাতুর দ্বারা গতি এবং গন্ধপ্রকাশ বুঝায়; ইহার উত্তর 'ক্ত' প্রত্যয় করিয়া 'বাত' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। 'তপ্' ধাতুর অর্থ—সন্তাপ, তাহার উত্তর 'ইচ্' প্রত্যয় করিয়া 'পিত্ত' শব্দের উৎপত্তি হয়। 'শ্লিষ্' ধাতুর অর্থ আলিঙ্গন, তাহার উত্তর 'মন্' প্রত্যয় করিয়া 'শ্লেষ্মা' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

আশ্রয় স্থান।—অতঃপর বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মা এবং শোণিত, এই চারিটী দোষের আশ্রয়-স্থান কহিতেছি। ইহাদিগের মধ্যে বায়ু—কটিদেশ এবং মলাশয় আশ্রয় করিয়া থাকে। কটি এবং মলাশয়ের উপরিভাগে এবং নাভির অধোভাগে পক্কাশয়; সেই পক্কাশয় এবং আমাশয়ের * মধ্যস্থান—পিত্ত আশ্রয় করিয়া থাকে। শ্লেষ্মা আমাশয় আশ্রয় করিয়া থাকে। এই বাত, পিত্ত শ্লেষ্মা পুনর্ব্বার পঞ্চপ্রকারে বিভক্ত হইয়া পঞ্চস্থানে অবস্থিতি করে। তাহার মধ্যে বায়ুর পঞ্চস্থান—বাতব্যাধি অধিকারে বর্ণিত হইবে; পিত্তের স্থান যকৃৎ, প্লীহা, হৃদয়, দৃষ্টি ও ত্বক্ এবং পূর্ব্বোক্ত পক্কাশয় ও আমাশয়ের মধ্য-স্থান; আর শ্লেষ্মার স্থান—বক্ষঃ, মস্তক, কণ্ঠদেশ, সন্ধিস্থান এবং আমাশয়।

* জীর্ণ হইবার পূর্ব্বে ভুক্তদ্রব্য যে স্থানে থাকে, তাহাকে আমাশয় বলা যায়। আমাশয়ের স্থান নাভির উপরিভাগ।

বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা, এই তিন দোষ বিকৃত না হইলে, এইসকল স্থান আশ্রয় করিয়া থাকে। যেমন চন্দ্র, সূর্য্য ও বায়ু—ক্ষরণ, আকর্ষণ ও সঞ্চালন-ক্রিয়া দ্বারা এই জগৎরূপ বিরাট দেহকে ধারণ করিয়া আছেন, সেইরূপ কফ, পিত্ত ও বায়ু—প্রাণিগণের দেহকে ধারণ করিয়া থাকে।

কারণ।—পিত্ত ব্যতিরেকে দেহে অন্য কোনরূপ অগ্নি আছে, কি পিত্তই অগ্নি?—এস্থলে ইহাই বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। পিত্ত ব্যতিরেকে দেহে অন্য কোনপ্রকার অগ্নির অস্তিত্ব বুঝা যায় না। পিত্ত আগ্নেয় পদার্থ। দাহন ও পরিপাক বিষয়ে পিত্তই অধিষ্ঠিত থাকিয়া অগ্নির ন্যায় কার্য্য করে। সেই জন্য ইহাকেই অন্তরগ্নি কহে; কারণ, প্রথমতঃ দেহে অগ্নির (পিত্তের) মান্দ্য হইলে, যাহাতে পিত্তবৃদ্ধি হয়, সেইরূপ দ্রব্য সেবন করান যায় এবং অগ্নি অতিশয় বৃদ্ধি পাইলে, শীতল-ক্রিয়া, দ্বারাই তাহার প্রতিকার করিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, আগম শাস্ত্রেও এইরূপ কথিত আছে যে, পিত্ত ভিন্ন দেহে অন্য কোনপ্রকার অগ্নি নাই। পক্বাশয় এবং আমাশয়ের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া, পিত্ত যে কি প্রণালীতে চতুর্ব্বিধ আহার পরিপাক করে এবং কি প্রণালীক্রমেই বা আহারজনিত রস, বায়ু, পিত্ত, কফ, মূত্র এবং পুরীষ প্রভৃতিকে পরস্পর পৃথক্ করে, তাহা প্রত্যক্ষ করা যায় না।

পাচক-অগ্নি।—পিত্ত ঐ স্থানে অবস্থিতি করিয়াই অগ্নিক্রিয়া দ্বারা দেহের অপর চারিটী পিত্তস্থানের ক্রিয়ার সাহায্য করে। সেই পক্বাশয় ও আমাশয়ের মধ্যস্থিত পিত্তই—পাচক-অগ্নি নামে অভিহিত হয়।

রঞ্জক।—যকৃৎ ও প্লীহার মধ্যে যে পিত্ত অধিষ্ঠিত, তাহা রঞ্জক-অগ্নি নামে পরিচিত। সেই অগ্নিই আহারসম্ভূত রসকে রক্তবর্ণ করিয়া থাকে।

সাধক।—যে পিত্ত হৃদয়-স্থানে সংস্থিত, তাহাকে সাধক-অগ্নি কহে। তদ্দ্বারা মনের সকল অভিলাষ সাধিত হইয়া থাকে।

আলোচক।—যে পিত্ত দৃষ্টি-স্থানে অধিষ্ঠিত, তাহার নাম আলোচক-অগ্নি। তদ্দ্বারা পদার্থের রূপ অথবা প্রতিবিম্ব গৃহীত হইয়া থাকে।

ভ্রাজক।—যে পিত্ত ত্বকে সংস্থিত, তাহাকে ভ্রাজক-অগ্নি বলা যায়। তৈলমর্দ্দন, অবগাহন, আলেপন প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা যেসকল স্নেহ প্রভৃতি দ্রব্য

শরীরে লিপ্ত হয়, এই পিত্তদ্বারা সেইসকল দ্রব্যের পরিপাক এবং দেহের ছায়া অর্থাৎ কান্তি ও প্রভা প্রভৃতির উৎপাদন হইয়া থাকে।

প্রকৃতি ও বর্ণ।—পিত্ত তীক্ষ্ণগুণ, উষ্ণবীর্য্য ও পূতিগন্ধবিশিষ্ট, নীল অথবা পীত-বর্ণ এবং তরল। পিত্ত স্বভাবতঃ কটুরস-বিশিষ্ট এবং বিদগ্ধ হইলে অম্লরস-বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

শ্লেষ্মার স্থান।—অতঃপর শ্লেষ্মার স্থান কহিতেছি। শ্লেষ্মার স্থান আমাশয়; সেই স্থান পিত্তাশয়ের উপরিভাগে সংস্থিত। এই জন্য এবং শ্লেষ্মা ও পিত্ত পরস্পর বিপরীত গুণবিশিষ্ট হওয়ায়, চন্দ্র যেরূপ সূর্য্য-ক্রিয়ার আধার, সেই-রূপ শ্লেষ্মাও চারপ্রকার আহারের আধার *। সেই আমাশয়ের স্থানে শ্লেষ্মার জলীয় গুণ দ্বারা সকলপ্রকার ভুক্ত দ্রব্য ক্লিন্ন (আর্দ্র) হয়; একত্রীভূত থাকিলে পৃথক্ পৃথক্ হয় এবং তাহাতে অনায়াসেই জীর্ণ হইয়া যায়। শ্লেষ্মা আমাশয়েই উৎপন্ন হয়। ইহা মধুর ও পিচ্ছিল; ইহা ভুক্ত দ্রব্যকে প্রক্লেদিত করে এবং ইহা শীতল গুণ-বিশিষ্ট। শ্লেষ্মা আমাশয়ে অবস্থিত থাকিয়া, সাধ্যানুসারে উদক ক্রিয়া দ্বারা শরীরের অপরাপর শ্লেষ্মস্থানের আনুকূল্য করে। হৃদয়স্থ শ্লেষ্মা বাহুদ্বয় ও মস্তকের সন্ধি ধারণ করে এবং অন্নরসের সহিত মিলিত হইয়া হৃদয়স্থান অবলম্বন করিয়া থাকে। কণ্ঠস্থিত শ্লেষ্মা—জিহ্বামূল আশ্রয় করিয়া থাকে এবং রসনেন্দ্রিয়ের সৌম্যগুণ প্রযুক্ত রসের আস্বাদন কার্য্যের সাহায্য করে। মস্তকের মজ্জা প্রভৃতি স্নেহদ্রব্য দ্বারা সন্তৃপ্ত হইয়া শিরঃস্থিত শ্লেষ্মা—শ্রবণ, দর্শন,

---

* "ছাদকো ভাস্করস্যেন্দুরধঃস্থো ঘনবদ্ভবেৎ"—জ্যোতিষের এই বচন দ্বারা জানা যাইতেছে যে, আর্য্যেরা চন্দ্রকে সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যস্থিত বলিয়া নিরূপণ করিয়াছিলেন। সেই উপমান অনুসারেই এস্থলে শ্লেষ্মাকেও পিত্তাগ্নি এবং ভুক্তদ্রব্যের মধ্যস্থিত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। চন্দ্র এই সমস্ত বিশ্ব চরাচরকে অমৃত-রসে আপ্লুত করিয়া রাখিয়াছেন এবং সূর্য্য স্বীয় কিরণ দ্বারা সেই রস উত্তাপিত করিয়া সমস্ত পদার্থকে পরিপাক করিতেছেন; সুতরাং রস অথবা চন্দ্রই সূর্য্যক্রিয়ার আধার। চন্দ্র না থাকিলে পদার্থের পরিপাক হইত না; এককালে সমস্ত দগ্ধ হইয়া যাইত। সেইরূপ পিত্তাগ্নিও শ্লেষ্মাকে উত্তপ্ত করিয়া ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাকে সহায়তা করে। শ্লেষ্মদ্বারা আচ্ছন্ন না থাকিলে ভুক্তদ্রব্য পরিপাক না পাইয়া দগ্ধ হইত। এইস্থলে উপমান এবং উপমেয়ের সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে গেলে, শ্লেষ্মাকে পিত্তক্রিয়ার আধার বলাই যুক্তিযুক্ত।

প্রভৃতি ইন্দ্রিয় কার্য্যের আনুকূল্য করে। সন্ধিস্থানগত শ্লেষ্মা—শরীরের সন্ধি-স্থান সংশ্লিষ্ট রাখিবার পক্ষে শক্তি প্রদান করিয়া থাকে।

প্রকৃতি।—শ্লেষ্মা গুরু, শ্বেতবর্ণ, স্নিগ্ধ, পিচ্ছিল এবং শীতল। অবিদগ্ধ অর্থাৎ অবিকৃত শ্লেষ্মা—মধুর-রস-বিশিষ্ট; আর বিদগ্ধ শ্লেষ্মা—লবণ রস-বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

শোণিতের স্থান।—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, শোণিতের স্থান যকৃৎ ও প্লীহা। শোণিত ঐ দুই স্থান হইতেই দেহের সমুদায় শোণিত-ক্রিয়ার আনু-কূল্য করে। শোণিত উষ্ণ নহে, শীতলও নহে; কিন্তু স্নিগ্ধ, রক্তবর্ণ, গুরু, মাংস-গন্ধযুক্ত, এবং পিত্তের ন্যায় বিদাহগুণবিশিষ্ট।

লক্ষণ।—প্রত্যেক দোষের যে যে স্থান বলা হইল, সেই সেই স্থানে তাহারা সঞ্চিত হইয়া থাকে। যে যে কারণে যে যে দোষ সঞ্চিত হয়, তাহা ঋতুবর্ণন অধ্যায়ে পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। দোষ সঞ্চিত হইলে, কোষ্ঠদেশ পূর্ণ এবং ভারগ্রস্ত হয়, শরীরের ঈষৎ পীতবর্ণতা, অল্প উষ্ণতা, ভার ও আলস্য জন্মে; এবং যেসকল কারণে সেই দোষ জন্মে, সেইসকল কারণের প্রতি বিদ্বেষ ঘটিয়া থাকে। দোষের প্রতিকার করিবার এইটীই প্রথম কাল।

বায়ু-প্রকোপের কারণ।—অতঃপর যে কারণে যে দোষের প্রকোপ হয়, তাহা বলা যাইতেছে। বলবানের সহিত ব্যায়াম, অতিরিক্ত ব্যায়াম, অধ্য-য়ন, অত্যন্ত স্ত্রীসংসর্গ, উচ্চস্থান হইতে পতন, ধাবন (দৌড়ান), প্রপীড়ন (অতিশয় টেপা), অভিঘাত, লঙ্ঘন, প্লবন (লাফাইয়া লাফাইয়া যাওয়া), সন্তরণ, রাত্রিজাগরণ, ভারবহন, গজ অশ্ব রথ প্রভৃতি বাহনে অথবা পদব্রজে অধিক গমন, কটু-কষায়-তিক্ত বা রুক্ষ দ্রব্য, লঘু অথবা শীতলবীর্য্যবিশিষ্ট-দ্রব্য, শুষ্ক শাক, উদ্দালক, কোর-দূষক, শ্যামাধান্য, নীবার (উড়িধান্য), মুগ, মসুর, অড়হর ও মটর, এইসকল দ্রব্য ভোজন, অনশন, বিপরীত ভোজন, অধিক ভোজন, এবং বাত, মূত্র, পুরীষ, শুক্র, ছর্দ্দি (বমন), হাঁচি, উদ্গার ও অশ্রু প্রভৃতির বেগধারণ, এই সকল কারণে বায়ুর প্রকোপ হইয়া থাকে। বিশেষতঃ মেঘাচ্ছন্নকালে শীতল বায়ু-প্রবাহকালে, বর্ষাকালে, এবং প্রতিদিন প্রত্যূষে ও অপরাহ্নকালে ও অন্ন পরিপাক হইয়া গেলে, বায়ুর প্রকোপ হইতে দেখা যায়।

পিত্ত প্রকোপের কারণ।—ক্রোধ, শোক, ভয়, পরিশ্রম, উপবাস, দাহ, মৈথুন, কটু, অম্ল, লবণ, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, লঘু, বিদাহী, তিলতৈল, পিণ্যাক, কুলত্থ, সর্ষপ, মসিনা, হরিত শাক, গোধা (গোসাপ), মৎস্য, ছাগমাংস, মেষমাংস, দধি, তক্র, দধিমস্তু, ছানা, কাঁজি, সুরা বা কোনরূপ সুরার বিকৃতি ও অম্লরস-বিশিষ্ট ফল, ঘোল, এবং রৌদ্রের উত্তাপ, এইসকল দ্রব্যদ্বারা পিত্তের প্রকোপ হয়। উষ্ণক্রিয়া করিলে, বা গ্রীষ্মকালে, মেঘের অবসান হইলে অর্থাৎ শরৎ-কালে অথবা মধ্যাহ্নকালে বা অর্দ্ধরাত্র হইলে, কিংবা ভুক্তদ্রব্য পরিপাক হইবার সময়ে পিত্তের প্রকোপ হইয়া থাকে।

শ্লেষ্ম-প্রকোপের কারণ।—দিবানিদ্রা, শ্রমের অভাব, আলস্য, মধুর-রস, অম্লরস, লবণ-রস, শীতল, স্নিগ্ধ, গুরু, পিচ্ছিল ও দ্রববস্তু, অভিষ্যন্দি দ্রব্য, হায়ন, নৈষধ ও উৎকট ধান্য, যব, মাষ, গোধূম, তিলপিষ্টক, দধি, দুগ্ধ, কৃশরা, পায়স, ইক্ষুবিকার, আনূপ ও জল-জাত মাংস এবং বসা, মৃণাল, কেশুর, শৃঙ্গাটক (পানিফল), মধুর-রসবিশিষ্ট অলাবু ও কুষ্মাণ্ড প্রভৃতি লতা-ফল অসম্যক্ ভোজন বা অতিরিক্ত ভোজন, এইসকল দ্বারা শ্লেষ্মার প্রকোপ হইয়া থাকে। শীতল-ক্রিয়া করিলে, অথবা শীত কিংবা বসন্ত-ঋতুতে এবং প্রতিদিন প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে, এবং আহার করিবামাত্র শ্লেষ্মার প্রকোপ হইয়া থাকে।

রক্তের প্রকোপ।—পিত্ত-প্রকোপক কারণ হইতেই রক্তও কুপিত হয়। অথবা যদি সর্ব্বদা দ্রব, স্নিগ্ধ ও গুরুপাক দ্রব্য আহার করে, দিবাভাগে নিদ্রা যায়, অথবা ক্রোধ, অগ্নিতাপ-সেবন, রৌদ্রসেবন, শ্রম, অভিঘাত, অজীর্ণ-জনক অথবা বিরুদ্ধদ্রব্য ভোজন, ইত্যাদি কোনপ্রকার অহিতাচার করে, তাহাতেও রক্তের প্রকোপ হইয়া থাকে। বায়ু, পিত্ত ও কফ, এই তিন দোষের মধ্যে কোন দোষ কুপিত না হইলে, রক্ত কুপিত হয় না। অতএব সেই অনুষঙ্গী দোষ যে যে কালে কুপিত হয়, রক্তেরও সেই সেই কালে প্রকোপ হইয়া থাকে।

প্রকোপ-লক্ষণ।—দোষ কুপিত হইলে, বায়ু-প্রকোপে কোষ্ঠদেশে বেদনা, কফপ্রকোপে বায়ুসঞ্চার এবং পিত্তপ্রকোপে অম্লোদ্গার পিপাসা ও গাত্র-দাহ, অন্নে অরুচি ও হৃদয়ে উৎক্লেদ (শ্লেষ্মার সঞ্চার) হইয়া থাকে। দোষের প্রতিকার করিবার পক্ষে এইটী দ্বিতীয় কাল।

দোষ-সকলের বিকাশ।— অতঃপর সেইসকল কুপিত দোষ যেরূপে শরীরে প্রসারিত হয়, তাহা কহিতেছি। সুরা প্রস্তুত করিবার সময় তাহার উপকরণ গুড়, তণ্ডুল ও জলাদি দ্রব্যসকল একত্র মিশ্রিত করিয়া, কিছুদিন পর্য্যুষিত (বাসী) করিয়া রাখিয়া দিলে, উহাতে একপ্রকার উষ্মা জন্মিয়া উহাকে যেমন প্রসারিত করে, সেইরূপ বাতাদি দোষসকল তাহাদের পূর্ব্বোক্ত কারণ দ্বারা প্রকুপিত হইয়া ঐরূপে প্রসারিত হয়। বায়ুর গতিশক্তিদ্বারাই তাহাদিগের গতি হইয়া থাকে। বায়ু অচেতন পদার্থ হইলেও, তাহাতে অধিক পরিমাণে রজোগুণ আছে। রজোগুণ সকল ভাবের প্রবর্ত্তক। যেমন একটী সেতুর এক দিকে সমধিক জলরাশি একত্র সঞ্চিত হইলে, সেই সেতু ভঙ্গ করিয়া এবং অপর-দিকস্থ জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া, উহা নানাদিকে প্রসারিত হয়, সেইরূপ সকল দোষের মধ্যে কোন্ দোষ কুপিত হইলে, সেইসমস্ত দোষ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অথবা দুইটী বা সকলে একত্র মিলিয়া, অথবা শোণিতের সহিত মিলিত হইয়া, নানাপ্রকারে প্রসারিত হইতে থাকে। সকল দোষ স্বতন্ত্র অথবা মিলিত হইয়া পঞ্চদশ প্রকারে প্রসারিত হয়;—যথা, বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মা, শোণিত, বাত পিত্ত, বাত-শ্লেষ্মা, পিত্ত-শ্লেষ্মা, বাত-শোণিত, পিত্ত-শোণিত, শ্লেষ্মা-শোণিত, বাত-পিত্ত-শোণিত, বাত-শ্লেষ্মা-শোণিত, পিত্ত-শ্লেষ্মা-শোণিত, বাত-পিত্ত-শ্লেষ্মা এবং বাতপিত্ত-শ্লেষ্মা-শোণিত।

সঞ্চার ও বিকার।—যেরূপ আকাশের মধ্যে যে স্থানে মেঘের সঞ্চার হয়, সেই স্থানেই বৃষ্টি হইয়া থাকে, সেইরূপ শরীরের মধ্যে যে স্থানে কুপিত দোষের গতি হয়, সেই স্থানেই বিকৃতি জন্মে। দোষ কুপিত হইয়া প্রথমতঃ গমন-পথে লীন হইয়া থাকে। পরে তাহাকে দমন করিয়া রাখিতে পারে— এরূপ কোন কারণ না থাকিলে, কালসহকারে সেই দোষ কোন একটা কারণ পাইলেই তৎক্ষণাৎ কুপিত হইয়া উঠে।

প্রতিকার।— যে বায়ু কুপিত হইয়া পিত্তস্থানে গমন করে, তাহার পিত্তের ন্যায়; যে পিত্ত কুপিত হইয়া, শ্লেষ্মার স্থানে গমন করে, তাহার শ্লেষ্মার ন্যায়; এবং যে শ্লেষ্মা কুপিত হইয়া বায়ুর স্থানে গমন করে; তাহার বায়ুর ন্যায় প্রতিকার করিবে।

প্রসারিত দোষের লক্ষণ।—কুপিত দোষ শরীরে প্রসারিত হইলে যেরূপ লক্ষণ হয়, তাহা বলা যাইতেছে। কুপিত বায়ুর গতি হইলে, তাহার

বিপরীত পথে গতি এবং আটোপ হয়। কুপিত পিত্তের গতি হইলে, উষ্ণতা, চূষণবৎ পীড়া, সর্ব্বাঙ্গে দাহ, এবং ধূমোদ্গার হয়। কুপিত শ্লেষ্মার গতি হইলে, অরুচি, অগ্নিমান্দ্য, অঙ্গের অবসাদ, এবং বমন, এইসকল লক্ষণ ঘটে। দোষের প্রতিকারের এইটী তৃতীয় কাল।

প্রকোপে রোগ।— বাতাদি দোষসকল কুপিত হইয়া শরীরের মধ্যে যে যে স্থানে গমন করে, সেই সেইরূপ ব্যাধি জন্মায়। উদরে অবস্থিতি করিলে, গুল্ম, বিদ্রধি, অগ্নিমান্দ্য, আনাহ, বিসূচিকা ও অতিসার প্রভৃতি রোগ; বস্তি-দেশে অবস্থিতি করিলে, প্রমেহ, অশ্মরী, মূত্রাঘাত, মূত্রদোষ প্রভৃতি রোগ; মেঢ্র-গত হইলে, নিরুদ্ধপ্রকাশ, উপদংশ ও শূকদোষ প্রভৃতি রোগ; এবং মলদ্বারগত হইলে ভগন্দর ও অর্শঃ প্রভৃতি রোগ জন্মায়; বৃষণ (অণ্ডকোষ) গত হইলে, কোষ-বৃদ্ধি হয়; স্কন্ধদেশের উর্দ্ধগত হইলে, উর্দ্ধ-জত্রুগত রোগসকল জন্মায়; ত্বক্, মাংস, অথবা শোণিত-গত হইলে, ক্ষুদ্ররোগ, কুষ্ঠ এবং দদ্রু রোগ উৎপন্ন হয়; মেদোগত হইলে, গ্রন্থি, অপচী, অর্ব্বুদ, গলগণ্ড, অলজী প্রভৃতি রোগ জন্মায়; অস্থিগত হইলে, বিদ্রধি, অনুশয়ী প্রভৃতি রোগ জন্মায়, পাদগত হইলে, শ্লীপদ, বাত-শোণিত অথবা বাত-কণ্টক প্রভৃতি রোগ উদ্ভূত হয়, এবং সর্ব্বাঙ্গ-গত হইলে, জ্বর ও অন্যান্য সর্ব্বাঙ্গগত রোগ উৎপন্ন হয়। দোষ যথাস্থানে সন্নি-বিষ্ট হইয়া, রোগপ্রকাশের পূর্ব্বে যেসকল লক্ষণ প্রকাশ করে, তাহা শোথ (ফুলা), অর্ব্বুদ (আব), গ্রন্থি, বিদ্রধি (রাজগাড়) এবং বিসর্প প্রভৃতি রোগ প্রকাশ হইলে, সন্তাপ রসস্রাবাদি লক্ষণ দ্বারা সেই সেই রোগ স্পষ্ট জানা যায়। সেই কাল প্রতিকার করিবার পক্ষে পঞ্চম ক্রিয়াকাল। (রোগের পূর্ব্বরূপই প্রতিকারের চতুর্থ ক্রিয়াকাল।)

উক্ত শোথাদি রোগ বিদীর্ণ হইয়া শরীরে ব্রণ উপস্থিত হইলে, সেই অবস্থা সেই রোগের প্রতিকারের পক্ষে ষষ্ঠ ক্রিয়াকাল। জ্বর, অতিসার প্রভৃতি রোগ দীর্ঘকালস্থায়ী হইলে, তাহাকেই তাহাদের ষষ্ঠ ক্রিয়াকাল বলা যায়। এই ষষ্ঠ ক্রিয়াকালে প্রতিকার না করিলে, সেইসকল রোগ অসাধ্য হইয়া উঠে।

উপযুক্ত বৈদ্য।—বাতাদি দোষের সঞ্চয়, প্রকোপ, গতি, আশ্রয়-স্থান, প্রকাশ এবং ব্রণ-ভাবে পরিণতি ইত্যাদি অবস্থাগুলি যিনি জানেন, তিনিই উপযুক্ত বৈদ্য।

অপ্রতিকারের দোষ।—সঞ্চিত হইবার কালেই যে দোষের শান্তি-বিধান করা যায়, তাহার আর বৃদ্ধি হয় না। দোষ যতই বৃদ্ধির অবস্থা পাইতে থাকে, ততই বলবান হইয়া উঠে। সকল দোষের মধ্যে যদি একটী বা ততোধিক দোষ কুপিত হয়, তবে তাহার সংসর্গে অপর একটী বা অবশিষ্ট সমস্ত দোষই কুপিত হইয়া, সেই কুপিত দোষের অনুগমন হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—এইরূপ সংসর্গদ্বারা অধিক দোষ কুপিত হইলে, তাহাদের মধ্যে যেটী সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল, অগ্রে তাহারই চিকিৎসা করা আবশ্যক। কিন্তু এক দোষের প্রতিকার করিতে গিয়া, যাহাতে অন্য দোষ প্রকুপিত না হয়, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। সন্নিপাতে অর্থাৎ সকল দোষ একত্র কুপিত হইলেও, এইরূপে চিকিৎসা করিতে হয়।

ষোড়শ অধ্যায়।

ব্রণের স্রাব-বিজ্ঞান।

ব্রণের স্থান।—ত্বক্, মাংস, শিরা, স্নায়ু, অস্থি, সন্ধি, কোষ্ঠ এবং মর্ম্ম, এই আটটী ব্রণ-বস্তু, অর্থাৎ এইসকল স্থানেই ব্রণ জন্মিয়া থাকে।

প্রকৃতি।—এইসকলের মধ্যে ত্বক্‌মাত্র ভেদ করিয়া যে সকল ব্রণ জন্মে, তাহা সুচিকিৎসনীয়। অবশিষ্ট কোন স্থানে যে ব্রণ জন্মিয়া স্বয়ং বিদীর্ণ হয়, তাহা দুশ্চিকিৎসনীয়। চতুষ্কোণ, গোল এবং ত্রিকোণ,—ব্রণের সচরাচর এইরূপ আকৃতিই হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন যাহাদের বিকৃত আকৃতি, সহজে তাহাদিগের চিকিৎসা করা যায় না।

কারণ।—রোগী অহিতাচারী না হইলে, এবং সুবৈদ্যদ্বারা চিকিৎসিত হইলে, সকলপ্রকার ব্রণই শীঘ্র আরোগ্য হয়। কিন্তু রোগী অহিতাচারী হইলে, অথবা কুবৈদ্যকর্তৃক চিকিৎসিত হইলে, দোষ-বৃদ্ধি হইয়া ব্রণ দূষিত হইয়া পড়ে।

দূষিত ব্রণের লক্ষণ।—যে ব্রণের মুখ অতিশয় ছোট বা বিবৃত (বড়), যাহা অতিশয় কঠিন বা অতিশয় মৃদু, অতিশয় উচ্চ বা অতিশয় নিম্ন, অতিশয় শীতল বা অতিশয় উষ্ণ, এবং কৃষ্ণ, রক্ত, পীত, শুক্ল প্রভৃতি বর্ণ ব্যতিরেকে অন্য কোনপ্রকার বর্ণবিশিষ্ট, যাহা দেখিতে ভয়ঙ্কর, দুর্গন্ধবিশিষ্ট, পূয়, মাংস, শিরা ও স্নায়ু প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ, উন্মার্গী (ঊর্দ্ধে শোষবিশিষ্ট), উৎসঙ্গী (ফাঁপা ও ফুলা), দুর্গন্ধ-বিশিষ্ট, পূয়স্রাবী, অপ্রিয়গন্ধযুক্ত, অতিশয় বেদনা-বিশিষ্ট, দাহ-পাক-রাগ-কণ্ডূ-শোফ ও পিড়কা এইসকল উপদ্রব-বিশিষ্ট, যাহা দুষ্ট-রক্তস্রাবী, এবং দীর্ঘকাল-স্থায়ী, তাহাকে দূষিত ব্রণ কহে। দোষের ন্যূনাধিক্য অনুসারে ব্রণসকল ছয়-প্রকারে বিভক্ত। সেইসকল দোষ অনুসারে তাহাদিগের চিকিৎসা করিতে হয়।

সর্ব্ববিধ ব্রণস্রাবের লক্ষণ।—ত্বকে যেসকল স্ফোটক হয়, তাহা কোন কারণে ঘৃষ্ট, ছিন্ন, ভিন্ন বা বিদীর্ণ হইলে, সেইসকল স্ফোট হইতে কাঁচা মাংসের অল্প গন্ধ-বিশিষ্ট, ঈষৎ পীতবর্ণ ও জলের মত রস নিঃসৃত হয়। মাংস-গত ব্রণ হইলে, ঘৃতের ন্যায় ঘন, শ্বেত এবং পিচ্ছিল পদার্থের স্রাব হইয়া থাকে। শিরাগত ব্রণে শিরা ছিন্ন হইবামাত্র, অতিশয় রক্ত নিঃসৃত হয়। সেই ব্রণ পাকিয়া উঠিলে, জলনালী দ্বারা যেরূপ জল নিঃসৃত হয়, সেইরূপ তাহা হইতে লালা বা শ্লেষ্মার সদৃশ পিচ্ছিল, কৃষ্ণবর্ণ পূয়, বিচ্ছিন্ন সূত্রের ন্যায় অতি সূক্ষ্মধার-ক্রমে নিঃস্রুত হইতে থাকে। স্নায়ুগত ব্রণ হইলে যে স্রাব হয়, তাহা স্নিগ্ধ, ঘন, রক্ত-মিশ্রিত এবং সিঙ্ঘাণ (নাসিকা হইতে নিঃসৃত শ্লেষ্মা) সদৃশ। অস্থিগত ব্রণ হইলে, অর্থাৎ অস্থিস্থান অভিহত, স্ফুটিত, ভিন্ন ও বিদীর্ণ হইলে, অস্থি জীর্ণ ও নিঃসার হইয়া পড়ে, এবং তাহা ঝিনুকের মত অথবা ধৌত চওয়ার মত শুভ্রবর্ণ বোধ হয়। তাহার আস্রাব স্নিগ্ধ এবং মজ্জা ও রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া নিঃসৃত হয়। সন্ধিস্থান অবলম্বন করিয়া ব্রণ হইলে, তাহা ভালরূপে উত্থিত হয় না; টিপিলে তাহা হইতে কোন স্রাবই নির্গত হয় না, এবং আকুঞ্চন, প্রসারণ, উন্নত-করণ, অবনত-করণ, বেগে গমন, অধিক বাক্যকথন ও প্রবাহণ (কুন্থন) প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা তাহার স্রাব বৃদ্ধি হয়। সেই আস্রাব পিচ্ছিল ও সূত্রের ন্যায়, এবং ফেন, পূয় ও রুধিরসহ মিশ্রিত হইয়া থাকে। কোষ্ঠদেশে যে ব্রণ জন্মে, তাহা হইতে রক্ত, মূত্র, পুরীষ, পূয় ও জলবৎ রস নিঃসৃত হইয়া থাকে। মর্ম্মস্থানে ব্রণ হইলে ত্বক্ প্রভৃতি দ্বারা তাহা আচ্ছাদিত থাকে, সুতরাং

তাহার আস্রাবও পূর্ব্বোক্ত ত্বগাদিগত ব্রণের ন্যায় হইয়া থাকে। বায়ু-জন্য ব্রণ হইলে, ত্বক্, মাংস, শিরা, স্নায়ু, সন্ধি, অস্থি ও কোষ্ঠ, এই সপ্ত স্থান হইতে যথাক্রমে কঠিন, ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ, হিম-সদৃশ এবং দধিমস্তু, ক্ষারজল, মাংস-ধৌত অথবা তুষধৌত জলের ন্যায় আস্রাব নির্গত হইয়া থাকে। পিত্তজন্য ব্রণ হইলে, পূর্ব্বোক্ত সপ্তধাতু হইতে যথাক্রমে গোমেদ (মণিবিশেষ), গোমূত্র, ভস্ম, শঙ্খ, কষায়, মধু এবং তৈলের ন্যায় স্রাব নির্গত হয়। রক্তজন্য ব্রণ হইলে, পিত্ত-জন্য ব্রণের সমস্ত লক্ষণ থাকে; তদ্ব্যতীত অতিশয় আমিষ-গন্ধও থাকে। কফ-জন্য ব্রণ হইলে, উক্ত সপ্তস্থান হইতে যথাক্রমে নবনীত, হিরাকস, মজ্জা, তণ্ডুল-পিষ্ট, তিল বা নারিকেল-জল, ও বরাহের বসাসদৃশ স্রাব নির্গত হয়। সন্নিপাত জন্য ব্রণ হইলে, তিল বা নারিকেল-জল, কাঁকুড়ের রস, কাঁজি, খদিরের জল, প্রিয়ঙ্গুফল, যকৃৎ বা মুদ্গযূষ, এইসকলের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট স্রাব হইতে দেখা যায়।

অসাধ্য।—পক্বাশয় হইতে তুষের জলের মত স্রাব, অথবা রক্তাশয় হইতে ক্ষার-জলের ন্যায় স্রাব, অথবা আমাশয় হইতে কলাইয়ের জলের ন্যায় স্রাব হইতে থাকিলে তাহা অসাধ্য। এইরূপ স্থলে স্রাব পরীক্ষা করিয়া চিকিৎসা আরম্ভ করিতে হয়।

বেদনা-নির্ণয়।—পীড়ন, ভেদন, তাড়ন, ছেদন, দীর্ঘীকরণ, বিলোড়ন, বিক্ষেপণ, চুম-চুমকরণ, অতিশয় দাহ, ভঞ্জন, স্ফোটন, বিদারণ, উৎপাটন, কম্পন, বিশ্লেষ-করণ, পূরণ, স্তম্ভন, আকুঞ্চন, অঙ্কুশ দ্বারা আঘাতকরণ ও সুপ্তি অর্থাৎ স্পর্শশক্তির অভাব, যে ব্রণের এইসকল প্রকার, অথবা কোন কারণ ব্যতিরেকে অন্য কোনপ্রকার বেদনা মুহুর্মুহুঃ উপস্থিত হয়, তাহাকে বাতিক-জন্য ব্রণ বলা যায়। কোন ব্রণে শরীরের এবং ব্রণের জ্বালা, পাকিবার সময়ে শরীরে যেন অগ্নি নিক্ষেপ করিতেছে—এইরূপ যাতনা ও উষ্ণতাবৃদ্ধি, এবং ব্রণ ক্ষত হইলেও (গলিয়া গেলেও) তাহাতে ক্ষারদগ্ধের ন্যায় জ্বালা ও অন্যান্য প্রকার বেদনাবিশেষ জন্মিলে, তাহাকে পিত্ত-জন্য ব্রণ কহে। রক্ত-জন্য ব্রণ হইলেও পিত্ত-জন্য ব্রণের ন্যায় লক্ষণ হইতে দেখা যায়। যে ব্রণে কণ্ডূ, গুরুত্ব, স্তম্ভ, অল্প বেদনা ও শীতলতা, এইগুলি প্রকাশ পায়, তাহাই শ্লেষ্ম-জন্য ব্রণ। যে ব্রণে পূর্ব্বোক্ত সকলপ্রকার লক্ষণই ঘটে, তাহাকে সান্নিপাতিক ব্রণ বলা যায়।

ব্রণসমূহের বর্ণ।—বায়ুজনিত ব্রণের বর্ণ ভস্ম, কপোত বা অস্থির ন্যায়; অথবা তাহা পরুষ, অরুণ বা কৃষ্ণবর্ণ হয়। পিত্ত-জন্য হইলে, নীল, পীত, হরিৎ, শ্যাব, কৃষ্ণ, রক্ত, কপিল, অথবা পিঙ্গলবর্ণ হইয়া থাকে। রক্ত-জন্য হইলেও এইরূপ লক্ষণ প্রকাশ পায়। শ্লেষ্মজন্য হইলে, শ্বেত, স্নিগ্ধ, অথবা পাণ্ডুবর্ণ হয়। সান্নিপাতিক হইলে, সকল ব্রণের লক্ষণ দেখা যায়।

চিকিৎসক যে কেবল ব্রণ রোগেরই এইপ্রকার বেদনা এবং বর্ণের প্রতি লক্ষ্য করিবেন, এমত নহে;—সকলপ্রকার শোথের বিকার অবস্থাতেও এইরূপ বর্ণাদি নিরীক্ষণ করিবেন।

সপ্তদশ অধ্যায়।

—:•:—

কৃত্যাকৃত্য-বিধি।

সুখসাধ্য ব্রণ।—রোগী যুবা, দৃঢ়-শরীর, ক্লেশ-সহিষ্ণু, অথবা বলবান্ হইলে, তাহার ব্রণ সহজে আরোগ্য করিতে পারা যায়। যে রোগীর এই চারিটী গুণই থাকে, তাহার ব্রণ অতিশয় সুখসাধ্য। যৌবনাবস্থায় সকল ধাতুই বৃদ্ধি পায়, এইজন্য ব্রণ শীঘ্র পূরিয়া উঠে। শরীর দৃঢ় হইলে, কঠিন ও মাংসল হইয়া থাকে; এইজন্য শস্ত্র-ক্রিয়া-কালে শস্ত্রটী শিরা অথবা স্নায়ু পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে পারে না। ক্লেশ-সহিষ্ণু হইলে, কোনপ্রকার বেদনা অথবা শস্ত্রক্রিয়াজনিত যন্ত্রদ্বারা অন্য কোন প্রকার পীড়া জন্মে না। বলবান্ হইলে, গুরুতর শস্ত্রক্রিয়া করিলেও বেদনা জন্মে না। অতএব এই সকল ব্যক্তির ব্রণ অতিশয় সুখসাধ্য হয়।

কষ্টসাধ্য ব্রণ।—বৃদ্ধ, কৃশ, অল্পপ্রাণ, এবং ভীরু ব্যক্তিতে এই সকলের বিপরীত গুণ লক্ষিত হইয়া থাকে। স্ফিক্ (পাছা), উপস্থ, গুহ্যদেশ, ললাট, গণ্ড, ওষ্ঠ, পৃষ্ঠ, কর্ণ, কোষ, উদর, স্কন্ধ-সন্ধি এবং মুখের অভ্যন্তরে যে

সকল ব্রণ হয়, তাহা সহজেই আরোগ্য করিতে পারা যায়। চক্ষু, দন্ত, নাসিকা, অপাঙ্গ, কর্ণ, নাভি, জঠর, সেবনী, নিতম্ব, পার্শ্ব, কুক্ষি, বক্ষঃ, কক্ষ (বগল), স্তন, অথবা সন্ধিস্থানে যে ব্রণ হয়, যে ব্রণের মধ্যে ফেনাযুক্ত পূয় ও শোণিত এবং বায়ু-প্রবাহিনী নালী হয়, অথবা যাহাতে কোনপ্রকার শল্য * বিদ্ধ বা বদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা কষ্টে প্রশমিত হয়। শরীরের অধোবাহিনী (নীচের দিকে শোষ), ঊর্দ্ধবাহিনী (উপরদিকে শোষ), রোমকূপমধ্যে, নখমধ্যে, মর্ম্মমধ্যে, জঙ্ঘাদেশে অথবা অস্থি-প্রদেশে ব্রণ হইলেও, কিংবা ভগন্দর অন্তর্ম্মুখ (ভিতরে মুখ) হইলে, অথবা সেবনীস্থানে অস্থিগত হইলে, কষ্টে তাহার আরোগ্য হইয়া থাকে। কুষ্ঠরোগীর, বিষার্ত্ত রোগীর শোষ এবং মধুমেহ-রোগীর ব্রণ হইলে, অথবা ব্রণের উপরে ব্রণ হইলেও কষ্টসাধ্য হয়। অবপাটিকা, নিরুদ্ধ-প্রকাশ, নিরুদ্ধগুদ, জঠর, গ্রন্থি-ক্ষত রোগ, প্রতিশ্যায়জন্য বা কোষ্ঠজাত ক্রিমি, ত্বগ্‌দোষ বা প্রমেহ-রোগাক্রান্ত রোগীর যে সকল ক্ষত উৎপন্ন হয়, সেই সকল ব্রণ, এবং শর্করা বা সিকতা মেহ, বাত-কুণ্ডলী, অষ্ঠীলা, দন্তশর্করা (দাঁতের পাথুরী), উপকুশ, কণ্ঠশালূক, দন্তবেষ্ট, বিসর্প, অস্থি-ক্ষত, উরঃক্ষত, ব্রণ-গ্রন্থি প্রভৃতি রোগ যাপ্য হয়, অর্থাৎ স্থগিত থাকে, একবারে আরোগ্য হয় না।

যাপ্য ও সাধ্য।—প্রতিকার না করিলে, সাধ্যরোগও ক্রমশঃ যাপ্য হয়; যাপ্য রোগ অসাধ্য এবং অসাধ্য রোগ প্রাণনাশক হইয়া থাকে। যে রোগ প্রতিকার করিলেই স্থগিত থাকে, এবং প্রতিকার না করিলে দেহ নাশ করে, তাহাকে যাপ্যরোগ বলা যায়। স্তম্ভ উপযুক্তরূপে যোজিত হইলে যেমন পতনোন্মুখ গৃহকে রক্ষা করে, সেইরূপ উপযুক্তরূপে প্রতিকার করিলে, যাপ্য-রোগ প্রশমিত করিয়া রোগীর দেহ রক্ষা করা যাইতে পারে।

অসাধ্য ব্রণ-রোগ। যে ব্রণ মাংসপিণ্ডের ন্যায় উন্নত, সর্ব্বদা স্রাব-যুক্ত, যাহার অন্তরে পূয় ও বেদনা, এবং যে ক্ষতস্থানের (ঘায়ের) সকল পার্শ্ব অশ্বের গুহ্য-দেশের ন্যায় উচ্চ, যে ব্রণ কঠিন, গোরুর শৃঙ্গের ন্যায় উচ্চ, এবং কোমল মাংসাঙ্কুর-বিশিষ্ট, যে ব্রণ হইতে দূষিত রক্ত বা পাতলা পিচ্ছিল পদার্থ নিঃসৃত হয়, এবং যাহার মধ্যভাগ উন্নত, যে ব্রণের ছিদ্র বা মুখ প্রকাশিত থাকে না, যে ব্রণ শণের আঁশের ন্যায় স্নায়ু-জাল-বিশিষ্ট, দেখিতে ভয়ঙ্কর, এবং

* শরীরে যে কোন পদার্থ বিদ্ধ বা বদ্ধ হইয়া পীড়াদায়ক হয়, তাহাকেই শল্য কহে।

যে দোষজ ব্রণ হইতে বসা, মেদঃ, মাংস, অথবা মস্তিষ্ক নিঃসৃত হয়, যে ব্রণ কোষ্ঠ স্থানে জন্মে, এবং যাহা হইতে পীত অথবা কৃষ্ণ-বর্ণ মূত্র বা পুরীষ ও বায়ু নির্গত হয়, তাহা অসাধ্য বলিয়া জানিবে। শোষার্ত্ত ও ক্ষীণ-মাংস ব্যক্তির ব্রণের চতুর্দ্দিকে মাংসের বুদ্‌বুদ্‌ জন্মিলে, অথবা মস্তকে ও কণ্ঠদেশে সশব্দ বাত-বাহী ব্রণ হইলে, তাহাও অসাধ্য। ক্ষীণমাংস ব্যক্তির অধিক পূয়-রক্ত-বাহী ব্রণ জন্মিলে, এবং তদ্দ্বারা রোগীর অরুচি, অপাক, শ্বাস ও কাস প্রভৃতি উপদ্রব ঘটিলে, তাহাও অসাধ্য হইয়া থাকে। শিরোদেশ বা কপাল (মাথার খুলি) ভিন্ন হইয়া যদি মস্তিষ্ক দৃষ্ট হয়, এবং তাহাতে ত্রিদোষের লক্ষণ প্রকাশ পায়, অথবা যদি তদ্দ্বারা কাস ও শ্বাস উপদ্রব ঘটে, তবে সেই ব্রণও অসাধ্য।

অন্যবিধ।— যে ব্রণ হইতে বসা, মেদঃ, মজ্জা, অথবা মস্তিষ্ক নিঃসৃত হয়, সেই ব্রণ যদি শরীরে কোনপ্রকার আঘাত জন্য জন্মে, তবে তাহা আরোগ্য করা যায়। কিন্তু শারীরিক দোষ কুপিত হইয়া ঐরূপ ব্রণ জন্মিলে, তাহা আরোগ্য হয় না। শরীরের যেসকল স্থানে মর্ম্ম, শিরা, সন্ধি, অথবা অস্থি না থাকে, সেইসকল স্থানে ব্রণ জন্মিয়া যদি বিকৃত হয়, তবে সেই ব্রণ অসাধ্য। তাহা ক্রমে ক্রমে বিকৃত হইয়া, সমুদায় ধাতুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে। বর্দ্ধিত বৃক্ষকে যেরূপ উন্মূলিত করা যায় না, সেইরূপ সেই ব্রণকেও বিনাশ করা অসম্ভব। দুষ্টগ্রহ যেরূপ মন্ত্রের প্রভাব নিবারণ করে, সেইরূপ সেই রোগ স্থির, মহান্‌ ও ধাতুগত হইয়া, সকলপ্রকার ঔষধের বীর্য্য নাশ করিয়া থাকে।

অবদ্ধমূল ক্ষুদ্রবৃক্ষকে যেরূপ অনায়াসে উন্মূলিত করা যায়, এইসকল লক্ষণের বিপরীত লক্ষণবিশিষ্ট হইলে ব্রণও সেইরূপ সহজে প্রশমিত হইতে পারে। তিন দোষের কোনপ্রকার দোষ না থাকিলে, ব্রণ শ্যাববর্ণ ও ক্ষুদ্রাকার হইলে, এবং তাহাতে বেদনা ও আস্রাব না থাকিলে, সেই ব্রণ শুদ্ধ বলিয়া জানা যায়। যে ব্রণের বর্ণ কপোতের ন্যায়, যাহা অন্তরে ক্লেদ-রহিত, এবং কঠিন চিপিটিকা (চামড়ী) বিশিষ্ট, সেই ব্রণ ক্রমশঃ পূরিতেছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। যে ব্রণ গ্রন্থিশূন্য, যাহাতে বেদনা ও যন্ত্রণা থাকে না, যাহা ত্বকের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট ও ত্বকের সহিত সমানভাবে অবস্থিত, এবং

যাহার মুখ পূরিয়া উঠিয়া থাকে, তাহাকে সম্যক্‌রূপে রূঢ় (পূরিয়াছে) বলিয়া জানিবে।

ব্রণ পূরিয়া উঠিলেও দোষের প্রকোপ, ব্যায়াম, অভিঘাত (শারীরিক আঘাত), অজীর্ণ, হর্ষ, ক্রোধ অথবা ভয়প্রযুক্ত অনেকের পুনর্ব্বার তাহা বিদীর্ণ হইয়া থাকে।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

ব্যাধিসমুদ্দেশ।

চিকিৎসা-ভেদে ব্যাধি।—ব্যাধি দুইপ্রকার; শস্ত্রক্রিয়া-সাধ্য এবং স্নেহাদি-ক্রিয়া-সাধ্য। যে রোগ শস্ত্র-ক্রিয়া সাধ্য, তাহাতে স্নেহাদি ক্রিয়া করা নিষিদ্ধ নহে, কিন্তু স্নেহাদিক্রিয়া-সাধ্য জ্বর-রক্তপিত্তাদি রোগে শস্ত্র-চিকিৎসা করা অবৈধ। এই সুশ্রুতগ্রন্থে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের সামান্যতঃ সকল খণ্ডই আছে, সুতরাং সকলপ্রকার রোগই ইহাতে স্থূলরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

সপ্তবিধ ব্যাধি।—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, পুরুষের দুঃখসংযোগ হইলেই তাহাকে ব্যাধি বলা যায়। সেই দুঃখ তিনপ্রকার, যথা আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। এই তিনপ্রকার দুঃখ সপ্তপ্রকার ব্যাধিতে প্রবর্ত্তিত হয়। সেই সপ্তপ্রকার ব্যাধি যথা,—আদি-বল-জাত, জন্ম-বল-জাত, দোষ-বল-জাত, সঙ্ঘাত-বল-জাত, কাল-বল-জাত, দৈব-বল-জাত এবং স্বভাব-বল-জাত।

আধ্যাত্মিক।—শুক্র-শোণিত দোষে কুষ্ঠ, অর্শঃ প্রভৃতি যেসকল রোগ জন্মে, তাহারাই আদি-বলজাত রোগ। আদি-বলজাত রোগ দুইপ্রকার; মাতৃ-দোষজাত এবং পিতৃ-দোষজাত রোগ। মাতার অপচারপ্রযুক্ত যে পঙ্গু, জন্মান্ধ, বধির, মূক, মিণমিণ ও বামন প্রভৃতি জন্মে, তাহাই জন্ম-বলজাত রোগ।

মাতৃ-দোষও দুইপ্রকার; রসজনিত দোষ এবং দৌহৃদজনিত দোষ *। বাতাদি দোষজাত অর্থাৎ মিথ্যা আহার-বিহার জনিত যেসকল রোগ, তাহাদিগকেই দোষ-বল-জাত রোগ বলা যায়। দোষ-বল-জাত ব্যাধি দুইপ্রকার;—শারীরিক ও মানসিক। শারীরিক দোষও দুইপ্রকার,—আমাশয়-আশ্রিত এবং পক্কাশয়-আশ্রিত। এই ত্রিবিধ পীড়াকে আধ্যাত্মিক বলা যায়।

আধিভৌতিক ব্যাধি।—বলবান লোকের সহিত দুর্ব্বল ব্যক্তি মল্ল যুদ্ধাদি করিলে, তাহাতে ভগ্ন, ছিন্ন প্রভৃতি যেসকল আগন্তুক ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইতে হয়, তৎসমুদায়ের নাম—সংঘাত-বল-প্রবৃত্ত ব্যাধি। ইহা দুই-প্রকার—শস্ত্রকৃত ও ব্যালাদিকৃত। এইসকল ব্যাধিকে আধিভৌতিক ব্যাধি বলা যায়।

আধিদৈবিক ব্যাধি। শীত, উষ্ণ, বায়ু ও বর্ষা প্রভৃতি কারণে যে সমস্ত রোগ উৎপন্ন হয়, তৎসমুদায়ের নাম কাল-বল-প্রবৃত্ত ব্যাধি; যেমন দাহ, শীত, কম্প প্রভৃতি। এইসকল ব্যাধিও আবার দুইপ্রকার; যথা—একপ্রকার ব্যাপন্ন ঋতুকৃত অর্থাৎ ঋতু-বিপর্য্যয় হইতে উৎপন্ন, এবং অন্যপ্রকার অব্যাপন্ন ঋতুকৃত অর্থাৎ স্বাভাবিক ঋতু-জনিত।

দৈববল-প্রবৃত্ত। দেবতা, গুরুজন প্রভৃতির অনিষ্ট, অভিশাপাদি, অথর্ব্ববেদোক্ত আভিচারিক মন্ত্রাদি এবং উপসর্গ (সংক্রামকতা) প্রভৃতি কারণে যেসকল রোগ জন্মে, তৎসমুদায়ের নাম দৈববল-প্রবৃত্ত ব্যাধি। ইহা আবার দুইপ্রকার; বজ্রপাতাদিজনিত ও পিশাচাদিজনিত। ইহাও আবার সংসর্গজ ও আকস্মিকভেদে দুইটী উপ-বিভাগে বিভক্ত হইতে পারে।

স্বভাব-বল-প্রবৃত্ত।—ক্ষুধা, পিপাসা, জরা, মৃত্যু ও নিদ্রা প্রভৃতি স্বভাব-বল-প্রবৃত্ত ব্যাধি। ইহা দুইপ্রকার,—কালকৃত ও অকালকৃত। শারীরিক স্বাস্থ্যাদি রক্ষা করিলেও যেসকল ব্যাধি জন্মে, তাহাদিগকে কালকৃত ব্যাধি বলা যায়। ইহা একবারে আরোগ্য করা যায় না, অন্নপানাদি দ্বারা যাপ্যভাবে রাখিতে

* গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোকদিগের যে আহার বিহার বা সম্ভোগ-বিশেষের অভিলাষ জন্মে, তাহাকে দৌহৃদ কহে। আর্য্যদিগের মতে সেই অভিলাষ পূর্ণ না হইলে সন্তানে দোষ বর্ত্তে; এই নিমিত্তই গর্ভবতী স্ত্রীলোককে সাধ দিবার প্রথা অদ্যাবধি প্রচলিত আছে।

হয়। আর যেসকল ব্যাধি স্বাস্থ্যহানি জন্য উৎপন্ন হয়, সেইগুলি অকালকৃত ব্যাধি। এই ত্রিবিধ ব্যাধিকে আধিদৈবিক ব্যাধি কহে। এই সপ্তপ্রকার ব্যাধিই যাবতীয় ব্যাধির কারণ।

ত্রিদোষই কারণ।—বায়ু পিত্ত ও কফ, এই দোষত্রয়ই সর্ব্বপ্রকার ব্যাধির আদি কারণ; কেননা, সর্ব্বপ্রকার ব্যাধিতেই রুক্ষতা, দাহ, শীতলতা প্রভৃতি বাতাদির লক্ষণসমূহ বিদ্যমান দেখা যায়; এবং বাতাদির প্রশমন কার্য্য করিলেই ঐসকল ব্যাধিও প্রশমিত হইয়া থাকে। অপিচ, শাস্ত্রেও ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে; অর্থাৎ যেমন বিকারসম্ভূত অর্থাৎ মহদাদি ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব হইতে উৎপন্ন জগতের পদার্থসকল, বিশ্বরূপী সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণের আশ্রয় ভিন্ন থাকিতে অসমর্থ, সেইপ্রকার ব্যাধি অর্থাৎ এগারশত কুড়িপ্রকার ব্যাধি, বাত, পিত্ত ও কফ এই ত্রিদোষের অবলম্বন ব্যতিরেকে কোনরূপেই কুত্রাপি অবস্থিতি করিতে পারে না। ব্যাধিসকল দোষ, ধাতু ও মলের সংসর্গভেদে, স্থানভেদে, এবং কারণভেদে নানাপ্রকার; এবং বাতাদিদোষকর্ত্তৃক দূষিত রস-রক্তাদি হইতে উদ্ভূত ব্যাধিসকলকে রসজ, মাংসজ, মেদোজ, অস্থিজ, মজ্জজ, শুক্রজ ইত্যাদি নামে অভিহিত করা যায়।

রসজ।—আহারে অনিচ্ছা, অরুচি, অপাক. অঙ্গমর্দ্দ, জ্বর, হৃল্লাস (বমনেচ্ছা), তৃপ্তি (পরিতৃপ্ত ভোজনের ন্যায় বোধ), অঙ্গের গুরুতা, হৃদ্রোগ, পাণ্ডুরোগ, মার্গরোধ (স্রোতঃসকলের অবরোধ), কৃশতা, মুখের বিরসতা, অবসন্নতা, এবং অকালে অর্থাৎ অল্পবয়সে বলি-পলিত, এইসকল ব্যাধি রসজ. অর্থাৎ রসধাতু দূষিত হইলে, এই ব্যাধিসমূহ উৎপন্ন হয়।

রক্তজ।—কুষ্ঠ, বিসর্প, পিড়কা, মশক, নীলিকা, তিলকালক, ন্যচ্ছ, ব্যঙ্গ, ইন্দ্রলুপ্ত, প্লীহা, বিদ্রধি, গুল্ম, বাতরক্ত, অর্শঃ, অর্ব্বুদ, অঙ্গমর্দ্দ, প্রদর, রক্তপিত্ত, গুদপাক, মুখপাক ও মেঢ্রপাক, এইসকল ব্যাধি রক্তজ, অর্থাৎ রক্ত দূষিত হইয়া এইসকল ব্যাধি জন্মে।

মাংসজ।—অধিমাংস, অর্ব্বুদ, অর্শঃ, অধিজিহ্বা, উপজিহ্বা, উপকুশ, গলশুণ্ডিকা, অলজী, মাংস-সঙ্ঘাত, ওষ্ঠপ্রকোপ, গলগণ্ড ও গণ্ডমালা প্রভৃতি ব্যাধিসমূহ মাংসজ, অর্থাৎ মাংস দূষিত হইয়া উৎপন্ন হয়।

মেদোজ।—গ্রন্থি-বৃদ্ধি, গলগণ্ড, অর্ব্বুদ, মেদোজ বিবিধরোগ, ওষ্ঠ-প্রকোপ, মধুমেহ, অতিস্থৌল্য, অতিঘর্ম্ম প্রভৃতি ব্যাধিসকল মেদোজ অর্থাৎ মেদোধাতু দূষিত হইয়া, এইসকল ব্যাধি জন্মিয়া থাকে।

অস্থিজ।—অধ্যস্থি, অধিদন্ত, অস্থিতোদ, অস্থিশূল, কুনখ প্রভৃতি রোগসকল অস্থিজ, অর্থাৎ অস্থি দূষিত হইয়া, এইসকল ব্যাধি উদ্ভূত হইয়া থাকে।

মজ্জজ।—অন্ধকারদর্শন, মূর্চ্ছা, ভ্রম, পর্ব্বস্থলের গুরুতা, উরুভার জঙ্ঘার গুরুত্ব, ও নেত্রাভিষ্যন্দ রোগ মজ্জজ, অর্থাৎ মজ্জা দূষিত হইয়া এইসকল ব্যাধি উৎপন্ন হয়।

শুক্রজ।—ক্লীবতা, স্ত্রীসংসর্গে অনিচ্ছা, শুক্রজনিত অশ্মরী, শুক্রমেহ ও শুক্রদোষাদি ব্যাধি শুক্রদোষে জন্মিয়া থাকে।

মলাশয় দূষিত হইলে, ত্বগ্‌দোষ, মলরোধ বা অত্যন্ত মল-নিঃসরণ হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়স্থান দূষিত হইলে, সেই সেই ইন্দ্রিয়ের অত্যন্ত প্রবৃত্তি বা অপ্রবৃত্তি ঘটিয়া থাকে। এইরূপে সংক্ষেপে রোগের বিষয় এস্থলে বলা গেল, পশ্চাৎ প্রত্যেক রোগের বিষয় সবিস্তারে বর্ণিত হইবে।

বাতাদি দোষসকল কুপিত হইয়া, শরীরাভ্যন্তরে সঞ্চরণ করিতে করিতে স্রোতোদ্বারা যে স্থানে সংরুদ্ধ হইয়া পড়ে, সেই স্থানেই ব্যাধি উৎপন্ন হয়।

দোষ ও পীড়ার সম্বন্ধ।—এক্ষণে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে, জ্বরাদি ব্যাধিসকল কি বাতাদি দোষসমূহকে নিত্যই আশ্রয় করিয়া থাকে—অথবা উহাদের পরস্পর বিচ্ছেদ আছে। যদ্যপি তাহারা সর্ব্বদাই আশ্রয় করিয়া থাকে, তবে প্রাণিগণও কি নিত্যই পীড়িত হইবে? আর যদি জ্বরাদি ও বাতাদি উভয়ে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়, তবে জ্বরাদি ব্যাধি উৎপন্ন হইলে, বাতাদির লক্ষণ ব্যতীত তাহা প্রকাশ না পায় কেন? কেনই বা বাতাদি দোষ-ত্রয় জ্বরাদি ব্যাধিসমূহের মূল বা অন্তিম কারণ বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে? প্রত্যুত্তরে বলা যাইতে পারে,—সত্য বটে, জ্বরাদি রোগসমূহ বাতাদিদোষের আশ্রয় ব্যতিরেকে অবস্থিতি করিতে পারে না; কিন্তু তাহা বলিয়া জ্বরাদি রোগসকল নিত্যই বাতাদিকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত নহে; অর্থাৎ যেমন বিদ্যুৎ, বায়ু, বজ্র ও বর্ষা, আকাশ বিনা প্রকাশ পাইতে পারে না, কিন্তু নিত্যই

আকাশে প্রকাশমান নহে,—প্রকাশের কারণ উপস্থিত হইলেই প্রকাশ পায়; এবং যেমন কারণবশতঃ জলে তরঙ্গ ও বুদ্‌বুদ্ উৎপন্ন হয়, সেই প্রকার বাতাদি দোষত্রয়ের সহিত জ্বরাদি ব্যাধিবর্গ নিত্য মিলিত নহে,—কারণ উপস্থিত হইলেই বাতাদি অবলম্বন পূর্ব্বক জ্বরাদি রোগসমূহ উৎপন্ন হয়।

উনবিংশ অধ্যায়।

অষ্টবিধ শস্ত্রকর্ম্ম।

ছেদ্য অর্থাৎ ছেদন যোগ্য।—ভগন্দর, শ্লৈষ্মিক গ্রন্থি, তিলকালক (গাত্রের তিলরোগ), ব্রণবর্ত্ম, অর্ব্বুদ, অর্শঃ, চর্ম্মকীল (গুহ্যপার্শ্ববর্ত্তী মাংসাঙ্কুর), অস্থিশল্য (হাড়ে বিদ্ধ কণ্টকাদি), জতুমণি (জড়ুল), মাংসসঙ্ঘাত, গলশুণ্ডিকা, স্নায়ুকোথ (পূতিভাব), মাংসকোথ, বল্মীক, শতপোনক (শূকদোষবিশেষ), অধ্রুষ, উপদংশ (গরমি), মাংসকন্দ ও অধিমাংসক, এইসকল ব্যাধি ছেদ্য অর্থাৎ অস্ত্রদ্বারা ছেদন করিয়া, ইহাদের চিকিৎসা করা আবশ্যক।

ভেদ্য অর্থাৎ ভেদন যোগ্য।—ত্রিদোষজ ভিন্ন অন্যান্য বিদ্রধি, বাতজ গ্রন্থি, পিত্তজ গ্রন্থি, কফজ গ্রন্থি, বাতজ বিসর্প, পিত্তজ বিসর্প, কফজ বিসর্প, বৃদ্ধিরোগ, বিদারিকা, প্রমেহ-পিড়কা, শোথ, স্তন-রোগ, অবমন্থক (শূকদোষবিশেষ), কুম্ভীক, অনুশয়ী, নাড়ীব্রণ (শোষ বা নালী), বৃন্দ (একবৃন্দ ও দ্বন্দ্ব), পুষ্করিকা (শূকরোগবিশেষ), অলজী প্রভৃতি অধিকাংশ ক্ষুদ্র রোগসকল, তালুপুপ্পুট, দন্তপুপ্পুট, তুণ্ডীকেরী, গিলায়ু, যেসকল রোগ পাকে (ভগন্দরাদি), অশ্মরীজন্য বস্তিরোগ এবং সকলপ্রকার মেদোদোষজ রোগ—এইসকল ব্যাধি ভেদ্য অর্থাৎ অস্ত্রদ্বারা ভেদ (বিদারণ) পূর্ব্বক এইসকল পীড়ার চিকিৎসা করা আবশ্যক।

লেখ্য অর্থাৎ লেখন-যোগ্য।—বাতজ রোহিণী, পিত্তজ রোহিণী, কফজ রোহিণী, সান্নিপাতিক রোহিণী, কিলাস, উপজিহ্বিকা, মেদোজনিত রোগ

দন্তবৈদর্ভ, গ্রন্থি, ব্রণবর্ত্ম, নেত্রবর্ত্ম, অধিজিহ্বিকা, অর্শঃ, মণ্ডল (কণ্ডূ-কুষ্ঠাদির মণ্ডলাকার পীড়িতস্থান), মাংসকন্দ (অল্পমাংসাঙ্কুর) ও মাংসোন্নতি (উচ্চমাংস), এইসকল ব্যাধি লেখ্য অর্থাৎ অস্ত্রদ্বারা আঁচড়াইয়া ছাল প্রভৃতি তুলিয়া, ইহাদের চিকিৎসা করিতে হয়।

বেধ্য অর্থাৎ বেধন-যোগ্য।—বহুবিধ শিরাগত রোগ, মুষ্কবৃদ্ধি-রোগ ও জলোদর রোগ বেধ্য অর্থাৎ অস্ত্রদ্বারা বিদ্ধ করিয়া এইসকল রোগের চিকিৎসা করা আবশ্যক।

এষ্য অর্থাৎ এষণ-যোগ্য।—নাড়ীব্রণ অর্থাৎ নালী ঘা, শল্য-বিদ্ধ ব্রণ, ও উন্মার্গগামী ব্রণসকল এষ্য অর্থাৎ লৌহাদিনির্ম্মিত শলাকা দ্বারা অন্বেষণ করিয়া, এইসকল রোগে চিকিৎসা করা আবশ্যক।

আহার্য্য অর্থাৎ আহরণ-যোগ্য।—ত্রিবিধ শর্করারোগ অর্থাৎ পদ-শর্করা, দন্তশর্করা ও মূত্রশর্করা; দন্ত-মল, কর্ণ-মল, অশ্মরী (পাথরি), শরীর-বিদ্ধ কণ্টকাদি শল্য, মূঢ়গর্ভ, ও গুহ্যে মলসঞ্চয়াদি ব্যাধিসকল আহার্য্য, অর্থাৎ আবদ্ধ পদার্থ যন্ত্রাদি দ্বারা আহরণ (আকর্ষণ) করিয়া, ইহাদের চিকিৎসা করিতে হয়।

স্রাব্য অর্থাৎ স্রাবণ-যোগ্য।—ত্রিদোষজ ব্যতীত পঞ্চবিধ বিদ্রধি, কুষ্ঠব্যাধি, বেদনাযুক্ত বাতব্যাধিসকল, শরীরের একদেশাশ্রিত শোথ, কর্ণ-পালিগত রোগসমূহ, শ্লীপদ (গোদ), বিষাক্ত রক্ত, অর্ব্বুদ (আব), বিসর্প, বাতজ গ্রন্থি, পিত্তজ গ্রন্থি, কফজ গ্রন্থি, বাতজ উপদংশ, পিত্তজনিত উপদংশ, শ্লেষ্মজ উপদংশ, স্তনরোগসমূহ, বিদারিকা, শৌষির, গলশালুক, কণ্টক, কৃমিদন্তক, দন্তবেষ্ট, উপকুশ, শীতাদ, দন্তপুপ্পুট, পিত্তজ ওষ্ঠ-ব্যাধি, রক্তজ ওষ্ঠ-রোগ, কফজ ওষ্ঠ-রোগ, এবং অধিকাংশ ক্ষুদ্ররোগ স্রাব্য অর্থাৎ অস্ত্রপ্রয়োগ দ্বারা স্রাব করাইয়া এইসকল রোগের চিকিৎসা করা আবশ্যক।

সীব্য অর্থাৎ সীবন যোগ্য।—যেসকল ব্রণরোগ কেবল মেদঃ হইতে জন্মে; অথবা যেসকল রোগে ভেদনক্রিয়া দ্বারা ভিন্ন (বিদীর্ণ) করা হয়, এবং যেসমস্ত রোগ লেখন ক্রিয়া দ্বারা আঁচড়ান বা ছালতোলা হইয়া থাকে, অপিচ সদ্যোব্রণ এবং যেসকল ব্রণ সন্ধিস্থানজাত, তৎসমুদায়কে সীবন অর্থাৎ সূচীদ্বারা সেলাই করা আবশ্যক।

সীব্যক্রিয়ার বিশেষ নিয়ম।—যেসকল ব্রণ—ক্ষার, অগ্নি ও বিষদ্বারা দূষিত, যে সকল নাড়ী বায়ুবাহী, অথবা যেসমস্ত ব্রণের অভ্যন্তরে দূষিত রক্ত পূয় বা শল্য নিহিত আছে, তাহাতে প্রথমতঃ সীব্যকর্ম্ম না করিয়া, অগ্রে শোধন এবং পশ্চাৎ সেলাই করিবে। অপিচ, যেসকল ব্রণের অভ্যন্তরে পাংশু (ধূলি), লোম, নখ বা অস্থি নিহিত থাকে, তাহা বাহির করিয়া না ফেলিলে, ঐ ব্রণ পাকিয়া উঠে এবং তাহাতে অত্যন্ত বেদনা হইয়া থাকে; সুতরাং উহা উত্তমরূপে শোধনপূর্ব্বক ঐ সমস্ত শল্য বাহির করিয়া ফেলা আবশ্যক। তৎপরে ব্রণ টানিয়া ধরিয়া সূক্ষ্ম সূত্র, অশ্মন্তকের ছাল, শণ বা ক্ষৌমসূত্র, স্নায়ু, বাল (কেশ, ঘোটকের পুচ্ছদেশের লোম), মূর্ব্বা অথবা গুলঞ্চসূত্র দ্বারা, বেল্লিতক, গোফণা, তুন্নসেবনী বা ঋজুগ্রন্থিরূপ সেলাইপ্রণালী অনুযায়ী সেলাই করিতে হয়।

বিশেষ প্রক্রিয়া।—অল্পমাংসবিশিষ্ট স্থানে ও সন্ধিস্থলে দুই অঙ্গুলি মাপের গোলাকার সূচীদ্বারা ও মাংসল স্থানে তিন অঙ্গুলি মাপের সূচীদ্বারা সেলাই করিবে; এবং মর্ম্মস্থল, অণ্ডকোষ ও উদরের উপরে ধনুকের ন্যায় বক্রাকার সূচীদ্বারা সেলাই করা আবশ্যক। এই তিনপ্রকার সূচীই সীব্যকার্য্যে প্রযোজ্য। এইসকল সূচীর অগ্রভাগ তীক্ষ্ণ এবং উহা সুসমাহিত (হস্তদ্বারা ধরিবার পক্ষে সুবিধাজনক), এবং মালতীফুলের বোঁটার ন্যায় মণ্ডলাকার হওয়া আবশ্যক। ব্রণের অনেক দূরে বা খুব নিকটে সেলাই করিতে নাই; কারণ অনেক দূরে সেলাই করিলে, অত্যন্ত বেদনা হয় এবং ব্রণের মুখের নিকটে সেলাই করিলে, অবলুঞ্চন হইবার অর্থাৎ কাটিয়া যাইবার সম্ভাবনা। তদনন্তর ক্ষৌম বা কার্পাসবস্ত্র দ্বারা ব্রণ আচ্ছাদন পূর্ব্বক প্রিয়ঙ্গু, সৌবীরাঞ্জন (সুর্ম্মা) যষ্টিমধু ও লোধ চূর্ণ করিয়া ব্রণের চতুর্দ্দিকে তাহা মাখাইবে, অথবা শল্লকীফলের চূর্ণ বা অতসীবস্ত্রের ভস্ম ব্রণের চারিদিকে মাখাইলে উপকার দর্শে। এইরূপে ব্রণের বন্ধনকার্য্য শেষ করিয়া, আচারিক বিধি অর্থাৎ আহারাদির বিষয়ে ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

কুচিকিৎসক ও অস্ত্রক্রিয়ার দোষ।—অষ্টবিধ শস্ত্রক্রিয়ায় অল্পচ্ছেদন, অধিকচ্ছেদন, বক্রচ্ছেদন ও চিকিৎসকের নিজের গাত্রচ্ছেদন, এই চারিপ্রকার অনিষ্ট সঙ্ঘটন হইবার সম্ভাবনা। চিকিৎসক অজ্ঞতা বা অর্থলোভবশতঃ কিংবা শত্রুকর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া, ভয় বা মোহপ্রযুক্ত অথবা অন্য কার্য্যে

ব্যস্ততা বশতঃ সম্যক্‌প্রকারে অস্ত্রক্রিয়া না করিলে, অশেষ উপদ্রব ঘটিয়া থাকে। যে চিকিৎসক কর্ত্তৃক ক্ষার, অস্ত্র, অগ্নিকর্ম্ম বা ঔষধ অবিধিরূপে পুনঃপুনঃ প্রযুক্ত হয়, জীবনপ্রার্থী ব্যক্তি এবম্প্রকার কুচিকিৎসককে বিষ ও অগ্নির ন্যায় জ্ঞান করিয়া দূর হইতে পরিত্যাগ করিবে। এইপ্রকার মূর্খ চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসিত হইলেই মর্ম্ম, সন্ধি, শিরা, স্নায়ু ও অস্থি প্রভৃতি অস্ত্রদ্বারা আহত হইয়া, জীবনকে সঙ্কটাপন্ন করিয়া তুলে। অতএব কুবৈদ্য কর্ত্তৃক চিকিৎসিত হইলে, শীঘ্রই হউক আর বিলম্বেই হউক, নিশ্চয়ই প্রাণনাশের সম্ভাবনা।

মর্ম্মস্থলে অস্ত্রাঘাত।—কুচিকিৎসক কর্ত্তৃক অস্ত্রদ্বারা শরীরের পাঁচটী মর্ম্মস্থল আহত হইলে, ভ্রম, প্রলাপ, পতনবৎ বোধ, মোহ, বিচেষ্টন (অঙ্গসঞ্চালনে অসামর্থ্য), সংলপন (নিদ্রিতের ন্যায় মনের অকর্ম্মণ্যতা), গাত্রদাহ, শিথিলতা, মূর্চ্ছা, উর্দ্ধবাত (উর্দ্ধশ্বাস), বায়ুজনিত তীব্র বেদনা, মাংসধৌত জলের ন্যায় রক্তস্রাব, এবং ইন্দ্রিয়সকলের স্ব স্ব কার্য্যে নিবৃত্তি, এইসকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

শিরাদি আঘাতের উপদ্রব।—শিরা ছিন্ন অথবা বিদীর্ণ হইলে, ক্ষতস্থান হইতে ইন্দ্রগোপ কীটের বর্ণের ন্যায় বহুলপরিমাণে শোণিত-স্রাব হয়, এবং বায়ুকর্ত্তৃক বিবিধ উপদ্রব জন্মিয়া থাকে। স্নায়ু বিদ্ধ হইলে দেহের কুব্জতা শরীরের ও অঙ্গের অবসাদ, কার্য্য করিতে অশক্তি, বাতাদিজনিত অসহ্য বেদনা এবং বিলম্বে ক্ষতস্থান পূরিত (রূঢ়) হইয়া থাকে। অস্ত্রদ্বারা সন্ধিস্থান আহত হইলে, অত্যন্ত শোথ, দারুণ বেদনা, বলক্ষয়, সন্ধিস্থলে ভেদবৎ বেদনা ও শোথ, এবং সন্ধিসমূহের কার্য্যহানি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

অস্থিভেদ।—অস্ত্রদ্বারা অস্থি বিদ্ধ হইলে, অসহ্যবেদনা, রাত্রিদিন সকল অবস্থাতেই অশান্তি, তৃষ্ণা, অঙ্গের অবসন্নতা ও বেদনা-বিশিষ্ট শোথ উৎপন্ন হয়। শিরা, সন্ধি, ও অস্থি প্রভৃতির মর্ম্মস্থান আহত হইলেও এইপ্রকার লক্ষণসকল লক্ষিত হইয়া থাকে। মাংসস্থিত মর্ম্ম বিদ্ধ হইলে, স্পর্শশক্তি লোপ পায় এবং দেহ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া পড়ে।

আত্মচ্ছেদি চিকিৎসক।—যে চিকিৎসক রোগীর শরীরে অস্ত্র-প্রয়োগকালে অজ্ঞতা কিংবা অনভ্যাস বশতঃ নিজের শরীরে আঘাত করিয়া ফেলে, ঈদৃশ কুবৈদ্যকে আয়ুঃপ্রার্থী বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেরই পরিত্যাগ করা উচিত।

সাবধানতা।—তির্য্যক্ অর্থাৎ বক্রভাবে অস্ত্রপ্রয়োগ করিলে যেসকল উপদ্রব উপস্থিত হয়, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অতএব যাহাতে উক্তদোষ-সমূহ ঘটিতে না পারে, চিকিৎসক তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, অস্ত্রকার্য্য সম্পাদন করিবেন।

রোগীর ও চিকিৎসকের কর্ত্তব্য।—মাতা, পিতা, পুত্র ও বন্ধু অপেক্ষাও চিকিৎসককে রোগী অধিক বিশ্বাস করে। এমন কি, রোগীকে নিঃশঙ্কচিত্তে চিকিৎসকের হস্তে আত্মসমর্পণ অর্থাৎ জীবন নির্ভর করিতে হয়। সুতরাং চিকিৎসক রোগীকে পুত্রের ন্যায় জ্ঞান করিয়া, চিকিৎসাদি দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন।

কোন কোন ব্যাধিতে একটী কর্ম্ম অর্থাৎ একপ্রকার চিকিৎসা, কোন কোন ব্যাধিতে দুইটী কর্ম্ম, কোন কোনটীতে তিনটী ক্রিয়া, কোন কোন রোগে চারিটী ক্রিয়া, কোন কোনটীতে পাঁচটী ক্রিয়া এবং কোন কোন ব্যাধিতে ততোধিক প্রকার চিকিৎসা আবশ্যক হইয়া থাকে। চিকিৎসক এইসমস্ত বিবেচনা পূর্ব্বক বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে রোগীর হিতৈষী হইয়া চিকিৎসা করিলে, সাধুজন-লভ্য ধর্ম্ম, অর্থ, কীর্ত্তি ও স্বর্গবাস নিশ্চয়ই লাভ করিতে পারেন।

বিংশ অধ্যায়।

—:০:—

প্রনষ্ট-শল্যবিজ্ঞান।

শল্য ও শল্যশাস্ত্র।—শল্ ও শ্বল্ ধাতুর অর্থ শীঘ্রগতি। এই শীঘ্র-গত্যর্থক শল্ ধাতুর উত্তর 'য' প্রত্যয় করিয়া শল্য শব্দ নিষ্পন্ন হয়। এই শল্য দুইপ্রকার—শারীর ও আগন্তুক। যাহা হইতে সমস্ত শরীরের পীড়া জন্মে, তাহার নাম শল্য এবং এই শল্যের বিষয় যাহাতে বর্ণিত আছে, তাহাই শল্যশাস্ত্র।

শরীর-শল্য।—লোম, নখ, পূয প্রভৃতি, রস-রক্তাদি সপ্তধাতু, মূত্র, পুরীষ, ঘর্ম্ম প্রভৃতি মল, এবং বাত, পিত্ত ও কফ—এই ত্রিদোষ, এইসকল দৈহিক পদার্থ দূষিত হইয়া, শরীরে শল্যরূপে পীড়া উৎপাদন করিলে, তাহাকে শারীর-শল্য কহে।

আগন্তুক শল্য।— শারীরিক শল্য ভিন্ন অপর যেসমস্ত দ্রব্য দ্বারা পীড়া উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে আগন্তুক শল্য বলা যায়। প্রায় অধিকাংশ শল্যই লৌহময়, বেণুময়, বৃক্ষময়, তৃণময়, শৃঙ্গময়, অস্থিময় ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে লৌহ-নির্ম্মিত শল্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; কারণ, লৌহই মারণাদি হিংসাকার্য্যে প্রায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই লৌহের মধ্যে শরই সর্ব্বপ্রধান; কারণ, শর—দুর্ব্বার (অব্যাহতগতি), সূক্ষ্ম-মুখ ও দূরে প্রযোজ্য। এই শরশল্য—কর্ণী (কর্ণ-বিশিষ্ট) ও শ্লক্ষ্ণ (অকর্ণ) ভেদে দুইপ্রকার। এই শল্য প্রায়ই বিবিধ বৃক্ষের পত্র, পুষ্প ও ফলের তুল্য, অথবা হিংস্র জন্তু, মৃগ ও পক্ষীর মুখের ন্যায় হইয়া থাকে। স্থূল বা সূক্ষ্ম সর্ব্ববিধ শল্যেরই গতি পাঁচপ্রকার:—ঊর্দ্ধ (ঊর্দ্ধদিকে গমন), অধঃ (অধোদিকে গমন), অর্ব্বাচীন (সম্মুখ হইতে পশ্চাতে গমন) তির্য্যক্ (পশ্চাদ্দিক্ হইতে গমন) ও ঋজু (পার্শ্বদ্বয় হইতে গমন)।

শল্যবিদ্ধের সামান্য লক্ষণ।— স্বভাবতঃই হউক অথবা প্রতিঘাত বশতঃই হউক, শল্যসকলের বেগের হ্রাস হইলে, তাহারা চর্ম্ম, মাংস, শিরাদি ব্রণস্থানের ধমনী, স্রোতঃ ও অস্থির ছিদ্রমধ্যে, কিংবা মাংসপেশীতে, অথবা শরীরের যে কোন স্থানে যখন বিদ্ধ হয়, তখন নিম্নলিখিত লক্ষণসকল প্রকাশ পায়। এইসকল লক্ষণ দুইপ্রকার,—সামান্য ও বিশেষ। শল্য বিদ্ধ হওয়াতে ব্রণ অর্থাৎ ক্ষতস্থান প্রায়ই সাধারণতঃ শ্যাববর্ণ, পিড়কাযুক্ত, এবং শোথ ও বেদনা-বিশিষ্ট হইয়া থাকে; এবং তথা হইতে মুহুর্মুহুঃ শোণিতস্রাব হয় ও তাঁহার মাংস বুদ্বুদের ন্যায় উন্নত ও কোমল দেখা যায়। সুতরাং এইসকল লক্ষণ লক্ষিত হইলে বুঝিতে হইবে যে, ব্রণের অর্থাৎ ক্ষতস্থানের অভ্যন্তরে শল্য নিহিত রহিয়াছে। ইহা শল্যবেধের সামান্য লক্ষণ।

বিশেষ লক্ষণ।—শল্য ত্বগ্গত অর্থাৎ চর্ম্মবিদ্ধ হইলে, ব্রণস্থান বিবর্ণ, শোথযুক্ত, বিস্তৃত ও কঠিন (শক্ত) হইয়া পড়ে। শল্য মাংসাশ্রিত হইলে, শোথ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, ক্ষতস্থান ঢাকিয়া যায়, পীড়নে অসহ্য বেদনা ও আচুষণবৎ ব্যথা হইয়া থাকে, এবং তাহা পাকিয়া উঠে। শল্য মাংসপেশীতে আবদ্ধ হইলে, ক্ষতস্থান পাকে ও অত্যধিক বেদনা হইয়া থাকে। শল্য শিরাগত হইলে, শিরাসকলে আধ্মান (কামড়ানী, টাটানী প্রভৃতি যন্ত্রণা) ও শূলবৎ বেদনা প্রকাশ পায়, এবং সেই স্থান ফুলিয়া উঠে। শল্য স্নায়ুগত হইলে,

স্নায়ুজাল উর্দ্ধক্ষিপ্ত, এবং তথায় শোথ ও অতীব বেদনা হইয়া থাকে। শল্য স্রোতোগত হইলে, স্রোতঃসমূহের স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে।

শল্য ধমনীতে বিদ্ধ হইলে, বায়ু সশব্দে ফেনা ও রক্ত-সহযোগে নির্গত হয়; এবং অঙ্গমর্দ্দ, পিপাসা ও হৃল্লাস প্রকাশ পায়। শল্য অস্থিতে বিদ্ধ হইলে, বিবিধ বেদনা ও শোথ হইয়া থাকে। শল্য অস্থিছিদ্রমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, অস্থির পূর্ণতা, বেদনা ও অত্যন্ত সংহর্ষ (বায়ুজনিত কম্পনবিশেষ) ঘটিয়া থাকে। শল্য সন্ধিগত হইলে, অস্থিবিদ্ধের ন্যায় লক্ষণসকল প্রকাশ পায়; এবং সন্ধির আকুঞ্চন-প্রসারণাদি ক্রিয়ার হানি ঘটিয়া থাকে। শল্য কোষ্ঠ-গত হইলে, আটোপ (বেদনাসহ উদরে বায়ুস্তব্ধতা), আনাহ (গুড় গুড় শব্দসহ বেদনা ও মূত্র-পুরীষাদির সংরুদ্ধতা) এবং ক্ষতস্থান হইতে, পুরীষ ও ভুক্ত-দ্রব্যসকল নির্গত হইয়া পড়ে।

শল্য মর্ম্মস্থলে বিদ্ধ হইলে, শিরাদি মর্ম্মস্থলে আঘাত লাগিলে যেপ্রকার যন্ত্রণা হয়, সেইরূপ অসহ্য বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে। স্থূল শল্য বিদ্ধ হইলে এইসকল লক্ষণ স্পষ্ট দেখা যায়; কিন্তু সূক্ষ্মগতি শল্যে এই লক্ষণগুলি অস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

শল্যের অনুদ্ধারে দোষ।—শরীর বাতাদিদ্বারা দূষিত না হইলে, শল্য স্থূলই হউক বা সূক্ষ্মই হউক, যদি দেহমধ্যে, বিশেষতঃ কণ্ঠ, স্রোতঃ, শিরা, চর্ম্ম, মাংসপেশী ও অস্থিবিবরে অনুলোমভাবে প্রবিষ্ট হইয়া, সেই স্থানে অলক্ষ্য-ভাবে নিহিত থাকে, তাহা হইলেও ক্ষতস্থানের মুখ শীঘ্রই পূরিয়া উঠে, কিন্তু ঐ অন্তর্নিবিষ্ট শল্য কালান্তরে দোষের প্রকোপ, ব্যায়াম ও আঘাতাদি দ্বারা স্থানান্তরিত হইয়া, পুনরায় বেদনা উৎপাদন করিতে পারে।

প্রনষ্ট শল্য জানিবার উপায়।—চর্ম্মের মধ্যে অলক্ষিতভাবে শল্য আবদ্ধ থাকিলে, ত্বকের উপরে ঘৃতলেপন পূর্ব্বক অগ্নির তাপ লাগাইবে, এবং তদুপরে মৃত্তিকা, মাষকলায়, যব, গোধূম ও গোময় একত্র পেষণ পূর্ব্বক মর্দ্দন করিলে, যে স্থানে শোথ ও বেদনা জন্মিবে, বুঝিতে হইবে যে, সেই স্থানেই শল্য নিহিত আছে। অথবা ঘৃত, মৃত্তিকা ও চন্দন একত্র পেষণ পূর্ব্বক ঘন প্রলেপ দিলে, যে স্থানে উষ্মা জন্মিয়া প্রলেপের ঘৃত গলিয়া প্রসারিত অথবা প্রলেপ শুষ্ক হইয়া যাইবে, তথায় শল্য আবদ্ধ রহিয়াছে জানিবে।

মাংস-গত।—শল্য মাংসমধ্যে লুকাইয়া থাকিলে, স্নেহস্বেদাদি অবিরুদ্ধ ক্রিয়াবিশেষ দ্বারা যদি রোগীকে কৃশ করা যায়, তাহা হইলে শল্য শিথিল, স্খলিত ও চলিত হয়; পরে যে স্থানে বেদনা ও শোথ প্রকাশ পায়, তথায় শল্য আছে বুঝিতে হইবে।

কোষ্ঠ, অস্থি, সন্ধি ও মাংসপেশীর মধ্যে শল্য গুপ্তভাবে থাকিলে, মাংস-সংলগ্ন শল্যের লক্ষণ দ্বারা পরীক্ষা করিয়া, উহাদের বিদ্ধস্থান নির্ণয় করা আবশ্যক।

শিরাগত।—শিরা, ধমনী, স্রোতঃ ও স্নায়ুর মধ্যে শল্য প্রচ্ছন্নভাবে আবদ্ধ থাকিলে, রোগীকে খণ্ডচক্র যানে অর্থাৎ চাকাভাঙ্গা গাড়ীতে আরোহণ করাইয়া, বিষম (উচ্চনীচ) পথে সেই গাড়ী চালাইবে। ইহাদ্বারা রোগীর যে স্থানে শোথ ও বেদনা হইবে, তথায় শল্য আবদ্ধ আছে ইহা নিশ্চয় বুঝা যাইবে।

শল্য অস্থিতে আবদ্ধ হইয়া গুপ্তভাবে থাকিলে, পূর্ব্বোক্ত নিয়মে রোগীকে স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ করিবে, এবং অস্থিসকল পুনঃপুনঃ বন্ধন ও পীড়নাদি করিতে থাকিবে। এইরূপ করিলে যে স্থানে শোথ ও বেদনা অনুভূত হইবে, তথায় নিশ্চয়ই শল্য নিহিত আছে বুঝিতে হইবে।

শল্য সন্ধিস্থানে প্রবিষ্ট হইয়া লুক্কায়িত ভাবে থাকিলে, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে রোগীকে স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ করিবে, এবং সন্ধিস্থান পুনঃপুনঃ আকুঞ্চন, প্রসারণ, বন্ধন ও পীড়ন করিবে। ইহাতে যেখানে শোথ ও বেদনা লক্ষিত হইবে, সেইস্থলে শল্য আবদ্ধ রহিয়াছে জানিতে হইবে।

মর্ম্মবিদ্ধ-শল্য।—শল্য মর্ম্মস্থলে নিহিত হইলে, অন্যপ্রকারে পরীক্ষার আবশ্যক নাই; কারণ মর্ম্মসকল চর্ম্মশিরাদি স্থানে অবস্থিত, সুতরাং যে উপায়ে চর্ম্মাদি-নিবিষ্ট শল্যের পরীক্ষা করিতে হয়, সেই উপায়েই মর্ম্মস্থলবিদ্ধ শল্যেরও পরীক্ষা করিবে।

সামান্য-লক্ষণ।—হস্তিস্কন্ধ, অশ্বপৃষ্ঠ, পর্ব্বত বা বৃক্ষ প্রভৃতিতে আরোহণ, ধনুকে বাণযোজনা, দ্রুতবেগে গমন, বাহুযুদ্ধ, পথচলা, লঙ্ঘন (লাফাইয়া গর্ত্তাদি অতিক্রমণ করা), নদী প্রভৃতিতে সন্তরণ, ব্যায়াম, প্লবন (লম্ফ দ্বারা ঊর্দ্ধদিকে উঠা) জৃম্ভণ (হাইতোলা), উদ্গার, কাসি, হাঁচি, থুথু ফেলা, হাস্য, প্রাণায়াম (প্রাণবায়ুর অবরোধ,) বাতকর্ম্ম, প্রস্রাব, মলত্যাগ ও মৈথুন, এই-

সকল কার্য্যে শরীরের যে স্থানে শোথ বা বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে, নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে যে সেই স্থানেই শল্য আবদ্ধ রহিয়াছে।

অপিচ, শরীরের যে স্থানে তোদাদি বেদনা, অসাড়তা ও ভারবোধ হয়, কিংবা রোগী যে স্থান বারংবার সঞ্চালন করে, এবং যেখানে অত্যন্ত শোথ ও বেদনা হয়, অথবা রোগী যেস্থান সর্ব্বদা অত্যন্ত সতর্কভাবে রক্ষা ও পুনঃপুনঃ মর্দ্দন করে, তথায় শল্য নিহিত আছে, নির্ণয় করিয়া লইতে হইবে।

নিঃশল্যের লক্ষণ।—পীড়িত স্থানে অল্প পীড়া থাকিলে, এবং শোথ, বেদনা ও উপদ্রব না থাকিলে, ব্রণের ভিতর পরিষ্কার হইলে, ব্রণের চতুঃপার্শ্ব মৃদু, অনিশ্চল ও সমতল হইলে, চিকিৎসক এষণীযন্ত্র দ্বারা উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাইলে, এবং ব্রণ প্রসারণ ও আকুঞ্চন করিতে পারিলে বুঝিবে যে, সেই স্থানে শল্য নাই।

বিবিধ শল্যের গুণ।—ব্রণের মধ্যে অস্থিময় শল্য আবদ্ধ থাকিলে, ব্রণের অভ্যন্তরে ক্রমশঃ তাহা শীর্ণ ও খণ্ডখণ্ড হইয়া যায়। ব্রণমধ্যে শৃঙ্গময় ও লৌহময় শল্য নিহিত থাকিলে, ক্রমশঃ তাহা কুটিল হইয়া থাকে। ব্রণমধ্যে কাষ্ঠময় ও তৃণময় শল্য প্রবিষ্ট থাকিলে, যদ্যপি তাহা শীঘ্রই বাহির করিয়া ফেলা না হয়, তাহা হইলে অচিরাৎ সেই স্থানের রক্ত-মাংসাদি পচিয়া উঠে। আর যদি সেই শল্য স্বর্ণময়, রৌপ্যময়, পিত্তলময়, রঙ্গময় ও সীসকময় হয়, এবং যদি তাহা অধিককাল আবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে উহা শরীরের পৈত্তিক তেজঃপ্রভাবে বিগলিত হইয়া, দেহমধ্যেই ধাতুর সহিত মিশিয়া যায়। এইপ্রকার অন্যান্য স্বাভাবিক শীতল ও কোমল দ্রব্যসকল দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, শারীরিক পিত্ত তাপে গলিয়া, শরীরস্থ ধাতুর সহিত মিশিয়া যায়, এবং দেহাভ্যন্তরেই বিলীন হইয়া থাকে।

অপিচ, শৃঙ্গময়, দন্তময়, কেশময়, অস্থিময়, বেণুময়, কাষ্ঠময়, পাষাণময় ও মৃন্ময় শল্যসকল দেহমধ্যে বহুকাল থাকিলেও একবারে লয় পায় না।

সুচিকিৎসক।—সপ্তবিধ গতিবিশিষ্ট দ্বিবিধ শল্যের লক্ষণে যাঁহার অভিজ্ঞতা আছে, যিনি চর্ম্মাদিতে প্রবিদ্ধ শল্যসকলের লক্ষণ ও উপদ্রব অবগত আছেন, তাঁহাকেই রাজ-চিকিৎসক অর্থাৎ সুচিকিৎসক বলা যাইতে পারে।

একবিংশ অধ্যায়।

শল্যের উদ্ধার।

উপায় —শল্য দুইপ্রকার; অববদ্ধ ও অনববদ্ধ। যে শল্য দেহমধ্যে বিশেষরূপে সংলগ্ন হইয়াছে, তাহার নাম অববদ্ধ; আর যাহা সম্যক্-প্রকারে গাঢ়বদ্ধ হয় নাই, তাহাকে অনববদ্ধ শল্য বলা যায়। এই শল্য বাহির করিবার উপায় সাধারণতঃ পঞ্চদশ প্রকার; যথা—(১) স্বভাব অর্থাৎ স্বাভাবিক ক্রিয়াদি (২) পাচন (পাকান), (৩) ভেদন অর্থাৎ বৃক্ষপত্রাদি বা যন্ত্রদ্বারা স্ফোটন, (৪) দারণ অর্থাৎ ঔষধাদি দ্বারা বিদারণ (ফাটান), (৫) পীড়ন (ঔষধাদি দ্বারা মর্দ্দন), (৬) প্রমার্জ্জন (যন্ত্রাদিদ্বারা মোচন), (৭) নির্ধ্মাপন অর্থাৎ প্রধমন, (৮) বমন, (৯) বিরেচন, (১০) প্রক্ষালন, (১১) প্রতিমর্ষ (অঙ্গুলি প্রভৃতি দ্বারা ঘর্ষণ) (১২) প্রবাহণ (কুন্থন), (১৩), আচূষণ (মুখ বা শৃঙ্গাদি দ্বারা চূষণ), (১৪) অয়স্কান্ত (কর্ষক অর্থাৎ চুম্বক লৌহ), এবং (১৫) হর্ষ (তুষ্টি)।

অবস্থা ও ক্রিয়া।

১। স্বভাবোপায়।—অশ্রু (নেত্রনীর), ক্ষবথু (হাঁচি), উদ্গার, কাসি, মূত্র (প্রস্রাব) ও পুরীষত্যাগ ও বায়ু (বাতকর্ম্মাদি) এইসকল স্বাভাবিক বল (কার্য্য) দ্বারা চক্ষু প্রভৃতি স্থানে সংলগ্ন ধূলি প্রভৃতি শল্য বাহির হইয়া যায়।

২। পাচনোপায়—যে স্থানে শল্য গাঢ়রূপে সংলগ্ন হইয়াছে, সেইস্থান যদি সহজে না পাকে, তবে তাহা ঔষধাদি দ্বারা পাকাইয়া পূয়াদি বাহির করিবে; তাহা হইলে সেই পূয়রক্তাদি নির্গমনের বেগে অথবা শল্যের গুরুত্ব প্রযুক্ত আপনা আপনিই শল্য নির্গত হইয়া যায়।

৩, ৪ ও ৫। ভেদন, দারণ ও পীড়ন।—শল্যবিদ্ধ স্থান পাকিয়া আপনি ফাটিয়া না গেলে, অস্ত্রদ্বারা ভেদ (ছিদ্র) অথবা দারণ করিবে অর্থাৎ চিরিয়া

দিবে। যদ্যপি তাহাতেও শল্য বাহির না হয়, তবে হস্ত বা যন্ত্রাদিদ্বারা পীড়ন করিয়া (টিপিয়া) শল্য বাহির করিবে।

সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গর্ভ শল্য—পরিষেচন, নির্ধ্মাপন, এবং চামর, বস্ত্র ও হস্তদ্বারা; আহারীয় দ্রব্যের অবশিষ্টাংশ সূক্ষ্ম শল্যের সহিত সংলগ্ন থাকিলে—শ্বাস-কাস-ও প্রধমনাদি দ্বারা; অন্নশল্য—বমন ও অঙ্গুলিস্পর্শ প্রভৃতি দ্বারা; এবং পক্বাশয়-গত শল্য—বিরেচনাদি দ্বারা বহির্গত হয়। ব্রণ-দোষাশ্রিত শল্য প্রক্ষালন দ্বারা নির্গত হইয়া থাকে। বাত (বাতকর্ম্ম), মূত্র, পুরীষ ও গর্ভপ্রবৃত্তি (প্রসব) রূপ শল্য—প্রবাহণ (কুন্থন) দ্বারা নিষ্কাশিত করিতে হয়। দূষিত বায়ু, দূষিত জল, বিষাক্ত রক্ত, ও দূষিত স্তন্যরূপ শল্য—মুখ বা শৃঙ্গদ্বারা চুষিয়া বাহির করা উচিত। অনুলোম, অসম্যক্ বদ্ধ, অক্ষুদ্র ব্রণ-মুখাকার ও অকর্ণ শল্য অয়স্কান্ত দ্বারা নিঃসারিত করিবে। বিবিধ-কারণোৎপন্ন মানসিক শোকরূপ শল্য হর্ষ দ্বারা দূর করিতে হয়।

প্রকার-ভেদ।—সর্ব্বপ্রকার শল্য বাহির করিবার উপায় দুইটী—প্রতিলোম ও অনুলোম। তন্মধ্যে প্রতিলোমভাবে প্রবিষ্ট শল্যকে বিপরীত ভাবে এবং অনুলোমভাবে প্রবিষ্ট শল্যকে সরলভাবে টানিয়া বাহির করিতে হয়। কণ্টকাদি উত্তুণ্ডিত (উর্দ্ধনিঃসরণোন্মুখ) শল্যকে বিদ্ধস্থান অল্প ছেদন-পূর্ব্বক হস্তাদি দ্বারা ইতস্ততঃ চালিত করিয়া অনুলোমভাবে আকর্ষণ করিবে। কুক্ষি, বক্ষঃ, বগল, কুঁচকি ও পর্শুকা (পাঁজরা) প্রভৃতি স্থানে শল্য আবদ্ধ হইলে, হস্তদ্বারাই তাহা বাহির করিবে। অনুত্তুণ্ডিত শল্য অর্থাৎ যে শল্য হাত দিয়া টানিয়া তোলা যায় না, এবং সঞ্চালনের অযোগ্য শল্য অর্থাৎ যাহা চালিত করিলে ক্ষতস্থান বেশী ছিঁড়িয়া যায়, তাহা চালিত না করিয়া ছেদন দ্বারাই নিঃসারিত করা আবশ্যক; কারণ, উক্তপ্রকার শল্য তুলিতে যাইলে, ক্ষতস্থল আরও অধিক ছিঁড়িয়া যাইতে পারে। সুতরাং যেসকল শল্য হাত দিয়া বাহির করা যায় না, তাহা যন্ত্র ও শস্ত্রাদির সাহায্যে নিঃসারিত করিতে হয়।

উপদ্রব নিবারণ।—শল্য বাহির করিবার সময়ে রোগী মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইলে, তাহার মুখে জলসেচন করিবে, মর্ম্মসকল অতীব যত্নের সহিত রক্ষা করিবে, এবং রোগীকে, দুগ্ধাদি পান করাইয়া আশ্বাসিত (সুস্থ) করিয়া রাখিবে।

কর্ত্তব্য।—শল্য বাহির করিবার পর ক্ষতস্থানের রক্তস্রাব নিবারণ করিবে, এবং স্বেদযোগ্য রোগীকে অগ্নি বা ঈষদুষ্ণ ঘৃত দ্বারা স্বেদ প্রদান করিয়া অথবা ব্রণ অগ্নিকর্ম্মের যোগ্য হইলে, অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিয়া, ঘৃত ও মধু লেপন করিবে। তৎপরে রোগীর জন্য সুপথ্য আহারাদির ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

ভিন্ন ভিন্ন কৌশল।—শল্য শিরা বা স্নায়ুতে প্রবেশ করিলে, শলাকাদি দ্বারা ধরিয়া উহা বাহির করিতে হয়। যেস্থানে শল্য আবদ্ধ থাকে, সেই স্থান অত্যন্ত ফুলিয়া শল্য ঢাকিয়া ফেলিলে, সেই ফুলার চারিদিকে টিপিয়া, কুশাদিদ্বারা শল্য বাঁধিয়া টানিয়া বাহির করা কর্ত্তব্য। বক্ষঃস্থলে শল্য বিদ্ধ হইলে, শীতল জলাদি দ্বারা রোগীর ক্লান্তি দূর করিয়া, প্রবেশ-পথ দ্বারা শল্য নিঃসারিত করিবে। শরীরের অন্য স্থানে যে শল্য নিবদ্ধ হয়, তাহা সহজে নিষ্কাশিত না হইলে এবং তাহাতে দারুণ বেদনা জন্মিলে, তাহা বিদীর্ণ করিয়া উদ্ধার করিবে। ছিদ্রমধ্যে শল্য প্রবিষ্ট অথবা অস্থিতে দৃঢ়রূপে সংলগ্ন হইলে, সেই শল্য দুই পা দিয়া শক্তরূপে ধরিয়া যন্ত্রদ্বারা বাহির করা কর্ত্তব্য; কিন্তু যদ্যপি এই প্রকারে নিজে শল্য বাহির করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে কোন বলবান্ লোক দ্বারা যন্ত্র ভালরূপে ধারণ করাইয়া শল্য অপনীত করিবে; কিংবা ধনুকের গুণের সহিত শল্য বাঁধিয়া জোরে টানিয়া বাহির করিবে; অথবা অশ্বের মুখে বন্ধন পূর্ব্বক অশ্বকে কশাঘাতে অর্থাৎ চাবুকাদি দ্বারা তাড়ন করিলে, অশ্বের মস্তকের বেগে শল্য আপনি বাহির হইয়া পড়ে। কিংবা উচ্চবৃক্ষের শাখা জোরে নোয়াইয়া, তাহাতে আবদ্ধ শল্য বন্ধনপূর্ব্বক সেই শাখা ছাড়িয়া দিলে উহার গমনবেগের সহিত শল্য উদ্ধৃত হইবে।

শল্য অস্থিদেশে ঊর্দ্ধমুখে থাকিলে, প্রস্তরখণ্ড কিংবা মুদ্গরাদির আঘাতে সঞ্চালন করিয়া প্রবেশ-পথ দ্বারা বাহির করিতে হয়। শরীরের কোনস্থানে কর্ণযুক্ত শল্য আবদ্ধ হইয়া ঊর্দ্ধমুখে থাকিলে, প্রথমতঃ সেই শল্যের কর্ণ সঙ্কুচিত করিবে এবং তৎপরে আকর্ষণ পূর্ব্বক শল্য উদ্ধৃত করিবে। লাক্ষাময় শল্য গলার ভিতর আবদ্ধ হইলে, কণ্ঠে নাড়ী অর্থাৎ তাম্রাদিনির্ম্মিত নল প্রবিষ্ট করিবে, তাহার পর অগ্নিসন্তপ্ত শলাকা সেই নলের মধ্য দিয়া চালিত করিবামাত্র শল্য গলিয়া গেলে, শীতল জলদ্বারা তাহাকে সিক্ত করিবে। ইহাতে সেই শল্য গাঢ় হইলে যেমন গলাধঃকৃত হইবার সম্ভাবনা হইবে তখনই শলাকা দিয়া

ধরিয়া টানিয়া বাহির করিবে। লাক্ষাময় ভিন্ন অন্যপ্রকার শল্য কণ্ঠদেশে বদ্ধ হইলে, শলাকায় গালা ও মোম মাখাইয়া তাহা পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়ায় গলার ভিতরে প্রবেশিত করিবে, এবং তদ্দ্বারা শল্যের উদ্ধার করিবে। অস্থিময় শল্য বা অন্য কোনপ্রকার শল্য কণ্ঠদেশে আবদ্ধ থাকিলে, একটী দীর্ঘ সূত্রের একদিকে কেশোণ্ডুক (চুলের ডেলা) বন্ধন পূর্ব্বক তৎসহ তরল দ্রব্য আকণ্ঠ পান করিয়া বমন করিতে থাকিবে। এইরূপে পুনঃপুনঃ বমন করিতে করিতে যখন দেখা যাইবে যে, সূত্রবদ্ধ কেশোণ্ডুক শল্যের সহিত জড়াইয়া গিয়াছে, তখন সেই সূত্র টানিয়া শল্য বাহির করিবে, অথবা কোমল দন্তধাবন কাষ্ঠ দ্বারা শল্য উদ্ধৃত করিবে। এইপ্রকার শল্য উদ্ধার করিবার সময়ে কণ্ঠদেশ ক্ষত হইলে, রোগীকে মধু ও ঘৃত অসমান মাত্রায়, কিংবা ত্রিফলাচূর্ণ—মধু ও ইক্ষুচিনিসহ মিশ্রিত করিয়া লেহন করিতে দিবে। উদরে জল প্রবেশ করিলে, রোগীকে অধোমুখ করিয়া তাহার উদরের উপরিভাগ ত্রিকটু-চূর্ণ দ্বারা অবপীড়ন (ঘর্ষণ) বা কম্পন করাইবে; কিংবা রোগীকে বমন করাইবে, বা ভস্মরাশির মধ্যে কণ্ঠপর্য্যন্ত নিমজ্জিত করিবে। খাদ্যদ্রব্যের সহিত কোনপ্রকার শল্য গলদেশে নিবদ্ধ হইলে, রোগীর স্কন্ধদেশে অজ্ঞাতভাবে মুষ্টি আঘাত করিবে, অথবা রোগীকে স্নেহদ্রব্য, মদ্য বা কোনপ্রকার পানীয় দ্রব্য পান করিতে দিবে। বাহু, রজ্জু বা লতারূপ শল্যদ্বারা কণ্ঠদেশ পীড়িত হইলে; বায়ু কুপিত হইয়া কফকে কুপিত করে, এবং তদ্দ্বারা স্রোতকে বদ্ধ করিয়া ফেলে; তখন রোগীর মুখ দিয়া লালাস্রাব ও ফেনোদ্গম হইতে থাকে, এবং তাহার সংজ্ঞানাশ হইয়া পড়ে। এইপ্রকার অবস্থায় রোগীকে স্বেদ প্রদান পূর্ব্বক তীক্ষ্ণ শিরোবিরেচন (নস্য) প্রয়োগ করিবে, এবং বাতঘ্ন রস (মাংস বা মুগাদির যূষ অথবা কোন ফলের রস) পান করিতে দিবে।

বিশেষ বিধি।—বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক শল্যের আকৃতি ও প্রবেশ-স্থান বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া, এবং যেস্থানে যেপ্রকার শল্য উদ্ধারের নিমিত্ত যেরূপ যন্ত্রের প্রয়োজন, তাহা বিবেচনা করিয়া, সম্যক্ প্রকারে শরীর হইতে শল্য বাহির করিবেন। কর্ণবুক্ত শল্য বা যে শল্য অত্যন্ত কষ্টে উদ্ধার করিতে হয়, তাহা সপরিচ্ছিন্ন যুক্তিপূর্ব্বক উদ্ধৃত করিবে। পূর্ব্বোক্ত উপায় দ্বারা শল্য উদ্ধৃত না হইলে, চিকিৎসক স্বীয় সূক্ষ্ম-বুদ্ধিতে বিশেষ অনুধাবন পূর্ব্বক যন্ত্রসংযোগে

শল্য বাহির করিবেন। যেহেতু শল্য নির্গত করিতে না পারিলে, সেইস্থানে শোথ, পাক, তীব্র বেদনা প্রভৃতি উপস্থিত হয়, ও নিহিত শল্য রোগীর প্রাণনাশ অথবা অঙ্গবৈকল্য করিয়া থাকে।

—:•:—

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

বিপরীতাবিপরীত ব্রণবিজ্ঞান।

অরিষ্ট বা মৃত্যুচিহ্নের কার্য্য।—যেমন পুষ্পদ্বারা ফলের, ধূমদ্বারা অগ্নির, এবং মেঘদ্বারা বৃষ্টির অবশ্যম্ভাবিতা বুঝা যায়, সেইরূপ অরিষ্ট লক্ষণ দ্বারা মৃত্যুর নিশ্চয়তা নিরূপিত হইয়া থাকে। এই অরিষ্ট লক্ষণসকল প্রকাশিত হইলেও, ইহাদের সূক্ষ্মতা ও ব্যতিক্রমহেতু অজ্ঞব্যক্তিসকল প্রমাদ বা মূর্খতা প্রযুক্ত ইহা জানিতে পারে না। অরিষ্টলক্ষণ প্রকাশ পাইলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু কোন কোন সময়ে রাগাদি দোষ-রহিত পবিত্র ব্রাহ্মণদ্বারা জপ ও তপাদি এবং রসায়ন দ্বারা মৃত্যু নিবারণ করিতে পারা যায়। যেমন দোষভেদে নানা-প্রকার লক্ষণযুক্ত পীড়া দেখা দেয়, সেইরূপ অরিষ্টচিহ্নও নানাবিধ। যেব্যক্তির আয়ুঃ শেষ হইয়াছে, চিকিৎসক তাহার চিকিৎসা করিলে, কোনপ্রকার ফললাভ করিতে পারেন না; অতএব চিকিৎসকের অতীব যত্নসহকারে অরিষ্ট-লক্ষণ-সকল পরীক্ষা করা উচিত।

অরিষ্ট লক্ষণ।—ব্রণের যেপ্রকার স্বাভাবিক গন্ধ, বর্ণ, রস, শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার বিপরীত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, ব্রণরোগীর পক্ক অর্থাৎ পতন (অরিষ্ট বা বিনাশ অথবা মৃত্যু) লক্ষণ নির্ণয় করিতে হইবে।

স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক গন্ধ।—বাতজ ব্রণের স্বাভাবিক গন্ধ কটু; পিত্তজ ব্রণের স্বাভাবিক গন্ধ তীক্ষ্ণ; কফজ ব্রণের গন্ধ কাঁচা মাংসের ন্যায়; রক্তজ ব্রণের স্বাভাবিক গন্ধ রক্তের গন্ধের ন্যায়; এবং সান্নিপাতিক

ব্রণে পূর্ব্বোক্ত বাতাদি ত্রিদোষের মিলিত লক্ষণযুক্ত গন্ধ হইয়া থাকে। বাত-পৈত্তিক ব্রণের স্বাভাবিক গন্ধ লাজ (খই) সদৃশ; বাতশ্লৈষ্মিক ব্রণের প্রাকৃতিক গন্ধ মসিনা-তৈলের ন্যায়; পিত্তশ্লৈষ্মিক ব্রণের স্বাভাবিক গন্ধ তৈলের ন্যায়, এবং সান্নিপাতিক ব্রণের প্রাকৃতিক গন্ধ অল্প কাঁচা মাংসের গন্ধের ন্যায় হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন অন্য গন্ধ ব্রণে অনুভূত হইলে, তাহাই বিকৃত বলিয়া স্থির করিতে হইবে।

গন্ধবিশেষে অরিষ্ট-লক্ষণ।—মুমূর্ষু ব্যক্তির ব্রণে মদ, অগুরু, জাতীপুষ্প, পদ্মপুষ্প, চন্দন ও চম্পকপুষ্পের ন্যায় সুগন্ধ এবং পারিজাতাদি পুষ্পের ন্যায় দিব্যগন্ধ প্রকাশিত হয়। ব্রণরোগীর ব্রণে কুক্কুর, অশ্ব, ইন্দুর, কাক, পচা বা শুষ্ক মাংস, ও মৎকুণ (ছারপোকা), এইসকলের গন্ধের ন্যায় অপ্রিয়-গন্ধ, এবং পঙ্কগন্ধ ও মৃত্তিকার গন্ধ অনুভূত হইলে, তাহাকে ব্রণের অরিষ্ট-লক্ষণ বলা যায়।

বর্ণবিশেষে অরিষ্ট-লক্ষণ।— পিত্তজ-ব্রণের বর্ণ ধ্যাম (ঈষৎকৃষ্ণ), কুঙ্কুম ও কঙ্কুষ্ঠ প্রভৃতির ন্যায় হইলে, তাহাতে দাহ ও চূষণবৎ বেদনা জন্মিলে, চিকিৎসক তাহা পরিত্যাগ করিবেন। কফজ ব্রণ যদি কণ্ডূ ও কাঠিন্যযুক্ত শ্বেতবর্ণ ও স্নিগ্ধ হইয়া পড়ে, এবং তাহাতে যদি বেদনা ও দাহ হয়, তাহা হইলে তাহা অসাধ্য। বাতজন্য ব্রণ কৃষ্ণবর্ণ ও অল্পস্রাবী হইলে, তাহাতে মর্ম্মবেদনা থাকিলে, অথবা তাহাতে একবারেই বেদনা না থাকিলে, তাহা অসাধ্য হয়; চিকিৎসক তাহার চিকিৎসা করিবেন না।

বিবিধ অরিষ্ট-চিহ্ন।— যেসকল চর্ম্মগত ও মাংসস্থিত ব্রণে খট্ খট্ ঘুর ঘুর শব্দ হয়, যাহা প্রজ্বলিতের ন্যায় দৃশ্যমান এবং যাহা হইতে শব্দের সহিত বায়ু নির্গত হয়, তাহা অসাধ্য। যেসকল ব্রণ মর্ম্মস্থলে উৎপন্ন না হইয়াও অত্যন্ত বেদনাবিশিষ্ট হয়, এবং যেসমস্ত ব্রণের অভ্যন্তরে জ্বালা ও বাহিরে শীতলতা অনুভূত হয়, এবং যেসমস্ত ব্রণের অভ্যন্তর শীতল ও বহির্দ্দেশে অত্যধিক জ্বালা থাকে, তাহা অসাধ্য। যেসকল ব্রণের আকৃতি শক্তি (শস্ত্র-বিশেষ), কুন্ত (শস্ত্রবিশেষ), ধ্বজ, রথ, হস্তী, অশ্ব, গো, বৃষ ও প্রাসাদসদৃশ, তাহা অসাধ্য। যেসকল ব্রণ চূর্ণদ্রব্যের সংযোগ ব্যতীত চূর্ণদ্রব্যসংযুক্ত বলিয়া বোধ হয়, তাহাও অসাধ্য। যে ব্রণে রোগীর বলক্ষয়, মাংসক্ষয়, শ্বাস, কাস ও

অরুচি উৎপন্ন হয়, এবং যেসকল মর্ম্মস্থানজাত ব্রণে অত্যন্ত পূয় ও রক্ত জন্মে, তাহা অসাধ্য। অতীব যত্নের সহিত নিয়মিতরূপে চিকিৎসা করিলেও, যে ব্রণের আরোগ্য-লক্ষণ দেখা যায় না, যশঃপ্রার্থী চিকিৎসকের তাহাও পরিত্যাগ করা উচিত।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

দূত, শকুন ও স্বপ্ন-দর্শন।

দূত।—যে ব্যক্তি চিকিৎসককে আনিতে যায়, তাহাকে দূত বলে। এই দূতের দর্শন, সম্ভাষণ (আলাপাদি), বেশাদি ও কার্য্য এবং তাহার আগমন-কালে নক্ষত্র, বেলা (মধ্যাহ্নাদি সময়) তিথি, নিমিত্ত (সর্পাদিদর্শন), শকুন (পক্ষী), বায়ুপ্রবাহ, চিকিৎসকের স্থান, বাক্য, শারীরিক ও মানসিক কার্য্য, এইসকল দ্বারা রোগীর শুভ ও অশুভ ফল জানা যাইতে পারে।

শুভ দূত।—পাষণ্ড (কাপালিক), আশ্রমী, এবং বর্ণ (জাতি), ইহাদের স্বপক্ষীয় দূত হিতকর, অর্থাৎ রোগী যে আশ্রমস্থ এবং যে জাতীয়, দূতও সেই আশ্রমস্থ ও সেই জাতীয় হইলে, মঙ্গল হইয়া থাকে; যেমন—কাপালিক রোগীর দূত কাপালিক, ব্রহ্মচারী রোগীর দূত ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ রোগীর দূত গৃহস্থ ব্যক্তি, ব্রাহ্মণ রোগীর দূত ব্রাহ্মণ ইত্যাদি হইলে মঙ্গলকর বলা যাইতে পারে। ইহার বিপরীত দূত অমঙ্গলজনক, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ গৃহস্থের দূত ব্রহ্মচারী বা শূদ্র হইলে, অমঙ্গল হইয়া থাকে। যাহার পরিধানে শুক্লবস্ত্র, যিনি পবিত্র, গৌর বা শ্যামবর্ণ ও প্রিয়দর্শন, এবং যে রোগীর সজাতি বা সগোত্র, এরূপ দূত রোগীর পক্ষে শুভজনক। গোযান বা অশ্বযানে অথবা পদব্রজে আগত, সন্তুষ্টচিত্ত, শুভকার্য্যকারী, ধৃতিমান্, বিধিজ্ঞ, কালজ্ঞ, স্বতন্ত্র (স্বাধীন), প্রতিপত্তিশালী, অলঙ্কারধারী ও মঙ্গলবিশিষ্ট, এইপ্রকার

দূত দ্বারা রোগীর মঙ্গল হইয়া থাকে। যিনি আসিয়াই স্বস্থ (ব্যাধিবর্জিত), পূর্ব্বমুখে সমতল পবিত্র স্থানে আসীন, পবিত্র চিকিৎসককে দেখিতে পান, এই প্রকার দূতও শুভজনক।

অশুভ দূত।—নপুংসক (ক্লীব, হিজড়ে) বহুস্ত্রীবিশিষ্ট, অনেক কর্ম্মার্থী, অসূয়াকারী (পরনিন্দাকারী), গর্দ্দভ বা উষ্ট্রযুক্ত রথে (গাড়ীতে) আরোহণপূর্ব্বক আগত এবং পরম্পরারূপে অর্থাৎ একের পর একজন এইরূপ পঙ্‌ক্তি গাঁথিয়া আগত, এইপ্রকার দূতসকল চিকিৎসকের নিকটে আসিলে, রোগীর পক্ষে অশুভ বলিয়া স্থির করিতে হইবে। যাহার হাতে পায়ে রজ্জু (দড়ি), দণ্ড (লাঠি) ও আয়ুধ (খড়্গাদি অস্ত্র), পরিধানে রক্ত বা পীতবর্ণ আর্দ্র বা জীর্ণবস্ত্র ; যাহার দক্ষিণ দিকে মলিন ও ছিন্ন উত্তরীয়, যাহার শরীরের কোন অঙ্গ কম বা কোন অঙ্গ বেশী আছে ; যে উদ্বিগ্ন, বিকৃত (পঙ্গুবামনাদি) ও ভয়ঙ্করমূর্ত্তিধারী ; যে রুক্ষ ও নিষ্ঠুরভাষী, সেরূপ দূত দ্বারা রোগীর অমঙ্গল হয়। যে তৃণ ও কাষ্ঠছেদনকারী ; নাসিকা, স্তন, বস্ত্রান্ত, অনামিকা অঙ্গুলি, কেশ, নখ, রোম ও বস্ত্রের প্রান্তভাগ—এইসকল যে স্পর্শ করিয়া থাকে ; যে ব্যক্তি স্রোত (কর্ণাদি ছিদ্র), অবরোধ (স্কন্ধ), হৃদয়, গণ্ডস্থল, মস্তক, বক্ষঃস্থল ও কুক্ষিদেশ এইসকল স্থানে হস্ত রক্ষা করে, যে কপাল (মাথার খুলি), উপল (প্রস্তরখণ্ড), ভস্ম, অস্থি, তুষ ও অঙ্গার, এইসকল হস্তে ধারণ করিয়া থাকে, নখাদি দ্বারা ভূমি খনন করে, হস্তদ্বারা কোন দ্রব্য নিক্ষেপ করে, যে লোষ্ট্রভঙ্গকারী, যে তৈল বা কর্দ্দম গাত্রে লেপন করিয়া আইসে ; যাহার গলে রক্তমাল্য, হস্তে পক্ক বা অসার ফল, অথবা অপর অসার কোন দ্রব্য থাকে ; যে নখদ্বারা নখান্তর অথবা হস্তদ্বারা পদ, উপানৎ (জুতা) ও চর্ম্ম ধারণ করে ; যে গলিত-কুষ্ঠাদি বিকৃত ব্যাধিদ্বারা পীড়িত, বিপরীত আচারশীল, রোদনকারী, পরিশ্রান্ত, শ্বাসযুক্ত ও বিকৃতভাবে দর্শন করিতে থাকে ; যে দক্ষিণদিকে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া অবস্থিতি করে এবং এক স্থানে এক পদে দণ্ডায়মান থাকে, এইসকল দূত রোগীর পক্ষে অশুভকর।

চিকিৎসক ও দূত।—চিকিৎসক যদি দক্ষিণমুখ হইয়া অশুচি স্থানে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া রন্ধন কিংবা পশুবধাদি নিষ্ঠুর কার্য্যে প্রবৃত্ত

থাকেন, নগ্ন (উলঙ্গ), ভূমিতে শায়িত, মূত্রপুরীষাদি পরিত্যাগ করার অশুচি, বা মুক্তকেশ তৈল মর্দ্দন করিতে থাকেন, তিনি যখন ঘর্ম্মাক্ত কলেবর, অথবা বিক্লব (উদ্বিগ্নচিত্ত) থাকেন, এইরূপ অবস্থায় চিকিৎসকের নিকটে দূত গমন করিলে, রোগীর পক্ষে অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে।

দিন ও নক্ষত্র। যেদিন চিকিৎসক পিতৃকার্য্যে (পিতৃ-শ্রাদ্ধাদিতে) ও দৈবকার্য্যে (পূজাদিতে) রত, অথবা যেদিন চিকিৎসক উল্কাপাতাদি অমঙ্গল দেখিতে পাইয়াছেন, সেই দিন, কিংবা মধ্যাহ্নে, অর্দ্ধরাত্রে প্রাতঃকালে, অথবা কৃত্তিকা, আর্দ্রা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্ব্বাষাঢ়া, পূর্ব্বভাদ্রপদ, পূর্ব্বফল্গুনী ও ভরণী নক্ষত্রে, চতুর্থী নবমী ও ষষ্ঠী তিথিতে এবং সন্ধিকালে দূত তাঁহার নিকটে আসিলে রোগীর পক্ষে অশুভ হইয়া থাকে।

রোগবিশেষে দূত। অগ্নির নিকটে থাকিয়া ঘর্ম্মাক্ত ও অতিতপ্ত দূত মধ্যাহ্নকালে চিকিৎসকের নিকটে আসিলে, পিত্তরোগীর পক্ষে অমঙ্গল, কিন্তু কফরোগীর পক্ষে মঙ্গল হইয়া থাকে। অন্যান্য ব্যাধিতেও (বায়ুরোগাদিতে) ঐরূপ লক্ষণাদি দ্বারা রোগীর মঙ্গলামঙ্গল নিরূপণ করা আবশ্যক। রক্তপিত্ত, অতিসার ও প্রমেহরোগে জলাবধ দর্শন করিয়া দূত চিকিৎসকের নিকটে গমন করিলে, মঙ্গল হইয়া থাকে। এই প্রকারে অন্যান্য রোগে দূতের লক্ষণ প্রভৃতি দেখিয়া বিবেচনা সহকারে রোগীর শুভাশুভ নির্ণয় করিতে হয়।

দূতের যাত্রাকাল শুভাশুভ।—দূত চিকিৎসককে আনিবার নিমিত্ত যখন যাত্রা করে, তখন যদি দক্ষিণে মাংস, জলকুম্ভ, আতপত্র (ছাতা), ব্রাহ্মণ, হস্তী, গো, বৃষ ও শুক্লবর্ণ দ্রব্য দর্শন করে, তাহা হইলে রোগীর পক্ষে শুভকর। পুত্রবতী নারী, সবৎসা গাভী, বর্দ্ধমান (শরা ও চষক অর্থাৎ পেয়ালা), অলঙ্কৃতা কন্যা, মৎস্য, অপক্ক ফল, স্বস্তিক (মুক্তামালাবিশেষ), মোদক (মোয়া, লাড়ু), দধি, স্বর্ণ, অক্ষত (আতপতণ্ডুল), তণ্ডুলপূর্ণ শরাদি পাত্র, রত্ন, পুষ্প, রাজা, প্রজ্বলিত অগ্নি অশ্ব, হংস, চাষপক্ষী ও ময়ূর এবং ব্রহ্ম (বেদপাঠ), দুন্দুভি (ভেরি), ধ্বনি, মেঘধ্বনি, শঙ্খরব, বংশীরব, রথ (গাড়ী) শব্দ, সিংহনাদ, গাভী-শব্দ, বৃষধ্বনি, হ্রেষা (ঘোড়ার ডাক), গজবৃংহিত, মনুষ্যের শব্দ ও হংসরব, বামদিকে পেচকের দর্শন ও শব্দ এবং মঙ্গলজনক কথা শ্রবণ, এইসকল রোগীর পক্ষে মঙ্গলকর। পত্র, পুষ্প, ফল ও ক্ষীরবিশিষ্ট নীরোগবৃক্ষ; কোনপ্রাণী

কর্ত্তৃক আশ্রিত আকাশ, বেশ্ম (গৃহ), ধ্বজ, তোরণ ও বেদিকা; পৃষ্ঠভাগে শান্ত দিকে মধুরধ্বনি শ্রবণ এবং বাম বা দক্ষিণদিকে শকুনদর্শন, দূতের যাত্রাকালে এই সকল রোগীর পক্ষে সিদ্ধিকর। দূত যাত্রাকালে স্বভাবতঃ বা বজ্রদ্বারা শুষ্ক-পত্রবিশিষ্ট, লতাজড়িত সকণ্টক বৃক্ষ, প্রস্তর, ভস্ম, অস্থি, পুরীষ, তুষ, অঙ্গার, চৈত্য ও বল্মীক প্রভৃতি দর্শন করিলে, কিংবা কেহ বিষমভাবে অবস্থিতিপূর্ব্বক ভয়ঙ্কর রবে সম্ভাষণ করিলে, এবং সম্মুখভাগস্থ প্রদীপ্ত দিকে কেহ সম্বোধন করিলে, রোগীর পক্ষে মঙ্গলকর নহে।

দূতের যাত্রাকালে বামদিকে পুরুষজাতীয় পক্ষী এবং দক্ষিণদিকে স্ত্রীজাতীয় পক্ষী দর্শন, কুক্কুর ও শৃগালের দক্ষিণদিক হইতে বামদিকে গমন, এবং নকুল (বেজী) ও চাষপক্ষীর বামদিকে গমন মঙ্গলকর। শশক ও সর্পের কোন-দিকেই গমন শুভকর নহে অর্থাৎ অমঙ্গলজনক। ভাসপক্ষী ও পেচকের গমনে অশুভ। গোধা (গোসাপ) ও কৃকলাস (গিরগিটে) ইহাদের দর্শন ও শব্দশ্রবণ অশুভ। কুলত্থ, তিল, কার্পাস, তুষ, পাষাণ, ভস্ম, অঙ্গার, তৈল, কর্দ্দম, প্রসন্না ব্যতীত অপর মদ্য, ও রক্তসর্ষপ, এইসকল দ্রব্যদ্বারা পূর্ণ পাত্র দর্শনে শুভ হয় না। পথিমধ্যে শুষ্ক শবকাষ্ঠ ও শুষ্ক পলাশ, এবং পতিত, নীচ, দীন, অন্ধ ও শত্রুদর্শন অমঙ্গলকর। দূতের যাত্রাকালে মৃদু সুগন্ধি অনুকূল বায়ু কল্যাণকর, এবং বেগবান্ অনিষ্ট-গন্ধবিশিষ্ট (দুর্গন্ধ) প্রতিকূল বায়ু অমঙ্গলকর বলিয়া স্থির করা আবশ্যক।

গ্রন্থি, অর্ব্বুদাদি রোগে ছেদন-শব্দ, বিদ্রধি, উদর ও গুল্ম প্রভৃতি রোগে ভেদন-শব্দ, এবং রক্তপিত্ত ও অতিসারাদি ব্যাধিতে রোধ-শব্দ শুভজনক। এইরূপে ব্যাধি-বিশেষে অন্যান্য শব্দ-বিশেষের দ্বারাও রোগীর শুভাশুভ নির্ণয় করিতে হয়।

রোদন-ধ্বনি।—কাতর স্বর, রোদন ধ্বনি, বমন, বায়ুত্যাগ ও উষ্ট্রের শব্দ, নিষেধবাক্য, ভগ্নতুল্য শব্দ, হাঁচি, পতনশব্দ ও আঘাতশব্দ এবং চিকিৎ-সকের চিত্তবিকৃতি, এইসকল যাত্রাকালে অমঙ্গল। যাত্রাকালে এইরূপ শুভা-শুভসমূহ রোগী ও চিকিৎসক উভয়ের পক্ষে সমান। যাত্রাকালে পথে ও গৃহ-প্রবেশের দ্বারে এইসকল লক্ষণ শুভাশুভজনক; কিন্তু অন্যত্র হইলে কোনরূপ ফলাফলের সম্ভাবনা থাকে না।

কেশ, ভস্ম, অস্থি, কাষ্ঠ, প্রস্তর, তুষ, কার্পাস, কণ্টক, খট্টা, ঊর্দ্ধপাদ, মস্থ, জল, বসা, তৈল, তিল, তৃণ, নপুংসক (হিজড়ে), ব্যঙ্গ (বিকৃতাঙ্গ), ভগ্নাঙ্গ, নগ্ন (উলঙ্গ), মুণ্ডিতমস্তক ও কৃষ্ণাম্বরধারী ব্যক্তি, যাত্রাকালে বা গৃহপ্রবেশদ্বারে এইসকল দর্শন করিলে অমঙ্গল হইয়া থাকে। সঙ্করস্থ অর্থাৎ সম্মার্জ্জনী দ্বারা আবর্জ্জনারাশি যেসকল স্থানে নিক্ষেপ করা যায়, সেইসকল স্থানে পতিত ভাণ্ড স্ব স্ব স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিলে, অথবা তাহাদের উৎপাটন, ভঙ্গ, পতন, নির্গমন, অথবা চিকিৎসকের আসনাভাব, রোগীর অধোমুখে অবস্থিতি, চিকিৎসককে কোন কথা বলিবার সময় তাহার অঙ্গ সঙ্কুচিত বা প্রসারিত করা, অথবা হস্ত, পৃষ্ঠ ও মস্তক মর্দ্দন বা কম্পন করা, কিংবা চিকিৎসকের হাত টানিয়া মস্তকে ও বক্ষে সংস্থাপন এবং শরীর মর্দ্দন করিতে করিতে ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে চিকিৎসককে প্রশ্ন করা, এই সকল ব্যাপার রোগীর পক্ষে অমঙ্গলজনক। রোগীর গৃহে চিকিৎসক সমাদৃত না হইলে, তাহা অমঙ্গলকর বলিয়া ধরিতে হইবে। যে রোগীর গৃহে চিকিৎসক বিশেষরূপে সম্মানিত হন, সেই রোগী শীঘ্রই আরোগ্যলাভ করিতে পারে। এইরূপে দূতের শুভাশুভ লক্ষণে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। অতঃপর স্বপ্নে রোগীর শুভাশুভ লক্ষণ কিরূপে জানা যাইতে পারে, তাহাই বিবৃত হইতেছে।

স্বপ্নদর্শনে শুভাশুভ।—যে রোগীর সুহৃদ্‌গণ তাহাকে স্বপ্নে দেখিতে পায়, কিংবা স্বপ্নে যাহার বোধ হয় যেন সে গাত্রে ঘৃততৈলাদি স্নেহদ্রব্য মর্দ্দন পূর্ব্বক উষ্ট্র, গর্দ্দভ, বরাহ, মহিষ, অথবা কোন হিংস্র জন্তুর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া দক্ষিণদিকে গমন করিতেছে, কিংবা যে ব্যক্তি স্বপ্নাবস্থায় দেখে যে কোন রক্তবস্ত্রপরিহিতা কৃষ্ণবর্ণা মুক্তকেশী স্ত্রী হাস্যসহকারে তাহাকে বদ্ধ করিয়া আকর্ষণপূর্ব্বক নাচিতে নাচিতে দক্ষিণমুখে গমন করিতেছে, অথবা চণ্ডালসকল যাহাকে দক্ষিণদিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, প্রেতগণ ও সন্ন্যাসিসমূহ যাহাকে আলিঙ্গন করিতেছে, ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদকুল যাহার মস্তক আঘ্রাণ করিতেছে, অথবা যে ব্যক্তি স্বপ্নযোগে মধু বা তৈল পান করে, পঙ্কমধ্যে নিমগ্ন হয়, সর্ব্বাঙ্গে কর্দ্দমলিপ্ত হইয়া নৃত্য ও হাস্য করে, উলঙ্গ অবস্থায় রক্তবর্ণ মাল্য মস্তকে ধারণ করে, যাহার বক্ষঃস্থলে বংশ, নল বা তালগাছ উৎপন্ন হয়, অথবা যে ব্যক্তি স্বপ্নে মনে করে, যেন মৎস্য তাহাকে গ্রাস করিতেছে, কিংবা যে ব্যক্তি স্বপ্নযোগে মাতৃ-

গর্ত্তে প্রবেশ করে, পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে অন্ধকারময় গর্ত্তমধ্যে নিপতিত হয়, মস্তিষ্ক স্রোতোদ্বারা আকৃষ্ট হয়; যে স্বপ্ন দেখে যে তাহার মস্তক মুণ্ডিত হইতেছে, অথবা যে ব্যক্তি স্বপ্নাবস্থায় পরাজিত হয় ও কাকাদি দ্বারা অভিভূত হয়, যে ব্যক্তি স্বপ্নে নক্ষত্রাদির পতন ও দীপ্তিনাশ, চক্ষু পতিত হওয়া, এবং দেবতার (প্রতিমার) ও ভূমির কম্পন দর্শন করে; যাহার স্বপ্নে বমি, মলত্যাগ ও দন্ত পতন দৃষ্ট হয়; এবং যাহার বোধ হয় যেন স্বপ্নযোগে সে শাল্মলী, কিংশুক, যূপ, বল্মীক, পারিভদ্র ও বহুপুষ্পাঢ্য কোবিদার বৃক্ষে অথবা চিতায় আরোহণ করিতেছে, এবং কার্পাস, তৈল, তিল-কল্ক, লৌহময় দ্রব্য, লবণ, তিল বা পক্ব অন্ন স্বপ্নে যাহার হস্তগত হয়, অথবা যে স্বপ্নে ঐসকল দ্রব্য ভক্ষণ করে, সুরা পান করে, সেই ব্যক্তি সুস্থ থাকলে পীড়িত হইয়া পড়ে, এবং পীড়িত হইলে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়া থাকে।

নিষ্ফল স্বপ্ন।—যে স্বপ্ন বাতপিত্তাদির ন্যূনাধিক্যবশতঃ স্বভাবানুসারে উৎপন্ন হয়, এবং যে স্বপ্ন বিস্মৃত অথবা বিহত অর্থাৎ অন্য স্বপ্ন দ্বারা নষ্ট হয়, যে স্বপ্ন চিন্তা দ্বারা উৎপন্ন হয়, এবং যে স্বপ্ন দিবাভাগে দৃষ্ট হয়, তাহাতে কোন ফল পাওয়া যায় না।

রোগবিশেষে স্বপ্ন।—স্বপ্নযোগে জ্বররোগীর কুকুরের সঙ্গে মিত্রতা, শোষরোগীর বানরের সঙ্গে বন্ধুতা, উন্মাদরোগীর রাক্ষসের সহিত সখ্য, এবং অপস্মার রোগীর প্রেতসহ সৌহার্দ্দ্য দর্শন করিলে, এবং স্বপ্নাবস্থায় অতিসার রোগী ও মেহরোগী জলপান করিলে, কুষ্ঠরোগী ঘৃততৈলাদি স্নেহদ্রব্য পান করিলে, গুল্মরোগীর কোষ্ঠদেশে ও শিরোরোগীর মস্তকে স্থাবর (বৃক্ষাদি) উৎপন্ন হইলে, ছর্দ্দিরোগী শস্কুলী (পিষ্টকবিশেষ) ভক্ষণ করিলে, শ্বাসরোগী ও তৃষ্ণারোগী ভ্রমণ করিলে, পাণ্ডুরোগী হারিদ্র (হরিদ্রাবর্ণের) দ্রব্যসকল ভক্ষণ করিলে, এবং রক্তপিত্ত-রোগী রক্তপান করিলে, নিশ্চয়ই যমসদনে নীত হইয়া থাকে।

স্বপ্নদর্শনে কর্ত্তব্য।—পূর্ব্বে যেসকল অশুভকর স্বপ্নের কথা বলা হইল, ঐ সকল স্বপ্ন দর্শন করিলে, প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়া, অতীব যত্নের সহিত ব্রাহ্মণগণকে মাষ তিল, লৌহ ও স্বর্ণ দান করিবে এবং মঙ্গলজনক মন্ত্রসকল ও ত্রিপদগায়ত্রী জপ করিবে।

প্রথমরাত্রে স্বপ্ন। রাত্রির প্রথম প্রহরে স্বপ্নদর্শন করিলে অতি সাবধানে ব্রহ্মচারী হইয়া অর্থাৎ অমৈথুনাদি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক মঙ্গলকর মন্ত্র ও কোন দেবতাকে ধ্যান করিতে করিতে পুনর্ব্বার নিদ্রা যাইবে। দুঃস্বপ্ন দর্শন করিয়া কোন লোককে বলিবে না, এবং তিনরাত্রি দেবালয়ে বাস করিবে ও ব্রাহ্মণদিগকে পূজা করিবে। এইরূপ করিলে দুঃস্বপ্ন হইতে মুক্তিলাভ করা যায়।

শুভজনক স্বপ্ন।—অতঃপর প্রশস্ত অর্থাৎ মঙ্গলকর স্বপ্নের বিষয় বলা যাইতেছে। দেবতা, ব্রাহ্মণ, গো, বৃষ, জীবিত বন্ধু, রাজা, প্রজ্বলিত অগ্নি ও নির্ম্মল জল, স্বপ্নে এইসকল দর্শন করিলে, সুস্থ ব্যক্তির মঙ্গল হয়, এবং অসুস্থ ব্যক্তির পীড়া আরোগ্য হইয়া থাকে। মাংস, মৎস্য, শুভ্র মালা, শুভ্র বস্ত্র ও ফল স্বপ্নে দেখিলে নীরোগ ব্যক্তি ধনলাভ করে, এবং রুগ্ন ব্যক্তি আরোগ্যলাভ করিয়া থাকে। উচ্চ অট্টালিকা, ফলযুক্ত বৃক্ষ, হস্তী ও পর্ব্বত, স্বপ্নে এইসকল স্থানে আরোহণ করিলে, দ্রব্যলাভ হয়, এবং পীড়া নিরাকৃত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি স্বপ্নাবস্থায় স্রোতোবিশিষ্ট আবিল-সলিলপূর্ণ নদী নদ বা সমুদ্র পার হইয়া যায়, তাহার কল্যাণলাভ ও পীড়া দূর হইয়া থাকে। স্বপ্নে যে ব্যক্তিকে সর্প, জলৌকা (জোঁক) বা ভ্রমরে দংশন করে, তাহার আরোগ্য ও ধনলাভ হয়। পীড়িত ব্যক্তি এইপ্রকার শুভজনক স্বপ্ন দর্শন করিলে, তাহাকে দীর্ঘায়ুঃ বুঝিতে হইবে, এবং তাহার চিকিৎসায় মনোযোগী হইবে।

চতুর্স্ত্রিংশ অধ্যায়।

—:০:—

ইন্দ্রিয়ার্থের বিপ্রতিপত্তি।

আভ্যন্তরিক অরিষ্ট-লক্ষণ। শরীর (পাঞ্চভৌতিক প্রাণিদেহ), শীলতা (মানসিকভাব বা অন্তঃকরণ) ও প্রকৃতি (স্বভাব, নিসর্গ), স্বাভাবিক অবস্থায় না থাকিয়া বৈলক্ষণ্যপ্রাপ্ত অর্থাৎ বিকৃতভাবাপন্ন হইলে, তাহাকে অরিষ্ট অর্থাৎ মৃত্যুলক্ষণ বলা যায়। এইস্থলে সংক্ষেপতঃ এই লক্ষণটী বর্ণিত হইল; পশ্চাৎ বিশেষরূপে প্রকাশ করা যাইতেছে।

অরিষ্ট-লক্ষণ।—দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরাদি নিকটে না থাকিলেও, যে ব্যক্তি বহুপ্রকার সঙ্কল্প, পাঠ, গীত ও বাদ্যাদি শ্রবণ করে; সমুদ্র, পুরবাসী প্রাণী ও মেঘের অভাবেও তজ্জনিত শব্দ যাহার শ্রবণগোচর হয়; অথবা সমুদ্র, পুরবাসী প্রাণী ও মেঘ থাকিলেও তজ্জনিত শব্দকে অন্য শব্দ বলিয়া যে জ্ঞান করে, গ্রাম্যশব্দ বনের শব্দ বলিয়া অথবা বন্যশব্দ গ্রামের শব্দরূপে যাহার কর্ণে ধ্বনিত হয়, এবং যে ব্যক্তি শত্রুর বাক্যে সন্তুষ্ট ও মিত্রের কথায় কুপিত হয়, কিংবা বন্ধুর বাক্য বা পরামর্শ গ্রাহ্য না করিয়া তাহার বিপরীত কার্য্যাদি করিয়া থাকে, সেই ব্যক্তির মৃত্যু অতি সন্নিকট।

স্পর্শাদি লক্ষণ।—উষ্ণ দ্রব্যকে শীতল এবং শীতল দ্রব্যকে উষ্ণ বলিয়া যাহার জ্ঞান হয়, কিংবা জড়তাদি শীতপীড়াদ্বারা পীড়িত হইয়া যে ব্যক্তি অত্যন্ত দাহ অনুভব করিতে থাকে, অতিমাত্র উষ্ণগাত্রেও যে ব্যক্তি শীতে কম্পিত হইতে থাকে, প্রহার বা অঙ্গচ্ছেদন করিলেও যে ব্যক্তি যন্ত্রণা অনুভব করিতে পারে না, এবং গাত্রে ধূলি না থাকিলেও সর্ব্বাঙ্গ ধূলিময় বলিয়া যাহার বোধ হইতে থাকে; যাহার শরীর বিবর্ণ ও সর্ব্বগাত্র নীল ও লোহিতাদি রেখাদ্বারা ব্যাপ্ত হয়, এবং যে ব্যক্তির গাত্রে স্নানের পর সুগন্ধি লেপন করিলে, নীল মক্ষিকাগণ আসিয়া বসিতে চেষ্টা করে; যে ব্যক্তির দেহ চন্দনাদি সুগন্ধি-দ্রব্যের স্পর্শ বিনাও সহসা সুগন্ধযুক্ত বলিয়া বোধ হয়, তাহার আয়ুঃ শেষ হইয়াছে বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ সেই ব্যক্তি, নিশ্চয়ই একবৎসর মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।

রসাদি লক্ষণ।—রসসমূহের আস্বাদ যাহার বিপরীতরূপে অনুভূত হয়, অর্থাৎ মধুর রসকে অম্ল, এবং অম্লরসকে মধুররস ইত্যাদি যে বোধ করে, অথবা উপযুক্তরূপে রস সেবন করিয়া যাহার দোষসকল উপশমিত না হইয়া ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে, কিংবা অযথাযথরূপে প্রযুক্ত হইলেও, যাহার দোষের ও অগ্নির সমতা হইয়া থাকে, অথবা যে ব্যক্তি কোন রসেরই স্বাদ অনুভব করিতে পারে না, তাহার মরণ নিশ্চিত, অর্থাৎ সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই একমাসের মধ্যে শমনসদনে নীত হইবে।

গন্ধাদি লক্ষণ।—সুগন্ধ দ্রব্য যাহার দুর্গন্ধ বলিয়া জ্ঞান হয়, কিংবা দুর্গন্ধকে সুগন্ধ বলিয়া যে ব্যক্তি বোধ করে; কিংবা পীনসাদি রোগবর্জ্জিত

হইয়াও যে ব্যক্তি দীপনির্ব্বাণের গন্ধ অনুভব করিতে পারে না, অথবা কোনপ্রকার গন্ধই যাহার অনুভূত হয় না, তাহার মৃত্যু অতি সন্নিকট।

স্পর্শাদি লক্ষণ।—উষ্ণ, হিমাদি, প্রবাত, নির্ব্বাত, বর্ষাদি কালাবস্থা, উত্তর-পশ্চিমাদি দিক্‌সকল এবং অন্যান্য ভাব অর্থাৎ দ্রব্যগুণকর্ম্মাদি, বিপরীত-ভাবে যাহার অনুভূত হয়, অর্থাৎ যে ব্যক্তি উষ্ণকে হিম ও হিমকে উষ্ণ, প্রবাতকে নির্ব্বাত ও নির্ব্বাতকে প্রবাত-বায়ু, বর্ষাকে গ্রীষ্ম ও গ্রীষ্মকে বর্ষা, উত্তর দিক্‌কে দক্ষিণ দিক্, দক্ষিণ দিক্‌কে উত্তর দিক্ ইত্যাদি অনুমান করে, যে ব্যক্তি দিবাভাগে উজ্জ্বল নক্ষত্রাদি দেখিতে পায়, রাত্রিতে দীপ্তিমান্ সূর্য্য এবং দিবাভাগে চন্দ্ররশ্মি দর্শন করে, এবং যে ব্যক্তি মেঘশূন্য আকাশে ইন্দ্রধনু ও বিদ্যুৎপ্রভা এবং নির্ম্মল গগনে তড়িৎবিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ মেঘ দর্শন করে, আকাশ—বিমান (ব্যোমযান), যান (রথ) ও প্রাসাদ হর্ম্ম্যালয় (অট্টালিকা) দ্বারা পরিব্যাপ্ত বলিয়া যাহার দৃষ্টিগোচর হয়, যে ব্যক্তি বায়ু ও অন্তরীক্ষকে মূর্ত্তিমান দেখে; পৃথিবীকে ধূম নীহার ও বস্ত্রদ্বারা সমাচ্ছন্ন অনুভব করে; জগৎ প্রজ্বলিত বা জলপ্লাবিত বোধ করে, ভূমিকে রেখাদ্বারা অষ্টাপদাকার অর্থাৎ সতরঞ্চাদি ক্রীড়াফলক বলিয়া যাহার অনুভূত হয়, এবং যে ব্যক্তি নক্ষত্রবিশিষ্ট অরুন্ধতীদেবী, ধ্রুবতারা ও আকাশগঙ্গা অর্থাৎ সূক্ষ্ম ঘন নক্ষত্র সন্ততিরূপ আকাশনদী দেখিতে পায় না, সে অচিরকাল মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হইবেই হইবে।

ছায়াদি লক্ষণ।—যে ব্যক্তি জ্যোৎস্না, আদর্শ (আয়না, আরসী), উষ্ণ (রৌদ্র) ও তোয় (জল) এইসকলে নিজের ছায়া দেখিতে পায় না, কিংবা ঐসকল দ্রব্যে নিজের ছায়া একাঙ্গহীন, বিকৃত বা অন্য প্রাণীর ছায়ার ন্যায় দর্শন করে, অথবা যে ব্যক্তি নিজের ছায়াকে কুকুর, কঙ্ক (কাঁকপাখী), গৃধ্র, প্রেত, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, উরগ (গোসাপ প্রভৃতি সর্প), নাগ (সর্প) ও ভূতাদির ন্যায় বিকৃত নিরীক্ষণ করে, কিংবা যে ব্যক্তি অগ্নিকে ধূমবিহীন ও তাহার বর্ণ ময়ূরকণ্ঠের ন্যায় দর্শন করে, সেই ব্যক্তি সুস্থ হইলে পীড়িত এবং পীড়িত হইলে মৃত্যুমুখে নিশ্চয়ই নিপতিত হয়।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

ছায়া-বিপ্রতিপত্তি।

ছায়া ও প্রকৃতি।—শ্যাব (কৃষ্ণপীতবর্ণ মিশ্র), লোহিত, নীল ও পীতবর্ণাদি ছায়া (কান্তি) সহসা বিপরীত ভাব প্রাপ্ত হইয়া, যে ব্যক্তির অনুসরণ করে, তাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। লজ্জা, শ্রী, তেজঃ, ওজঃ (বল), স্মৃতি ও প্রভা, এইসকল যে ব্যক্তির নষ্ট হইয়া যায়, অথবা ঐসকল লজ্জাদি অকস্মাৎ যাহার দেহে আবির্ভূত হয়, তাহার মৃত্যু নিকটস্থ। যাহার নিম্নের ওষ্ঠ অর্থাৎ অধর ঝুলিয়া পড়ে, উপরিতন ওষ্ঠ ঊর্দ্ধভাবে উত্থিত হয়, অথবা ওষ্ঠ ও অধর উভয়ই জামফলের ন্যায় বর্ণ ধারণ করে, সে নিশ্চয়ই মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইবে।

দন্তাদির বিকৃতি।—যাহার দন্ত ঈষৎ রক্তবর্ণ অথবা শ্যাববর্ণ ধারণ করে, কিংবা যাহার দন্ত সহসা স্খলিত হয়, অথবা দন্তসকল খঞ্জনের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হইয়া থাকে, তাহার মৃত্যু আসন্ন। যাহার জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ, স্তব্ধ (অসাড়), অবলিপ্ত (চট্‌চটে), শোথযুক্ত, অথবা কর্কশ (খস্‌খসে) হইয়া পড়ে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই শমনসদনে নীত হয়। যে রোগীর নাসিকা (নাক) কুটিল (বক্র), স্ফুটিত (ফাটা ফাটা), শুষ্ক, শব্দবিশিষ্ট, ও নম্র (অর্থাৎ বসিয়া যাওয়া) হয়, তাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। যাহার চক্ষুদ্বয় সঙ্কুচিত, বিষম (উঁচু নীচু), স্তব্ধ (স্থির), রক্তবর্ণ, স্রস্ত (অধঃপতিত) ও সর্ব্বদা অশ্রুযুক্ত, সেই ব্যক্তির নিশ্চয়ই মৃত্যু হইবে। যাহার মাথার চুলে সীমন্ত (সীঁথ) প্রকাশ পায়, ভ্রূদ্বয় সঙ্কুচিত ও অধঃপতিত হয়, এবং পক্ষ্মসমূহ (চক্ষুর পাতার লোমসকল) অনবরত চলিত (কম্পিত) হইতে থাকে, তাহার শমনসদনে যাইবার বেশী বিলম্ব নাই।

অরিষ্ট-লক্ষণ।—যে রোগী মুখস্থিত আহার গলাধঃকরণ করিতে পারে না, মস্তক ধারণ করিয়া রাখিতে পারে না, এক দিকেই চাহিয়া থাকে,

এবং কোন বিষয়ই স্মরণ করিতে সক্ষম হয় না, সেই ব্যক্তি অচিরে যমালয়ে গমন করে। বলবান্ বা দুর্ব্বল যে কোন রোগী পুনঃ পুনঃ উঠিয়া মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইলে তাহার মৃত্যু নিকটস্থ বলিয়া জানিবে। যে রোগী সর্ব্বদা উত্তানভাবে অর্থাৎ চিৎ হইয়া শয়ন করিয়া থাকে, এবং সর্ব্বদা পাদদ্বয় সঙ্কুচিত ও প্রসারিত করে, কিংবা পাদদ্বয় কেবল সঙ্কুচিত করিয়া রাখে, সে সত্বই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যে ব্যক্তির পদ, হস্ত ও নিঃশ্বাস একত্র একসময়ে শীতল হয়, এবং ঊর্দ্ধ-শ্বাস, ছিন্নশ্বাস ও কাকশ্বাস (কাকের ন্যায় হাঁ করিয়া শ্বাসত্যাগ) হয়, তাহার মৃত্যু অচিরে উপস্থিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তির নিদ্রা কখনও ভঙ্গ হয় না অথবা যে ব্যক্তি সর্ব্বদাই জাগরিত থাকে, অর্থাৎ দিবা ও রাত্রির মধ্যে একটুও ঘুমায় না, এবং যে ব্যক্তি কথা কহিবার সময়ে মোহপ্রাপ্ত হয়, তাহার মৃত্যু আসন্ন। যে উত্তরোষ্ঠ অর্থাৎ উপরের ঠোঁট সর্ব্বদা লেহন করে এবং সর্ব্বদা অধিক পরিমাণে উদ্গার তুলে, অথবা যে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির সহিত আলাপ করে, অর্থাৎ কোন মৃত ব্যক্তিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কথা কহে, তাহার মৃত্যু অতি সন্নিকট।

অন্যপ্রকার অরিষ্ট লক্ষণ।—শরীর কোনরূপ বিষদ্বারা আক্রান্ত না হইলেও, যে ব্যক্তির দেহের সমস্ত লোমকূপ দিয়া রক্ত নির্গত হইতে থাকে, তাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। বাতাষ্ঠীলা রোগীর অষ্ঠীলা হৃদয়ে উত্থিত হইয়া বেদনা জন্মাইলে এবং রোগীর অরুচি হইলে, সে নিশ্চয়ই শমনসদনে নীত হইয়া থাকে। পুরুষের পদে এবং স্ত্রীলোকের মুখে উপদ্রববিহীন শোথ জন্মিলে, অথবা স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই গুহ্যদেশে ঐরূপ শোথ উৎপন্ন হইলে, তাহা অসাধ্য হইয়া পড়ে। শ্বাসরোগীর ও কাসরোগীর অতিসার, জ্বর, হিক্কা, ছর্দ্দি এবং অণ্ডকোষ ও লিঙ্গ-নাল শোথগ্রস্ত হইলে, চিকিৎসক তাহাকে পরিত্যাগ করিবেন। বলবান ব্যক্তিরও অধিক ঘর্ম্ম, দাহ, হিক্কা এবং শ্বাস জন্মিলে, বুদ্ধিমান চিকিৎসক তাহার চিকিৎসা করিবেন না। যাহার জিহ্বা শ্যাববর্ণ, বামচক্ষু বিমগ্ন অর্থাৎ বসিয়া গিয়াছে এবং মুখ অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত, চিকিৎসা অসাধ্য ভাবিয়া, তাহাকেও পরিত্যাগ করিবেন।

বিবিধ অরিষ্ট লক্ষণ—যে ব্যক্তির মুখ অশ্রুপূর্ণ, চরণদ্বয় অত্যন্ত ঘর্ম্মাক্ত এবং চক্ষুর্দ্বয় অত্যন্ত অস্থির বা ঘোলাটে হইয়া পড়ে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই

শমনভবনে গমন করিবে। যে ব্যক্তির শরীর বিনা কারণে সহসা অত্যন্ত কৃশ বা হালকা অথবা স্থূল বা ভারি হইয়া পড়ে, তাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। যেসকল রোগী পঙ্ক, মৎস্য, বসা, তৈল ও ঘৃতের ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট অথবা সুগন্ধযুক্ত বমি করে তাহাদের মৃত্যু আসন্ন জানিবে। যাহাদের ললাটে উকুন বিচরণ করে, যাহাদের বলি কাকে গ্রহণ করে না, এবং যেসকল ব্যক্তি কোন কার্য্যে শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হয় না তাহাদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। যে রোগীর জ্বর, অতিসার ও শোথ পরস্পরের উপদ্রব রূপে উপস্থিত হয়, এবং বল ও মাংস ক্ষীণ হইয়া পড়ে, তাহার মরণ নিকটস্থ। অত্যন্ত ক্ষীণব্যক্তির ক্ষুধা ও পিপাসা কোনপ্রকার হিতকর, মধুর ও হৃদ্য অন্ন-পানীয় দ্বারা নিবৃত্ত না হইলে, সে নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। যে ব্যক্তির প্রবাহিকা (আমাশয়), শিরঃপীড়া, কোষ্ঠশূল ও পিপাসা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়া বলের হানি করে, তাহার মৃত্যু নিশ্চয়ই।

ভূতপ্রেতাদি।—বিষমোপচার দ্বারা অর্থাৎ আহার-বিহারাদি অত্যাচার ও অবৈধ চিকিৎসাপ্রযুক্ত পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল বশতঃ এবং প্রাণীদিগের অনিত্যত্ব হেতু প্রাণনাশ হইয়া থাকে। যাহার আয়ুঃ শেষ হইয়াছে, অর্থাৎ শীঘ্রই মৃত্যু ঘটিবে, প্রেত (অগতিপ্রাপ্ত প্রেতাত্মা), ভূত (যমানুচর, যমদূত), পিশাচ (মাংসেপ্সু দেবযোনিবিশেষ) ও রাক্ষস প্রভৃতি নিয়তই তাহার সম্মুখীন হইতে থাকে, এবং তাহাকে হিংসা (বধ) করিবার নিমিত্ত ঔষধের বীর্য্যসকল নষ্ট করিয়া দেয়। এই জন্যই গতায়ুঃ ব্যক্তির সকলপ্রকার ক্রিয়া (চিকিৎসাদি) নিষ্ফল হইয়া যায়।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

স্বভাব-বিপ্রতিপত্তি।

অস্বাভাবিক-গঠন।—শরীরের যেসকল অংশের স্বাভাবিক গঠন যেরূপ, তাহার অন্যথা ঘটিলে, অর্থাৎ শরীরের অঙ্গসকল স্বভাবতঃ যেপ্রকার, তাহার বৈলক্ষণ্য অর্থাৎ বিপরীতভাব ঘটিলে, তাহাকে মরণচিহ্ন (অরিষ্টলক্ষণ)

বলিয়া জানিতে হইবে। যথা—শুক্লবর্ণসমূহের (চক্ষুরাদির শ্বেতাংশের) কৃষ্ণবর্ণতা, কৃষ্ণবর্ণসমূহের (তারুণ্যে কেশ শ্মশ্রু প্রভৃতির) শ্বেতবর্ণতা, রক্তবর্ণসমূহের (হস্ততল, ওষ্ঠ, জিহ্বাদির) অন্যবর্ণতা অর্থাৎ শ্বেতকৃষ্ণাদিবর্ণ প্রাপ্তি, কঠিন অঙ্গসমূহের (নখদন্তাদির) কোমলতা, কোমল অঙ্গসকলের (মাংস, মেদ, মজ্জাদির) কাঠিন্য, সচল অঙ্গসমূহের (শিরাজিহ্বাদির) অচলত্ব, স্থূলাঙ্গ অর্থাৎ বিস্তীর্ণাঙ্গ সকলের (মস্তক ললাটাদির) কৃশতা, সঙ্ক্ষিপ্তাঙ্গগণের (দৃষ্টিমণ্ডল নখ-রোমাদির) স্থূলতা, দীর্ঘাঙ্গসকলের (বাহু-অঙ্গুলি প্রভৃতির) হ্রস্বতা, হ্রস্বাঙ্গ সকলের (মেঢ্র-গ্রীবাদির) দীর্ঘতা, অপতনধর্ম্মী অঙ্গসমূহের (নখপ্রভৃতির) পতন, পতনধর্ম্মী অঙ্গসমূহের (দন্তাদির) অপতনত্ব এবং অকস্মাৎ অঙ্গসমূহের শীতলতা, উষ্ণতা, স্নিগ্ধতা, রুক্ষতা, স্তব্ধতা, বিবর্ণতা ও অবসন্নতা প্রভৃতি লক্ষণসকল স্বভাব-বিপ্রতিপত্তি অর্থাৎ প্রাকৃতিক বৈপরীত্যহেতু অরিষ্ট লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

অঙ্গবিকৃতি।—দেহের কোন কোন স্থান অর্থাৎ স্কন্ধ ও অক্ষিপক্ষ্মাদি অবস্রস্ত (অধোভাগে ঝুলিয়া পড়া) বা উর্দ্ধগত হইলে, চক্ষুর্দ্বয় ঘূর্ণিত ও অবক্ষিপ্ত (বক্র) হইলে, মস্তক গ্রীবাদি পতিত হইলে, সন্ধিস্থানসমূহ বিযুক্ত অর্থাৎ শিথিল হইলে, জিহ্বা চক্ষু প্রভৃতি বাহির হইয়া পড়িলে, অথবা অন্তঃপ্রবেশ (বসিয়া যাওয়া) করিলে, এবং বাহু-মস্তকাদির গুরুত্ব এবং লঘুত্ব ঘটিলে, প্রকৃতি বৈলক্ষণ্যহেতু এইসকলকে অরিষ্ট লক্ষণ বলা যায়।

বিবিধ।—ব্যঙ্গ প্রভৃতি শ্যাববর্ণবিশিষ্ট রোগ সহসা প্রবালের বর্ণের ন্যায় অত্যন্ত রক্তবর্ণ হইয়া পড়িলে, কপালে শিরাপ্রকাশ পাইলে, নাসাবংশে (নাসিকার উপরে) পিড়কার উৎপত্তি হইলে, প্রভাতকালে ললাটে ঘর্ম্মোদ্গম হইলে, চক্ষুরোগ ব্যতীত চক্ষুতে অশ্রুপ্রকাশ পাইলে, মস্তকে গোময়চূর্ণের ন্যায় ধূলি দেখা গেলে, অথবা কপোত, কঙ্ক প্রভৃতি পক্ষী মস্তকে উপবেশন করিলে, বিনা আহারেও মলমূত্রের বৃদ্ধি এবং আহার করিলেও মলমূত্রের রুদ্ধতা ঘটিলে, স্তনমূল, হৃদয় ও বক্ষঃস্থলে শূলবৎ বেদনা হইলে, শরীরের মধ্যভাগে শোথ ও অন্তভাগ শুষ্ক হইলে, অথবা সমস্ত দেহ বা অর্দ্ধ-শরীর শুষ্ক হইয়া পড়িলে, এবং স্বর নষ্ট (একবারে স্বর না থাকা), স্বরহীনতা (অল্পস্বরতা,) বিকলতা

(গদ্গদাদিস্বরতা) ও বিকৃতি (স্বাভাবিক স্বরের বৈপরীত্য) ঘটিলে, প্রকৃতি-বিরুদ্ধ লক্ষণ বলা যায়।

যে ব্যক্তির দন্ত, নখ, মুখ ও গাত্রে বিবর্ণ পুষ্পোৎপত্তি (লুলি পড়া) হয়; যাহার শুক্র, কফ ও পুরীষ জলে ডুবিয়া যায়, যে ব্যক্তির দৃষ্টিমণ্ডলে (চক্ষু-মণ্ডলে) গো-অশ্বাদির বিকৃতরূপ প্রকাশ পায়, এবং যাহার কেশ ও অঙ্গ তৈলাক্ত বলিয়া অনুভূত হয়, তাহার পক্ষে এইসকল লক্ষণ অশুভ-জনক বলিয়া জানিবে।

অন্যবিধ।—দুর্ব্বল ব্যক্তি অরুচি ও অতিসারদ্বারা আক্রান্ত হইলে, কাসরোগী তৃষ্ণাতুর হইলে, ক্ষীণব্যক্তি ছর্দ্দি ও অরুচিগ্রস্ত, সফেন পূযরক্ত-বমনকারী এবং স্বরভঙ্গ ও শূলবৎ বেদনান্বিত হইলে, এবং জ্বর ও কাসদ্বারা আক্রান্ত রোগীর হাত, পা ও মুখে শোথ, ক্ষীণতা ও অরুচি হইলে, এবং পিণ্ডিকা (পায়ের ডিম), স্কন্ধ, হস্ত ও পদ শিথিল হইয়া পড়িলে, তৎসমুদায়কে অরিষ্ট-লক্ষণ বলিতে হইবে। জ্বর, কাস ও শ্বাসাদিদ্বারা পীড়িত রোগী—যদি পূর্ব্বাহ্নে ভোজন করিয়া অপরাহ্নে বমি করে এবং অজীর্ণ (অপক্ক) মলত্যাগ করে, তাহা হইলে সেই রোগ অসাধ্য বলিয়া জানিবে।

ভিন্নপ্রকার।—যে ব্যক্তি ছাগলের ন্যায় শব্দ করিয়া ভূমিতে পতিত হয় এবং যাহার অণ্ডকোষ শিথিল, লিঙ্গ অবশ, গ্রীবা ভঙ্গ ও লিঙ্গ অন্তঃপ্রবিষ্ট হয়, তাহার মৃত্যু আসন্ন বলিতে হইবে। স্নানান্তে যে ব্যক্তির হৃদয় প্রথমে শুষ্ক হয়, কিন্তু সর্ব্বশরীর আর্দ্র হইয়া থাকে, তাহার মরণ অবশ্যম্ভাবী। যে ব্যক্তি লোষ্টে লোষ্টে অর্থাৎ নুড়িতে নুড়িতে ও কাষ্ঠে কাষ্ঠে আঘাত করে, নখদ্বারা তৃণ ছেদন করে, দন্তদ্বারা নিম্ন ওষ্ঠ দংশন ও উপরের ওষ্ঠ লেহন করে, অথবা নিজের কর্ণ ও কেশ ছিঁড়িয়া ফেলে, তাহার মৃত্যু অতি সন্নিকট।

অশুভ লক্ষণ।—যে ব্যক্তি দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু, সুহৃৎ ও চিকিৎ-সকের প্রতি দ্বেষ করে, তাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কুটিল গ্রহগণ যাহার মন্দস্থানে গমন পূর্ব্বক জন্মনক্ষত্রকে পীড়িত করিতে থাকে, কিংবা জন্মনক্ষত্র আকাশে উদিত হইলে, উল্কাপাত ও বজ্রপাত দ্বারা পীড়িত হয়, সে অচিরে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। গৃহ, ভার্য্যা, শয্যা, আসন, যান অর্থাৎ পাল্কী, গাড়ী প্রভৃতি

হস্তী-অশ্বাদি বাহন, মণি-রত্ন এবং গৃহের ঘটাদি উপকরণ সকলের অশুভ লক্ষণ দেখা গেলে, তৎসমুদায়কে রোগীর মৃত্যুচিহ্ন বলিয়া জানিবে।

রাজবৈদ্য।—ব্যাধির সম্যক্‌প্রকারে চিকিৎসা হইলেও যদি তাহা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে, এবং মাংস ও বল ক্ষীণ হইয়া পড়ে তাহা হইলে সেই রোগী নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যাহার বাতব্যাধি, প্রমেহ প্রভৃতি মহাব্যাধি হঠাৎ আরাম হইয়া যায়, এবং আহারের কোন ফল দেখা যায় না, তাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। যে চিকিৎসক অরিষ্ট লক্ষণ সকলে পারদর্শিতা লাভ করেন, তিনিই সাধ্যাসাধ্য রোগের চিকিৎসায় রাজার নিকট পূজিত হইতে পারেন।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

—:*:—

অসাধ্য ব্যাধি।

যেসকল ব্যাধি যেরূপ উপদ্রব-জড়িত হইয়া অসাধ্য হইয়া উঠে, এস্থলে তাহারই বিবরণ বিবৃত করিতেছি। হে বৎস সুশ্রুত! তুমি এইসকল বিষয় মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর। বাতব্যাধি, প্রমেহ, কুষ্ঠ, অর্শঃ, ভগন্দর, অশ্মরী, মূঢ়গর্ভ ও উদর, এই আটটী রোগ স্বভাবতঃই দুরারোগ্য। এই সকল পীড়ায় বল-মাংসের ক্ষয়, শ্বাস, তৃষ্ণা, ধাতুশোষ, বমি, জ্বর, মূর্চ্ছা, অতিসার ও হিক্কা উপদ্রব উপস্থিত হইলে, তাহা একবারে অসাধ্য হইয়া উঠে। কিন্তু এই সকল অসাধ্য ব্যাধিও একমাত্র রসায়ন ক্রিয়াদ্বারা অনেক স্থলে নিবারিত হইয়া থাকে।

বিশেষ লক্ষণ।—বাতব্যাধিতে শোথ, ত্বকের সুপ্তি অর্থাৎ স্পর্শজ্ঞানের অভাব, ভঙ্গবৎ যাতনা, কম্প, আধ্মান ও বেদনা প্রভৃতি যন্ত্রণা হইলে তাহা অসাধ্য হয়। যে প্রমেহরোগে স্ব স্ব দোষজ উপদ্রবসমূহ উপস্থিত হয়, স্রাব অত্যন্ত অধিক থাকে, এবং গাত্রে পিড়কার উদ্গম হয়, তাহা অসাধ্য। কুষ্ঠরোগে নানা-স্থান বিদীর্ণ হইয়া ক্ষত হইলে, সেইসকল ক্ষতস্থান হইতে অত্যধিক স্রাব

নিঃসৃত হইলে, নেত্র রক্তবর্ণ ও স্বর ভগ্ন হইলে, এবং রোগীও বমন-বিরেচনাদি পঞ্চকর্ম্মের অযোগ্য হইলে, সেই কুষ্ঠ অসাধ্য হয়। অর্শোরোগে তৃষ্ণা, অরুচি, শূল, অত্যধিক রক্তস্রাব, শোথ ও অতিসার প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হইলে, তাহা মারাত্মক। যে ভগন্দরপথে বায়ু, মূত্র, পুরীষ, ক্রিমি ও শুক্র নির্গত হয়, তাহা প্রাণনাশক। অশ্মরী, শর্করা ও সিকতা রোগে নাভি ও অণ্ডকোষে শোথ হইলে, এবং মূত্র রুদ্ধ হইয়া অত্যন্ত যন্ত্রণা উপস্থিত হইলে, প্রাণ বিনষ্ট হয়। মূঢ়গর্ভে গর্ভাশয় স্বস্থানচ্যুত হইয়া অন্যত্র নিরুদ্ধ হইলে, মকল্লশূল উপস্থিত হইলে, যোনিদ্বার সংবৃত হইয়া গেলে, অথবা আক্ষেপক, শ্বাস, কাস ও ভ্রম প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হইলে, রোগীর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। উদর-রোগীর পার্শ্বদ্বয়ে ভগ্নবৎ বেদনা, আহারে বিদ্বেষ, শোথ ও অতিসার হইলে, অথবা বিরেচন হওয়ার পরে উদর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলে, সেই উদররোগ প্রাণনাশক। যে রোগী বারংবার মূর্চ্ছিত হয়, অথবা সংজ্ঞাহীন হইয়া পতিত থাকে, কিংবা শীত ও অন্তর্দাহ যুগপৎ অনুভব করে, তাহার মৃত্যু নিশ্চয়। যে জ্বরে শরীরে রোমহর্ষ, চক্ষু রক্তবর্ণ হৃদয়ে নিখাত শূলের ন্যায় বেদনা, এবং কেবল মুখ দিয়া নিশ্বাস নির্গত হয়, তাহা অসাধ্য। জ্বররোগী অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া, হিক্কা, শ্বাস, পিপাসা, সংজ্ঞাহীনতা, চক্ষুর্দ্বয়ের ঘূর্ণন, নিয়ত উর্দ্ধশ্বাস প্রভৃতি উপদ্রবপীড়িত হইলে, মৃত্যুমুখে পতিত হয়; জ্বররোগীর রক্ত ও মাংস ক্ষীণ হইলে, এবং চক্ষুর্দ্বয়ের আবিলতা, বারংবার মূর্চ্ছা ও অত্যন্ত নিদ্রা প্রভৃতি উপদ্রব ঘটিলে, তাহার প্রাণরক্ষা হয় না। অতিসার রোগে শ্বাস, শূল, পিপাসা, জ্বর ও বল-মাংসের ক্ষয় প্রভৃতি উপদ্রব—অসাধ্য লক্ষণ; বিশেষতঃ, বৃদ্ধ লোকের অতিসার প্রায়ই অসাধ্য হইয়া থাকে। চক্ষুর শুক্লতা, আহারে বিদ্বেষ, উর্দ্ধশ্বাস এবং কষ্টের সহিত বহুপরিমাণে মূত্রত্যাগ—এই সমস্ত যক্ষ্মারোগীর অসাধ্য লক্ষণ। গুল্মরোগে শ্বাস, শূল, পিপাসা, অন্নদ্বেষ, দুর্ব্বলতা, এবং গুল্মগ্রন্থির অকারণে অদর্শন প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হইলে, রোগীর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। বিদ্রধি রোগীর আধ্মান, মূত্ররোধ অথবা পূযাদির নির্গমরোধ, বমন, হিক্কা, পিপাসা, বেদনা ও শ্বাস উপস্থিত হইলে, তাহার প্রাণ বিনষ্ট হয়। পাণ্ডুরোগীর দন্ত, নখ ও চক্ষু পাণ্ডুবর্ণ হইলে, এবং যাবতীয় দৃষ্ট পদার্থ তাহার পাণ্ডুবর্ণ বোধ হইলে, মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। রক্তপিত্তরোগী বহুবার রক্ত বমন করিলে, চারিদিক্ তাহার রক্তবর্ণ বোধ হইলে, অথবা চক্ষু রক্তবর্ণ হইলে, মৃত্যু-

মুখে পতিত হয়। উন্মাদরোগী নিয়ত অধোমুখ বা উর্দ্ধমুখ হইয়া থাকিলে, তাহার বল ও মাংসের ক্ষয় হইলে, এবং নিদ্রা না হইলে, সেই রোগীর বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। অপস্মার-রোগে বারংবার অপস্মারবেগ উপস্থিত হইলে, শরীর ক্ষীণ হইলে, এবং ভ্রূ চলিত ও নেত্র বিকৃত হইলে, সেই রোগীর মৃত্যু ঘটে।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

যুক্তসেন রাজা ও চিকিৎসক।

রাজাকে রক্ষা।—সৈন্যবিশিষ্ট ও শত্রু-পরাভবেচ্ছু রাজাকে চিকিৎসকের যে প্রকারে রক্ষা করা কর্ত্তব্য, এই স্থানে তাহাই বর্ণিত হইতেছে। যেসময়ে রাজা জয়াভিলাষী হইয়া সসৈন্য অমাত্যগণ সমভিব্যাহারে সংগ্রামার্থ যাত্রা করিবেন, সেইসময়ে তাঁহাকে রক্ষা করা অতীব কর্ত্তব্য; বিশেষতঃ ভূপতিকে যাহাতে শত্রুগণ কোনপ্রকারে বিষ প্রয়োগ করিতে না পারে, চিকিৎসক তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন। কারণ, শত্রুগণ পথে জল, বৃক্ষাদির ছায়া, খাদ্যদ্রব্য, তৃণ (অশ্বাদির আহারীয় দ্রব্য) ও কাষ্ঠ প্রভৃতি বিষদ্বারা দূষিত করিয়া রাখে। অতএব লক্ষণাদি দ্বারা বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া সেইসকল দ্রব্য ব্যবহার করিতে হইবে, এবং চিকিৎসক উপযুক্তরূপ চিকিৎসা করিয়া, সেই সকল দ্রব্য শোধন করিয়া লইবেন।

মৃত্যুর সংখ্যা ও নাম।—অথর্ব্ববেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ ১০১ একশত এক প্রকার মৃত্যুর সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে ১ একটী কালকৃত মৃত্যু এবং অন্য ১০০ একশতটী অভিঘাতাদিজনিত আগন্তুক মৃত্যু অর্থাৎ অপমৃত্যু (অকালমৃত্যু।)

রাজ-রক্ষার কারণ।—রস-মন্ত্র-বিশারদ চিকিৎসক ও পুরোহিত রাজাকে সর্ব্বদাই পূর্ব্বোক্ত বাতাদিদোষজনিত মৃত্যু এবং আগন্তুক মৃত্যু হইতে যত্নের সহিত রক্ষা করিবেন। চিকিৎসক সর্ব্বদাই পুরোহিতের অনুবর্ত্তী

(মতানুযায়ী) হইয়া, চিকিৎসাকার্য্য করিবেন। ব্রহ্মা, বেদেরই অঙ্গবিশেষ অর্থাৎ অথর্ব্ববেদেরই উপাঙ্গস্বরূপ আয়ুর্ব্বেদকে শল্যতন্ত্রাদি অষ্টাঙ্গে বিভক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে রাজাকে সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বদা অতীব যত্নসহকারে রক্ষা করা কর্ত্তব্য; কারণ রাজার মৃত্যু ঘটিলে, শাসনাভাবে অরাজকতা ঘটিয়া থাকে; তাহাতে সঙ্কর উপস্থিত হইয়া, অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি জাতির দণ্ডাভাবে সদাচার লোপ পাইয়া, ধর্ম্মকর্ম্মসকল নষ্ট হইয়া যায় এবং প্রজাবর্গের উৎসন্নতা উপস্থিত হয়। যদিও সাধারণ লোক ও রাজা একইপ্রকার মানুষ, কিন্তু আজ্ঞা (অলঙ্ঘনীয় আদেশ), ত্যাগ (অর্থবিতরণ), ক্ষমা (সহিষ্ণুতা), ধৈর্য্য ও পরাক্রম এইসকল অসাধারণ গুণ রাজাতেই সম্ভবে; কিন্তু সাধারণ লোক এই-সকল গুণের অধিকারী হইতে পারে না এইজন্য মঙ্গলপ্রার্থী বিচক্ষণ ব্যক্তি মাত্রই সর্ব্বদা কায়মনোবাক্যে নরপতির হিতকামনা করিবেন।

রাজসন্নিকটে চিকিৎসকাদির সম্মানাদি।—চিকিৎসক সর্ব্ব-প্রকার উপকরণ অর্থাৎ যন্ত্র, শস্ত্র ও ঔষধাদি চিকিৎসার সামগ্রীসকল সঙ্গে লইয়া, রাজগৃহের (রাজা যে তাঁবুতে থাকিবেন তাহার) সন্নিকটে অপর একটী বৃহৎ স্কন্ধাবারে (ছাউনীতে) অবস্থিতি করিবেন; বিষ বা শল্যাদি দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তিগণ নিশ্চিন্তমনে আরোগ্য-লাভের জন্য যশঃখ্যাতি-সম্পন্ন সেই চিকিৎসকের নিকটে গমন করিবে। চিকিৎসাশাস্ত্রে সুবিশারদ, অন্যান্য শাস্ত্রসমূহেও সুপণ্ডিত এবং রাজা ও অন্যান্য পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক সম্মানিত চিকিৎসকই পতাকার ন্যায় শোভা পাইয়া থাকেন।

চিকিৎসা-সাধন দ্রব্যচতুষ্টয়।—চিকিৎসক, রোগী, ঔষধ ও পরিচারক (অর্থাৎ যাঁহারা রোগীর শুশ্রূষা বা পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন) এই চারিটী রোগীর চিকিৎসার প্রধান সাধন অর্থাৎ উপায় এবং আরোগ্যের মূল কারণ।

চিকিৎসকের প্রাধান্য।—গুণবান্ অর্থাৎ সুযোগ্য চিকিৎসক, উপযুক্ত রোগী (যে রোগী চিকিৎসকের ব্যবস্থানুসারে চলে), উৎকৃষ্ট ঔষধ ও উপযুক্ত পরিচারক (যে পরিচারক নিয়মিতরূপে রোগীর পরিচর্য্যাদি করে) প্রাপ্ত হইলে, অসাধ্য রোগকেও আরোগ্য করিতে পারেন। যেমন উদ্গাতা (সামবেদ-গায়ক), হোতা ও ব্রহ্মা, এই তিন ব্যক্তি বর্ত্তমান থাকিলেও উপাধ্যায়

(আচার্য্য) বিনা যজ্ঞ সমাপন হয় না, সেইরূপ রোগী, ঔষধ ও পরিচারক—এই তিনটী থাকিলেও এক চিকিৎসকের অভাবে উহা কোন কার্য্যকর হয় না। এমন কি, যেমন কর্ণধার (যে নৌকার হাইল ধরে), দাঁড়ি বিনা একাকীই নৌকা পারান্তরে লইয়া যাইতে পারে, সেইপ্রকার চিকিৎসক গুণবান হইলে, একাকীই উক্তপাদত্রয় বিনাও অর্থাৎ রোগী, ঔষধ ও পরিচারক গুণহীন হইলেও রোগীকে ব্যাধিমুক্ত করিতে সমর্থ হয়েন।

উপযুক্ত চিকিৎসকের লক্ষণ।—যে চিকিৎসক নিয়মিতরূপে আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন পূর্ব্বক তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্যার্থ শিক্ষা করিয়াছেন, স্বচক্ষে ছেদনাদি ও স্নেহাদি ক্রিয়া দেখিয়া চিকিৎসাকার্য্যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, যিনি নিজের বুদ্ধি-বিবেচনায় চিকিৎসা করিতে এবং শিঘ্রহস্তে অস্ত্রকার্য্যাদি করিতে পারেন, যিনি পবিত্রাচারশীল ও প্রসন্নচিত্ত, যাহার উপযুক্ত যন্ত্রভেষজাদি আছে, যিনি প্রত্যুৎপন্নমতি অর্থাৎ অবস্থাদিদর্শন পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ রোগ নির্ণয়াদি করিতে সমর্থ, সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন, ব্যবসায়ী অর্থাৎ কঠিন রোগেও ব্যবস্থা করিতে সমর্থ, বিশারদ অর্থাৎ সুপণ্ডিত (কূটার্থের মীমাংসা করিতে সুপারগ), সত্যবাদী ও ধর্ম্মপরায়ণ, তাঁহাকেই উপযুক্ত ও সত্ত্বপ্রধান চিকিৎসক বলিয়া জানিবে।

উপযুক্ত রোগী।—যে রোগী দীর্ঘায়ুঃ ও সত্ত্ববান্ (ক্লেশসহিষ্ণু), যাহার ব্যাধি সাধ্য, যে রোগী দ্রব্যবান্ অর্থাৎ চিকিৎসার নিমিত্ত উপযুক্ত পথ্যাদি সংগ্রহ করিতে সুপারগ, আত্মবান্ (লোভশূন্য অর্থাৎ যে কুপথ্যাদি সেবন না করে), আস্তিক ও বৈদ্যবাক্যস্থ অর্থাৎ যে ব্যক্তি চিকিৎসকের বিধানমতে চলে, এইপ্রকার লক্ষণবিশিষ্ট রোগীকে উপযুক্ত রোগী বলা যায় অর্থাৎ এইরূপ রোগীর চিকিৎসা করিলে, আরোগ্য-সাধন করিতে পারা যায়।

উপযুক্ত ঔষধ।—যে ঔষধ প্রশস্ত (উপযুক্ত) স্থানে উৎপন্ন, প্রশস্ত তিথিনক্ষত্রাদিযুক্ত দিবসে উদ্ধৃত, যাহা উচিত মাত্রায় প্রযুক্ত ও প্রীতিকর, যাহার উপযুক্ত গন্ধ-বর্ণ-রস আছে, যাহা বাতাদি দোষনাশক, অগ্লানিকর অর্থাৎ প্রীতিপ্রদ, অবিরোধী অর্থাৎ প্রয়োগের বিপর্য্যয় হইলেও অন্য রোগ উৎপাদন করে না, এবং উপযুক্ত সময়ে সমুচিত অবস্থায় যাহা প্রয়োগ করা হয়, এইসকল লক্ষণ-

বিশিষ্ট ঔষধ উপযুক্ত অর্থাৎ এইপ্রকার ঔষধ প্রয়োগ করিলে, নিশ্চয়ই রোগ আরোগ্য করিতে পারা যায়।

উপযুক্ত পরিচারক।—যে পরিচারক সন্তুষ্টচিত্ত, অনিন্দক, বলবান, কার্য্যনিপুণ, রোগিপরিচর্য্যায় যত্নবান্ এবং যে বৈদ্যের আদেশ যথাযথ প্রতিপালন করে ও কার্য্যে শ্রান্তি বোধ না করে, সেই পরিচারকই উপযুক্ত অর্থাৎ তাহারই পরিচর্য্যা রোগীর আরোগ্যলাভের সহায়।

একোনত্রিংশ অধ্যায়।

আতুরোপক্রম।

আয়ুরাদি-পরীক্ষা।—চিকিৎসক প্রথমতঃ রোগীর আয়ুঃপরীক্ষা করিবেন। কারণ, আয়ুঃ না থাকিলে চিকিৎসা করার কোন ফল নাই। যদি বুঝা যায় যে, সে অনেক দিন বাঁচিবে, তাহা হইলে তাহার চিকিৎসা করিতে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। আর যদি জানা যায় যে তাহার পরমায়ুঃ শেষ হইয়াছে, উপস্থিত ব্যাধি হইতে অব্যাহতি পাইবার কোন আশা নাই তাহা হইলে, চিকিৎসক কদাচ সেই রোগীর চিকিৎসা করিতে প্রয়াস পাইবেন না। কারণ, উক্ত রোগ কদাচ আরোগ্য করিতে পারা যায় না; ঐ রোগদ্বারাই রোগীর জীবন শেষ হয়। অতএব সূক্ষ্ম বিবেচনা পূর্ব্বক আয়ুঃ পরীক্ষা করিয়া, রোগীকে দীর্ঘায়ুঃ বলিয়া বুঝিতে পারিলে, তৎপরে ব্যাধি অর্থাৎ জ্বর অতিসারাদির মধ্যে কোন্ রোগ এবং সেই রোগ সাধ্য, অসাধ্য, কি যাপ্য, ঋতু (গ্রীষ্মবর্ষাদি), অগ্নি (রোগীর জঠরাগ্নি প্রদীপ্ত কি মন্দ), বয়স (রোগীর বাল্যাদি অবস্থা ও বয়সের পরিমাণ), দেহ (রোগী কৃশ বা স্থূলাদি), বল (শারীরিক সামর্থ্য), সত্ত্ব (উৎসাহাদি গুণ), সাত্ম্য (আহারাচারাদি), প্রকৃতি (বাতিকাদি), ভেষজ (উপযুক্ত ঔষধ) ও দেশ (জাঙ্গলাদি), প্রভৃতি পরীক্ষা করিবেন। এইসকল বিষয় সম্যক্‌রূপে বিবেচনা এবং উপযুক্তরূপে পরীক্ষা করিয়া, চিকিৎসাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন।

দীর্ঘায়ুর লক্ষণ।—যাহার হস্ত, পদ, পার্শ্বদেশ, পৃষ্ঠদেশ, স্তনাগ্র, দশন (দন্ত), বদন, স্কন্ধদেশ, ও ললাট প্রশস্ত অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট প্রমাণ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বড়, অঙ্গুলির পর্ব্বসকল (গ্রন্থিসমূহ), উচ্ছ্বাস (যে শ্বাস নাসিকা দ্বারা টানিয়া লইতে হয়) ও বাহু (ভুজ) দীর্ঘ; ভ্রূদ্বয়, স্তনদ্বয়ের মধ্যদেশস্থ স্থান ও উরঃ (বক্ষঃস্থল) বিস্তীর্ণ, জঙ্ঘা, মেঢ্র (পুংলিঙ্গ) ও গ্রীবা হ্রস্ব অর্থাৎ ছোট; সত্ত্ব, স্বর ও নাভিদেশ গম্ভীর, স্তনদ্বয় কিঞ্চিৎ উচ্চ ও নিবিড়, কর্ণদ্বয় মাংসল, বিস্তীর্ণ ও লোমবিশিষ্ট, মস্তিষ্ক পশ্চাদ্ভাগস্থ, এবং স্নানান্তে সর্ব্বশরীরে চন্দনাদি সুগন্ধি লেপন করিলে, প্রথমে মস্তক হইতে শরীরের নিম্নদেশ ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া পরে যাহার হৃদয়ের সেই অনুলেপন শুষ্ক হয়, এইরূপ ব্যক্তিকে দীর্ঘায়ুঃ বলা যায়। এইরূপ লক্ষণান্বিত রোগীরই চিকিৎসা করিবে।

অল্পায়ুর লক্ষণ।—ইতঃপূর্ব্বে দীর্ঘায়ুঃ ব্যক্তির যেসকল লক্ষণ কথিত হইল, তাহার বিপরীত-লক্ষণবিশিষ্ট ব্যক্তিকে অল্পায়ুঃ বলা যায়, অর্থাৎ যাহার হস্তপদাদি অপ্রশস্ত (ক্ষুদ্র), অঙ্গুলির পর্ব্বাদি ক্ষুদ্র ইত্যাদি লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তিকে অল্পায়ুঃ বলিয়া জানিবে।

মধ্যমায়ুর লক্ষণ।—যাহার লক্ষণাদি উক্ত দীর্ঘায়ুঃ ও অল্পায়ুর মধ্য-বর্ত্তী, তাহাকে মধ্যমায়ুঃ বলা যায়।

দীর্ঘজীবীর অন্য লক্ষণ।—যাহার সন্ধি, শিরা ও স্নায়ু গূঢ়ভাবে (গুপ্তভাবে) সংস্থিত, অঙ্গসকল পরস্পর সংযতভাবে অবস্থিত, ইন্দ্রিয়সকল স্থির (অচল), এবং পাদ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত শরীরের অঙ্গসমূহ উত্তরোত্তর সুদৃশ্য, সেইরূপ ব্যক্তিকে দীর্ঘজীবী বলা যায়। অপিচ যে ব্যক্তি জন্মাবধিই নীরোগ এবং বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ যাহার শরীর, জ্ঞান (তত্ত্বজ্ঞান) ও বিজ্ঞান (চিত্রাদি কর্ম্মে নিপুণতা) বর্দ্ধিত হয়, তাহাকে দীর্ঘজীবী বলিয়া জানিবে।

মধ্যমায়ুঃ ব্যক্তি।—যে ব্যক্তির অক্ষদ্বয়ের অর্থাৎ কোষ্ঠদেশস্থ অস্থি-দ্বয়ের অধোভাগে দুইটী, তিনটী বা ততোধিক রেখা ব্যক্ত (স্পষ্ট) ও আয়ত দেখা যায়, যাহার পাদদ্বয় ও কর্ণদ্বয় মাংসল এবং নাসিকার অগ্রভাগ উন্নত, ও পৃষ্ঠদেশে রেখাসমূহ দেখা যায়, সেই মধ্যমায়ুঃ পুরুষ। এই মধ্যমায়ুঃ ব্যক্তি ৭০ সত্তর বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে পারে।

অল্পায়ু ব্যক্তি।— যে ব্যক্তির অঙ্গুলির পর্ব্বসকল হ্রস্ব (ক্ষুদ্র), মেহন (লিঙ্গ) বৃহৎ, বক্ষঃস্থল মাংসহীন ও আবর্ত্তের (গর্ত্তের) ন্যায়, পৃষ্ঠদেশ অপ্রশস্ত, কর্ণদ্বয় যথাস্থান হইতে কিঞ্চিৎ উর্দ্ধদিকে অবস্থিত, নাসিকা উন্নত, হাসিবার সময়ে ও কথা কহিবার সময়ে যাহার দন্তমাংস দেখা যায় এবং যে ব্যক্তি চক্ষুর্দ্বয় ঘুরাইয়া দর্শন করে, তাহাকে অল্পায়ুঃ বলা যায়। অল্পায়ুঃ ব্যক্তি পঁচিশ বৎসরের অধিক কাল জীবিত থাকিতে পারে না।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের লক্ষণ।—শরীরের মধ্যভাগ, সক্থি অর্থাৎ কটিসন্ধি হইতে পাদাঙ্গুলি পর্য্যন্ত স্থান, বাহুদ্বয় ও মস্তক, এই সকলকে শরীরের অঙ্গ বলে এবং ইহাদের অবয়বগুলিকে প্রত্যঙ্গ বলা যায়।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রমাণ।—পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও প্রদেশিনী (তর্জ্জনী অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠের নিকটবর্ত্তী) অঙ্গুলি, নিজের দুই অঙ্গুলি পরিমাণ আয়ত অর্থাৎ দীর্ঘ হইবে। পায়ের মধ্যম অঙ্গুলির পরিমাণ পায়ের অঙ্গুষ্ঠের পাঁচ ভাগের চারিভাগ, অনামিকা অঙ্গুলির (কনিষ্ঠা অঙ্গুলির নিকটবর্ত্তী অঙ্গুলির) প্রমাণ মধ্যমাঙ্গুলির পাঁচ ভাগের চারিভাগ, এবং কনিষ্ঠা-অঙ্গুলির পরিমাণ অনামিকা অঙ্গুলির পাঁচভাগের চারিভাগ হইবে। প্রপদ (পায়ের অগ্রভাগ) ও পায়ের (পদতলের) মধ্যভাগ চারি অঙ্গুলি আয়ত ও পাঁচ অঙ্গুলি বিস্তৃত; পায়ের পাঞ্চি অর্থাৎ গোড়ালী পাঁচ অঙ্গুলি আয়ত ও চারি অঙ্গুলি বিস্তৃত এবং পায়ের পরিমাণ চতুর্দ্দশ অঙ্গুলি হইবে। পাদমধ্য, গুল্‌ফমধ্য, জঙ্ঘামধ্য ও জানুমধ্য ইহাদের বিস্তার (বেষ্টন) চতুর্দ্দশ অঙ্গুলি; জঙ্ঘা ও জানুর মধ্যভাগ অষ্টাদশ অঙ্গুলি এবং জানুর উপরিভাগ বত্রিশ অঙ্গুলি, এই উভয় মিলিত পঞ্চাশ অঙ্গুলি। উরু—জঙ্ঘার সমান অর্থাৎ অষ্টাদশ অঙ্গুলি। বৃষণ (অণ্ডকোষ), চিবুক, দন্ত, নাসিকাপুটের বহির্ভাগ, কর্ণমূল ও চক্ষুর মধ্যভাগ,—প্রত্যেক দুই অঙ্গুলি পরিমাণ। মেহন (পুরুষলিঙ্গ) মুখমধ্য (মুখের হাঁ), নাসিকা, কর্ণ, ললাট, গ্রীবার দীর্ঘভাগ ও দৃষ্টির মধ্যভাগের আয়তন—প্রত্যেক চারি অঙ্গুলি। যোনিরন্ধ্রের বিস্তার, পুংলিঙ্গ ও নাভির, হৃদয় ও গ্রীবার এবং উভয় স্তনের মধ্যভাগ, মুখের দীর্ঘতা এবং মণিবন্ধ হাতের কজি ও প্রকোষ্ঠের স্থূলতা—প্রত্যেক দ্বাদশাঙ্গুলি পরিমাণ। ইন্দ্রবস্তির (জঙ্ঘাস্থিত মর্ম্মস্থলের) স্থূলতা অংশপীঠ (বাহুর উপরিভাগ—স্কন্ধদেশ) ও কূর্পরের অর্থাৎ কনুয়ের মধ্যভাগ—

প্রত্যেক ষোড়শাঙ্গুলি এবং হস্তের পরিমাণ চতুর্ব্বিংশতি অঙ্গুলি। বাহুদ্বয় প্রত্যেক বত্রিশ অঙ্গুলি দীর্ঘ। উরুদ্বয়ের স্থূলতা বত্রিশ অঙ্গুলি; মণিবন্ধ ও কূর্পর এই দুইয়ের মধ্যভাগস্থ স্থান ষোল অঙ্গুলি। হস্তের তলভাগের পরিমাণ ছয় অঙ্গুলি দীর্ঘ ও চারি অঙ্গুলি বিস্তৃত জানিবে। হস্তের অঙ্গুষ্ঠমূল হইতে প্রদেশিনী অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠের নিকটবর্ত্তী অঙ্গুলি পর্য্যন্ত স্থানের বিস্তার কর্ণ ও চক্ষুঃপ্রান্ত এই দুইয়ের মধ্যভাগের বিস্তার, এবং মধ্যমাঙ্গুলিদ্বয়—প্রত্যেক পাঁচ অঙ্গুলি দীর্ঘ। প্রদেশিনী (তর্জ্জনী) অঙ্গুলি ও অনামিকা (কনিষ্ঠাঙ্গুলির নিকটবর্ত্তী) অঙ্গুলির দীর্ঘতা সাড়ে চারি অঙ্গুলি পরিমাণ। কনিষ্ঠাঙ্গুলি ও অঙ্গুষ্ঠ (বৃদ্ধাঙ্গুলি)—প্রত্যেক সাড়ে তিন অঙ্গুলি দীর্ঘ। মুখের বিস্তার চারি অঙ্গুলি ও গ্রীবার বিস্তার বিংশতি অঙ্গুলি। নাসাবিবরের বিস্তার এক অঙ্গুলির চারিভাগের তিন ভাগ পরিমাণ। চক্ষুতারার বিস্তার চক্ষুর পরিমাণের চারিভাগের তিন ভাগ। চক্ষুর দৃষ্টিমণ্ডলের পরিমাণ চক্ষুতারার নয়ভাগের একভাগ। কেশান্তর হইতে অর্থাৎ শঙ্খাস্থির উপরিভাগ হইতে মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত একাদশ অঙ্গুলি। মস্তক অর্থাৎ মস্তকের মধ্যভাগ হইতে অবটু (ঘাড়) অর্থাৎ পশ্চাৎভাগের কেশান্ত পর্য্যন্ত দশ অঙ্গুলি। ঘাড় ও কাণ এই উভয়ের মধ্যভাগ চতুর্দ্দশ অঙ্গুলি; স্ত্রীলোকের শ্রোণী (নিতম্ব) পুরুষের বক্ষঃস্থলের সমান। বক্ষঃস্থলের পরিমাণ অষ্টাদশ অঙ্গুলি। পুরুষের কটীদেশ অষ্টাদশ অঙ্গুলি। এইরূপ পুরুষের পরিমাণ সর্ব্বসমেত একশত বিশ অঙ্গুলি।

দীর্ঘায়ুঃ প্রভৃতির ফল।—পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়সে পুরুষ এবং ষোল বৎসর বয়ঃক্রমকালে স্ত্রী সমান বীর্য্যবিশিষ্ট হয়, অর্থাৎ এই সময়ে উহাদের রসাদি সর্ব্বধাতুর পরিপূর্ণতা হইয়া থাকে। পূর্ব্বে দেহের যেরূপ পরিমাণ বলা হইয়াছে, স্ব স্ব অঙ্গুলি পরিমাণে উক্ত পরিমাণানুযায়ী অঙ্গবিশিষ্ট দেহধারী পুরুষ—দীর্ঘায়ুঃ ও মহাধনবান্, এবং স্ত্রী দীর্ঘায়ুঃবিশিষ্টা ও মহাধনশালিনী হইয়া থাকে। পুরুষ ও স্ত্রী উক্ত প্রমাণানুরূপ অধিকাংশ অঙ্গবিশিষ্ট হইলে, মধ্যমায়ুঃসম্পন্ন হয় অর্থাৎ ৭০ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে ও ধনলাভ করিতে পারে। কিন্তু স্ত্রী বা পুরুষের কোন অঙ্গই উক্ত প্রমাণানুরূপ না হইলে, অল্পায়ুঃ হয় অর্থাৎ তাহারা পঁচিশ বৎসর কাল মাত্র বাঁচিতে পারে ও নির্ধন হইয়া থাকে।

দেহস্থ সারসমূহের গুণ।—অতঃপর শরীরের সারসমূহের গুণের বিষয় বলা যাইতেছে; যথা—(স্মরণশক্তি), ভক্তি (গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা), প্রজ্ঞা, (বুদ্ধি), শৌর্য্য, শৌচ (পবিত্রতা), মঙ্গলকর কর্ম্মে মনোনিবেশ এইসকল সত্বসারের অর্থাৎ ওজোধাতুর (বলের) গুণ। দেহের স্নিগ্ধতা ও গূঢ়তা এবং অস্থি, দন্ত ও নখ প্রভৃতির ঘনতা ও শ্বেতবর্ণতা, এবং অত্যন্ত কাম ও বহুসন্ততি, এইসকল শুক্রের গুণ। শরীরের অকৃশতা (স্থূলতা), উত্তমবল, স্বরের স্নিগ্ধতা ও সৌভাগ্যযুক্ততা এবং মহাচক্ষুঃ অর্থাৎ বিস্তৃতচক্ষুঃ, এইসকল মজ্জার সার হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। মস্তক ও স্কন্ধের বিশালতা এবং দন্ত, হনু, অস্থি ও নখ এইসকলের দৃঢ়তা অস্থির সারভাগ হইতে জন্মিয়া থাকে। মূত্র, স্বেদ (ঘর্ম্ম) ও স্বরের স্নিগ্ধতা এবং শরীরের মহত্ব ও ক্লেশসহিষ্ণুতা মেদের সারভাগ হইতে উৎপন্ন হয়। অচ্ছিদ্রগাত্রতা (অনিম্নদেহতা), অস্থির সন্ধিসকলের গূঢ়ভাবে (গুপ্তভাবে) সন্নিবেশ এবং শরীরের মাংসবৃদ্ধি, এইসকল মাংসের সারভাগ হইতে জন্মে। নখ, চক্ষু, তালু, জিহ্বা, ওষ্ঠ, হস্ততল ও পাদতল, এইসকলের স্নিগ্ধতা ও তাম্রবর্ণতা হওয়া রক্তের সারভাগের কার্য্য। চর্ম্মের ও লোমের প্রসন্নতা (স্নিগ্ধতা) ও মৃদুতা (কোমলতা) চর্ম্মস্থিত রসের সারভাগ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ওজঃ, শুক্র, মজ্জা, অস্থি, মেদঃ, মাংস, রক্ত ও রস এইসকল ধাতুর পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধাতু ক্রমশঃ যতই বর্দ্ধিত অর্থাৎ সারবিশিষ্ট হয়, ততই তাহা আয়ুঃ ও সৌভাগ্য-বৃদ্ধির সুলক্ষণ বলিয়া স্থির করিতে হইবে।

পরীক্ষার ফল।—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসকলের যেপ্রকার পরিমাণাদি বলা হইল, বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক ঐসকল পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক আয়ুঃপরীক্ষা করিয়া রোগীর চিকিৎসা করিবেন; তাহা হইলে চিকিৎসাকার্য্যে বিলক্ষণ সিদ্ধি-লাভ করিতে পারিবেন।

ব্যাধি-পরীক্ষা।—পূর্ব্বে যেসকল ব্যাধির বিষয় বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে, সেইসকল তিনপ্রকার,—সাধ্য, যাপ্য ও প্রত্যাখ্যেয় (অসাধ্য)। এই তিনপ্রকার ব্যাধি আবার ঔপসর্গিক, প্রাক্কেবল ও অন্যলক্ষণ ভেদে তিন-প্রকারে পরীক্ষা করা আবশ্যক। তন্মধ্যে যে সমুদায় রোগ স্বয়ং উৎপন্ন হইয়া শরীরস্থ অপর কোন রোগকে পুনরায় উৎপাদন করে, তাহাকে পূর্ব্বস্থিত

রোগের উপসর্গ বা উপদ্রব বলে; এবং সেই পূর্ব্বস্থিত ব্যাধিকে ঔপসর্গিক বা ঔপদ্রবিক ব্যাধি বলা যায়। যেসমস্ত ব্যাধি প্রথমেই নিজে উৎপন্ন হইয়া কোনপ্রকার নূতন রোগ উৎপাদন করে না, এবং যেসমস্ত ব্যাধি অন্য কোন ব্যাধির পূর্ব্বরূপ বা উপদ্রব নহে, তাহাকে প্রাক্কেবল ব্যাধি বলে। আর যেসমস্ত ব্যাধি ভাবী অন্য ব্যাধির সূচনা করিয়া দেয়, তৎসমুদায়কে অন্যরূপ বা অন্যলক্ষণ বলা যাইতে পারে।

চিকিৎসা-সূত্র।—উক্ত ত্রিবিধ ব্যাধির মধ্যে ঔপসর্গিক ব্যাধির চিকিৎসা করিতে হইলে, মূলরোগ ও উপসর্গ অর্থাৎ উপদ্রব এই উভয়ের পরস্পর যাহাতে বিরোধ না ঘটে, এমন ভাবে চিকিৎসা আবশ্যক। প্রাক্কেবল ব্যাধিতে কেবল উৎপন্ন বর্ত্তমান রোগেরই চিকিৎসা করিতে হয়। অন্যলক্ষণ বা পূর্ব্বরূপ রোগে সেইটী যে রোগের পূর্ব্বরূপ অর্থাৎ ভাবিত্ব-সূচক সেই মূলরোগেরই চিকিৎসা করা আবশ্যক।

অনুক্ত দোষের নির্ণয়।—বায়ু, পিত্ত ও কফ এই দোষত্রয় ব্যতিরেকে কোন ব্যাধিই জন্মিতে পারে না; সুতরাং যে ব্যাধির চিকিৎসা করিতে হইবে, সেই ব্যাধি উক্ত বাতাদি দোষত্রয়ের মধ্যে কোন্ দোষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা উক্ত না থাকিলেও, বিচক্ষণ চিকিৎসক, রোগের লক্ষণসমূহ বিশেষরূপে দেখিয়া ও বাতাদি লক্ষণের সহিত ঐক্য করিয়া, তাহা প্রথমতঃ স্থির করিবেন; পরে সেই ব্যাধির চিকিৎসা-কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন।

অযথা চিকিৎসার দোষ।—ঋতুর বিষয় পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। শীতকালে শীতের প্রতিকার এবং উষ্ণকালে উষ্ণের প্রতিকার করিয়া তৎপরে চিকিৎসা-কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক। কদাচ চিকিৎসার কাল অর্থাৎ সময় অতিক্রম করিতে নাই; কারণ, চিকিৎসার উপযুক্ত সময় উপস্থিত না হইতেই যদ্যপি চিকিৎসা করা যায়, অথবা চিকিৎসার উপযুক্ত সময় হইলেও যদ্যপি চিকিৎসা না করা হয়, আর যদি উপযুক্তরূপ চিকিৎসা না করিয়া খুব সামান্য প্রকার চিকিৎসা করা হয়, কিংবা অতিরিক্ত পরিমাণে চিকিৎসা করা হয়, তাহা হইলে সাধ্যরোগও আরোগ্য করিতে পারা যায় না।

সুচিকিৎসার লক্ষণ।—যে ক্রিয়া অর্থাৎ চিকিৎসা দ্বারা উৎপন্ন রোগ নিবারিত হয় এবং অন্য ব্যাধি উৎপন্ন হয় না, তাহাকেই সুচিকিৎসা বলা

যায়। আর যে চিকিৎসা অর্থাৎ ক্রিয়া দ্বারা একটী ব্যাধি নিবারিত হয়, কিন্তু অন্য ব্যাধি জন্মে, তাহা চিকিৎসাই নহে।

জঠরাগ্নি।—অন্নের পরিপাচক যে অগ্নি, ব্রণ-প্রশ্নাধ্যায়ে পূর্ব্বেই তাহার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। সেই অগ্নি চারিপ্রকার। তন্মধ্যে দোষশূন্য অর্থাৎ স্বাভাবিক বা অবিকৃত একপ্রকার; ইহাকে সমাগ্নি বলা যায়; এবং দোষবিশিষ্ট অর্থাৎ বিকৃত তিনপ্রকার—ইহাদিগকে বিষমাগ্নি, তীক্ষ্ণাগ্নি ও মন্দাগ্নি কহে। বায়ুকর্ত্তৃক দূষিত অগ্নির নাম বিষমাগ্নি, পিত্তকর্ত্তৃক দূষিত অগ্নি তীক্ষ্ণাগ্নি, শ্লেষ্মকর্ত্তৃক দূষিত অগ্নি মন্দাগ্নি, এবং সকল দোষের সাম্যাবস্থায় অগ্নি সমাগ্নি নামে অভিহিত।

সমাগ্নি।—উক্ত চতুর্ব্বিধ অগ্নির মধ্যে যে অগ্নি কোনপ্রকার দোষদুষ্ট নহে, এবং যথাকালে উপযুক্ত অন্নকে সম্যক্প্রকারে পরিপাক করে, তাহার নাম সমাগ্নি।

বিষমাগ্নি।—যে অগ্নি বায়ুকর্ত্তৃক দূষিত হইয়া, কখন কখন অন্নকে সম্যক্ প্রকারে পরিপাক করে, এবং কখন কখন আধ্মান (পেটফাঁপা), শূলবৎবেদনা, উদাবর্ত্ত, অতিসার, পেটভার, অন্ত্রকূজন (পেটে গুড় গুড় শব্দ) ও প্রবাহণ (কুন্থন) প্রভৃতি উৎপাদন করে, তাহাকে বিষমাগ্নি বলা যায়।

তীক্ষ্ণাগ্নি।—যে অগ্নি পিত্তদূষিত হইয়া প্রভূত উপযুক্ত অন্ন আশু পরিপাক করে, তাহাই তীক্ষ্ণাগ্নি। এই তীক্ষ্ণাগ্নি অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইলে, তখন তাহাকে অত্যগ্নি বলা যায়। এই অত্যগ্নি উপযুক্ত বহুল অন্নদ্রব্য পুনঃ পুনঃ অত্যন্ত শীঘ্রতম পরিপাক করে, এবং পরিপাকের পরে গলা, তালু ও ওষ্ঠ, এই সকল স্থানে শোষ (শুষ্কতা), দাহ (জ্বালা) ও সন্তাপ (উষ্ণতা) উৎপাদন করিয়া থাকে।

মন্দাগ্নি।—যে অগ্নি কফদূষিত হইয়া অল্পপরিমিত অন্নকেও অনেক কালবিলম্বে পরিপাক করে, এবং উদরভার, মাথাভার, কাস, শ্বাস, প্রসেক (লালাস্রাব), বমি ও অঙ্গগ্লানি উৎপাদন করে, তাহাকে মন্দাগ্নি বলা যায়। বিষমাগ্নিদ্বারা বাতজ রোগসকল, তীক্ষ্ণাগ্নি দ্বারা পিত্তজ ব্যাধিসমূহ, এবং মন্দাগ্নি দ্বারা কফজ রোগসকল উৎপাদিত হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।

সমাগ্নির কোন দোষ নাই এবং উহাদ্বারা সর্ব্বদাই উপযুক্ত পরিমাণে আহার পরিপাক পাইয়া থাকে; এইনিমিত্ত সমাগ্নিকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা অর্থাৎ যাহাতে জঠরাগ্নি সতত সমভাবে থাকে, তাহাই করা আবশ্যক। স্নিগ্ধ অম্ল ও লবণাদি দ্রব্য দ্বারা বিষমাগ্নির এবং মধুর স্নিগ্ধ ও শীতলাদি দ্রব্যদ্বারা ও বিরেচন প্রয়োগ করিয়া, তীক্ষ্ণাগ্নির প্রতিকার করিবে। অত্যগ্নি হইলে, তীক্ষ্ণাগ্নির চিকিৎসা দ্বারা প্রতীকার করা আবশ্যক, এবং মহিষের দুগ্ধ, দধি ও ঘৃত দ্বারা অগ্নি প্রশমিত করিবে। কটু, তিক্ত ও কষায় দ্রব্যদ্বারা এবং বমন প্রয়োগ করিয়া মন্দাগ্নির চিকিৎসা করা আবশ্যক।

অগ্নির প্রাধান্য।—অষ্টমহৈশ্বর্য্য গুণযুক্ত ভগবান্ অগ্নি, উদরে অবস্থিতি পূর্ব্বক অন্নের পরিপাক-কার্য্য সম্পাদন এবং অন্নের রসাদি গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু সূক্ষ্মতা প্রযুক্ত তাহা উপলব্ধ বা প্রত্যক্ষীভূত হয় না।

অগ্নিরক্ষা।—যেমন বাহ্য বায়ু দ্বারা বাহ্য অগ্নির দীপন ও পরিরক্ষণ করা যায়, সেইরূপ প্রাণ, অপান ও সমান নামক তিনপ্রকার বায়ু দেহের যথাস্থানে অবস্থান পূর্ব্বক উদরস্থিত অগ্নিকে প্রজ্বলিত ও রক্ষা করে, অর্থাৎ—প্রাণ ও অপান বায়ুদ্বারা প্রদীপিত, এবং সমান-বায়ুদ্বারা পরিরক্ষিত হইয়া থাকে।

চিকিৎসিত-স্থান।

—:০:—

প্রথম অধ্যায়।

—০—

দ্বিব্রণীয় চিকিৎসা।

ব্রণের প্রকারভেদ।—ব্রণ দুইপ্রকার,—শারীর এবং আগন্তু। বায়ু, পিত্ত, কফ বা সন্নিপাত এবং শোণিত-জন্য যে ব্রণ জন্মে, তাহাকে শারীরিক ব্রণ বলে। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, হিংস্রজন্তু প্রভৃতির দংশনাদি, পতন ও পীড়ন, প্রহার, অগ্নি, ক্ষার, বিষ, তীক্ষ্ণ ঔষধ প্রভৃতি, অথবা কপালখণ্ড, শৃঙ্গ, চক্র, পরশু, শক্তি ও কুন্ত প্রভৃতি শস্ত্রাদির অভিঘাত দ্বারা যে ব্রণ জন্মে, তাহাকে অভিঘাতজন্য ব্রণ বলা যায়। দুইপ্রকার ব্রণই তুল্য; তবে ভিন্ন ভিন্ন কারণে উৎপন্ন বলিয়া ইহাদিগকে দ্বিব্রণীয় বলা যায়। বিশেষ এই যে, সকলপ্রকার আগন্তু ব্রণে শরীরে আঘাতমাত্রেই যে শোণিত নিঃসরণ হইতে থাকে, তাহার উপশমের জন্য পিত্তের প্রতিকারের ন্যায় শীতলক্রিয়া কর্ত্তব্য এবং তাহার সন্ধানের নিমিত্ত মধু ও ঘৃত প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। এই কারণে দুইপ্রকার ব্রণের প্রভেদ বর্ণিত হইল।

আগন্তু ব্রণও পরিণামে যখন দোষবিশেষ দ্বারা দূষিত হয়, তখন তাহাদের শারীরব্রণের ন্যায় চিকিৎসা আবশ্যক। ব্রণের দোষদুষ্টি সাধারণতঃ পঞ্চদশ-প্রকার। সকলেরই সাধারণ লক্ষণ—যন্ত্রণা।

বিশেষ লক্ষণ যথা—যে ব্রণ শ্যাব বা অরুণবর্ণ, যাহা হইতে তরল, শীতল, পিচ্ছিল ও অল্প স্রাব নিঃসৃত হয়, যাহাতে স্ফুরণ, "চর্‌চর্" যন্ত্রণা অথবা সঙ্কুচিত স্থান দীর্ঘ করার ন্যায়, সূচী বিদ্ধ করার ন্যায়, কিংবা ফাটিয়া যাওয়ার ন্যায় অত্যন্ত বেদনা হয়, এবং যাহা রুক্ষ ও মাংসহীন, তাহা বাতজ ব্রণ।

পিত্তজ ব্রণ শীঘ্রই উৎপন্ন হয়; তাহার বর্ণ পীত বা নীল; স্রাব—শিমুলফুলধোয়া জলের ন্যায়; উষ্ণ, দাহ, পাক ও রক্তবর্ণতা প্রভৃতি পিত্তবিকার তাহাতে লক্ষিত হয়, এবং পীতবর্ণ পিড়কা দ্বারা সেই ব্রণ ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। শ্লেষ্মজ ব্রণ স্থূল, কঠিন, গুরু, ঘন, পাণ্ডুবর্ণ ও শুদ্ধ শিরা ও স্নায়ুজাল দ্বারা আচ্ছন্ন হয়। ইহার বেদনা অল্প, কিন্তু কণ্ডূ অত্যন্ত অধিক। শুক্লবর্ণ, শীতলস্পর্শ, ঘন ও পিচ্ছিল স্রাব শ্লেষ্মজ ব্রণ হইতে নির্গত হইয়া থাকে। রক্তজ-বর্ণ প্রবালের ন্যায় রক্তবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণের স্ফোট, পিড়কা ও জালসমূহ দ্বারা আচ্ছাদিত, অত্যন্ত ক্ষারগন্ধি ও বেদনাযুক্ত। ইহাতে রক্তস্রাব, ধূমনির্গমের ন্যায় যন্ত্রণা এবং পিত্তজ-ব্রণের অন্যান্য লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। বাতপিত্তজ ব্রণ পীতারুণবর্ণ, পীতারুণবর্ণের স্রাবকারী, এবং সূচীবেধবৎ বেদনা ও ধূমনির্গমবৎ দাহবিশিষ্ট হইয়া থাকে। বাতশ্লেষ্মজব্রণে কণ্ডূ, সূচীবেধবৎ বেদনা, এবং শীতল ও পিচ্ছিল স্রাব লক্ষিত হয়। পিত্তশ্লেষ্মজ ব্রণ পীতবর্ণ, উষ্ণ, গুরু, দাহবিশিষ্ট এবং পাণ্ডুবর্ণের স্রাবযুক্ত হয়। বাতরক্তজ ব্রণ রক্তারুণ বর্ণ, রুক্ষ ও পাতলা হয়; ইহাতে সূচীবেধবৎ অত্যন্ত বেদনা, স্পর্শজ্ঞানের অভাব, এবং রক্তারুণ বর্ণের স্রাব দেখিতে পাওয়া যায়। পিত্তরক্তজ ব্রণের বর্ণ ঘৃতমণ্ডের ন্যায়; গন্ধ—মৎস্যধৌত জলের ন্যায়; স্পর্শ—মৃদু এবং স্রাব—উষ্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ। এই ব্রণ ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া পড়ে। শ্লেষ্ম-রক্তজ ব্রণ রক্তবর্ণ, গুরু, পিচ্ছিল, কণ্ডূবহুল, কঠিন, এবং রক্তমিশ্রিত-পাণ্ডুবর্ণের স্রাবকারী। বায়ু, পিত্ত ও রক্ত, এই তিন দোষ হইতে যে ব্রণ জন্মে, তাহাতে স্ফুরণ, সূচীবেধবৎ বেদনা, দাহ, ধূমনির্গমের ন্যায় যন্ত্রণা এবং পীত ও রক্তবর্ণের পাতলা স্রাব,—এইসকল লক্ষণ লক্ষিত হয়। বায়ু, শ্লেষ্মা ও রক্ত,—এই ত্রিদোষজ ব্রণের কণ্ডূ, স্ফুরণ, চুমচুম্ যন্ত্রণা এবং পাণ্ডু ও রক্তবর্ণের ঘন স্রাব হইয়া থাকে। শ্লেষ্মা, পিত্ত ও রক্তজবর্ণে দাহ, পাক, রক্তবর্ণতা, কণ্ডূ, এবং পাণ্ডু ও রক্তবর্ণের ঘন স্রাব দেখিতে পাওয়া যায়। বায়ু,পিত্ত ও কফ—এই তিন দোষজাত ব্রণে বাতাদি ত্রিদোষেরই বর্ণ, বেদনা ও স্রাব প্রভৃতি মিলিতভাবে প্রকাশ পায়।

শুদ্ধব্রণ।—বাতাদি কোন দোষ দ্বারা ব্রণ দূষিত না হইলে, অথবা সেই সমস্ত দোষ নিরাকৃত হইয়া গেলে, তাহাকে শুদ্ধব্রণ কহে। শুদ্ধব্রণ জিহ্বাতলের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট মৃদুস্পর্শ, স্নিগ্ধ, মসৃণ, বেদনাহীন, সমতল এবং স্রাবশূন্য হইয়া থাকে।

চিকিৎসার সংখ্যা।—ব্রণের ষষ্টি (৬০) প্রকার চিকিৎসা; যথা, উপবাস, আলেপন, পরিষেক, অভ্যঙ্গ, স্বেদ, বিম্লাপন (বসাইয়া দেওয়া), বন্ধন, পাচন (পাকান), বিস্রাবণ (গালিয়া দেওয়া), স্নেহন (ঘৃততৈলাদি প্রয়োগ), বমন, বিরেচন, ছেদন, ভেদন, দারণ, লেখন, এষণ (দেহমধ্যে শল্যের অনুসন্ধান), আহরণ (টানিয়া বাহির করা), ব্যধন (শিরা প্রভৃতি বিদ্ধ করা), সীবন (সেলাই), সন্ধান (যোড়া লাগান), পীড়ন (টেপা বা চোঁচা), শোণিতস্রাব, নির্ব্বাপণ, উৎকারিকা, কষায়, বর্ত্তী, কল্ক, ঘৃত, তৈল, রসক্রিয়া, অবচূর্ণন, ধূপ (ধূমপ্রয়োগ), উৎসাদন, অবসাদন, মৃদুকর্ম্ম, দারুণ-কর্ম্ম, ক্ষারকর্ম্ম, অগ্নিকর্ম্ম, পাণ্ডুকর্ম্ম, প্রতিসারণ, রোমসঞ্জনন, লোমাপহরণ, বস্তিকর্ম্ম, উত্তর-বস্তি, বন্ধন, পত্রদান, ক্রিমিনাশক, বৃংহণ (পুষ্টিকরণ), বিষনাশন, শিরোবিরেচন, নস্য, কবল-ধারণ (কুল্লী), ধূম, মধুসর্পিঃ, যন্ত্র, আহার ও রক্ষা-বিধান। ইহাদের মধ্যে ক্বাথ, বর্ত্তী, কল্ক, ঘৃত, তৈল, রসক্রিয়া ও অবচূর্ণন, এইগুলি শোধনকর ও রোপণকারক। ইহাদিগের মধ্যে আটটী শস্ত্রক্রিয়াসংক্রান্ত। শোণিত-মোক্ষণ, ক্ষার, অগ্নি, যন্ত্র, আহার, রক্ষাবিধান ও বন্ধনের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। স্নেহস্বেদ, বমন, বিরেচন, বস্তি, উত্তরবস্তি, শিরোবিরেচন, নস্য, ধূম ও কবলধারণ অন্যত্র বলা যাইবে। ব্রণ-চিকিৎসার অবশিষ্ট প্রকরণ এস্থলে বলা যাইতেছে।

অবস্থানুসারে চিকিৎসা।—পূর্ব্বে যে ছয়প্রকার শোথ (১) বর্ণিত হইয়াছে, উপবাস হইতে বিরেচন পর্য্যন্ত এই একাদশ প্রকার প্রতীকার তাহাদিগের কুলা অবস্থাতেই বিশেষ হিতকর। শোথ ব্রণভাবে পরিণত হইলে এইসকল প্রতীকার হিতকর নহে। বিরেচনের পর হইতে যেসকল প্রকার চিকিৎসার প্রকরণ বলা হইয়াছে, শোথ ব্রণভাবে পরিণত হইলে, প্রায় সেই সকল প্রতীকার হিতকর। সকলপ্রকার শোথের প্রথম অবস্থায় উপবাস প্রভৃতি দ্বারা সামান্যতঃ উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়।

উপবাস।—শোথে বা ব্রণরোগে কুপিত-দোষের শান্তির জন্য দোষ ও বল বিবেচনা করিয়া রোগীর উপবাস দেওয়া কর্ত্তব্য। বায়ুর উর্দ্ধগতি, তৃষ্ণা, ক্ষুধা, মুখশোথ ও শ্রান্তি, এইসকল দ্বারা যাহারা পীড়িত তাহাদিগের পক্ষে,

(১) ইংরাজিতে ইহাকে *Abscess* বলে।

কিংবা গর্ভিণী, বৃদ্ধ, বালক, দুর্ব্বল, অথবা ভীতব্যক্তির পক্ষে উপবাস নিষিদ্ধ। শোথ উত্থিত হইবামাত্রই অথবা তীব্রবেদনাবিশিষ্ট ব্রণ জন্মিবামাত্রই, বায়ু ও পিত্ত প্রভৃতির মধ্যে যে দোষের লক্ষণ তাহাতে দৃষ্ট হয়, সেই দোষ যে দ্রব্যে নিবৃত্ত হয়, সেই দ্রব্যের প্রলেপ সেই শোথে বা ব্রণে প্রয়োগ করিবে। গৃহ-দাহের স্থলে জলসেচন করিলে যেরূপ শীঘ্র অগ্নির শান্তি হয়, শোফের যাতনাও সেইরূপ প্রলেপ দ্বারা নিবৃত্ত হইয়া থাকে। শোফের প্রহ্লাদন (পূয়াদি জন্মান), শোধন, হরণ, উৎসাদন (নির্ম্মল করা) ও রোপণ (পূরিয়া উঠা)—প্রলেপদ্বারা এইসকল ফল হয়।

পরিষেক।—বায়ুজন্য শোফে বেদনা-শান্তির নিমিত্ত ঘৃত, তৈল, কাঁজি, মাংসরস, অথবা বায়ুশান্তিকর ঔষধের ক্বাথ—ঈষদুষ্ণ এইসকল দ্রব্যদ্বারা পরিষেচন করিবে। পিত্ত জন্য, রক্ত-জন্য, অভিঘাত-জন্য, অথবা বিষ-জন্য ব্রণ হইলে, তাহাতে দুগ্ধ, ঘৃত, মধু-শর্করা, জল, ইক্ষুরস, মধুররস, মধুর রসের ঔষধ, অথবা বটাদি ক্ষীরীবৃক্ষের ক্বাথ, উষ্ণ না থাকে এইরূপ অবস্থায় পরিষেচন করিবে। শ্লেষ্ম জন্য শোফে তৈল, মূত্র, ক্ষারোদক, সুরা, শুক্ত, কফঘ্ন ঔষধের ক্বাথ শীতল না থাকে এরূপ অবস্থায় পরিষেচন করিবে। জলসেচনে যেরূপ অগ্নির শান্তি হয়, ক্বাথের সেচনেও সেইরূপ দোষজনিত তীব্র যাতনার শান্তি হইয়া থাকে।

অভ্যঙ্গ।—দোষ বিবেচনা করিয়া অভ্যঙ্গ প্রয়োগ করিলে, দোষের উপশম ও মৃদুতা সম্পাদিত হয়।

স্বেদ।—অত্যন্ত বেদনা-বিশিষ্ট কঠিন শোফে অথবা ব্রণে স্বেদ (ভাপ্‌রা) বিধেয়।

বিম্লাপন।—শোফ অল্পবেদনাবিশিষ্ট ও স্থির (যাহা পাকেও না বসেও না) হইলে, তাহাতে বিম্লাপন (বসাইয়া দেওয়া) কর্ত্তব্য। শোফে অভ্যঙ্গের দ্রব্য মাখাইয়া প্রথমতঃ স্বেদ দিবে, পরে বংশদ্বারা বা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা অল্প অল্প মর্দ্দন করিবে।

বন্ধন।—অপক্ব অথবা পচনোন্মুখ শোফে বন্ধন করিবে। শোফ পচনোন্মুখ না হইলে, বন্ধনদ্বারা বসিয়া যায় এবং পচনোন্মুখ হইলে পাকিয়া উঠে।

পাচন।—উপবাস হইতে বিরেচন পর্য্যন্ত ক্রিয়া দ্বারা যদি শোফের শান্তি না হয়, তবে দধি, তক্র, শুক্ত ও কাঁজিসহযোগে ঘৃত ও লবণ মিশ্রিত করিয়া পাকাইবার ঔষধ পাক করিবে। উৎকারিকার (মোহনভোগের) ন্যায় পাক ঘন হইলে, তাহা উষ্ণ থাকিতে থাকিতে এরণ্ডপত্র সহযোগে শোফে বন্ধন করিবে। শোফ পাকিবার উন্মুখ হইলে, আহারাদির সুনিয়ম অবলম্বন করিবে।

রক্তমোক্ষণ।—যে শোফ অল্পকাল উত্থিত হইয়াছে, তাহার বেদনা-শান্তি এবং পাক নিবারণের জন্য তাহাতে রক্তমোক্ষণ কর্ত্তব্য। রক্তযুক্ত, শ্যাব-বর্ণ ও বেদনাবিশিষ্ট কঠিন শোফ হইলে, অথবা সংরম্ভ (অত্যন্ত শূল) বিশিষ্ট ব্রণ হইলে বিস্রাবণ (১) হিতকর। বিশেষতঃ ব্রণ বিষযুক্ত হইলে, জলৌকা প্রয়োগ কর্ত্তব্য।

স্নেহন।—রুক্ষপ্রকৃতি ও কৃশব্যক্তির ব্রণ-উপদ্রবে শরীর শুষ্ক হইলে, তাহার ব্রণে যেসকল দ্রব্য বা ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে, সেইসকল দ্রব্য সহযোগে ঘৃত পাক করিয়া পান করাইবে।

বমন।—ব্রণের মাংস উৎসন্ন (ফুলিয়া উঠা) হইলে, বিশেষতঃ কফজন্য ব্রণ হইলে, অথবা ব্রণের শোণিত দুষ্ট ও কৃষ্ণবর্ণ হইলে, বমন কর্ত্তব্য।

বিরেচন।—বায়ু-পিত্ত জন্য দীর্ঘকালস্থায়ী ব্রণ হইলে, বিরেচন প্রশস্ত।

ছেদন।—শোফ অথবা ব্রণ না পাকিয়া কঠিন হইয়া স্থিরভাবে থাকিলে, অথবা স্নায়ু প্রভৃতির পচন আরম্ভ হইলে, ছেদন-কার্য্য বিধেয়।

ভেদন।—ব্রণ যদি উন্নত হয় ও তাহার অন্তরে পূয় থাকে, অথচ নির্গত হইবার মুখ না থাকে এবং সেই পূয় অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া নালী উৎপাদন করিলে তৎক্ষণাৎ শস্ত্রদ্বারা তাহা ভেদ করা বিধেয়।

রোগী বালক, বৃদ্ধ, অসহিষ্ণু, ক্ষীণ বা ভীরু হইলে, অথবা মর্ম্মস্থানে ব্রণ জন্মিলে, ঔষধদ্বারা দারণ * করা কর্ত্তব্য। শোফ সুপক্ক ও একত্র সংযত হইলে,

(১) শস্ত্র দ্বারা শোণিত নিঃসারিত করা।

* প্রলেপদ্বারা পূয়াদি নির্গত করাকে দারণ বলে। (সূত্রস্থানে শোফের চিকিৎসা দেখ)।

যদি তাহার অভ্যন্তরস্থ সমুদায় রক্ত পূয়ভাব প্রাপ্ত না হয়, তবে দারণের লেপ প্রয়োগ করিবে।

লেখন।—সুপিষ্ট দারণের ঔষধ ক্ষার-সংযোগে প্রয়োগ করিলেও, পুনঃ পুনঃ বিদীর্ণ হইয়াও যদি শোফের মুখ কঠিন, স্থূল ও আয়ত হইয়া থাকে এবং তাহার চতুর্দ্দিকে কঠিনমাংস উন্নত হয়, তবে লেখন কার্য্য দ্বারা ক্ষতস্থান নিঃশেষে কর্ত্তন করিবে। লেখন-কার্য্যের জন্য অতিসূক্ষ্মধার শস্ত্র প্রয়োগ করিতে হয়; তাহার অভাবে পট্ট বা কার্পাস বস্ত্র, তূলা, যবক্ষার এবং কর্কশ-পত্র (সেওড়া পাতা), এইসকল পদার্থ প্রয়োগ করিবে।

এষণ।—নাড়ীব্রণ, শল্যগর্ভ (দেহমধ্যে যে স্থানে শল্য থাকে), অথবা উন্নত ও উন্মার্গ ব্রণ (যে ব্রণে ক্রমশঃ দেহমধ্যে ঊর্দ্ধদিকে ক্ষত হইতে থাকে) হইলে, তাহার অভ্যন্তর-দেশ বৃক্ষের অঙ্কুর, শূকরাদির লোম, অঙ্গুলি অথবা এষণী শলাকা দ্বারা এষণ করিবে। নেত্রবর্ত্ম অথবা গুহ্যদ্বারের নিকটস্থ অল্প-মুখ নাড়ীব্রণের এষণ-কার্য্যে চীচু ও পুঁইশাকের নাল প্রভৃতি মসৃণ পদার্থ ব্যবহার কর্ত্তব্য।

আহরণ।—ব্রণের মুখ সঙ্কুচিত হউক, অথবা প্রসারিত হউক, শল্য আহরণ করিবার যেরূপ নিয়ম আছে, তদনুসারে তাহা হইতে শল্য বাহির করিবে।

ব্যধন।—কোন রোগে বিদ্ধ করিতে হইলে, যে স্থলে যে পরিমাণে শস্ত্র নিহিত করিবার বিধি বলা হইয়াছে, তদনুসারে বিদ্ধ করিয়া স্রাব করাইবে।

সীবন।—মাংসস্থিত ব্রণের মুখ যদি প্রসারিত থাকে, এবং তাহাতে পাক বা অন্য উপদ্রব না থাকে, তবে সেই ব্রণের মুখ সংযত করিয়া সেলাই করিবে।

পীড়ন।—ব্রণ মর্ম্মস্থানে জন্মিলে বা সূক্ষ্মমুখ হইলে, অথবা তাহাতে পূয় থাকিলে, তাহার চতুর্দ্দিকে পীড়ন দ্রব্য (যাহার প্রলেপে রস-রক্তাদি নির্গত হয়) প্রয়োগ করিবে। পীড়নের প্রদেহ শুষ্ক হইয়া গেলে তাহা পরিত্যাগ করিবে। ব্রণের মুখ রুদ্ধ করিয়া প্রলেপ দিবে না; তাহাতে অভ্যন্তরস্থ দোষের বৃদ্ধি হয়। পীড়নদ্রব্য প্রয়োগে অত্যন্ত শোণিতনিঃসরণ হইলে, যথাবিহিত চিকিৎসাদ্বারা রক্তরোধ করা আবশ্যক।

নির্ব্বাপণ।—পিত্তের প্রকোপ বশতঃ দাহ, পাক ও জ্বর বিশিষ্ট ব্রণ হইলে এবং রক্তকর্ত্তৃক অভিভূত হইলে, তাহা নির্ব্বাপণ করা উচিত। যথোক্ত শীতলদ্রব্য সমস্ত দুগ্ধে পেষণ পূর্ব্বক, প্রচুর ঘৃত-সহযোগে পাতলাভাবে লেপ প্রস্তুত করিয়া, শীতল অবস্থায় তাহাতে প্রয়োগ করিবে; ইহার নাম নির্ব্বাপণ ক্রিয়া।

কষায়, বর্ত্তি, কল্ক প্রভৃতি।—ব্রণে অল্প মাংস থাকিলে, তাহা পাকিয়া না উঠিলে, তাহা হইতে অল্প রস রক্তাদি স্রাব হইতে থাকিলে এবং তাহাতে সূচীবেধবৎ বেদনা, কাঠিন্য, কর্কশতা, শূল (কন্‌কনানি) ও কম্প, এইসকল উপদ্রব থাকিলে, বায়ুশান্তিকর ঔষধ, অম্লগণ, কাকোল্যাদিগণ ও তৈলাক্ত-বীজ সহযোগে উৎকারিকা পাক করিয়া প্রলেপ দিবে। ব্রণ কঠিন ও বেদনাবিশিষ্ট হইলে, ঐসকল দ্রব্যের স্বেদ বিধেয়। দুর্গন্ধ, ক্লেদবিশিষ্ট ও পিচ্ছিল হইলে, পূর্ব্বোক্ত শোধনদ্রব্যের কাথদ্বারা শোধন করিবে। মাংসাশ্রিত গভীর ব্রণ হইলে ও তাহার অন্তরে শল্য থাকিলে এবং মুখ সূক্ষ্ম হইলে, শোধন-দ্রব্যদ্বারা যথাবিধি বর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া প্রয়োগ করিবে। পূতি-মাংসাচ্ছাদিত ব্রণের আভ্যন্তরিক দোষসকল সংশোধন জন্য, পূর্ব্বোক্ত বর্ত্তির দ্রব্যসকলের মধ্যে যত-গুলি পাওয়া যায়, তাহাই শিলাতে পেষণ করিয়া লেপ দিবে। পিত্তদূষিত হইয়া, গভীর দাহ ও পাকবিশিষ্ট ব্রণ হইলে, পূর্ব্বোক্ত শোধনদ্রব্য ও কার্পাস-ফল সহ-যোগে ঘৃত প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিবে। রুক্ষ ও অল্পস্রাবী ব্রণ হইলে, এবং তাহার চতুর্দ্দিকস্থ মাংস উন্নতভাবে থাকিলে, সর্ষপস্নেহযুক্ত তৈল দ্বারা সংশোধন করিবে। তৈল দ্বারা সংশোধিত না হইলে, কঠিন মাংসাশ্রিত ব্রণের স্থলে রস-ক্রিয়া দ্বারা শোধন করিবে, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত শোধন দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিবে; তৎপরে টাবানেবুর রস ও মধু সহযোগে হরিতাল উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া, তিন তিন দিবস অন্তর ব্রণে প্রয়োগ করিবে। গম্ভীর মেদঃ-সংশ্রিত ও দুর্গন্ধ-বিশিষ্ট ব্রণ হইলে, উক্ত হীরাকস প্রভৃতির সূক্ষ্মচূর্ণমিশ্রিত বর্ত্তি প্রয়োগ করিবে; ব্রণ সংশোধিত হইলে, রোপনীয় দ্রব্যের কাথদ্বারা ব্রণের রোপণ করিতে হইবে। ব্রণ বেদনা-হীন ও সংশোধিত হইয়াও গভীর থাকিলে, রোপনীয় দ্রব্যের বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিবে। মাংসল স্থানের শুদ্ধ ব্রণ পুরাইবার নিমিত্ত মধুসংযোগে তিল-তণ্ডুলের কল্ক প্রয়োগ করিবে।

শোধন ও রোপণ।—পিষ্ট তিল, মধুসংযোগে প্রয়োগ করিলে, তাহার মধুরতা, উষ্ণতা ও স্নিগ্ধতাপ্রযুক্ত বায়ুর শান্তি হয়; কষায়ভাব, মধুরতা ও তিক্ততাপ্রযুক্ত পিত্তের শান্তি হয়; এবং কষায়ভাব, তিক্ততা ও উষ্ণতাপ্রযুক্ত কফের শান্তি হইয়া থাকে। পিষ্টতিল—শোধন ও রোপণ দ্রব্যের সহযোগে প্রয়োগ করিলে, ব্রণের সংশোধন ও রোপণ হয়; নিম্বপত্র ও মধুসহযোগে প্রয়োগ করিলে, ব্রণ সংশোধিত হয়; এবং নিম্বপত্র, মধু ও ঘৃতসহযোগে প্রয়োগ করিলে, ব্রণ পূরিয়া উঠে। কোন কোন পণ্ডিত বলেন, যবের কল্কও তিলকল্কের ন্যায় গুণকারী। ইহা প্রয়োগ করিলে, যাতনাহীন ব্রণের শান্তি হয় (বসিয়া যায়), যাতনাবিশিষ্ট ব্রণ পাকিয়া উঠে, পক্ক অবস্থায় প্রয়োগ করিলে তাহা বিদীর্ণ হয় এবং বিদীর্ণ ব্রণে প্রয়োগ করিলে, সংশোধিত হয় ও পূরিয়া উঠে। পিত্ত, রক্ত, বিষ, অথবা আঘাত-জনিত গভীর ব্রণ হইলে, অগ্রে দুগ্ধের সহিত ঘৃত পাক করিবে, পরে সেই ঘৃত রোপণীয় দ্রব্যসহযোগে পাক করিয়া ব্রণে প্রয়োগ করিবে। কফ-বাতজন্য ব্রণ-রোপণের নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত কালানুসার্য্যা ও অগুরু প্রভৃতি পদার্থদ্বারা তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে। পিত্ত, রক্ত, বিষ ও আঘাতজন্য ব্রণ শরীরের সন্ধিস্থানে উৎপন্ন হইলে, তাহা শুদ্ধ হউক বা দূষিত হউক, তাহার রোপণের নিমিত্ত হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রার সহিত রসক্রিয়া প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। কঠিন মাংসে অথবা ত্বকে ব্রণ হইলে বা ত্বকের সহিত সমভাবে থাকিলে, রোপণীয় দ্রব্যের চূর্ণ প্রয়োগ করিবে। যেসকল শোধনীয় বা রোপণীয় দ্রব্য বলা হইল, তাহা সকলপ্রকার ব্রণেই প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ইহা শাস্ত্রসিদ্ধ ও পরীক্ষিত; ইহাতে যুক্তির প্রয়োজন নাই। কষায় প্রভৃতি সাতটী কল্পনায় যেসকল দ্রব্য ব্যবহৃত হয়, তাহা চিকিৎসক যুক্তি অনুসারে গ্রহণ করিবেন। বায়ুদূষিত ব্রণের নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত কষায় (কাথ) প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে হইলে, স্বল্প ও বৃহৎ, দুইপ্রকার পঞ্চমূলই প্রায় ব্যবহার্য্য। পিত্তদূষিত ব্রণের জন্য কষায়াদি প্রস্তুত করিতে হইলে, ন্যগ্রোধাদি ও কাকোল্যাদিগণ ব্যবহার্য্য। কফদূষিত ব্রণের সম্বন্ধে আরগ্বধাদি-গণ ও অপর যেসকল উষ্ণ ঔষধ বলা হইয়াছে, তৎসমুদায় (অর্থাৎ বরুণাদিগণ) ব্যবহার্য্য। সান্নিপাতিক ব্রণ হইলে, সকলপ্রকার ঔষধ একত্র প্রয়োগ করিবে।

ধূপ।—বায়ুজন্য উগ্র যাতনা এবং আস্রাববিশিষ্ট ব্রণ হইলে, বৃক্ষের বল্কল, যব, ঘৃত ও অন্যান্য ধূপনীয় দ্রব্যসহযোগে ধূপ প্রয়োগ করিতে হয়।

আলেপন।—অত্যন্ত শুষ্ক, অল্পমাংসবিশিষ্ট, গভীর ব্রণ হইলে, উৎসাদনীয় অর্থাৎ নিম্নব্রণের উন্নতিকারক ঘৃত ও আলেপন প্রস্তুত করিবে। রোগী মাংসাশী হইলে, ব্রণের উৎসাদন ও মাংসবৃদ্ধির জন্য তাহাকে মাংস ভোজন করাইবে।

অবসাদনাদি।—উৎসন্ন ও কোমল মাংসবিশিষ্ট ব্রণ হইলে, অবসাদক ক্রিয়া কর্ত্তব্য। অবসাদনীয় দ্রব্য চূর্ণ করিয়া, মধু সহযোগে তাহা প্রয়োগ করা আবশ্যক। বায়ুকর্ত্তৃক কঠিন ও অল্প মাংসবিশিষ্ট দুষ্টব্রণ হইলে, ব্রণের মাংস কোমল করা (স্বেদ প্রয়োগে কোমল হয়) ও রক্তমোক্ষণ করা কর্ত্তব্য এবং বাতঘ্ন ঔষধ সহযোগে (বাতঘ্ন ঔষধদ্রব্যের গণ গণ-বর্ণনায় দ্রষ্টব্য) ঘৃত ও ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিবে। ব্রণের মাংস স্বভাবতঃ কোমল থাকিলে, কঠিন করা কর্ত্তব্য। তজ্জন্য ধব, প্রিয়ঙ্গু, অশোক ও তিত-লাউয়ের ত্বক্ এবং ত্রিফলা, ধাতকী পুষ্প, লোধ ও ধূনা, এইসকল সমভাগে একত্র চূর্ণ করিয়া ব্রণে প্রয়োগ করিবে।

ক্ষারকর্ম্মাদি।—উৎসন্ন মাংসে কঠিন কণ্ডূযুক্ত ব্রণ হইয়া, বিলম্বে অর্থাৎ ক্রমশঃ অল্পে অল্পে বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে, এবং তাহা সংশোধনীয় দ্রব্য দ্বারা সংশোধন করিতে না পারিলে, ক্ষার-কর্ম্মদ্বারা শোধন করা কর্ত্তব্য। অশ্মরী-জাত ব্রণ হইতে মূত্রস্রাব হইতে থাকিলে, অথবা রক্তস্রাবী ব্রণ হইলে, অথবা কোন সন্ধিস্থান নিঃশেষে ছিন্ন হইয়া পড়িলে, অগ্নিকর্ম্মদ্বারা প্রতীকার করিবে। ব্রণ শ্বেতবর্ণ হইলে ও শীঘ্র পূরিয়া না উঠিলে, তাহাকে কৃষ্ণবর্ণ করিবে। ভল্লাতকের ফল গোমূত্রে ভাবিত করিয়া দুগ্ধে এক দিবস মগ্ন করিয়া রাখিবে। পরে সেই সকল ফল দুই খণ্ডে ছেদন করিয়া, লৌহকুম্ভমধ্যে রক্ষা করিবে। অন্য কুম্ভের মুখের সহিত সেই কুম্ভের মুখ সংযোজিত করিয়া, উভয় মুখের সন্ধি-স্থানে লেপ দিবে। লেপ শুষ্ক হইলে ভল্লাতকের কুম্ভে গোময়ের অগ্নি সংযোগ করিবে। অগ্নিসংযোগে ভল্লাতকের কুম্ভ হইতে যে তৈল নিঃসৃত হইয়া অন্য কুম্ভে পতিত হইবে, তাহা গ্রহণ করিবে। সজল-প্রদেশস্থ অথবা গ্রাম্যপশুর খুর দগ্ধ করিয়া সূক্ষ্মরূপে চূর্ণ করিবে; সেই চূর্ণ কিঞ্চিৎ পূর্ব্বোক্ত তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া

শুক্লবর্ণ ব্রণে আলেপন করিলে, তাহা কৃষ্ণবর্ণ হয়। কোনপ্রকার কাষ্ঠ বা কোনপ্রকার ফলের তৈল বাহির করিতে হইলে, পূর্ব্বোক্ত ভল্লাতকের তৈল নিঃসারণের বিধি অনুসারে কার্য্য করিবে। ব্রণ কৃষ্ণবর্ণ প্রযুক্ত যদি পূরিয়া না উঠে, তবে ব্রণকে পাণ্ডুবর্ণ করা কর্ত্তব্য। তজ্জন্য রোহিণী নামক হরীতকী-ফল সাত দিবস ছাগীদুগ্ধে রাখিবে, পরে সেই ফল উত্তমরূপে পেষণ করিয়া, কৃষ্ণবর্ণ ব্রণে প্রয়োগ করিবে। অথবা নূতন কপালিকা অর্থাৎ খাপরার চূর্ণ, বেতসমূল, সর্জ্জবৃক্ষের মূল, হিরাকস এবং যষ্টিমধু একত্র চূর্ণ করিয়া মধুসহযোগে প্রয়োগ করিবে। অথবা কপিত্থফলের আভ্যন্তরিক শস্য বাহির করিয়া, তাহার মধ্যে হিরাকস, গোরোচনা, তুথ (তুঁতে), হরিতাল, মনঃশিলা, বাঁশের ত্বকের নীল, প্রপুন্নাড় ও রসাঞ্জন সমভাগে পূরিবে। অনন্তর ছাগমূত্র দ্বারা পূর্ণ করিয়া, অর্জ্জুনবৃক্ষের মূলে এক মাস পুতিয়া রাখিবে। এক মাসের পর সেই ঔষধ কৃষ্ণবর্ণ ব্রণে লেপ দিলে, তাহা পাণ্ডুবর্ণ হয়।

প্রতিসারণ।—কুক্কুটাণ্ডের কপাল (কুকুটের ডিমের খোলা), নির্ম্মলী-ফল, যষ্টিমধু, সমুদ্রমণ্ডূকী (ঝিনুক) ও মণিচূর্ণ, এইসকল সমভাগে একত্র করিয়া, গোমূত্রসহযোগে গুটিকা প্রস্তুত করিবে; সেই গুটিকা প্রয়োগ করিলে, ব্রণ প্রতিসারিত হয় অর্থাৎ ব্রণস্থান ত্বকের সমবর্ণ হয়।

লোমোৎপাদন।—হস্তিদন্তের মসী (ভস্ম) প্রস্তুত করিয়া তাহার সহিত অকৃত্রিম রসাঞ্জন মিশ্রিত করিয়া লেপ দিলে, শরীরের রোমহীন স্থানে রোম জন্মে। চতুষ্পদ জন্তুর ত্বক্, রোম, খুর, শৃঙ্গ ও অস্থি, এইগুলির ভস্ম চূর্ণ করিয়া, তৈলসহযোগে লেপন করিলেও রোমহীন স্থানে লোম জন্মে। হিরাকস ও ডহরকরঞ্জের কোমল পল্লব কপিত্থরসে পেষণ করিয়া লেপ দিলে, শরীরে লোম জন্মে।

লোম-শাতন।—রোমাকীর্ণ স্থানে ব্রণ হইলে শীঘ্র পূরিয়া উঠে না, অতএব ক্ষুর বা কর্ত্তরী দ্বারা লোমকর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। শঙ্খচূর্ণ দুইভাগ ও হরিতাল একভাগ, অম্লরসের সহিত পিষিয়া লেপন করিলে, লোম উঠিয়া যায়। ভল্লাতকের তৈল ও স্নুহীক্ষীর (মনসার আঠা) একত্র করিয়া প্রলেপ দিলেও লোম উঠিয়া যায়। অথবা কদলী ও শোণাবৃক্ষের ভস্ম, লবণ ও শমীবীজ একত্র শীতলজলে বাঁটিয়া লেপ দিলে, অথবা গৃহগোধিকার (টিক্‌টিকির) পুচ্ছ, হস্তামূল,

হরিতাল ও ইঙ্গুদীবীজ, এইসকলের ভস্ম, তৈল ও জলসহযোগে সূর্য্যপক্ক করিয়া লেপ দিলেও, লোম উঠিয়া যায়।

বস্তিপ্রয়োগ ও বন্ধন।—শরীরের অধোভাগে বায়ু-জন্য রুক্ষ ও অত্যন্ত বেদনাবিশিষ্ট ব্রণ হইলে, বস্তিকর্ম্ম (পিচকারী) বিধান করিবে। মূত্রাঘাত, মূত্রদোষ ও শুক্রদোষ রোগে অশ্মরীজন্য ব্রণ হইলে, অথবা আর্ত্তব দোষে উত্তর বস্তি প্রশস্ত। বন্ধনদ্বারা ব্রণ সংশোধিত হয়, কোমল হয়, নিরুপদ্রবে পূরিয়া উঠে, অতএব ব্রণ বন্ধন করা অতি আবশ্যক।

পত্রদান।—স্থির ও অল্পমাংসবিশিষ্ট ব্রণ হইলে, রুক্ষতা প্রযুক্ত পূরিয়া না উঠিলে, দোষ ও ঋতু বিবেচনা করিয়া তাহার উপরে পত্র আচ্ছাদন দিয়া বন্ধন করিবে। বায়ু জন্য ব্রণে এরণ্ড, ভূর্জ্জ, পূতিক (করঞ্জ), পুঁইশাক, গাম্ভারী অথবা হরিদ্রার পত্র; পিত্ত ও রক্তদোষজন্য ব্রণে বটাদি ক্ষীরিবৃক্ষের অথবা জলজ উদ্ভিদের পত্র; এবং কফজন্য ব্রণে আকনাদি, মূর্ব্বা, গুলঞ্চ, কাকমাচী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা বা শুকনাসার পত্রদ্বারা আচ্ছাদন করিবে। যে পত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিতে হইবে, তাহা কর্কশ, ক্লিন্ন, জীর্ণ, কঠিন, অথবা কীটভক্ষিত না হয়। যে পত্র পট্টবস্ত্রাদিদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়াও স্নেহপদার্থ বা ঔষধের সার দূষিত না করে, তাহাই প্রলেপের উপরে আচ্ছাদন করিবে। ব্রণে শীতলতা ও উষ্ণতা জন্মাইবার জন্য প্রলেপের ঘৃতাদি—লেপ হইতে যাহাতে বাহির না হয়, এইজন্য লেপের উপরিভাগ পত্রদ্বারা আচ্ছাদিত করা আবশ্যক।

ক্রিমি-নাশন।—ব্রণের উপরিভাগে মক্ষিকাদিদ্বারা ক্রিমি জন্মিলে, এবং ব্রণ সেই ক্রিমি-কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইলে, তাহা অতিশয় ফুলিয়া উঠে; তাহাতে তীব্র যাতনা জন্মে এবং তাহা হইতে রক্তস্রাব হয়। সেস্থলে সুরসাদিগণোক্ত দ্রব্যসমূহের কাথ দ্বারা ধৌত করিয়া, পূরিয়া উঠিবার জন্য সেইসকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রয়োগ করিবে। অথবা সপ্তপর্ণ, করঞ্জ, অর্ক, নিম্ব ও পিয়াল এইসকল বৃক্ষের ত্বক্ গো-মূত্রে বাঁটিয়া লেপ দিবে বা ক্ষারোদক সেচন করিবে, এবং মাংসখণ্ড দ্বারা ব্রণ আচ্ছাদিত করিয়া, ক্রিমিসকল ব্রণ হইতে বাহির করিয়া ফেলিবে। (এইসকল ক্রিমি বিংশতিপ্রকার)।

ব্রণ কর্ত্তৃক দীর্ঘকাল পীড়িত থাকিয়া শরীর কৃশ বা শুষ্ক হইলে, রোগীর অগ্নি রক্ষা ও শরীরের পুষ্টিসাধন কর্ত্তব্য। ব্রণ বিষদূষিত হইলে, কল্পস্থানোক্ত বিষ-লক্ষণদ্বারা তাহার বিষ নির্ণয় করিয়া, যথোক্ত নিয়মে চিকিৎসা করিবে।

শিরোবিরেচনাদি।—স্কন্ধদেশের উর্দ্ধভাগে যেসকল কণ্ডূ ও শোথ-যুক্ত ব্রণ জন্মে, তাহাতে শিরোবিরেচন প্রয়োগ করিবে। ঐসকল স্থানে বায়ুজন্য বেদনা-বিশিষ্ট রুক্ষব্রণ হইলে, নস্য প্রয়োগ করিবে। দোষের নিবৃত্তি, যাতনা ও দাহের শান্তি, জিহ্বা ও দন্তের মল আহরণ, এবং মুখমধ্যস্থ ব্রণের শোধন বা রোপণ জন্য যথোক্ত উষ্ণ বা শীতল কবলগ্রহ (কুলকুচা) বিধেয়।

ধূমপানাদি।—স্কন্ধদেশের উর্দ্ধভাগে কফ বাতজন্য রোগ, অথবা শোফ বা স্রাববিশিষ্ট ব্রণ হইলে ধূমপান ব্যবস্থা করিবে। সদ্যোব্রণের স্থলে (অস্ত্রাদির আঘাতদ্বারা যে ব্রণ জন্মে) রক্ত নিঃসরণ-রোধকরণার্থ এবং ক্ষতের সন্ধানার্থ (যোড়ালাগার জন্য) ঘৃত ও মধু প্রয়োগ করিবে। শল্য কর্ত্তৃক গভীর সূক্ষ্মমুখ-বিশিষ্ট ব্রণ হইলে ও তাহা হইতে হস্তদ্বারা শল্য বাহির করিতে না পারিলে, যন্ত্র ব্যবহার করিবে। সকলপ্রকার ব্রণরোগেই লঘু, স্নিগ্ধ, উষ্ণ ও অগ্নিকর আহার সামান্য পরিমাণে প্রদান করিবে। ব্রণ-পীড়িত রোগীকে পূর্ব্বোক্ত রক্ষাবিধান ও যমনিয়ম দ্বারা নিশাচরগণ হইতে রক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

শোথঘ্ন।—এইস্থলে ব্রণ-চিকিৎসা সম্বন্ধে কতকগুলি সাধারণ ঔষধ বলা যাইতেছে। মাতুলুঙ্গ (ছোলঙ্গ) নেবু, গণিয়ারী, দেবদারু, শুঁঠ, কেলে-কড়া, ও রাস্না, এইসকল দ্রব্যের ব্যবহারে বাতজ ব্রণশোথ প্রশমিত হয়। দূর্ব্বা, নলমূল, যষ্টিমধু, রক্তচন্দন এবং কাকোল্যাদি, ন্যগ্রোধাদি ও উৎপলাদি প্রভৃতি শীতল-গণোক্ত দ্রব্যের প্রলেপ, পিত্তজ ব্রণশোথনিবারক। আগন্তুক ও রক্তজ ব্রণেও এইসকল প্রলেপ প্রযোজ্য। বিষজ ব্রণশোথে বিষনাশক এবং পিত্তনাশক প্রলেপ প্রয়োগ করিতে হয়। বনযমানী, অশ্বগন্ধা, কেলেকড়া, রক্ত তেউড়ী, শ্বেত-তেউড়ী, ও কাঁকড়াশৃঙ্গী, এই সমস্ত দ্রব্যের প্রলেপ—শ্লেষ্মজ ব্রণ-শোথনাশক। এই ত্রিবিধ দোষনাশক দ্রব্যসমূহের এবং লোধ, হরীতকী, মদনফল ও দুরালভা, এই কয়েকটী দ্রব্যের প্রলেপ ব্যবহারে সান্নিপাতিক ব্রণ-শোথ নিরাকৃত হয়। বাতজ ব্রণশোথে অম্ল ও লবণরসযুক্ত, স্নিগ্ধ এবং ঈষৎ উষ্ণ করিয়া প্রলেপ প্রয়োগ করিতে হয়। পিত্তজ শোথে শীতল ও দুগ্ধমিশ্রিত

প্রলেপ ব্যবহার্য্য। কফজ শোথে উষ্ণ এবং ক্ষার-পদার্থ ও গোমূত্রাদিসংযুক্ত প্রলেপ প্রয়োগ করা আবশ্যক।

পাচন।—শণবীজ, মূলার বীজ, শজিনাবীজ, তিল, সর্ষপ, মসিনা যবশক্তু, সুরাকিট্ট, এবং কুড়, ও অগুরু প্রভৃতি উষ্ণবীর্য্য দ্রব্যসমূহ পাচক, অর্থাৎ এইসকল দ্রব্য ব্যবহারে ব্রণশোথ পাকিয়া উঠে।

বিদারণ।—ডহর-করঞ্জ, ভেলা, চিতামূল, কপোত, গৃধ্র, ও কঙ্ক-পক্ষীর বিষ্ঠা, ক্ষারপদার্থ এবং দ্রব্যবিশেষ দ্বারা প্রস্তুত ক্ষার, এইসকল দ্রব্য প্রয়োগে পক্কব্রণ বিদীর্ণ হয়।

পীড়ন।—শাল্মলী প্রভৃতি বৃক্ষাদির পিচ্ছিল ত্বক্ বা মূল, এবং যব, গোধূম ও মাষকলায় প্রভৃতির চূর্ণ ব্রণপীড়ক, অর্থাৎ এইসকল দ্রব্য প্রলেপরূপে প্রয়োগ করিলে, ব্রণের পূয়াদি নির্গত হইয়া যায়।

শোধন।—শঙ্খিনী, আঁকর, জাতীপত্র, করবীর, সুবর্চ্চলা ও আর-গ্বধাদিগণ, এই সমস্ত দ্রব্য ব্রণসংশোধক। যমানী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, রাখালশশা, লাঙ্গলা, ডহরকরঞ্জ, চিতামূল, আকনাদী, বিড়ঙ্গ, এলাচ, রেণুক, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, যবক্ষার, সৈন্ধবাদি পঞ্চলবণ, মনঃশিলা, হীরাকস, তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, হরিতাল ও সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা, এইসকল দ্রব্য সংশোধন-বর্ত্তিতে এবং কল্কে ব্যবহার করিতে হয়। হীরাকস, কটুকী, জাতীমূল, হরিদ্রা, এবং পূর্ব্বোক্ত বর্ত্তি ও কল্কের দ্রব্যসমূহদ্বারা ব্রণশোধনার্থ ঘৃত প্রস্তুত করিতে হয়। শোধন-তৈল প্রস্তুত করিতে হইলে, অপামার্গ, সোন্দাল, নিম, ঘোষাফল, তিল, বৃহতী, কণ্টকারী, হরিতাল, মনঃশিলা এবং পূর্ব্বোক্ত বর্ত্তি ও কল্কের দ্রব্য ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। শোধনচূর্ণ প্রয়োগ করিতে হইলে, হীরাকস, সৈন্ধব, সুরাকিট্ট, বচ, হরিদ্রা দারুহরিদ্রা, এবং অন্যান্য শোধনদ্রব্য চূর্ণ করিয়া ব্যবহার করিবে। ব্রণশোধনার্থ রসক্রিয়ার প্রয়োজন হইলে, তাহাতে সালসারাদিগণের সার, পটোল-পত্র, আমলকী, হরীতকী ও বহেড়া গ্রহণ করিবে।

ধূপন।—গুগ্গুলু, ধূনা, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু এবং সালসারাদির সার, এইসকল পদার্থ ধূপনার্থ প্রযোজ্য অর্থাৎ ব্রণশোধনার্থ ইহাদের ধূম প্রয়োগ করিতে হয়।

রোপণ।—অনুষ্ণবীর্য্য কষায় বৃক্ষের অর্থাৎ বট, অশ্বত্থ, যজ্ঞডুমুর প্রভৃতির বল্কলের কাথ, অথবা শৃতশীত কষায়—ব্রণরোপণার্থ প্রয়োগ করিবে। সোম (কর্পূর), গুলঞ্চ, অশ্বগন্ধা ও কাকোল্যাদিগণ, বট ও অশ্বত্থ প্রভৃতি ক্ষীরী-বৃক্ষের অঙ্কুর, এইসকল দ্রব্যের বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া, ব্রণরোপণের জন্য প্রয়োগ করিতে হয়। বরাহক্রান্তা বা লজ্জালুলতা, কর্পূর, সরলকাষ্ঠ, কট্‌ফল, চন্দন, এইসকল দ্রব্যের কল্ক—ব্রণরোপণার্থ প্রয়োগ করা যায়। চাকুলে, আলকুশী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, জাতীপত্র, শ্বেতদূর্ব্বা ও কাকোল্যাদিগণ এইসমস্ত দ্রব্য-দ্বারা ব্রণরোপক ঘৃত প্রস্তুত করিতে হয়। তগরকাষ্ঠ, অগুরু, হরিদ্রা, দারু-হরিদ্রা, দেবদারু, প্রিয়ঙ্গু ও লোধ, এইসমস্ত দ্রব্য ব্রণরোপণ-তৈলে প্রযোজ্য। প্রিয়ঙ্গু, আমলকী, বহেড়া, লোধ, হীরাকস, মুণ্ডিরী এবং ধব ও শালবৃক্ষের ত্বক্, এই সকল পদার্থের চূর্ণ করিয়া ব্রণরোপণার্থ ব্যবহার করিবে। প্রিয়ঙ্গু, ধনা, হীরাকস ও ধববৃক্ষের ত্বক্, এইসকলের চূর্ণও ব্রণরোপণার্থ ব্যবহৃত হয়। ন্যগ্রোধাদিগণের বল্কল এবং ত্রিফলা—ব্রণরোপণার্থ রসক্রিয়ায় ব্যবহার করিতে হয়।

উৎসাদন।—অপামার্গমূল, অশ্বগন্ধামূল, তালমূলী, সুবর্চ্চলা মূল, এবং কাকোল্যাদিগণ, এইসকল পদার্থ ব্রণের উৎসাদন কার্য্যে অর্থাৎ ব্রণের উপর মাংস উদ্গত হইলে তাহার বিলোপজন্য প্রয়োগ করিবে। হীরাকস, সৈন্ধব, সুরাকিট্ট, পদ্মরাগমণি, মনঃশিলা, কুক্কুটাণ্ডের খোলা, জাতীপুষ্পের মুকুল, শিরীষ-বীজ, ডহর-করঞ্জের বীজ, এবং হরিতাল ও রসাঞ্জন প্রভৃতি ধাতুর চূর্ণ, এই সমস্ত পদার্থও উৎসন্নমাংস-ব্রণের অবসাদনজন্য প্রয়োগ করা যায়।

বিশেষ বিধি।—গ্রন্থ-বাহুল্যভয়ে ব্রণ-চিকিৎসার অতি অল্প ঔষধই বলা হইল। এইসকল ঔষধ যেরূপ গুণবিশিষ্ট, সেইরূপ গুণবিশিষ্ট অন্য দ্রব্যও লওয়া যাইতে পারে। কোন অধিকারের ঔষধে যদি দুর্লভ দ্রব্য উক্ত হইয়া থাকে, সেই স্থলেই এরূপ প্রতিনিধি আবশ্যক। ঔষধের যেসমস্ত গুণ বলা হইয়াছে, তাহার মধ্যে কোন দ্রব্য যদি স্থলবিশেষে গুণকারী না হয়, তবে তাহাকে পরিত্যাগ করিবে এবং গণে যাহাদের উল্লেখ নাই, এমন দ্রব্য যদি উপকারী হয়, তাহাও গ্রহণ করিবে।

উপদ্রব।—ব্রণরোগের উপদ্রব দুইপ্রকার; একপ্রকার রোগের এবং অপরপ্রকার রোগীর। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ,—এই পাঁচটী ব্রণের উপদ্রব; এবং জ্বর, অতিসার, মূর্চ্ছা, হিক্কা, বমন, অরুচি, শ্বাস, অজীর্ণ ও তৃষ্ণা,—এই কয়েকটী রোগীর উপদ্রব। এইস্থলে সংক্ষেপতঃ ব্রণ-চিকিৎসার প্রকরণ বলা হইল। এক্ষণে সদ্যোব্রণের চিকিৎসা বলা যাইতেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

—:০:—

সদ্যোব্রণের বিধি।

সদ্যোব্রণের আকৃতি।—ধার্ম্মিক প্রবর বাক্য-বিশারদ ভগবান্ ধন্বন্তরি, বিশ্বামিত্রের পুত্র সুশ্রুতকে যেরূপ উপদেশ দিয়াছেন, তদনুসারে সদ্যোব্রণের চিকিৎসা বলা যাইতেছে। নানাপ্রকার শস্ত্র শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পতিত হইলে, যেসকল ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ব্রণ উৎপন্ন হয়, তাহার লক্ষণ কথিত হইতেছে। আয়ত, চতুষ্কোণ, ত্রিকোণ, মণ্ডলাকার, অর্দ্ধচন্দ্রাকার, কুটিল, বিশাল, শরাবের ন্যায় মধ্যস্থল নিম্ন, এবং যবোদরসদৃশ,—আগন্তুক ব্রণের এইরূপ নানাবিধ আকার। সেইসকল ব্রণ দোষজন্যই হউক, অথবা স্বয়ং ভিন্ন হইয়াই হউক, দুর্দ্দর্শ, বিকৃত বা যে কোন আকৃতি ও বর্ণবিশিষ্ট হউক, ব্রণের আকৃতিজ্ঞ বৈদ্য তাহাতে মুগ্ধ হইবেন না।

লক্ষণ-ভেদে ব্রণসকল ছয়প্রকার; যথা—ছিন্ন, ভিন্ন, বিদ্ধ, ক্ষত, পিচ্ছিত ও ঘৃষ্ট। ইহাদিগের প্রত্যেকের লক্ষণ বলা যাইতেছে। বক্র হউক বা সরল হউক, ব্রণ আয়ত হইলে, অথবা শরীরের কোন অঙ্গ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলে, তাহাকে ছিন্নব্রণ বলা যায়। কুন্ত, শক্তি, ঋষ্টি, খড়্গাগ্র, বিষাণাদি দ্বারা কোন আশয়ভেদ হইয়া, তাহা হইতে কিঞ্চিৎ স্রাব হইলে, তাহা ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

সাতটী আশয়।—আমাশয়, পক্বাশয়, মূত্রাশয়, রক্তাশয়, হৃদয়, উণ্ডুক ও ফুসফুস্। কোন একটী আশয় ভিন্ন হইয়া তাহাতে রক্ত সঞ্চিত হইলে,

জ্বর ও দাহ জন্মে, মল-মূত্রের দ্বার এবং মুখ ও নাসিকা হইতে রক্ত-নিঃসরণ হয়, এবং মূর্চ্ছা, শ্বাস, তৃষ্ণা, আধ্মান, অরুচি, মল-মূত্র ও বায়ুর রোধ, ঘর্ম্ম-নিঃসরণ, চক্ষুর রক্তবর্ণতা, মুখে আমিষগন্ধ, শরীরে দুর্গন্ধ, হৃৎশূল ও পার্শ্ব-শূল এইসকল উপদ্রব উপস্থিত হইয়া থাকে। কোন্ আশয় ভেদ হইলে কিরূপ লক্ষণ জন্মে, তাহা এক্ষণে বিশেষ করিয়া বলা যাইতেছে।

বিদ্ধাদির লক্ষণ।—আমাশয় ভেদ হইয়া তাহাতে রক্ত সঞ্চিত হইলে, রক্তবমন হয়, এবং অতিমাত্র আধ্মান ও শূল জন্মে। পক্বাশয়-ভেদ হইলে, বেদনা, শরীরের গৌরব, নাভির অধোভাগ শীতল, এবং কর্ণ, নাসিকা ও মুখ হইতে রক্তস্রাব হয়। আশয় ভেদ না হইয়া যদি অন্ত্রভেদ হয়, তবে সূক্ষ্ম-পথে বায়ু প্রবিষ্ট হইয়া, তাহার অন্তঃপূর্ণ করে এবং আচ্ছন্নমুখ ঘটের ন্যায় তাহার ভিতরে ভারবোধ হয়। সূক্ষ্মমুখ শল্য, শরীরের আশয় ভিন্ন অন্য স্থানে প্রবিষ্ট হইয়া, উত্তুণ্ডিতভাবে (অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ বাহির হওয়া) থাকুক, অথবা শরীর হইতে নির্গত হউক, তাহাকে বিদ্ধ বলা যায়। অতিশয় ছিন্ন বা অতিশয় ভিন্ন না হইয়া শরীরে বিষম ব্রণ হইলে তাহাকে ক্ষত বলা যায়। প্রহার বা পীড়ন দ্বারা অস্থিস্থান ফুলিয়া উঠিলে, পিচ্চিত বলা যায়; তাহা মজ্জা ও রক্তে পরিপ্লুত থাকে। ঘর্ষণদ্বারা শরীরের ত্বক্ উঠিয়া যাইয়া রস নিঃসরণ হইলে, তাহাকে ঘৃষ্ট বলে।

চিকিৎসা।—ছিন্ন, ভিন্ন, বিদ্ধ বা ক্ষত হইলে, অতিশয় শোণিত-স্রাব হয়, এবং রক্তক্ষয় প্রযুক্ত বায়ু অত্যন্ত কুপিত হইয়া, সেইস্থলে বেদনা জন্মায়। তাহাতে স্নেহপান, আহত স্থানে স্নেহ-সেচন, ঘৃতাক্ত কৃশরা ও বেশবার-সহযোগে বন্ধন, ধান্যস্বেদ, স্নিগ্ধ আলেপন, এবং বাতঘ্ন ঔষধ, সিদ্ধ স্নেহপদার্থ দ্বারা বস্তি (পিচকারী) প্রয়োগ, এইসকল প্রতীকার কর্ত্তব্য। পিচ্চিত বা ঘৃষ্ট হইলে রক্ত অধিক নিঃসৃত হয় না, তজ্জন্য ব্রণ জ্বালা করে ও পাকিয়া উঠে। তাহাতে শোণিতের উষ্ণতা, দাহ ও পাকের শান্তির নিমিত্ত শীতল পরিষেচন কর্ত্তব্য। পূর্ব্বোক্ত ছিন্ন-ভিন্নাদি ছয়প্রকার চিকিৎসার উপরই সদ্যোব্রণের সমস্ত চিকিৎসা নির্ভর করে।

অতঃপর সকলপ্রকার ছিন্নের চিকিৎসা বলা যাইতেছে। মস্তক অথবা কোন পার্শ্বদেশ আয়তভাবে আহত হইয়া, যদি মাংস লম্বিত হইয়া (ঝুলিয়া) পড়ে, তাহা সীবন করিয়া, গাঢ়রূপে বন্ধন করিবে। কর্ণ

ছিন্ন হইয়া স্থানচ্যুত হইলে, তাহা যথাস্থানে স্থাপনপূর্ব্বক সীবন করিয়া তৈল সেচন করিবে। কৃকাটিকার (ঘাড়ের) অন্তভাগ ছিন্ন হইয়া তাহাতে বায়ু গমনাগমন করিলে, রোগীকে সম্যগ্রূপে যন্ত্রিত করিয়া, ক্ষতস্থানে ছাগ-দুগ্ধ সেচন করিয়া এবং রোগীকে সর্ব্বদা, উত্তান (চিৎভাবে) রাখিয়াই আহারাদি করাইবে। তির্য্যক্ আঘাতে হস্ত ছিন্ন হইয়া পড়িলে, সন্ধি, অস্থি প্রভৃতি সম্যগ্রূপে সংমিলিত করিয়া সীবন করিবে, এবং বেল্লিতক নামক বন্ধন দ্বারা বন্ধন করিয়া, তৈল সেচন করিবে, অথচ চর্ম্মদ্বারা গোফণার আকারে বন্ধন করিবে। পৃষ্ঠ-দেশে ব্রণ হইলে, রোগীকে উত্তানভাবে শয়ন করাইবে। বক্ষঃস্থলে ব্রণ হইলে, উবুড় করিয়া শোয়াইবে। * হস্ত বা পদ নিঃশেষে ছিন্ন হইয়া (দ্বিখণ্ডিত হইয়া) পড়িলে, বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক তৈল-সহযোগে দগ্ধ করিবেন, এবং কোশনামক বন্ধনদ্বারা বন্ধন করিবেন। তৎপরে ক্ষত-রোপণার্থ তৈলাদি প্রয়োগ করিতে হইবে।

রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ, নীলোৎপল, প্রিয়ঙ্গু, হরিদ্রা ও যষ্টিমধু এই সাতটী পদার্থের কল্ক এবং চতুর্গুণ দুগ্ধের সহিত তিলতৈল পাক করিয়া, ব্রণ রোপণার্থ প্রয়োগ করিবে। অথবা রক্তচন্দন, কাঁকড়াশৃঙ্গী, মুগানী, মাষাণী, গুলঞ্চ, মটরকলায়, বেণামূল, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, পদ্মকাষ্ঠ ও নীলোৎপল, এই ত্রয়োদশাঙ্গ কল্ক এবং চতুর্গুণ দুগ্ধের সহিত ঘৃত, বসা, মজ্জা ও তৈল একত্র পাক করিয়া, সেই তৈল ব্রণরোপণের জন্য প্রয়োগ করিতে হইবে। এই উভয় তৈল উৎকৃষ্ট ব্রণরোপক।

অতঃপর ভিন্ন-ব্রণের চিকিৎসা বলা যাইতেছে। নেত্র ভিন্ন হইলে অসাধ্য হয়; কিন্তু ভিন্ন না হইয়া যদি লম্বিত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে সেই নেত্র ধীরে ধীরে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিবে। সন্নিবেশকালে যেন কোন শিরা বিদ্ধ না হয়; তদ্বিষয়ে বিশেষ সাবধানতা আবশ্যক। তৎপরে পদ্মপত্রদ্বারা হস্ত

---

* কোন কোন টীকাকার পৃষ্ঠ ও বক্ষঃস্থলজাত ব্রণ হইতে স্রাব-নির্গমের সুবিধার জন্য এইরূপ শয়নের ব্যবস্থা সমীচীন বলেন। কিন্তু অন্য টীকাকার এস্থলে অন্যপাঠের কল্পনা করিয়া, পৃষ্ঠব্রণে উবুড় করিয়া এবং বক্ষব্রণে চিৎ করিয়া শোয়াইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এইরূপ ব্যবস্থা অধিক সঙ্গত বোধ হয়।

আবৃত করিয়া, চক্ষুর উপরে সেই হস্তের পীড়ন করিতে হইবে। এইরূপে চক্ষু যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইলে, তাহার উপর ঘৃতপূরণ এবং ঘৃতের নস্য গ্রহণ করাইবে। ছাগঘৃত /৪ চারিসের, দুগ্ধ ১৬ ষোল সের, এবং যষ্টিমধু, নীলোৎপল, জীবক ও ঋষভক মিলিত /১ একসের, একত্র যথানিয়মে পাক করিয়া সেই ঘৃত চক্ষুপূরণ ও নস্যকার্য্যে প্রয়োগ করিতে হইবে। নেত্র যে কোন রূপে আহত হউক, এই ঘৃতব্যবহারে তৎসমুদায়েরও শান্তি হইয়া থাকে।

উদরে বর্ত্তির ন্যায় যে মেদঃ থাকে তাহা নির্গত হইলে, অর্জ্জুনাদি কষায়-বৃক্ষের ভস্ম ও কৃষ্ণমৃত্তিকাচূর্ণ তাহার উপরে বিকীর্ণ করিয়া, সূত্রদ্বারা বন্ধন করিবে; এবং অগ্নিতপ্ত শস্ত্রদ্বারা বহির্গত ভাগ ছেদন করিয়া দিবে। পরে ব্রণের মুখে মধু লেপন করিয়া বন্ধন করিবে, এবং ভুক্ত অন্ন পরিপাক হইলে ঘৃত বা দুগ্ধ পান করাইবে। সেই দুগ্ধ বা ঘৃত, শর্করা, যষ্টিমধু, লাক্ষা, অথবা গোক্ষুর ও চিত্রা (এরণ্ড বা দন্তী) সহযোগে পাক করিয়া দিবে। ইহাতে ঐ ব্রণজন্য বেদনা ও দাহের শান্তি হয়। পূর্ব্বোক্তরূপে বহির্গত মেদাংশ ছেদন না করিলে, উদরের আধ্মান ও মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে। মেদোজ গ্রন্থিরোগে যেসকল তৈল প্রয়োগের বিধান আছে, সেইসকল তৈলও এই ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করা যায়।

ত্বকের নিম্নদেশে শিরা প্রভৃতি ভেদ করিয়া অথবা ত্যাগ করিয়া, শল্য কোষ্ঠদেশে প্রবেশ পূর্ব্বক অবস্থিত থাকিলে, পূর্ব্বোক্ত আটোপ, আনাহ প্রভৃতি উপদ্রব জন্মাইতে পারে; কোষ্ঠে রক্তসঞ্চয়, হস্তপাদ ও মুখের শীতলতা, শরীরে পাণ্ডুবর্ণতা, শীতল নিঃশ্বাস, চক্ষুর রক্তবর্ণতা, ও মল-মূত্রের অবরোধ,—এই সকল লক্ষণ ঘটিলে, রোগীকে পরিত্যাগ করিবে।

কোষ্ঠভেদ।—কোন কোষ্ঠ-দেশ ভিন্ন হইয়া আমাশয়ে রক্ত সঞ্চিত হইলে, বমন করাইবে; পাকাশয়ে সঞ্চিত হইলে বিরেচন, এবং পক্কাশয়ে সঞ্চিত হইলে আস্থাপন প্রয়োগ করিতে হয়। আস্থাপনের জন্য ঘৃততৈলাদিবর্জ্জিত শোধনীয় উষ্ণ ঔষধ (ক্বাথ) ব্যবহার করিবে। ঘৃততৈলাদিবর্জ্জিত যব, কোল ও কুলত্থের রস সহযোগে অন্ন ভোজন করাইবে, অথবা সৈন্ধব লবণ সহযোগে যবের মণ্ড পান করাইবে। কোষ্ঠ-ভেদ হইয়া অতিশয় রক্ত নিঃসৃত হইতে থাকিলে, রোগীকে শোণিত পান করিতে দিবে। কোষ্ঠ-ভেদ হইয়াও যদি মল,

মূত্র ও বায়ু স্বাভাবিক পথে নিঃসরণ হইতে থাকে, এবং জ্বর ও আধ্মানাদি কোনপ্রকার উপদ্রব না থাকে, তবে সে রোগী রক্ষা পায়।

অন্ত্রনির্গম।—অন্ত্র ভিন্ন না হইয়া যদি উদর হইতে নির্গত হয়, তবে তাহা পুনর্ব্বার যথাস্থানে প্রবেশ করাইবে। অন্ত্র ভিন্ন হইলে, পিপীলিকাদ্বারা সেই নির্গত অন্ত্রের ভিন্ন স্থান দংশন করাইয়া, তাহাদের মস্তক সমেত প্রবেশ করাইবে। নির্গত অন্ত্রে তৃণ, শোণিত ও পাংশু প্রভৃতি লিপ্ত হইলে, দুগ্ধদ্বারা তাহা প্রক্ষালন করিয়া এবং তাহাতে ঘৃত মাখাইয়া অল্পে অল্পে প্রবেশ করাইবে। প্রবেশ করাইবার কালে চিকিৎসক অঙ্গুলির নখ কর্ত্তিত করাইবেন। শুষ্ক অন্ত্র প্রবেশ করাইতে হইলে, তাহাতে দুগ্ধ সেচন করিবে এবং ঘৃত আপ্লুত করিবে। প্রবেশ করাইবার কালে অঙ্গুলিদ্বারা কণ্ঠদেশ মার্জ্জন করিবে, শীতল জল প্রক্ষেপ করিয়া শরীর উদ্বিগ্ন করিবে, এবং বলিষ্ঠ ব্যক্তিগণ তাহার পদধারণ পূর্ব্বক শূন্যে উত্থাপিত করিয়া যেরূপে সমস্ত অন্ত্র অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়, সেই মত করিয়া, ধীরে ধীরে তাহার শরীর কম্পিত করিতে থাকিবে। অন্ত্র যথাস্থানে স্থাপিত না হইলে, অথবা কোনরূপে সঙ্কুচিত হইয়া থাকিলে, রোগীর প্রাণনাশ ঘটিয়া থাকে।

অন্ত্রনির্গম জন্য ব্রণরোপণ।—যে স্থান ভিন্ন হইয়া অন্ত্র সমস্ত নির্গত হয়, সেই ব্রণের মুখ অল্প প্রসারিত অথবা অধিক প্রসারিত হওয়ায় যদি নির্গত অন্ত্র তাহার মধ্যে প্রবেশ করাইতে না পারা যায়, তবে সেই পরিমিত-রূপে প্রসারিত করিয়া লইবে। পরে সেই নির্গত অন্ত্র যথাস্থানে পুনঃ স্থাপিত করিয়া তৎক্ষণাৎ সীবন করিবে। ক্ষতস্থান পট্টবস্ত্রদ্বারা বেষ্টন পূর্ব্বক তাহাতে ঘৃত সেচন করিবে, এবং বায়ু ও পুরীষের মৃদু রেচনের জন্য চিত্রাতৈল-সংযুক্ত ঈষদুষ্ণ ঘৃত পান করাইবে। পরে ব্রণরোপণের জন্য নিম্নলিখিত তৈল প্রয়োগ করিবে;—শাল, ধব, শাল্মলী, মেষশৃঙ্গী, শল্লকী, অর্জ্জুন, শালপাণী ও বটাদি ক্ষীরিবৃক্ষ—এইসকল বৃক্ষের ত্বক্, এবং বেড়েলার মূল একত্র তৈলসহ পাক করিবে; এই তৈলে ব্রণ পূরিয়া উঠিবে।

মুষ্ক-ভেদ।—মুষ্কদ্বয় ভেদ করিতে হইলে, পাদদ্বয়ে ও চক্ষুর্দ্বয়ে জল প্রোক্ষিত করিবে, এবং তুন্নসেবনী নামক কটীসন্ধির মধ্যে মুষ্কদ্বয় প্রবেশ করাইয়া সীবন করিবে। পরে চলনভয়-নিবারণার্থ কটীদেশে গোফণা নামক

বন্ধন প্রয়োগ করিবে। তাহাতে স্নেহ-সেচন কর্ত্তব্য নহে, তাহা হইলে ব্রণে ক্লেদ জন্মে। তগরপাদুকা, চন্দন, অগুরু, এলাইচ, জাতী, পদ্মকাষ্ঠ, মনঃশিলা দেবদারু, গুলঞ্চ ও তুত্থক (তুঁতে), এইসকল দ্রব্যের সহিত তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে, সেই স্থান পূরিয়া উঠে।

শিরোদেশে ব্রণ।—শিরোদেশ হইতে শল্য বাহির করিলে, সেই স্থানে চুলের পলিতা করিয়া তাহা প্রবেশিত করিবে। চুলের পলিতা না দিলে সেই স্থান হইতে মস্তুলুঙ্গ (মস্তিষ্ক) নির্গত হইতে পারে এবং তজ্জন্য বায়ু কুপিত হইয়া রোগীর প্রাণনাশ করে। অতএব বালবর্ত্তি প্রয়োগ করা অবশ্যই কর্ত্তব্য। ব্রণ পূরিয়া উঠিতে আরম্ভ হইলে, এক একটী চুল পলিতা হইতে বাহির করিয়া, ক্রমশঃ সমস্ত পলিতা বাহির করিতে হইবে।

শরীরের অন্য স্থান হইতে শল্য বাহির করিলে, তাহাতে স্নেহযুক্ত পলিতা প্রবিষ্ট করাইবে। সদ্যঃক্ষতের স্থলে অগ্রে নিঃশেষে শোণিত নিঃসারিত করিয়া, সূক্ষ্ম শলাকাদ্বারা তাহাতে চক্র-তৈল (সদ্যোজাত তৈল) সেচন করিবে।

সমঙ্গাদি-তৈল।—উৎকৃষ্ট তিলতৈল /৪ চারিসের, জল ১৬ ষোল সের, কল্কার্থ—সমঙ্গা (মঞ্জিষ্ঠা), রজনী (হরিদ্রা), পদ্মা (বামনহাটী), আমলকী, বহেড়া, তুঁতে, বিড়ঙ্গ, কট্কী, গুলঞ্চ ও নাটাকরঞ্জের ফল—প্রত্যেক ১ এক ভাগ ও হরীতকী ২ দুই ভাগ, মোট সমুদায়ে /১ এক সের; যথাবিধানে এই তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে, ব্রণ পূরিয়া উঠে।

তালীশাদ্য তৈল।—উৎকৃষ্ট তিলতৈল /৪ চারিসের, জল ১৬ ষোল সের, কল্কার্থ—তালীশপত্র, পদ্মক (পদ্মকাষ্ঠ), মাংসী (জটামাংসী), হরেণুক (রেণুকা), অগুরু, চন্দন, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, পদ্মবীজ, উশীর (বেণামূল) ও মধুক (যষ্টিমধু), এইসকল দ্রব্য সমান পরিমাণে মোট /১ এক সের; যথাবিধানে এই তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে, সদ্যোব্রণজন্য ক্ষত পূরিয়া উঠে।

ক্ষত ও পিচ্চিতের চিকিৎসা।—কোন স্থান ক্ষত হইলে, ক্ষতের বিধানানুসারে চিকিৎসা করিবে; এবং কোনস্থান পিচ্চিত হইলে, ভগ্নের ন্যায় চিকিৎসা করিতে হইবে।

ঘৃষ্টাদির চিকিৎসা।—কোন স্থান ঘৃষ্ট হইলে, সেই স্থানের বেদনা বিনাশ পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত চূর্ণদ্বারা ক্ষতস্থানের চিকিৎসা করিবে। কোন ব্যক্তি

বিশ্লিষ্টদেহ, বৃক্ষাদি হইতে পতিত মথিত (বিলোড়িত) কিংবা বেগশীল দ্রব্য বা মুষ্ট্যাদি দ্বারা আহত হইলে, সেই ব্যক্তিকে তৎক্ষণাৎ তৈলপূর্ণ দ্রোণীমধ্যে স্থাপিত করিবে। এবং মাংসরসের সহিত তাহাকে অন্ন আহার করিতে দিবে। অপিচ পথ-গমনাদি দ্বারা কোন ব্যক্তির মর্ম্ম (হৃদয়াদি) আহত হইলেও এইপ্রকার চিকিৎসা অবলম্বন করিবে; ইহাতে বিশেষ ফল দর্শে।

ঘৃত-তৈল-প্রয়োগ।—ব্রণ পূরিয়া উঠিবার সময়ে, রোগীর শরীর ও ঋতু বিবেচনা পূর্ব্বক পরিষেক ও পান জন্য ঘৃত বা তৈল সর্ব্বদাই প্রয়োগ করিতে হয়। পিত্ত-বিদ্রধির চিকিৎসায় যেসকল ঘৃতের কথা বলা হইবে, চিকিৎসক সেই সকল ঘৃত সদ্যোব্রণের চিকিৎসার্থ প্রয়োগ করিবেন। বিচক্ষণ চিকিৎসক শূলবৎ বেদনাযুক্ত সদ্যঃক্ষত ব্রণে অল্পশীতল ঘৃত বা বলা-তৈল পরিষেচনরূপে প্রয়োগ করিবেন।

অদুষ্ট ব্রণ-রোপণার্থ তৈল।—উৎকৃষ্ট তিলতৈল ⁄৪ চারিসের, জল ।৬ ষোলসের, কল্কার্থ—সমঙ্গা (মঞ্জিষ্ঠা), রজনী (হরিদ্রা), পদ্মা (বামনহাটী), পথ্যা (হরীতকী), তুঁতে, সুবর্চ্চলা (সূর্য্যাবর্ত্ত), পদ্মক (পদ্মকাষ্ঠ), লোধ্র (লোধ), মধুক (যষ্টিমধু), বিড়ঙ্গ, হরেণুক (রেণুকা), তালীশপত্র, নলদ (বেণামূল), রক্তচন্দন, পদ্মকেশর, মঞ্জিষ্ঠা, বেণামূল, লাক্ষা, বটাদি ক্ষীরিবৃক্ষের পল্লব, পিয়ালবীজ ও কচি গাবফল, এইসকল দ্রব্যের যাহা যাহা পাওয়া যায়, তাহা সংগ্রহ পূর্ব্বক সমভাগে মোট ⁄১ একসের; যথাবিধানে এই তৈল পাক পূর্ব্বক প্রয়োগ করিলে, সকলপ্রকার অদূষিত সদ্যোব্রণ শীঘ্রই পূরিয়া উঠে। সদ্যোব্রণে সপ্তাহ পর্য্যন্ত কষায়, মধুর, শীতল ও স্নিগ্ধক্রিয়া প্রয়োগ করিয়া, পরে পূর্ব্বোক্ত বিধি অনুসারে চিকিৎসা করা আবশ্যক।

সর্ব্ববিধ দুষ্টব্রণের চিকিৎসা।—সর্ব্বপ্রকার দূষিত ব্রণরোগের চিকিৎসা করিতে হইলে, রোগীর দেহ-শোধনার্থ বমন, শিরোবিরেচন, আস্থাপন, বিশোষণ (লঙ্ঘন), তিক্ত-কটু-কষায়াদি আহার, রক্তমোক্ষণ, রাজবৃক্ষাদিগণের (আরগ্বধাদি) কাথ ও সুরসাদিগণের কাথদ্বারা ব্রণ ধৌতকরণ, ইহাদের ক্বাথের সহিত তৈল পাক করিয়া, ক্ষতশোধনার্থ তাহার প্রয়োগ এবং ঘণ্টাপারুলাদি দ্রব্যসমূহের ক্ষারোদকসহ তৈলপাক পূর্ব্বক তাহা শোধনার্থ প্রয়োগ করিবে। ইহাতে দূষিত ব্রণ শীঘ্রই আরোগ্য করিতে পারা যায়।

সর্ব্ববিধ দুষ্টব্রণের ঘৃততৈলাদি।—উৎকৃষ্ট তৈল বা ঘৃত ৴৪ চারিসের, জল ১৬ ষোলসের, কল্কার্থ—দ্রবন্তী (ইন্দুরকাণী, মতান্তরে শতমূলী), চিরবিল্ব (করঞ্জ), দন্তীমূল, চিত্রক (চিতামূল), পৃথ্বিকা (স্থূল জীরা, মতান্তরে বড় এলাইচ), নিম্বপাতা, কাশীস (হীরাকস), তুঁতে, ত্রিবৃৎ (তেউড়ীমূল), তেজোবতী (গজপিপুল), নীলী (নীলবৃক্ষ), হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, সৈন্ধবলবণ, তিল, ভূমিকদম্ব, সুবহা (গোয়ালেলতা), শুকাখ্যা (শুয়াঠোঁটী), লাঙ্গলাহ্বয়া (বিষলাঙ্গলিয়ার মূল), নেপালা (মনঃশিলা), জালিনী (কোশাতকী), মদয়ন্তী (মেথী), মৃগাদনী (রাখালশসা), সুধা (মনসাসীজ), মূর্ব্বা (সূচীমুখী), কীটারি (বিড়ঙ্গ), হরিতাল, অর্ক (আকন্দ) ও করঞ্জিকা (ডহরকরঞ্জ) এই-সকল দ্রব্যের মধ্যে যতগুলি পাওয়া যায়, সেই দ্রব্যসমূহ সমভাগে সমুদায়ে ৴১ একসের। যথাবিধানে এই তৈল বা ঘৃত পাক পূর্ব্বক শোধনার্থ দূষিত ব্রণে প্রয়োগ করিবে; অথবা এইসকল দ্রব্য কল্করূপে অর্থাৎ পেষণ পূর্ব্বক ব্রণশোধ-নার্থ প্রয়োগ করিবে।

বাতজাদি ব্রণে কল্ক প্রয়োগ।—বাতজনিত ব্রণে সৈন্ধব লবণ, তেউড়ীমূল ও ভেরেণ্ডার পাতা বাঁটিয়া প্রয়োগ করিবে। পিত্তজনিত ব্রণে, তেউড়ী মূল, হরিদ্রা, যষ্টিমধু ও তিল পেষণ করিয়া প্রয়োগ করিতে হয়। কফ-জনিত ব্রণে তিল, তেজোহ্বা (তেজবল), দন্তীমূল, সর্জ্জিকা (সাচিক্ষার) ও চিত্রক (চিতামূল) একত্র বাঁটিয়া প্রয়োগ করিবে। মেহজনিত ও কুষ্ঠজনিত ব্রণসমূহে দুষ্টব্রণের ন্যায় চিকিৎসা করা আবশ্যক।

তৃতীয় অধ্যায়।

ভগ্নরোগ-চিকিৎসা।

নিদান।—পতন, পীড়ন, প্রহার, আক্ষেপণ (ছুড়িয়া ফেলা) এবং হিংস্রজন্তুর দন্তাঘাত প্রভৃতি আঘাতবিশেষ দ্বারা শরীরের অস্থিসমূহ নানা-প্রকারে ভগ্ন হয়। সেইসমস্ত ভগ্ন—সন্ধিমুক্ত ও কাণ্ডভগ্ন, এই দুই ভাগে বিভক্ত।

সন্ধিমুক্ত লক্ষণ।—সন্ধিমুক্ত ভগ্ন ৬ ছয়প্রকার—উৎপিষ্ট, বিশ্লিষ্ট, বিবর্ত্তিত, অবক্ষিপ্ত, অতিক্ষিপ্ত ও তির্য্যক্‌ক্ষিপ্ত। এইসমস্ত সন্ধিমুক্ত ভগ্নের সাধারণ লক্ষণ—প্রসারণ, আকুঞ্চন, বিবর্ত্তন ও আক্ষেপণ প্রভৃতি কার্য্যে অসামর্থ্য, ভগ্নস্থলে তীব্র বেদনা এবং সেই স্থান স্পর্শ করিতে অসহ্য যন্ত্রণা।

বিশেষ লক্ষণ।—সন্ধিস্থল উৎপিষ্ট হইলে, তাহার উভয়পার্শ্বে শোথ ও বেদনা, বিশেষতঃ রাত্রিকালে নানাবিধ বেদনার প্রাদুর্ভাব হয়। বিশ্লিষ্ট সন্ধিতে অল্প শোথ, সর্ব্বদাই বেদনা এবং সন্ধিস্থানের ক্রিয়াসমূহের অভাব ঘটে। সন্ধিস্থান বিবর্ত্তিত হইলে, সন্ধিস্থলের অস্থি পার্শ্বগত হয়, তজ্জন্য সেই স্থানের বিষমতা ও বেদনা হইয়া থাকে। সন্ধি অবক্ষিপ্ত হইলে অর্থাৎ ঝুলিয়া পড়িলে, সন্ধিস্থলের বিশ্লেষ ও তীব্র বেদনা হয়। অতিক্ষিপ্ত সন্ধিতে সন্ধিস্থলের অস্থিদ্বয় পরস্পর দূরবর্ত্তী হয় এবং সেই স্থানে বেদনা হইয়া থাকে। সন্ধি তির্য্যক্‌ক্ষিপ্ত হইলে, একখানি অস্থি পার্শ্বের দিকে ঝুলিয়া পড়ে এবং অত্যন্ত বেদনা হয়।

কাণ্ডভগ্ন।—কাণ্ডভগ্ন ১২ বারপ্রকার—কর্কটক, অশ্বকর্ণ, চূর্ণিত, পিচ্চিত, অস্থিচ্ছল্লিত, কাণ্ডভগ্ন, মজ্জানুগত, অতিপাতিত, বক্র, ছিন্ন, পাটিত ও স্ফুটিত। অত্যন্ত শোথ, স্পন্দন, বিবর্ত্তন, স্পর্শে অসহিষ্ণুতা, পীড়নে শব্দ, অঙ্গের শিথিলতা, বিবিধ বেদনা এবং সকল অবস্থাতেই অশান্তি এই কয়েকটী—সকল প্রকার কাণ্ডভগ্নের সাধারণ লক্ষণ।

বিশেষ লক্ষণ।—অস্থি মধ্যস্থলে ভগ্ন, তাহার উভয় পার্শ্বে স্পর্শজ্ঞানের অভাব এবং ভগ্নস্থল গ্রন্থির (গাঁটের) ন্যায় উন্নত হইলে, তাহাকে কর্কটক ভগ্ন কহে। ভগ্ন অস্থির উভয় পার্শ্ব অশ্বকর্ণের ন্যায় উদ্গত হইয়া উঠিলে, তাহাকে অশ্বকর্ণ বলে। চূর্ণিত ভগ্নে অস্থি চূর্ণ হইয়া যায় এবং শব্দ ও স্পর্শদ্বারা তাহা অনুভূত হইয়া থাকে। অস্থি বিস্তীর্ণ (চ্যাপ্টা) হইলে তাহাকে পিচ্চিত কহে; তাহাতে অত্যন্ত শোথ হয়। ভগ্নস্থানের উভয়পার্শ্বের অস্থি অল্প উঠিয়া গেলে, তাহাকে অস্থিচ্ছল্লিত বলা যায়। কাণ্ডাস্থি কম্পিত করিলে যদি তাহা চলিত (স্বস্থানচ্যুত) হয়, তবে তাহা কাণ্ডভগ্ন বলিয়া বুঝিতে হইবে। অস্থির অবয়ব অস্থিমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মজ্জা নিষ্কাশিত করিলে, তাহাকে মজ্জানুগত কহে। অস্থি একবারে স্থানচ্যুত হইলে, তাহাকে অতিপাতিত বলা যায়। অস্থি স্থানচ্যুত না হইয়া অল্প বক্রীভূত হইলে, তাহাকে বক্র কহে। ভগ্ন অস্থির এক-

পার্শ্বমাত্র সংলগ্ন থাকিলে, তাহা ছিন্ন নামে অভিহিত হয়। অস্থির বহুস্থান সূক্ষ্ম সূক্ষ্মরূপে বিদীর্ণ হইলে তাহাকে পাটিত কহে। অস্থিতে যবাদির শূক প্রবিষ্ট হওয়ার ন্যায় যন্ত্রণা এবং অস্থি অত্যন্ত বিস্ফুটীকৃত অর্থাৎ ফাটা ফাটা হইলে, তাহাকে স্ফুটিত বলা যায়।

এইসমস্ত ভগ্নের মধ্যে চূর্ণিত, ছিন্ন, অতিপাতিত ও মজ্জানুগত ভগ্ন কষ্টসাধ্য। কৃশ, বৃদ্ধ ও বালকের এবং ক্ষত, ক্ষীণ, কুষ্ঠ ও শ্বাসরোগীর সন্ধিমুক্ত ভগ্নও কষ্টসাধ্য হইয়া থাকে।

অসাধ্য লক্ষণ।— কপালাস্থি ভিন্ন হইলে, কটীসন্ধি বিশ্লিষ্ট বা স্থানচ্যুত হইলে, এবং জঙ্ঘনাস্থি পিষ্ট হইলে, চিকিৎসক তাহা পরিত্যাগ করিবেন। কপালাস্থি অসংশ্লিষ্ট, ললাটের অস্থি চূর্ণিত এবং স্তনান্তর (বক্ষঃ), শঙ্খ, পৃষ্ঠ ও মস্তকের অস্থি ভগ্ন হইলে, তাহাও পরিত্যাগ করা উচিত। জন্মকাল হইতেই যে অস্থি বা অস্থিসন্ধি বিকৃতভাবে উৎপন্ন হয়, তাহার প্রতিকার অসাধ্য। ভগ্ন অস্থি সম্যক্ মিলিত হইয়া, সংযোগ বা বন্ধনের দোষে অথবা কোনরূপে সংক্ষুব্ধ হইয়া পুনর্ব্বার বিকৃত হইলে তাহাও অসাধ্য হইয়া থাকে।

অস্থিভেদ-ভগ্নলক্ষণ।—তরুণ (কোমল) অস্থি নত হয় (নুইয়া যায়), নলক (নলের মত) অস্থি ভগ্ন হয়, কপাল (খাপরার মত) অস্থি ভিন্ন হয় এবং রুচক (দন্তাদি) অস্থি স্ফুটিত (ফাটা ফাটা) হইয়া যায়।

কৃচ্ছ্রসাধ্য ভগ্নরোগ।—অল্পাহারী, অপথ্যসেবী বা বাত-প্রকৃতিক ব্যক্তির ভগ্নরোগ (আঘাত-পতনাদি দ্বারা শরীরের কোন অঙ্গ ভাঙ্গিয়া যাইলে), বিবিধ উপদ্রবান্বিত (জ্বর, আধ্মান ও মল-মূত্ররোধাদি উপদ্রবসংযুক্ত) ভগ্নরোগ অতীব কষ্টে আরোগ্য করিতে পারা যায়।

ভগ্নরোগীর অপথ্য।—লবণ, কটুরসাত্মক দ্রব্য, ক্ষারদ্রব্য ও অম্লরসবিশিষ্ট দ্রব্যসেবন, স্ত্রীপ্রসঙ্গ, রৌদ্রসেবন, ব্যায়াম অর্থাৎ অতিরিক্ত পরিশ্রম, ও রুক্ষান্ন-ভোজন এইসকল—ভগ্নরোগীর অপথ্য।

ভগ্নরোগীর সুপথ্য।- শালিধান্যের অন্ন, মাংসরস, ক্ষীর (দুধ), সর্পি (ঘৃত, ঘি), সতীন অর্থাৎ মটর-কলায়ের যূষ, এবং বৃংহণ অর্থাৎ দেহবৃদ্ধিকারক অন্নপানীয় ভগ্নরোগীর পক্ষে সুপথ্য।

ভগ্নরোগের বন্ধনদ্রব্য।—ভগ্নস্থান বাঁধিবার জন্য কুশার্থ অর্থাৎ নিম্নলিখিত দ্রব্যসকল, যথা—মধুক (মৌলবৃক্ষ), উড়ুম্বর (যজ্ঞডুমুর), অশ্বথ, পলাশ, ককুভ (অর্জ্জুন), বংশ (বাঁশ), সর্জ্জ (শাল) ও বট,—এই বৃক্ষসমূহের ছাল অর্থাৎ চটা ব্যবহার করিতে হয়।

ভগ্নরোগে প্রলেপ।—মঞ্জিষ্ঠা, মধুক (যষ্টিমধু) রক্তচন্দন ও শালিতণ্ডুল, এইসকল দ্রব্য পেষণ পূর্ব্বক শতধৌত ঘৃতসহ মিশ্রিত করিয়া ভগ্নরোগে প্রলেপ দিবে।

বন্ধনকাল।—সৌম্য-ঋতুতে অর্থাৎ হেমন্তকালে ও শিশিরকালে সাত দিবস অন্তর, সাধারণকালে অর্থাৎ শরৎকালে পাঁচ দিবস অন্তর, এবং আগ্নেয় ঋতুতে অর্থাৎ গ্রীষ্মকালে তিনদিবস অন্তর ভগ্নস্থান বন্ধন করা আবশ্যক; অথবা ভগ্নস্থানে কোন দোষ ঘটিলে, নির্দ্দিষ্ট দিবসের পূর্ব্বেই বন্ধন খুলিয়া পুনরায় বন্ধন করিতে হয়।

উপযুক্ত বন্ধন।—ভগ্নস্থান শিথিলভাবে বন্ধন করিলে, সন্ধিস্থল স্থির থাকে না; এবং দৃঢ়রূপে বন্ধন করিলেও, ত্বগাদি শোথ ও বেদনাযুক্ত হয়, ও পাকিয়া উঠে। অতএব ভগ্নরোগে বন্ধন করিতে হইলে, সাধারণ ভাবেই অর্থাৎ শিথিলও না হয় এবং দৃঢ়ও নয়, এমনভাবে বন্ধন করা আবশ্যক।

বিবিধ-চিকিৎসা।—ভগ্নস্থানে ন্যগ্রোধাদিগণের শীতল কাথ পরিষেকার্থ প্রয়োগ করিবে। ভগ্নস্থানে বেদনা থাকিলে, স্বল্পপঞ্চমূলীর সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া তাহা, অথবা চক্রতৈল (সদ্যঃপীড়িত তৈল) ঈষদুষ্ণ অবস্থায় ভগ্নস্থানে সেচনার্থ প্রয়োগ করিবে। কাল ও দোষ বিবেচনা পূর্ব্বক দোষনাশক ঔষধ সহযোগে শীতল-পরিষেক ও প্রলেপ ভগ্নস্থলে প্রয়োগ করা আবশ্যক। প্রথম প্রসূতা গাভীর দুগ্ধ ৩২ বত্রিশ তোলা, কাকোল্যাদি মধুর-গণীয় দ্রব্যসকল ২ দুই তোলা, জল ।৵* অর্দ্ধপোয়া, দুগ্ধাবশেষ পাক করিয়া, তাহাতে ঘৃত ও লাক্ষা ৷২ দুই তোলা মাত্রায় প্রক্ষেপ দিয়া, ভগ্নরোগীকে প্রাতঃকালে পান করিতে দিবে।

ব্রণযুক্ত ভগ্নের চিকিৎসা। ব্রণযুক্ত ভগ্নরোগে অর্থাৎ ভগ্নস্থানে ঘা হইলে ন্যগ্রোধাদিকষায় দ্রব্য পেষণপূর্ব্বক তৎসহ ঘৃত ও মধু মিশ্রিত

করিয়া ক্ষতস্থানে লেপন করিবে। পশ্চাৎ যথানিয়মে ভগ্নের ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

ভগ্ন আরোগ্যের সময়।—প্রথম বয়সে অর্থাৎ বাল্যকালে ভগ্নরোগ হইলে, তাহা সহজে আরোগ্য হইয়া থাকে। অল্পদোষবিশিষ্ট ব্যক্তির শিশিরকালে, ভগ্নরোগ হইলে, শৈশবকালে একমাসে, মধ্যম বয়সে দুই মাসে, এবং প্রাচীন বয়সে তিন মাসে আরোগ্য হইয়া থাকে।

অবনত ও উন্নত ভগ্নের চিকিৎসা।—শরীরের কোন স্থান ভগ্ন হইয়া অস্থি অবনমিত (নত) হইয়া পড়িলে, সেই অস্থি উন্নমিত (উঁচু করিয়া যথাস্থানে সংস্থাপিত) করিয়া বন্ধন করিবে, এবং ভগ্নস্থানের অস্থি (হাড়) উন্নত (উচ্চ) হইয়া যাইলে, তাহা নত করিয়া যথাস্থানে স্থাপন পূর্ব্বক বন্ধন করিবে। ভগ্নস্থানের অস্থি অতিক্ষিপ্ত অর্থাৎ সন্ধিস্থল অতিক্রম পূর্ব্বক নির্গত হইয়া পড়িলে, সেই স্থান লম্বিতভাবে আঞ্চিত করিয়া, অর্থাৎ টানিয়া, সন্ধিস্থানে ভগ্ন অস্থিদ্বয় সংযোজিত করিয়া, দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া দিবে। কোন অস্থি অধোগত হইলে, তাহা উর্দ্ধদিকে তুলিয়া যথাস্থানে সংযোজন পূর্ব্বক বন্ধন করিবে। আঞ্চন (দীর্ঘভাবে টানা), পীড়ন (টেপা), সঙ্ক্ষেপে অর্থাৎ সম্যক্-প্রকারে যথাস্থানে সন্নিবেশ ও বন্ধন, বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক এইসকল উপায়দ্বারা শরীরের সচল ও অচল সন্ধিসকল যথাস্থানে সংস্থাপিত করিবেন।

উৎপিষ্ট ও বিশ্লিষ্ট।—কোন সন্ধিদেশ উৎপিষ্ট অর্থাৎ চূর্ণিত বা বিশ্লিষ্ট অর্থাৎ স্বস্থানচ্যুত হইলে, চিকিৎসক তাহা কোনমতে ঘাটিত (নাড়াচাড়া) না করিয়া তাহাতে শীতল পরিষেক ও প্রলেপ প্রয়োগ করিবেন; কারণ কোন প্রকারে আঘাত না পাইলে, ভগ্ন সন্ধি আপনা হইতেই স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। ঘৃতম্রক্ষিত পট্টবস্ত্র দ্বারা ভগ্ন সন্ধিস্থান যথাবিধি বেষ্টন পূর্ব্বক সেই পট্টোপরি কুশ অর্থাৎ বটবৃক্ষাদির ছাল বা বাঁশের চটা স্থাপন পূর্ব্বক যথানিয়মে বন্ধন করা আবশ্যক।

নখ-সন্ধি।—অতঃপর শরীরে প্রত্যঙ্গ-ভগ্নের চিকিৎসা-বিধি বলা যাই-তেছে। নখ-সন্ধি সমুৎপিষ্ট অর্থাৎ চূর্ণিত এবং নখে রক্ত সঞ্চিত হইলে, আরা নামক অস্ত্রদ্বারা সেই স্থান মথিত করিয়া, সঞ্চিত রক্ত বাহির করিয়া ফেলিবে। তৎপরে শালিতণ্ডুল পেষণ করিয়া সেই স্থানে প্রলেপ দিবে।

পদতল-ভগ্ন।—পদতল ভগ্ন হইলে, তাহাতে ঘৃত মাখাইয়া তদুপরি কুশ অর্থাৎ বটাদিবৃক্ষের ছাল বা বাঁশের চটা স্থাপন পূর্ব্বক পট্টবস্ত্রদ্বারা বাঁধিবে। (৭৩ নং চিত্র দেখ) এইরূপ ভগ্নাবস্থায় কদাচ ব্যায়াম করিতে নাই।

৭৩ নং চিত্র। স্বস্তিক-বন্ধন।
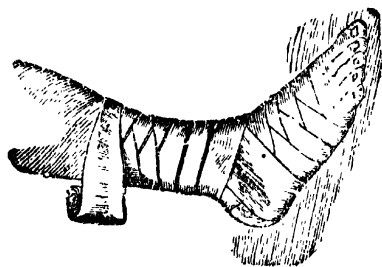
অঙ্গুলি-ভগ্ন।—অঙ্গুলি-ভগ্ন বা সন্ধি বিশ্লিষ্ট হইলে, অঙ্গুলির ভগ্ন স্থান বা সন্ধিস্থান সমানভাবে স্থাপিত করিয়া, সূক্ষ্ম পট্টবস্ত্র দ্বারা বেষ্টন পূর্ব্বক তদুপরি ঘৃত সেচন করিবে।

৭৪ নং চিত্র। মণ্ডল-বন্ধন।
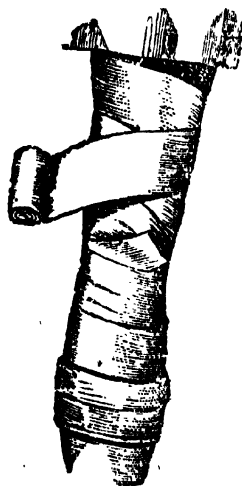
জঙ্ঘোরু ভগ্ন।—জঙ্ঘা বা উরু ভগ্ন হইলে, অতীব সাবধানতা সহকারে সেই ভগ্ন জঙ্ঘা বা উরু দীর্ঘভাবে টানিয়া, উভয় সন্ধিস্থল সংযোজিত করিয়া, বটাদি বৃক্ষের ছাল বেষ্টন পূর্ব্বক পট্টবস্ত্রদ্বারা বন্ধন করিবে। উরুদেশের অস্থি নির্গত হইলে, বুদ্ধিমান চিকিৎসক সেই অস্থি চক্রযোগে টানিয়া ভগ্নস্থল সংযোজিত করিবেন, এবং পূর্ব্বের ন্যায় বন্ধন করিবেন। ঐ অস্থি স্ফুটিত বা পিচ্চিত হইলেও, ঐরূপে বন্ধন করিতে হয়। (৭৪ নং চিত্র দেখ।)

কটিভগ্ন।—কটিদেশের অস্থি ভগ্ন হইলে, কটীর উৰ্দ্ধ বা অধোদিকে টানিয়া সন্ধিস্থানে সংযোজিত করিয়া, বস্তিক্রিয়া দ্বারা চিকিৎসা করিবে।

পার্শ্বাস্থি ভগ্ন।—পর্শুকা অর্থাৎ পাঁজরার হাড় ভাঙ্গিয়া গেলে, রোগীকে দাঁড় করাইয়া ঘি মাখাইবে এবং দক্ষিণ বা বামদিকে অর্থাৎ যে পার্শ্বের অস্থি ভগ্ন হইয়াছে, সেই অস্থির বন্ধন স্থান, মার্জ্জিত করিয়া, তদুপরি কবলিকা প্রয়োগ পূর্ব্বক বেল্লিতক বন্ধন দ্বারা সতর্কভাবে বেষ্টন করিবে, এবং রোগীকে তৈলপূর্ণ কটাহে (কড়ায়) অথবা দ্রোণীতে (ডোঙ্গায় বা চৌবাচ্চায়) শায়িত করিয়া রাখিবে। (৭৫ নং চিত্র দেখ।)

৭৫ নং চিত্র। স্বস্তিক ও মণ্ডল-বন্ধন।

স্কন্ধভগ্ন।—স্কন্ধসন্ধি বিশ্লিষ্ট হইলে, মুষলদ্বারা তাহার কক্ষদেশ ধারিয়া তুলিবে এবং তাহাতে স্কন্ধসন্ধি সংযোজিত হইলে, স্বস্তিক বন্ধন দ্বারা সেই স্থান বন্ধন করিবে।

কূর্পরসন্ধি ভগ্ন।—কূর্পর-সন্ধি অর্থাৎ কনুই বিশ্লিষ্ট হইলে, সেই বিশ্লিষ্ট সন্ধি অঙ্গুষ্ঠদ্বারা মার্জ্জিত করিয়া, তৎপরে কূর্পরভ্রষ্ট সন্ধিস্থানকে পীড়ন করিবে, এবং তাহা প্রসারিত ও আকুঞ্চিত করিয়া যথাস্থানে বসাইয়া দিয়া, তদুপরি ঘৃত সেচন করিবে। জানু (হাঁটু), গুল্ফ (গোড়ালী) ও মণিবন্ধ (হাতের কব্জা) ভগ্ন হইলেও, এইপ্রকার চিকিৎসা করিতে হইবে।

হস্ততল ভগ্ন।—দক্ষিণ হস্ততল ভগ্ন হইলে তাহার সহিত বাম হস্ততল অথবা বাম হস্ততল ভগ্ন হইলে তৎসহ দক্ষিণ হস্ততল কিংবা উভয় হস্ততল ভগ্ন হইলে কাষ্ঠময় হস্ততল প্রস্তুত করিয়া, তৎসহ একত্র দৃঢ়রূপে বন্ধন পূর্ব্বক তাহাতে আমতৈল (কাঁচাতৈল) সেচন করিবে। হস্ততল ভগ্ন হইয়া আরোগ্য হইলে, প্রথমতঃ গোময়পিণ্ড, পরে মৃত্তিকাপিণ্ড, এবং হস্তে বল হইলে, পাষাণখণ্ড সেই হস্তদ্বারা ধারণ করিবে।

অক্ষক ভগ্ন।—গ্রীবাদেশস্থ অক্ষক নামক সন্ধি অধঃপ্রাবিষ্ট হইলে, মুষলদ্বারা তাহা উন্নত করিয়া, অথবা উন্নত হইলে মুষলদ্বারা অবনত করিয়া, দৃঢ়রূপে বন্ধন করিবে। বাহু সন্ধি ভগ্ন হইলে, পূর্ব্ববৎ উরুভঙ্গের ন্যায় চিকিৎসা করা আবশ্যক।

গ্রীবাভগ্ন।—গ্রীবাদেশ বক্র হইয়া উঠিয়া পড়িলে বা অধোদিকে বসিয়া যাইলে, অবটু অর্থাৎ গ্রীবার পশ্চাদ্ভাগের মধ্যস্থল ও হনুদ্বয় (মুখসন্ধি) ধারণ-পূর্ব্বক উন্নত করিবে; এবং তাহার চতুর্দ্দিকে কুশ অর্থাৎ বটবৃক্ষের ছাল বা বাঁশের চটা স্থাপন পূর্ব্বক পট্টবস্ত্রদ্বারা বেষ্টন করতঃ বাঁধিয়া, রোগীকে সাতরাত্রি পর্য্যন্ত উত্তানভাবে শয়ান রাখিবে।

হনুসন্ধি-ভগ্ন।—হনুসন্ধি ভগ্ন ও বিশ্লিষ্ট হইলে, তাহার অস্থিদ্বয় সমান-ভাবে সংস্থাপনপূর্ব্বক যথাস্থানে সংযোজিত করিয়া, তথায় স্বেদ প্রদান এবং পঞ্চাঙ্গী বন্ধনদ্বারা বন্ধন করিবে, এবং বাতঘ্ন মধুরদ্রব্য সহযোগে অর্থাৎ চব্যাদি বাতঘ্ন কাকোল্যাদি মধুরগণীয় দ্রব্যের কাথ ও কল্কসহ ঘৃতপাক করিয়া, রোগীকে নস্য গ্রহণ করিতে দিবে। (৭৬ও ৭৭ নং চিত্র দেখ।)

৭৬ নং চিত্র। গোফণা ও পঞ্চাঙ্গী বন্ধন। ৭৭ নং চিত্র।

দন্তভগ্ন।—তরুণ ব্যক্তি অর্থাৎ যুবা পুরুষের দন্ত ভগ্ন না হইয়া, যদ্যপি চলিত হয় ও দন্তমূল দিয়া রক্তস্রাব হইতে থাকে, তবে তদবস্থায় সেই চলিত দন্ত অবপীড়িত করিয়া (চাপিয়া বসাইয়া), বর্হির্ভাগে ন্যগ্রোধাদি শীতল দ্রব্যের প্রলেপ দিবে, এবং তদনন্তর শীতলজল সেচন পূর্ব্বক সন্ধানীয় ন্যগ্রোধাদি শীতল দ্রব্যের কল্ক ও চূর্ণাদি প্রয়োগ পূর্ব্বক চিকিৎসা করিবে। এইরূপ অবস্থায় উৎপল-নলদ্বারা রোগীকে দুগ্ধপান করিতে দিবে। কিন্তু বৃদ্ধ ব্যক্তির দন্ত চলিত হইলে তাহা আরোগ্য করিতে পারা যায় না।

নাসাভগ্ন।—নাসাদণ্ড ভগ্ন হইয়া উঠিয়া বা নামিয়া পড়িলে, তাহা শলাকাদ্বারা সমানভাবে স্থাপনপূর্ব্বক উভয় নাসাবিবরের অভ্যন্তরে দ্বিমুখ নল প্রবিষ্ট করাইয়া পট্টবস্ত্র দ্বারা বেষ্টন করিবে এবং তদুপরি ঘৃত সেচন করিবে।

কর্ণভগ্ন।—কর্ণভগ্ন হইলে অর্থাৎ কর্ণ বক্র বা অন্তঃপ্রবিষ্ট হইলে, তাহা সমানভাবে স্থাপনপূর্ব্বক ঘৃতাপ্লুত করিয়া, তৎপরে সদ্যঃক্ষতের বিধানানুসারে চিকিৎসা করা আবশ্যক।

কপালভগ্ন।—কপাল ভগ্ন হইলে, যদ্যপি অন্তঃশূন্য অর্থাৎ মাথার ঘি, বাহির না হয়, তবে ঘৃত ও মধু প্রদান পূর্ব্বক বন্ধন করিবে এবং সপ্তাহ পর্য্যন্ত রোগীকে ঘৃত পান করিতে দিবে।

পতনদ্বারা অক্ষত অঙ্গ।—যদ্যপি পতন বা অভিঘাত দ্বারা শরীরের কোন অঙ্গ ক্ষত না হইয়া কেবল ফুলিয়া উঠে, তাহা হইলে বিচক্ষণ চিকিৎসক অবস্থায় শীতল প্রলেপ ও শীতল পরিষেক প্রয়োগ দ্বারা চিকিৎসা করিবেন।

জঙ্ঘোরু ভগ্ন।—জঙ্ঘা ও উরুদেশ ভগ্ন হইলে, রোগীকে কপাট-শয়নে রাখিয়া, রোগীর পঞ্চস্থানে কালক সহযোগে এমনভাবে বন্ধন করিবে, যেন ভগ্নস্থান চলিত হইতে না পারে। বন্ধন করিবার নিয়ম—সান্ধিস্থলের দুই-দিকে দুইটী করিয়া চারিটী এবং তলদেশে একটী। শ্রোণীদেশে ও পৃষ্ঠদণ্ডে অথবা বক্ষঃস্থলে কিংবা অক্ষদ্বয়ে সন্ধিবিশ্লেষ হইলেও ঐরূপ বন্ধন প্রয়োগ করিবে।

পুরাতন সন্ধিভগ্ন।—বহুকাল সন্ধিবিশ্লেষ হইলে, স্নেহপ্রয়োগ পূর্ব্বক স্বেদপ্রদান ও মৃদুক্রিয়া করিবে এবং যুক্তিপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়াসকল সম্যক্ প্রকারে প্রয়োগ করিবে।

পুরাতন কাণ্ডভগ্ন।—কাণ্ড অর্থাৎ বৃহৎ অস্থি ভগ্ন হইয়া বিপরীত ভাবে সংলগ্ন হইয়া পূরিয়া উঠিলে, তাহা পুনর্ব্বার সমানভাবে সংলগ্ন করিয়া ভগ্নের ন্যায় চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

অস্থিযুক্ত ব্রণ।—ব্রণের অভ্যন্তরে শুষ্ক অস্থি নিহিত থাকিলে, চিকিৎসক অতীব সাবধানতা সহকারে তাহা ছেদন পূর্ব্বক বাহির করিয়া ফেলিবেন এবং তাহার সন্ধিস্থলে ব্রণ ও ভগ্নের চিকিৎসা করিবেন।

দেহের ঊর্দ্ধদেশাদি ভগ্ন।—শরীরের ঊর্দ্ধদেশ অর্থাৎ মস্তকাদি ভগ্ন হইলে, স্নেহাক্ত পিচুপ্রোতাদি দ্বারা মাস্তিষ্ক্য অর্থাৎ শিরোবস্তি-প্রয়োগ, কর্ণপূরণ, নস্যপ্রয়োগ ও ঘৃত পান করাইবে। বাহু, জঙ্ঘা ও জানু প্রভৃতি শরীরের শাখাপ্রশাখা ভগ্ন হইলে, বস্তিপ্রয়োগ করিতে হয়।

গন্ধ তৈল।—অনন্তর ভগ্নরোগের চিকিৎসার্থ তৈল-প্রকরণ বলা যাইতেছে। প্রতিদিন রাত্রিকালে ৭ সাতদিন পর্য্যন্ত কৃষ্ণতিল স্রোতের জলে আলোড়িত করিয়া দিবাকালে শুষ্ক করতঃ গোদুগ্ধে এবং তৎপরে ৩ তিন বা ৭ সাত দিন যষ্টিমধুর ক্বাথে এবং পুনর্ব্বার গোদুগ্ধে ভাবনা দিয়া চূর্ণ করিবে। তৎ-পরে কাকোল্যাদিগণীয় দ্রব্যসমূহ, যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা, সারিবা (অনন্তমূল), কুড়, সর্জ্জরস (ধুনা), জটামাংসী, দেবদারু, রক্তচন্দন ও শুল্ফা চূর্ণ করিয়া তিলচূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিবে। অনন্তর সর্ব্বগন্ধ-দ্রব্যগণসহ অর্থাৎ দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র, নাগকেশর, কর্পূর, কাঁকলা, অগুরু, কুঙ্কুম ও লবঙ্গ, এইসকল দ্রব্যের সহিত দুগ্ধ পাক করিবে এবং সেই দুগ্ধসহ ঐ সকল চূর্ণদ্রব্য মিশ্রিত করিয়া, যন্ত্র-

দ্বারা পীড়ন পূর্ব্বক তৈল বাহির করিয়া, সেই তৈল চতুর্গুণ দুগ্ধসহযোগে পাক করিবে। তদনন্তর এলাইচ, অংশুমতী (শালপাণী), তেজপত্র, জীবক, তগরপাদুকা, লোধ, পুণ্ডরিয়া-কাষ্ঠ, কালানুসারী (তগরপাদুকা), সৌরেয়ক (ঝিণ্টী), ক্ষীরশুক্লা (ভূমিকুষ্মাণ্ড), অনন্তমূল, মধুলিকা (গোধূম), শৃঙ্গাটক (পানিফল), ও কাকোল্যাদিগণ, এইসকল দ্রব্য একত্র পেষণ পূর্ব্বক, মৃদু অগ্নিসংযোগে পাক করিয়া লইবে। এই তৈল প্রয়োগ করিলে, সর্ব্বপ্রকার ভগ্নরোগ, আক্ষেপক, পক্ষাঘাত, তালুশোষ, অর্দ্দিত, মন্যাস্তম্ভ, শিরোরোগ, কর্ণশূল, হনুগ্রহ, বধিরতা, তিমিররোগ ও স্ত্রীসহবাসজনিত কৃশতা আরোগ্য হইয়া থাকে। এই তৈল পান, অভ্যঙ্গ, নস্য ও বস্তিরূপে প্রয়োগ করিতে হয়। ইহাদ্বারা গ্রীবা, স্কন্ধ ও বক্ষোদেশ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এই তৈল ব্যবহারে বদনমণ্ডল পদ্মের ন্যায় শোভা ধারণ করে এবং নিঃশ্বাস সুগন্ধযুক্ত হয়। ইহাকে গন্ধতৈল নামে অভিহিত করা যায়; এবং ইহা সর্ব্বপ্রকার বাতজনিত বিকারনাশক। এই গন্ধ-তৈল রাজাদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

ত্রপুসাদি তৈল।—ত্রপুস (শসা), অক্ষ (বহেড়া) ও পিয়াল, ইহাদের তৈল /১ একসের, দুগ্ধ তৈলের দশগুণ এবং কোন প্রাণীর বসা কিঞ্চিৎপরিমিত,—যথানিয়মে ইহা পাক করিয়া, পান, নস্য, অভ্যঙ্গ, বস্তি ও পরিষেকরূপে প্রয়োগ করিলে, সর্ব্বপ্রকার ভগ্নরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

বিশেষ বিধি।—বিচক্ষণ চিকিৎসক, ভগ্নস্থান যাহাতে পাকিতে না পারে, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন; কারণ, ভগ্নস্থানের মাংস, শিরা ও স্নায়ু পাকিয়া উঠিলে, উহা শীঘ্র আরোগ্য করিতে পারা যায় না।

ভগ্নসান্ধরূঢ়ের লক্ষণ।—সন্ধিস্থান অনাবিদ্ধ (অনাকুল), অনুন্নত, ও অহীনাঙ্গ হইলে, এবং তাহা সম্যক্‌প্রকারে আকুঞ্চিত ও প্রসারিত করিতে পারিলে, সন্ধি সম্পূর্ণরূপে রূঢ় অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট হইয়াছে জানিতে হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়।

অর্শোরোগের চিকিৎসা।

নিদান ও স্বরূপ।—অর্শঃ ছয়প্রকার:—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, রক্তজ, সান্নিপাতিক ও সহজ। অপথ্যসেবী ব্যক্তির বিশেষতঃ মন্দাগ্নিগ্রস্ত ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন দোষ প্রকোপক কারণসমূহ দ্বারা, এবং বিরুদ্ধ ভোজন, অধ্যশন (আহার জীর্ণ না হইতে পুনর্ব্বার আহার), অতিরিক্ত স্ত্রীসহবাস, উৎকট আসনে উপবেশন, অশ্বাদি পৃষ্ঠযান ও মলমূত্রাদির বেগধারণ প্রভৃতি কারণ বিশেষদ্বারা দোষসমূহ প্রকুপিত হইয়া, এক একটী দোষ বা মিলিত সমস্ত দোষ পৃথক্ ভাবে, অথবা রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া শরীরে বিক্ষিপ্ত হয়; এবং প্রধান ধমনী অবলম্বন পূর্ব্বক অধোগত হইয়া গুহ্যদ্বারে উপস্থিত হয় ও বলীসমূহ দূষিত করিয়া তাহাতে মাংসাঙ্কুর উৎপাদন করে। তৃণ, কাষ্ঠ, প্রস্তর, লোষ্ট্র ও বস্ত্রাদির সংঘর্ষে এবং শীতল জলাদির সংস্পর্শে এইসকল মাংসাঙ্কুর ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠে। ঐ সমস্ত মাংসাঙ্কুরই অর্শঃ নামে অভিহিত হয়।

গুহ্যনাড়ী।—স্থূলান্ত্রের প্রান্তভাগে সাড়ে পাঁচ অঙ্গুলি পরিমিত স্থানকে গুহ্যনাড়ী বলা যায়। সেই নাড়ীতে দেড় অঙ্গুলি দূরে দূরে তিনটী বলি আছে; তাহার নাম প্রবাহণী, বিসর্জ্জনী ও সংবরণী। এইসমস্ত বলি—সমুদায়ে চারি-অঙ্গুলি বিস্তৃত; প্রত্যেকটী এক এক অঙ্গুলি উন্নত; এবং শঙ্খাবর্ত্তের ন্যায় উপরি উপরি তির্য্যগ্‌ভাবে অবস্থিত। ইহাদের বর্ণ গজ-তালুর ন্যায়। এই বলিত্রয়ের মধ্যে প্রথম বলির প্রান্তভাগকে অর্থাৎ রোমান্ত স্থান হইতে অর্দ্ধাঙ্গুল-পরিমিত স্থানকে 'গুদৌষ্ঠ' কহে। সুতরাং প্রথম বলির পরিমাণ অবশিষ্ট এক অঙ্গুলি।

পূর্ব্বরূপ।—ভোজনে অশ্রদ্ধা, কষ্টে পরিপাক, অম্লোদ্গার, পদদ্বয়ের অবসাদ, উদরে বেদনা ও শব্দ, শরীরে কৃশতা, অধিক উদ্গার, অক্ষিপুটে শোথ, অন্ত্রকূজন, গুহ্যদ্বারে কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা, [illegible], গ্রহণী, অথবা শোষরোগের আশঙ্কা;

কাস, শ্বাস, ভ্রম, তন্দ্রা, নিদ্রা ও ইন্দ্রিয়সমূহের দৌর্ব্বল্য ;—এইগুলি অর্শো-রোগের পূর্ব্বরূপ। অর্শোরোগ উৎপন্ন হইলে, এইসমস্ত পূর্ব্বরূপও অধিকতর পরিস্ফুট হয়।

বাতজ অর্শঃ।—বায়ুজনিত অর্শের আকৃতি পরিশুষ্ক (স্রাবশূন্য), অরুণবর্ণ, মধ্যস্থলে নিম্নোন্নত, এবং কদম্বপুষ্প, বন-কার্পাস পুষ্প, নাড়ীমুখ অথবা সূচীমুখের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট। ইহাতে মল কঠিন হয় ; মলত্যাগকালে উদরে বেদনা উপস্থিত হয় ; কটী, পৃষ্ঠ, পার্শ্ব, মেঢ্র (লিঙ্গ), গুহ্যদ্বার ও নাভিতে বেদনা হয় ; ত্বক্, নখ, নয়ন, বদন, দন্ত, মূত্র ও পুরীষ কৃষ্ণবর্ণ হয় ; এবং এই অর্শঃ হইতে গুল্ম, অষ্ঠীলা, প্লীহা ও উদররোগ জন্মিতে পারে।

পিত্তজ অর্শঃ।—পিত্তজনিত অর্শঃ সূক্ষ্মমুখ, বিস্তারশীল, পীতবর্ণ, যকৃৎখণ্ড বা শুকজিহ্বা অথবা জলৌকামুখের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, যবের ন্যায় স্থূলমধ্য এবং ক্লিন্ন (স্রাবযুক্ত)। ইহাতে মলত্যাগকালে গুহ্যদ্বারে জ্বালাবোধ, তরল মলের সহিত রক্তনির্গম, জ্বর, দাহ, পিপাসা ও মূর্চ্ছা এবং ত্বক্, নখ, নয়ন, মুখ, দন্ত, মূত্র ও পুরীষ পীতবর্ণ হয়।

শ্লেষ্মজ অর্শঃ।—শ্লেষ্মাজনিত অর্শঃ স্থূলমূল, কঠিনস্পর্শ, গোলাকার, স্নিগ্ধ ও পাণ্ডুবর্ণ এবং বংশাঙ্কুর, পনসাস্থি (কাঁটালবীজ) বা গোস্তনের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট। ইহারা ভিন্ন হয় না (ফাটে না), স্রাবশূন্য এবং অত্যন্ত কণ্ডূ-বিশিষ্ট ; এই অর্শোরোগে শ্লেষ্মমিশ্রিত ও মাংসধৌত জলের ন্যায় অধিক পরি-মাণে মলত্যাগ হয় ; ত্বক্, নখ, নয়ন, মুখ, দন্ত, মূত্র ও পুরীষ শুক্লবর্ণ হয় ; এবং জ্বর, অরুচি, অজীর্ণ ও শিরোগৌরব (মাথাভার) হইয়া থাকে।

রক্তজ অর্শঃ। রক্তজনিত অর্শঃ বটাঙ্কুর, প্রবাল ও কুঁচফলের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট এবং পিত্তজনিত অর্শের লক্ষণযুক্ত। ইহাতে যখন মল অত্যন্ত কঠিন হয়, সেই সময়ে সহসা অধিক পরিমাণে দুষ্ট রক্ত নির্গত হইয়া থাকে। সেই রক্ত অতিরিক্ত নিঃসৃত হইলে, রক্তের অতি-প্রবৃত্তিজনিত বিবিধ উপদ্রব উপস্থিত হয়।

ত্রিদোষজ ও সহজ অর্শঃ।—ত্রিদোষজনিত অর্শে পূর্ব্বোক্ত ভিন্ন ভিন্ন দোষের লক্ষণসমূহ মিলিতভাবে প্রকাশ পায়। পিতামাতার দূষিত শুক্রশোণিত হইতে সহজ অর্শের উৎপত্তি হয়। ভিন্ন ভিন্ন দোষের লক্ষণানুসারে ইহার দোষযুক্ত

নিশ্চয় করিতে হয়। ইহার বিশেষ লক্ষণ—আকৃতি দুর্দ্দর্শন, কর্কশ, পাণ্ডুবর্ণ, দুঃখজনক এবং অন্তর্মুখ। এই অর্শোরোগী কৃশ ও ক্রোধী হয়, অল্প আহার করে, তাহার সর্ব্বাঙ্গ শিরাব্যাপ্ত হয়, পুত্রাদি অল্প জন্মে, শুক্র অল্প হয়, স্বর ক্ষীণ হয়, এবং অগ্নিমান্দ্য, নাসারোগ, শিরোরোগ, চক্ষুরোগ, কর্ণরোগ, অন্ত্রকূজন, উদরে বেদনা ও শব্দ, বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মার অবরোধ ও অরুচি প্রভৃতি বিবিধ পীড়া উপস্থিত হইয়া থাকে।

মেঢ্রজাত অর্শঃ।—প্রকুপিত দোষ মেঢ্রে সঞ্চিত হইলে, সেই স্থানের মাংস ও রক্ত দূষিত হইয়া কণ্ডূ উৎপন্ন হয়। সেই সমস্ত কণ্ডূ কণ্ডূয়ন করিলে, তাহা ক্ষত হইয়া যায় এবং সেই ক্ষতের দূষিত মাংসে মাংসাঙ্কুর জন্মে; সেই মাংসাঙ্কুর হইতে পিচ্ছিল রক্তস্রাব হয়, এবং ক্রমশঃ লিঙ্গমণির ভিতরে বা বাহিরে মাংসাঙ্কুর সকল বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ইহার পরিণামে লিঙ্গ খসিয়া যাইতে পারে এবং পুংস্ত্ব নষ্ট হয়। এইরূপ যোনিতেও অর্শঃ জন্মে। তাহার মাংসাঙ্কুরগুলি কোমলস্পর্শ ও ছত্রাকার হয় এবং তাহা হইতে দুর্গন্ধযুক্ত পিচ্ছিল রক্ত নিঃসৃত হইয়া থাকে।

কর্ণাদিজাত অর্শঃ।—কুপিত দোষ ঊর্দ্ধাবয়বে উপস্থিত হইয়া, কর্ণ, চক্ষু, নাসিকা ও মুখে অর্শঃ উৎপাদন করে। কর্ণে অর্শঃ হইলে, বধিরতা, কর্ণশূল, ও পূতিকর্ণতা হয়। নেত্রজ অর্শে—অক্ষিপুটের অবরোধ, বেদনা, স্রাব ও দৃষ্টিনাশ হয়। নাসিকাজাত অর্শে—প্রতিশ্যায়, অত্যন্ত হাঁচি, কষ্টে নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস, পূতিনস্য, সানুনাসিকবাক্যতা এবং মস্তকে যন্ত্রণা হয়। মুখজ অর্শঃ, কণ্ঠ বা তালু, ইহাদের অন্যতম স্থানে উৎপন্ন হয়, এবং তাহাতে গদ্‌গদ্-বাক্যতা, আস্বাদজ্ঞানের অভাব, ও নানাপ্রকার মুখরোগ উপস্থিত হয়।

চর্ম্মকীল।—প্রকুপিত ব্যানবায়ু শ্লেষ্মার সহিত মিলিত হইয়া, ত্বকের বাহিরে কীলকবৎ কঠিন একপ্রকার অর্শঃ উৎপাদন করে; তাহা চর্ম্মকীল (আঁচিল) নামে অভিহিত হয়। এই চর্ম্মকীলে সূচীবেধবৎ বেদনা জন্মে, এবং শ্লেষ্মা তাহাকে গাত্রসমবর্ণ ও গ্রন্থিরূপে পরিণত করে। চর্ম্মকীলে পিত্ত ও রক্তের সংযোগ অধিক থাকিলে, তাহা রুক্ষ, কৃষ্ণবর্ণ বা অত্যন্ত কর্কশ হইতে পারে।

দ্বিদোষজ অর্শঃ।—অর্শোরোগে দুইটী দোষের লক্ষণ লক্ষিত হইলে, তাহাকে দ্বিদোষজ অর্শঃ বলা যায়। দ্বিদোষজ অর্শঃ ছয়প্রকার;—বাত পিত্তজ, বাত-শ্লেষ্মজ, পিত্ত শ্লেষ্মজ, বাত শোণিতজ, পিত্ত-শোণিতজ ও শ্লেষ্ম-শোণিতজ।

সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ।—বাহ্যবলিজাত অর্শঃ সাধ্য। দ্বিদোষজ, দ্বিতীয়-বলিজাত ও সংবৎসরাতীত অর্শঃ কষ্টসাধ্য। ত্রিদোষের অল্প লক্ষণবিশিষ্ট অর্শঃ যাপ্য; এবং সান্নিপাতিক সর্ব্বলক্ষণযুক্ত সহজ ও অন্তর্বলিজাত অর্শঃ অসাধ্য। যুগপৎ সমুদায় বলিতে অর্শঃ হইলে এবং তদ্দ্বারা অপান প্রতিহত হইয়া ব্যান-বায়ুর সহিত মিলিত হইলে, রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

চিকিৎসার উপায়।—অর্শোরোগের চারিপ্রকার উপায়ে চিকিৎসা করা যায়; যথা—ঔষধ, ক্ষার, অগ্নিকার্য্য ও অস্ত্রপ্রয়োগ। যেসকল অর্শো-রোগ অল্পকাল উৎপন্ন হইয়াছে এবং যাহাদের দোষ ও উপদ্রব অল্প, সেইসকল অর্শঃ ঔষধপ্রয়োগদ্বারা চিকিৎসা করিলে আরোগ্য করিতে পারা যায়। যে সকল অর্শঃ মৃদু, বিস্তৃত ও অবগাঢ় (গভীর) বা উন্নত, সেইসকল অর্শঃ ক্ষার-প্রয়োগদ্বারা চিকিৎসা করিতে হয়। যেসকল অর্শের বলি কর্কশ (খস্‌খসে), স্থির, পৃথু (বিশাল), কঠিন (শক্ত), সেইসকল অর্শঃ অগ্নিপ্রয়োগদ্বারা চিকিৎসা করা আবশ্যক; এবং যেসমস্ত অর্শঃ সূক্ষ্মমূলবিশিষ্ট, উন্নত ও ক্লেদযুক্ত সেইসকল অর্শোরোগে অস্ত্রপ্রয়োগদ্বারা চিকিৎসা করিতে হয়। ঔষধ সাধ্য অর্শঃ হইলে, অথবা অর্শঃ অদৃশ্য হইলে, ঔষধদ্বারাই তাহার প্রতিকার করিবে। যেসকল অর্শঃ ক্ষার, অগ্নি ও অস্ত্রসাধ্য, তাহাদিগের প্রতিকারের বিধি পশ্চাৎ বলা যাইতেছে।

ক্ষার-প্রয়োগ।—অর্শোরোগী বলবান্ হইলে, সাধারণ বা অনতি-শীতোষ্ণকালে তাহাকে স্নিগ্ধ করিয়া ও উত্তমরূপে স্বেদ প্রদানপূর্ব্বক পবিত্রস্থানে বসাইবে, এবং বায়ুজনিত বেদনাশান্তির জন্য স্নিগ্ধ, উষ্ণ ও দ্রবপ্রায় (পাতলা) অন্ন ভোজন করাইবে। তৎপরে সমতল স্থানে, কাষ্ঠফলকে বা শয্যায় উত্তান ভাবে শয়ন করাইবে। রোগীর মস্তক অপর লোকের ক্রোড়ে এবং গুহ্যদেশ সূর্য্যাভিমুখে থাকা আবশ্যক। রোগীর কটিদেশ কিঞ্চিৎ উন্নতভাবে বস্ত্র বা কম্বলের উপর রক্ষা করিবে। গ্রীবা ও উরুদেশ বস্ত্রশাটকদ্বারা পরিচারকেরা দৃঢ়-রূপে ধারণ করিয়া রাখিবে। তৎপরে শরীর স্পন্দনহীন করিয়া, ঘৃতাভ্যক্ত,

সরল ও সূক্ষ্মমুখবিশিষ্ট যন্ত্র পায়ুদেশে প্রবিষ্ট করাইবে। সেইসময়ে রোগী কোঁথ পাড়িতে থাকিবে। পরে শলাকাদ্বারা মাংসাঙ্কুর উত্তোলন পূর্ব্বক তুলা বা বস্ত্রদ্বারা মার্জ্জিত করিয়া, তাহাতে ক্ষার প্রয়োগ করিবে। হস্তদ্বারা যন্ত্রের মুখ আচ্ছাদন পূর্ব্বক বাক্‌শতকাল অর্থাৎ একশত লঘু অক্ষর উচ্চারণ করিতে যতক্ষণ সময় লাগে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবে। তৎপরে সেই ক্ষার মুছিয়া, ক্ষারের তেজ ও ব্যাধির বল বিবেচনাপূর্ব্বক পুনরায় ক্ষার প্রয়োগ করিতে হয়। যখন দেখিবে, অর্শের অঙ্কুর পাকা জামফলের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, অবসন্ন ও ঈষৎ নত হইয়াছে, তখন ধান্যাম্ল, দধির মাত, শুক্ত ও ফলাম্ল দ্বারা ক্ষার প্রক্ষালন করিবে। এবং যষ্টিমধুমিশ্রিত ঘৃত তদুপরি সেচন পূর্ব্বক যন্ত্র অপনীত করিয়া রোগীকে উত্থাপিত করিবে। তাহার পর উষ্ণজলে বসাইয়া শীতল জল (মতান্তরে উষ্ণজল) তদুপরি সেচন করিতে থাকিবে। অনন্তর রোগীকে নির্ব্বাত গৃহে রাখিয়া আহারাদি ব্যবস্থা করিবে। তৎপরে অবশিষ্ট অর্শঃসকল পুনর্ব্বার দগ্ধ করিবে। এইরূপে সাত দিবস অন্তর এক একটী করিয়া অর্শের চিকিৎসা করা আবশ্যক। অঙ্কুর অনেক হইলে, অগ্রে দক্ষিণভাগস্থ পরে বামভাগস্থ তাহার পর পৃষ্ঠদেশস্থ, অবশেষে সম্মুখস্থ অঙ্কুরের চিকিৎসা করিতে হয়। বাত-শ্লেষ্মজ অর্শঃ হইলে, অগ্নি বা ক্ষারপ্রয়োগ; এবং পিত্ত ও রক্তজনিত অর্শঃ হইলে, মৃদুক্ষার প্রয়োগদ্বারা চিকিৎসা করিবে।

সম্যক্‌দগ্ধ।—অর্শঃ সম্যক্‌প্রকারে দগ্ধ হইলে, বায়ুর অনুলোম, অন্নে অরুচি, অগ্নির দীপ্তি, শরীরের লঘুতা, বল ও বর্ণের উৎপত্তি এবং মনের তুষ্টি এইসকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

অতিদগ্ধ।—অর্শঃ অতিরিক্ত দগ্ধ হইলে, গুহ্যদেশের অবদারণ, দাহ, মূর্চ্ছা, জ্বর, পিপাসা, অত্যন্ত রক্তস্রাব এবং তজ্জন্য বিবিধ উপদ্রব জন্মায়।

হীনদগ্ধ।—ইহাতে অর্শঃ শ্যামবর্ণ হয়; অল্পব্রণ, কণ্ডু, বায়ুর বৈগুণ্য, ইন্দ্রিয়সমূহের অপ্রসন্নতা ও বিকারের অশান্তি, এইসকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

অর্শের অবস্থাবিশেষে চিকিৎসা।—বলবান্ ব্যক্তির প্রবল অর্শঃ উৎপন্ন হইলে ছেদন করিয়া দগ্ধ করিবে। অত্যন্ত দোষান্বিত অর্শঃ নির্গত হইলে যন্ত্রব্যতীত স্বেদ, অভ্যঙ্গ, স্নেহ, অবগাহ, উপনাহ, বিস্রাবণ, আলেপন, ক্ষার, অগ্নি ও অস্ত্রপ্রয়োগ করিবে। রক্তস্রাব হইতে থাকিলে, রক্তপিত্তের বিধানা-

নুসারে চিকিৎসা করিবে। মলভেদ হইতে থাকিলে, অতিসার রোগের বিধি অনুসারে, এবং মলবন্ধ হইলে, স্নেহপানের ও উদাবর্ত্তরোগের বিধানানুসারে চিকিৎসা করা আবশ্যক। ইহাই সর্ব্বস্থানগত অর্শঃসমূহের দহন-প্রণালী।

ক্ষার ও অগ্নি-প্রয়োগ।—দর্ব্বী (হাতা), কূর্চ্চক (কুঁচি) বা শলাকা (শলা) দ্বারা ক্ষার গ্রহণ পূর্ব্বক অর্শে প্রয়োগ করিবে; এবং গুদভ্রংশ (হালীশ বা গোগল) হইলে, যন্ত্রব্যতিরেকে ক্ষারাদি প্রয়োগ করিতে হইবে।

অর্শোরোগে পথ্য।—সর্ব্বপ্রকার অর্শোরোগে শালি ও ষষ্টিক ধান্য এবং যব ও গোধূমের অন্ন ঘৃতসহযোগে স্নিগ্ধ করিয়া, দুগ্ধ, নিমের যূষ, পটোলের যূষ, এবং দোষানুসারে বাস্তুক (বেতোশাক), তণ্ডুলীয়ক (চাঁপানটে), জীবন্তী (জীবইশাক), উপোদিকা (পুঁইশাক), অশ্ববলাশাক, কচিমূলা, পালংশাক, চিল্লিশাক, চুচুশাক, কলায়শাক ও বল্লীশাকাদি (কুমড়াশাকাদি) সহ ভোজন করিতে দিবে; অথবা অন্যপ্রকার স্নিগ্ধ, অগ্নিদীপক, অর্শোনাশক ও মলমূত্রস্রাবক দ্রব্য ভোজন করিতে দেওয়া আবশ্যক।

দগ্ধ অর্শের চিকিৎসা।—অর্শঃ দগ্ধ করা হইলে, অভ্যঙ্গ প্রদান পূর্ব্বক অগ্নিদীপনার্থ ও বায়ুর প্রকোপ-নিবারণার্থ স্নেহাদির সামান্য ও বিশেষ বিধি প্রয়োগ করিবে; এবং দীপনীয় অর্থাৎ পিপ্পল্যাদি ও বাতহর অর্থাৎ ভদ্রদার্ব্বাদি দ্রব্যের কাথ ও কল্ক সহযোগে ঘৃতপাক পূর্ব্বক হিঙ্গ্বাদিচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে। পিত্তার্শোরোগে পৃথক্‌পর্ণ্যাদির কাথ ও দীপনীয়দ্রব্য অর্থাৎ পিপ্পল্যাদিগণের কল্ক সহযোগে ঘৃত পাক করিয়া প্রয়োগ করা আবশ্যক। রক্তজ অর্শোরোগে মূরঙ্গী (রক্তসজিনা) ও মঞ্জিষ্ঠার কাথসহযোগে ঘৃত পাক করিয়া প্রয়োগ করিতে হয়; এবং কফজ অর্শোরোগে সুরসাদির কাথসহযোগে ঘৃতপাক পূর্ব্বক প্রয়োগ করিবে। অর্শোরোগে প্রবল উপদ্রব সংঘটিত হইলে, বাতাদি দোষানুসারে সেইসমস্ত উপদ্রবের চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

সতর্কতা।—অর্শোরোগে অঙ্কুর-নিপাতনার্থ অতি সাবধানে মলদ্বারে ক্ষার, অগ্নি ও অস্ত্রক্রিয়া প্রয়োগ করিবে; নচেৎ ভ্রমবশতঃ অন্যায়রূপে ক্ষারাদি প্রযুক্ত হইলে, ক্লীবতা, শোথ, দাহ, মত্ততা, মূর্চ্ছা, আটোপ, আনাহ, অতিসার ও প্রবাহণ (কুন্থন), এইসকল উপদ্রব অথবা মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে।

ক্ষারাদি প্রয়োগার্থ যন্ত্রের প্রমাণ।—অতঃপর অর্শোরোগে ক্ষারাদি প্রয়োগ জন্য যে যন্ত্র ব্যবহার করিতে হয়, তাহার প্রমাণ বলা যাইতেছে। অর্শোরোগে যে যন্ত্র প্রয়োগ করিতে হয়, তাহা লৌহময়, স্বর্ণময়, রৌপ্যময়, দান্ত (হস্তিদন্তাদি দ্বারা নির্ম্মিত), শার্ঙ্গ (মহিষাদির শৃঙ্গদ্বারা প্রস্তুত), বার্ক্ষ অর্থাৎ বৃক্ষময় (শিংশপা বা শিমুলাদি বৃক্ষের কাষ্ঠদ্বারা নির্ম্মিত) হওয়া আবশ্যক। ইহার আকার গরুর স্তনের (বাঁটের) ন্যায় হইবে। পুরুষের অর্শোরোগে ব্যবহার্য্য যন্ত্র ছয় অঙ্গুলিপ্রমাণ বেধবিশিষ্ট ও হস্ততলপ্রমাণ দীর্ঘ হইবে। এই যন্ত্রে দুইটী ছিদ্র রাখিতে হইবে; একটী ছিদ্রদ্বারা রোগদর্শন এবং অপর ছিদ্রদ্বারা ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। একটী মাত্র ছিদ্র হইলে, তাহার মধ্য দিয়া ক্ষার, অগ্নি প্রভৃতি প্রবিষ্ট হইতে পারে না। এই ছিদ্রের পরিমাণ তিন অঙ্গুলিপরিমাণ এবং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ন্যায় স্থূল হইবে। দৈর্ঘ্যের অবশিষ্ট যে এক অঙ্গুলি থাকে, তাহার মধ্যে নিম্নদেশে অর্দ্ধাঙ্গুলে ও উর্দ্ধদেশে অর্দ্ধাঙ্গুলে এক একটী বৃত্ত (গোল) কর্ণিকা থাকিবে। সংক্ষেপতঃ যন্ত্রের এইরূপ আকৃতি বর্ণিত হইল।

অর্শোরোগে প্রলেপ।—১। হরিদ্রা র্ণ করিয়া মনসার আঠার সহিত পেষণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা র্শে প্রলেপ দিবে। কুকড়ার বিষ্ঠা, কুঁচ, হরিদ্রা ও পিপুল চূর্ণ করতঃ গোমূ ও গোরোচনাসহ পেষণ পূর্ব্বক অর্শোরোগে প্রলেপার্থ প্রয়োগ করিবে। ৩। দন্তীমূল, চিতামূল, স্বর্চ্চিকা (সাচীক্ষার) ও লাঙ্গলী (বিষলাঙ্গলিয়া), এইসকল দ্রব্য গোমূত্র ও গোরোচনাসহ প্রলেপ দিলে অর্শোরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। ৪। পিপুল, সৈন্ধব লবণ, কুড় এবং শিরিষফল সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক মনসার আঠার সহিত বা আকন্দের আঠার সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, অর্শোরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

অর্শোরোগে কাশীসাদি তৈল।—কাশীস (হীরাকস), হরিতাল, সৈন্ধব লবণ, অশ্বমারক (করবীর), বিড়ঙ্গ, পূতীক (নাটাকরঞ্জ), কৃতবেধন (কোষাতকী), জাম, আকন্দক্ষীর ও উত্তমারুণী (ভুঁই-আমলা), দন্তী, চিতা, অলর্ক (শ্বেত-আকন্দ-ক্ষীর) ও মনসাসীজের ক্ষীরসহযোগে তৈল পাক করিয়া অর্শের বলিতে অভ্যঙ্গরূপে প্রয়োগ করিলে, অঙ্কুর খসিয়া পড়ে।

অর্শের অঙ্কুরপাতনার্থ যোগ।—অতঃপর যেসকল যোগ দ্বারা অদৃশ্য অর্শোরোগের অঙ্কুর পাতন করা যায়, তৎসমুদায়ের কথা বলা যাইতেছে। প্রত্যহ প্রাতঃকালে ইক্ষুগুড় ও হরীতকীচূর্ণ একত্র করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিবে। ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন অর্থাৎ স্ত্রী-সহবাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক, দ্রোণপরিমিত গোমূত্রের সহিত ১০০ একশত হরীতকী সিদ্ধ করিয়া, প্রত্যহ প্রাতঃকালে মধুসহযোগে বলানুসারে সেবন করা আবশ্যক। অথবা প্রতিদিন অপামার্গের মূল, তণ্ডুলোদকসহ পেষণ করিয়া, মধুসহ সেবন করিবে। অথবা শতমূলীর মূল বাটিয়া দুগ্ধসহ সেবন করিবে; কিংবা চিতামূলচূর্ণ—সীধু (মদ্য) সহ, অথবা ভল্লাতকের চূর্ণ—শক্তু মন্থ ও লবণবর্জ্জিত তক্রসহযোগে সেবন করিবে। কলসের অভ্যন্তরে চিতামূলের কল্ক লেপন করিয়া, সেই কলসে অম্ল বা অনম্ল তক্র নিষেচন করিয়া সেই তক্র পান-ভোজনাদিরূপে ব্যবহারে উপকার দর্শে। এই নিয়মে বামনহাটী, সারিবা, যমানী, আমলকী ও গুলঞ্চ, এইসকল দ্রব্যসহ তক্র প্রস্তুত করিয়া ব্যবহারেও অর্শোরোগ প্রশমিত হয়।

অন্যান্য যোগ।—রোগী উপবাস করিয়া, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, বিড়ঙ্গ, শুণ্ঠী ও হরীতকী সহযোগে অম্ল বা অনম্ল তক্র পূর্ব্ববৎ প্রস্তুত করিয়া প্রত্যহ পান করিবে; কিংবা শুণ্ঠী, পুনর্নবা ও চিতা, ইহাদের কাথসহ দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া পান করিবে; অথবা কুড়চীমূলের ছাল ও ফাণিত (মাৎগুড়) একত্র পাক করিয়া, পিপ্পল্যাদি-চূর্ণ প্রক্ষেপ পূর্ব্বক উপযুক্ত পরিমিত মধুসহ অবলেহ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিবে; কিংবা কেবল তক্র বা দুগ্ধসহ অন্ন আহার পূর্ব্বক হিঙ্গ্বাদি চূর্ণ সেবন করিবে। যবক্ষার, সৈন্ধবাদি লবণ, চিতামূল, ও ক্ষারোদকসহ সিদ্ধ কুল্মাষ (অর্দ্ধসিদ্ধ যবাদি) ভোজন করিবে; অথবা চিতামূলের ক্ষারোদকের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ পান করিবে; কিংবা পলাশবৃক্ষের ক্ষারোদকসহ সিদ্ধ কুল্মাষ ভক্ষণ করিবে; অথবা পারুল, অপামার্গ, বৃহতী ও পলাশ,—ইহাদের ক্ষার পরিস্রুত করিয়া, প্রত্যহ ঘৃত-সংযোগে পান করিবে; কিংবা কুটজ ও পরগাছার মূল পেষণ পূর্ব্বক তক্রসহ সেবন করিবে; চিতার মূল, নাটাকরঞ্জ ও শুণ্ঠীর কল্ক,—পূতিকক্ষারসহযোগে, অথবা ক্ষারোদক-সহযোগে ঘৃত পাক পূর্ব্বক পিপ্পল্যাদিচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিবে। ইহাদ্বারা অগ্নি বর্দ্ধিত হয় এবং অর্শোরোগ নিবৃত্ত হইয়া থাকে।

দন্ত্যরিষ্ট।—দশমূল, দন্তী, চিতা ও হরীতকী, এইসকল দ্রব্য ১ এক তুলা অর্থাৎ ১২॥০ সাড়ে বার সের পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক ৪ চারি দ্রোণ জলে পাক করিয়া, ৬৪ চৌষট্টি সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া, শীতল হইলে, ১২॥০ সাড়ে বার সের ইক্ষুগুড়সহ মিশ্রিত করিয়া, ঘৃতাক্ত পাত্রে নিক্ষেপ করিবে, এবং যবরাশির মধ্যে রাখিয়া একমাস পরে প্রত্যহ প্রাতঃকালে উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিতে দিবে। ইহাদ্বারা অর্শঃ, গ্রহণী, পাণ্ডু, উদাবর্ত্ত ও অরুচিরোগ নিবারিত হয় এবং অগ্নির দীপ্তি হইয়া থাকে।

অভয়ারিষ্ট।—পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, এলবালুক ও লোধ,—প্রত্যেক ২ দুই পল, রাখালশশার মূল ৫ পাঁচ পল, কয়েদবেলের শাঁস ১০ দশ পল, হরীতকী ⁄১ এক সের এবং আমলকী ⁄১ এক সের; এইসকল দ্রব্য ৪ চারিদ্রোণ জলে পাক পূর্ব্বক পাদাবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া, শীতল হইলে ১২॥০ সাড়ে বার সের ইক্ষুগুড়সহ মিশ্রিত করিবে, এবং ঘৃতাক্তপাত্রে নিক্ষেপ পূর্ব্বক ১৫ পনর দিন যবরাশির মধ্যে রাখিয়া, প্রত্যহ প্রাতঃকালে বলানুসারে সেবন করিবে। এই অরিষ্ট সেবন করিলে, প্লীহা, অগ্নিমান্দ্য, অর্শঃ, গ্রহণী, হৃদ্রোগ, পাণ্ডুরোগ, শোথ, কুষ্ঠ, গুল্ম, উদর ও ক্রিমিরোগ আরোগ্য হয় এবং বল ও বর্ণ বর্দ্ধিত হয়।

বাতজাদি অর্শোরোগের চিকিৎসা।—বায়ুজনিত অর্শোরোগে স্নেহ, স্বেদ, বমন, বিরেচন, আস্থাপন ও অনুবাসনের প্রয়োগ আবশ্যক। পিত্তজ অর্শোরোগে বিরেচন, রক্তজ অর্শোরোগে সংশমনীয় ঔষধ, এবং কফজ অর্শোরোগে শৃঙ্গবের (শুণ্ঠী) ও কুলত্থকলাই প্রয়োগ করিবে। সর্ব্বদোষজ অর্শোরোগে উক্ত সর্ব্বপ্রকার ঔষধ প্রয়োগ কিংবা যথাযোগ্য ঔষধ সহযোগে দুগ্ধ পাক করিয়া পান করিতে দেওয়া উচিত।

ভল্লাতক যোগ।—অতঃপর অর্শোরোগে ভল্লাতকের ব্যবস্থা বলা যাইতেছে। শোধিত ভল্লাতক (ভেলা) পক্কাবস্থায় সংগ্রহ পূর্ব্বক দুই, তিন বা চারি খণ্ড করিয়া কাথ করিবে। প্রতিদিন প্রাতঃকালে তালু, ওষ্ঠ ও জিহ্বাতে ঘৃত মাখাইয়া, সেই ভল্লাতকের শীতল কাথ শুক্তি-পরিমাণে সেবন করিবে, এবং অপরাহ্নে দুগ্ধ ও ঘৃতসহ অন্ন অন্ন আহার করিবে। এই কাথ প্রত্যহ ক্রমশঃ এক এক শুক্তি পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়া, পঞ্চশুক্তি বৃদ্ধির পরে

প্রতিদিন পাঁচ শুক্তি করিয়া বাড়াইতে হইবে। পরে ৭০ সত্তর শুক্তি পর্য্যন্ত হইলে, তখন পাঁচ শুক্তি করিয়া কমাইবে, এবং পাঁচ সংখ্যা করিয়া কমাইয়া পাঁচশুক্তি মাত্র অবশিষ্ট থাকিতে এক এক শুক্তি করিয়া কমাইতে থাকিবে। এইপ্রকারে সহস্র ভল্লাতক সেবন করিলে, সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ ও অর্শোরোগ বিনষ্ট হইয়া শরীর বলবান্, নীরোগ ও শতায়ুঃ হইয়া থাকে।

ভল্লাতক তৈল।– দ্বিব্রণীয় চিকিৎসার বিধানানুসারে ভল্লাতকের তৈল বাহির করিয়া, উপযুক্ত পরিমাণে প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন করিলে, এবং যখন সেই তৈল জীর্ণ হইবে, সেইসময়ে দুগ্ধ ও ঘৃতসহ অন্ন আহার করিলে, পূর্ব্বের ন্যায় উপকার দর্শিয়া থাকে। অথবা ভল্লাতকের বীজের মজ্জা হইতে তৈল বাহির করিয়া বমন বা বিরেচন দ্বারা দেহ শোধন পূর্ব্বক, বায়ুশূন্য গৃহে যথাসাধ্য মাত্রায় অন্নের সহিত সেই তৈল পান করিবে; এবং জীর্ণ হইলে দুগ্ধ ও ঘৃতসহ অন্নভোজন করিবে। এই প্রকারে একমাস পর্য্যন্ত এই তৈল ব্যবহার এবং তিনমাস পর্য্যন্ত আহারের সুনিয়ম পালন করা আবশ্যক। ইহাদ্বারা যাবতীয় রোগ প্রশমিত হইয়া, বর্ণ, বল, শ্রবণশক্তি, বুদ্ধিশক্তি ও ধারণাশক্তি বর্দ্ধিত হয়, এবং শতবর্ষ জীবিত থাকা যায়। এই তৈল এক মাস সেবন করিলে, লোকে ১০০ শতবৎসর, এবং ১০ দশমাস পর্য্যন্ত ব্যবহার করিলে ১০০০ সহস্র বৎসর বাঁচিয়া থাকে।

ভল্লাতকের শ্রেষ্ঠত্বাদি।– যেমন খদিরকাষ্ঠ ও বীজক (বিজয়সার, পীতশাল) দ্বারা সকলপ্রকার কুষ্ঠরোগ নিবারিত হয়, সেইপ্রকার বৃক্ষক (কুড়চি) ও অরুষ্কর (ভেলা) দ্বারা সর্ব্ববিধ অর্শোব্যাধি বিনষ্ট হইয়া থাকে। যেমন অসাধ্য প্রমেহরোগসমূহও হরিদ্রাদ্বারা প্রশমিত হয়, সেইপ্রকার ক্ষার ও অগ্নি প্রয়োগে অদৃশ্য অর্শোরোগও সাম্যাবস্থায় থাকে। পিপ্পল্যাদি অগ্নিদীপক ঔষধসকল, কুটজাদি লেহ, সুরা ও আসব, এইসকল অর্শোরোগের বর্দ্ধিত অবস্থায় প্রয়োগ করিলে উপকার দর্শে।

নিষেধ।—মলমূত্রাদির বেগধারণ, স্ত্রী-সহবাস, অশ্বাদির পৃষ্ঠে আরোহণ, উৎকটুকাসন (উবু হইয়া বসা) এবং যে দোষ জন্য অর্শোরোগ জন্মে, সেই দোষবৃদ্ধিকারক আহারাদি অর্শোরোগীর পরিত্যাগ করা আবশ্যক।

পঞ্চম অধ্যায়।

—:০:—

অশ্মরী (পাথরী) রোগের চিকিৎসা।

নিদান।—অশ্মরী চারিপ্রকার—শ্লেষ্মজ, বাতজ, পিত্তজ ও শুক্রজ; কিন্তু সকল অশ্মরীরই মূল কারণ—শ্লেষ্মা। অশোধিত শরীরে অপথ্য সেবা করিলে, শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইয়া, মূত্রের সহিত মিলিত হয় এবং বস্তিতে প্রবেশ পূর্ব্বক অশ্মরী উৎপাদন করে।

পূর্ব্বরূপ।—বস্তিতে বেদনা, অরোচক, কষ্টে মূত্রনির্গম, মূত্রে ছাগ গন্ধ, জ্বর, অবসাদ এবং বস্তির উপরিভাগে, অণ্ডকোষে ও নিম্নে বেদনা,—এই গুলি অশ্মরীরোগের পূর্ব্বরূপ। এইসমস্ত পূর্ব্বরূপেও বাতাদি দোষভেদের আধিক্যানুসারে বেদনা ও বর্ণের পার্থক্য এবং মূত্রের আবিলতা অথবা ঘনত্ব প্রভৃতির ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে।

সাধারণ লক্ষণ।—বস্তিমধ্যে অশ্মরী উৎপন্ন হইলে, মূত্রত্যাগকালে নাভি, বস্তি, সেবনী বা লিঙ্গে বেদনাবোধ, মূত্রধারার অবরোধ, মূত্রের সহিত রক্ত নির্গম, অথবা গোমেদমণির বর্ণযুক্ত, নির্ম্মল কিংবা সিকতাযুক্ত (বালুকা) মূত্র নির্গত হয়, এবং দৌড়াইতে, উল্লম্ফন করিতে, সন্তরণ দিতে, পথভ্রমণ করিতে অথবা অশ্বাদি পৃষ্ঠযানে গমন করিতেও বেদনা অনুভব হইয়া থাকে।

শ্লেষ্মাশ্মরী।—শ্লেষ্মবর্দ্ধক আহারাদি দ্বারা শ্লেষ্মা অতিমাত্র বর্দ্ধিত হইয়া শরীরের অধোভাগে ব্যাপ্ত হয়, এবং বস্তিমুখে সঞ্চিত হইয়া মূত্রস্রোতঃ নিরোধ করে। এইরূপে মূত্রবেগ প্রতিহত হইলে, বস্তি স্ফুটিত, ভিন্ন অথবা সূচীবিদ্ধ হওয়ার ন্যায় যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, এবং বস্তি শীতল ও গুরু (ভার) হয়। ইহাতে অশ্মরী শ্বেতবর্ণ বা মউলপুষ্পের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, স্নিগ্ধ, বৃহৎ এবং কুক্কুটডিম্বের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

পিত্তাশ্মরী।—যথোক্ত-কারণে পিত্তসংযুক্ত শ্লেষ্মা কঠিন হইয়া, বস্তিমুখে অবস্থান পূর্ব্বক মূত্রস্রোতঃ রুদ্ধ করে। তাহাতে বস্তি অগ্নিসন্তপ্ত, আকৃষ্ট, দগ্ধ,

বা ক্ষারপাচিত হওয়ার ন্যায় যন্ত্রণা হয়, এবং উষ্ণবাত নামক মূত্ররোগ উপস্থিত হয়। ইহাতে অশ্মরী রক্ত, পীত,* কৃষ্ণ বা মধুবর্ণ, এবং ভেলার আঁটীর ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

বাতাশ্মরী।—যথানির্দ্দিষ্ট কারণসমূহ দ্বারা বায়ুসংযুক্ত শ্লেষ্মা কঠিনীভূত হইয়া বস্তিমুখে অবস্থিত হইলে, মূত্রস্রোতঃ নিরুদ্ধ হয়, এবং তাহাতে তীব্র বেদনা উপস্থিত হইয়া থাকে। ঐরূপ বেদনায় অস্থির হইয়া রোগী দন্তে দন্তে দংশন করে, নাভি পীড়ন করে, মেঢ্র মর্দ্দন করে, গুহ্যদ্বার স্পর্শ করে, গুহ্যদ্বার হইতে তাহার কুৎসিত শব্দ নির্গত হয়, বস্তিতে জ্বালা উপস্থিত হয় এবং কষ্টে মূত্রত্যাগকালে মলমূত্র ও অধোবায়ু যুগপৎ নির্গত হইয়া পড়ে। ইহাতে অশ্মরী শ্যাববর্ণ, কর্কশ, বিষম, খর (খর্‌খরে) ও কদম্বপুষ্পের ন্যায় কণ্টকাকীর্ণ হয়।

এই তিন প্রকার দোষজ অশ্মরী প্রায়ই বালকদিগের হয়; যেহেতু দিবানিদ্রা, অধিক ভোজন, আহার জীর্ণ না হইতে পুনর্ব্বার ভোজন, এবং শীতল, স্নিগ্ধ, গুরুপাক ও মধুর-রসাদির অতিরিক্ত ভোজন প্রভৃতি দোষবর্দ্ধক কারণসমূহ বালকদিগেরই অধিক ঘটিয়া থাকে। কিন্তু বালকগণের বস্তি ক্ষুদ্র ও অল্পমাংসবিশিষ্ট বলিয়া, তাহাদের অশ্মরী অনায়াসেই গ্রহণ ও আহরণ করিতে পারা যায়।

শুক্রাশ্মরী।—বয়ঃস্থ ব্যক্তির শুক্রজনিত শুক্রাশ্মরীই হইয়া থাকে। উত্তেজিত হওয়ার পরে স্ত্রী-সহবাসে ব্যাঘাত অথবা অতিরিক্ত মৈথুন বশতঃ শুক্র চালিত হইয়া নির্গত না হইলে, অথবা বিপথগত হইলে, বায়ু সেই শুক্রকে অণ্ড ও লিঙ্গের মধ্যস্থলে সঞ্চিত করিয়া শুষ্ক করে। তাহাতে মূত্রপথ আবরিত হইয়া যায়; সুতরাং মূত্রকৃচ্ছ্র, বস্তিতে বেদনা, এবং বৃষণদ্বয়ে ও বঙ্ক্ষণে শোথ হয়। অশ্মরী-স্থান পীড়ন করিলে, সেই সমস্ত অশ্মরী বিলীন হইয়া যায়। ইহাকেই শুক্রাশ্মরী কহে।

শর্করা ও সিকতা।—শর্করা, সিকতা ও ভস্মাখ্য (মূত্রশুক্র) মেহ, অশ্মরীরোগেরই বিকৃতি। অশ্মরী ও শর্করা উভয়েরই লক্ষণ ও যন্ত্রণা একরূপ। বায়ুর অনুলোম হইলে, অশ্মরী অতিমাত্র ক্ষুদ্রাকৃতি হইয়া যখন মূত্রপথে নির্গত হয়, তখনই তাহাকে শর্করা কহে। শর্করাপীড়িত ব্যক্তির হৃদয়ে বেদনা, উরুদ্বয়ে গ্লানি, কুক্ষিদেশে শূল, কম্প, তৃষ্ণা, ঊর্দ্ধবাত (উদ্গারাদি), শরীরে কৃষ্ণ অথবা পাণ্ডুবর্ণতা, বলহানি, অরুচি ও অপরিপাক, এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়,

শর্করা মূত্রপথে আট্‌কাইয়া গেলে, দুর্ব্বলতা, অবসাদ, কৃশতা, কুক্ষিশূল, অরুচি, পাণ্ডু, উষ্ণবাত (মূত্ররোগবিশেষ), তৃষ্ণা, হৃদয়ে বেদনা ও বমি প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত করে।

বস্তি।—নাভি, পৃষ্ঠ, কটী, অণ্ডকোষ, গুহ্যদ্বার, বঙ্ক্ষণ (কুঁচকী) ও লিঙ্গ, ইহাদের মধ্যস্থলে বস্তি অধোমুখে অবস্থিত। বস্তির দ্বার একটী, ত্বক্ পাতলা, আকৃতি অলাবুর ন্যায় এবং শিরা ও স্নায়ুদ্বারা পরিবৃত। বস্তি—বস্তির শিরোভাগ, লিঙ্গ, অণ্ডকোষ ও গুহ্যনাড়ী এই কয়েকটী গুদাস্থিবিবরে অবস্থিত এবং একসম্বন্ধবিশিষ্ট। মূত্রাশয় ও মলাধার উভয় স্থানই প্রাণায়তন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। পক্বাশয়ে মূত্রবহ নাড়ীসমূহ অবস্থিত থাকে এবং সেই নাড়ী দ্বারা মূত্রাশয়ে মূত্র সঞ্চিত হয়।

নূতন ঘট আকণ্ঠ জলমগ্ন করিয়া রাখিলে ঘটগাত্রস্থ সূক্ষ্ম ছিদ্রদ্বারা তন্মধ্যে যেমন জল প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ বস্তি অধোমুখে অবস্থিত থাকিলেও, সহস্র সহস্র সূক্ষ্মমুখ শিরাদ্বারা উপস্নেহভাবে, তাহা মূত্রপূর্ণ হয়। সেই মূত্রের সহিত বায়ু পিত্ত কফও উপস্নেহভাবে বস্তিমধ্যে প্রবেশ করিয়া অশ্মরী উৎপাদন করে। নূতন কলসে নির্ম্মল জল রাখিলেও কালান্তরে যেমন তাহাতে পঙ্ক উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ বাতাদিদোষ মূত্রসহ প্রবিষ্ট হইয়া ক্রমে বস্তিমুখে সঞ্চিত হয়। বায়ু ও বৈদ্যুত অগ্নিদ্বারা আকাশে যেরূপ জল জমিয়া শিলারূপে পরিণত হয়, বস্তিমধ্যগত শ্লেষ্মাও সেইরূপে বায়ু ও পিত্তদ্বারা ঘনীভূত হইয়া অশ্মরীরূপে পরিণত হয়।

বস্তিমধ্যে বায়ু অবিকৃত থাকিলেই মূত্র সম্যক্‌রূপে প্রবর্ত্তিত হইতে পারে; কিন্তু বায়ুর বিকৃতি ঘটিলেই মূত্রাঘাত, মূত্রদোষ, প্রমেহ ও শুক্রদোষ প্রভৃতি বস্তিগত বিবিধ রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অস্ত্রস্থাদি।—অশ্মরী অন্তকতুল্য অতিভীষণ কঠোর ব্যাধি। এই রোগ অল্পকালোৎপন্ন হইলে, ঔষধদ্বারা আরোগ্য করিতে পারা যায়; কিন্তু তাহা বহু-কালজাত হইলে অস্ত্রদ্বারা ছেদন করা ভিন্ন আর কিছুতেই আরোগ্য হয় না। এই রোগের পূর্ব্বরূপে পশ্চাদুক্ত স্নেহাদি ক্রিয়া দ্বারা চিকিৎসা করিবে। তদ্দ্বারা ইহা আর বর্দ্ধিত হইতে পারে না, এবং উহার মূল নিঃশেষে বিনষ্ট হইয়া যায়।

বাতাশ্মরী।—পাষাণভেদী, বসুক (বকপুষ্প), বশির (আপাঙগাছ), অশ্মন্তক, শতাবরী, শ্বদংষ্ট্রা (গোক্ষুর), বৃহতী, কণ্টকারী, কপোতবঙ্কা (ব্রাহ্মী-

শাক), আর্ত্তগল (নীলঝিণ্টী), ককুভ (অর্জ্জুনবৃক্ষ), উশীর (বেনার মূল), কুরুবক (পুষ্পবৃক্ষবিশেষ), বৃক্ষাদনী (পরগাছা), শ্যোনাক (শোণাক বৃক্ষ), শাক অর্থাৎ শেগুনবৃক্ষের ফল, যব, কুলত্থকলাই, কুল ও কতকফল (নির্ম্মলীফল) এইসকল দ্রব্যের কাথ এবং উষকাদিগণীয় দ্রব্যসমূহের কল্ক সহযোগে ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে, বায়ুজনিত অশ্মরীরোগ শীঘ্রই বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই সকল বাতনাশক দ্রব্যের সহিত ক্ষার, যবাগূ, যূষ, কষায়, দুগ্ধ ও ভোজ্যাদি প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে, বাতাশ্মরী রোগ প্রশমিত হয়।

পিত্তাশ্মরী।—কুশ, কাশ (কেশে), শর, গুন্দ্রা (গড়গড়ে গাছ), উৎকট (খাগড়া), মোরট (ইক্ষুমূল), অশ্মভিৎ (পাষাণভেদী), বরী (শতমূলী) বিদারী (ভূমিকুষ্মাণ্ড), বারাহী (বরাহক্রান্তা), শালিধান্যের মূল, ত্রিকণ্টক (গোক্ষুর), ভল্লুক (শ্যোণাক), পাটলা (পারুল), পাঠা (আকনাদী), পত্তুর (শালিঞ্চশাক), কুরুণ্টিকা (ঝিণ্টী), পুনর্নবা ও শিরীষছাল,—এইসকল দ্রব্যের কাথ এবং শিলাজ (শিলাজতু), মধুক (যষ্টিমধু), নীলোৎপলের বীজ, শসার বীজ ও কাঁকুড়ের বীজ, ইহাদের কল্ক সহযোগে ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে, অথবা এইসমস্ত পিত্তনাশক দ্রব্য সহযোগে ক্ষার, যবাগূ, যূষ, কাথ, দুগ্ধ ও আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে, পিত্তজ অশ্মরীরোগ আরোগ্য হয়।

কফাশ্মরী।—বরুণাদিগণ, গুগ্‌গুলু, এলাইচ, রেণুকা, কুড়, ভদ্রাদিগণ, মরিচ, চিতামূল, দেবদারু ও উষকাদিগণ, এইসকল দ্রব্যের কল্কসহ ছাগ-ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে, অথবা এইসকল কফঘ্ন দ্রব্য সহযোগে ক্ষার, যবাগূ, যূষ, কাথ, দুগ্ধ ও আহার্য্য বস্তু প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে, কফজ অশ্মরী বিনষ্ট হইয়া থাকে।

শর্করারোগের চিকিৎসা।

পিচুকবীজ (নিম্ববীজ বা কার্পাস ফল), অঙ্কোল (ধলা-আকড়া), বীজ, কতকবীজ (নির্ম্মলীফল), শাকবীজ (সেগুণবীজ) ও ইন্দীবর (নীলোৎপল বা শরবালিকা বিশেষ) বীজ সমানভাগে গ্রহণপূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় ইক্ষুগুড় ও জল-সহযোগে সেবন করিলে, শর্করারোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

কৌঁচবক পাখীর হাড়, উষ্ট্রের হাড়, গর্দ্দভের হাড়, শ্বদংষ্ট্রা (গোক্ষুর), তালমূলিকা, অজমোদা (বনযমানী), কদম্বমূল ও শুণ্ঠী, এইসকল দ্রব্য চূর্ণ

করিয়া সমানভাগে মিশাইয়া, উপযুক্ত পরিমাণে সুরা বা উষ্ণজলসহ সেবন করিলে শর্করারোগ প্রশমিত হয়।

ত্রিকণ্টকবীজ (গোক্ষুরবীজ) চূর্ণ করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় মধুসহ মিশাইয়া, মেষীর দুগ্ধের সহিত ৭ সাত সপ্তাহকাল সেবন করিলে, অশ্মরীরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত ঘৃত বিধিতে যেসকল দ্রব্য কথিত হইয়াছে, সেই সমুদায় দ্রব্যের ক্ষার মেষ-মূত্রের সহিত স্রাবিত করিয়া, গবাদি গ্রাম্যপশুর বিষ্ঠার ক্ষারসহ মিশাইবে এবং ত্রিকটু-চূর্ণ ও উষকাদিচূর্ণের প্রক্ষেপ দিয়া পাক করিয়া লইবে। এই ক্ষার প্রয়োগ করিলে, অশ্মরী, গুল্ম ও শর্করারোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

তিল, অপামার্গ, কদলী, পলাশ ও যব, ইহাদের ছালের ক্ষার মেষমূত্রদ্বারা বহুবার স্রাবিত করিয়া; মেষ-মূত্রসহ সেবন করিলে, শর্করারোগ বিদূরিত হয়।

পাটলা ও করবীর-ক্ষার এইরূপে সেবন করিলে, এবং শ্বদংষ্ট্রা (গোক্ষুর), যষ্টিমধু ও ব্রাহ্মীশাক উপযুক্ত মাত্রায় পেষণ পূর্ব্বক সেবন করিলে, অশ্মরীরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

মেষশৃঙ্গী, শোভাঞ্জন (সজিনা) ও মার্কব (ভৃঙ্গরাজ), এইসকল দ্রব্য মেষ-মূত্রের সহিত সেবন করিলে, অথবা ব্রাহ্মীশাকের মূল কাঁজি ও সুরাদির সহিত সেবন করিলে অশ্মরীরোগ প্রশমিত হয়।

অশ্মরীরোগে বেদনা থাকিলে, পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যসহ অথবা হরীতক্যাদি সহ বা পুনর্নবার সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ পান করিলে, তাহাতে বিশেষ উপকার দর্শে। বীরতর্ব্বাদিগণীয় দ্রব্যসকলের কাথ ও কল্কাদিসহ ঘৃতাদি প্রস্তুত করিয়া, সেবন করিলেও অশ্মরীরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

অশ্মরী ছেদন করিবার সময় —পূর্ব্বোক্ত ঘৃত, ক্ষার, কাথ, দুগ্ধ ও উত্তরবস্তি দ্বারা অশ্মরী প্রশমিত না হইলে তাহা ছেদন করা কর্ত্তব্য। চিকিৎসক সুবিজ্ঞ ও চিকিৎসাকার্য্যে অত্যন্ত পারদর্শী হইলেও অশ্মরীরোগে ছেদনকার্য্যে অনেক সময়ে সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন না, এইজন্য এই রোগে অস্ত্রকার্য্য অতীব কষ্টপ্রদ চিকিৎসা। অশ্মরীরোগের যে অবস্থায় অস্ত্রকার্য্য না করিলে নিশ্চয়ই মৃত্যু হইবে, কিন্তু অস্ত্র করিলে জীবনসংশয়, সেই অবস্থায় দৈবের প্রতি নির্ভর করিয়া, অস্ত্রদ্বারা অশ্মরী (পাথরী) ছেদন পূর্ব্বক বাহির করিবে।

৭৮ নং চিত্র। অস্ত্র করিবার পূর্ব্বপ্রক্রিয়া।
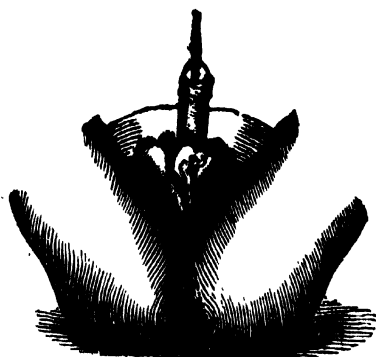
অস্ত্র করিবার প্রণালী।—অশ্মরীরোগে অস্ত্র প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন হইলে, রোগীকে স্নিগ্ধ এবং বমন ও বিরেচন দ্বারা সংশোধিত করিয়া কৃশ করিবে এবং অভ্যঙ্গ ও স্বেদ প্রদান পূর্ব্বক আহার করাইবে। তৎপরে বলিদান, মঙ্গলাচরণ ও স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক সূত্রস্থানের অগ্রোপহরণীয়োক্ত বিধানানুসারে অস্ত্রকার্য্যের উপকরণসকল সংগ্রহ করিয়া এবং অবিকলচিত্ত রোগীকে আশ্বাস প্রদান করিয়া, আজানু-উন্নত দীর্ঘ কাষ্ঠফলকে শয়ন করাইবে। সেই সময়ে অপর একব্যক্তি প্রথমে সেই কাষ্ঠফলকে উপবেশন করিবে এবং রোগীর কটিদেশ সংস্থাপন পূর্ব্বক উত্তানভাবে রাখিবে। উভয় জানু ও কূর্পরদেশ সঙ্কুচিত করিয়া, সূত্র বা শাটকযন্ত্র দ্বারা পরস্পর বদ্ধ করিবে। পরে রোগীর নাভিপ্রদেশে তৈল বা ঘৃত মাখাইয়া, মুষ্টিদ্বারা নাভির বাম পার্শ্ব মর্দ্দন করিতে থাকিবে; এবং মর্দ্দন করিতে করিতে অশ্মরী অধোদিকে আনয়ন করিবে। তৎপরে বামহস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলিদ্বয়ের নখাদি কর্ত্তন পূর্ব্বক পায়ুদেশে সেবনীর মূলে রাখিয়া, সেই স্থান হইতে বল ও যত্নসহ সেই অঙ্গুলিদ্বয় দ্বারা টিপিতে টিপিতে গুহ্য ও লিঙ্গের মধ্যগত স্থানে আনিয়া, উক্ত অঙ্গুলিদ্বয় দ্বারা সহসা এরূপ বলপূর্ব্বক টিপিয়া ধরিবে যে, যেন অশ্মরীটী (পাথরীখানি) গ্রন্থির ন্যায় উন্নত হইয়া উঠে। সেই সময়ে সেই গ্রন্থিসদৃশ উন্নত অশ্মরী হস্তদ্বারা

৭৯ নং চিত্র। অস্ত্র করিবার প্রণালী।
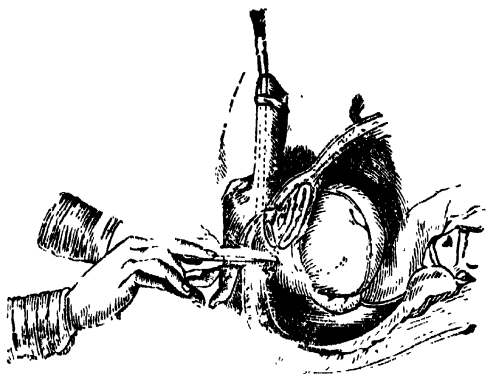
দৃঢ়রূপে ধরিলে, যদ্যপি রোগী স্থিরদৃষ্টি, অচৈতন্য, মৃত ব্যক্তির ন্যায় লুণ্ঠিতমস্তক ও নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে, তবে সেই অবস্থায় কদাচ অশ্মরী ছেদন করিতে নাই; কারণ—এইরূপ অবস্থায় অশ্মরী ছেদন করিলে রোগী নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। কিন্তু যদ্যপি গ্রন্থিসদৃশ সেই অশ্মরীটী ধারণ করিলে রোগীর ঐরূপ অবস্থা না হয়, তবে সেবনীর বামপার্শ্বে যব-পরিমিত স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক, অশ্মরী বাহির হইতে পারে, এমন পরিমাণে ছেদন করা আবশ্যক। কেহ কেহ কার্য্যের সুবিধার্থ সেবনীর দক্ষিণ পার্শ্বে ছেদন করিয়া থাকেন। অশ্মরী ছেদন করিয়া বিশেষ সাবধানে বাহির করিতে হয় যেন উহা চূর্ণ বা ভগ্ন হইয়া না যায়; কারণ ঐ অশ্মরীর কিঞ্চিন্মাত্র অবশিষ্ট থাকিলেও তাহা পুনরায় বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। অতএব উহা অতীক্ষ্ণমুখ আহরণ-যন্ত্র দ্বারা ধারণ পূর্ব্বক সম্পূর্ণরূপেই বাহির করা আবশ্যক।

স্ত্রী ও পুরুষের অশ্মরী।—স্ত্রীলোকের বস্তিপার্শ্বের সন্নিকটে গর্ভাশয় অবস্থিত; সুতরাং উহাদের অশ্মরী-ছেদন করিতে হইলে, উৎসঙ্গের ন্যায় অস্ত্রদ্বারা অর্থাৎ হস্তাকৃতি মুখবিশিষ্ট অস্ত্রদ্বারা ছেদন করিয়া পাথরী বাহির করিবে। ইহার অন্যথা হইলে, তাহাদের মূত্রস্রাবযুক্ত ব্রণ জন্মিয়া থাকে।

পুরুষদিগেরও মূত্রনালী শস্ত্রদ্বারা আহত হইলে, ঐরূপ মূত্রস্রাবী ব্রণ উৎপন্ন হয়। অশ্মরীরোগে বস্তিদেশের একপার্শ্বে ছেদন করিলে, সেই ছেদজন্য ব্রণ আরোগ্য হয়; কিন্তু দুই পার্শ্বে ছেদন করিলে কিংবা অশ্মরীরোগ ব্যতীত অন্য অবস্থায় এক পার্শ্বেও ছেদন করিলে, আরোগ্য করিতে পারা যায় না।

৮০ নং চিত্র। অশ্মরী বাহির করিবার যন্ত্র।
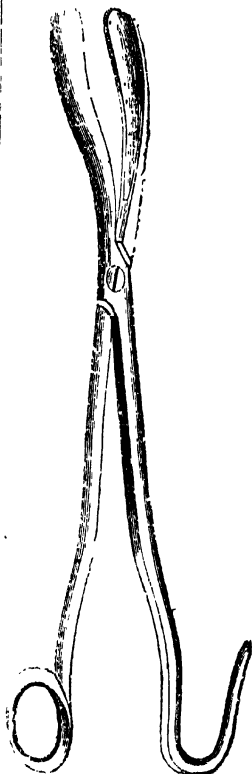
উত্তর-বস্তি।— তদনন্তর শল্য অর্থাৎ অশ্মরী বহির্গত হইলে, দ্রোণ পরিমিত উষ্ণ জলে রোগীকে বসাইয়া স্বেদ প্রদান করিবে। বস্তিদেশে যাহাতে রক্ত সঞ্চিত হইতে না পারে, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। বস্তিদেশে রক্ত সঞ্চিত হইলে, যজ্ঞডুমুরাদি ক্ষীরিবৃক্ষের ক্বাথ পুষ্পনেত্র অর্থাৎ উত্তরবস্তি দ্বারা প্রয়োগ করিবে; কারণ—ক্ষীরিবৃক্ষের কষায়, পুষ্পনেত্র অর্থাৎ উত্তরবস্তি দ্বারা প্রয়োগ করিলে, অশ্মরী ও বস্তিগত রক্ত শীঘ্রই নিঃসৃত হইয়া থাকে।

অশ্মরী-ছেদনান্তে ক্রিয়া।— অনন্তর মূত্রমার্গ সংশোধন করিবার নিমিত্ত রোগীকে গুড়বাসিত অন্ন আহার করাইবে এবং ক্ষতস্থানে মধু ও ঘৃত প্রয়োগ করিবে। তৎপরে তৃণ-পঞ্চমূলাদি মূত্র-শোধনকারক দ্রব্যের সহিত ঘৃত সহযোগে যবাগূ প্রস্তুত করিয়া, তাহা রোগীকে তিন দিবস দুই বেলা পান করিতে দিবে; এবং তিন দিবস পরে মূত্র ও রক্ত-শুদ্ধির জন্য দশদিন পর্য্যন্ত গুড় ও দুগ্ধ-সহযোগে লঘুপাক অন্ন অল্প পরিমাণে আহার করিতে দিবে এবং দশ দিবস পরে ব্রণে ক্লেদ জন্মাইবার নিমিত্ত দাড়িমাদির রস ও হরিণাদি জাঙ্গল পশুর মাংসরস সেবন করিতে দিবে। অতঃপর দশদিন পর্য্যন্ত নিয়মিতরূপে রোগীকে স্নেহস্বেদ

বা দ্রবস্বেদ প্রদান এবং বটাদি ক্ষীরিবৃক্ষের কাথ দ্বারা ব্রণ ধৌত করা আবশ্যক। লোধ, যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা, পুণ্ডরিয়াকাষ্ঠ ও হরিদ্রার সহিত তৈল বা ঘৃত পাক করিয়া, ব্রণে অভ্যঞ্জনরূপে প্রয়োগ করিতে হয়। রক্ত গাঢ় হইলে উত্তরবস্তি প্রয়োগ এবং সাত রাত্রির পরে মূত্রমার্গদ্বারা মূত্র নির্গত না হইলে, যথানিয়মে ব্রণ দগ্ধ করা আবশ্যক। মূত্রপথ দ্বারা মূত্র নিঃসৃত হইতে থাকিলে, কাকোল্যাদি ও ক্ষীরিবৃক্ষাদির কষায় দ্বারা উত্তরবস্তি আস্থাপন ও অনুবাসন প্রয়োগ করিয়া চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

শুক্রাশ্মরী।—শুক্রাশ্মরী বা শর্করা আপনা হইতেই মূত্রমার্গমধ্যে নিহিত হইলে, মূত্রনালী দিয়াই তাহা বাহির করিবে; কিন্তু তাহা সহজে নির্গত না হইলে, মূত্রমার্গ বিদীর্ণ করিয়া, অস্ত্র বা বড়িশ দ্বারা আকর্ষণপূর্ব্বক বাহির করিয়া ফেলিবে।

ব্রণ পূরিয়া উঠিলেও এক বৎসর পর্য্যন্ত স্ত্রীসংসর্গ, অশ্বগজাদিতে ও পর্ব্বত-বৃক্ষাদিতে আরোহণ, জলে সন্তরণ এবং গুরুপাক দ্রব্য আহার পরিত্যাগ করা আবশ্যক।

সাবধানতা।—অশ্মরী (পাথরী) ছেদন করিবার সময়ে অতীব সতর্কতাসহ মূত্রবহ, শুক্রবহ, মুষ্কস্রোত, মুষ্কপ্রসেক, সেবনী, যোনি, গুহ্য ও বস্তি এইসকল স্থান পরিত্যাগ করা আবশ্যক। নচেৎ মূত্রবাহী নাড়ী আহত হইলে, বস্তিদেশে মূত্রপূর্ণ হইয়া মৃত্যু সংঘটন করে; শুক্রবহা নাড়ী ছিন্ন হইলে মৃত্যু বা ক্লীবতা জন্মে; মুষ্কস্রোত আহত হইলে ধ্বজভঙ্গ ঘটে; মুষ্কপ্রসেক ছিন্ন হইলে মূত্রস্রাব হইতে থাকে; সেবনী ও যোনি ছিন্ন হইলে অত্যন্ত বেদনা হয়; এবং বস্তি ও গুহ্য আহত হইলে মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে। চিকিৎসাকার্য্যে অজ্ঞ যে চিকিৎসক দেহীদিগের সেবনী, শুক্রবহা নাড়ী, মুষ্কস্রোতোদ্বয়, গুহ্যদেশ, মুষ্কপ্রসেক, মূত্রবহ ও মূত্রবস্তি,—স্রোতঃসংক্রান্ত এই আটটী মর্ম্মস্থল অবগত নহে, সেই মূর্খ চিকিৎসক বহুসংখ্যক লোকের প্রাণনাশ করে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ভগন্দররোগের চিকিৎসা।

নিরুক্তি ও পূর্ব্বরূপ।—বায়ু, পিত্ত, কফ, সন্নিপাত ও আগন্তু, এই পঞ্চবিধ কারণে শতপোণক, উষ্ট্রগ্রীব, পরিস্রাবী, শম্বুকাবর্ত্ত ও উন্মার্গী, এই পাঁচ-প্রকার ভগন্দর হয়। এই রোগে ভগ, গুহ্যদ্বার ও বস্তি বিদীর্ণ হয় বলিয়া ইহার নাম ভগন্দর। অপক্ক অবস্থায় ইহাকে পিড়কা এবং পক্ক হইলে ভগন্দর কহে। ভগন্দর রোগ প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বে কটিফলকে বেদনা এবং গুহ্যদ্বারে কণ্ডূ, দাহ ও শোথ, এই কয়েকটী পূর্ব্বরূপ লক্ষিত হয়।

শতপোণক।—অপথ্যসেবী ব্যক্তির প্রকুপিত বায়ু গুহ্যদেশে সঞ্চিত হয়; এবং গুহ্যদ্বারের চতুর্দ্দিকে এক অঙ্গুলি বা দুই অঙ্গুলি পরিমিত স্থানের রক্ত মাংস দূষিত করিয়া অরুণবর্ণ পিড়কা উৎপাদন করে। তাহাতে সূচীবেধ-বৎ বেদনা হয়। সেই সময়ে চিকিৎসা না হইলে, ক্রমশঃ সেই পিড়কা পাকিয়া উঠে, এবং মূত্রাশয়ের নিকটবর্ত্তী বলিয়া সেই ব্রণে অত্যন্ত ক্লেদ জন্মে। তাহাতে শতপোণকের (চাল্‌নির) ন্যায় বহু সূক্ষ্ম ছিদ্র হয়, এবং সেই ছিদ্রদ্বারা নিরন্তর ফেনযুক্ত অত্যন্ত স্রাব নির্গত হয়। ব্রণেও দণ্ডাঘাতের ন্যায়, ভিন্ন হওয়ার ন্যায়, ছিন্ন হওয়ার ন্যায় ও সূচীবেধের ন্যায় যন্ত্রণা হইয়া থাকে। তৎপরে গুহ্যদ্বার বিদীর্ণ হইয়া যায়, এবং ব্রণের ছিন্নমুখ দ্বারা বায়ু, মূত্র ও পুরীষ নির্গত হয়। ইহাকেই শতপোণক ভগন্দর কহে।

উষ্ট্রগ্রীব।—যথাকারণে পিত্ত প্রকুপিত হইয়া বায়ুকর্তৃক অধঃপ্রেরিত হইলে, গুহ্যদেশে তাহা সঞ্চিত হইয়া, উষ্ট্রগ্রীবার ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট উন্নত পিড়কা উৎপাদন করে। তাহাতে আকর্ষণবৎ বিবিধ পিত্তজনিত যন্ত্রণা হয়। ঐ সময়ে উপেক্ষিত হইলে, সেই পিড়কা পাকিয়া উঠে এবং অগ্নি বা ক্ষার দ্বারা দগ্ধ হওয়ার ন্যায় ব্রণে যাতনা উপস্থিত হয়। তাহা হইতে দুর্গন্ধযুক্ত উষ্ণ স্রাব

নির্গত হয়, এবং ক্রমশঃ সেই ব্রণমুখদ্বারা বায়ু, মূত্র ও পুরীষ নির্গত হইতে থাকে। ইহাকেই উষ্ট্রগ্রীব ভগন্দর কহে।

পরিস্রাবী।—প্রকুপিত শ্লেষ্মা বায়ুকর্ত্তৃক চালিত হইয়া গুহ্যদেশে অবস্থিত হইলে, শুক্লবর্ণ, কঠিন ও কণ্ডুযুক্ত পিড়কা উৎপাদন করে। তাহাতে কণ্ডূ প্রভৃতি শ্লেষ্মজনিত বিবিধ বেদনা হয় এবং অচিকিৎসায় ক্রমশঃ তাহা পাকিয়া উঠে। এই ব্রণ কঠিন কণ্ডূবহুল ও পিচ্ছিল স্রাবযুক্ত হয়। ইহাই পরিস্রাবী ভগন্দর বলিয়া অভিহিত হয়।

শম্বুকাবর্ত্ত।—প্রকুপিত পিত্ত ও শ্লেষ্মা, কুপিত বায়ুকর্ত্তৃক অধোদেশে আনীত হইয়া, গুহ্যদেশে সঞ্চিত হইলে, তথায় পাদাঙ্গুষ্ঠ পরিমিত ও ত্রিদোষ-জনিত বেদনা উপস্থিত হয়। অচিকিৎসায় ক্রমশঃ তাহা পাকিয়া উঠিলে, নানা-বিধ স্রাবযুক্ত ও পূর্ণনদীর আবর্ত্তবৎ আকৃতিবিশিষ্ট ব্রণ উৎপন্ন হয়। ইহাকে শম্বুকাবর্ত্ত ভগন্দর কহে।

উন্মার্গী।—মাংসাদি ভোজনকালে যদি অন্নের সহিত অস্থিখণ্ড উদরে প্রবেশ করে, এবং গাঢ় পুরীষের সহিত তাহা মিশ্রিত হইয়া অপানবায়ুকর্ত্তৃক অধঃপ্রেরিত ও সম্যক্‌ভাবে নিষ্কাশিত হয়, তাহা হইলে সেই অস্থিখণ্ডের সংঘর্ষে গুহ্যদ্বার ক্ষত হয়; ক্রমে ক্রমে সেই ক্ষত পচিয়া উঠে এবং তাহাতে ক্রিমি জন্মে। ক্রিমিকর্ত্তৃক গুহ্যদ্বারের পার্শ্বদেশ বিদীর্ণ হইয়া যায় এবং সেইসমস্ত ব্রণমুখদ্বারা বায়ু, মূত্র, শুক্র ও পুরীষ নির্গত হয়। ইহারই নাম উন্মার্গী ভগন্দর।

ভগন্দর ব্যতীত অন্য একপ্রকার পিড়কাও গুহ্যদ্বারের প্রান্তভাগে উৎপন্ন হয়; তাহার বেদনা ও শোথ অতি অল্প, এবং আপনা হইতে অতি শীঘ্রই তাহা উপশান্ত হইয়া যায়। কিন্তু গুহ্যদ্বারের পার্শ্বে দুই অঙ্গুলিস্থানের মধ্যে যে গূঢ়মূল পিড়কা উৎপন্ন হইয়া, বেদনা, জ্বর, এবং যানাদি আরোহণ অথবা মলত্যাগজনিত গুহ্যদ্বারে কণ্ডূ (বেদনা), দাহ, শোথ ও কটিদেশে বেদনা উপস্থিত করে, তাহাই ভগন্দরের পিড়কা বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ সেই পিড়কাই ভগন্দররূপে পরিণত হয়।

সাধ্যাসাধ্য।—এই পঞ্চবিধ ভগন্দর রোগের মধ্যে শম্বুকাবর্ত্ত নামক ভগন্দর ও শল্যনিমিত্তক অর্থাৎ আগন্তুক ভগন্দর রোগ অসাধ্য; এতদ্ব্যতীত অবশিষ্ট ভগন্দর সকল কষ্টসাধ্য।

সাধারণ চিকিৎসা।—ভগন্দর পিড়কা দ্বারা আক্রান্ত রোগীর ব্রণের অপক্কাবস্থায় দ্বিব্রণীয়োক্ত অপতর্পণ হইতে বিরেচন পর্য্যন্ত অর্থাৎ (১) অপতর্পণ (২) প্রলেপ, (৩) পরিষেক, (৪) অভ্যঙ্গ, (৫) স্বেদ, (৬) বিম্লাপন, (৭) উপনাহ, (৮) পাচন, (৯) স্নেহ, (১০) বমন ও (১১) বিরেচন, এই একাদশপ্রকার চিকিৎসা দ্বারা প্রতিকার করা আবশ্যক।

সাধারণ চিকিৎসা।—ভগন্দররোগের ব্রণ পাকিয়া উঠিলে, রোগীকে স্নিগ্ধ ও অবগাহন দ্বারা স্বিন্ন করিয়া শয্যায় শয়ন করাইবে। পরে অর্শোরোগীর ন্যায় সূত্র বা শাটকযন্ত্র দ্বারা আবদ্ধ করিয়া, সেই ভগন্দর ঊর্দ্ধমুখ কি অধোমুখ এবং বহির্ম্মুখ বা অন্তর্ম্মুখ, তাহা স্থির করতঃ এষণীযন্ত্র (লৌহশলাকাদি) দ্বারা উন্নত করিয়া লইবে, এবং অস্ত্রদ্বারা আশয় অর্থাৎ পূযের ঘর পর্য্যন্ত তুলিয়া ফেলিবে। অন্তর্ম্মুখ ভগন্দর হইলে, রোগীকে সম্যক্ প্রকারে বন্ধনপূর্ব্বক প্রবাহণ অর্থাৎ কুন্থন করিতে বলিবে; ইহাতে ভগন্দরের মুখ লক্ষিত হইলে, এষণী যন্ত্র প্রয়োগ পূর্ব্বক অস্ত্রক্রিয়া করিবে। সর্ব্বপ্রকার ভগন্দররোগে অগ্নি-ক্ষারপ্রয়োগ—সাধারণ চিকিৎসা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

শতপোণক-ভগন্দরের চিকিৎসা।—শতপোণক নামক ভগন্দর-রোগে প্রথমতঃ গুহ্যদেশস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণসকল ছেদন করিবে; তাহার পর তাহা পূরিয়া উঠিলে, তবে শোষ (নালী) সমূহের চিকিৎসা করিবে। যেসকল নাড়ীর (শোষনালী) পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ থাকে, তাহাদের প্রত্যেকটী বাহ্য-দেশে স্বতন্ত্রভাবে ছেদন করা উচিত। যে নাড়ীর পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ নাই, তাহা এক সঙ্গে ছেদন করিলে, ব্রণের মুখ অত্যন্ত বিস্তৃত হয়, সেই বিবৃত মুখ হইতে মলমূত্র নির্গত হইয়া থাকে এবং বায়ুকর্ত্তৃক অত্যন্ত আটোপ ও গুহ্যশূল উৎপন্ন হয়। ইহাতে অতীব সুশিক্ষিত চিকিৎসকও মোহপ্রাপ্ত হয়েন। অতএব শতপোণক ভগন্দররোগে মুখ বিবৃত করিয়া ছেদন করিতে নাই। এই বহুছিদ্র-বিশিষ্ট শতপোণক নামক ভগন্দররোগে অর্দ্ধলাঙ্গলক, সর্ব্বতোভদ্রক ও গোতীর্থক নামক প্রক্রিয়ায় ছেদন করা আবশ্যক। মলদ্বারের দুইপার্শ্বে সমানভাবে ছেদন করিলে, তাহার নাম লাঙ্গলক ছেদ। মলদ্বারের এক পার্শ্বে কিঞ্চিৎ হ্রস্বভাবে ছেদন করিলে, অর্দ্ধলাঙ্গলক ছেদ কহে। সেবনী পরিত্যাগ পূর্ব্বক গুহ্যদেশ চারিভাগে বিদীর্ণ করিলে, সর্ব্বতোভদ্রক ছেদ বলা যায়; এবং পার্শ্বদেশ হইতে

অস্ত্রপ্রয়োগ দ্বারা ছেদন করিবে, গোতীর্থক ছেদ নামে অভিহিত হয়। ভগন্দরের রক্তাদিস্রাব পথসকল অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করা আবশ্যক।

অন্যবিধ।—মৃদু-প্রকৃতিক বা ভীরু-স্বভাব ব্যক্তিদিগের শতপোণক নামক ভগন্দর রোগ জন্মিলে, তাহা সহজে আরোগ্য করা যায় না। উহাতে বেদনা-নিবারক ও স্রাবনাশক স্বেদ শীঘ্র প্রয়োগ করা আবশ্যক। কৃশরা ও পায়সাদি যথাবিহিত স্বেদদ্রব্য দ্বারা স্বেদ দিবে, অথবা ছাগাদি গ্রাম্যপশুর, বরাহাদি আনূপ জন্তুর, কচ্ছপাদি ঔদক জন্তুর, কিংবা লাবাদি বিষ্কিরজাতীয় পক্ষীর মাংসের স্বেদ প্রয়োগ করিবে। পরগাছা, এরণ্ডমূল ও বিল্বাদিগণের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া, স্নেহাক্ত কলসীমধ্যে রক্ষাপূর্ব্বক নাড়ী-স্বেদের বিধানানুসারে স্বেদ প্রয়োগ করা আবশ্যক। তিল, এরণ্ড, মসিনা, মাষকলাই, যব, গোধূম, সর্ষপ, পঞ্চলবণ ও কাঁজি প্রভৃতি অম্লবর্গ স্থালীমধ্যে রাখিয়া রোগীকে স্বেদ প্রদান করিবে। অনন্তর স্বেদপ্রদান করা হইলে কুড়, সৈন্ধবাদি পঞ্চলবণ, বচ, হিং ও যমানী, এইসকল দ্রব্য সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া, ঘৃত, দ্রাক্ষার রস, কাঁজি, সুরা বা সৌবীরকসহ রোগীকে পান করাইবে। ক্ষতস্থানে মধুক-তৈল এবং বাতজনিত বেদনানাশক তৈল সেচন করা আবশ্যক। এইরূপ বিধানমতে চিকিৎসা করিলে, মল ও মূত্র স্ব স্ব পথে প্রবর্ত্তিত হয় এবং অন্যান্য উৎকট উপদ্রবসমূহ প্রশমিত হইয়া থাকে।

উষ্ট্রগ্রীব।—উষ্ট্রগ্রীব নামক ভগন্দর রোগে এষণী-যন্ত্র দ্বারা এষণ পূর্ব্বক অস্ত্রদ্বারা ছেদন করিয়া ক্ষারপ্রয়োগ করা আবশ্যক। ইহা দ্বারাই পূতি-মাংসসকল বাহির হইয়া পড়ে; এই জন্য ইহাকে অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করা অকর্ত্তব্য। পূতিমাংসসকল নির্গত হইলে, তৎপরে তিল বাঁটিয়া ও ঘৃতসহ মিশ্রিত করিয়া, তদ্দ্বারা প্রলেপ দিবে এবং তদুপরি বন্ধন করিয়া ঘৃত পরিষেক করিবে। তিন দিবসান্তে বন্ধন মোচন করিবে; এবং যথাবিহিত সংশোধন-ঔষধ দ্বারা সংশোধিত করা আবশ্যক। পরে সংশোধিত হইলে, যথানিয়মে ব্রণ রোপণ করিবার চেষ্টা করিতে হয়।

পরিস্রাবী নামক ভগন্দরের চিকিৎসা।—পরিস্রাবী ভগন্দরের দূষিত রস-রক্তাদি নিঃসৃত হইতে থাকিলে, তাহার পথ, নালী বা শোথ ছেদন করিয়া, ক্ষার বা অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিবে। সেই সঙ্গে অণুতৈল অল্প উষ্ণ করিয়া

গুহ্যদেশে সেচন করিবে। গোমূত্র ও ক্ষার সহযোগে উপনাহ (পুলটিশ) ও প্রদেহ (প্রলেপ) দিবে এবং মদনফলাদি বমনীয় ঔষধ দ্বারা পরিষেক প্রয়োগ করিবে। এইপ্রকার চিকিৎসা দ্বারা ব্রণ কোমল হইয়া আসিলে, এবং স্রাব ও বেদনা কমিয়া যাইলে, নালীর মুখ অন্বেষণ পূর্ব্বক অস্ত্রদ্বারা খর্জ্জুরপত্রক, অর্দ্ধচন্দ্র, চন্দ্রচক্র এবং অধোমুখবিশিষ্ট সূচীমুখ আকারে ছেদন করিয়া, অগ্নিদ্বারা সম্যক্ প্রকারে দগ্ধ করিবে। ইহার পর প্রয়োজন হইলে পুনর্ব্বার ক্ষারদ্বারাও দগ্ধ করা যাইতে পারে। তৎপরে ব্রণ কোমল হইলে, সংশোধক দ্রব্য দ্বারা সংশোধিত করিয়া লওয়া আবশ্যক।

শিশুদিগের ভগন্দরের চিকিৎসা।—শিশুদিগের বাহ্যমুখ বা অন্তর্ম্মুখ যে কোনপ্রকার ভগন্দর হউক না কেন, তাহাতে বিরেচন, অগ্নি, অস্ত্রক্রিয়া ও ক্ষার-প্রয়োগ মঙ্গলজনক নহে। যেসকল ঔষধ নাতিতীক্ষ্ণ, তাহাই তাহাতে প্রয়োগ করিতে হয়। আরগ্বধ (সোঁদাল), নিশা (হরিদ্রা) ও কালা (কেলেকড়া), এইসকল চূর্ণ করিয়া বর্ত্তির আকারে ব্রণে প্রয়োগ করিলে, উহা সংশোধিত হইয়া থাকে। এই যোগ দ্বারা বায়ুকর্ত্তৃক মেঘ তাড়িত হওয়ার ন্যায় ভগন্দর রোগে নালী শীঘ্রই প্রশমিত হইয়া থাকে।

আগন্তুজ ভগন্দরের চিকিৎসা।—আগন্তুজ ভগন্দররোগে নালী হইলে, অস্ত্রদ্বারা ছেদন করিবে, এবং জাম্বোষ্ঠ শলাকা অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়া রক্তবর্ণ হইলে, অথবা লৌহশলাকা অগ্নিসন্তপ্ত করিয়া, তদ্দ্বারা ব্রণের স্থান দগ্ধ করিবে। আবশ্যকতানুসারে ইহাতে ক্রিমিনাশক চিকিৎসাও কর্ত্তব্য। ভগন্দর ত্রিদোষজন্য হইলে, রোগীকে পরিত্যাগ করিতে হয়। সর্ব্ববিধ ভগন্দর রোগেই আনুপূর্ব্বিক এইসকল ক্রিয়াপ্রয়োগ দ্বারা চিকিৎসা করা আবশ্যক।

অস্ত্রক্রিয়া-জনিত বেদনার শান্তি।—ভগন্দর রোগে অস্ত্রক্রিয়া-বশতঃ বেদনা জন্মিলে, অণুতৈল উষ্ণ করিয়া তথায় সেচন করিবে; অথবা বাতঘ্ন ঔষধদ্বারা স্থালী পূর্ণ করিয়া তাহার মুখে ছিদ্রযুক্ত শরা স্থাপন করিবে এবং রোগীকে উপবেশন করাইয়া, তাহার মলদ্বারে ঘৃতসেচন পূর্ব্বক সেই স্থালীস্থিত দ্রব্যের উষ্ণ স্বেদ লইতে দিবে। কিংবা রোগীকে শায়িত করিয়া বেদনানাশক নাড়ীস্বেদ প্রয়োগ করিবে। উষ্ণজলে অবগাহন অর্থাৎ গুহ্যদেশ নিমগ্ন করিলেও বেদনা প্রশমিত হইয়া থাকে। অথবা কদলীমৃগ (হরিণবিশেষ), লোপাক

(শৃগালবিশেষ) ও প্রিয়ক (চিত্রমৃগ) এইসকল জন্তুর চর্ম্মসংযোগে উপনাহ ও শাল্বণ-স্বেদ প্রয়োগ করা আবশ্যক। কিংবা ত্রিকটু, বচ, হিং, পঞ্চলবণ ও যমানী এইসকল দ্রব্য—কাঁজি, কুলত্থকলায়ের যূষ, সুরা ও সৌবীরাদির সহিত পান করিলেও বেদনার উপশম হইয়া থাকে।

ব্রণশোধক দ্রব্যসমূহ।—জ্যোতিষ্মতী (লতাফট্কী), লাঙ্গলকী (বিষলাঙ্গলিয়া), শ্যামা (শ্যামমূলবিশিষ্ট তেউড়ী), দন্তী, তেউড়ী, তিল, কুড়, শতাহ্বা (শুলফা), গো-লোমী (শ্বেতদূর্ব্বা), তিল্বক (লোধ), গিরিকর্ণিকা (শ্বেতঅপরাজিতা), কাশীস (হীরাকস) ও কাঞ্চনক্ষীরী, এইসকল দ্রব্যের ক্বাথাদি প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিলে, ভগন্দর রোগের ব্রণ শোধিত হয়।

উৎসাদন।—তেউড়ী, তিল, নাগদন্তী ও মঞ্জিষ্ঠা, এইসকল দ্রব্য দুগ্ধ, সৈন্ধবলবণ ও মধুর সহিত পেষণ করিয়া প্রয়োগ করিলে, ভগন্দরের ব্রণ উৎসাদিত হয় অর্থাৎ পূরিয়া উঠে।

নাড়ীব্রণনাশক কল্ক।—রসাঞ্জন, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, নিমপাতা, তেউড়ী, চই ও দন্তীমূল, এইসকল দ্রব্য একত্র পেষণ পূর্ব্বক প্রয়োগ করিলে, ভগন্দররোগের নালী বা প্রশমিত হইয়া থাকে।

ব্রণশোধক ঔষধ।—হরিদ্রা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কুড়, তেউড়ী, তিল, দন্তীমূল, পিপুল, সৈন্ধবলবণ, মধু ও তুঁতে একত্র পেষণ করিয়া প্রয়োগ করিলে, ভগন্দর রোগের ব্রণ শোধিত হয়।

ভগন্দরের তৈল।—তিলতৈল /৪ চারি সের, জল ১৬ ষোল সের; কল্কার্থ—মাগধী (পিপুল), মধুক (যষ্টিমধু), লোধ, কুড়, এলাইচ, রেণুকা, সমঙ্গা (মঞ্জিষ্ঠা), ধাইফুল, সারিবা (শ্যামালতা), হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, সর্জ্জরস (ধুনা), পদ্মকাষ্ঠ, পদ্মকেশর, সুধা (মনসাসীজ), বচ, লাঙ্গলকী (বিষলাঙ্গলিয়া), মধুচ্ছিষ্ট (মোম) ও সৈন্ধব-লবণ—সমভাগ, মোট /১ এক সের; যথানিয়মে এই তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে, গণ্ডমালা, মণ্ডলকুষ্ঠ ও মেহজনিত ব্রণ পূরিয়া উঠে এবং ভগন্দর রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। ন্যগ্রোধাদিগণীয় দ্রব্যসহযোগে তৈল বা ঘৃত পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে, ক্ষত শোধিত ও রূঢ় হয় এবং তাহাতে ভগন্দর রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

তিলতৈল /৪ চারিসের, জল।৬ ষোলসের, কল্কার্থ—তেউড়ী, দন্তী, হরিদ্রা, আকন্দমূল, লৌহ (অগুরুকাষ্ঠ), অশ্বমারক (করবী), বিড়ঙ্গসার, ত্রিফলা, মনসাসীজের আঠা, আকন্দের আঠা, মধু ও মোম—সমভাগে মিলিত /১ এক-সের; যথাবিধানে এই তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে, ভগন্দর রোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হইয়া থাকে।

স্পন্দন তৈল।—তিলতৈল /৪ চারি সের; জল।৬ ষোল সের; কল্কার্থ—চিতামূল, আকন্দমূল, তেউড়ী, আকন্দীলতা, মলপূ (কাকডুমুর), হয়মারক (করবীমূল), সুধা (মনসাসীজ), বচ, বিষলাঙ্গলিয়া, সপ্তপর্ণ (ছাতিম), সুবর্চ্চিকা (সাচীক্ষার) ও জ্যোতিষ্মতী (লতাফট্কী), এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ এক সের; যথাবিধানে এই তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে, ভগন্দর রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক ভগন্দর রোগে ব্রণের অবস্থা বিবেচনা পূর্ব্বক দ্বিব্রণী-য়োক্ত বিধান অনুসারে শোধন, রোপণ ও সবর্ণীকরণ (যাহাতে ব্রণের দাগ লুকাইয়া শরীরের সমান বর্ণ হয়) কার্য্য করিবেন। অর্শোরোগে যেরূপ যন্ত্র দ্বারা ছিদ্রের উপরিভাগ ছেদন করিতে হয়, সেইপ্রকার যন্ত্র দ্বারা ভগন্দর রোগেও অর্দ্ধচন্দ্রাকারে ছেদন করা আবশুক।

নিষেধ।—ভগন্দরের ক্ষতস্থান সম্যক্প্রকারে পূরিয়া উঠিলেও এক বৎসর পর্য্যন্ত রোগী ব্যায়াম (পরিশ্রম), মৈথুন, কোপ, ঘোটকাদিতে আরোহণ ও গুরুপাক দ্রব্য ভোজন করিবেন না।

সপ্তম অধ্যায়।

উদররোগের চিকিৎসা।

নিদান।—উদররোগ আটপ্রকার:—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নি-পাতিক, প্লীহোদর, বদ্ধগুদোদর, আগন্তু উদর ও দকোদর। দুর্ব্বলাগ্নি ব্যক্তি অপথ্য সেবা করিলে, অথবা শুষ্ক ও পূতি অন্নাদি ভোজন করিলে, কিংবা স্নেহাদি

ক্রিয়ার অযথা ব্যবহার হইলে, বাতাদি দোষ বর্দ্ধিত ও কুক্ষিগত হইয়া, গুল্মের ন্যায় আকৃতি ও লক্ষণযুক্ত উদররোগ উৎপাদন করে। কোষ্ঠ হইতে দূষিত অন্ন-রস বায়ুকর্ত্তৃক নিঃসারিত হইয়া জঠরে সঞ্চিত হয়, এবং ক্রমশঃ উদরের চর্ম্ম উন্নত করিয়া উদর বর্দ্ধিত করে; ইহাকেই উদররোগ কহে।

পূর্ব্বরূপ।—বলহানি, বিবর্ণতা, আহারে নিরাকাঙ্ক্ষা, উদরস্থ বলির নাশ, উদরে শিরাপ্রকাশ, আহার জীর্ণ হইয়াছে কি তাহার অননুভব, বিদাহ, বস্তিতে বেদনা এবং পদদ্বয়ে শোথ, এইসমস্ত পূর্ব্বরূপ উদররোগ-প্রকাশের পূর্ব্বে লক্ষিত হয়।

বাতোদর।—বাতজ উদররোগে পার্শ্ব, উদর, পৃষ্ঠ ও নাভির বৃদ্ধি, উদরে কৃষ্ণবর্ণ-শিরাপ্রকাশ, শূল, আনাহ, উদরে উগ্রশব্দ এবং সূচীবেধবৎ অথবা ভিন্ন হওয়ার ন্যায় যন্ত্রণা হইয়া থাকে।

পিত্তোদর।—পিত্তজ উদররোগে চূষণবৎ যন্ত্রণা, তৃষ্ণা, জ্বর, দাহ, উদরের পীতবর্ণতা, পীতবর্ণ শিরাপ্রকাশ, এবং চক্ষু, নখ, মল ও মূত্রের পীত-বর্ণতা এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়, এবং ইহাতে অল্পদিনমধ্যেই উদর বর্দ্ধিত হইয়া উঠে।

শ্লেষ্মোদর।— যে উদর শীতলস্পর্শ, শুক্লশিরাব্যাপ্ত, গুরু, কঠিন, স্নিগ্ধ ও বৃহৎ, তাহা কফজনিত। ইহাতে নখ মুখাদির শুক্লবর্ণতা, হস্তপদাদিতে শোথ, শরীরে গ্লানি এবং বিলম্বে উদর বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

দূষ্যোদর।—দুঃশীলা স্ত্রী বা শত্রুকর্ত্তৃক অন্নাদির সহিত নখ, লোম, মল, মূত্র ও আর্ত্তবাদি প্রদত্ত হইলে, অথবা কোনরূপ কৃত্রিম বিষ ও দূষিত জল সেবিত হইলে, বাতাদি ত্রিদোষ ও রক্ত কুপিত হইয়া, অতি ভীষণ জঠররোগ উৎপাদন করে। তাহাতে রোগী বারংবার মূর্চ্ছিত হয়, এবং পাণ্ডুবর্ণ, কৃশ ও তৃষ্ণার্ত্ত হয়। এই ত্রিদোষজ উদররোগই দূষ্যোদর নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

প্লীহোদর।—বিদাহী (অম্লপাকী) ও অভিষ্যন্দি (ক্লেদজনক) পদার্থ নিয়ত ভোজন করিলে, রক্ত ও কফ অত্যন্ত দূষিত হইয়া, ক্রমশঃ প্লীহা বৃদ্ধি করে। তাহাতে উদরের বামপার্শ্ব অধিক বর্দ্ধিত হয়, এবং মন্দজ্বর, অগ্নি-মান্দ্য, বলহানি, অবসাদ ও পাণ্ডুতা প্রভৃতি কফ-পিত্তজনিত বিবিধ উপদ্রব উপ

স্থিত হইয়া থাকে। এইরূপ যকৃৎ বর্দ্ধিত হইয়া উদরের দক্ষিণপার্শ্ব বর্দ্ধিত করিলে, তাহাতেও ঐ সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়।

বদ্ধগুদোদর।—নালীমধ্যে আবর্জ্জনারাশির ন্যায় অন্ত্রমধ্যে পিচ্ছিল অন্ন বা কেশ-কঙ্করাদি মিশ্রিত অন্ন সঞ্চিত হইলে, গুহ্যনাড়ী বিরুদ্ধ হইয়া তাহাতে বাসাদি দোষ ও মল অবরুদ্ধ হইয়া থাকে; অথবা অতি কষ্টে অল্প অল্প নির্গত হয়। সুতরাং হৃদয় ও নাভির মধ্যভাগ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া উঠে এবং মলের ন্যায় গন্ধযুক্ত বমন হয়। ইহাকেই বদ্ধগুদোদর কহে।

পরিস্রাবী উদর।—অন্নের সহিত অস্থি কঙ্করাদি পদার্থ অন্ত্রমধ্যে তির্য্যক্‌ভাবে প্রবিষ্ট হইলে, অন্ত্র ভিন্ন হইয়া যায়; সেই ভিন্ন অন্ত্র হইতে জলের ন্যায় স্রাব নিঃসৃত হইয়া গুহ্যদ্বার দিয়া নির্গত হয় এবং নাভির অধোভাগে উদর বর্দ্ধিত করে। তাহাতে সূচীবেধবৎ বেদনা ও বিদাহ প্রভৃতি বিবিধ উপদ্রব উপস্থিত হয়। এই পরিস্রাবী উদররোগ আগন্তু কারণ হইতে উৎপন্ন হয়; এইজন্য ইহাকে আগন্তু উদরও বলা যায়।

দকোদর।—স্নেহপান, অনুবাসন, বমন, বিরেচন, অথবা নিরূহণ ক্রিয়ার পরে সহসা শীতল জল পান করিলে, জলসহ স্রোতঃসমূহ দূষিত কিংবা স্নেহোপলিপ্ত হইয়া, অন্ত্রমধ্যে জল সঞ্চিত করে। তাহাতে উদর জল পূর্ণ হইয়া নাভির চারিদিকে ঘিরিয়া অত্যন্ত উন্নত ও স্নিগ্ধ হয় এবং জলপূর্ণ ভিস্তির ন্যায় তাহা ক্ষুব্ধ, কম্পিত ও শব্দিত হইতে থাকে। ইহাই দকোদর নামে অভিহিত হয়।

সাধারণ লক্ষণ।—আধ্মান, গমনে অসামর্থ্য, দুর্ব্বলতা, অগ্নিমান্দ্য, শোথ, অঙ্গগ্লানি, মল-মূত্রের নিরোধ, দাহ, ও তৃষ্ণা, এই লক্ষণ সমুদায় উদর-রোগেই দেখিতে পাওয়া যায়; এবং সকল প্রকার উদরেই পরিণামে জল সঞ্চিত হইয়া থাকে। জল সঞ্চিত হইলে উদররোগ অসাধ্য হইয়া উঠে।

এই অষ্টবিধ উদররোগের মধ্যে বদ্ধগুদোদর ও পরিস্রাবী উদর অসাধ্য; এবং প্রথম চারিপ্রকার উদররোগ অর্থাৎ বাতোদর, পিত্তোদর, কফোদর ও প্লীহোদর, এই চতুর্ব্বিধ উদররোগ ঔষধ দ্বারা আরোগ্য করিতে পারা যায়। সকলপ্রকার উদররোগই বহুকালের হইলে অস্ত্রসাধ্য হইয়া উঠে। তখন ঐ সকল উদর অসাধ্যবোধে প্রায়ই পরিত্যাগ করিতে হয়।

নিষেধ।—উদররোগীর পক্ষে গুরুপাক, অভিষ্যন্দী ও বিদাহী দ্রব্য, স্নিগ্ধবস্তু, মাংস, পরিষেক ও অবগাহন নিষিদ্ধ।

পথ্য।—উদররোগী শালিধান্য, ষষ্টিকধান্য, যব, গোধূম ও নীবার (উড়িধান), ইহাদের অন্ন নিত্য ভোজন করিবে।

চিকিৎসা-বিধি।—বাতোদর রোগীকে প্রথমতঃ বিদারিগন্ধাদিসিদ্ধ ঘৃত পান করাইয়া স্নিগ্ধ করিবে, তৎপরে ক্রমশঃ লোধ্রসিদ্ধ ঘৃত পান করাইয়া বিরেচন, এবং দন্তীবীজের তৈল-মিশ্রিত বিদারিগন্ধার কষায়দ্বারা আস্থাপন ও অনুবাসন করাইবে। উদরে নিরন্তর শাল্বনস্বেদ প্রয়োগ করিবে, এবং আহারার্থ বিদারিগন্ধাদি-সিদ্ধ দুগ্ধ ও জাঙ্গল পশুর মাংসের রস প্রদান করিবে। পিত্তোদর-রোগীকে কাকোল্যাদিগণসিদ্ধ ঘৃত পান করাইয়া স্নিগ্ধ করিবে; বীজতাড়ক, ত্রিফলা ও তেউড়ীমূলসহ ঘৃত পাক করিয়া তাহাদ্বারা বিরেচন; গব্যঘৃত, চিনি ও মধুমিশ্রিত ন্যগ্রোধাদিকষায় দ্বারা আস্থাপন ও অনুবাসন করাইবে। উদরের উপরে পায়স (দুগ্ধসিদ্ধ তণ্ডুল) দ্বারা স্বেদ দিবে এবং বিদারিগন্ধাদি-সিদ্ধ দুগ্ধ পান করাইবে। শ্লেষ্মোদর রোগে স্নেহক্রিয়ার জন্য পিপ্পল্যাদিকষায় সিদ্ধ ঘৃত পান, বিরেচনার্থ স্নুহীক্ষীর সিদ্ধ (সীজের আঠা) ঘৃত পান; আস্থাপন ও অনুবাসনের জন্য ত্রিকটু, গোমূত্র, ক্ষার ও তৈল মিশ্রিত মুষ্ককাদি-কষায়, এবং উদরে প্রলেপের জন্য শণবীজ, মসিনা (তিসি), ধাইফুল, সুরাবীজ, সর্ষপ ও মূলার বীজের কল্ক প্রয়োগ করিবে। আহারার্থ অধিক পরিমাণে ত্রিকটুমিশ্রিত কুলত্থযূষ ও পায়স ব্যবস্থা করিবে। ইহাতে সর্ব্বদা উদরে স্বেদ দেওয়া আবশ্যক। দূষ্যোদর-রোগে সপ্তলা (চর্ম্মকষা) ও শঙ্খিনীর (শঙ্খপুষ্পা) স্বরস সহযোগে সিদ্ধ অথবা স্নুহীক্ষীর, সুরা ও গোমূত্রের সহিত সিদ্ধ ঘৃত একমাস বা অর্দ্ধমাস পর্য্যন্ত সেবন করাইয়া বিরেচন করাইবে। কোষ্ঠ শুদ্ধ হইলে, বিষদোষনাশের জন্য করবীর, গুঞ্জা ও কাকাদনীর (কুঁচের) মূল বাঁটিয়া মদ্যের সহিত পান করাইবে। কৃষ্ণসর্পদ্বারা ইক্ষুদণ্ডে দংশন করাইয়া সেই ইক্ষুরস, অথবা কর্কটী প্রভৃতি বল্লীফল এবং মূলজ ও কন্দজ বিষ বিবেচনাপূর্ব্বক সেবন করাইবে।

কুপিত বায়ু সমস্ত উদররোগেরই মূল কারণ, এবং সকল উদরেই প্রচুর মল সঞ্চিত হয়; সুতরাং উদররোগ মাত্রেই বিশেষরূপে কোষ্ঠশুদ্ধির প্রয়োজন।

সাধারণ যোগ।—এক মাস বা দুই মাস পর্য্যন্ত প্রত্যহ এরণ্ডতৈল গোমূত্র বা গোদুগ্ধের সহিত সেবন করিবে। সাতরাত্রি পর্য্যন্ত জল ও অন্ন পরিত্যাগ করিয়া, কেবল মাহিষমূত্র ও গব্যদুগ্ধ পান করিবে। একমাস কাল অন্ন ও জল ত্যাগ করিয়া, কেবল উষ্ট্রদুগ্ধ পান, পিপ্পলী সেবন, অথবা সৈন্ধব ও যমানীমিশ্রিত দন্তীতৈল পান করিবে।

উদরে বায়ুজনিত বেদনা হইলে, শত আঢ়ক আদার সহিত দন্তীতৈল (মতান্তরে তিলতৈল) পাক করিয়া সেবন করিবে। চতুর্গুণ আদার রসের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া পান করিবে। দুগ্ধের সহিত চই ও শুঁঠের কল্ক অথবা সরলকাষ্ঠ, দেবদারু ও চিতামূল; কিংবা সজিনা, শালপাণী, বীজতাড়ক ও পুনর্নবার কল্ক; বা সাচীক্ষার ও হিঙ্গুমিশ্রিত লতাফটকীবীজের তৈল দুগ্ধের সহিত পান করিবে। গুড় ও হরীতকী সমভাগে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলেও ঐরূপ উপকার পাওয়া যায়।

পিপ্পলী—সীজের আঠাদ্বারা ভাবিত করিয়া, সেই পিপ্পলী প্রত্যহ এক একটী বর্দ্ধিত পরিমাণে সহস্রটী পর্য্যন্ত যতদিন সেবন করা যায়, ততদিন সেবন করিবে। অধিক বিরেচনের জন্য স্নুহীক্ষীরভাবিত হরীতকী ও পিপুলের চূর্ণ দ্বারা উৎকারিকা (মোহনভোগ) প্রস্তুত করিয়া সেবন করিবে।

হরীতকী-চূর্ণ এক প্রস্থ (দুই সের), এক আঢ়ক (ষোল সের) ঘৃতের সহিত, অঙ্গারাগ্নির উপরে মন্থনদণ্ড দ্বারা মিশ্রিত করিবে; তৎপরে তাহা কলসে বদ্ধ করিয়া একমাসকাল খড়ের মধ্যে রাখিয়া দিবে। একমাস পরে সেই ঘৃত ছাঁকিয়া লইয়া চতুর্গুণ হরীতকীর কাথ, কাঁজি ও দধির মাতের সহিত পাক করিবে। একমাস বা অর্দ্ধমাস কাল এই ঘৃত নিত্য পান করিবে।

গোদুগ্ধের সহিত স্নুহীক্ষীর (সীজের আঠা) পাক করিবে। শীতল হইলে সেই দুগ্ধ মন্থন করিয়া নবনীত তুলিবে। স্নুহীক্ষীরের সহিত সেই ঘৃত পাক করিয়া, একমাস বা অর্দ্ধমাস পর্য্যন্ত উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিবে।

গব্যঘৃত চারিসের, চই, চিতামূল, দন্তীমূল, আতইচ, কুড়, অনন্তমূল, ত্রিফলা, যমানী, হরিদ্রা, শঙ্খপুষ্পী, তেউড়ী ও ত্রিকটু, প্রত্যেক ১ এক তোলা, সোঁদালমজ্জা ১৬ ষোল তোলা, সীজের আঠা ২ দুই পল, গোমূত্র ৮ আটপল ও

গব্যদুগ্ধ ৮ আটপল যথাবিধি পাক করিয়া, উপযুক্ত পরিমাণে একমাস বা অর্দ্ধমাস কাল সেবন করাইবে।

এই তিনপ্রকার ঘৃত এবং বাতব্যাধি-অধিকারোক্ত তিল্বক ঘৃত—উদর, গুল্ম, বিদ্রধি, অষ্ঠীলা, আনাহ, কুষ্ঠ, উন্মাদ ও অপস্মাররোগে বিরেচনের জন্য প্রয়োগ করা যায়। সুহীক্ষীর-সাধিত মূত্র, আসব, অরিষ্ট ও সুরা প্রভৃতিও এইসকল রোগে প্রযোজ্য। শুঁঠ ও দেবদারুমিশ্রিত বিরেচক দ্রব্যসমূহের কষায়ও ইহাতে প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

বমনকারক ও বিরেচনকারক দ্রব্যসমূহ, পিপ্পল্যাদি, বচাদি ও হরিদ্রাদিগণ এবং পঞ্চলবণ ও অষ্টমূত্র, সমুদয়ের, যথালাভ এক এক পল, সীজের আঠা ৪ চারিসের, একত্র মৃদু অগ্নিতে পাক করিয়া, কল্কদ্রব্য দগ্ধ না হইতেই পাক শেষ করিবে। শীতল হইলে তাহার গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া, রোগীর বল বিবেচনা পূর্ব্বক প্রতিদিন একটী বা তিনটী মাত্রায় তিন চারি মাসকাল সেবন করাইবে। ইহাও একপ্রকার আনাহবর্ত্তি। ইহাদ্বারা সমুদয় মহাব্যাধি, কোষ্ঠজ ক্রিমি, এবং শ্বাস, কাস, কুষ্ঠ, প্রতিশ্যায়, অরুচি, অবিপাক ও উদাবর্ত্ত বিনষ্ট হয়।

আনাহবর্ত্তি।—মদনফলের মজ্জা, কুড়চি, জীমূতক (ঘোষালতা), ইক্ষাকু (তিতলাউ), ধামার্গব (মহাকোষাতকী), তেউড়ী, শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, সর্ষপ ও সৈন্ধবলবণ, এইসকল দ্রব্য সমান পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক মহাবৃক্ষ ক্ষীরীসহ বা গোমূত্র সহযোগে পেষণ করিয়া অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণে বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। উদররোগীর ও আনাহরোগীর মলদ্বার তৈল-লবণাক্ত করিয়া, এই বর্ত্তির একটী কি দুইটী তন্মধ্যে প্রয়োগ করা আবশ্যক। ইহা বাত, মূত্র ও পুরীষাদির রোধজনিত উদাবর্ত্ত, আধ্মান ও আনাহরোগে হিতকর।

প্লীহোদর ও যকৃদ্দাল্যুদর রোগের চিকিৎসা।

প্লীহোদর-রোগীকে স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ করিয়া, দধিসহ অন্নাহার করাইবে; তৎপরে বামবাহুর কূর্পরের মধ্যস্থ শিরা বিদ্ধ করিবে। সেই সময়ে রক্তস্রাবার্থ হস্তদ্বারা প্লীহা মর্দ্দন করিতে থাকিবে। তদনন্তর বমন বিরেচনাদিদ্বারা দেহ সংশোধিত করিয়া, সমুদ্রজাত ঝিনুকের ক্ষার, দুগ্ধসহ পান করিতে দিবে; কিংবা হিং ও সাচিক্ষার বা পলাশক্ষার সহযোগে যবক্ষার, অথবা পারিজাত (পালিদাম্

ইক্ষুরক (কুলেখাড়া) ও আপাংক্ষার তৈলসহযোগে সেবন করাইবে; অথবা পিপুল, সৈন্ধবলবণ ও চিতামূল প্রক্ষেপ দিয়া, সজিনার কাথ পান করিতে দিবে; কিংবা নাটাকরঞ্জের ক্ষার কাঁজির দ্বারা প্রস্তুত করিয়া, বিট্‌লবণ ও পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপে লেহবৎ করিয়া সেবন করিতে দিবে।

ষট্‌পলক-ঘৃত।—পিপুল, পিপুলমূল, চিতামূল, শৃঙ্গবের (শুণ্ঠী), যবক্ষার ও সৈন্ধবলবণ, প্রত্যেক ৮ আট তোলা; উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত /৪ চারি সের, এবং গব্যদুগ্ধ /৪ চারি সের, যথানিয়মে এই ঘৃত পাক করিয়া উপযুক্তমাত্রায় সেবন করিলে প্লীহা, অগ্নিমান্দ্য, গুল্ম, উদররোগ, উদাবর্ত্ত, শোথ, পাণ্ডুরোগ, শ্বাস (হাঁপানি), কাস, প্রাতশ্যায়, ঊর্দ্ধবাত ও বিষমজ্বর প্রশমিত হইয়া থাকে। অগ্নিমান্দ্য থাকিলে, হিঙ্গ্বাদিচূর্ণ প্রয়োগ করিবে। যকৃদ্দাল্যুদররোগে প্লীহোদরের ন্যায় চিকিৎসা করা আবশ্যক। তবে এইমাত্র বিশেষ, যকৃৎরোগীর দক্ষিণ বাহুর শিরা বিদ্ধ করিতে হয়। বিচক্ষণ চিকিৎসক প্লীহারোগ দূর করিবার নিমিত্ত রোগীর বামহস্তের মণিবন্ধ প্রদেশের কিঞ্চিৎ নিম্নে অঙ্গুষ্ঠ-সংলগ্ন শিরাও উত্তপ্তশলাকা দ্বারা বিদ্ধ করিবেন।

পরিস্রাব্যুদর রোগের চিকিৎসা।—বদ্ধগুদোদররোগে ও পরিস্রাব্যুদররোগে রোগীকে স্নিগ্ধ, স্বিন্ন ও অভ্যক্ত করিয়া নাভির অধোভাগে বামদিকে রোমরাজী হইতে ৪ চারি অঙ্গুলি অন্তরে উদরদেশ বিদারণ পূর্ব্বক ৪ চারি অঙ্গুলি পরিমাণে অন্ত্র (আতুড়ি) সমূহ বাহির করিবে, অন্ত্রের প্রতিরোধক প্রস্তরখণ্ড, কেশ বা কঠিন মলাদি যাহা আবদ্ধ থাকে, তাহা নির্গত করিয়া, সেই অন্ত্রসমূহে মধু ও ঘৃত মাখাইয়া যথাস্থানে সংস্থাপন করিবে এবং উদরের উপরিস্থিত ব্রণের মুখ সেলাই করিয়া দিবে। পরিস্রাবী-উদররোগে এইপ্রকারে অন্ত্রমধ্যস্থ শল্য উদ্ধার করিয়া, অন্ত্রের স্রাব সংশোধন পূর্ব্বক অন্ত্রগত ছিদ্র সংযত করিয়া লইবে, সেইস্থানে কৃষ্ণপিপীলিকা দ্বারা দংশন করাইয়া, উহাদের শরীর ছিন্ন করিয়া লইবে এবং সেইসকল পিপীলিকার মস্তক সমেত অন্ত্র যথাস্থানে সংস্থাপন পূর্ব্বক উদরের উপরিস্থ ক্ষতস্থান সেলাই করিয়া দিবে। তদনন্তর যষ্টিমধু ও কৃষ্ণমৃত্তিকা ক্ষতস্থানে লেপন পূর্ব্বক বন্ধন করিবে এবং রোগীকে বায়ুশূন্য গৃহে রাখিয়া, হিতকর আহারাদির ব্যবস্থা করিবে। অতঃপর সেই ক্ষতস্থান তৈল বা দুগ্ধদ্বারা বাসিত (অভিষিক্ত) করিয়া, রোগীকে কেবল দুগ্ধান্ন আহার করাইবে।

জলোদর-রোগের চিকিৎসা। জলোদর রোগীকে প্রথমতঃ বাতঘ্ন তৈল দ্বারা অভ্যক্ত করিয়া উষ্ণোদকদ্বারা স্বেদ প্রদান করিবে। সেই সময়ে আত্মীয়গণ রোগীর চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া কক্ষদেশ (দুই বগল) ধরিয়া রাখিবে, এবং নাভিদেশের অধোভাগে বামদিকের রোমরাজী হইতে চারি অঙ্গুলি অন্তরে ব্রীহিমুখ নামক অস্ত্রদ্বারা অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ বিস্তৃত করিয়া উদরদেশ বিদ্ধ করিবে। অনন্তর রাং-সীসাদি ধাতুনির্ম্মিত দ্বিমুখ নল বা পক্ষনাড়ী সেই ছিদ্রমধ্যে সংযোজিত করিয়া দূষিত জল বাহির করিয়া ফেলিবে; এবং নল খুলিয়া লইয়া ক্ষতস্থানে তৈল লবণ মাখাইয়া, ব্রণবন্ধনের নিয়মানুসারে বন্ধন করিবে। সমস্ত দূষিত জল একদিনেই নিঃসারিত করিতে নাই; কারণ সহসা সমুদায় জল নিঃসৃত করিলে, রোগীর পিপাসা, জ্বর, অঙ্গমর্দ্দ, অতিসার, শ্বাস ও পাদদাহাদি উপদ্রব জন্মে কিংবা রোগীর বলাধান না হইলে শীঘ্রই উদর পুনরায় জলদ্বারা পূর্ণ হইয়া থাকে। অতএব প্রত্যেক তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, অষ্টম, দশম, দ্বাদশ বা ষোড়শ দিবস অন্তর দূষিত জল অল্প অল্প পরিমাণে ক্রমে ক্রমে নিঃসারিত করা আবশ্যক। দোষোদক নিঃশেষিতরূপে নিঃসারিত হইলে, আবিক (কম্বল), কৌশেয় (পট্টবস্ত্র) বা চর্ম্মদ্বারা উদরদেশ বেষ্টন করিয়া রাখিবে; ইহাতে বায়ুদ্বারা উদরে আধ্মান জন্মিতে পারে না। রোগীকে ছয়মাস পর্য্যন্ত দুগ্ধান্ন বা হরিণাদি জাঙ্গল-পশুর মাংসরসের সহিত অন্ন আহার করিতে দিবে। অথবা প্রথম তিনমাস অর্দ্ধেক জল মিশ্রিত দুগ্ধ, দাড়িমাদি ফলাম্লরস ও হরিণাদি মাংসের সহিত অন্ন এবং অবশিষ্ট তিনমাস দুগ্ধ ও মাংসরসাদিসহ লঘুপাক অন্ন ভোজন করিতে দিবে। এই নিয়মে এক বৎসরের মধ্যে জলোদর-রোগী রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে।

সকলপ্রকার উদররোগেই সুদক্ষ চিকিৎসক আস্থাপন, বিরেচন এবং পানার্থ ও আহারার্থ জল দেওয়া দুগ্ধ ও হরিণাদি বন্যপশুর মাংসরস ব্যবস্থা করিবেন।

অষ্টম অধ্যায়।

—০—

বিদ্রধিরোগের চিকিৎসা।

স্বরূপ।—কুপিত বাতাদি দোষ অস্থিগত হইয়া, ত্বক্‌, রক্ত, মাংস ও মেদ দূষিত করিলে, ক্রমশঃ সেইস্থানে উন্নত, অবগাঢ়মূল, বেদনাযুক্ত দীর্ঘ বা গোলাকার যে দারুণ শোথ উৎপাদন করে, তাহার নাম বিদ্রধি। বিদ্রধি ৬ ছয় প্রকার:—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সান্নিপাতিক, ক্ষতজ (আগন্তু) ও রক্তজ।

লক্ষণ।—বায়ুজনিত বিদ্রধি কৃষ্ণ বা অরুণবর্ণ, অত্যন্ত কর্কশ ও অতিশয় বেদনাযুক্ত। ইহার স্রাব পাতলা এবং উদ্গতি ও পাক নানাপ্রকার হইয়া থাকে। পিত্তজ বিদ্রধি শ্যাববর্ণ বা পক্ব-যজ্ঞডুমুরের ন্যায়; ইহা শীঘ্রই উদ্গত হয়, শীঘ্রই পাকে এবং জ্বর, দাহ প্রভৃতি উপদ্রব আনয়ন করে। পাকিলে ইহা হইতে পীতবর্ণের স্রাব নির্গত হয়। কফজ বিদ্রধি শরাবের ন্যায় আকৃতি-বিশিষ্ট, পাণ্ডুবর্ণ, শীতলস্পর্শ, স্তব্ধ, অল্প বেদনা ও কণ্ডুযুক্ত এবং বিলম্বে উত্থিত হয় ও বিলম্বে পাকে। ইহার স্রাব শুক্লবর্ণ। সান্নিপাতিক বিদ্রধি উন্নতাগ্র ও বৃহদাকার। ইহার পাক বিষম এবং স্রাব ও বেদনা নানাপ্রকার। কোন রোগে কোন স্থান ক্ষত হওয়ার পরে অপথ্য সেবা করিলে, সেই ক্ষতজনিত উষ্মা বায়ু কর্তৃক চালিত হইয়া, পিত্ত রক্তকে কুপিত করে; তাহা হইতে জ্বর, তৃষ্ণা ও দাহবিশিষ্ট এবং পিত্তবিদ্রধির লক্ষণযুক্ত যে বিদ্রধি হয়, তাহাই ক্ষতজ বিদ্রধি। রক্তজ বিদ্রধি শ্যাববর্ণ, কৃষ্ণবর্ণের স্ফোটাবৃত এবং পিত্ত-বিদ্রধির লক্ষণযুক্ত। ইহাতে তীব্র জ্বর, অত্যন্ত দাহ ও অধিক বেদনা হইয়া থাকে।

এই সমস্ত বাহ্যবিদ্রধির ন্যায় শরীরের অভ্যন্তরেও বিদ্রধি উৎপন্ন হয়, তাহাকে অন্তর্বিদ্রধি কহে। গুরুপাক, বিদাহী, অনভ্যস্ত বা অনুপকারী, শুষ্ক ক্লিন্ন ও সংযোগবিরুদ্ধ অন্ন ভোজন এবং অতিমৈথুন, অতিশ্রম ও মলমূত্রাদির বেগাবঘাত প্রভৃতি কারণে, বাতাদি দোষ কুপিত হইয়া, পৃথক্‌ বা মিলিতভাবে গুহ্যনাড়ী, [illegible] নাভি, কুক্ষি, বঙ্ক্ষণ (কুঁচকী), বৃক্ক (কুক্ষিগোলক), প্লীহা, যকৃৎ,

হৃদয় ও ক্লোম, এইসকল স্থানে বল্মীকের ন্যায় উন্নত ও গুল্মরূপী বিদ্রধির উৎপাদন করে। ইহাকেই অন্তর্বিদ্রধি বলা যায়। বাহ্যবিদ্রধির লক্ষণানুসারে ইহাতেও বাতাদি দোষের লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে। ইহার পক্ক ও অপক্ক অবস্থা "আমপক্কৈষণীয়" অধ্যায়োক্ত লক্ষণানুসারে নিশ্চয় করিতে হয়। স্থান ভেদে যেসকল লক্ষণের পার্থক্য ঘটে, তাহাও বলা যাইতেছে। গুহ্যনাড়ীতে বিদ্রধি হইলে বায়ুর নিরোধ; বস্তিতে হইলে কষ্টের সহিত অল্পমূত্রনির্গম; নাভিতে হইলে হিক্কা ও বেদনার সহিত গুড় গুড় শব্দ; কুক্ষিতে হইলে বায়ু-প্রকোপ; বঙ্ক্ষণে হইলে কটী ও পৃষ্ঠদেশে তীব্রবেদনা; বৃক্কদেশে হইলে পার্শ্ব-সঙ্কোচ; প্লীহায় হইলে উচ্ছ্বাসের অবরোধ; হৃদয়ে হইলে সর্ব্বাঙ্গে তীব্র বেদনা এবং হৃদয়ে শূলনিখাতবৎ বেদনা; যকৃতে হইলে শ্বাস ও তৃষ্ণা; এবং ক্লোমে হইলে অধিক পিপাসা হইয়া থাকে।

ক্ষুদ্র বা বৃহৎ যে কোন বিদ্রধি মর্ম্মস্থানে উৎপন্ন হইলে, তাহা পক্ক বা অপক্ক সকল অবস্থাতেই নিতান্ত কষ্টদায়ক। যেসকল অন্তর্বিদ্রধি নাভির উপরিভাগে হয়, পক্ক হইলে তাহাদের পূয়াদি মুখনাসাদি উর্দ্ধপথে নিঃসৃত হয়। অন্যান্য অন্তর্বিদ্রধির স্রাব গুহ্যাদি অধঃপথে নির্গত হইয়া থাকে। যে বিদ্রধির স্রাব অধোমার্গে নির্গত হয়, তাহা সাধ্য; আর যাহার স্রাব উর্দ্ধপথে নিঃসৃত হয়, তাহা অসাধ্য। হৃদয়, নাভি ও বস্তিস্থান ব্যতীত অন্যস্থানজাত অন্তর্ব্বিদ্রধি দৈবাৎ বাহ্যদেশে ভিন্ন হইলে কদাচিৎ কাহারও প্রাণ রক্ষা হইতে পারে; কিন্তু হৃদয়াদিস্থানজাত বিদ্রধি ভিন্ন হইলে, জীবন রক্ষা হওয়া অসম্ভব। অকালে বা যথাকালে প্রসবের পর উপযুক্ত পরিমাণে রক্ত নির্গত না হইলে, অথবা অহিতা-চরণ করিলে, স্ত্রীগণের কুক্ষিদেশে "মক্কল্ল" নামক একপ্রকার রক্তজ বিদ্রধি জন্মে; তাহাতে ঘোরতর দাহ ও জ্বর হয়; এবং সপ্তাহমধ্যে প্রশমিত না হইলে ক্রমশঃ তাহা পাকিয়া উঠে।

বিদ্রধি ও গুল্ম একবিধ দোষ হইতে উৎপন্ন হইলেও বিদ্রধি পাকে এবং গুল্ম পাকে না কেন, প্রসঙ্গতঃ তাহাও বলা যাইতেছে। গুল্মে কেবল দোষই জল-বুদ্‌বুদের মত স্বয়ং গুল্মাকারে পরিণত হয়; কিন্তু বিদ্রধিতে দোষকর্ত্তৃক রক্ত ও মাংস গুল্মাকারে উদ্গত হয়; সুতরাং রক্ত-মাংসের অভাবজন্য গুল্ম পাকিতে পারে না এবং রক্ত-মাংসের আধিক্য জন্য বিদ্রধি পাকিয়া উঠে।

এই সমস্ত বিদ্রধির মধ্যে হৃদয়, নাভি ও বস্তিজাত এবং ত্রিদোষজ পক্ক বিদ্রধি অসাধ্য। মজ্জাগত বা অস্থিগত বিদ্রধি অত্যন্ত সাজ্ঘাতিক। ঐ অবস্থায় বিদ্রধি পূষাদি অস্থি ও মাংস দ্বারা নিরুদ্ধ থাকায়, বহির্গত হইতে না পারিয়া, ভিতরে অগ্নির ন্যায় জ্বালা উৎপাদন করে। অস্থিভেদ করিয়া দ্বার করিয়া দিলে, ইহা হইতে শুক্লবর্ণ, গুরু, শীতল ও মেদোধাতুর ন্যায় স্নিগ্ধ পূয় নির্গত হয় এবং উপেক্ষিত হইলে, অসহ্য যন্ত্রণায় রোগীর প্রাণনাশ হইয়া থাকে। ইহাকে অস্থিগত বিদ্রধি কহে।

সকল বিদ্রধিই অপক্ক থাকিতে শীঘ্র শীঘ্র তাহাতে শোথ বা ব্রণশোথের ন্যায় চিকিৎসা করিতে হয়।

বাতজনিত বিদ্রধি।—বাতজনিত বিদ্রধিরোগে সুরঙ্গীর (রক্ত-সজিনার) মূলের ছাল বাঁটিয়া, ঘৃত, তৈল ও বসাসহ মিশ্রিত করিবে এবং ঈষদুষ্ণ থাকিতে পুরু করিয়া তাহার প্রলেপ দিবে; বরাহাদি আনূপ পশুর মাংস, কচ্ছপাদি ঔদক জন্তুর মাংস, কাকোল্যাদিগণীয় দ্রব্যসমূহ ও তর্পণকারক দ্রব্য-সকল, ঘৃত ও তৈলাদি স্নেহদ্রব্য এবং কাঁজি প্রভৃতি অম্লদ্রব্য ও লবণ সহযোগে সিদ্ধ করিয়া, তাহা উপনাহরূপে প্রয়োগ করিলে উপকার দর্শে। সেইসময়ে বেশবার, কৃশরা, দুগ্ধ ও পায়স দ্বারা স্বেদ প্রদান করিবে। এইপ্রকার চিকিৎসা করিলেও বিদ্রধি যদ্যপি পাকিবার মত হইয়া উঠে, তবে উহা পাকাইয়া অস্ত্রদ্বারা ছেদন করিতে হইবে। ছেদনের পরে পঞ্চমূলের ক্বাথদ্বারা ধৌত করিয়া সংশোধন পূর্ব্বক সৈন্ধব-লবণ, ভদ্রদার্ব্বাদিগণ ও যষ্টিমধু সহযোগে তৈল পাক করিয়া, তদ্দ্বারা ক্ষতস্থল পূরণ করিবে; এবং ত্রিবৃতার ক্বাথে বিরেচক দ্রব্য মিশাইয়া রোগীকে সেবন করাইয়া সংশোধিত করিবে। তাহার পরে পৃথক্-পর্ণ্যাদির কল্ক ও ত্রিবৃতার ক্বাথের সহিত তৈল ও ঘৃতাদি স্নেহ পাক করিয়া, ক্ষতরোপণার্থ প্রয়োগ করিবে।

পৈত্তিক বিদ্রধি।—পিত্তজনিত বিদ্রধিরোগে ইক্ষুচিনি, লাজ (খই), মধুক (যষ্টিমধু) ও সারিবা (শ্যামালতা) এইসকল দ্রব্য, অথবা পয়স্যা (ক্ষীর-কাকোলী), উশীর (বেণার মূল) ও রক্তচন্দন, দুগ্ধসহ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে; এবং পাক্য অর্থাৎ যবক্ষারের শীতকষায়, দুগ্ধ, ইক্ষুরস ও জীবনীয় দ্রব্যসহ পাক করা ঘৃত, ইক্ষুচিনিসহ সেবন করিবে এবং তেউড়ী ও হরীতকী-চূর্ণ মধুসহ

লেহন করিতে দিবে। অপক্ক বিদ্রধিতে জলৌকা-প্রয়োগে রক্তমোক্ষণ করা আবশ্যক। পক্ক বিদ্রধিতে অস্ত্রদ্বারা ভেদ করিয়া, বটাদি-ক্ষীরিবৃক্ষের কষায় দ্বারা অথবা উৎপলাদি ঔদক-কন্দের ক্বাথদ্বারা ধৌত করিবে এবং তিল ও মধু একত্র যষ্টিমধু ও ঘৃতসহ পেষণ পূর্ব্বক অবলেহরূপে প্রয়োগ করিবে; তাহার পর পাতলা কাপড় দ্বারা বেষ্টন করিয়া ব্রণ বন্ধন করিয়া রাখিবে। পুণ্ডরিয়া-কাষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, উশীর (বেণার মূল) পদ্মকাষ্ঠ ও হরিদ্রা, এইসকল দ্রব্যের কল্ক ও দুগ্ধ সহযোগে ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিতে দিলে, ব্রণ পূরিয়া উঠে। অথবা ক্ষীরশুক্লা (ভূমিকুষ্মাণ্ড), পৃথক্‌পর্ণী (চাকুলে), সমঙ্গা, (মঞ্জিষ্ঠা), লোধ, রক্তচন্দন ও বটাদিবৃক্ষের পত্র, কিংবা উহাদের ছালের সহিত ঘৃত পাক করিয়া ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করিলে, পিত্তবিদ্রধিজনিত ক্ষত পূরিয়া উঠে।

করঞ্জাদ্য ঘৃত।—উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত ⁄৪ চারি সের; কল্কার্থ—নক্ত-মালের (করঞ্জের) পত্র ও কচিফল, জাতীপত্র, পটোলপত্র, নিমপাতা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মধুচ্ছিষ্ট (মোম), মধুক (যষ্টিমধু), তিক্তরোহিণী (কট্‌কী), প্রিয়ঙ্গু কুশমূল, নিচুলত্বক্ (বেতসের ছাল), মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, উশীর (বেণার মূল), উৎপল, সারিবা (শ্যামালতা) ও ত্রিবৃৎ (তেউড়ী), এইসকল দ্রব্য প্রত্যেক—দুই তোলা। যথাবিধানে এই ঘৃত পাক করিয়া, ব্রণপূরণের জন্য প্রয়োগ করিবে। ইহার নাম করঞ্জাদ্য ঘৃত। এই করঞ্জাদ্য ঘৃতদ্বারা দুষ্টব্রণ, নাড়ীব্রণ, সদ্যশ্ছিন্ন এবং অগ্নি ও ক্ষারজনিত ব্রণাদি শীঘ্রই প্রশমিত হইয়া থাকে।

কফজ-বিদ্রধি।—শ্লেষ্মজন্য বিদ্রধিরোগে ইষ্টক (ইট), সিকতা (বালুকা), লৌহ, গোময়, পাংশু ও গোমূত্র, এইসকল দ্রব্য উষ্ণ করিয়া, তদ্দ্বারা স্বেদ প্রদান করিলে উপকার দর্শে। কষায়পান, বমন, প্রলেপ ও উপনাহ দ্বারা সর্ব্বদা দোষসকল বিনাশ করিতে হয়। অলাবু দ্বারা ইহাতে রক্তমোক্ষণ করা আবশ্যক। কফজ বিদ্রধি পাকিয়া উঠিলে, অস্ত্রপ্রয়োগ করিয়া, আরগ্বধের (সোঁদালের) ক্বাথ দ্বারা ধুইয়া ফেলিবে এবং হরিদ্রা, তেউড়ী, ছাতু ও তিল এই-সকল পদার্থ মধুসহ মিশ্রিত করিয়া ক্ষতস্থান পূরণ পূর্ব্বক ব্রণ-বন্ধনের নিয়মানু-সারে সম্যক্‌প্রকারে বন্ধন করিবে। তদনন্তর কুলত্থিকা (বনকুলত্থিকলায়), দন্তীমূল, তেউড়ী, শ্যামালতা, আকন্দমূল, তিল্বক (লোধ) ও সৈন্ধবলবণ, এই

সকল দ্রব্যের কল্ক গোমূত্রসহ তৈল পাক করিয়া, ক্ষতস্থানে সেই তৈল প্রয়োগ করিতে হয়।

রক্তজ ও আগন্তুজ বিদ্রধি।—রক্তজ ও আগন্তুজ বিদ্রধিরোগে পিত্তবিদ্রধির সমস্ত ক্রিয়া করিলে, উহা প্রশমিত হয়।

অন্তর্ব্বিদ্রধি।—অন্তর্ব্বিদ্রধি রোগের অপক্কাবস্থায় বরুণাদিগণের ক্বাথে উষকাদিগণের চূর্ণ প্রক্ষেপ করিয়া পান করিলে, উহা প্রশমিত হয়।

সর্ব্ববিধ বিদ্রধি।—উক্ত বরুণাদিগণ ও বিরেচন-কারক দ্রব্য সহযোগে ঘৃত পাক করিয়া, প্রত্যহ প্রাতঃকালে উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে, শীঘ্রই বিদ্রধি রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

অপক্ক বিদ্রধি।—উক্ত বরুণাদিগণ, উষকাদিগণ ও বিরেচক-দ্রব্যগণ-দ্বারা ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া, স্নেহসংযোগে তদ্দ্বারা আস্থাপন ও অনুবাসন প্রয়োগ করিলে, অথবা মধুশিগ্রুর (রক্তসজিনার) ক্বাথে দোষানুযায়ী দ্রব্যের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিলে, সর্ব্বপ্রকার অপক্ক বিদ্রধি রোগ প্রশমিত হয়, অথবা ঐ মধুশিগ্রুর ক্বাথ—কাঁজি, গোমূত্র ও সুরাদিসহ পান করিলে এবং তাহার প্রলেপ দিলে, অপক্ক বিদ্রধি বিদূরিত হইয়া থাকে।

দোষনাশক ক্বাথ-সহযোগে শিলাজতু সেবন করিলে, অথবা মহিষাক্ষ গুগ্গুলু, শুণ্ঠী ও দেবদারু চূর্ণ উক্ত ক্বাথ সহযোগে পান করিলে, এবং স্নেহ, উপনাহ ও অনুলোমক্রিয়া (বিরেচনাদি) প্রয়োগ করিলে, সকলপ্রকার বিদ্রধি-রোগ প্রশমিত হয়।

শিরাবেধ।—কফজ-বিদ্রধি রোগে যথানিয়মে শিরা বিদ্ধ করিবে। রক্তজ, পিত্তজ ও বাতজ বিদ্রধিরোগে, যে পার্শ্বে বিদ্রধি জন্মে, কেহ কেহ সেইদিকের বাহুর শিরা বিদ্ধ করিতে বলেন।

পক্কবিদ্রধির চিকিৎসা। অন্তর্বিদ্রধি পাকিয়া দেহের বহির্ভাগে উঁচু হইয়া উঠিলে, তাহা অস্ত্রদ্বারা ভেদ করিয়া ব্রণের ন্যায় চিকিৎসা করিবে এবং অধোদিকে বা ঊর্দ্ধদিকে পূযাদি নিঃসৃত হইলে, মৈরেয়, কাঁজি, সুরা বা আসব সহযোগে বরুণাদিগণের চূর্ণ বা ক্বাথ অথবা রক্তসজিনার চূর্ণ বা ক্বাথ সেবন করিতে দিবে। সজিনামূলের ক্বাথের সহিত শ্বেতসর্ষপ সহযোগে অন্ন পাক [illegible] যব, কুল ও কুলত্থকলায়ের যূষের সহিত খাইতে দিবে, এবং প্রত্যহ

প্রাতঃকালে তিল্বক-ঘৃত বা ত্রিবৃতাদিগণের ক্বাথসহ পক্ব ঘৃত পান করিলে, সর্ব্বপ্রকার বিদ্রধিরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে। অন্তর্ব্বিদ্রধি যাহাতে পাকিয়া না উঠে, তৎপক্ষে বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক; যেহেতু বিদ্রধি পাকিলে, তাহা আরোগ্য হইবে কি না, কেহই নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন না।

মজ্জাজাত বিদ্রধির চিকিৎসা।—মজ্জাজাত বিদ্রধিরোগের উপর বিশেষ আস্থা স্থাপন না করিয়া চিকিৎসা করিবে অর্থাৎ মজ্জাজাত বিদ্রধি আরোগ্য হইতে পারে,—চিকিৎসার সময় এইটা স্মরণ রাখিবে। প্রথমতঃ এই ব্যাধিতে রোগীকে স্নেহস্বেদ প্রদান করিয়া রক্তমোক্ষণ করিবে এবং পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে চিকিৎসা করিবে। বিদ্রধি পাকিয়া উঠিলে, অস্থিভেদ করিবে এবং পূয রক্তাদি সম্পূর্ণরূপে বহির্গত হইলে ব্রণ সংশোধন করিবে। পরে তিক্তক্বাথে ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া, তিক্তঘৃত তাহাতে প্রয়োগ করিবে। ইহাতেও যদি মজ্জাস্রাব হইতে থাকে, তখন সংশোধনীয় দ্রব্যসমূহের ক্বাথ প্রয়োগ করিবে।

প্রিয়ঙ্গু, ধাইফুল, লোধ, কট্‌ফল, নেমি (তিনিশ) ও সৈন্ধবলবণ, এইসকল দ্রব্যের সহিত তৈল পাক করিয়া, প্রয়োগ করিলে, বিদ্রধির ক্ষত পূরিয়া উঠে।

নবম অধ্যায়।

—:•:—

বিসর্প, নাড়ীব্রণ ও স্তনরোগের চিকিৎসা।

—•—

বিসর্প।

বিসর্পের স্বরূপ।—কুপিত বাতাদি দোষ—ত্বক্, মাংস ও রক্তগত হইয়া একপ্রকার উন্নত শোথ (স্ফোটক) উৎপাদন করে; তাহা ক্রমশঃ সর্ব্বাঙ্গে বিস্তৃত হইতে থাকে এবং তাহাতে বাতাদিজনিত বিবিধ যন্ত্রণা লক্ষিত হয়; ইহাকেই বিসর্পরোগ কহে।

বিসর্পের লক্ষণ।—বাতজনিত বিসর্প কৃষ্ণবর্ণ ও মৃদুস্পর্শ। ইহাতে অঙ্গমর্দ্দ, স্ফোটক ভিন্ন হওয়ার ন্যায় বা সূচীবিদ্ধের ন্যায় যাতনা, এবং বায়ুজনিত জ্বর হয়। দোষের অতিদুষ্টিজন্য গণ্ড (স্ফোটক) সকল ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিলে, এই বিসর্প অসাধ্য হয়। পিত্তজনিত বিসর্প রক্তবর্ণ ও শীঘ্র বিসৃতিশীল; ইহা পাকে ও অত্যন্ত ভিন্ন হইয়া (ফাটিয়া) যায় এবং ইহাতে জ্বর হয়। দোষের অতিবৃদ্ধি জন্য ইহাতে মাংস ও শিরা নষ্ট হইলে, এবং অঞ্জনের মত অথবা কর্দ্দমের মত ইহার বর্ণ হইলে, অসাধ্য হয়। কফজনিত-বিসর্প শ্বেতবর্ণ, স্নিগ্ধ ও অত্যন্ত কণ্ডূবিশিষ্ট; ইহা বিলম্বে বিসৃত হয় ও বিলম্বে পাকে। সান্নিপাতিক বিসর্পের মূল অধিক অভ্যন্তরগত; ইহাতে ত্রিদোষজনিত সকলপ্রকার বর্ণ ও বেদনা দেখিতে পাওয়া যায়। এই বিসর্প পাকিলে, মাংস ও শিরা নাশ করে, সুতরাং ইহা অসাধ্য। সদ্যঃক্ষত ব্রণরোগীর দোষের অত্যন্ত প্রকোপ থাকিলে, পিত্ত ও রক্ত সেই ক্ষতস্থানে রক্তমিশ্রিত শ্যাববর্ণ শোথ উৎপাদন করে। এই শোথ মসূরাকৃতি কৃষ্ণবর্ণ স্ফোটকদ্বারা ব্যাপ্ত হয়, এবং ইহাতে দাহ, পাক ও জ্বর অত্যন্ত অধিক হইয়া থাকে।

সাধ্যাসাধ্য বিসর্পরোগ।—বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক, এই তিনপ্রকার বিসর্পরোগ সাধ্য, এবং পূর্ব্বোক্ত বাত-পিত্তের অতিদুষ্টিজন্য অবস্থান্তরপ্রাপ্ত, মর্ম্মস্থানজাত, সন্নিপাতজ ও ক্ষতজ বিসর্প অসাধ্য। বিসর্পরোগ সাধ্য হইলে, যে দোষ হইতে তাহার উৎপত্তি হয়, সেই বাতাদিদোষনাশক দ্রব্যসংযোগে ঘৃত, সেক ও প্রলেপ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে প্রয়োগ করা আবশ্যক।

বাতজ-বিসর্পের চিকিৎসা।—বাতজ বিসর্পরোগে মুতা, শতাহ্বা (শুল্‌ফা), সুরদারু (দেবদারু), কুড়, বারাহী (চামর আলু), কুস্তুম্বুরু (ধ'নে) কৃষ্ণগন্ধা (সজিনা) ও উষ্ণগণ (ভদ্রদার্ব্ব্যাদিগণ, পিপ্পল্যাদিগণ ইত্যাদি); এই সকল দ্রব্য পরিষেক, প্রলেপ ও ঘৃতাদিরূপে প্রয়োগ করিলে উপকার দর্শে।

বৃহৎ পঞ্চমূল, কণ্টক-পঞ্চমূল, স্বল্পপঞ্চমূল ও বল্লীপঞ্চমূল—এই কয়েকটী দ্রব্য প্রলেপ, পরিষেক, ঘৃত ও তৈলাদিরূপে প্রয়োগ করিলে, বাতজ-বিসর্পরোগ আরোগ্য করিতে পারা যায়।

পিত্তজ বিসর্পরোগের চিকিৎসা।—পিত্তজ-বিসর্পরোগে কসেরু ([illegible]), শৃঙ্গাটক (পানিফল), পদ্ম, গুন্দ্রা, (ভদ্রমুস্তক), শেওলা, উৎপল ও

কর্দ্দম, এইসকল দ্রব্য একত্র পেষণ পূর্ব্বক ঘৃত মিশ্রিত করিবে। ইহা শীতল অবস্থায় বস্ত্রের মধ্যে পুরিয়া পুল্‌টিশ রূপে প্রয়োগ করিলে, বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। বালা, বেণার মূল, রক্তচন্দন, স্রোতোজ (সৌবীরাঞ্জন), মুক্তা, মণি ও গিরিমাটী, এইসকল দ্রব্য দুগ্ধসহ পেষণ করিয়া, ঘৃতসহ মিশ্রিত করিবে এবং শীতল অবস্থায় পাতলা করিয়া প্রলেপ দিবে। পুণ্ডরিয়াকাষ্ঠ, যষ্টিমধু, পয়স্যা (ভূমিকুষ্মাণ্ড), মঞ্জিষ্ঠা, পদ্মকাষ্ঠ, রক্তচন্দন ও সুগন্ধিক (অনন্তমূল), এইসকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, পিত্তজনিত বিসর্পরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

ন্যগ্রোধাদি বর্গের কাথ সেচন করিলে, কিংবা ন্যগ্রোধাদি বর্গের রস সহযোগে ঘৃত পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে, কিংবা শীতল দুগ্ধ, মধুমিশ্রিত জল ও শর্করা-মিশ্রিত ইক্ষুরসের পরিষেচন করিলে পিত্তজ বিসর্পরোগ বিদূরিত হইয়া থাকে।

গৌর্য্যাদিঘৃত।—উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত /৪ চারিসের, ন্যগ্রোধাদিগণ, স্থিরাদিগণ, বিল্বাদিগণ ও মহৎ-পঞ্চমূল, ইহাদের কাথ।৮ যোলসের, দুগ্ধ।৬ যোল সের, কল্কার্থ গৌরী (হরিদ্রা), যষ্টিমধু, অরবিন্দ (পদ্ম), লোধ, অম্বু (বালা), রাজাদন (পিয়াল), গৈরিক (গিরিমাটী), ঋষভক (অভাবে বংশলোচন), কাকোলী, মেদা, (অভাবে অশ্বগন্ধা), কুমুদ, উৎপল, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, অনন্তমূল, মধু, শর্করা, কিস্‌মিস্‌, শালপাণি, চাকুলে ও শুলফা, এইসকল দ্রব্য সমভাগে মোট /১ একসের। যথানিয়মে এই ঘৃত পাক করিয়া, পরিষেচনরূপে প্রয়োগ করিলে, পিত্তজ বিসর্প ও নাড়ীব্রণ (নালীঘা), বিস্ফোট ও দুষ্টব্রণ আরোগ্য হয় এবং পান করিলে শিরোরোগ, মুখপাক, শিশুগণের গ্রহদোষ ও শোষরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

কফজনিত বিসর্পরোগের চিকিৎসা।—অজগন্ধা (যমানী), অশ্বগন্ধা, সরলা (তেউড়ী), কালা (কেলেকড়া), এলৈবিকা (পাঠা) ও অজশৃঙ্গী, (ভেড়াশৃঙ্গী), এইসকল পদার্থ গোমূত্রসহ পেষণ পূর্ব্বক প্রলেপ দিলে, কফজনিত বিসর্পরোগ আরোগ্য করিতে পারা যায়। কালানুসার্য্য (তগরপাদুকা), অগুরুকাষ্ঠ, চোচ (দারুচিনি), গুঞ্জা (কুঁচ), রাস্না, বচ, শীতশিব (শুলফাবিশেষ বা কর্পূর), ইন্দ্রপর্ণী (রাখাল-শশা), কালিন্দী (শ্যামালতা), মুঞ্জাতক (

ালের মাথী) ও মহীকদম্ব (ভূকদম্ব) এইসকল দ্রব্য প্রলেপাদিরূপে প্রয়োগ রিলে, কফজনিত বিসর্পরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বরুণাদিগণের ক্বাথাদি পরিষেচনাদিরূপে প্রয়োগ করিলেও, কফজনিত বসর্পরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

সর্ব্বপ্রকার বিসর্পরোগে সংশোধন ক্রিয়া ও রক্তমোক্ষণ প্রধান চিকিৎসা লিয়া পরিগণিত।

যে কোনপ্রকার বিসর্পরোগ হউক না কেন, উহা পাকিলে যথোক্ত বিধানে ংশোধন পূর্ব্বক ব্রণের ন্যায় চিকিৎসা করা আবশ্যক।

নাড়ীব্রণ।

স্বরূপ ও নিদান।—প্রচুর পূযযুক্ত পক্ব ব্রণশোথ অপক্ক ভাবিয়া, থাসময়ে তাহার পূযাদি নিঃসারিত না করিলে, সেই পূয, মাংসাদি ভেদ করিয়া ভতরে প্রবেশ করে; তজ্জন্য নালীর ন্যায় যে পূয-পথ উৎপন্ন হয়, তাহাকেই নাড়ীব্রণ কহে। বাতাদি পৃথক্ পৃথক্ তিন দোষের জন্য তিনপ্রকার, সন্নিপাত-জন্য একপ্রকার এবং শল্যজন্য আগন্তুক একপ্রকার, নাড়ীব্রণ এই পাঁচপ্রকার হইয়া থাকে।

লক্ষণ।—বায়ুজন্য নাড়ীব্রণ কর্কশ, সূক্ষ্মমুখ ও শূলনিখাতবৎ বেদনা-বিশিষ্ট; ইহা হইতে ফেনমিশ্রিত স্রাব নিঃসৃত হয় এবং রাত্রিতে স্রাব অধিক নির্গত হইয়া থাকে। পিত্তজ নাড়ীব্রণে পিপাসা, সন্তাপ, জ্বর, সূচীবেধবৎ বা ভিন্ন হওয়ার ন্যায় যন্ত্রণা, উষ্ণ ও পীতবর্ণ স্রাব এবং দিবসে অধিক স্রাবনির্গম, এইসমস্ত লক্ষণ ঘটিয়া থাকে। কফজন্য নাড়ীব্রণ কঠিন, কণ্ডুযুক্ত ও অল্প বেদনা-বিশিষ্ট। ইহার স্রাব শ্বেতবর্ণ, ঘন, পিচ্ছিল ও অধিক; রাত্রিকালে ইহা হইতে অপেক্ষাকৃত অধিক স্রাব নির্গত হয়। নাড়ীব্রণে দুই দোষের আধিক্য থাকিলে, তাহাতে সেই দোষদ্বয়ের লক্ষণ মিলিতভাবে প্রকাশ পায়। ত্রিদোষজন্য নাড়ীব্রণে দাহ, জ্বর, শ্বাস, মূর্চ্ছা, মুখশোষ এবং বাতাদি ত্রিদোষের লক্ষণসমূহ প্রবলভাবে প্রকাশিত হয়। ইহা প্রাণনাশক। শরীরমধ্যে কোন শল্য প্রবিষ্ট হইলে যদি

তাহা নির্গত করা না হয়, তবে সেই শল্য শীঘ্রই ভিতরে প্রবেশ করিয়া নাড়ীব্রণ উৎপাদন করে। এই নাড়ীব্রণে সর্ব্বদা বেদনা থাকে এবং ইহা হইতে ফেন ও রক্তমিশ্রিত, উষ্ণ, স্বচ্ছ ও মথিত স্রাব সহসা নির্গত হইয়া থাকে।

সাধ্যাসাধ্য নাড়ীব্রণ।—ত্রিদোষজনিত নাড়ীব্রণ (নালীঘা, শোষ) অসাধ্য। অপর চারিপ্রকার নাড়ীব্রণ যত্নসাধ্য অর্থাৎ বিশেষ যত্নপূর্ব্বক উহার চিকিৎসা করিলে আরোগ্য করিতে পারা যায়।

বাতজ নাড়ীব্রণ।—বাতজ নাড়ীব্রণরোগে উপনাহ-স্বেদ প্রদান পূর্ব্বক তৎপরে পূযের গতি অর্থাৎ নালীর মুখ পর্য্যন্ত বিদারণ করিয়া, তিল ও অপামার্গ-ফল, সৈন্ধব-লবণসহ বাঁটিয়া ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করিয়া বাঁধিয়া দিবে। ক্ষতস্থল প্রত্যহ ধুইবার জন্য মহৎ-পঞ্চমূলের কাথ প্রয়োগ করিবে, এবং ক্ষতস্থলের শোধন, পূরণ ও রোপণ জন্য হিংস্রা (কালিয়াকড়া), হরিদ্রা, কটুকী, বলা (বেড়েলা), গোজিহ্বিকা (গোজিয়াশাক) ও বেলমূলের ছাল—ইহাদের কল্ক ৴১ একসের এবং জল ।৬ ষোলসের সহ ৴৪ চারিসের তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে।

পিত্তজ নাড়ীব্রণ। পিত্তজ নাড়ীব্রণ হইলে, পিত্তজন্য ব্রণনিবারক দ্রব্যের সহিত দুগ্ধ ও ঘৃত মিশাইয়া উৎকারিকা প্রস্তুত করিবে, এবং তদ্দ্বারা উপনাহস্বেদ প্রদানপূর্ব্বক তদনন্তর অস্ত্রদ্বারা বিদারণ করিবে। তৎপরে তিল, নাগদন্তী ও যষ্টিমধু বাঁটিয়া ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করিবে। সোম (পাপড়ি-খয়ের), হরিদ্রা ও নিম, এইসকল দ্রব্য ক্ষত ধুইবার জলে প্রয়োগ করিবে। শ্যামা (বৃদ্ধদারক), ত্রিভণ্ডী (তেউড়ী), হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, হরিদ্রা, দারু-হরিদ্রা, লোধ ও কুড়চি, এইসকল দ্রব্যের কল্ক ও দুগ্ধসহ ঘৃত পাক করিয়া, তর্পণরূপে প্রয়োগ করিলে, কোষ্ঠগত নাড়ী-ঘাও প্রশমিত হইয়া থাকে।

কফজ নাড়ীব্রণ।—কফজনিত নাড়ীব্রণরোগে কুলথকলায়, শ্বেত-সর্ষপ, শক্তু ও কিণ্ব (সুরাবীজ) এইসকল দ্রব্যদ্বারা উপনাহ-স্বেদ প্রদান পূর্ব্বক ব্রণ কোমল করিয়া, নাড়ীর গতি নির্ণয় করিবে; অর্থাৎ নালীর মুখ পর্য্যন্ত অস্ত্র-দ্বারা বিদারণ করিবে। তদনন্তর নিম, তিল, সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা ও সৈন্ধবলবণ পেষণ করিয়া, ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করিবে। কফজ নাড়ীব্রণে নিম, জাতীপত্র, বহেড়া ও পীলু ইহাদের স্বরস—ক্ষত ধুইবার জন্য প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। সুবর্চ্চিকা (সাচিক্ষার), সৈন্ধব লবণ, চিতা, নিকুম্ভ (দন্তী

তালীশপত্র, নল, শ্বেত আকন্দ ও অপামার্গফল এইসকল দ্রব্যের কল্ক ও গোমূত্র-সহ তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে, ক্ষত পূরিয়া উঠে।

আগন্তুক নাড়ীব্রণ।—কোনপ্রকার শল্য বিদ্ধ হইয়া, নাড়ীব্রণ রোগ উৎপন্ন হইলে, ব্রণ বিদীর্ণ করিয়া শল্য বাহির করিয়া ফেলিবে। অতঃপর ব্রণ সংশোধিত করিয়া, প্রচুরপরিমাণে ঘৃত ও মধু সহযোগে তিলের কল্ক প্রয়োগ পূর্ব্বক ব্রণশোধন করিবে। তৎপরে কুম্ভীক (পানা) খর্জ্জুর, কয়েদবেল, বেল ও বনস্পতিবর্গের অপক্ক ফল সংগ্রহ করিয়া ক্বাথ করিবে; সেই ক্বাথ ও মুস্তা, সরলা (তেউড়ী), প্রিয়ঙ্গু, সুগন্ধিকা (শ্যামালতা), মোচরস, অহিপুষ্প (নাগকেশর), লোধ ও ধাইফুল, এইসকল কল্কদ্রব্যসহ তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে, শল্যাদিজনিত নাড়ীব্রণ শীঘ্রই পূরিয়া উঠে।

ক্ষারসূত্রদ্বারা ছেদনীয় নাড়ীব্রণ।—কৃশ, দুর্ব্বল ও ভীরু ব্যক্তি-দিগের নাড়ীব্রণ জন্মিলে এবং মর্ম্মস্থলে উৎপন্ন হইলে, অস্ত্রদ্বারা ছেদন না করিয়া, ক্ষারসূত্রদ্বারা ছেদন করিতে হয়। এষণীযন্ত্রদ্বারা নাড়ীর মুখ নির্ণয় করিয়া, সূচীতে ক্ষারসূত্র পরাইয়া দিবে; তাহার পর নালীর মুখে প্রবেশ করাইয়া শেষের অন্তভাগে সঞ্চালন পূর্ব্বক বাহির করিবে এবং পরে সেই ক্ষারসূত্রের দুই ধার দৃঢ়রূপে বন্ধন করিবে। ক্ষার তীক্ষ্ণ না হইলে, আর একগাছি ক্ষারসূত্র প্রবিষ্ট করাইবে। এইরূপে যতক্ষণ পর্য্যন্ত নাড়ী ছিন্ন না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঐরূপে ক্ষারসূত্র প্রয়োগ করিতে থাকিবে। ভগন্দর রোগেও এইপ্রকারে কার্য্য করা আবশ্যক। অর্ব্বুদাদিরোগে অর্ব্বুদের মূলদেশে ক্ষারসূত্র বন্ধন করিবে; যবমুখ সূচীদ্বারা চারিদিকে বিদ্ধ করিয়া তাহার মূলদেশে ক্ষারসূত্র বন্ধন করিতে হইবে এবং ছিন্ন হইলে ব্রণের ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

বর্ত্তিপ্রয়োগ।—দ্বিব্রণীয় চিকিৎসায় যেসকল বর্ত্তির উল্লেখ করা হইয়াছে, সেইসকল বর্ত্তি নাড়ীব্রণে প্রয়োগ করা আবশ্যক। কুলফল, দারুচিনি, সৈন্ধবাদি লবণসমূহ, কিংবা সুপারীফল, সৈন্ধবলবণ ও তেজপত্র একত্র করিয়া, মনসাসীজের আঠা ও আকন্দগাছের আঠার সহিত পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি প্রয়োগ করিলে, সর্ব্বপ্রকার নাড়ীব্রণ অচিরে আরোগ্য হইয়া থাকে।

বহেড়া, আমের আঁটির শাঁস, বটের কুঁড়ি, হরেণু (রেণুকা), শঙ্খিনীবীজ ও বারাহীকন্দ (চামর আলু), এইসকল দ্রব্যসহ তৈল প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিলে, সর্ব্বপ্রকার নাড়ীব্রণরোগ বিদূরিত হয়।

নাড়ীব্রণের তৈল।—ধুতূরাবীজ, মদনফল (ময়নাফল), কোদ্রববীজ (কেদোধান), কোষাতকী (দেবদালা বা ঘোষাফল), শুঁকনাশা (শ্যোণাক বৃক্ষ), মৃগভোজনী (রাখালশশা), অঙ্কোট-পুষ্প ও অঙ্কোটবীজ, এইসকল দ্রব্য চূর্ণ করিবে। লাক্ষার কাথদ্বারা ক্ষত ধৌত করিয়া ঐ চূর্ণ প্রয়োগ করিলে, অথবা ঐসকল দ্রব্যের চূর্ণ তৈলসহ মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিলে, কিংবা ঐসকল দ্রব্য ও গোমূত্রসহ তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে, সর্ব্বপ্রকার নাড়ীব্রণ রোগ সাতরাত্রির মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে।

পিণ্ডীতক (ময়না) ফলের মূল চূর্ণ করিয়া চামর-আলুর রসে ভাবনা দিবে। সেই চূর্ণ অথবা সুবহার (বড় গোয়ালিয়া-লতার) কন্দচূর্ণ কিংবা বজ্রকন্দের চূর্ণের সহিত তৈল প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিলে, শীঘ্রই নালী ঘা বিদূরিত হইয়া থাকে।

ভেলা, আকন্দ, মরিচ, সৈন্ধবলবণ, বিড়ঙ্গ, রজনী (হরিদ্রা), দারুহরিদ্রা, ও চিতা, ইহাদের কল্ক এবং ভৃঙ্গরাজের রসের সহিত তৈল প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিলে, সর্ব্ববিধ নালী ঘা, কফপিত্ত জনিত অপচী ও ব্রণরোগ বিনষ্ট হয়।

স্তনরোগ।

নিদান।—যেসমস্ত কারণে যতপ্রকার নাড়ীব্রণ হয়, সেইসকল কারণেই ততপ্রকার স্তনরোগ স্ত্রীদিগের হইয়া থাকে। কিন্তু কুমারীগণের স্তনরোগ হইবার আশঙ্কা নাই, কারণ তাহাদের স্তনস্থ ধমনীসমূহের মুখ আবৃত থাকে, সুতরাং কুপিত দোষ তথায় উপস্থিত হইতে পারে না। স্ত্রীলোক গর্ভিণী হইলে অথবা প্রসব করিলেই তাহাদের স্তনস্থ ধমনীর মুখ স্বভাবতঃ বিবৃত হইয়া যায়। আহার-পরিপাকজনিত রসের মধুর প্রসাদভাগ সমুদায় শরীর হইতে ক্ষরিত হইয়া স্তনে সঞ্চিত হইলে, তাহাই স্তন্য নামে পরিচিত হয়। শুক্র যেমন সমুদায়

বিক্ষিপ্ত থাকে এবং অভীষ্ট যুবতীর দর্শন-স্পর্শন স্মরণ হর্ষাদি কারণে ক্ষরিত হইয়া নির্গত হয়, স্তন্যও সেইরূপ পুত্রের দর্শন-স্পর্শন-স্মরণাদি কারণে নিঃসৃত হইয়া থাকে। প্রগাঢ় স্নেহই স্তন্যস্রাবের একমাত্র কারণ।

লক্ষণ।—এই স্তন্য বায়ুকর্তৃক দূষিত হইলে কষায়রস হয় এবং জলে নিক্ষেপ করিলে ভাসিয়া উঠে। পিত্তদূষিত স্তন্য অম্ল ও তিক্তরসসংযুক্ত হয় এবং জলে নিক্ষিপ্ত হইলে তাহাতে পীতবর্ণের রেখা দৃষ্ট হয়। কফদূষিত স্তন্য ঘন ও পিচ্ছিল হয় এবং জলে ফেলিলে নিমগ্ন হইয়া যায়। স্তন্য ত্রিদোষ-দূষিত হইলে, অথবা কোন কারণে আঘাত লাগিয়া দূষিত হইলে, তাহাতে তিন দোষেরই লক্ষণসমূহ লক্ষিত হয়।

নির্দোষ স্তন্য। যে স্তন্য শ্বেতবর্ণ, মধুররস, অবিবর্ণ এবং জলে ফেলিলে জলের সহিত মিশাইয়া যায়, তাহাই নির্দোষ স্তন্য।

গর্ভিণী বা প্রসূতা স্ত্রীর স্তনদ্বয়ে কুপিত বাতাদি দোষ সঞ্চিত হইয়া, তত্রস্থ রক্ত ও মাংস দূষিত করিলে, স্তনরোগ (ঠুন্‌কো) জন্মে। এই স্তনরোগে শোণিত-বিদ্রধি ব্যতীত অন্যান্য বাহ্যবিদ্রধির লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে।

স্তনরোগের চিকিৎসা। স্তন (স্তনদুগ্ধ) বিকৃত হইলে, প্রাতঃকালে ধাত্রীকে অথবা মাতাকে, অর্থাৎ শিশু যে স্ত্রীলোকের দুগ্ধ পান করে, তাহাকে ঘৃত পান করাইয়া, অপরাহ্ণ সময়ে মধু ও মাগধিকা (পিপুল) সহযোগে নিমছালের ক্বাথ পান করাইয়া বমন করাইবে এবং তৎপর দিবস প্রাতঃকালে মুগের যূষের সহিত অন্ন আহার করিতে দিবে। ধাত্রীকে অথবা মাতাকে এইরূপে তিন দিবস, চারিদিবস অথবা ছয় দিবস পর্য্যন্ত বমি করাইতে হইবে। দেহ মলশূন্য থাকিলে বমন না করাইয়া, ত্রিফলা সহযোগে ঘৃত পান করাইতে হইবে।

বামনহাটী, বচ আতইচ, সুরদারু (দেবদারু), পাঠা (আকনাদি), মুস্তাদি গণীয় দ্রব্যসকল, মধুরসা (সূচমুখী) ও কটুকরোহিণী (কটকী), ইহাদের ক্বাথ, অথবা আরগ্বধাদির ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইবে। স্তনদুগ্ধ কোনপ্রকারে দূষিত হইলে, দোষানুসারে তাহার চিকিৎসা করা আবশ্যক। স্তনে কোনপ্রকার রোগ জন্মিলে, বিদ্রধি-চিকিৎসায় যে সমস্ত ঔষধের কথা বলা হইয়াছে, তাহাই বিবেচনাপূর্ব্বক প্রয়োগ করিবে। স্তন পাকিতে আরম্ভ হইলেও উপনাহ প্রয়োগ না করিয়া, ঔষধসেবন দ্বারা পাকাইতে চেষ্টা করিবে; কারণ,

স্তন অত্যন্ত কোমল মাংসবিশিষ্ট; বন্ধন করিলে তাহাতে কোথ (পচা) জন্মিয়া ফাটিয়া যাইয়া থাকে। স্তন পাকিয়া উঠিলে, দুগ্ধবাহিনী শিরাসকল ও কৃষ্ণবর্ণ চুচুকদ্বয় (স্তনের বোঁটা দুইটী) পরিত্যাগ করিয়া অস্ত্র-প্রয়োগ করিতে হয়। স্তনরোগের অপক্কাবস্থায় বা পক্কাবস্থায় সতত দহন-কার্য্য করা কর্ত্তব্য।

দশম অধ্যায়।

—:০:—

গ্রন্থি, অপচী, অর্ব্বুদ (আব) ও গলগণ্ডরোগের চিকিৎসা।

নিদান ও স্বরূপ।—বাতাদি দোষ—রক্ত, মাংস ও কফযুক্ত মেদ দূষিত করিয়া, উন্নত গোলাকার ও গ্রথিত যে শোথ উৎপাদন করে, তাহাকেই গ্রন্থি কহে।

লক্ষণ।—বায়ুজনিত গ্রন্থি কৃষ্ণবর্ণ, কঠিন, বস্তির ন্যায় বিস্তৃত এবং আয়ত, ব্যথিত সূচীবিদ্ধ, কর্ত্তিত বা ভিন্ন হওয়ার ন্যায় বেদনাবিশিষ্ট হয়। শস্ত্র-প্রয়োগ করিলে ইহা হইতে স্বচ্ছ রক্ত নির্গত হয়। পিত্তজ গ্রন্থি রক্তবর্ণ বা ঈষৎ পীতবর্ণ এবং অত্যন্ত দগ্ধ, সমস্ত পক্ক বা প্রজ্বলিত হওয়ার ন্যায় বেদনাবিশিষ্ট হয়। শস্ত্রপ্রয়োগে ইহা হইতে অত্যন্ত উষ্ণ রক্ত নিঃসৃত হয়। কফজগ্রন্থি শীতলস্পর্শ, বিবর্ণ, অল্প বেদনা ও অত্যন্ত কণ্ডূবিশিষ্ট, পাষাণের ন্যায় কঠিন, বৃহৎ ও পরিপুষ্ট। ইহার বিলম্বে বৃদ্ধি হয় এবং ভিন্ন হইলে শুক্ল ও ঘন পূয় ইহা হইতে নির্গত হয়। মেদোজ গ্রন্থি স্নিগ্ধ, বৃহৎ এবং অল্প বেদনা ও অল্প কণ্ডূবিশিষ্ট। শরীরের ক্ষয়-বৃদ্ধি অনুসারে এই গ্রন্থিরও হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে। ভিন্ন হইলে ইহা হইতে তিলকল্ক বা ঘৃতের ন্যায় মেদ নির্গত হয়। দুর্ব্বল ব্যক্তি ব্যায়ামাদি করিলে, বায়ু তাহার শিরাসমূহকে আক্ষিপ্ত, পীড়িত, সঙ্কুচিত ও বিশুষ্ক করিয়া, সহসা উন্নত ও গোলাকার গ্রন্থি উৎপাদন করে। এই শিরাজ গ্রন্থি সুখসাধ্য নহে; বেদনাযুক্ত ও চলনশীল হইলে, ইহা কষ্টসাধ্য; এবং বেদনাহীন, অচল ও মর্ম্মস্থানজাত হইলে অসাধ্য হয়।

গ্রন্থিরোগের সাধারণ চিকিৎসা।—অপক্ক গ্রন্থিরোগে শোথের ন্যায় অপতর্পণ হইতে বিরেচন পর্য্যন্ত ক্রিয়াসকল প্রয়োগ এবং গ্রন্থিরোগীর সর্ব্বদা বলরক্ষা করা আবশ্যক; কারণ, রোগী সবল থাকিলে ব্যাধি প্রবল হইতে পারে না।

গন্ধভাদুলে ও দশমূল সহযোগে তৈল, ঘৃত, বসা ও মজ্জা, এই চারিপ্রকার স্নেহদ্রব্যের মধ্যে একটী, দুইটী, তিনটী বা চারিটীই একত্র পাক করিয়া সেবন করিলে, সর্ব্বপ্রকার অপক্ক গ্রন্থিরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

বাতজ গ্রন্থিরোগের চিকিৎসা।—হিংস্রা (কালিয়াকড়া), রোহিণী (কটুকী), অমৃতা (গুলঞ্চ), ভার্গী (বামুনহাটী), শ্যোণাক (শোণাগাছ), বিল্বমূল, অগুরু, কৃষ্ণগন্ধা (সজিনা), গোজী (গোজিয়া শাক) ও তালপত্রী (তালমূলী) এইসকল দ্রব্য সমানভাবে গ্রহণ পূর্ব্বক পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে এবং অন্যান্য নানাপ্রকার স্বেদ, উপনাহ ও উৎকৃষ্ট প্রলেপ সকল প্রয়োগ করিলে বাতজন্য বিদ্রধি রোগ বিদূরিত হয়।

পক্ক বিদ্রধিকে অস্ত্র দ্বারা বিদারণ পূর্ব্বক পূয় নিঃসারণ করিয়া, বেল-মূলের ছাল, আকন্দছাল ও নরেন্দ্রবৃক্ষ (শ্যোণাক), ইহাদের ক্বাথ দ্বারা ধৌত করা আবশ্যক; তিল ও পঞ্চাঙ্গুল বা এরণ্ডপত্র সৈন্ধবলবণসহ পেষণ করিয়া ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করিবে এবং ক্ষতস্থল সংশোধিত হইলে, ১৬ যোলসের গব্য দুগ্ধ এবং রাস্না, সরলা (তেউড়ী), বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু ও গুলঞ্চ, ইহাদের /১ একসের পরিমাণ কল্কের সহিত /৪ চারিসের তৈল পাক পূর্ব্বক প্রয়োগ করিলে, উহা শুকাইয়া শীঘ্রই পূরিয়া উঠে।

পিত্তজ গ্রন্থিরোগের চিকিৎসা।—পিত্তজ গ্রন্থিরোগে জলৌকা (জোঁক) প্রয়োগ দ্বারা রক্তমোক্ষণ করা আবশ্যক। ক্ষীরোদক (দুগ্ধমিশ্রিত জল) পরিষেচন করিতে হয়। কাকোল্যাদিবর্গের শীতল ক্বাথ ইক্ষু-চিনি-প্রক্ষেপে পান করিতে দিবে, অথবা কিসমিসের রস বা ইক্ষুরসের সহিত হরীতকী-চূর্ণ পান করাইবে। মধুক (মৌলপুষ্প বৃক্ষ) বৃক্ষের ছাল, জম্বুছাল, অর্জ্জুনবৃক্ষের ছাল ও বেতসবৃক্ষের ছাল একত্র পেষণ করিয়া, তাহা প্রলেপরূপে প্রয়োগ করিবে। তৃণশূন্য কন্দ (কেতকীবৃক্ষের মূল), অথবা মুচুকুন্দ বৃক্ষের মূল পেষণ করিয়া প্রলেপরূপে প্রয়োগ করিলে উপকার দর্শে।

অস্ত্রপ্রয়োগ।—পিত্তজ বিদ্রধি পাকিলে অস্ত্রদ্বারা বিদারণ পূর্ব্বক পূয় নিঃসারিত করিয়া, বটাদি বৃক্ষের কাথ দ্বারা ক্ষতস্থান ধৌত করিবে এবং ক্ষতস্থান সংশোধিত করিয়া তিল, যষ্টিমধু ও কাকোল্যাদি মধুরগণীয়-দ্রব্যসহযোগে ঘৃত পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে, ক্ষত শুকাইয়া পূরিয়া উঠে।

কফজ গ্রন্থিরোগের চিকিৎসা।—কফজ গ্রন্থিরোগের যথাবিধানে বমন ও বিরেচন দ্বারা দোষসমূহ দূরীভূত করিয়া, স্বেদপ্রদান এবং অঙ্গুষ্ঠ, লৌহপিণ্ড, প্রস্তরখণ্ড বা বেণুদণ্ডদ্বারা পীড়ন পূর্ব্বক, গ্রন্থি-বিম্লাপন করা অর্থাৎ বসাইয়া দেওয়া আবশ্যক।

বিকঙ্কত (বৈঁচীবৃক্ষের ছাল), আরগ্বধ (সোঁদাল) বৃক্ষের ছাল, কাকদন্তী (কুঁচ), কাকাদনী (কুমুরে কাঁটা বা শ্বেতগুঞ্জা), তাপসবৃক্ষের মূল (ইঙ্গুদীগাছের শিকড়), পিণ্ডফলা (তিতলাউ), আকন্দমূল, ভার্গী (বামুনহাটী), করঞ্জছাল, কালা (কেলেকড়া) ও মদন (ময়না), এইসকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, কফজ গ্রন্থিরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

বিদারণ।—মর্ম্মস্থান ব্যতীত অন্যস্থানে গ্রন্থি উৎপন্ন হইয়া যদি বসিয়া না যায়, তাহা হইলে অপক্ব অবস্থাতেই অস্ত্রদ্বারা বিদারণ পূর্ব্বক তাহার অভ্যন্তরস্থ দূষিত বস্তুসমূহ নিঃসারিত করিবে এবং রক্তস্রাব নিবৃত্ত হইলে, সেই স্থান অগ্নিসংযোগে দগ্ধ করিয়া সদ্যঃক্ষতোক্ত-বিধি অনুসারে চিকিৎসা করিবে। কঠিন, বৃহৎ ও মাংসকন্দবিশিষ্ট গ্রন্থিরও এইরূপ শস্ত্র-চিকিৎসা আবশ্যক। গ্রন্থি পাকিয়া উঠিলে, অস্ত্রদ্বারা ছেদন পূর্ব্বক মধু ও ঘৃতের সহিত যবক্ষারচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া, হিতকর কষায়দ্বারা ধৌত করিবে। বিড়ঙ্গ, পাঠা (আকনাদী) ও রজনী (হরিদ্রা) এইসকল দ্রব্যসহযোগে তৈল পাক করিয়া ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করিলে উহা শুকাইয়া পূরিয়া উঠে।

মেদোজ গ্রন্থিরোগের চিকিৎসা।—মেদোজনিত গ্রন্থিতে তিল বাঁটিয়া প্রলেপ প্রয়োগ পূর্ব্বক তাহার উপরে কাপড়ের ফালী জড়াইয়া দিবে এবং অগ্নিতপ্ত লৌহ দ্বারা পুনঃ পুনঃ দহন করিবে। অথবা দারু-হরিদ্রা লেপন করিয়া প্রতপ্ত লাক্ষা দ্বারা স্বেদ প্রয়োগ করিবে কিংবা মেদোজ অপক্ব গ্রন্থি শস্ত্রদ্বারা ছেদন করিয়া মেদ অপসারিত করিবে এবং পক্ব হইলে তাহা অস্ত্রদ্বারা বিদারণ করিয়া, গোমূত্র দ্বারা প্রক্ষালনপূর্ব্বক তিল, সাচিক্ষার, হরিতাল, সৈন্ধব

লবণ ও যবক্ষার-চূর্ণ ঘৃত ও মধু সহযোগে সংশোধনার্থ প্রয়োগ করিবে; এবং ডহরকরঞ্জ, নাটাকরঞ্জ, কুঁচ, বংশত্বক্, ইঙ্গুদী ও গোমূত্রসহ তৈল পাক করিয়া ক্ষত পূরণার্থ প্রয়োগ করিবে।

অমর্ম্মজাত গ্রন্থির অস্ত্র-চিকিৎসা।—মর্ম্মস্থল ব্যতীত অন্যত্র গ্রন্থিরোগ উৎপন্ন হইলে, অপক্ক অবস্থাতেই অস্ত্রদ্বারা ছেদন পূর্ব্বক অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিবে। কিংবা শস্ত্রদ্বারা গ্রন্থি লেখন করিয়া (চাঁচিয়া), তাহার উপর ক্ষার প্রয়োগ করিবে। অথবা পাদের পার্ষ্ণিদেশে ইন্দ্রবস্তি নামক মর্ম্মস্থল পরিত্যাগ করিয়া, দুইধারে দ্বাদশাঙ্গুলি পরিমিত স্থান বিদারণ পূর্ব্বক মাছের ডিমের মত বস্তু সকল নিঃসারিত করিয়া, অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিবে; কিংবা গোড়ালী বা জঙ্ঘা-দেশের ১২৷৷০ সাড়েবার অঙ্গুলিপরিমিত স্থানে ইন্দ্রবস্তিনামক মর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অস্ত্রদ্বারা ছেদন পূর্ব্বক অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিবে। অথবা মণিবন্ধের উপরি-ভাগ অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিয়া এক অঙ্গুলি অন্তর তিনটী রেখা করিতে হয়। ময়ূর, কাক, গোধা, সর্প ও কচ্ছপ, ইহাদের চর্ম্ম ভস্ম করিয়া, ইঙ্গুদীতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগে কিংবা শ্লীপদরোগোক্ত তৈল প্রয়োগ করিলে, সকল-প্রকার গ্রন্থিরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

অপচীরোগের চিকিৎসা।

নিদান ও লক্ষণ। হনুসন্ধি, কক্ষাসন্ধি (বগল), অক্ষসন্ধি, বাহুসন্ধি, মন্যাসন্ধি ও কণ্ঠসন্ধিতে মেদ ও কফ বর্দ্ধিত হইয়া, আমলকাস্থি (আমলকীর আঁটি) ও মৎস্যাণ্ড প্রভৃতির আকৃতিসদৃশ গোলাকার, অথবা দীর্ঘ, কঠিন, স্নিগ্ধ ও গাত্রসমবর্ণ যেসকল গ্রন্থি উৎপাদন করে, তাহাদিগকে অপচী কহে। ইহাতে অল্প বেদনা ও কণ্ডূ থাকে এবং কতকগুলি পাকিতেছে, কতকগুলি বিলয় পাইতেছে, আবার কতকগুলি নূতন হইতেছে,—এইরূপ অবস্থায় ইহা প্রকাশ পায়। এক বৎসর অতীত হইলে ইহা বিশেষ কষ্টসাধ্য হয়।

জীমূতক (দেবদালী) ফল ও কটু কোশাতকী ফল এবং দন্তীমূল, দ্রবন্তীমূল (ইন্দুরকাণীর মূল) ও তেউড়ী, এইসকল দ্রব্য কল্কার্থ /১ একসের ও।৬ ষোলসের জলের সহিত /৪ চারিসের ঘৃত পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে, অতীব পুরাতন অপচীরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

নির্গুণ্ডী (নিসিন্দা), জাতী, ও বর্হিষ্ট (বালা), এইসকল দ্রব্যের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে ঘোষাফলচূর্ণ, মধু ও সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করিবে। ইহা উষ্ণ অবস্থায় পান করিয়া বমি করিলে, দূষিত অপচী রোগও প্রশমিত হইয়া থাকে।

কৈটর্য্য (মহানিম), বিম্বী (তেলাকুচা) ও করবীর-ছাল, এইসকল দ্রব্য কল্কার্থ /১ এক সের এবং।৬ ষোলসের জলসহ /৪ চারিসের তৈল পাক করিয়া নস্তরূপে প্রয়োগ করিলে, অথবা শাখোটক বৃক্ষের (শেওড়াগাছের) ছালের রসের সহিত তৈল পাক করিয়া নস্তরূপে প্রয়োগ করিলে, কিংবা মধুকসার (মোলবৃক্ষের সার), সজিনাফলের চূর্ণ ও অপামার্গবৃক্ষের মঞ্জরী দ্বারা নস্য গ্রহণ করিলে, সর্ব্বপ্রকার অপচীরোগ প্রশমিত হয়।

অর্ব্বুদরোগের চিকিৎসা।

অর্ব্বুদ।—প্রকুপিত বাতাদি দোষ শরীরের কোনস্থানে মাংস দূষিত করিয়া, গোলাকার, বৃহৎ, গম্ভীরমূল, কঠিন, অল্প বেদনাবিশিষ্ট ও বিলম্বে বর্দ্ধনশীল যে শোথ উৎপাদন করে, তাহাকে অর্ব্বুদ কহে। ইহা পাকে না। বায়ু, পিত্ত, কফ, রক্ত, মাংস ও মেদ, এই ছয় প্রকার দোষ-দুষ্টি অনুসারে অর্ব্বুদ ছয়প্রকার হইয়া থাকে। বাতাদি ত্রিদোষজনিত অর্ব্বুদের লক্ষণ—দোষজ গ্রন্থিরোগের ন্যায়। কুপিত দোষ, রক্ত ও শিরাকে পীড়িত এবং সঙ্কুচিত করিয়া পাক প্রাপ্ত হইলে, যে স্রাবযুক্ত মাংসাঙ্কুরব্যাপ্ত উন্নত মাংসপিণ্ড উৎপাদন করে, তাহাকে রক্তজ অর্ব্বুদ বলা যায়। ইহা হইতে নিয়তই দূষিত রক্তস্রাব হয় এবং ইহা অসাধ্য। এই অর্ব্বুদে অত্যন্ত অধিক রক্তস্রাব হইলে, রোগী পাণ্ডুবর্ণ এবং রক্তক্ষয়জনিত বিবিধ উপদ্রবে পীড়িত হয়। অতিরিক্ত মাংসভোজন দ্বারা দূষিত মাংস ব্যক্তির মুষ্টিপ্রহারাদি কারণে কোন অঙ্গ পীড়িত হইলে, দূষিত মাংসযুক্ত সেইস্থানে বেদনাশূন্য, গাত্রসমবর্ণ, প্রস্তরবৎ কঠিন, অচল ও স্নিগ্ধ শোথ উৎপাদন করে; ইহাকেই মাংসার্ব্বুদ কহে। ইহাও পাকে না এবং অসাধ্য।

অসাধ্য অর্ব্বুদ।—যে অর্ব্বুদ হইতে স্রাব নির্গত হয়, যাহা মর্ম্মস্থলে বা শিরা ধমনীতে জন্মে, যাহা অধ্যর্ব্বুদ অর্থাৎ যে অর্ব্বুদের উপরে অপর একটী অর্ব্বুদ উৎপন্ন হয় এবং যাহা দ্বিরর্ব্বুদ অর্থাৎ একস্থানে একই সময়ে

দুইটী বা একটী করিয়া একস্থলে ক্রমশঃ দুইটী যোড়াভাবে উৎপন্ন হয়, সেই সমস্ত অর্ব্বুদ অসাধ্য।

অর্ব্বুদ পাকে না কেন?—অর্ব্বুদে শ্লেষ্মা ও মেদোধাতুর আধিক্য থাকে, এবং দোষ গ্রথিত ও একত্র স্থির হইয়া থাকে, এই জন্য সকল অর্ব্বুদই স্বভাবতঃ পাকে না।

বাতজনিত অর্ব্বুদ রোগের চিকিৎসা।—বাতজনিত অর্ব্বুদ রোগে বিরেচন ও ধূম প্রয়োগ করা এবং যব ও মুগ আহার করিতে দেওয়া আবশ্যক। কর্কারুক (বড় কাঁকুড়), এর্ব্বারুক (তরমুজ), নারিকেল, পিয়াল ও এরণ্ড ইহাদের বীজ চূর্ণ করিয়া, দুগ্ধ ও ঘৃত বা জলসহ সিদ্ধ করিয়া তৈল-সহযোগে উষ্ণ অবস্থায় উপনাহ স্বেদ প্রদান করিতে হয়। সিদ্ধ মাংস অথবা বেশবার দ্বারা স্বেদ প্রয়োগ, ও নাড়ীস্বেদ প্রয়োগ করা, শৃঙ্গদ্বারা পুনঃ পুনঃ রক্তমোক্ষণ করা, এবং বাতঘ্নদ্রব্যের কাথ, দুগ্ধ বা কাঁজিসহ শতাবরী ও তেউড়ীচূর্ণ পান করিতে দেওয়া আবশ্যক।

পিত্তজনিত অর্ব্বুদ রোগের চিকিৎসা।—পিত্তজনিত অর্ব্বুদ-রোগে (আবে) মৃদু স্বেদ, উপনাহ ও বিরেচন (জোলাপ) প্রয়োগ করা আবশ্যক। যজ্ঞডুমুরের পাতা বা গোজিয়া-শাকের পাতা দ্বারা অর্ব্বুদ ঘর্ষণ পূর্ব্বক সর্জ্জরস (ধূনা), প্রিয়ঙ্গু, পত্তঙ্গ (রক্তচন্দন), লোধ, রসাঞ্জন ও যষ্টি-মধুর সূক্ষ্মচূর্ণ করিয়া মধুসহ মিশাইয়া লেপনার্থ প্রয়োগ করিবে অথবা রক্তস্রাব করিয়া, সোদাল, গোজিয়াশাক, কর্পূর ও শ্যামালতা পেষণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রলেপ প্রয়োগ করিবে; এবং শ্যামালতা, শ্বেত-অপরাজিতা, অঞ্জনকী (কালকর্পা-সিনী), দ্রাক্ষা ও সাতলা-রসের সহিত এবং যষ্টিমধুর কল্কসহ ঘৃত পাক করিয়া পান করিলে, পিত্তজনিত অর্ব্বুদরোগ ও পিত্তজনিত উদররোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

কফজনিত অর্ব্বুদরোগের চিকিৎসা।—কফজনিত অর্ব্বুদরোগে বমন বা বিরেচন দ্বারা সংশোধিত করিয়া, রক্তমোক্ষণ করা এবং যেসকল দ্রব্য দ্বারা ঊর্দ্ধ ও অধোগত দোষ সংশোধিত হয়, সেইসকল দ্রব্য পেষণ করিয়া প্রলেপরূপে প্রয়োগ করা আবশ্যক। কপোতের বিষ্ঠা, কাংস্যনীল (নীলতুঁতে), [illegible] (গেঁঠেলা), চাকুলে বা বিষলাঙ্গলিয়ার মূল ও কাকাদনীর মূল পেষণ

পূর্ব্বক গোমূত্র বা ক্ষারোদক সহযোগে মিশাইয়া প্রলেপ দিবে; ইহাতে কফজনিত অর্ব্বুদরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

ক্রিমিভক্ষিত অর্ব্বুদ।—অর্ব্বুদে ক্রিমি জন্মিলে বা মক্ষিকা লাগিলে, নিষ্পাব (শিম), পিণ্যাক (তিলকল্ক), কুলথকলাই ও প্রচুরমাত্রায় মাংস, দধির মাতের সহিত পেষণ করিয়া, প্রলেপরূপে প্রয়োগ করিবে; তাহা হইলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। অল্প অবশিষ্ট ব্রণে ক্রিমি জন্মিলে, ক্ষতস্থান অস্ত্রদ্বারা আঁচড়াইয়া, অগ্নিদগ্ধ করিবে। অর্ব্বুদ গাঢ়মূল না হইলে, ত্রপু (রাং), তামা, সীসা, বা লৌহের পাতদ্বারা বেষ্টন করিয়া, সাবধানে এমনভাবে ক্ষার, অগ্নি বা অস্ত্রপ্রয়োগ করিবে যে, যেন তাহাতে শরীরের কোন অনিষ্ট না ঘটে।

অর্ব্বুদরোগের ব্রণ-সংশোধনার্থ আস্ফোতা (হাফরমালী বা অনন্তমূল), জাতীপত্র ও করবীরপত্র দ্বারা কাথ প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিবে। ইহাতে ক্ষতস্থান উত্তমরূপে সংশোধিত হইলে, বামুনহাটী, বিড়ঙ্গ, আকনাদী ও ত্রিফলা-সহযোগে তৈল পাক করিয়া রোপণার্থ প্রয়োগ করা আবশ্যক। অর্ব্বুদ-রোগ আপনা হইতে পাকিয়া উঠিলে, ব্রণের পকাবস্থায় যে প্রকার চিকিৎসা করিতে হয়, সেইপ্রকার চিকিৎসা করিবে।

মেদোজনিত অর্ব্বুদরোগের চিকিৎসা।—মেদোজন্য অর্ব্বুদরোগের স্বেদ প্রদান করিয়া অস্ত্রদ্বারা বিদারণ করিবে; তাহার পর ক্ষতস্থান-সংশোধনে রক্তস্রাব নিবৃত্ত হইলে, ক্ষতস্থলের চর্ম্ম সেলাই করিয়া দিবে। তদনন্তর হরিদ্রা, গৃহধূম, লোধ, পত্তঙ্গ (রক্তচন্দন), মনঃশিলা ও হরিতাল চূর্ণ করিয়া, মধুসহ মিশাইয়া প্রলেপ দিবে; এবং সংশোধিত হইলে, বিদ্রধি-রোগোক্ত করঞ্জ-তৈল প্রয়োগ করা আবশ্যক।

অর্ব্বুদরোগে কিঞ্চিন্মাত্র দোষ অবশিষ্ট থাকিলে, সেই দোষ বৃদ্ধি পাইয়া পুনরায় প্রবলতর অর্ব্বুদরোগ জন্মিতে পারে; অতএব যাহাতে উহা নিঃশেষ-রূপে বিনষ্ট হয়, এরূপ চিকিৎসা করা আবশ্যক।

গলগণ্ড রোগের চিকিৎসা।

নিদান ও স্বরূপ।—বায়ু, কফ ও মেদঃ গলদেশে সঞ্চিত হইয়া, মন্যাদ্বয় অবলম্বন পূর্ব্বক, ক্রমশঃ স্ব স্ব লক্ষণযুক্ত যে গণ্ড উৎপাদন

অর্থাৎ গলদেশে যে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ শোথ মুষ্কের ন্যায় লম্বিত হয় তাহাকে গলগণ্ড কহে।

লক্ষণ।— বাতজ গলগণ্ড কৃষ্ণ বা অরুণবর্ণ, কৃষ্ণশিরাব্যাপ্ত, সূচীবেধের ন্যায় বেদনাবিশিষ্ট অথবা বেদনাহীন, কর্কশ ও বিলম্বে বর্দ্ধনশীল। ইহা পাকে না, অথবা কালান্তরে ইহাতে মেদঃ সঞ্চিত হইলে, পরিপুষ্ট হইয়া দৈবাৎ কখনও পাকিয়া উঠে। ইহাতে রোগীর মুখের বিরসতা এবং তালু ও গলায় শোষ হইয়া থাকে। কফজনিত গলগণ্ড গাত্রসমবর্ণ, কঠিন, শীতলস্পর্শ, এবং অল্পবেদনা ও উগ্রকণ্ডূবিশিষ্ট। ইহা অতি বিলম্বে বর্দ্ধিত হয় এবং কদাচিৎ পাকিয়া উঠে। এই রোগে রোগীর মুখে মধুরতা, এবং তালু ও গলদেশ শ্লেষ্মলিপ্ত হইয়া থাকে। মেদোজনিত গলগণ্ড পাণ্ডুবর্ণ, মৃদুস্পর্শ, স্নিগ্ধ, দুর্গন্ধবিশিষ্ট, বেদনাশূন্য ও অতিশয় কণ্ডূযুক্ত হয়। অলাবুর ন্যায় ইহার মূলভাগ সূক্ষ্ম হয় ও গলদেশে লম্বিত হইয়া থাকে। দেহের হ্রাসবৃদ্ধির সহিত ইহারও হ্রাসবৃদ্ধি হয়। ইহাতে রোগীর মুখ স্নিগ্ধ হয় এবং গলমধ্যে নিত্য একপ্রকার অব্যক্ত শব্দ হয়।

অসাধ্য লক্ষণ।— গলগণ্ড-রোগীর শ্বাসনির্গমে কষ্টবোধ হইলে, সর্ব্বগাত্র মৃদু হইলে, শরীর ক্ষীণ হইলে, অরুচি ও স্বরভেদ হইলে, এবং রোগ এক বৎসর অতিক্রম করিলে, সেই গলগণ্ড অসাধ্য হয়।

বাতজ গলগণ্ডরোগের চিকিৎসা।—বাতজনিত গলগণ্ড রোগে প্রথমতঃ কাঁজি, গোমূত্রাদি নানাপ্রকার মূত্র, উষ্ণদুগ্ধ, তৈল ও মাংস সংযোগে বাতনাশক গাছের পল্লবের কাথ দ্বারা নাড়ীস্বেদ দেওয়া কর্ত্তব্য, এবং তদনন্তর স্রাবিত করিয়া স্বেদ প্রদান করিবে। ক্ষতস্থান সংশোধিত হইলে, শণবীজ, মসিনা, মূলার বীজ, সজিনাবীজ, সুরাবীজ, পিয়াল-মজ্জা ও তিল একত্র পেষণ করিয়া প্রয়োগ পূর্ব্বক বন্ধন করিবে। কালা (কালিয়াকড়া), গুলঞ্চ, সজিনা-ছাল, পুনর্নবা, আকন্দ, গজাদিনামা (গজ-পিপুল), করহাট (মদনফল), কুড়, এবৈষিকা (আকন্দীলতা), বৃক্ষক (কুড়চিছাল) ও তিল্বক (লোধ) পুনঃ পুনঃ প্রলেপরূপে প্রয়োগ করা আবশ্যক।

অমৃতা (গুলঞ্চ), নিমছাল, হংসাহ্বয়া (হংসপদীলতা, গোয়ালিয়ালতা), বৃক্ষক (কুড়চিছাল), পিপুল, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে ও দেবদারু, এইসকল দ্রব্যসহ তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে, গলগণ্ডরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

কফজনিত গলগণ্ডরোগের চিকিৎসা।—কফজনিত গলগণ্ড-রোগে স্বেদ প্রদান পূর্ব্বক অস্ত্রদ্বারা ভেদ করিয়া স্রাবিত করিতে হয়। তদনন্তর অজগন্ধা (বনযমানী), অতিবিষা (আতইচ), বিশল্যা (অগ্নিশিখাবৃক্ষ), বিষাণিকা (মেঢ়াশৃঙ্গী), কুড়, শুকাহ্বয়া (শুঁয়াঠোঁটী) ও গুঞ্জা (কুঁচ), এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া, পলাশ-ভস্মোদকসহ পেষণ পূর্ব্বক উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দেওয়া কর্ত্তব্য।

সৈন্ধবাদি পঞ্চলবণ ও পিপ্পল্যাদিগণের কাথ সহযোগে তৈলপাক করিয়া প্রয়োগ করিলে, কফজনিত গলগণ্ডরোগ বিদূরিত হইয়া থাকে।

৮১ নং চিত্র।

বাতজ ও কফজ গলগণ্ডরোগে বস্তি, শিরোবিরেচন, বিরেচক ধূম ও পাকাইবার ঔষধ প্রয়োগ করিলে, উপকার হইয়া থাকে। সর্ব্বপ্রকার গলগণ্ড রোগে গোমূত্রভাবিত ও মধুসংযুক্ত ত্রিকটু, যবান্ন, মুগের যূষ, এবং আদা, পলতা ও নিমপাতার যূষসহ খাদ্যদ্রব্যসকল বিশেষ উপকারক।

মেদোজনিত গলগণ্ডরোগের চিকিৎসা।—মেদোজনিত গল-গণ্ড-রোগীকে স্নিগ্ধ করিয়া, যথানিয়মে শিরা বিদ্ধ করা আবশ্যক, এবং তৎপরে শ্যামা (ভেউড়ী), সুধা (মনসাসীজ), লৌহপুরীষ (লৌহমল, মণ্ডুর), দন্তীমূল ও রসাঞ্জন একত্র জলসহ বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে। অথবা সালসারাদি বৃক্ষের সারচূর্ণ গোমূত্রসহ মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে সেবন করিতে দিবে; কিংবা অস্ত্রদ্বারা বিদারণ পূর্ব্বক মেদসকল নিঃসারিত করিয়া সেলাই করিবে; অথবা

মজ্জা, ঘৃত, মেদ ও মধু-সহযোগে বিশেষরূপে দগ্ধ করিয়া, ক্ষতস্থানে ঘৃত ও মধু প্রয়োগ করিবে। তৎপরে কাসীস (হীরাকস), তুঁতে ও গোরোচনাচূর্ণ একত্র প্রয়োগ করিলে, বা তৈলদ্বারা অভ্যক্ত করিয়া, তথায় কালসারভস্ম (কলস্বা কাষ্ঠের ছাই) ও গোময় ভস্ম (ঘুঁটের পাঁশ) প্রয়োগ করিলে, কিংবা নিত্য ত্রিফলার কাথ পান করিলে, অথবা গাঢ়রূপে বন্ধন করিলে, বা যব ভক্ষণ করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

৮২ নং চিত্র।

একাদশ অধ্যায়।

বৃদ্ধি (অন্ত্রবৃদ্ধি, একশিরা ও কুরণ্ড), উপদংশ (গরমি) ও শ্লীপদ (গোদ) রোগের চিকিৎসা।

নিদান ও স্বরূপ।—বায়ু, পিত্ত, কফ, রক্ত, মেদ, মূত্র ও অন্ত্র এই সাতটী কারণে সাতপ্রকার বৃদ্ধিরোগ হয়। তন্মধ্যে মূত্রজ ও অন্ত্রজ বৃদ্ধি অন্য কারণজাত হইলেও, বায়ুই ইহাদের উৎপাদক কারণ। ইহাদের অন্যতম কোন

একটী দোষ বর্দ্ধিত হইয়া ফলকোষবাহিনী ধমনী আশ্রয় করিলে, কোষদ্বয়ের বৃদ্ধি হইয়া থাকে; ইহাকেই বৃদ্ধিরোগ কহে।

পূর্ব্বরূপ।—বস্তি, কটী, অণ্ডকোষ ও লিঙ্গে বেদনা, বায়ুর অনির্গম, এবং বীজকোষের শোথ, এই কয়েকটী লক্ষণ বৃদ্ধিরোগ প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বে লক্ষিত হইয়া থাকে।

লক্ষণ।—বাতজ বৃদ্ধি, বায়ুপূর্ণ বস্তির ন্যায় আধ্মাত (স্ফীত) ও কর্কশ হয়, এবং অকারণে বিবিধ বাতবেদনা প্রকাশ করে। পিত্তজ বৃদ্ধি—পক্ক যজ্ঞডুমুর ফলের ন্যায় শীঘ্র পাকে, এবং তাহা জ্বর, দাহ ও সন্তাপযুক্ত। কফজ বৃদ্ধি কঠিন, শীতলস্পর্শ, অল্পবেদনাযুক্ত ও কণ্ডুবিশিষ্ট। রক্তজ বৃদ্ধি কৃষ্ণবর্ণ স্ফোটকব্যাপ্ত ও পিত্তজ বৃদ্ধির লক্ষণযুক্ত। মেদোজ বৃদ্ধি মৃদুস্পর্শ, স্নিগ্ধ, কণ্ডু ও অল্পবেদনা এবং তালফলের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট। সর্ব্বদা মূত্রবেগ ধারণ করিলে, মূত্রজ বৃদ্ধিরোগ জন্মে। ইহাতে অণ্ডে ও কোষে বেদনা জন্মে, গমনকালে অণ্ডকোষ জলপূর্ণ ভিস্তির ন্যায় ক্ষুব্ধ হয় এবং মূত্রত্যাগকালে কষ্ট ও বেদনাবোধ হয়।

অন্ত্রবৃদ্ধি।—ভারবহন, বলবান্ জন্তুর সহিত যুদ্ধাদি, বৃক্ষের উচ্চস্থান হইতে পতন ও অতিরিক্ত পরিশ্রম, প্রভৃতি কারণে বায়ু অতি বর্দ্ধিত ও প্রকুপিত হইয়া স্থূলান্ত্রের একদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক অধোগত হইয়া বঙ্ক্ষণসন্ধিতে (কুঁচকিতে) গ্রন্থিরূপে সঞ্চিত হয়। তৎকালে প্রতিকার না হইলে, বায়ু ক্রমশঃ ফলকোষে প্রবিষ্ট হইয়া, অণ্ডকোষে আধ্মাত বস্তির ন্যায় স্ফীত ও দীর্ঘ শোথ উৎপাদন করে। পীড়ন করিলে বায়ু শব্দের সহিত ঊর্দ্ধে উদ্‌গত হয়, এবং পীড়ন না করিলে, পুনর্ব্বার তাহা অধোগত হইয়া আইসে। ইহাকেই অন্ত্রবৃদ্ধি কহে।

অসাধ্য।— এই সাতপ্রকার বৃদ্ধিরোগের মধ্যে অন্ত্রবৃদ্ধি রোগ অসাধ্য।

বৃদ্ধিরোগে নিষেধ।— অন্ত্রবৃদ্ধি ব্যতীত অপর যে ছয়প্রকার বৃদ্ধিরোগ উৎপন্ন হয়, তাহাতে অর্থাৎ বাতজ, পিত্তজ, কফজ, রক্তজ, মেদোজ ও মূত্রজ এই ছয়প্রকার বৃদ্ধিরোগে অশ্বগজাদিতে আরোহণপূর্ব্বক গমন, ব্যায়াম (অতিরিক্ত পরিশ্রম), মৈথুন, বেগনিগ্রহ অর্থাৎ মলমূত্রাদির বেগধারণ, অত্যাসন (অতিরিক্ত উপবেশন), চংক্রমণ (ভ্রমণ), উপবাস ও গুরুপাক দ্রব্য ভোজন নিষিদ্ধ।

বাতজ বৃদ্ধিরোগের চিকিৎসা।—বাতজন্য বৃদ্ধিরোগ প্রথমতঃ ত্রিবৃতাদি ঘৃত বা তৈলদ্বারা রোগীকে স্নিগ্ধ করিয়া, স্বেদপ্রদান পূর্ব্বক যথো-

নিয়মে বিরেচন প্রয়োগ করা, অথবা রোগীকে কোষাম্র (কেওড়া), তিল্বক (লোধ) ও এরণ্ড তৈল, এইসকল পদার্থ পান করিতে দেওয়া আবশ্যক। এরণ্ড তৈল ও দুগ্ধ একত্র করিয়া একমাস পর্য্যন্ত রোগীকে পান করিতে দিলেও উপকার দর্শে। তদনন্তর বাতঘ্ন দ্রব্যের কাথ বা কল্কদ্বারা নিরূহবস্তি প্রয়োগ পূর্ব্বক মাংস-রসসহযোগে অন্ন আহার করিতে দেওয়া উচিত। তৎপরে যষ্টিমধুসহযোগে তৈল পাক করিয়া বৃদ্ধিস্থানে মর্দ্দনার্থ প্রয়োগ করিবে। এবং স্নেহদ্বারা উপনাহ-স্বেদ ও বাতঘ্ন প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। অথবা কোষের সেবনীস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক দগ্ধ করিয়া পাকাইবে, এবং পাকিলে অস্ত্র দ্বারা বিদারণ পূর্ব্বক যথানিয়মে অর্থাৎ দ্বিব্রণীয়োক্ত বিধিমতে সংশোধন ও রোপণ করিবে।

পিত্তজ বৃদ্ধিরোগের চিকিৎসা।—পিত্তজনিত বৃদ্ধিরোগে অপক্কাবস্থায় পিত্তজ গ্রন্থিরোগের ন্যায় চিকিৎসা, এবং পিত্তজনিত বৃদ্ধিরোগ পক্ক হইলে, অস্ত্রদ্বারা বিদারণ পূর্ব্বক সংশোধনার্থ মধু ও ঘৃত প্রয়োগ করা আবশ্যক; এবং ক্ষতস্থল সংশোধিত হইলে, রোপণার্থ দ্বিব্রণীয়োক্ত কল্কাদিসহ পাক করা তৈল ও সেই সকল কল্ক প্রয়োগ করিতে হয়।

রক্তজ বৃদ্ধিরোগের চিকিৎসা।—রক্তজনিত বৃদ্ধিরোগে জলৌকা দ্বারা রক্তমোক্ষণ অথবা শর্করা ও মধুসহযোগে বিরেচন প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য; এবং অপক্ক ও পক্ক উভয়বিধ রক্তজ বিদ্রধিতেই পিত্তজনিত গ্রন্থিরোগের ন্যায় চিকিৎসা করা আবশ্যক।

কফজনিত বৃদ্ধিরোগের চিকিৎসা।—কফজনিত বৃদ্ধিরোগে গোমূত্রসহ পিষ্ট প্রলেপ উষ্ণ করিয়া, বৃদ্ধিস্থানে প্রয়োগ করা এবং গোমূত্রের সহিত দেবদারু কাষ্ঠের কাথ পান করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। অথবা বিম্লাপন (বসাইয়া দেওয়া) ব্যতীত কফজ গ্রন্থির ন্যায় চিকিৎসা করিতে হয়। বিবৃদ্ধ স্থান পাকিয়া উঠিলে, অস্ত্রদ্বারা বিদারণ করিয়া, জাতীপত্র, ভেলা, আঙ্কোঠ ও ছাতিম সহযোগে তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে, ক্ষত শোধিত হয়।

মেদোজ বৃদ্ধিরোগের চিকিৎসা।—মেদোজনিত বৃদ্ধিরোগে প্রথমতঃ স্বেদ প্রদান পূর্ব্বক তৎপরে সুরসাদিগণের দ্রব্যসকল পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। অথবা বিরেচন দ্রব্যসমূহ গোমূত্রসহ বাটিয়া গরম করিয়া, [illegible]স্থানে প্রলেপ দেওয়া আবশ্যক।

অস্ত্র-প্রয়োগ।—কোষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, স্বেদ দিয়া বস্ত্র দ্বারা বেষ্টন পূর্ব্বক রোগীকে আশ্বাসিত করিবে; এবং অণ্ডকোষদ্বয় ও সেবনী সাবধানে রক্ষা করিয়া, বৃদ্ধিপত্রনামক অস্ত্র দ্বারা ছেদনপূর্ব্বক মেদসকল বাহির করিয়া ফেলিবে। তৎপরে উহাতে হীরাকস ও সৈন্ধব লবণ প্রয়োগ পূর্ব্বক বন্ধন করিবে। তাহার পর বিশেষ প্রকারে সংশোধিত হইলে, মনঃশিলা, হরিতাল, সৈন্ধব লবণ ও ভল্লাতকসহ তৈল পাক করিয়া, ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করিলে, তাহা সত্বর পূরিয়া উঠে।

মূত্রজনিত বৃদ্ধিরোগে অস্ত্র-চিকিৎসা।- মূত্রজনিত বৃদ্ধিরোগে প্রথমতঃ স্বেদ প্রদান করিয়া বস্ত্রদ্বারা বাঁধিয়া, এবং সেবনীর পার্শ্বদেশের অধোভাগে ব্রীহিমুখনামক অস্ত্রদ্বারা বিদ্ধ করিয়া, তন্মধ্যে দ্বিমুখ নল বসাইয়া সঞ্চিত জল স্রাবিত করিয়া ফেলিবে। জল বিশেষরূপে বাহির হইলে, নলটী নিঃসারিত করিয়া, স্থগিকা বন্ধন স্থাপন করিবে, এবং ক্ষতস্থল সংশোধিত হইলে, রোপণার্থ তৈলাদি প্রয়োগ করিবে।

অন্ত্রবৃদ্ধিরোগের চিকিৎসা।—অন্ত্রবৃদ্ধি-রোগ অসাধ্য বলিয়া বোধ করিবে। তবে, যে অন্ত্রবৃদ্ধি কোষ্ঠমধ্যে প্রবিষ্ট হয় নাই, তাহাতে বাতজনিত বৃদ্ধিরোগের ন্যায় চিকিৎসা করা আবশ্যক। অন্ত্রবৃদ্ধি বঙ্ক্ষণদেশে আশ্রয় করিলে, অর্দ্ধচন্দ্রমুখ শলাকা দ্বারা তাহা দগ্ধ করিবে; তাহা হইলে অন্ত্র বৃদ্ধি পাইয়া আর কোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। কোষপ্রাপ্ত অন্ত্রবৃদ্ধি আরোগ্য করিতে পারা যায় না। দক্ষিণ বা বাম,—যে ভাগের কোষ বর্দ্ধিত হয়, তাহার বিপরীত ভাগের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মধ্যস্থিত ত্বক্ ভেদ করিয়া দগ্ধ করা আবশ্যক। বাতজ ও কফজ অন্ত্রবৃদ্ধিরোগও এইরূপ চিকিৎসায় নিবারিত হয়, এবং ইহাতে স্নায়ুচ্ছেদ করিলেও উপকার দর্শে।

যে দিকের কোষ বর্দ্ধিত হয়, সেই দিকে বা তাহার বিপরীত দিকে শঙ্খদেশের উপরিভাগে ও কর্ণের অন্তে সেবনী পরিত্যাগ পূর্ব্বক অস্ত্রদ্বারা শিরা বিদ্ধ করিলে, অন্ত্রবৃদ্ধিরোগ প্রশমিত হয়।

উপদংশ-রোগের চিকিৎসা।

নিদান।- অতিমৈথুন করিলে, অথবা একবারে স্ত্রী-সহবাস না করিলে, কিংবা ব্রহ্মচারিণী, বহুকাল পুরুষ সংসর্গহীনা, রজস্বলা, যোনিমধ্যে দীর্ঘ বা কর্কশ

লোমবিশিষ্ট, সূক্ষ্মযোনি, অধিক বিস্তৃত যোনি, অনভিলষিতা, অপবিত্র জলদ্বারা ধৌতযোনি, অধৌতযোনি, রোগগ্রস্তযোনি বা স্বভাবতঃ দূষিত যোনি রমণীর অত্যন্ত সংসর্গ করিলে, অথবা যোনি ভিন্ন অন্যছিদ্রে মৈথুন করিলে, এবং নখদন্ত-হস্তাদির পীড়ন, কিংবা বিষ ও শূক প্রভৃতির স্পর্শ ঘটিলে, পশ্বাদি মৈথুন করিলে, কদর্য্য জলে লিঙ্গ ধৌত করিলে, মৈথুনান্তে ধৌত না করিলে, কিংবা শুক্র ও মূত্রের বেগ ধারণ করিলে, কুপিত দোষ লিঙ্গে উপস্থিত হইয়া, ক্ষত বা অক্ষত স্থানে শোথ (স্ফোটক) উৎপাদন করে, ইহাকেই উপদংশরোগ কহে।

লক্ষণ।—উপদংশ পাঁচপ্রকার:—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক ও রক্তজ। বাতজ উপদংশে শরীরের কর্কশতা, ত্বকের স্ফুটন (ফাটা ফাটা), লিঙ্গের স্তব্ধতা, কর্কশ স্ফোটক এবং তাহাতে নানাপ্রকার বায়ুজনিত বেদনা হইয়া থাকে। পৈত্তিক উপদংশে জ্বর, পক্ব ডুমুরের ন্যায় স্ফোটক, তাহাতে তীব্র দাহ, শীঘ্র পাক এবং পিত্তজনিত বিবিধ বেদনা হয়। কফজ উপদংশের স্ফোটক কঠিন ও স্নিগ্ধ, কণ্ডুবিশিষ্ট এবং শ্লেষ্মজনিত বিবিধ বেদনাজনক হয়। রক্তজ উপদংশে কৃষ্ণবর্ণের স্ফোটক, তাহা হইতে অত্যন্ত রক্তস্রাব, বিবিধ পিত্তবেদনা, এবং জ্বর, দাহ ও শোষ হয়। ইহা অসাধ্য ব্যাধি, কদাচিৎ যাপ্য হইয়া থাকে। সান্নিপাতিক উপদংশে পূর্ব্বোক্ত ত্রিদোষসমূহের লক্ষণ লক্ষিত হয়; ইহাতে লিঙ্গ বিদীর্ণ হইয়া যায়, ক্ষতস্থানে ক্রিমি জন্মে এবং পরিশেষে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে।

সাধ্য উপদংশরোগের চিকিৎসা।—উপদংশরোগ সাধ্য হইলে, রোগীকে প্রথমতঃ স্নেহ ও স্বেদপ্রদান পূর্ব্বক শিশ্নের মধ্যস্থিত শিরা বিদ্ধ করা আবশ্যক। অনন্তর বমন ও বিরেচন দ্বারা শরীরের উর্দ্ধ ও অধোভাগস্থিত দোষসমূহ দূর করিতে হয়। দেহস্থিত দোষ দূরীভূত হইলে, সদাই বেদনা ও শোথ প্রশমিত হইয়া থাকে। রোগী দৌর্ব্বল্য বশতঃ বিরেচন সহ্য করিতে না পারিলে, অথচ রোগ অত্যন্ত প্রবল হইলে, রোগীকে নিরূহবস্তি প্রয়োগ করা আবশ্যক।

বাতজ উপদংশের চিকিৎসা।—পুণ্ডরিয়া কাষ্ঠ, যষ্টিমধু, বর্ষাভূ (পুনর্নবা) কুড়, দেবদারু, সরলা (তেউড়া), অগুরুকাষ্ঠ ও রাস্না এইসকল দ্রব্য সমানভাগে লইয়া পেষণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রলেপ দিবে; ইহাতে বাতজ উপদংশরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

নিচুল (বেতস), এরণ্ডবীজ, যব ও গোধূমের ছাতু একত্র পেষণপূর্ব্বক ঘৃতসহ মিশাইবে এবং ঈষদুষ্ণ করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিবে। ইহাতে বাতজ উপদংশরোগ প্রশমিত হয়।

পিত্তজ উপদংশ।—পূর্ব্বোক্ত পুণ্ড্রিয়াকাষ্ঠ প্রভৃতি দ্রব্যসমূহের পরিষেক, পদ্ম, উৎপল, মৃণাল, সর্জ্জ, অর্জ্জুনছাল, বেতসছাল ও যষ্টিমধু, এই-সকল দ্রব্য বাঁটিয়া ঘৃতসহ মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে, পিত্তজ উপদংশরোগ নিবারিত হয়।

ঘৃত, দুগ্ধ, ইক্ষুরস, মধু ও জল, অথবা বটাদিবৃক্ষের শীতল ক্বাথ সেবন করিলে পিত্তজনিত উপদংশরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

কফজ উপদংশরোগের চিকিৎসা।—শাল, অশ্বকর্ণ (বৃক্ষবিশেষ) অজকর্ণ ও ধব, এইসকল বৃক্ষের ছাল সুরাসহ বাঁটিয়া, তৈলসহ মিশ্রিত করিবে এবং গরম করিয়া প্রলেপরূপে ব্যবহার করিবে; ইহাতে কফজনিত উপদংশরোগ বিদূরিত হইয়া থাকে।

রজনী (হরিদ্রা), আতইচ, মুথা, সরলা (তেউড়ী), দেবদারুকাষ্ঠ, তেজ-পত্র, পাঠা (আকনাদী) ও পত্তুর (শালিঞ্চশাক), এইসকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপরূপে প্রয়োগ করিলে পিত্তজনিত উপদংশরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

সুরসাদিগণের ক্বাথ ও আরগ্বধাদিগণের ক্বাথ দ্বারা পরিষেচন করিলে, কফ-জনিত উপদংশরোগ নিবারিত হয়। এইপ্রকারে সংশোধন, আলেপন, প্রসেক ও শোণিত-মোক্ষণাদি পূর্ব্বোক্তরূপে সূত্রস্থানানুসারে প্রয়োগ করিয়া চিকিৎসা করিলে অপক্ব উপদংশরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

পক্ব উপদংশরোগের চিকিৎসা।—উপদংশ যাহাতে পাকিতে না পারে, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। কারণ শিরা, স্নায়ু, ত্বক্ ও মাংস বিদগ্ধ অর্থাৎ অত্যন্ত পাকিয়া পচিতে আরম্ভ হইলে, ধ্বজ (লিঙ্গ) ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। পক্ব উপদংশ শীঘ্র অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া, দূষিত রক্তপূযাদি নিঃসৃত করিয়া ফেলিবে। অনন্তর তিল, ঘৃত ও মধু একত্র পেষণ করিয়া, ক্ষতস্থলে প্রলেপরূপে প্রয়োগ করিবে। করবীরপাতা, জাতীপত্র, সোঁদালপাতা, গণিয়ারীপাতা ও আকন্দপাতা,—ইহাদের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা ক্ষতস্থান প্রত্যহ ধৌত

করিবে। সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা, গিরিমাটী, তুঁতে, পুষ্পাঞ্জন, কাসীস (হীরাকস), সৈন্ধবলবণ, লোধ, রসাঞ্জন, দারুহরিদ্রা, হরিতাল, মনঃশিলা, রেণুকা ও এলাইচ, এইসকল দ্রব্য সূক্ষ্মরূপে চূর্ণ করিয়া মধুসহযোগে প্রয়োগ করিলে, উপদংশরোগ বিদূরিত হইয়া থাকে।

জামপাতা, আমপাতা, জাতীপত্র, নিমপাতা, শ্বেতপত্র (শ্বেতআকন্দ), কাম্বোজিকা পত্র (মাষপর্ণীর পাতা), শল্লকীছাল, বদরীছাল, বেলমূলের ছাল, পলাশবৃক্ষের ছাল, তিনিশবৃক্ষের ছাল, বটাদি-ক্ষীরিবৃক্ষের ছাল, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া, এইসকল দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়া, তদ্দ্বারা ক্ষত ধৌত করিবে; এইসকল দ্রব্যে কষায় এবং গজিয়াশাক, বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু, ও সর্ব্বগন্ধের কল্ক সহযোগে তৈল প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিবে; ইহাতে সর্ব্বপ্রকার উপদংশরোগের ক্ষত পাকিয়া উঠে।

স্বর্জ্জিকা (সাচীক্ষার), তুঁতে, হীরাকস, শৈলজ, রসাঞ্জন ও মনছাল; এই সকল দ্রব্য সমানভাগে গ্রহণপূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া প্রয়োগ করিবে। ইহাতে উপদংশজনিত ব্রণ (ঘা) এবং বিসর্প ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়া নিবারিত হইয়া থাকে।

গুন্দ্রা (শরকাণ্ড) ভস্ম, হরিতাল ও মনছাল চূর্ণ করিয়া প্রয়োগ করিলে, উপদংশজনিত বিসর্প বিদূরিত হয়।

মার্কব (ভৃঙ্গরাজ), হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, দন্তীমূল, তাম্রচূর্ণ এবং লৌহচূর্ণ একত্র মিশাইয়া প্রয়োগ করিলে, উপদংশরোগ শীঘ্রই নিবারিত হইয়া থাকে।

দ্বন্দ্বজ ও ত্রিদোষজ উপদংশের চিকিৎসা।—বাতপৈত্তিকাদি দ্বিদোষজাত উপদংশরোগ প্রত্যাখ্যান পূর্ব্বক চিকিৎসা করা আবশ্যক; কারণ উহা আরোগ্য হইবে কিনা সন্দেহ। দ্বিদোষজ উপদংশরোগে চিকিৎসা করিতে হইলে, রোগীর ও রোগের দোষ ও বলাবল বিবেচনা করিয়া, দুই দোষের মিলিত চিকিৎসা করিতে হয়। ত্রিদোষজ উপদংশেরও এইপ্রকার ব্যবস্থা ও চিকিৎসা করা আবশ্যক।

ত্রিদোষজ উপদংশরোগের চিকিৎসা পুনর্ব্বার বিশেষরূপে বলা যাইতেছে। ইহাতে দূষিত ব্রণচিকিৎসার প্রক্রিয়া অবলম্বন করিবে। লিঙ্গের যে পর্য্যন্ত স্থান পতিত হইবে, অর্থাৎ ক্ষত হইয়া পচিয়া যাইবে, অস্ত্রদ্বারা ততদূর পর্য্যন্ত ছেদন

করিবে; পশ্চাৎ জাম্বোষ্ঠ নামক শলাকা অগ্নিসংযোগে লালবর্ণ করিয়া অবশিষ্ট ক্ষতস্থান দগ্ধ করিবে। তদনন্তর সম্যক্ প্রকারে দগ্ধ হইলে, মধু ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিবে; ক্ষতস্থান সম্পূর্ণরূপে সংশোধিত হইলে, উপযুক্ত কল্ক বা তৈল প্রয়োগ করিয়া ক্ষতপূরণ করিবে।

শ্লীপদরোগের চিকিৎসা।

স্বরূপ।—কুপিত বায়ু, পিত্ত ও কফ অধোগত হইয়া, বঙ্ক্ষণ, জানু ও জঙ্ঘায় অবস্থান পূর্ব্বক কালান্তরে ক্রমশঃ পদদেশে শোথ উৎপাদন করে। ইহাকেই শ্লীপদ রোগ কহে। শ্লীপদ তিনপ্রকার:—বাতজ, পিত্তজ, ও কফজ। বাতজ শ্লীপদ কর্কশ, কৃষ্ণবর্ণ, খরখরে ও স্ফুটিত (ফাটা ফাটা) হয়, এবং অকারণে তাহাতে বায়ুজনিত যন্ত্রণা উপস্থিত হইয়া থাকে। পিত্তজ শ্লীপদ ঈষৎ পীতবর্ণ ও অল্প মৃদু। ইহাতে জ্বর ও দাহ হয়। শ্লেষ্মজ শ্লীপদ শ্বেতবর্ণ, স্নিগ্ধ, অল্প-বেদনাযুক্ত ভার এবং বড় বড় গ্রন্থিবৎ কণ্টকদ্বারা ব্যাপ্ত হয়।

অসাধ্য লক্ষণ।—যে শ্লীপদ একবৎসর অতিক্রম করে, যাহার উপরে বৃহৎ বল্মীক জন্মে এবং যাহা হইতে স্রাব নির্গত হয়, সেইসকল শ্লীপদ অসাধ্য।

শ্লীপদের স্থান।—পূর্ব্বোক্ত তিনপ্রকার শ্লীপদেই কফের আধিক্য থাকে; যেহেতু কফ ব্যতীত অন্য কোন দোষ হইতে গুরুত্ব ও মহত্ত্ব উৎপন্ন হইতে পারে না। যেসকল দেশে বদ্ধ পুরাতন জলের আধিক্য এবং যেসকল দেশ সকল ঋতুতেই শীতল, সেই সকল দেশেই শ্লীপদরোগ অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। পদদ্বয় ও হস্তদ্বয়—এই উভয় অবয়বে শ্লীপদ জন্মে। কেহ কেহ বলেন, কর্ণ, চক্ষু, নাসিকা এবং ওষ্ঠেও শ্লীপদ হইতে পারে।

বাতজ শ্লীপদ (গোদ) রোগের চিকিৎসা।—বাতজ শ্লীপদ (গোদ) রোগে প্রথমতঃ রোগীকে স্নেহ ও স্বেদ প্রদান পূর্ব্বক গুল্‌ফদেশের (গোড়ালীর) উপরিভাগে চারি অঙ্গুলি অন্তরে শিরা বিদ্ধ করা আবশ্যক; তৎপরে রোগীর দেহ সুস্থ হইলে বস্তিক্রিয়া প্রয়োগ করিতে হয়। রোগীকে একমাস পর্য্যন্ত গোমূত্রের সহিত এরণ্ড তৈল পান করিতে দিবে। রোগীকে শুণ্ঠীসিদ্ধ দুগ্ধের সহিত অন্ন আহার করিতে দেওয়া আবশ্যক; এবং ত্রৈবৃত ঘৃত বা ত্রৈবৃত তৈল সেবন করিতে দিবে ও অগ্নি দ্বারা শ্লীপদ দগ্ধ করিবে।

পিত্তজ শ্লীপদরোগের চিকিৎসা।—পিত্তজ শ্লীপদরোগে গুল্ফ দেশের (গোড়ালীর) অধোভাগে চারি অঙ্গুলি অন্তর শিরা বিদ্ধ করিবে। ইহাতে পিত্তজনিত অর্ব্বুদ ও পিত্তজ বিসর্পরোগের ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

কফজ শ্লীপদরোগের চিকিৎসা।—কফজ শ্লীপদরোগে ক্ষিপ্র নামক মর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের চারি অঙ্গুলি অন্তর শিরা বিদ্ধ করিবে, অথবা রোগীকে কফঘ্ন দ্রব্যের ক্বাথ মধুসহযোগে পুনঃ পুনঃ পান করাইবে।

গোমূত্র অথবা অন্য কোন হিতকর দ্রব্যসহ হরীতকী পেষণ করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

কট্‌কী, গুলঞ্চ, বিড়ঙ্গ, শুণ্ঠী, দেবদারু ও চিতামূল, এইসকল দ্রব্য একত্র বাঁটিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে, অথবা দেবদারু ও চিতা একত্র বাঁটিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে, কফজ শ্লীপদরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

মরিচ, বিড়ঙ্গ, আকন্দ, শুণ্ঠী, চিতা, দেবদারু, এলবালুকা ও সৈন্ধবাদি পঞ্চবিধ লবণ সহযোগে তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে, এবং যবান্ন আহার করিতে দিবে; ইহাতে সর্ব্বপ্রকার শ্লীপদরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। রোগী সর্ষপ-তৈল পান করিলেও, সর্ব্বপ্রকার শ্লীপদরোগ বিদূরিত হইয়া থাকে। কিংবা পূতিকরঞ্জের পত্রের রস উপযুক্তমাত্রায় পান করিবে, অথবা পুত্রজীব-কের (জিয়াপুতার) রস উপযুক্তপরিমাণে পান করাইবে, কিংবা কেবুককন্দের (কেঁউগাছের মূলের) রস পাকিম (বিট্‌লবণ)-চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে।

কাকাদনী, কাকজঙ্ঘা, বৃহতী, কণ্টকারী, কদম্বপুষ্পী (মুণ্ডিরী), মান্দারী (পালিদামান্দার), লম্বা (তিৎলাউ), শুকনাসা (শোণা), মদন ও শুঁয়াঠোটী, ইহাদের ভস্ম, ক্ষারপ্রস্তুত বিধানানুসারে গোমূত্রে স্রাবিত করিয়া তাহাতে কাকডুমুরের রস, মদনফলের ক্বাথ ও শুঁয়াঠোটীর স্বরস প্রক্ষেপ করিবে, এবং উপযুক্তপরিমাণে তাহা সেবন করিতে দিবে। ইহাদ্বারা শ্লীপদ, অপচী, গলগণ্ড, গ্রহণীরোগ, অগ্নিমান্দ্য ও সর্ব্বপ্রকার বিষদোষ বিদূরিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যসহযোগে তৈল পাক করিয়া নস্য ও অভ্যঙ্গরূপে প্রয়োগ করিলেও পূর্ব্বোক্ত সর্ব্ববিধ ব্যাধি ও দুষ্টব্রণ আরোগ্য হইয়া থাকে।

দ্রবন্তী, তেউড়ী, দন্তী, নীলী, বৃদ্ধদারক, সপ্তলা ও শঙ্খিনী, ইহাদিগকে দগ্ধ করিয়া, গোমূত্রদ্বারা যথাবিধি স্রাবিত করিবে। ত্রিফলাকাথের সহিত এই ক্ষার পান করিলে, পূর্ব্বোক্ত উপকারসমূহ পাওয়া যায়।

দ্বাদশ অধ্যায়।

মূঢ়গর্ভরোগের চিকিৎসা।

নিদান।—মৈথুন, শকটাদি যান, অশ্বাদি বাহন, অধিক পথ-পর্য্যটন, স্খলন (হোঁচটলাগা), পতন, পীড়ন, দৌড়ান, অভিঘাত, বিষম শয্যা, বিষম আসন, উপবাস, মল-মূত্রাদির বেগরোধ; অতিশয় রুক্ষ, কটু ও তিক্ত পদার্থ ভোজন; শাক ও অতিক্ষার দ্রব্য সেবন; এবং অতিসার, বমন, বিরেচন, হিন্দোলন, অজীর্ণ ও গর্ভপাতন প্রভৃতি কারণে আঘাতজন্য বৃন্তচ্যুত ফলের ন্যায় গর্ভবন্ধন মুক্ত হইয়া যায়। তখন সেই গর্ভ গর্ভাশয় অতিক্রম করিয়া, প্লীহা ও অন্ত্র-বিবরের সহিত কোষ্ঠমধ্যে অজস্র সঙ্ক্ষোভ উৎপাদন করে। ঐরূপ জঠর-সঙ্ক্ষোভ হওয়ায়, অপান-বায়ু মূঢ় (স্তব্ধ) হইয়া, পার্শ্ব, বস্তি-শিরঃ, উদর ও যোনিতে শূল-নিখাতবৎ বেদনা, আনাহ বা মূত্ররোধ,—ইহার মধ্যে কোন একটী লক্ষণ প্রকাশপূর্ব্বক গর্ভনাশ করে। গর্ভ অপরিণত হইলে, রক্তস্রাব হইয়া বিনষ্ট হয়; কিন্তু পরিবৃদ্ধ গর্ভ অযথারূপে যোনিমুখে উপস্থিত হইয়া নির্গত হইতে না পারিলে, তাহাকেই মূঢ়গর্ভ কহে।

প্রকারভেদ।—কেহ কেহ বলেন—কীল, প্রতিখুর, বীজক ও পরিঘ, এই চারিপ্রকার মূঢ়গর্ভ। উপরদিকে হস্তপদ ও মস্তক রাখিয়া কীলের ন্যায় যে গর্ভ প্রসবপথ নিরুদ্ধ করে, তাহার নাম কীল। হস্ত, পদ ও মস্তক নিঃসৃত হইয়া মধ্যদেহ নিরুদ্ধ হইলে, তাহাকে প্রতিখুর কহে। ভ্রূণের একখানি হস্ত ও মস্তক নির্গত হইলে, তাহা বীজক নামে অভিহিত হয়।

গর্ভ পরিঘের (অর্গলের) ন্যায় যোনিমুখ আবরণ করিয়া অবস্থিত হয়, তাহাকে পরিঘ কহে।

ধন্বন্তরি বলেন,—বিগুণ বায়ুকর্তৃক গর্ভ নানাপ্রকারে যোনিমুখে অবরুদ্ধ হইতে পারে, সুতরাং মূঢ়গর্ভ চারিপ্রকার নির্দেশ না করিয়া, অসংখ্যবিধ বলাই সঙ্গত। তথাপি সংক্ষেপে ইহা আটপ্রকার বলা যাইতে পারে; কোন ভ্রূণের দুইখানি পদ যোনিমুখে উপস্থিত হইয়া অবরুদ্ধ হয়। কোন ভ্রূণের একখানি পদ নির্গত হয় এবং অপর পদ সঙ্কুচিত ভাবে যোনিপথ নিরোধ করে। কাহারও পদ ও শরীর সঙ্কুচিত থাকে, কেবল স্ফিক্ (পাছা) যোনিমুখ আবৃত করে। কাহারও বক্ষঃস্থল, পার্শ্ব বা পৃষ্ঠ,—ইহার কোন একটী অবয়ব যোনিমুখ আবৃত করিয়া রাখে। কাহারও ভিতরের পার্শ্বদেশে মস্তক সঙ্কুচিত থাকে এবং একখানি হস্ত নির্গত হয়। কাহারও বা মস্তক সঙ্কুচিত থাকে এবং দুইখানি হস্ত নির্গত হয়। আবার কাহারও হস্ত, পদ ও মস্তক নির্গত হয়, কিন্তু মধ্যদেহ সঙ্কুচিত থাকে। কোন ভ্রূণের একখানি পদ যোনিমুখে এবং অপর পদ গুহ্যদ্বারে নিরুদ্ধ হয়। এইরূপে সংক্ষেপতঃ আটপ্রকার মূঢ়গর্ভ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ।—এই আটপ্রকারের মধ্যে শেষোক্ত দুইপ্রকার মূঢ়গর্ভ অসাধ্য। অন্যান্য মূঢ়গর্ভেও যদি প্রসূতির রূপ-রস-গন্ধাদি গ্রহণে ভ্রান্তি জন্মে এবং আক্ষেপক (খিঁচুনি), যোনিভ্রংশ, যোনিসঙ্কোচ, মক্কল্লশূল, শ্বাস, কাস ও ভ্রম প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হয়, তবে তাহাও অসাধ্য।

গর্ভস্রাব ও গর্ভপাত।—পরিণত ফল স্বভাবতঃই যেমন উপযুক্তকালে বৃন্তচ্যুত হইয়া পতিত হয়, সেইরূপ গর্ভাশয়স্থ গর্ভও যথাকালে নাড়ীবন্ধনমুক্ত হইয়া প্রসূত হয়। আবার ফল যেমন ক্রিমি, বায়ু বা আঘাতাদিদ্বারা উপদ্রুত হইলে অকালে পড়িয়া যায়, সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত কারণসমূহ দ্বারা গর্ভও অকালে বিচ্যুত হয়। গর্ভ চতুর্থ মাস পর্য্যন্ত বিচ্যুত হইলে, তাহাকে গর্ভস্রাব বলে, আর পঞ্চম বা ষষ্ঠমাসে পূর্ণাবয়ব গর্ভ বিচ্যুত হইলে তাহাকে গর্ভপাত বলা যায়।

গর্ভপাত-কালে প্রসূতি যদি শীতলাঙ্গী ও নির্লজ্জা হয়, ইতস্ততঃ মস্তক সঞ্চালন করে এবং তাহার সর্ব্বাঙ্গে নীলবর্ণ শিরা জাগিয়া উঠে, তাহা হইলে, সেই [illegible]ণী উভয়ই বিনষ্ট হয়।

গর্ভ যদি কুক্ষিমধ্যে স্পন্দিত না হয়, আবি অর্থাৎ প্রসব-বেদনা নষ্ট হইয়া যায়, এবং কুক্ষিমধ্যে শূলনিখাতবৎ বেদনা হয়, প্রসূতি শ্যাব বা পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যায়, এবং তাহার নিঃশ্বাসে পূতিগন্ধ অনুভূত হয়, তবে কুক্ষিমধ্যে গর্ভ বিনষ্ট হইয়াছে বুঝিতে হইবে। মাতা কোন কারণে মানসিক দারুণ উপতাপ অথবা আগন্তু আঘাত প্রাপ্ত হইলে, কিংবা কোন ব্যাধিপীড়িতা হইলে, গর্ভ কুক্ষিমধ্যে বিনষ্ট হয়।

মৃতা গর্ভিণীর শিশুরক্ষা।—প্রসূতি সহসা বিনষ্ট হইলে যদি তাহার কুক্ষি স্পন্দিত হয়, তবে তৎক্ষণাৎ কুক্ষি বিদারণ করিয়া শিশুর উদ্ধার করিবে।

কয়েকটী প্রক্রিয়া।—মূঢ়গর্ভ শল্য অর্থাৎ অন্তর্মৃত গর্ভ উদ্ধার করা অতীব কষ্টসাধ্য কার্য্য। কারণ, যোনি, যকৃৎ, প্লীহা, অন্ত্রবিবর, ও গর্ভাশয়ের মধ্যে কেবল স্পর্শ দ্বারাই কার্য্য সম্পাদন করিতে হয়। উৎকর্ষণ (অধোগত ভ্রূণের উর্দ্ধীকরণ), অপকর্ষণ (উর্দ্ধগত ভ্রূণের অধোনয়ন), স্থানাপবর্ত্তন (গর্ভশয্যা হইতে উত্তানীভূত ভ্রূণের অধোমুখে আনয়ন), উদ্বর্ত্তন (অধোমুখ ভ্রূণের উত্তানীকরণ), ভেদন, ছেদন, পীড়ন, ঋজুকরণ ও দারণাদি কার্য্যে গর্ভ বা গর্ভিণীর বিশেষ অনিষ্টের আশঙ্কা; অতএব সর্ব্বাগ্রে গর্ভবতীর স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়া, পশ্চাৎ বিশেষ যত্নপূর্ব্বক কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক।

গতি।—মূঢ়গর্ভের গতি স্বভাবতঃ আটপ্রকার। ভ্রূণের মস্তক, স্কন্ধদেশ ও জঘনস্থান প্রসবপথে বিষমভাবে অবস্থিত হইলে, স্বভাবতঃ তিনপ্রকার গর্ভসঙ্গ (প্রসবে বাধা) জন্মিয়া থাকে।

গর্ভে সন্তান জীবিত থাকিলে, গর্ভিণীকে প্রসব করাইবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। প্রসব করাইতে না পারিলে, মহর্ষি চ্যবন-প্রণীত নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্র গর্ভিণীকে শ্রবণ করাইবে:—

> "ইহামৃতঞ্চ সোমশ্চ চিত্রভানুশ্চ ভামিনী।
> উচ্চৈঃশ্রবাশ্চ তুরগো মন্দিরে নিবসন্তু তে॥
> ইদমমৃতমপাং সমুদ্ধৃতং বৈ তব লঘুগর্ভমিমং প্রমুঞ্চতু স্ত্রী।
> তদনলপবনার্কবাসবাস্তে সহ লবণাম্বুভির্দ্দিশন্তু শান্তিম্।
> মুক্তাঃ পশোর্ব্বিপাশাশ্চ মুক্তাঃ সূর্য্যেণ রশ্ময়ঃ।
> মুক্তঃ সর্ব্বভয়াদ্‌গর্ভ এহ্যেহি বিরমাবিরঃ॥

মৃতগর্ভের উদ্ধার।—অনন্তর গর্ভিণীকে প্রসব করাইবার নিমিত্ত যথোপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক। গর্ভস্থ সন্তান মরিয়া গেলে, গর্ভিণীকে উত্তানভাবে শায়িত করিয়া, পদদ্বয় অল্প বক্রভাবে সংস্থাপন করিবে এবং কটির নিম্নদেশে একটী বালিশ কিংবা অন্য বস্ত্রাধার রাখিয়া কটিদেশ উন্নত করিয়া রাখিবে। গর্ভ হইতে মৃত সন্তান বাহির করিতে হইলে, ধন্বন (ধমুর্ব্বৃক্ষ), গিরি-মৃত্তিকা, শাল্মলী-রস ও ঘৃত একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহা হাতে মাখাইবে, এবং সেই হস্ত যোনিমধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া ভ্রূণ বাহির করিবে। গর্ভস্থ মৃত সন্তানের উভয় সক্‌থি নির্গত হইলে, অনুলোমভাবে (নীচের দিকে) টানিয়া বাহির করিতে হয়। এক সক্‌থি প্রসবপথে দেখা গেলে, অপর সক্‌থি প্রসারিত করিয়া আকর্ষণ-পূর্ব্বক বাহির করা আবশ্যক। কেবল নিতম্বদেশ প্রসবপথে উপস্থিত হইলে, সেই নিতম্বদেশ ঊর্দ্ধদিকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া, সক্‌থিদ্বয় প্রসারণ পূর্ব্বক ভ্রূণ বাহির করিতে হয়। ভ্রূণ পরিঘের ন্যায় (অর্গলতুল্য, হুড়কার মত) বক্রভাবে প্রসব-পথে আবদ্ধ হইলে, উহার পশ্চাদ্ভাগ অর্থাৎ পায়ের দিক্ ঊর্দ্ধদিকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া, পূর্ব্বার্দ্ধ অর্থাৎ মস্তকের দিক্ প্রসবপথে সরলভাবে আনিয়া নির্গত করা আবশ্যক। ভ্রূণের মস্তকদেশ পার্শ্বদেশে অপবর্ত্তিতভাবে থাকিয়া, স্কন্ধদেশ প্রসবপথে সমুপস্থিত হইলে উহার স্কন্ধদেশ ঊর্দ্ধে ঠেলিয়া দিয়া, মস্তক প্রসবপথে আনয়ন পূর্ব্বক বাহির করিয়া ফেলিবে। গর্ভস্থ শিশুর বাহুদ্বয় প্রথমতঃ প্রসবপথে উপস্থিত হইলে, স্কন্ধদেশ ঊর্দ্ধদিকে তুলিয়া দিবে, এবং মাথা প্রসবপথে আনিয়া বাহির করিবে। শেষোক্ত দুইপ্রকার মূঢ়গর্ভ অসাধ্য। গর্ভস্থ মৃতসন্তান হস্তসাহায্যে বাহির করিতে না পারিলে, অস্ত্রদ্বারা ছেদন করিয়া বাহির করিতে হইবে। কিন্তু সন্তান যদি জীবিত থাকে, তাহা হইলে কদাচ অস্ত্র-প্রয়োগ করিতে নাই। কারণ, তাহাতে গর্ভিণী ও সন্তান উভয়েরই মৃত্যু হইয়া থাকে।

সন্তান বহিষ্করণ।—গর্ভস্থ মৃত সন্তান ছেদন করিয়া বাহির করিতে হইলে, গর্ভিণীকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক মণ্ডলাগ্র বা অঙ্গুলি-শস্ত্রদ্বারা প্রথমতঃ গর্ভস্থ সন্তানের মস্তক বিদীর্ণ করিবে, এবং শঙ্কু (আকর্ষণী) দ্বারা খণ্ড খণ্ড খর্পর গুলি বাহির করিয়া, পরে বক্ষঃ ও কক্ষদেশ ধরিয়া টানিয়া নিষ্কাসিত করিবে। যদি মস্তক বিদীর্ণ করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে অক্ষিকূট বা গণ্ডদেশ ধরিয়া,

টানিয়া বাহির করিতে হয়। গর্ভস্থ সন্তানের স্কন্ধদেশ প্রসবপথে আবদ্ধ হইলে, সেই স্কন্ধসংলগ্ন বাহু ছেদন করিতে হয়। গর্ভস্থ সন্তানের উদর, দৃতি অর্থাৎ ভস্ত্রা বা ভিস্তির ন্যায় বায়ুপূর্ণ থাকিলে, তাহা চিরিয়া অন্ত্রসমূহ আগে বাহির করিবে। ইহাতে গর্ভস্থ দেহ শিথিল হইয়া পড়ে, সুতরাং তখন অনায়াসেই বাহির করিতে পারা যায়। জঘনদেশ দ্বারা প্রসবপথ অবরুদ্ধ হইলে, জঘনদেশের অস্থিখণ্ডসকল ছেদন করিয়া নিষ্কাসিত করিবে।

ভ্রূণের যে যে অঙ্গ প্রসবপথ রুদ্ধ করিয়া থাকিবে, প্রথমতঃ সেই সেই অঙ্গ ছেদন পূর্ব্বক ভ্রূণটী সম্পূর্ণরূপে বাহির করিয়া, গর্ভিণীকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করা আবশ্যক। বায়ুর প্রকোপবশতঃই গর্ভের নানাপ্রকার গতি হয়। বিজ্ঞ চিকিৎসক এতদবস্থায় বিধিপূর্ব্বক চিকিৎসা করিবেন। মৃতগর্ভ মুহূর্ত্তকালও উপেক্ষা করিতে নাই; কারণ, উপেক্ষা করিলে, ক্রমশঃ শ্বাসরোধ ঘটিয়া গর্ভিণীর মৃত্যু হইয়া থাকে।

মৃতসন্তান ছেদন করিয়া বাহির করিতে হইলে, মণ্ডলাগ্র নামক অস্ত্রই প্রয়োগ করা উচিত; উহাতে তীক্ষ্ণাগ্র বৃদ্ধিপত্র অস্ত্র প্রয়োগ করিতে নাই; করিলে গর্ভিণীকে আঘাত লাগিতে পারে।

অনন্তর অমরা (ফুল) না পড়িলে, চিকিৎসক পূর্ব্বের ন্যায় তাহা বাহির করিবেন, কিংবা হস্তদ্বারা পার্শ্বদ্বয় পরিপীড়ন করিবেন, গর্ভিণীকে পুনঃ পুনঃ কম্পিত করিলে, বা স্কন্ধদ্বয়ে মর্দ্দন করিলে অমরা পতিত হইয়া থাকে। ফুল সহজে না পড়িলে, তাহা পাতিত করাইবার জন্য বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক গর্ভিণীর যোনিদেশ তৈলাক্ত করিবেন।

প্রসূতির চিকিৎসা।—এইরূপে গর্ভস্থ মৃতসন্তান নিষ্কাসিত হইলে প্রসূতিকে উষ্ণজলদ্বারা অভিষিক্ত করিয়া সর্ব্বাঙ্গে তৈলমর্দ্দন করিবে এবং যোনিদেশে স্নেহপ্রয়োগ করিবে। ইহাতে যোনি কোমল হয় ও যোনিশূল নিবারিত হইয়া থাকে। অনন্তর দোষনিঃসরণ ও বেদনাশান্তির নিমিত্ত, পিপুল, পিপুলমূল শুণ্ঠী, এলাইচ, হিং, ভার্গী (বামনহাটী), দীপক (যমানী), বচ, অতিবিষা (আতইচ), রাস্না ও চই এইসকল দ্রব্য সমানভাগে চূর্ণ করিয়া, ঘৃতসংযোগে উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিতে দিবে; অথবা ঐসকল দ্রব্যের কাথ, কল্ক বা চূর্ণ স্নেহদ্রব্য বিনা সেবন করিতে দিবে। তৎপরে প্রসূতিকে সেগুণ বৃক্ষের ছাল

হিং, আতইচ, পাঠা (আকনাদীলতা), কটুকরোহিণী (কটকী) ও তেজোবতী (চই) পূর্ব্ববৎ সেবন করাইবে। তদনন্তর রোগীকে পুনর্ব্বার তিনরাত্রি, পাঁচরাত্রি বা সাতরাত্রি পর্য্যন্ত স্নেহ পান করাইয়া রাত্রিতে সংস্কারবিশিষ্ট আসব বা অরিষ্ট পান করিতে দিবে, এবং ককুভ (অর্জ্জুন) ও শিরীষছালের জল (ষড়ঙ্গ-বিধানানুসারে) প্রস্তুত করিয়া, প্রসূতির আচমনার্থ অর্থাৎ স্নানাদির জন্য ব্যবহার করিতে বলিবে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য উপদ্রব উপস্থিত হইলে, দোষানুসারে তাহার চিকিৎসা করা আবশ্যক। অতঃপর প্রসূতির শরীর উত্তমরূপে সংশোধিত হইলে, অল্পমাত্রায় স্নিগ্ধ পথ্য দিবে। তারপর প্রসূতিকে বায়ুশান্তিকর ঔষধ সহযোগে দশ দিবস দুগ্ধ ও দশ দিবস মাংস-রস পান করিতে দিবে। রোগিণীর ক্রোধ ত্যাগ করা এবং নিত্যই স্বেদ ও অভ্যঙ্গ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। এই নিয়মে চারিমাস পর্য্যন্ত থাকিয়া, যখন প্রসূতির উপদ্রব দূর ও দেহ বিশুদ্ধ হইবে এবং বল ও বর্ণ প্রকাশ পাইবে, তখন আর চিকিৎসা করিবার প্রয়োজন হইবে না। রোগিণীর বাতশান্তির জন্য যোনিসন্তর্পণ, অভ্যঙ্গ, পান, বস্তিপ্রয়োগ ও ভোজনরূপে পশ্চাদুক্ত বলাতৈল প্রয়োগ করা আবশ্যক।

বলাতৈল।—উৎকৃষ্ট তিলতৈল /৪ চারিসের, বেড়েলার মূলের কাথ ৸২ বত্রিশ সের, দশমূলীর কাথ ৸২ বত্রিশ সের, যবের কাথ ৸২ বত্রিশ সের, কুলের কাথ ৸২ বত্রিশ সের, কুলত্থকলায়ের কাথ ৸২ বত্রিশ সের, গব্য দুগ্ধ ৸২ বত্রিশ সের, এবং কল্কার্থ কাকোল্যাদি মধুরগণীয় দ্রব্য, সৈন্ধবলবণ, অগুরুকাষ্ঠ, সর্জ্জরস (ধূনা), সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, কুড়, এলাইচ, কালানুসারিবা (শিউলী-ছোপ), জটামাংসী, শৈলেয়ক (শৈলজ), তগরপাদুকা, শারিবা (শ্যামালতা), বচ, শতাবরী, অশ্বগন্ধা, শতপুষ্পা (শুল্‌ফা) ও পুনর্নবা, এইসকল দ্রব্য সমান পরিমাণে মিলিত /১ একসের মাত্র। যথাবিধানে এই তৈল পাক করিয়া, স্বর্ণময়, রৌপ্যময় বা মৃন্ময় কলসমধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক তাহার মুখ ঢাকিয়া রাখিবে। ইহারই নাম সর্ব্ববিধ বাতনাশক বলাতৈল। এই বলাতৈল বলানুসারে সূতিকারোগীকে পান করিতে দেওয়া আবশ্যক। রমণী গর্ভার্থিনী ও পুরুষ ক্ষীণশুক্র হইলে, অথবা ধাতকর্ত্তৃক শরীর ক্ষীণ এবং আঘাতাদি দ্বারা দেহের কোন মর্ম্মস্থান হত, মথিত, অভিহিত ও ভগ্ন হইলে, কিংবা পরিশ্রমে শরীর ক্লান্ত হইলে, এই তৈল

প্রয়োগ করিতে হয়। ইহাদ্বারা আক্ষেপাদি বাতব্যাধিসমূহ এবং হিক্কা, শ্বাস (হাঁপানী), অধিমন্থ (চক্ষুরোগবিশেষ), গুল্ম ও কাসরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে, এবং ছয়মাসের মধ্যে অন্ত্রবৃদ্ধি রোগ অন্তরিত হয়। অপিচ ইহাদ্বারা ধাতুসমূহ পরিপুষ্ট ও যৌবন চিরকাল অটুট থাকে। এই বলাতৈল রাজা, রাজসদৃশ ব্যক্তি, এবং সুখী, সুকুমার ও ধনবান্ লোকদিগের পক্ষে উপযুক্ত।

বলাকল্প।—বেড়েলার কাথ দ্বারা পুনঃ পুনঃ তিলে ভাবনা দিয়া, সেই তিল হইতে তৈল বাহির করিবে, এবং সেই তৈল বেড়েলার কাথ ও পূর্ব্বোক্ত মধুরগণাদি দ্রব্যসমূহের কল্কসহ একশতবার পাক করিয়া, নির্ব্বাত ও নির্জ্জন-গৃহে কলসমধ্যে রক্ষা করিবে। এই শতপাক-বলাতৈল প্রত্যহ প্রাতঃকালে উপযুক্ত মাত্রায় পান করিয়া, জীর্ণ হইলে, ষষ্টিক-ধান্যের অন্ন দুগ্ধসহ আহার করিবে। এই নিয়মে ১ একদ্রোণ পরিমাণ তৈল পান করা হইলে, এবং তৈল পান করিতে যতকাল লাগিবে, তাহার দ্বিগুণ কাল উক্ত নিয়মে আহারের নিয়ম পালন করিলে, দেহে বলাধান, সুন্দর বর্ণ, সর্ব্বপাপনাশ ও শতবৎসর আয়ুঃ হইয়া থাকে। এই তৈল যত দ্রোণ পরিমাণে পান করা হইবে, তত বর্ষ আয়ুঃ বৃদ্ধি পাইবে।

পূর্ব্বোক্ত বলাকল্পের নিয়মানুসারে অতিবলা (পীতবেড়েলা বা গোরক্ষ-চাকুলে), গুলঞ্চ, আদিত্যপর্ণী (হুড়্‌হুড়িয়া), সৌরেয়ক (ঝিণ্টী), বীরতরু (অর্জ্জুনগাছ), শতাবরী, ত্রিকণ্টক (গোক্ষুর), মধুক (যষ্টিমধু) ও প্রসারিণী (গন্ধভাদুলে), ইহাদেরও কল্প প্রস্তুত করিতে পারা যায়।

নীলোৎপলাদি তৈল।—নীলোৎপল ও শতমূলী গব্যদুগ্ধে পাক করিয়া, তাহাতে তিলতৈল ও বলাতৈলোক্ত কল্কদ্রব্যগুলি মিশাইয়া শতবার পাক করিতে হয়। ইহা উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিয়া, বলাতৈলের ন্যায় আহারাদির নিয়ম পালন করিলে, বলাতৈলের উপকার পাওয়া যায়।

সুশ্রুত-সংহিতা।

কল্পস্থান।

প্রথম অধ্যায়।

বিষ-বিজ্ঞান।

প্রকার।—বিষ দুইপ্রকার:—স্থাবর ও জঙ্গম। ইহাদের মধ্যে স্থাবর বিষের আধার দশটী ও জঙ্গম বিষের আধার ষোলটী। মূল, পত্র, ফল, পুষ্প, ত্বক্, ক্ষীর, সার, নির্য্যাস, ধাতু ও কন্দ, এই দশটী স্থাবর বিষের আধার।

মূল ও পত্রবিষ।—ক্লতজ, যষ্টিমধু, করবীর, গুঞ্জা (কুঁচ), সুগন্ধ (তিল), গর্গরক, করঘাট, বিদ্যুচ্ছিখা ও বিজয়,—এই আটটী মূলবিষ অর্থাৎ ইহাদের মূলই বিষাক্ত। বিষপত্রিকা (জয়পাল-বীজের অভ্যন্তরস্থ পত্রবৎ অংশ), অলম্বা (তিতলাউ), অবদারুক, করম্ভ (প্রিয়ঙ্গু), ও মহাকরম্ভ,— এই পাঁচটী পত্রবিষ।

ফলবিষ।—কুমুদ্বতী (কুমুদলতা), রেণুকা, করম্ভ (প্রিয়ঙ্গু), মহাকরম্ভ, কর্কোটক (কাঁকরোল), রেণুক, খদ্যোতক, চর্ম্মরী, ইভগন্ধা, সর্পঘাতি (সাপ-কাঁকালে লতা), নন্দন ও সারপাক, এই দ্বাদশটী ফলবিষ।

পুষ্পবিষ।—বেত্র (বেত), কাদম্ব (কদম্ব), বল্লিজ, করম্ভ ও মহাকরম্ভ, এই পাঁচটী পুষ্পবিষ।

ত্বগাদিবিষ।—অন্ত্র-পাচক, কর্ত্তরীয়, সৌরেয়ক, করঘাট, করম্ভ, নন্দন ও বরাটক, এই সাতটীর ত্বক্, সার ও নির্য্যাস বিষাক্ত। কুমুদঘ্নী, স্নুহী ও জাল, এই তিনটী ক্ষীরবিষ, অর্থাৎ ইহাদের আঠাতে বিষ।

ধাতুবিষ।—ফেনাশ্ম-ভস্ম (শেঁকো) ও হরিতাল, এই দুইটী ধাতুবিষ।

কন্দবিষ।—কালকূট, বৎসনাভ, সর্ষপ, পালক, কর্দ্দমক, বৈরাটক, মুস্তক, শৃঙ্গী বিষ, প্রপৌণ্ডরীক, মূলক, হলাহল, মহাবিষ ও কর্কটক এই ত্রয়োদশ-প্রকার কন্দবিষ। এই সমুদায়ে স্থাবর-বিষ পঞ্চ পঞ্চাশৎ (পঞ্চান্ন) প্রকার।

মূলাদি বিষের উপসর্গ।—মূলবিষ কর্ত্তৃক অঙ্গের উদ্বেষ্টন (আলস্য-ভাঙ্গা), প্রলাপ ও মোহ, এবং পত্রবিষ দ্বারা জৃম্ভণ, অঙ্গের উদ্বেষ্টন ও শ্বাস, এইসকল উপসর্গ জন্মে। ফলবিষ কর্ত্তৃক কোষদ্বয় ফুলিয়া উঠে এবং দাহ ও অন্নে অরুচি জন্মে। পুষ্প-বিষদ্বারা বমন, আধ্মান ও মোহ জন্মে। ত্বক্, সার বা নির্য্যাস সেবন করিলে, মুখে দুর্গন্ধ, শরীরের রুক্ষতা, শিরোরোগ ও কফস্রাব হয়। ক্ষীরবিষ কর্ত্তৃক মুখে ফেনা নিঃসরণ, মলভেদ ও জিহ্বার জড়তা ঘটে। ধাতুবিষ দ্বারা হৃদয়ের পীড়া, মূর্চ্ছা ও তালুদাহ, এইসকল উপসর্গ হয়। এই সকল প্রকার বিষ প্রায় কালক্রমে প্রাণনাশ করিয়া থাকে।

কন্দ-বিষমাত্রই অতিশয় তীক্ষ্ণ। ইহাদিগের লক্ষণ বিস্তারিতরূপে বলা যাইতেছে। কালকূট কর্ত্তৃক স্পর্শজ্ঞানের অভাব, কম্প ও স্তম্ভিতভাব হয়। বৎসনাভ কর্ত্তৃক গ্রীবাস্তম্ভ এবং বিষ্ঠা, মূত্র ও চক্ষু পীতবর্ণ হয়। সর্ষপ কর্ত্তৃক বায়ু বিগুণ হয়, এবং আনাহরোগ ও শরীরে গ্রন্থি জন্মে। পালক কর্ত্তৃক গ্রীবার দৌর্ব্বল্য ও বাক্যরোধ হয়। কর্দ্দম নামক বিষদ্বারা লালাস্রাব, মলভেদ ও চক্ষু পীতবর্ণ হয়। বৈরাটক কর্ত্তৃক শরীরের অঙ্গবিশেষে বেদনা ও শিরোরোগ জন্মে। মুস্তক-বিষ কর্ত্তৃক গাত্রের স্তম্ভিত ভাব ও কম্প হয়। শৃঙ্গী বিষ কর্ত্তৃক অঙ্গের অবসন্নতা, দাহ ও উদরের বৃদ্ধি হয়। পুণ্ডরীক কর্ত্তৃক চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ ও উদরের বৃদ্ধি হয়। মূলক-বিষ দ্বারা শরীর বিবর্ণ, বমন, হিক্কা, শোথ ও মোহ হয়। হলাহল-বিষ দ্বারা রোগী কষ্টে শ্বাসগ্রহণ করে ও দেহ শ্যাববর্ণ হয়। মহাবিষ কর্ত্তৃক হৃদয়ে গ্রন্থি ও শূলবেদনা জন্মে। কর্কটক বিষ দ্বারা রোগী হাস্য করে, দন্ত দংশন করে (দাঁত কিড়্মিড়্ করে) ও লম্ফ দিয়া উঠে।

প্রকারভেদ।—এই ত্রয়োদশ প্রকার কন্দ-বিষ অতিশয় উগ্র। ইহাতে পশ্চাল্লিখিত দশটী গুণ লক্ষিত হয়; যথা—রুক্ষ, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, সূক্ষ্ম, আশু-কার্য্য-কারী, ব্যবায়ী, বিকাশী, বিশদ, লঘু ও অপাকী। রুক্ষতা প্রযুক্ত বায়ু কুপিত

হয়। উষ্ণতা প্রযুক্ত পিত্ত ও শোণিত কুপিত হইয়া থাকে। তীক্ষ্ণতা প্রযুক্ত মনের মোহ জন্মে ও শরীরের বন্ধন সমস্ত শিথিল হইয়া পড়ে। সূক্ষ্মতা প্রযুক্ত বিষ শরীরের সকল অঙ্গে প্রবেশপূর্ব্বক বিকৃতভাব উৎপাদন করিয়া থাকে। বিষ আশুকার্য্যকারী, এইজন্য শীঘ্র প্রাণনাশ করে; ব্যবায়ী, এইজন্য সর্ব্বদেহব্যাপ্ত হইয়া হনন করে; বিকাশী বলিয়া শরীরের দোষ, ধাতু ও বলক্ষয় করে; বিশদ, এইজন্য অতিশয় বিরেচন হয়; লঘুতা প্রযুক্ত চিকিৎসায় কষ্টসাধ্য; অবিপাকিত্ব প্রযুক্ত শীঘ্র জীর্ণ হয় না এবং সেইজন্য বহুকাল ব্যাপিয়া ক্লেশ দেয়। স্থাবর, জঙ্গম, অথবা কৃত্রিম, যে কোন প্রকার বিষ হউক না কেন, সকলই এই দশবিধ গুণবিশিষ্ট এবং শীঘ্র প্রাণবিনাশকারী।

দূষী বিষ।—স্থাবর, জঙ্গম, অথবা কৃত্রিম, এই তিনপ্রকার বিষের মধ্যে যে কোন বিষ শরীর হইতে সম্পূর্ণ নিঃসৃত না হইলে, অথবা সেই বিষ জীর্ণ হইলে, বা বিষঘ্ন ঔষধ কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইলে, অথবা দাবাগ্নি, বায়ু কিংবা সূর্য্য-কিরণে শোষিত হইলে, কিংবা স্বভাবতঃ গুণহীন হইলে, তাহাকে দূষী-বিষ বলা যায়।

লক্ষণ ও ফল।—অল্প-বীর্য্য প্রযুক্ত সেই বিষ কর্ত্তৃক প্রাণনাশ হয় না, কিন্তু কফের সহিত মিলিত হইয়া তাহা বহুকাল শরীরে অবস্থিতি করে। দূষী-বিষ-কর্ত্তৃক পীড়িত হইলে, পুরীষের বর্ণ ভিন্নপ্রকার হয়, মুখ দুর্গন্ধযুক্ত ও বিরস হইয়া পড়ে; পিপাসা জন্মে; মূর্চ্ছা, বমন ও বাক্যের জড়তা ঘটে; অন্তঃকরণ বিষণ্ণ হয়, এবং দূষ্যোদরের লক্ষণ প্রকাশ পায়। ঐ বিষ আমাশয়গত হইলে, কফবাত-জন্য রোগ, এবং পক্কাশয়গত হইলে বায়ুপিত্ত জন্য রোগ জন্মায়। পক্ষহীন পক্ষীর ন্যায় ইহাতে রোগীর মস্তকের সমস্ত চুল উঠিয়া যায়। রস প্রভৃতি ধাতুতে এই বিষ আশ্রয় করিলে, যে ধাতুকে আশ্রয় করে, তাহারই বিকার উৎপাদন করে। মেঘাচ্ছন্ন দিনে শীতল বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকিলে ইহা কুপিত হয়। তাহাতে নিদ্রা, দেহের ভার, জৃম্ভণ, অঙ্গের বিশ্লেষ, হর্ষ (রোমাঞ্চ), অঙ্গমর্দ্দ (গায়ের কামড়ানি), এই সকল উপদ্রব ঘটে, এবং অন্নে অরুচি, অজীর্ণ ও শরীরে মণ্ডলাকার বৃহৎ কোঠ (চাকা চাকা দাগ) জন্মে; ধাতু সমস্ত ক্ষয় পায়; মুখ, হস্ত ও পাদ ফুলিয়া উঠে; জলোদর হয়, বমন হয়, এবং অতিসার রোগ জন্মে। অথবা বিবর্ণতা, মূর্চ্ছা, বা বিষমজ্বর জন্মে, কিংবা বলবতী পিপাসা

ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এই বিষকর্তৃক উন্মাদ, আনাহ, শুক্রক্ষয়, বাক্যের জড়তা ও কুষ্ঠ প্রভৃতি বহুবিধ বিকার উৎপন্ন হয়।

লক্ষণ।—পূর্ব্বোক্ত ক্ষীণতেজ বিষ, দেশ, কাল ও ভক্ষ্যদ্রব্যের দোষে এবং দিবানিদ্রাদ্বারা সর্ব্বদা দূষিত হইয়া সকল ধাতুকেই দূষিত করে; এইজন্য ইহার নাম দূষী-বিষ। স্থাবর বিষ ভক্ষণ করিলে, তাহার প্রথমবেগে জিহ্বা শ্যাববর্ণ ও স্তব্ধ এবং মূর্চ্ছা ও শ্বাস উপদ্রব জন্মে; দ্বিতীয়বেগে কম্প, ঘর্ম্ম, দাহ, কণ্ডূ ও বেদনা জন্মে, এবং বিষ আমাশয়গত হইয়া হৃদয়ে বেদনা উৎপাদন করে। তৃতীয়বেগে তালুশোষ, আমাশয়ে অতিশয় শূল জন্মে; চক্ষুর্দ্বয় বিবর্ণ বা নীলবর্ণ ও শোথযুক্ত হয়, এবং পক্বাশয়গত হইয়া উদরে সূচীবেধবৎ বেদনা, হিক্কা, কাস ও অন্ত্রকূজন (পেটডাকা), এইসকল উপদ্রব দেখা দেয়। চতুর্থবেগে মাথায় অতিশয় ভারবোধ হয়। পঞ্চমবেগে নাক ও মুখ দিয়া কফস্রাব, বিবর্ণতা ও পর্ব্বভেদ হয়। এই অবস্থায় সকল দোষ প্রকুপিত হয়, এবং পক্বাশয়ে বেদনা হয়। ষষ্ঠবেগে সংজ্ঞানাশ, অত্যন্ত অতিসার, এবং স্কন্ধ, পৃষ্ঠ ও কটিদেশ ভগ্ন হয়। সপ্তমবেগে একবারে জ্ঞানরোধ হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—প্রথম বিষবেগে বমন করাইবে; পরে শীতলজল পান এবং ঘৃত ও মধুসহযোগে অগদ পান করাইবে। দ্বিতীয়বেগে পূর্ব্বের ন্যায় বমন করাইয়া বিরেচক দ্রব্য সেবন করাইবে। তৃতীয়বেগে অগদ পান, নস্য ও অঞ্জন,—তিনই আবশ্যক। চতুর্থবেগে স্নেহমিশ্রিত অগদ পান করাইতে হয়। পঞ্চমবেগে মধু ও যষ্টিমধু সহযোগে অগদের ক্বাথ পান করাইতে হয়। ষষ্ঠবেগে অতিসাররোগের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। সপ্তমবেগে নস্য প্রয়োগ করিবে এবং মূর্দ্ধদেশে কাকপদচিহ্ন করিয়া, কেশ মুণ্ডিত করিবে; অথবা রক্তের সহিত সেই স্থানের মাংস তুলিয়া ফেলিবে। এইসমস্ত ক্রিয়াদ্বারা বিষ-বেগ অপগত হইলে, শীতল-ক্রিয়া এবং ঘৃত ও মধুসহযোগে যবের মণ্ড পান করান কর্ত্তব্য। কোষাতকী (ঝিঙ্গে), অগ্নিক (চিতা), পাঠা (নিমুখ লতা), সূর্য্যবল্লী (হুলীপুষ্প বা অর্কহুলি), গুলঞ্চ, হরীতকী, শিরীষ-ছাল, কিণিহী (আপাঙ্), শেলু, গির্য্যাহ্বা (মহানিম্ব), হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্বেতপুনর্নবা, রক্তপুনর্নবা, রেণুকা, ত্রিকটু, শ্যামালতা, অনন্তমূল ও বালা এইসকল দ্রব্যের ক্বাথে যবের মণ্ড প্রস্তুত করিয়া পান করিলে, উভয় প্রকার বিষের শান্তি হইয়া

থাকে। যষ্টিমধু, তগর-পাদুকা, কুড়, দেবদারু, রেণুকা, পুন্নাগ, এলাইচ, এলবালুক, নাগকেশর, উৎপল, চিনি, বিড়ঙ্গ, চন্দন, তেজপত্র, প্রিয়ঙ্গু, গন্ধতৃণ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বৃহতী, কণ্টকারী, শ্যামালতা, অনন্তমূল, শালপাণি ও চাকুলে, এইসকলের কল্কসহযোগে ঘৃত প্রস্তুত করিবে। ইহাকে অজেয় ঘৃত বলে। ইহাদ্বারা সকলপ্রকার বিষ নষ্ট হইয়া যায়; কোনস্থানেই ইহা ব্যর্থ হয় না।

অগদ।—দূষী-বিষ কর্তৃক পীড়িত রোগীর শরীর স্বেদ, ভেদ, ও বমন-দ্বারা সংশোধিত হইলে, নিম্নলিখিত দূষী-বিষনাশক অগদ পান করাইবে। পিপ্পলী, গন্ধতৃণ, জটামাংসী, লোধ, কেওটমুতা, সুবর্চ্চিকা (জতুকা *), ছোট-এলাইচ, বালা, কনক-পলাশ ও গিরি-মৃত্তিকা,—এই অগদ মধুসহযোগে পান করিলে, দূষীবিষ নষ্ট হয়। ইহাকে বিষারি নামক অগদ বলে; ইহা অন্যান্য বিষদোষেও ব্যবহৃত হয়। জ্বর, দাহ, হিক্কা, আনাহ, শুক্রক্ষয়, শোথ, অতিসার, মূর্চ্ছা, হৃদ্রোগ, জঠররোগ, উন্মাদ ও কম্প প্রভৃতি উপদ্রবে, বিবেচনা করিয়া, বিষঘ্ন ঔষধদ্বারা প্রতীকার করা আবশ্যক। আত্মবান্ ব্যক্তির দূষী-বিষ রোগ হইলে, শীঘ্র আরোগ্য করা যায়; কিন্তু একবৎসরের অধিক কালের হইলে ইহা যাপ্য থাকে। ক্ষীণ ও অহিতাচারী ব্যক্তির এই রোগ হইলে ইহা আরোগ্য করা যায় না।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সর্পাদির বিষ-বিজ্ঞান।

আধার।—পূর্ব্ব অধ্যায়ে জঙ্গম বিষের যে ষোলটী আধারের কথা সংক্ষেপে বলা হইয়াছে, এক্ষণে তাহা বিস্তৃতরূপে বিবৃত হইতেছে। দৃষ্টি, নিশ্বাস, দন্ত, নখ, মূত্র, পুরীষ, শুক্র, লালা, আর্ত্তব, আল, মুখ-সন্দংশ, বিশর্দ্ধিত

* মালবদেশ প্রসিদ্ধ জনীনামক লতাবিশেষ।

(বাতকর্ম্ম), অস্থি, পিত্ত, শূক (শুঁয়া) ও মৃতদেহ : এই ষোলটী জঙ্গমবিষের আধার।

দিব্য-সর্পের দৃষ্টি ও নিঃশ্বাসে বিষ এবং পৃথিবীস্থিত সর্পের দংশনে বিষ। মার্জ্জার, কুকুর, বানর, মকর, ভেক, পাক, মৎস্য, গোধা, শম্বুক, প্রচলাক (গিরগিটি), গৃহগোধিকা ও অন্যান্য চতুষ্পদী কীটদিগের দন্তে ও নখে বিষ অবস্থিত।

চিপিট, পিচ্চটক, কষায়-বাসিক, সর্প-বাসিক, তোটকবর্চ্চ এবং কীট কৌণ্ডিল্যক,—ইহাদের বিষ্ঠা ও মূত্রে বিষ।

মূষিকদিগের শুক্রে বিষ। লূতার (মাকড়সার) লালা, মূত্র, পুরীষ, মুখ-সন্দংশ (সাঁড়াশির ন্যায় যে দাড়া মুখে থাকে), নখ, শুক্র ও আর্ত্তব, এই সকলই বিষাক্ত।

বৃশ্চিক, বিশ্বম্ভর, রাজীব-মৎস্য, উচ্চিটিঙ্গ এবং সামুদ্রবৃশ্চিক,—ইহাদিগের আসে (হুলে) বিষ।

চিত্রশির, সরাবকুর্দ্দি, শতদারুক, অরিমেদক, ও শারিকামুখ, ইহাদিগের মুখ-সন্দংশ, বাতকর্ম্ম, মূত্র ও পুরীষে বিষ। মক্ষিকা, কণভ ও জলায়ুকা—ইহাদিগের মুখ-সন্দংশ বিষাক্ত।

বিষ-হত প্রাণীর অস্থি, এবং সর্পকণ্টক ও বরটী-মৎস্যের অস্থি বিষাক্ত। শকুলী-মৎস্য, রক্তরাজী ও চরকী-মৎস্য, ইহাদিগের পিত্ত বিষময়।

সূক্ষ্মতুণ্ড, উচ্চিটিঙ্গ, বরটী, শতপদী, শূক, বলভিক, শৃঙ্গী ও ভ্রমর,—ইহাদিগের শূক (গায়ের শুঙ্গাতে) ও মুখে বিষ।

কীট ও সর্পের মৃতদেহ শববিষ নামে অভিহিত। অন্যান্য বিষাক্ত প্রাণীকে মুখসন্দংশ বিষের অন্তর্ভূক্ত করিয়া গণনা করিতে হয়।

বিষদূষিত জলাদি। রাজাদিগের শত্রুকর্তৃক তৃণ, জল, পথ্য, ভক্ষ্য-দ্রব্য, ধূম, ও বায়ু বিষাক্ত হইয়া থাকে। এইসকল দূষিত পদার্থ লক্ষণদ্বারা অবগত হইতে হয়। জল দূষিত হইলে পিচ্ছিল, উগ্রগন্ধি, ফেনাযুক্ত ও বিচিত্র-বর্ণের দীপ্তিশালী হয়। সেই জলস্থ মৎস্য ও ভেকগণ প্রাণত্যাগ করে এবং তীরবিহারী পক্ষী প্রভৃতি প্রাণিগণ মত্ত হইয়া বিচরণ করিতে থাকে। মনুষ্য, অশ্ব, হস্তী প্রভৃতি ইহাতে অবগাহন করিলে, বমন, মোহ, জ্বর, দাহ, ও শোথ

প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হয়। অতএব রাজার গমনকালে পূর্ব্বোক্ত সকল দ্রব্যের দোষ ও দূষিত জল সংশোধন করা আবশ্যক।

বিষ-সংশোধন।—ধব (ধোয়াগাছ), অশ্বকর্ণ (লতা-শাল), অসন (স্বনামপ্রসিদ্ধ বৃক্ষ), পারিভদ্র (পালিদা), পাটল (পারুল), শ্বেতসর্ষপ, মধুক, রাজবৃক্ষ (সোঁদাল) ও শ্বেত-খদির, এইসকল দ্রব্য দগ্ধ করিয়া শীতল হইলে, সেই ভস্ম জলে ছড়াইবে, এবং সেই জল কলসে পুরিয়া, তাহাতে এক অঞ্জলি পরিমিত ঐ ভস্ম নিক্ষেপ করিয়া সংশোধন করিয়া লইবে। কোন কোন ভূমিতল বা শিলাস্থলীও বিষ-দূষিত হইয়া থাকে। গো, অশ্ব, হস্তী, মনুষ্য প্রভৃতি প্রাণী, শরীরদ্বারা সেই স্থান স্পর্শ করিলে, তাহাদের শরীর ফুলিয়া উঠে, দাহ জন্মে এবং নখ ও রোম শীর্ণ হইয়া পড়ে। তাহাতে অনন্তা ও সর্ব্বগন্ধ সুরার সহিত পেষণ করিয়া পথে বিকীর্ণ করিবে; অথবা বিড়ঙ্গ, পাঠা (নিমুখ-লতা) ও নফটুকী এইসকলের সহিত মৃত্তিকা জলে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। বিষদূষিত কোন প্রকার তৃণ বা অন্ন ভক্ষণ করিলে, কেহ অবসন্ন, কেহ বা মূর্চ্ছিত হয়, কেহ বা বমন করে; কাহারও বা মলভেদ হয়, অথবা কাহারও প্রাণনাশ হইয়া থাকে; তাহাদিগের চিকিৎসা বলা যাইতেছে। ইহাতে বিষনাশক অগদ বিবিধ প্রকার যন্ত্রে লেপন করিয়া বাদন করিবে। ধূম অথবা বায়ু বিষ-দূষিত হইলে, তাহার সংস্পর্শে রাক্ষসসকল পরিশ্রান্ত হইয়া ভূমিতে পতিত হয়; তদ্দ্বারা কাস, প্রতিশ্যায়, শিরোরোগ ও তীব্র চক্ষুরোগ উৎপন্ন হয়। ইহাতে লাক্ষা, হরিদ্রা, আতইচ, হরীতকী, মুতা, হরেণুক ও এলাইচ,—ইহাদিগের পত্র ও বল্কল, এবং কুড় ও প্রিয়ঙ্গু—এইসকল দ্রব্য অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া, ধূম ও বায়ু সংশোধন করিয়া লওয়া আবশ্যক।

বিষের নিরুক্তি ও প্রকৃতি। কৈটভ নামক অসুর গর্ব্বিত হইয়া লোক-স্রষ্টা ব্রহ্মাকে উত্ত্যক্ত করে। তাহাতে তেজোনিধি ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। সেই ক্রোধ মূর্ত্তিমান্ হইয়া, মহাবল অন্তক সদৃশ গর্জ্জনকারী সেই অসুরকে সংহার করে। অসুর বিনষ্ট হইলে, সেই তেজঃ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাহাতে দেবতারা অতিশয় বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন। এইরূপে ইহাতে দেবতাদের বিষাদ জন্মিয়াছিল বলিয়া ইহাকে বিষ বলে। আকাশ হইতে যে জল পতিত হয়, তাহার যেমন কোন আস্বাদ থাকেনা, যেরূপ স্থানে তাহা

পতিত হয়, সেইরূপ আস্বাদ প্রাপ্ত হয়, বিষও সেইরূপ যে দ্রব্যে অবস্থিতি করে, স্বভাবতঃই তাহার রস প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বিষে প্রায় সকলপ্রকার তীক্ষ্ণগুণই থাকে; এ কারণ ইহাদ্বারা সকল দোষ কুপিত হইয়া উঠে। প্রকুপিত দোষ বিষাক্ত হইলে, স্ব স্ব ক্রিয়াহীন শ্লেষ্মদ্বারা আবৃত হওয়ায় উচ্ছ্বাস অবরুদ্ধ হয়, সুতরাং বিষপীড়িত মানব জীবন সত্ত্বেও সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়ে। শুক্র যেরূপ সর্ব্বশরীরে অবস্থিতি করে এবং মন্থনদ্বারা নিঃসৃত হয়, বিষও সেইরূপ সর্পের সকল শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। সর্প ক্রুদ্ধ হইলে, তাহাদের বড়িশের ন্যায় দন্ত হইতে ঐ বিষ শুক্রের ন্যায় নিঃসৃত হয়, এই নিমিত্ত সর্প ফণা তুলিয়া দংশন না করিলে বিষ নির্গত হয় না।

চিকিৎসা।—যে বিষ নিঃসৃত হয়, তাহা অতিশয় তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ; এজন্য সকলপ্রকার বিষে শীতল পরিষেক আবশ্যক। যেসকল কীটের বিষ মৃদু, তাহা অতিশয় বাতশ্লেষ্মজনক। তাহাতেও স্বেদ প্রদান বিধেয়। যেসকল কীটের বিষ উগ্র, তাহাদিগের দংশনে সর্পাহতের ন্যায় চিকিৎসা কর্ত্তব্য। বিষ স্বভাবতঃ দংশনস্থান পর্য্যন্ত অবস্থিতি করে। বিষদিগ্ধ বাণাদি বিদ্ধ হইলে, অথবা সর্পকর্ত্তৃক দংশনের পরে বিষ সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে; এইজন্য বিষদ্বারা মৃত্যু হইলে, সেই মৃত জন্তুর মাংস ভক্ষণ করা অনুচিত। তাহাতে বিষের প্রকৃতি অনুসারে রোগ জন্মে। অতএব মৃত্যুর পরক্ষণেই বিষাক্ত প্রাণীর মাংস ভক্ষণ করিতে নাই; দুইদণ্ডকাল পরে দষ্টস্থান অথবা বিষ-লিপ্ত স্থান পরিত্যাগ করিয়া, বিষাক্ত শরীরের মাংস ভক্ষণ করা যাইতে পারে। গৃহধূমের ন্যায় পুরীষ, বায়ুর সহিত নিঃসৃত হইতে থাকিলে, উদর আধ্মাত ও উষ্ণ মল নিঃসরণ হইতে থাকিলে, এবং রোগী বিবর্ণ, অবসন্ন ও পীড়িত হইয়া ফেনা বমন করিতে থাকিলে, রোগী বিষ পান করিয়াছে বলিয়া জানিতে হইবে। তাহার হৃদয় বিষ-দূষিত হওয়াতে অগ্নি-কর্ত্তৃক দগ্ধ হয় না। হৃদয় চেতনার স্থান, সেই স্থান ব্যাপ্ত করিয়া বিষ অবস্থিত থাকে।

অসাধ্যতা।—অশ্বত্থ, দেবায়তন, শ্মশান ও বল্মীক, এইসকল স্থানে অথবা চতুষ্পথে বা ভরণী ও মঘা নক্ষত্রযুক্ত তিথিতে, অথবা মর্ম্মস্থানে সর্প দংশন করিলে, সেই রোগীকে পরিত্যাগ করা আবশ্যক। ফণাবিশিষ্ট সকল সর্পের বিষদ্বারা শীঘ্র প্রাণনাশ হয়। উষ্ণতা দ্বারা বিষ দ্বিগুণীভূত হইয়া থাকে।

অজীর্ণ, পিত্ত বা রৌদ্রকর্ত্তৃক পীড়িত, অথবা বালক, প্রমেহরোগী, গর্ভিণী, বৃদ্ধা, আতুর, ক্ষীণ, ক্ষুধিত, রুক্ষ-প্রকৃতিক অথবা ভীত ব্যক্তিকে সর্পদংশন করিলে, মেঘাচ্ছন্ন দিনে সর্পাঘাত হইলে, অথবা সর্পাঘাতের পর অস্ত্রদ্বারা ক্ষত করিলে, শরীরে যদি রক্ত দেখা না যায়, অথবা লতা প্রভৃতি শরীরে সঞ্চালন করিলে, কিংবা শীতল জল ছড়াইলে যদি রোমহর্ষ না হয়,—এইরূপ বিষাভিভূত সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিবে। জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ হইলে, কেশ উঠিয়া গেলে, নাসিকাভঙ্গ ও দষ্টস্থান রক্তবর্ণ হইলে, এবং ফুলিয়া উঠিলে, স্বরভঙ্গ ঘটিলে, এবং হনুদ্বয় স্থির হইলে, রোগীকে পরিত্যাগ করিবে। দনবর্ত্তিকার আকারে উর্দ্ধে বা অধোভাগে অর্থাৎ মুখ বা মল ও মূত্রদ্বার দিয়া রক্ত নিঃসরণ হইতে থাকিলে, অথবা সকল দন্তই পড়িয়া গেলে, সেই সর্পাহত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিবে। সর্পদষ্ট ব্যক্তির উৎকট উন্মাদ-উপদ্রব, ক্ষীণস্বর বা বিবর্ণতা, অথচ অতিশয় অরিষ্ট-লক্ষণ ও নির্বেদ প্রকাশ পাইলে, তাহাকে পরিত্যাগ করিবে।

তৃতীয় অধ্যায়।

সর্পদংশনের বিষ-বিজ্ঞান।

আশীপ্রকার সর্প। সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ মহাপ্রাজ্ঞ ধন্বন্তরির পদদ্বয় বন্দনাপূর্ব্বক সুশ্রুত জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে ভগবন্! সর্পগণের শ্রেণীসংখ্যা, দংশনের লক্ষণ এবং বিষবেগের জ্ঞান আমাদিগের নিকট আপনি বর্ণন করুন।" বৈদ্যপ্রবর ধন্বন্তরি তাঁহাদিগের সেই বচন শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিলেন,— "বাসুকি, তক্ষক প্রভৃতি অসংখ্য অগ্নিকল্প তেজের ন্যায় তেজোবিশিষ্ট সর্প আছে। তাহাদের নিয়ত গর্জ্জন ও বিষবর্ষণ দ্বারা সন্তাপ জন্মে। তাহারা ক্রুদ্ধ হইলে, নিশ্বাস ও দৃষ্টিদ্বারা সমস্ত জগৎ বিনষ্ট হয়। তাহাদিগের সম্বন্ধে কোনপ্রকার চিকিৎসা দ্বারা সুফল পাওয়া যায় না। তাহাদিগকে নমস্কার। পৃথিবীস্থ যেসকল সর্প মানবগণকে দংশন করে, তাহাদিগের সংখ্যা আনুপূর্ব্বিক বলিতেছি শ্রবণ কর। সর্প অশীতি (৮০) প্রকার; তাহারা পঞ্চশ্রেণীতে বিভক্ত;

যথা—দর্ব্বীকর, মণ্ডলী, রাজিমন্ত, নির্ব্বিষ ও বৈকরঞ্জ। তাহাদিগের মধ্যে দর্ব্বীকর ষড়্বিংশতি (ছাব্বিশ) প্রকার, মণ্ডলী দ্বাবিংশতিপ্রকার, রাজিমন্ত দশপ্রকার, বৈকরঞ্জ তিনপ্রকার ও নির্ব্বিষ দ্বাদশপ্রকার। বৈকরঞ্জ জাতি হইতে সপ্তপ্রকার চিত্রা উৎপন্ন হইয়াছে। তাহারা মণ্ডলী ও রাজিমন্ত এতদুভয়ের গুণ-বিশিষ্ট। পদাভিমৃষ্ট (পায়ের দ্বারা মাড়ান), হৃষ্ট, ক্রুদ্ধ, বা ক্ষুধার্ত্ত হইলে, তাহারা অতি ক্রোধসহকারে দংশন করে। সেই দংশন তিনপ্রকার; যথা—সর্পিত, রদিত ও নির্ব্বিষ। কেহ কেহ সর্পাঙ্গাভিহত অপর একপ্রকার দংশন বলেন।

সর্পিত।—যে কোন দংশনে একটী, দুইটী, অথবা অনেকগুলি দন্তের গভীর চিহ্ন সরক্ত হইয়া ফুলিয়া উঠে ও দংশনের স্থান বিকৃত হয়, অথবা সঙ্কুচিত ভাবে দন্তশ্রেণীর চিহ্নযুক্ত হইয়া ফুলিয়া উঠে, তাহাকে সর্পিত কহে।

রদিত ও নির্ব্বিষ।—দংশন-স্থানে রক্ত, নীল, পীত ও কৃষ্ণবর্ণ রেখা প্রকাশ হইলে, তাহার নাম রদিত। এই দংশনে অল্প বিষ থাকে। আর যদি দংশনের স্থান ফুলিয়া উঠে, এবং অল্পদূষিত রক্ত নির্গত হয়, একটী বা বহু দন্তের দাগ থাকিলেও, দষ্ট ব্যক্তি যদি প্রকৃতিস্থ থাকে, তবে তাহাকে নির্ব্বিষ দংশন বলে।

দংশনের প্রকৃতি।—ভীরু ব্যক্তির অঙ্গে কোনপ্রকার সর্প পতিত বা সংলগ্ন হইলে ভয়প্রযুক্ত তাহার বায়ু কুপিত হওয়াতে শরীর ফুলিয়া উঠে। তাহাকে সর্পাঙ্গাভিহত বলে। সর্প পীড়িত বা উদ্বিগ্ন হইয়া দংশন করিলেও বিষ অল্প হইয়া থাকে। অথবা সুবর্ণ, দেবতা, ব্রহ্মর্ষি, যক্ষ বা সিদ্ধগণ-নিষেবিত স্থানে সর্প দংশন করিলে, কিংবা দংশন-কালে বিষঘ্ন ঔষধ শরীরে সংলগ্ন থাকিলে, শরীরে বিষ সঞ্চরণ করিতে পারে না।

বিবরণ।—যে সকল সর্পের মস্তকে রথাঙ্গ, লাঙ্গল, ছত্র, স্বস্তিক, অথবা অঙ্কুশের চিহ্ন থাকে তাহাদিগকে দর্ব্বীকর বলে। তাহারা ফণাবিশিষ্ট ও শীঘ্রগামী। যাহারা বিবিধপ্রকার মণ্ডলাকারে চিত্রিত, স্থূল ও মন্দগামী, এবং অগ্নি বা সূর্য্যের ন্যায় আভাবিশিষ্ট, তাহাদিগের নাম মণ্ডলী। চিক্‌চিকে ও শরীরের ঊর্দ্ধাধোভাগে বিবিধ-বর্ণের রেখাদ্বারা চিত্রিত সর্পদিগকে রাজিমন্ত বলে। ইহারা মুক্তা অথবা রৌপ্যের ন্যায় আভাবিশিষ্ট। যেসকল সর্পের

শরীর কপিলবর্ণ, সুগন্ধ ও সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল, তাহাদিগকে ব্রাহ্মণজাতি বলা যায়। যাহাদের শরীর স্নিগ্ধবর্ণ (চিক্‌চিকে) ও যাহারা শীঘ্র কুপিত হয়, তাহারা ক্ষত্রিয়জাতি। যাহাদের শরীরে চন্দ্র, সূর্য্য, ছত্র বা পদ্মের ন্যায় চিহ্ন থাকে, এবং যাহাদিগের শরীর কৃষ্ণ, লোহিত, ধূম্র বা পারাবতের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট ও বজ্রের ন্যায় দৃঢ় তাহাদিগকে বৈশ্যজাতি কহে। যাহাদের বর্ণ মহিষ বা হস্তীর ন্যায় অথবা অন্যপ্রকার, এবং যাহাদিগের ত্বক্ অতিশয় পরুষ, তাহারা শূদ্রজাতি।

দংশন-ফল।—দর্ব্বীকরের দংশনে বায়ু কুপিত হয়, মণ্ডলীর দংশনে পিত্ত কুপিত হয় এবং রাজিমন্তের দংশনে শ্লেষ্মা কুপিত হয়। যে সর্প সঙ্করবর্ণ অর্থাৎ অসবর্ণ-জাতির সমাগমে জন্মে, তাহার বিষে দুই দোষ কুপিত হইয়া থাকে। সেই দোষের লক্ষণদ্বারা সর্পের পিতামাতার জাতি জানা যায়। রজনীর শেষভাগে চিত্রজাতি এবং অবশিষ্টভাগে মণ্ডলী-জাতি বিচরণ করে। দর্ব্বীকর জাতি দিবাভাগে বিচরণ করে। দর্ব্বীকর তরুণ, মণ্ডলী বৃদ্ধ এবং রাজিমন্ত মধ্য-বয়স্ক হইলে, তাহাদের দংশনে মৃত্যু হয়। সর্প যদি নকুল দ্বারা আকুলিত কিংবা জল বা ব্রাহ্মণ কর্তৃক অভিহিত হয়, কিংবা যদি সে কৃশ, বালক বা বৃদ্ধ, মুক্তত্বক্ (নূতন খোলস-ছাড়া) অথবা ভীত হয়, তবে তাহার বিষ অল্প হইয়া থাকে।

দর্ব্বীকর।—কৃষ্ণসর্প, মহাকৃষ্ণ, কৃষ্ণোদর, শ্বেতকপোত, মহাকপোত, বলাহক, মহাসর্প, শঙ্খপাল, লোহিতাক্ষ, গবেধুক, পরিসর্প, খণ্ডফণা, ককুদ, পদ্ম, মহাপদ্ম, দর্ভপুষ্প, দধিমুখ, পুণ্ডরীক, ভ্রূকুটিমুখ, বিষ্কির, পুষ্পাভিকীর্ণ, গিরিসর্প, ঋজুসর্প, শ্বেতোদর, মহাশিরা, অলগর্দ্দ ও আশীবিষ—এই ছাব্বিশ প্রকার ফণাবিশিষ্ট সর্প।

মণ্ডলী।—আদর্শমণ্ডল, শ্বেতমণ্ডল, রক্তমণ্ডল, চিত্রমণ্ডল, পৃষতঃ, রোধ্রপুষ্প, মিলিন্দক, গোনস, বৃদ্ধগোনস, পনস, মহাপনস, বেণুপত্রক, শিশুক, মদন, পালিংহর, পিঙ্গল, তন্তুক, পুষ্পপাণ্ডু, ষড়ঙ্গো, অগ্নিক, বভ্রু, কষায়, কলুষ, পারাবত, হস্তাভরণ, চিত্রক ও এণীপদ।

রাজিমন্ত।—পুণ্ডরীক, রাজিচিত্র, অঙ্গুলরাজি, বিন্দুরাজি, কর্দ্দমক, তৃণশোষক, সর্ষপ, শ্বেতহনু, দর্ভপুষ্প, চক্রক, গোধূম ও কিক্কিসাদ।

নির্ব্বিষ সর্প।—গলগোলী, শূকপত্র, অজগর, দিব্যক, বর্ষাহিক, পুষ্পশকলী, জ্যোতীরথ, ক্ষীরিক, পুষ্পক, অহিপাতক, অন্ধাহি, গৌরাহি ও বৃক্ষেশয়।

বৈকরঞ্জ।—দর্ব্বীকর ও মণ্ডলী প্রভৃতির পরস্পর সমাগমে বৈকরঞ্জ সর্প উৎপন্ন হইয়াছে। বৈকরঞ্জ তিনপ্রকার :—মাকুলি, পোটগল ও স্নিগ্ধরাজি। কৃষ্ণসর্প ও গোনসীর সমাগমে মাকুলি, রাজিল ও গোনসীর সমাগমে পোটগল; এবং কৃষ্ণসর্প ও রাজিমন্তের সমাগমে স্নিগ্ধরাজি উৎপন্ন হয়। তাহাদিগের মধ্যে মাকুলি-জাতি পিতৃ-প্রকৃতি, এবং অপর দুই জাতি মাতৃ-প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

তিনপ্রকার বৈকরঞ্জ হইতে দিব্যেলক, রোধ্রপুষ্প, রাজিচিত্র, পোটগল, পুষ্পাভিকীর্ণ, দর্ভপুষ্প ও বেল্লিতক, এই সপ্তপ্রকার সর্প উৎপন্ন হয়। তাহার মধ্যে প্রথম তিনপ্রকার রাজিমন্তের ন্যায়, এবং অবশিষ্ট চারিপ্রকার মণ্ডলীর ন্যায়; এই সমুদায়ে অশীতিপ্রকার সর্প।

সর্পমাত্রেরই চক্ষু, জিহ্বা, মুখ ও মস্তক বৃহৎ হইলে, তাহাকে পুরুষ, ক্ষুদ্র হইলে স্ত্রী ও মধ্যবিধ হইলে, নপুংসক বলা যায়। নপুংসকেরা অক্রোধ ও মন্দ-বিষ-বিশিষ্ট, অর্থাৎ তাহাদের বিষ বিলম্বে সঞ্চরণ করে।

প্রকারভেদ।—অতঃপর সকলপ্রকার সর্পের দংশনের লক্ষণ সংক্ষেপে বলা যাইতেছে। সর্প দংশন করিবামাত্র চিকিৎসা না করিলে, বিষ—শাণিত-শস্ত্র, বজ্র, অথবা অগ্নির ন্যায় শীঘ্র প্রাণনাশ করে। সকলপ্রকার সর্পের দংশনের লক্ষণ তিনপ্রকার। অতএব সেই তিনপ্রকারের লক্ষণই বর্ণিত হইতেছে। ইহা রোগীর পক্ষে হিতকর, এবং চিকিৎসকের পক্ষেও দংশন বিষয়ক জ্ঞানের ভ্রম উৎপাদন করে না। অপরাপর সকলপ্রকার সর্প-দংশনের লক্ষণ উক্ত তিনপ্রকার সর্পদংশনের লক্ষণের অনুরূপ।

দর্ব্বীকর।—দর্ব্বীকরের বিষে ত্বক্, চক্ষু, নখ, দন্ত, মূত্র, পুরীষ ও দষ্টস্থান কৃষ্ণবর্ণ হয়, এবং শরীরের রুক্ষতা, মস্তকে ভার, সন্ধিস্থানে বেদনা, কটি, পৃষ্ঠ ও গ্রীবার দুর্ব্বলতা, জৃম্ভণ (হাই-তোলা), কম্প, স্বরভঙ্গ, কণ্ঠদেশের ঘুর্ঘুর শব্দ (গলার ঘড়্ঘড়ানি), শরীরের জড়তা, শুষ্ক উদ্গার, কাস, শ্বাস, হিক্কা, বায়ুর ঊর্দ্ধগতি, উদরে বেদনা, বমনের ইচ্ছা, তৃষ্ণা, লালাস্রাব,

ফেনা-নিঃসরণ, শিরা-ধমনী প্রভৃতি স্রোতঃসমূহের নিরোধ, এবং বায়ুজন্য অন্যান্য প্রকার যাতনা জন্মে।

মণ্ডলী।—মণ্ডলীর বিষে ত্বক্ ও চক্ষু প্রভৃতির পীতবর্ণতা, শীতল দ্রব্যের অভিলাষ, শরীরের উত্তাপ, দাহ, তৃষ্ণা, মত্ততা, মূর্চ্ছা, জ্বর, ঊর্দ্ধ ও অধোমার্গে শোণিতনিঃসরণ, মাংসের অবশতা (টানিলে খসিয়া পড়া), দষ্টস্থানে শোথ ও কোথ (পচিয়া যাওয়া), পীতবর্ণ ও কোপন-স্বভাব—এইসকল এবং পিত্ত-জন্য অপরাপর লক্ষণ সকল উৎপন্ন হয়।

রাজিমন্ত।—রাজিমন্তের বিষে ত্বক্ ও চক্ষু প্রভৃতির শুক্লতা, শীত-জ্বর, রোম-হর্ষ, শরীরের স্তব্ধতা, দংশনের স্থানে ফুলা, গাঢ়-কফের স্রাব, বমন, নিরন্তর চক্ষুর কণ্ডু (কুটকুট করা), কণ্ঠদেশে ফুলা, ও ঘুর্ঘুর শব্দ (ঘড়ঘড় করা), উচ্ছ্বাসের নিরোধ, এবং তমঃপ্রবেশ (অন্ধকার দেখা),—এই সকল এবং কফজন্য অপরাপর উপদ্রবসকল দেখা যায়।

স্ত্রী পুরুষাদি।—পুরুষ সর্পের দংশনে ঊর্দ্ধদৃষ্টি, এবং স্ত্রী-সর্পের দংশনে অধোদৃষ্টি হয়, ও ললাটের শিরাসকল বাহির হয়; নপুংসক সর্পের দংশনে দৃষ্টি তির্য্যগ্‌ভাবে স্থির হইয়া থাকে। গর্ভিণী-সর্পীর দংশনে মুখ পাণ্ডুবর্ণ হয় ও উদরের আধ্মান জন্মে। নবপ্রসূতা-সর্পীর দংশনে শূলবেদনা, রক্তস্রাব ও উপজিহ্বিকাদি (আলজিবের রোগ), উপসর্গ ঘটে। গ্রাসার্থী সর্পের দংশনে রোগীর অন্নে অভিলাষ জন্মে। বৃদ্ধ সর্পের দংশনে বিষের বেগ মন্দ, আর বাল-সর্পের দংশনে বিষবেগ মৃদু অথচ তীব্র হইয়া থাকে, এবং নির্ব্বিষ সর্পের দংশনে অ-বিষের লক্ষণ প্রকাশ পায়। কেহ কেহ বলেন, অন্ধ-সর্পের দংশনে রোগীও অন্ধ হইয়া পড়ে। অজগর সর্প গ্রাস করিলে, শরীর ও প্রাণ বিনষ্ট হয়; কিন্তু তাহা বিষদ্বারা নহে। সদ্যঃপ্রাণনাশক সর্পদিগের দংশনে রোগী শস্ত্র বা বজ্রাহতের ন্যায় শিথিলাঙ্গ ও অচেতন হইয়া ভূমিতে পতিত হয়।

রোগের লক্ষণ।—সকলপ্রকার সর্পবিষের বেগ সাতপ্রকার। * দর্ব্বীকরের বিষের প্রথম বেগে শোণিত দূষিত হইয়া কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে;

* রস, রক্ত, ও মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র,—এই সাতটী ধাতু। বিষ শরীরে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রথমতঃ রসধাতু সমস্ত দূষিত করিয়া, পরে রক্ত-ধাতু দূষিত করে। এইরূপে ক্রমান্বয়ে সপ্তধাতু দূষিত হইয়া পড়ে। এইরূপ এক এক ধাতু দূষিত করাকে বিষের এক একটী বেগ বলা যায়।

তজ্জন্য রোগীর দেহ কৃষ্ণবর্ণ হয়, এবং দেহমধ্যে যেন পিপীলিকা সঞ্চরণ করিতে থাকে। দ্বিতীয়বেগে মাংস দূষিত হইয়া শরীর অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ হইয়া পড়ে, এবং শরীরে শোথ (ফুলা) জন্মে। তৃতীয়বেগে মেদ দূষিত হয়; তাহাতে দষ্ট-স্থানে ক্লেদ জন্মে, মস্তকভার ও ঘর্ম্ম-নিঃসরণ হইতে থাকে, এবং দৃষ্টি স্থির হইয়া পড়ে। চতুর্থবেগে বিষ কোষ্ঠদেশে প্রবেশপূর্ব্বক কফজনিত সকল উপদ্রব জন্মায়; তদ্দ্বারা তন্দ্রা, লালাস্রাব ও সন্ধিস্থান বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। পঞ্চমবেগে বিষ অস্থিমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রাণ ও অগ্নি দূষিত করে; এবং পর্ব্বভেদ, দাহ ও হিক্কা জন্মায়। ষষ্ঠবেগে বিষ মজ্জামধ্যে প্রবেশ করে; তাহাতে গ্রহণী অত্যন্ত দূষিত হইয়া পড়ে; তদ্দ্বারা শরীরের ভারবোধ, অতিসার, হৃদয়ের পীড়া ও মূর্চ্ছা ঘটে। সপ্তমবেগে বিষ শুক্র-মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক ব্যান-বায়ুকে অত্যন্ত কুপিত করে, লোমকূপ প্রভৃতি সূক্ষ্মদ্বার হইতে কফ-স্রাব হয়, কটি ও পৃষ্ঠ ভাঙ্গিয়া যায়, সমুদয় ইন্দ্রিয়কার্য্যের ব্যাঘাত ঘটে, লালা ও স্বেদের অত্যন্ত নিঃসরণ হইতে থাকে এবং শ্বাসরোধ হইয়া পড়ে।

মণ্ডলী।—মণ্ডলীর বিষ প্রথমবেগে শোণিত দূষিত করিয়া ফেলে; তাহাতে রক্ত অতিশয় শীতল হয়, সর্ব্বশরীরে দাহ জন্মে ও শরীর পীতবর্ণ ধারণ করে। দ্বিতীয়বেগে মাংস দূষিত হয়, শরীর অতিশয় পীতবর্ণ ও অত্যন্ত দাহযুক্ত হয়, এবং দষ্টস্থান ফুলিয়া উঠে। তৃতীয়বেগে মেদ দূষিত হয়, এবং তজ্জন্য দৃষ্টি স্থির, দূষিত দষ্টস্থানে ক্লেদ ও ঘর্ম্ম—এইসকল উপদ্রব দেখা দেয়। চতুর্থবেগে বিষ কোষ্ঠদেশে প্রবেশ পূর্ব্বক জ্বর উৎপাদন করে। পঞ্চমবেগে সর্ব্বশরীরে দাহ জন্মে। ষষ্ঠ ও সপ্তমবেগে পূর্ব্বোক্ত দর্ব্বীকরের ষষ্ঠ ও সপ্তমবেগের ন্যায় লক্ষণ প্রকাশ পায়।

রাজিমন্ত।—রাজিমন্তের বিষের প্রথমবেগে শোণিত দূষিত হইয়া পড়ে; তাহাতে শরীর পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করে, ঈষৎ শ্বেতবর্ণের আভা দৃষ্ট হয়, এবং রোমাঞ্চ হইয়া থাকে। দ্বিতীয়বেগে মাংস দূষিত হইয়া অতিশয় পাণ্ডুবর্ণ হয়, দেহের জড়তা ঘটে, এবং মস্তক ফুলিয়া উঠে। তৃতীয়বেগে মেদ দূষিত হইয়া থাকে, দৃষ্টি স্থির ও দন্ত ক্লিন্ন হয়, ঘর্ম্ম হইতে থাকে; এবং নাসিকা ও চক্ষু হইতে স্রাব-নিঃসরণ হয়। চতুর্থবেগে বিষ কোষ্ঠদেশে প্রবেশ করে; তাহাতে গ্রীবা-সঞ্চালন-শক্তি রহিত হয় এবং মস্তকে ভারবোধ হয়। পঞ্চমবেগে বাক্য-

রোধ, কম্প, ও জ্বর হয়। ষষ্ঠ ও সপ্তম বেগে পূর্ব্বের ন্যায় লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র—এই সাতটী ধাতু; প্রত্যেক ধাতুর সীমাস্থানের নাম কলা। সেই কলার এক একটীকে অতিক্রম করিয়া বিষের এক একটী বেগ উৎপন্ন হয়। বিষ বায়ুকর্ত্তৃক চালিত হইয়া যে সময়ের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত কোন একটী ধাতু ভেদ করে, সেই সময়কে বেগান্তর কহে।

সর্পদষ্ট পশুপক্ষিগণ।—পশুদিগকে সর্পদংশন করিলে, প্রথমবেগে অঙ্গ স্ফীত হয় এবং তাহারা দুঃখিত মনে চিন্তা করিতে থাকে। দ্বিতীয়বেগে লালাস্রাব হয়, অঙ্গ কৃষ্ণবর্ণ হয়, ও হৃদয়ের পীড়া জন্মে। তৃতীয়বেগে শিরো-বেদনা এবং কণ্ঠ ও গ্রীবাভঙ্গ হইয়া থাকে। চতুর্থবেগে তাহারা কাঁপিতে থাকে, নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে, দন্তদ্বারা দন্ত পেষণ করে, এবং প্রাণত্যাগ করে। কেহ কেহ বলেন, পশুদিগের সর্পাঘাত হইলে তিনটীমাত্র বেগ হয়, এবং তৃতীয়বেগেই ইহাদিগের প্রাণবিয়োগ হইয়া থাকে। পক্ষিগণের সর্পাঘাত হইলে, প্রথমবেগে তাহারা চিন্তিত হয় ও নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে। দ্বিতীয়ে বিহ্বলতা, এবং তৃতীয়বেগে প্রাণত্যাগ ঘটে। কেহ কেহ বলেন, সর্পবিষে পক্ষিগণের একটীমাত্র বেগ জন্মে; প্রথমবেগেই তাহাদিগের প্রাণবিয়োগ হয়। বিড়াল ও নকুলের শরীরে সর্পবিষ অধিক সঞ্চারিত হইতে পারে না।

চতুর্থ অধ্যায়।

—:o:—

সর্পদংশনের চিকিৎসা।

ভিন্ন ভিন্ন চিকিৎসা।—হস্তে বা পদে সর্পদংশন করিবামাত্রেই প্রথমে দষ্টস্থানে চারি অঙ্গুলি উপরে বন্ধন করিবে। বস্ত্র, চর্ম্ম বা গাছের ভিতরের ছাল পাকাইয়া তদ্দ্বারা, অথবা অন্য কোনপ্রকার কোমল রজ্জু প্রভৃতি দ্বারা বন্ধন করা আবশ্যক। বন্ধনদ্বারা বিষ নিবারিত হইলে, আর দেহ-মধ্যে

সঞ্চরণ করিতে পারে না। তদনন্তর বন্ধনের নিম্নদেশ পর্য্যন্ত চিরিয়া দগ্ধ করিবে। এইসময়ে চুষিয়া লওয়া, ছেদন করা ও দগ্ধ করা সর্ব্বত্রই প্রশস্ত। বস্ত্র বা বল্মীক-মৃত্তিকা দ্বারা মুখ প্রতিপূরিত করিয়া চুষণ করা আবশ্যক। সর্প দংশন করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ সেই সর্পকে কিংবা একটী ইষ্টকখণ্ডে দংশন করিলেও উপকার পাওয়া যায়। মণ্ডলীর দংশনে দষ্টস্থান কদাচ দগ্ধ করিবে না। কারণ তাহা পিত্ত-বহুল বিষ,—দহন করিলে বিষ অধিকতর বেগে তৎক্ষণাৎ দেহ-মধ্যে সঞ্চারিত হয়। মন্ত্রজ্ঞ চিকিৎসকেরা মন্ত্রদ্বারাও বিষ বন্ধন করিয়া রাখে। রজ্জু প্রভৃতি দ্বারা বন্ধন করিলেও বিষের প্রতীকার করিতে পারা যায়। দেবতা ও ব্রহ্মর্ষিগণ কর্ত্তৃক কথিত সত্য ও তপোময় মন্ত্র-সমূহদ্বারা দুর্জ্জয় বিষ নিশ্চয়ই শীঘ্র বিনষ্ট হয়। সত্যব্রহ্মতপোময় মন্ত্রদ্বারা বিষ যেমন শীঘ্র বিনষ্ট হয়, ঔষধদ্বারা সেরূপ হয় না। মন্ত্র গ্রহণ করিতে হইলে, স্ত্রী, মাংস ও মধু পরিত্যাগ করা উচিত। সেরূপ অবস্থায় মিতাহার, পবিত্র ও কুশশয্যাশায়ী হইবে, এবং গন্ধ মাল্য প্রভৃতি উপহার ও জপ হোম দ্বারা দেবতাদিগের পূজা করিবে।

শিরাবেধ, প্রলেপ ও বমন।—বিধি পূর্ব্বক গৃহীত না হইলে, কিংবা স্বরবর্ণে হীন হইলে, মন্ত্রদ্বারা কার্য্য সিদ্ধ হয় না; অতএব ঔষধ প্রয়োগ করাই কর্ত্তব্য। বিষ সঞ্চারণ করিতে আরম্ভ করিলে, হস্ত-পদেই হউক বা ললাটেই হউক, যে স্থানে সর্প দংশন করিয়াছে, চিকিৎসা-কুশল বৈদ্য তাহার চতুর্দ্দিকস্থ শিরা বিদ্ধ করিবেন। রক্ত নিঃসারিত হইলে বিষ অনেক পরিমাণে বাহির হইয়া যায়, অতএব রক্তমোক্ষণ নিতান্ত কর্ত্তব্য। এইটীই ইহার উৎকৃষ্ট চিকিৎসা। তদনন্তর দষ্টস্থানের চতুর্দ্দিক আচ্ছাদিত করিয়া অগদের প্রলেপ দিবে এবং ঘৃষ্ট চন্দন ও বেণামূলমিশ্রিত জল তাহাতে নিয়ত পরিষেচন করিবে। সর্পের জাতি অনুসারে বিবেচনা পূর্ব্বক সেই সেই অগদ পান করাইতে হয়। দুগ্ধ, মধু ও ঘৃত প্রভৃতি দ্রব্য অগদের অনুপান। এইসকল দ্রব্যের অভাবে কৃষ্ণবর্ণ বল্মীক মৃত্তিকাও অনুপানে ব্যবহৃত হইতে পারে। অথবা কাঞ্চন-বৃক্ষ, শিরীষ, আকন্দ, কিংবা লতাফট্‌কী—এইগুলিও অগদের অনুপানরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে। তৈল, কুলথ-কলাই, মদ্য বা কাঁজি পান করিতে দিতে নাই। অন্য যে কোন বমনকারক দ্রব্য অতি অল্প পরিমাণে পুনঃ পুনঃ পান করাইয়া পুনঃ পুনঃ বমন করাইবে। বমনদ্বারা বিষ সহজে নির্গত হয়।

বেগ ও চিকিৎসা।—ফণা-বিশিষ্ট সর্পের প্রথম বিষবেগে রক্ত-মোক্ষণ কর্ত্তব্য। দ্বিতীয়বেগে মধু ও ঘৃত-সহযোগে অগদ পান করাইবে। তৃতীয়বেগে বিষনাশক নস্য ও অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। চতুর্থবেগে বমন করাইয়া, ঘৃত-মধু সংযোগে যবের মণ্ড পান করাইবে। পঞ্চম ও ষষ্ঠবেগে প্রথমতঃ শীতল উপচার প্রয়োগ করিয়া, পরে তীক্ষ্ণ শোধনদ্রব্য খাইতে দিবে। সপ্তমবেগে তীক্ষ্ণ শিরোবিরেচনের নস্য দিবে, তীক্ষ্ণ অঞ্জন প্রয়োগ করিবে এবং মূর্দ্ধিদেশে কাকপদ (প্রথম অধ্যায় দেখ) আকারে মস্তক মুণ্ডিত করিবে, অথবা সেই মুণ্ডিত স্থানের সরক্ত মাংস কাটিয়া লইবে।

মণ্ডলী-বিষ। মণ্ডলীর বিষের প্রথমবেগে রক্ত মোক্ষণ কর্ত্তব্য; দ্বিতীয়বেগে ঘৃত ও মধুসহযোগে অগদ পান করাইবে; তদনন্তর বমন করাইয়া ঘৃত-মধু সহযোগে যবের মণ্ড পান করাইবে। তৃতীয়বেগে তীক্ষ্ণ বমন ও বিরেচন দ্বারা শরীর-শোধন পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্তপ্রকার যবের মণ্ড পান করিতে দিবে। চতুর্থ ও পঞ্চমবেগে শীতল-প্রক্রিয়া কর্ত্তব্য। ষষ্ঠবেগে, কাকোল্যাদিগণ, মধুরগণ ও দুগ্ধ হিতকর। সপ্তমবেগে বিষ-নাশক অগদের নস্য উপকারী।

রাজিমন্ত বিষ।—রাজিমন্তের প্রথমবেগে শোণিতমোক্ষণ এবং ঘৃত ও মধুসহযোগে অগদ পান করান আবশ্যক। দ্বিতীয়বেগে বমন করাইয়া পুনর্ব্বার অগদ পান করাইবে। তৃতীয়বেগে বিষ-নাশক নস্য ও অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। চতুর্থে বমন করাইয়া, ঘৃত-মধু-সংযোগে যবের মণ্ড পান করিতে দিবে এবং পঞ্চমে শীতল প্রক্রিয়া করিবে। ষষ্ঠে অতিশয় তীক্ষ্ণ অঞ্জন এবং সপ্তমে নস্য প্রয়োগ কর্ত্তব্য।

পাত্রভেদে চিকিৎসা।—গর্ভিণী, বালক ও বৃদ্ধ,—ইহাদিগের শিরা বিদ্ধ না করিয়া, মৃদু-প্রতীকার করা আবশ্যক। ছাগ বা মেষ সর্পাহত হইলে, মনুষ্যের ন্যায় তাহাদিগের রক্তমোক্ষণ ও অঞ্জন প্রয়োগ করিতে হয়। ঔষধের যেরূপ পরিমাণ বলা হইতেছে, গো ও অশ্বের পক্ষে তাহার দ্বিগুণ, মহিষ ও উষ্ট্রের পক্ষে তিনগুণ এবং হস্তীর পক্ষে চতুর্গুণ বিধেয়। পক্ষিগণের পক্ষে কেবল শীতল পরিষেচন ও শীতল প্রলেপ আবশ্যক। অঞ্জনের জন্য একমাষা, নস্যে দুই মাষা, পানে চারি মাষা এবং বমনে আট মাষা, এই পরিমাণে ঔষধ ব্যবহার করিতে হয়। দেশ, রোগীর প্রকৃতি, অভ্যাস, ঋতু, বিষের বেগ, রোগীর বলাবল,

বিষের পূর্ব্বিক বেগ ও তাহার শাস্ত্রোক্ত প্রক্রিয়া বিবেচনা করিয়া চিকিৎসা করিবে।

অবস্থাভেদে চিকিৎসা।—রোগীর অবস্থাবিশেষে যে যে প্রকার প্রতীকার আবশ্যক, তাহা বলা যাইতেছে। এইসকল প্রক্রিয়া স্থাবর ও জঙ্গম উভয় বিষের পক্ষেই প্রয়োগ করা যায়। বিষে শরীর বিবর্ণ, কঠিন ও ফুলিয়া উঠিলে এবং বেদনাবিশিষ্ট হইলে, পূর্ব্বোক্ত বিধি অনুসারে শীঘ্র রক্তমোক্ষণ করিতে হয়। বিষার্ত্ত রোগী ক্ষুধার্ত্ত বা বিষ-জন্য বায়ু-প্রকৃতি-বিশিষ্ট হইলে, বিবেচনা পূর্ব্বক তাহাকে দধি, তক্র, ঘৃত, মধু কিংবা মাংসরস প্রদান করিবে। রোগীর পিত্তজন্য তৃষ্ণা, দাহ, ঘর্ম্ম ও অজ্ঞানতা ঘটিলে, সংবাহন, স্নান ও শীতল প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। শ্লৈষ্মিক-রোগীকে, শীতল-উপচারে পীড়িত রোগীকে, এবং মূর্চ্ছিত ও মত্ত রোগীকে শীতকালে তীক্ষ্ণ-ঔষধ প্রয়োগে বমন করাইবে। রোগীর পিত্ত-জন্য মল ও বায়ু রুদ্ধ হইয়া কোষ্ঠ-দাহ, বেদনা, আধ্মান ও মূত্ররোধ হইলে, বিরেচন করাইবে। চক্ষু ফুলিয়া উঠিলে, বিবর্ণ বা আবিল হইলে (ঘোলা পড়িলে), অথবা সে বিবর্ণ দেখিলে, অঞ্জন প্রয়োগ কর্ত্তব্য। মস্তকের যাতনা, শরীরের গৌরব ও আলস্য, হনুস্তম্ভ (চুয়াল ধরা), গলগ্রহ (গলায় বেদনা) এবং অতিশয় মন্যাস্তম্ভ (ঘাড় না ফেরা), এইসকল উপদ্রব ঘটিলে, শিরো-বিরেচন (নস্য) প্রয়োগ করিবে। চক্ষু উন্মীলিত করিয়া (চাহিয়া) থাকিলে, জ্ঞানশূন্য বা গ্রীবাভঙ্গ হইলে, বিরেচনচূর্ণ গল-মধ্যে নল দ্বারা সঞ্চারিত করিবে, হস্তপদ ও ললাটের শিরাসকল তাড়িত করিবে, অর্থাৎ বিদ্ধ করিয়া চুষিয়া রক্ত বাহির করিবে। তাহাতে রক্ত-স্রাব না হইলে, মূর্দ্ধিদেশে কাক-পদ আকারে ক্ষত করিয়া রক্তস্রাব করাইবে, অথবা সেই স্থানের সরক্ত মাংস ও চর্ম্ম তুলিয়া ফেলিবে এবং সেই স্থানে চর্ম্ম, বৃক্ষের কাথ বা চূর্ণ প্রয়োগ করিবে, কিংবা দুন্দুভিতে (বাদ্যবিশেষ) অগদ লেপন করিয়া, রোগীর পার্শ্বে বাদন করিতে থাকিবে। জ্ঞান হওয়ার পর পুনর্ব্বার বমন, বিরেচন ও নস্যদ্বারা ইহার ঊর্দ্ধ ও অধোদেহ সংশোধন করিয়া দিবে।

অবশিষ্ট বিষোপদ্রবের চিকিৎসা।—যেরূপে হউক, বিষ নিঃশেষে দেহ হইতে নিষ্কাশিত করা আবশ্যক। অল্প অবশিষ্ট থাকিলেও পুনর্ব্বার ইহার বেগ জন্মে; অথবা শরীরের অবসন্নতা, বিবর্ণতা, জ্বর, কাস, শিরোরোগ,

ফুলা, শোষ প্রতিশ্যায়, তিমিররোগ (চক্ষুরোগ—যাহাতে দৃষ্টিনাশ হয়), রুচি ও পীনস, এইসকল রোগ উৎপন্ন হয়। ইহাদিগের মধ্যে কোন একটী রোগ জন্মিলে, সেই রোগেরই প্রতীকার করিবে। বিষের প্রকৃতি ও রোগীর যেরূপ উপদ্রব তদনুসারে চিকিৎসা করা আবশ্যক। তদনন্তর বন্ধন মোচন করিয়া, শীঘ্রই দষ্টস্থান আচ্ছাদিত করিয়া প্রলেপ দিবে। দষ্টস্থানে শুষ্ক বিষ থাকিলে, পুনর্ব্বার তাহাতে বেগ জন্মে। এইরূপে চিকিৎসা, মন্ত্র ও ঔষধ দ্বারা বিষের তেজ নষ্ট হইলেও যদি কোন দোষ কুপিত হয়, তবে তৈল, মৎস্য, কুলত্থ ও অম্ল, এই গুলি ভিন্ন অন্যপ্রকার স্নেহ প্রভৃতি বায়ুশান্তিকর ঔষধ দ্বারা বায়ুর শান্তি করিতে হয়। পিত্ত জ্বরনাশক ক্বাথদ্বারা ও স্নেহ-বিরেচন দ্বারা পিত্তের শান্তি করিবে; মধু সহকারে আরগ্বধাদির ক্বাথদ্বারা এবং শ্লেষ্মনাশক অগদ ও তিক্ত এবং রুক্ষ ভোজনদ্বারা কফের শান্তি করা কর্ত্তব্য। বৃক্ষ হইতে পতন কিংবা বিপরীতভাবে পতন দ্বারা অথবা জলমগ্ন হইয়া জ্ঞানশূন্য হইলে, পূর্ব্বোক্ত বিষজন্য মূর্চ্ছানাশের চিকিৎসার ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

গাঢ়তর বন্ধনে দোষ।—গাঢ়তর বন্ধন করিলে এবং তীক্ষ্ণ লেপদ্বারা প্রলেপ দিলেও যদি বিষে শরীর স্ফীত হয় এবং ক্লিন্ন ও দুর্গন্ধবিশিষ্ট হইয়া পড়ে, যদি তৎকালে শরীর বিদ্ধ করিলে কৃষ্ণবর্ণ রক্ত নিঃসরণ হইতে থাকে, সর্ব্বদা জ্বালা করে ও পাকিয়া উঠে, ক্ষতস্থান হইতে কৃষ্ণবর্ণ, ক্লিন্ন, শীর্ণ, দুর্গন্ধ মাংস অজস্র নিঃসৃত হয় এবং তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, ভ্রান্তি, দাহ ও জ্বর প্রভৃতি সকল উপদ্রব ঘটে, তাহা হইলে এইপ্রকার রোগীকে বিষদগ্ধ বাণে বিদ্ধ করিতে হইবে।

বিষজনিত ব্রণের চিকিৎসা।—এই সকলপ্রকার লক্ষণসহ বিষের আতিশয্য প্রযুক্ত ব্রণ জন্মিলে, কিংবা লূতা অর্থাৎ মাকড়সা কর্ত্তৃক দংশিত হইয়া কিংবা আলেপন দ্বারা শরীরে বিষ প্রবিষ্ট হইয়া, পূতিমাংসবিশিষ্ট ব্রণ জন্মিলে, সেইসকল ব্রণ হইতে পূতি-মাংস বাহির করিয়া লইয়া, জলোকাদ্বারা রক্তমোক্ষণ করা আবশ্যক, এবং বমন-বিরেচনদ্বারা দেহের উর্দ্ধ ও অধোভাগস্থ সকল দোষ সংশোধিত করিয়া, সেইসকল ব্রণে কটাদি ক্ষীরীবৃক্ষের ত্বকের ক্বাথ সেচন করিতে হয়। তদনন্তর সেইসকল ব্রণের মধ্যে বস্ত্রখণ্ড পূরিয়া, তাহার উপরে শীতল ঘৃতাক্ত বিষনাশক প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। দূষিত অস্থি শরীরে প্রবিষ্ট হইলে

পিত্তজ...দে প্রথমতঃ যেরূপ প্রতীকার করা যায়, সেইরূপ প্রতীকার প্রথমতঃ কর্ত্তব্য। অনন্তর নিম্নলিখিত অগদ সেবন করিতে দিবে।

মহাগদ।—তেউড়ী, বিষলাঙ্গলিয়া, যষ্টিমধু, হরিদ্রা, সোন্দাল, দারু-হরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, লবণ-বর্গ, শুণ্ঠী, পিপ্পলী ও মরিচ, এইগুলি উত্তমরূপে চূর্ণ ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া গো-শৃঙ্গের মধ্যে রাখিবে। এই অগদ পানে, অঞ্জনে, অভ্যঙ্গে ও নস্যে ব্যবহার করিলে বিষ নষ্ট হয়; ইহারই নাম মহাগদ। ইহার বল অপ্রতিহত এবং ইহাতে বিষের বেগ নষ্ট হইয়া যায়।

অজিত অগদ।—বিড়ঙ্গ, পাঠা (নিমুখ লতা), ত্রিফলা, যমানী, হিঙ্গু, তগরপাদুকা, ত্রিকটু, লবণবর্গ ও চিতামূল; এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া শৃঙ্গমধ্যে রাখিয়া দিবে এবং আচ্ছাদনদ্বারা শৃঙ্গমুখ ঢাকিয়া রাখিবে। পরে একপক্ষকাল উত্তীর্ণ হইলে তাহা প্রয়োগ করা উচিত। ইহারই নাম অজিত অগদ। ইহাদ্বারা স্থাবর ও জঙ্গম উভয় প্রকার বিষ নষ্ট হইয়া যায়।

তার্ক্ষ্য অগদ।—পুণ্ডরিয়াবৃক্ষ, দেবদারু, মুতা, শৈলজ, কটুকী, গেঁঠেলা, গন্ধতৃণ, পদ্মকাষ্ঠ, নাগকেশর, তালীশ, সুবর্চ্চিকা (জতুক), শ্যোণাবৃক্ষ, এলাইচ, সিত সিন্ধুবার (নিসিন্দা), শৈলেয়, কুষ্ঠ, তগর-পাদুকা, প্রিয়ঙ্গু, লোধ, বালা, কাঞ্চন (কাঞ্চনবৃক্ষ), গৈরিক (পীতবর্ণ গিরি-মৃত্তিকা), পিপ্পলী, চন্দন ও সৈন্ধব, ইহাদিগের সূক্ষ্মচূর্ণ সমভাগে লইয়া, মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া গো-শৃঙ্গের মধ্যে রাখিবে। ইহাই তার্ক্ষ্য নামক অগদ। ইহাদ্বারা তক্ষকের বিষও নষ্ট হইয়া যায়।

ঋষভ অগদ।—জটামাংসী, রেণুকা, ত্রিফলা, মুরঙ্গী (সজিনা), রক্ত লতা (মঞ্জিষ্ঠা), যষ্টিমধু, পদ্মক (পদ্মকাষ্ঠ) বিড়ঙ্গ, তালীশ, সুগন্ধ (এলবালুক), এলাইচ, দারুচিনি, কুষ্ঠ, পত্র (তেজপত্র), রক্তচন্দন, ভার্গী (বামুনহাটী), পাঠা (নিমুখ লতা), পটোল, অপামার্গ, মৃগাদনী (পীতদণ্ডোৎপল), রাখাল-শশার ফল, গুগ্‌গুলু, কৃষ্ণবর্ণ তেউড়ী, অশোক, গুবাক, সুরসা-ফুল ও ভেলার ফুল, এই সকলের চূর্ণ এবং বরাহ, গোধা, ময়ূর, শল্লকী, বিড়াল, হরিণ ও নকুলের পিত্ত সমস্ত একত্র করিয়া গো-শৃঙ্গের মধ্যে স্থাপন করিবে। ঋষভ নামক এই অগদ যে পুণ্যবান মহাত্মার গৃহে থাকে, তথায় কোনপ্রকার সর্পই বিষত্যাগ করে না, কীটের ত কথাই নাই। এই অগদ পটাহে (ঢাক বা ভেরীতে)

লেপন করিয়া বাদন করিলে বিষ নষ্ট হইয়া যায়; এবং পতাকাতে লেপন করিয়া দেখাইলে, বিষ কর্ত্তৃক অভিভূত রোগী নির্ব্বিষ হইয়া উঠে।

সঞ্জীবনী অগদ। লাক্ষা, রেণুকা, বেণামূল, প্রিয়ঙ্গু, শিগ্রু (সজিনা-বৃক্ষ), মধুশিগ্রু (রক্তসজিনা) যষ্টিমধু ও এলাইচ, এইসকলের চূর্ণ সমভাগে হরিদ্রার সহিত মিশ্রিত করিয়া ঘৃত ও মধুসহযোগে পূর্ব্বের ন্যায় গো-শৃঙ্গের মধ্যে স্থাপন করিবে। ইহার নাম সঞ্জীবনী অগদ। পানে, নস্যে ও অঞ্জনে ইহা প্রয়োগ করিলে, মৃতকল্প রোগীও আরোগ্য লাভ করে।

মুখ্য অগদ।—শ্লেষ্মাতক (চালতা), কট্‌ফল, মাতুলুঙ্গ, শ্বেতা, গিরিহ্বা (অপরাজিতা), অপামার্গ ও শর্করা, এইসকল দ্রব্য কাঁটা-ন'টে শাক-সংযোগে সেবন করিলে, দর্ব্বীকর ও রাজিমন্তের বিষ নষ্ট হইয়া যায়। ইহার নাম মুখ্য অগদ।

অন্যান্য।—দ্রাক্ষা, রাস্না, গিরিমৃত্তিকা ও মঞ্জিষ্ঠা, ইহাদের প্রত্যেকের অর্দ্ধভাগ; কপিত্থ, বিল্ব, দাড়িম ও সুরসা-পত্র, ইহাদের প্রত্যেকের দুই ভাগ; এবং শ্বেত-সিন্ধুবার, আঁকড়ের মূল ও মনঃশিলা, প্রত্যেকের অর্দ্ধভাগ; এই অগদ মধু-সহযোগে প্রয়োগ করিলে, মণ্ডলীর বিষ বিশেষরূপে নষ্ট হইয়া যায়। আর্দ্র বংশত্বক্ (বাঁশের গায়ের নীল), আমলকী, কপিত্থ, ত্রিকটু, শুক্লবচ, করঞ্জবীজ, তগর, শিরীষ পুষ্প ও গোরোচনা; এইসকল দ্রব্য একত্র করিয়া লেপ, অঞ্জন ও নস্যে ব্যবহার করিলে, মাকড়সা, ইন্দুর এবং সর্পের ও অন্যান্য কীটের বিষ বিনষ্ট হয়। বর্ত্তি, অঞ্জন ও নাভিলেপরূপে ইহা প্রয়োগ করিলে, পুরীষ, মূত্র, বায়ু ও গর্ভ-রোধ বিদূরিত হয়। শিরীষপুষ্পের অঞ্জন ও নস্য দ্বারা কাচ, অর্ম্ম, কোথ ও পটল রোগের (চক্ষুরোগ বিশেষ) শান্তি হইয়া থাকে। মূল, পুষ্প, অঙ্কুর, বল্কল ও বীজ,—শিরীষবৃক্ষের এইসকল অংশের কাথ ত্রিকটু চূর্ণ সহযোগে গাঢ় করিয়া সেবন করিলে, সকলপ্রকার বিষ, বিশেষতঃ কীটবিষ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

কুষ্ঠ, ত্রিকটু, দারুহরিদ্রা, মধুক (মৌল), লবণদ্বয় (সৈন্ধব ও সামুদ্র), মালতী, নাগ পুষ্প এবং মধুরবর্গের অন্তর্গত সকল দ্রব্য, এইসকল দ্রব্য কপিত্থরস, শর্করা ও মধুসহযোগে প্রয়োগ করিলে, সর্ব্বপ্রকার বিষের, বিশেষতঃ মূষকবিষের শান্তি হয়। পুনর্নবা, শিরীষপুষ্প, আরগ্বধপুষ্প, অর্কপুষ্প, শেউড়ী, আকনাদী, বিড়ঙ্গ,

আস্র, পাথর-কুচি, কৃষ্ণমৃত্তিকা ও কুরবক (ঝাঁটী), এইসমস্ত পদার্থকে একসর-
গণ কহে। বিষনাশের জন্য ইহাদের একটী করিয়া দ্রব্য প্রয়োগ করিতে হয়।

পঞ্চম অধ্যায়।

—:•:—

মূষিক-বিষের চিকিৎসা।

মূষিকভেদ।—পূর্ব্বে যে শুক্রবিষ মূষিকের উল্লেখ করা হইয়াছে, সে
মূষিক অষ্টাদশপ্রকার; তাহাদের নাম, বিষলক্ষণ ও চিকিৎসা বিস্তৃতরূপে বর্ণি
হইতেছে। লালন, পুত্রক, কৃষ্ণ, হংসির, চিক্কির, ছুছুন্দর, অলস, কষায়দশন
কুলিঙ্গ, অজিত, চপল, কপিল, কোকিল, অরুণ, মহাকৃষ্ণ, উন্দুর, শ্বেতমূষিক
ও মহামূষিক। কপিলবর্ণ-মূষিক, আখু ও কপোতবর্ণ মূষিক,—এই অষ্টাদশ
প্রকারেরই অন্তর্ভূত।

সাধারণ লক্ষণ।—শরীরের কোনস্থানে ইহাদের শুক্র পতিত হইলে
অথবা শুক্রঘৃষ্ট নখ দন্তাদি দ্বারা ইহারা কোনস্থানে দংশন করিলে রক্ত দূষিত
হয়। তদ্দ্বারা গ্রন্থি, শোথ, কর্ণিকা (পদ্মকর্ণিকাবৎ), মণ্ডল (চাকা চাকা দাগ)
পিড়কা, বিসর্প, কিটিম (কিটিম কুষ্ঠবৎ), পর্ব্বভেদ, তীব্রবেদনা, জ্বর, মূর্চ্ছা
দুর্ব্বলতা, অরুচি, শ্বাস, বমি ও লোমহর্ষ, এইসকল লক্ষণ লক্ষিত হয়। ইহাই
মূষিক-বিষের সাধারণ লক্ষণ। বিস্তৃত লক্ষণ অতঃপর বলা যাইতেছে।

বিশেষ লক্ষণ ও চিকিৎসা।—লালন-মূষিকের বিষে লালাস্রাব,
হিক্কা ও বমন হয়। ইহাতে তণ্ডুলীয়ক (কাঁটান'টের) মূলের কল্ক, মধুর সহিত
মিশ্রিত করিয়া, লেহন করাইবে। পুত্রক-মূষিকের বিষে অঙ্গগ্লানি, দেহের পাণ্ডুতা
এবং ইন্দুর শাবকের ন্যায় গ্রন্থি উৎপন্ন হয়। ইহাতে শিরীষ ও ইঙ্গুদের কল্ক, মধুর
সহিত লেহন করাইবে। কৃষ্ণ-মূষিকের বিষে রক্তবমি হয়, এবং মেঘাচ্ছন্ন দিবসে
রক্তবমনের আধিক্য হয়। ইহাতে শিরীষবীজ ও কুড়, কিংশুক-ভস্মোদকের
সহিত পান করাইবে। হংসির মূষিকের বিষে অন্নদ্বেষ, জৃম্ভা ও রোমহর্ষ হয়

তাহাতে রোগীকে বমন করাইয়া আরগ্বধাদিগণের ক্বাথ সেবন করাইবে; চিক্কির-মূষিকের বিষে শিরোবেদনা, শোথ, হিক্কা ও বমি হয়। তাহাতে কোশাতকী, মদনফল ও অঙ্কোঠের ক্বাথ পান করাইয়া বমন করাইবে। ছুছুন্দরের বিষে তৃষ্ণা, বমি, জ্বর, দুর্ব্বলতা, গ্রীবাস্তম্ভ, পৃষ্ঠদেশে শোথ, ঘ্রাণশক্তির অভাব ও ভেদ-বমি লক্ষিত হয়। ইহাতে চৈ, হরীতকী, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ, পিপুল, মরিচ, শ্বেত-বীজ ও বৃহতীর ক্ষার প্রয়োগ করিবে। অলস মূষিকের বিষে গ্রীবাস্তম্ভ, ঊর্দ্ধবায়ু, দষ্টস্থানে বেদনা ও জ্বর হয়; ইহাতে ঘৃত ও মধুর সহিত মহাগদ লেহন করাইবে। কষায়দন্তের দংশনে নিদ্রা, হৃদয়ের শুষ্কতা ও কৃশতা লক্ষিত হয়; তাহাতে শিরীষের সার, ফল ও ত্বক্ মধুমিশ্রিত করিয়া লেহন করাইবে। কুলিঙ্গ-মূষিকের বিষে দংশনস্থানে বেদনা, শোথ ও রেখা প্রকাশিত হয়; তাহাতে মুদ্গপর্ণী ও নিসিন্দা মধুমিশ্রিত করিয়া লেহন করাইবে। অজিত মূষিকের বিষে বমি, মূর্চ্ছা, বক্ষঃস্থলে বেদনা ও নেত্র কৃষ্ণবর্ণ হয়। তাহাতে স্নুহীক্ষীরের (সিজের আঠার) সহিত তেউড়ী পেষণ করিয়া, মধুর সহিত মিশাইয়া লেহন করিতে হয়। চপল-মূষিকের বিষে বমি, মূর্চ্ছা ও তৃষ্ণা হয়; ইহাতে দেবদারু, জটামাংসী ও ত্রিফলা, মধুর সহিত মিশাইয়া, লেহন করাইবে। কপিলের বিষে ব্রণস্থান পচিয়া যায় এবং জ্বর ও গাত্রে গ্রন্থির উদ্ভব হইয়া থাকে; তাহাতে শ্বেত অপরাজিতা ও শ্বেতপুনর্নবা মধুমিশ্রিত করিয়া লেহন করাইবে। কোকিল মূষিকের বিষে গ্রন্থি, জ্বর ও দারুণ দাহ উপস্থিত হয়; তাহাতে পুনর্নবা ও নীলের ক্বাথসহ ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত পান করাইবে। অরুণ-মূষিকের দংশনে বায়ু কুপিত হইয়া বাতজ বিবিধ উপদ্রব উৎপাদন করে। মহাকৃষ্ণের বিষে পিত্ত, শ্বেতমূষিকের বিষে শ্লেষ্মা, কপিলমূষিকের বিষে রক্ত এবং কপোতবর্ণ মূষিকের বিষে বায়ু, পিত্ত, কফ ও রক্ত,—সমস্তই কুপিত হয়। ইহাদের দংশনে সাধারণতঃ দষ্টস্থানে গ্রন্থি, মণ্ডল, কর্ণিকা, উগ্রপিড়কা ও দারুণ শোথ জন্মে। গব্য ঘৃত /৪ চারি সের, দুগ্ধ /৪ চারি সের, দধির মাত /৪ চারি সের, করঞ্জ, সোন্দাল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বৃহতী ও শালপাণি (২ ভাগ), এইসমুদায় মিলিত /২ দুই সের, একত্র ১৬ ষোল সের জলে সিদ্ধ করিয়া, /৪ চারিসের অবশিষ্ট রাখিবে। কল্কার্থ তেউড়ী, তিল, গুলঞ্চ, তগরপাদুকা, সর্পছত্র, কৃষ্ণমৃত্তিকা, কয়েৎবেল ও দাড়িম-ছাল,—সমুদায়ে /১ সের, যথানিয়মে পাক করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় সেবন

করাইবে। ইহাদ্বারা অরুণাদি পঞ্চবিধ মূষিকের বিষ বিনষ্ট হয়। কাকাদনী (গুঞ্জা) ও কাকমাচীর স্বরসের সহিত ঘৃত পাক করিয়া সেবন করাইলেও ঐ পঞ্চবিধ মূষিক-বিষ নিবারিত হয়।

সকলপ্রকার মূষিক-বিষ বিনাশের জন্য শিরাবেধ করিয়া রক্তস্রাব করাইতে হয়; তৎপরে সেই স্থান দগ্ধ করিয়া ক্ষতস্থানে শিরীষ, হরিদ্রা, কুড়, কুঙ্কুম ও গুলঞ্চ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিতে হইবে।

মূষিক-বিষে বমন করাইবার জন্য কোশাতকীর কাথ, চর্ম্মকার-বটের ও অঙ্কোঠের কাথ, চর্ম্মকার বটের ও কোশাতকীর মূল, ঘোষাফল, অথবা মদনফল, দধির সহিত পান করাইবে। মদনফল, বচ, ঘোষাফল ও কুড় একত্র গোমূত্রসহ পেষণ করিয়া দধির সহিত সেবন করিলেও সর্ব্ববিধ ইন্দুরের বিষ বিনষ্ট হয়। বিরেচনের জন্য তেউড়ী, দন্তীমূল ও ত্রিফলার কল্ক প্রশস্ত। নস্যক্রিয়ার জন্য শিরীষের সার ও ফল উপযোগী। অঞ্জনের জন্য ত্রিকটু ও গোময়ের স্বরস ব্যবহার্য্য।

কয়েৎবেল ও গোময়ের রস মধুর সহিত লেহন করিবে, অথবা রসাঞ্জন, হরিদ্রা, ইন্দ্রযব, কটকী ও আতইচ, ইহাদের কল্ক মধুমিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে লেহন করিলে, সকলপ্রকার ইন্দুর-বিষ নিবারিত হয়।

তণ্ডুলীয়কমূল অথবা আস্ফোতার (হাপরমালী) মূল, কিংবা কয়েৎবেলের পত্র, পুষ্প, ফল, মূল ও ত্বক্‌সহ ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে মূষিক-বিষ বিনষ্ট হয়।

মূষিক-বিষ প্রায়ই মেঘাচ্ছন্ন দিবসে অধিক কুপিত হয়, তাহাতেও ঐ সমস্ত ক্রিয়াদ্বারা অথবা দূষী বিষনাশক ঔষধাদি দ্বারা প্রতীকার করিবে। মূষিক-দষ্ট ব্রণস্থান কঠিন ও কর্ণিকা হইয়া বেদনাযুক্ত হইলে, সেই স্থান শস্ত্রদ্বারা উৎপাটিত করিয়া, বাতাদি দোষ বিবেচনা পূর্ব্বক ব্রণরোগের ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

শৃগালাদির বিষ। শৃগাল, কুক্কুর, তরক্ষু, (নেকড়ে বাঘ), ভল্লুক ও ব্যাঘ্রাদি পশুর বায়ু কফদুষ্ট হইয়া সংজ্ঞাবহ ধমনী অবলম্বন করিলে, তাহাদের সংজ্ঞানাশ হয়, অর্থাৎ তাহারা উন্মত্ত হইয়া উঠে। সেই সময়ে তাহাদের লাঙ্গুল, হনু ও স্কন্ধ শিথিলভাবে লম্বিত হয়, অতিশয় লালাস্রাব হয় এবং তাহারা বধির বা অন্ধ হইয়া পরস্পরকে আক্রমণ করে। সেই উন্মত্ত শৃগালাদির দন্ত বিষাক্ত হয়;

সুতরাং তাহারা দংশন করিলে দষ্টস্থান কৃষ্ণবর্ণ হয় সেই স্থানে স্পর্শজ্ঞান থাকে না, ক্ষতস্থান হইতে অত্যন্ত রক্তস্রাব হয় এবং বিষদিগ্ধ বাণবিদ্ধের লক্ষণ-সমূহ প্রায়ই লক্ষিত হইয়া থাকে। যে উন্মত্ত জন্তু মনুষ্যকে দংশন করে, রোগী পরিণামে সেই জন্তুর শব্দ ও ব্যবহারাদি বহুবিধ অনুকরণ করিয়া ক্রমশঃ প্রাণত্যাগ করে।

জলাতঙ্ক।—রোগী যে জন্তু কর্তৃক দষ্ট হয়, জলে বা আদর্শে তাহার রূপ দর্শন করিলে সেই রোগীর মৃত্যু ঘটে। যে রোগী জলের নাম শ্রবণ বা জলদর্শন করিয়া অকস্মাৎ ত্রস্ত হইয়া উঠে, তাহার সেই জলাতঙ্কও অরিষ্ট-লক্ষণ। উন্মত্ত জন্তুর দংশন ব্যতীতও কোন সুস্থ ব্যক্তির যদি নিদ্রিত অবস্থায় অথবা নিদ্রা হইতে উত্থিত হইবার পরে ঐরূপ জলত্রাস হয়, তবে সে ব্যক্তিরও প্রাণনাশ হয়।

চিকিৎসা।—উন্মত্ত শৃগালাদির দংশনে দষ্টস্থানে পীড়ন করিয়া রক্ত স্রাব করাইবে এবং ক্ষতস্থান উত্তপ্ত ঘৃতদ্বারা দগ্ধ করিবে। তৎপরে সেইস্থানে অগদ লেপন করিয়া, পুরাতন ঘৃত পান করাইবে। নস্যক্রিয়ার জন্য আকন্দের আঠা মিশ্রিত শিরোবিরেচন দ্রব্য প্রয়োগ করিবে। শ্বেত-পুনর্নবা ও ধুতুরামূল উপযুক্তমাত্রায় সেবন করাইবে। মাংস, তিলতৈল, বানরের দুগ্ধ ও গুড় এইসকল দ্রব্য সেবনে কুকুরের বিষ শীঘ্রই নষ্ট হয়।

শরপুঙ্খামূল ২ দুই তোলা, ধুতুরামূল ১ একতোলা, এবং তণ্ডুল, তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণ করিয়া, তাহার পিষ্টক প্রস্তুত করিবে; সেই পিষ্টক ধুতূরা-পত্রে বেষ্টন করিয়া পাক করিতে হইবে। এই পিষ্টক উপযুক্তমাত্রায় ভক্ষণ করিলে কুকুরবিষ বিনষ্ট হয়। ভুক্ত পিষ্টক জীর্ণ হইবার সময়ে অন্যান্য বিকার উপস্থিত হইতে পারে; শীতল সময়ে রোগীকে জলশূন্য গৃহে রাখিয়া, সেইসমস্ত বিকারের প্রতিকার করিতে হইবে। তৎপরদিন তাহাকে স্নান করাইয়া, শালি ও যষ্টিক ধান্যের অন্ন উষ্ণদুগ্ধের সহিত ভোজন করাইবে। দংশনের তৃতীয় বা পঞ্চম দিনে অর্দ্ধমাত্রায় এই পিষ্টক ভোজন করাইতে হয়। কুকুরাদির বিষ স্বয়ং কুপিত হইয়া উঠিলে, রোগীর জীবন রক্ষা হয় না; অতএব যতদিন বিষ স্বয়ং কুপিত না হয়, তাহার মধ্যেই পূর্ব্বোক্ত ঔষধসমূহ প্রয়োগ করা আবশ্যক।

কুকুরাদিদষ্ট রোগীকে নদীতীরে অথবা চতুষ্পথে বসাইয়া, বীজ, রত্ন ও ঔষধি-পূর্ণ কুম্ভের শীতল জলদ্বারা মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক স্নান করাইতে হয়; এবং তিল-

কন্দ, দধি, পক ও অপক মাংস, বিচিত্র মাল্য প্রভৃতি দ্বারা সেইস্থানে বলি (পূজা) দেওয়া উচিত। তাহার মন্ত্র যথা:—

অলকাধিপতে যক্ষ সারমেয়গণাধিপ।
অলর্কজুষ্টমেতন্মে নির্বিষং কুরুমাচিরাৎ॥

স্নান ও পূজার পরে রোগীকে তীক্ষ্ণ ঔষধ প্রয়োগ করিয়া, সংশোধন করান আবশ্যক। যেহেতু রোগীর অন্তর্দোষ সংশোধিত না হইলে, ক্ষতস্থান সম্যক্ রূঢ় হওয়ার পরেও বিষ কুপিত হইয়া উঠে।

কুক্কুরাদি-হিংস্রজন্তুর দংশনে বায়ু ও পিত্ত এই দুই দোষ কুপিত হয়, সেইজন্য তাহাদের দংশনে রোগী সেই সেই জন্তুর শব্দ ও চেষ্টার অনুকরণ করে। ঐরূপ অনুকরণকারী রোগীকে শত চেষ্টা করিয়াও রক্ষা করা যায় না।

হিংস্র জন্তুর নখ ও দন্তের আঘাতে কোন স্থান ক্ষত হইলে, বায়ু কুপিত হয়। সেইজন্য ক্ষতস্থানে পীড়ন ও উষ্ণতৈল সেচন উপকারী।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বিষনাশক ঔষধ।

ক্ষারাগদ।— ধব, অশ্বকর্ণ (শাল), তিনিশ, পলাশ, নিম, পারুল, পারিভদ্র (পালতেমাদার), আম্র, উড়ুম্বর (যজ্ঞডুমুর), করহাট, অর্জ্জুন, ককুভ (অর্জ্জুনবৃক্ষবিশেষ), সর্জ্জ, কপীতন, শ্লেষ্মাতক, অঙ্কোঠ, আমলকী, প্রগ্রহ, কুটজ, শমী, কপিত্থ, অশ্মন্তক, আকন্দ, চিরিবিল্ব (করঞ্জ), মহাবৃক্ষ, ভেলা, শোনা, যষ্টিমধু, মধুশিগ্রু (রক্ত-সজিনা), সেগুন, গোজী, মূর্ব্বা, লোধ, ইক্ষুরক, গোপঘণ্টা (বঁইচি), অরিমেদ (গুয়ে-বাবলা); এই সমুদায় দ্রব্য দগ্ধ করিয়া, ক্ষারকল্প অনুসারে গোমূত্রদ্বারা সেই ভস্ম পরিস্রুত করিতে হইবে। তৎপরে সেই ভস্মোদকের সহিত পিপুলমূল, তণ্ডুলীয়ক (কাঁটান'টে), বরাঙ্গ, চোচক, মঞ্জিষ্ঠা, করঞ্জ, গজপিপুল, মরিচ, নীলোৎপল, অনন্তমূল, বিড়ঙ্গ, গৃহধূম (ঝুল), শ্যামালতা, সোম (কর্পূর), তেউড়ী, কুঙ্কুম, শালপাণি, কোশাম্র (জলপাই),

শ্বেতসর্ষপ, বরুণ, লবণ, পাকুড়, জলবেতস, এরণ্ড, অশোক, দ্রবন্তী, সপ্তপর্ণ (ছাতিম), শোণা, এলবালুক, নাগরদন্তী (হাতিশুঁড়া), আতইচ, হরীতকী, দেবদারু, কুড়, হরিদ্রা, বচ ও লৌহ, সমভাগে মিশ্রিত করিয়া একত্র পাক করিবে। ক্ষারপাকের ন্যায় পাক শেষ হইলে, লৌহকুম্ভে রাখিয়া দিতে হইবে। ইহার নাম ক্ষারাগদ। এই অগদ দুন্দুভিতে (বাদ্যযন্ত্র বিশেষ) অথবা পতাকা ও তোরণ প্রভৃতি স্থানে লেপন করিলে, সেই দুন্দুভির শব্দ শ্রবণে এবং সেই পতাকাদির দর্শনে বা স্পর্শনে বিষ দূরীভূত হয়। ইহা সমুদায় বিষদোষেই সর্ব্ব-প্রকারে প্রয়োগ করা যায়। তক্ষক প্রভৃতির তীব্র বিষও ইহাদ্বারা নিরাকৃত হয়। এই ক্ষারাগদ সেবন করিলে শর্করা, অশ্মরী, অর্শঃ, বাত, গুল্ম, কাস, শূল, উদর, অজীর্ণ, গ্রহণীদোষ, অন্নদ্বেষ, সর্ব্বাঙ্গগত শোথ ও দারুণ শ্বাস প্রভৃতি উৎকট পীড়াও নিবারিত হয়।

কল্যাণঘৃত।—বিড়ঙ্গ, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, দন্তী, দেবদারু, রেণুকা, তালীশপত্র, মঞ্জিষ্ঠা নাগকেশর, নীলোৎপল, পদ্মকাষ্ঠ, দাড়িম, মালতী-পুষ্প, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, অনন্তমূল, শ্যামালতা, শালপাণি, চাকুলে, প্রিয়ঙ্গু, তগর, কুড়, বৃহতী, কণ্টকারী, এলবালুক, রক্তচন্দন ও গবাক্ষী (রাখালশশা)—সমুদায়ে ⁄১ সের; এই সমস্ত দ্রব্যের কল্ক ও ।৬ ষোল সের জলসহ গব্যঘৃত ⁄৪ চারিসের যথানিয়মে পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে, সর্ব্ববিধ বিষদোষ, গ্রহাবেশ এবং অপস্মার, পাণ্ডু, শ্বাস, অগ্নিমান্দ্য, জ্বর, কাস ও শোষরোগ প্রভৃতি নিবারিত হয়। এই ঘৃত অল্পশুক্র পুরুষ ও বন্ধ্যানারীর বিশেষ উপকারক।

অমৃতঘৃত।—অপামার্গবীজ, শিরীষবীজ, শ্বেত-অপরাজিতা, মহাশ্বেতা ও কাকমাচী;—সমুদায়ে ⁄১ একসের; এই কল্ক এবং ।৬ ষোল সের গোমূত্রের সহিত ⁄৪ চারিসের ঘৃত পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে সমস্ত বিষদোষ বিনষ্ট হয়। ইহা সেবন করিলে, মৃতব্যক্তিও পুনর্জ্জীবিত হয়।

মহাসুগন্ধি অগদ।—রক্তচন্দন, অগুরু, কুড়, তগর, তিলপর্ণী, পুণ্ডরিয়াকাষ্ঠ, বেণামূল, নবনীত-খোটী, দেবদারু, শ্বেতচন্দন, ছগ্গিকা, বামুনহাটী, নীল, নাকুলী, পীতচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, যষ্টিমধু, শুঁঠ, জটামাংসী, পুন্নাগ, এলবালুক, গিরিমাটী, গন্ধতৃণ, বেড়েলা, বালা, ধুনা, মুরামাংসী, সিতপুষ্পা, হরেণুকা, তালীশ-পত্র, ছোট এলাচ, প্রিয়ঙ্গু, শোণা, পুষ্পকাসীস, শৈলজ, তেজপত্র, তগরপাদুকা,

শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, কর্পূর, গাম্ভারীফল, কটুকী, সোমরাজী, আতইচ, কৃষ্ণজীরা রাখালশশা, উশীর (বেণামূলবিশেষ), বরুণছাল, মুথা, নখী, ধনিয়া, শ্বেত-অপরাজিতা, শ্বেত-বচ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, গেঁঠেলা, লাক্ষা, পঞ্চবিধ লবণ, কুমুদ, নীলোৎপল, পদ্ম, আকন্দ, চম্পক, অশোক, জাতী, তিল, পাকুড়, শাল্মলী, শেলু, শিরীষ, সুরসা (তুলসীবিশেষ), কেতকী, নিসিন্দা, ধব, অশ্বকর্ণ ও তিনিশ,—ইহাদের যথাযোগ্য ফুল বা ফল এবং গুগ্‌গুলু, কুঙ্কুম, বিম্বী (তেলাকুচা) ও গন্ধ-নাকুলী; এই ৮৫ পঁচাশিটী দ্রব্য চূর্ণ করিয়া, তাহাতে গোরোচনা, মধু ও ঘৃত মিশ্রিত করিবে এবং শৃঙ্গমধ্যে কিছুদিন রাখিয়া দিবে। এই অগদ ব্যবহারে বিষার্ত্ত রোগী মৃত্যুকবলিত হইলেও আরোগ্যলাভ করে। ইহা গাত্রে লেপন করিলে সর্ব্বজনপ্রিয় হওয়া যায়। ইহা হস্তে ধারণ করিলে, সেই হস্তস্পৃষ্ট বিষও নির্ব্বিষ হয়।

বিষরোগীর চিকিৎসায় কোনরূপ উষ্ণক্রিয়া কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু কীটবিষ প্রতিকারের জন্য শীতল-ক্রিয়াই আবশ্যক। বিষরোগীকে বিশেষ বিবেচনা করিয়া হিতকর অন্নপানাদি প্রদান করিতে হয়; ফাণিত (মাৎগুড়), সজিনা, সৌবীর (কাঁজিবিশেষ), সুরা, তিল, কুলথ কলাই ও নূতন ধান্যাদি ভোজন, এবং দিবানিদ্রা, স্ত্রী-সহবাস, ব্যায়াম, ক্রোধ ও রৌদ্র-সেবা,—বিষরোগীর পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকারক।

বিষরোগীর বাতাদিদোষ ও রস-রক্তাদি ধাতু প্রকৃতিস্থ হইলে, আহারে আকাঙ্ক্ষা জন্মিলে, মূত্র ও জিহ্বা স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, এবং বর্ণ, ইন্দ্রিয়, চিত্ত ও কার্য্যাদি প্রসন্ন হইলে, তাহার বিষদোষ বিনষ্ট হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

সপ্তম অধ্যায়।

—:০:—

কীটবিষ।

সর্পের শুক্র, মল, মূত্র, মৃতদেহ ও পূতি অণ্ড হইতে বিবিধ কীট উৎপন্ন হয়। তাহাদের কতকগুলি বায়ু-প্রকৃতি, কতকগুলি অগ্নিপ্রকৃতি, কতকগুলি শ্লেষ্মপ্রকৃতি এবং কতকগুলি ত্রিদোষ-প্রকৃতি। এই চতুর্ব্বিধ কীট—কীট হইলেও—অতি ভয়ঙ্কর।

কুম্ভীনস, তুণ্ডিকেরী, শৃঙ্গী, শতকুলীরক, উচ্চিটিঙ্গ, অগ্নি, চিচ্চিটিঙ্গ, ময়ূরিকা, আবর্ত্তক, উরভ্র, সারিকামুখ, বৈদল, শরাবকুদ্দ, অভীরাজী, পরুষ, চিত্রশীর্ষক, শতবাহু ও রক্তরাজি, এই অষ্টাদশপ্রকার কীট বায়ুপ্রকৃতি। ইহারা দংশন করিলে, বায়ুজন্য বিবিধ রোগ উপস্থিত হয়।

কৌণ্ডিল্যক, কণভক, বরটী, পত্রবৃশ্চিক, বিনাসিকা, ব্রহ্মণিকা, বিন্দল, ভ্রমর, বাহ্যকী, পিচ্চিট, কুম্ভী, বর্চ্চঃকীট অরিমেদক, পদ্মকীট, দুন্দুভিক, মকর, শতপাদক, পঞ্চালক, পাকমৎস্য, কৃষ্ণতুণ্ড, গর্দ্দভী, ক্লীব, কৃমিসরারী ও উৎক্লেশক, এই চতুর্ব্বিংশতি প্রকার কীট অগ্নি-প্রকৃতি। ইহাদের দংশনে পিত্তপ্রকোপ-জনিত বিবিধ রোগ উৎপন্ন হয়।

বিশ্বম্ভর, পঞ্চশুক্ল, পঞ্চকৃষ্ণ, কোকিল, সৈরেয়ক, প্রচলাক, বলভ, কিটিভ, সূচীমুখ, কৃষ্ণগোধা, কষায়-বাসিক, কীটগর্দ্দভক ও ত্রোটক, এই ত্রয়োদশ প্রকার কীট শ্লেষ্মপ্রকৃতি। ইহারা দংশন করিলে কফজনিত রোগসমূহ উপস্থিত হইয়া থাকে।

তুঙ্গীনাস, বিচিলক, তালক, বাহক, কোষ্ঠাগারী, ক্রিমিকর, মণ্ডলপুচ্ছক, তুঙ্গনাভ, সর্ষপিক, অবল্গুলী, শম্বুক ও অগ্নিকীট, এই দ্বাদশপ্রকার কীট ত্রিদোষ-প্রকৃতি। ইহারা প্রাণনাশক। এইসকল কীটের দংশনে সর্পবিষের ন্যায় বিষ-বেগ এবং সন্নিপাতজন্য রোগসমূহ উপস্থিত হয়। দষ্টস্থান রক্ত, পীত, শ্বেত বা অরুণবর্ণ এবং ক্ষার বা অগ্নিদগ্ধ হওয়ার ন্যায় যন্ত্রণাবিশিষ্ট হয়।

দেহস্থ দূষীবিষ প্রকুপিত হইলে, অথবা গাত্রে, বিষাক্ত পদার্থ লেপন করিলে, জ্বর, অঙ্গমর্দ্দ, রোমাঞ্চ, বেদনা, বমি, অতিসার, তৃষ্ণা, দাহ, মোহ, জৃম্ভণ, কম্প, শ্বাস, হিক্কা, দাহ, শীত, পিড়কা, শোথ, গ্রন্থি, মণ্ডল, দদ্রু, কণিকা, বিসর্প ও কিটিভ, প্রভৃতি বিবিধ উপদ্রব প্রবলরূপে প্রকাশ পায়। ইহা তীক্ষ্ণ বিষের লক্ষণ। মৃদুবিষ হইতে কফস্রাব, অরুচি, বমন, মস্তকের ভারবোধ, শীত, পিড়কা, কোঠ ও কণ্ডূ, এইসকল লক্ষণ লক্ষিত হয়।

অতঃপর কীটসমূহের জাতিভেদ, এবং সেই সেই জাতীয় কীটের দংশন লক্ষণ ও তাহার সাধ্যাসাধ্য বিষয় বর্ণিত হইতেছে।

ত্রিকণ্টক, কুণী, হস্তিকক্ষ ও অপরাজিত, এই চারিপ্রকার কীট কণভ-জাতীয়। ইহারা দংশন করিলে, দষ্টস্থানে তীব্র বেদনা ও গাত্রের গুরুতা অনুভূত এবং শোথ, কৃষ্ণবর্ণতা ও অঙ্গমর্দ্দ লক্ষিত হয়।

প্রতিসূর্য্য, পিঙ্গভাস, বহুবর্ণ, মহাশিরা ও নিরুপম, এই পঞ্চবিধ কীট গৌধেয়ক (গোধা) জাতীয়। ইহাদের দংশনে সর্পবিষের ন্যায় বিষবেগ উপস্থিত হয় এবং বিবিধ বেদনা ও দারুণ গ্রন্থি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

গলগোলী, শ্বেতা, কৃষ্ণা, রক্তরাজী, রক্তমণ্ডলা ও সর্ষপিকা, এই ছয়প্রকার কীট একজাতীয়। ইহাদের মধ্যে সর্ষপিকা ব্যতীত অন্য পাঁচ প্রকারের দংশনে দাহ ও শোথ এবং দষ্টস্থানে ক্লেদ জন্মে। সর্ষপিকার দংশনে হৃদয়ে বেদনা ও অতিসার হইয়া থাকে।

পরুষা, কৃষ্ণা, চিত্রা, কপিলিকা, পীতিকা, রক্তা, শ্বেতা ও অগ্নিপ্রভা, এই আটপ্রকার কীট শতপদী জাতীয়। ইহারা দংশন করিলে দষ্টস্থানে শোথ ও বেদনা এবং হৃদয়ে দাহ হয়। শ্বেতা ও অগ্নিপ্রভার দংশনে অতিরিক্ত দাহ ও মূর্চ্ছা এবং গাত্রে শ্বেতবর্ণ পিড়কার উৎপত্তি, এই কয়েকটী লক্ষণ অধিক ঘটিয়া থাকে।

কৃষ্ণ, সার, কুহক, হরিত, রক্ত, যববর্ণাভ, ভৃকুটী ও কোটিক, এই আট-প্রকার মণ্ডূক (ভেক)। ইহাদের দংশনে দষ্টস্থানে কণ্ডূ এবং মুখ হইতে পীতবর্ণ ফেননির্গম হয়। ভৃকুটী ও কোটিকজাতীয় মণ্ডূকের দংশনে অত্যন্ত দাহ, বমি ও মূর্চ্ছা এই কয়েকটী লক্ষণ অধিক দেখা যায়।

বিশ্বম্ভরজাতীয় কীটের দংশনে দষ্টস্থানে সর্ষপের মত পিড়কার উৎপত্তি এবং রোগী শীতজ্বরে আক্রান্ত হয়। অহিণ্ডুকা-জাতীয় কীটের দংশনে দষ্টস্থানে সূচীবেধবৎ বেদনা, দাহ, কণ্ডূ, শোথ এবং রোগীর মোহ হইয়া থাকে। কণ্ডূমকজাতীয় কীটে দংশন করিলে অঙ্গ পীতবর্ণ হয় এবং ভেদ বমি ও জ্বরাদি উপদ্রব উপস্থিত হয়। শূকবৃন্তা-জাতীয় কীটের দংশনে কণ্ডূ ও কোঠের উৎপত্তি হয় এবং বিদ্ধ শূকও লক্ষিত হইয়া থাকে।

স্থূলশীর্ষা, সম্বাহিকা, অঙ্গলিকা, ব্রাহ্মণিকা, কপিলিকা ও চিত্রপর্ণা, এই ছয়প্রকার পিপীলিকা। পিপীলিকার দংশনে দষ্টস্থানে শোথ অথবা অগ্নিস্পর্শের ন্যায় দাহ ও শোথ হইয়া থাকে।

মক্ষিকা ৬ ছয়প্রকার; যথা—কান্তারিকা, কৃষ্ণা, পিঙ্গলিকা, মধুলিকা, কাষায়ী ও স্থালিকা। ইহাদের দংশনে দাহ ও শোথ হয়; কিন্তু স্থালিকা ও কাষায়ী মক্ষিকার দংশনে ঐ উভয় লক্ষণের সহিত উপদ্রবযুক্ত পিড়কার উদ্গম হইতে দেখা যায়।

মশক পাঁচপ্রকার:—সামুদ্র, পরিমণ্ডল, হস্তিমশক, কৃষ্ণমশক ও পার্ব্বতীয় মশক। ইহাদের দংশনে দষ্টস্থানে তীব্র কণ্ডূ ও শোথ হয়। পার্ব্বতীয় মশকের দংশনে প্রাণহর কীটের দংশন-লক্ষণ লক্ষিত হয়, এবং সেই স্থান নখাহত হইলে, দাহ ও পাকযুক্ত পিড়কা অত্যন্ত উদ্গত হয়।

সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ।—গোধেরক (গোধা), স্থালিকা ও কাষায়ী মক্ষিকা, শ্বেতা ও অগ্নিপ্রভা, শতপদী, ভ্রুকুটী ও কোটিক মণ্ডূক, এবং গলগোলী ও সর্ষপিকা, এই কয়েকটী জীবের দংশন-বিষ অসাধ্য। আর যদি কীটদষ্ট স্থান অধিক অবসন্ন (ভিন্ন) বা উৎসন্ন (শোথযুক্ত), অতিশয় বেদনাবিশিষ্ট এবং দংশনের পরে উগ্র বিষে অল্পযন্ত্রণা ও মন্দবিষে তীব্রযন্ত্রণা,—এইরূপ লক্ষণ লক্ষিত হয়, তবে সেই কীটবিষ সুসাধ্য।

চিকিৎসা।—বিষাক্ত জীবের শবদেহ, বা মলমূত্রাদির স্পর্শে কণ্ডূ, দাহ, কোঠ, ব্রণ, পিড়কা ও সূচীবেধবৎ বেদনা উপস্থিত হইলে, এবং পাকিয়া অত্যন্ত ক্লেদ ও স্রাব নিঃসৃত হইলে, বিষদিগ্ধ বাণবিদ্ধের ন্যায় চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। উগ্রবিষ-কীটের দংশনে সর্পবিষের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। রোগী মূর্চ্ছিত অথবা দষ্টস্থান পাক ও কোথ (পচা) বিশিষ্ট না হইলে, স্বেদ, আলেপন ও উষ্ণ-

পরিষেক প্রয়োগ করিবে। দোষ বিবেচনা পূর্ব্বক যথোপযুক্ত সংশোধন ক্রিয়া অর্থাৎ বমনবিরেচনাদিও অবশ্যকর্ত্তব্য। শিরীষ, কটকী, কুড়, বচ, হরিদ্রা, সৈন্ধবলবণ, শুঁঠ, পিপুল, দেবদারু এবং দুগ্ধ, মজ্জা, বসা ও ঘৃত, এইসকল দ্রব্যের, অথবা শালপর্ণ্যাদিগণের উৎকারিকা (মোহনভোগের মত) প্রস্তুত করিয়া, তাহার স্বেদ-প্রয়োগ করিবে। কিন্তু বৃশ্চিকবিষে এই স্বেদ-প্রয়োগ কর্ত্তব্য নহে।

কুড়, তগরপাদুকা, বচ, বিল্বমূল, আকনাদী, সাচীক্ষার গৃহধূম (ঝুল), হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা, এইসকল দ্রব্য ত্রিকণ্টক-বিষে উপকারী। গৃহধূম, হরিদ্রা, তগরপাদুকা, কুড় ও পলাশবীজ, এইসকল দ্রব্য গলগোলী বিষনাশক। কুঙ্কুম, তগরপাদুকা, সজিনা, পদ্মকাষ্ঠ, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা, এইসকল পদার্থের জলপিষ্ট অগদ শতপদী বিষনাশক। মেষশৃঙ্গী, বচ, আকনাদী, জলবেতস, কটকী ও বালা, এইসকল দ্রব্য সর্ব্ববিধ মণ্ডূকবিষে উপকারক। বট, অশ্বগন্ধা, গোরক্ষ-চাকুলে, বেড়েলা, চাকুলে ও শালপাণি, এইসকল দ্রব্য বিশ্বম্ভর-বিষনাশক। শিরীষ, তগরপাদুকা, কুড়, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও শালপাণি, এইসকল দ্রব্য-নির্ম্মিত অগদ অহিণ্ডুকা-বিষনাশক। কণ্ডুমকের বিষে রাত্রিকালে শীতল-ক্রিয়া দ্বারা চিকিৎসা করা আবশ্যক; যেহেতু দিবাভাগে সূর্য্যকিরণে ঐ বিষ বলবান্ হইয়া উঠে। শূকবৃন্তের বিষে তগরপাদুকা, কুড় ও অপামার্গ, এইসকল দ্রব্য উপকারী, অথবা কৃষ্ণবল্মীক-মৃত্তিকা—ভৃঙ্গরাজের রসের সহিত পেষণ করিয়া —লেপন করাইবে। পিপীলিকা, মক্ষিকা ও মশকের দংশনে কৃষ্ণ বল্মীক-মৃত্তিকা গোমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া লেপন করিলে বিশেষ উপকার হয়। প্রতিসূর্য্য-কের দংশনে সর্পদংশনের ন্যায় চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

বৃশ্চিক-বিষ। মৃদু, মধ্য ও তীক্ষ্ণ বিষভেদে বৃশ্চিক তিনপ্রকার। পচা গোবর প্রভৃতিতে যে বৃশ্চিক জন্মে, তাহারা মৃদুবিষ; কাষ্ঠ ও ইষ্টক প্রভৃতিতে যে বৃশ্চিক জন্মে তাহারা মধ্যবিষ; আর যে সকল বৃশ্চিক পচা-সর্পদেহ অথবা অন্য কোন বিষাক্ত পদার্থ হইতে উৎপন্ন হয় তাহারা তীব্রবিষ। মৃদুবিষ-বৃশ্চিক দ্বাদশপ্রকার, মধ্যবিষ তিনপ্রকার, এবং তীব্রবিষ পঞ্চদশপ্রকার; এইরূপে সমুদায়ে ত্রিশপ্রকার বৃশ্চিক। কৃষ্ণ, শ্যাব, কর্ব্বুর (বিচিত্রবর্ণ), পাণ্ডু, গোমূত্রবৎ, কর্কশ, মেচক (স্নিগ্ধ), শ্বেতমিশ্র রক্ত, লোমশ, দূর্ব্বাসম ও রক্তবর্ণ বৃশ্চিক

মৃদুবিষ। ইহাদের দংশনে বেদনা, কম্প, দেহের জড়তা, কৃষ্ণবর্ণ রক্তনির্গম, দাহ, ঘর্ম্ম, দষ্টস্থানে শোথ ও জ্বর হয়; এবং হস্তে বা পদে দংশন করিলে, বেদনা ঊর্দ্ধদিকে বিস্তৃত হইতে থাকে; মধ্যবিষ বৃশ্চিক রক্ত, পীত ও কপিলবর্ণ হয়; এবং তাহাদের সকলেরই উদরদেশ ধূম্রবর্ণ হইয়া থাকে। ইহাদের দংশনে জিহ্বায় শোথ হয়, তজ্জন্য আহার উদরস্থ হইতে পারে না এবং অত্যন্ত মূর্চ্ছা হইতে থাকে। অনেকে বলেন, এই মধ্যবিষ-বৃশ্চিক ত্রিবিধসর্পের মলমূত্র বা পূতি অণ্ড হইতে উৎপন্ন হয়; এবং সেই সেই সর্পবিষের লক্ষণানুসারে ইহাদের দংশনেও বাতাদি কোন এক দোষ কুপিত হইয়া বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ করে। শ্বেতচিত্র, শ্যামল, রক্তাভ, রক্তশ্বেত, রক্তোদর, নীলোদর, পীতরক্ত, নীলপীত, রক্তনীল, নীলশুক্ল, রক্ত, রক্ত (বিচিত্রবর্ণ), এবং একপর্ব্বা, দ্বিপর্ব্বা অথবা পর্ব্বশূন্য, প্রভৃতি আকৃতিভেদে তীব্রবিষ-বৃশ্চিক নানাপ্রকার। ইহারা সর্পের পূতি-দেহ অথবা সর্পবিষ দ্বারা বিনষ্ট দেহ হইতে উৎপন্ন হয়। ইহাদের দংশনে সর্পবিষের ন্যায় বিষবেগ উপস্থিত হয় এবং গাত্রে স্ফোটোদ্গম, ভ্রান্তি, দাহ, জ্বর ও সমস্ত ছিদ্র হইতে রক্তনির্গম হইয়া শীঘ্রই প্রাণনাশ হয়।

বৃশ্চিক-বিষের চিকিৎসা।—উগ্রবিষ ও মধ্যবিষ বৃশ্চিকের দংশনে সর্পদংশনের ন্যায় চিকিৎসা করিতে হয়। মন্দবিষ-বৃশ্চিক দংশন করিলে, দষ্টস্থানে চক্রতৈল (ঘানির তেল) সেচন করিবে। অথবা সুগন্ধ ও সুখোষ্ণ বিদার্য্যাদিগণের কিংবা বিষনাশক অন্যান্য পদার্থের উৎকারিকা-স্বেদ (পুল্‌টিশ) প্রয়োগ করিবে। তৎপরে দষ্টস্থান বিদীর্ণ করিয়া রক্তস্রাব করাইবে, এবং হরিদ্রা, সৈন্ধব, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ এবং শিরীষের ফুল ও বীজ চূর্ণ করিয়া, অথবা সুরসার (তুলসীবিশেষের) পল্লব বা মুঞ্জরী ও মাতুলুঙ্গ নেবু গোমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করিবে। রোগীকে অল্প মধুমিশ্রিত ঘৃত কিংবা বহুশর্করামিশ্রিত দুগ্ধ, অথবা এলাচ, দারুচিনি, তেজপত্র ও নাগেশ্বর চূর্ণ মিশ্রিত শীতল গুড়োদক (গুড়ের সরবৎ) পান করাইবে। ময়ূর বা কুক্কুটের পক্ষ, সৈন্ধব-লবণ, তৈল ও ঘৃত এই কয়েকটী দ্রব্যের ধূম গ্রহণ করিলে বৃশ্চিক-বিষের শান্তি হয়। কুসুমফল ও কোদ্রবতৃণ (কোদোধান্যের খড়) প্রত্যেক একভাগ, এবং হরিদ্রা দুইভাগ, একত্র ঘৃতাক্ত করিয়া গুহ্যদেশে তাহার ধূম প্রদান করিলে বৃশ্চিক বিষ ও কীটবিষ শীঘ্র নিবারিত হয়।

লূতাবিষ।—লূতা-(মাকড়সা) বিষ অতিশয় কষ্টপ্রদ এবং দুর্জ্ঞেয় ও দুশ্চিকিৎস্য। লূতাবিষ শরীরে আছে কিনা সন্দেহ উপস্থিত হইলে, বিষ আছে মনে করিয়াই তাহার চিকিৎসা করা আবশ্যক। কিন্তু সেরূপ স্থলে যাহাতে ধাত্বাদির বিরোধী ক্রিয়া না হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে; কারণ, নির্ব্বিষ শরীরে অগদ প্রয়োগ করিলে বিবিধ অনিষ্ট ঘটিতে পারে। আবার শরীরে বিষের সদ্‌ভাব থাকিতে, বিষ নাই ভাবিয়া উপেক্ষা করিলে, তাহাতেও রোগীর জীবননাশের সম্ভাবনা। অতএব প্রথমতঃ বিষলক্ষণ পরীক্ষাই নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

অঙ্কুরিত বৃক্ষের যেমন জাতিবোধ হয় না, সেইরূপ লূতাবিষ শরীরে প্রবিষ্ট হইলে, প্রথমতঃ তাহার কোন লক্ষণই অনুভব করা যায় না। ইহাতে প্রথম দিন গাত্রে অব্যক্তবর্ণ ও ঈষৎ কণ্ডুযুক্ত, বর্দ্ধনশীল কোঠ (চাকা চাকা দাগ) হয়। দ্বিতীয়দিনে সেই কোঠগুলি প্রান্তোন্নত অর্থাৎ চতুষ্পার্শ্ব উচ্চ হইয়া উঠে। তৃতীয়দিনে মাকড়সার দংশন-লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। চতুর্থদিবসে বিষের প্রকোপ লক্ষিত হয়, এবং পঞ্চমদিবসে বিষ-প্রকোপ জন্য বিবিধ বিকার প্রকাশ পায়। ষষ্ঠদিবসে বিষ সর্ব্বাঙ্গে বিস্তৃত হইয়া সমুদায় মর্ম্মস্থল আবৃত করে, এবং সপ্তমদিবসে বিষ অধিকতর বিস্তৃত ও প্রবল হইয়া প্রাণনাশ করে।

উগ্রবিষ লূতার বিষে সাতদিনেই প্রাণনাশ হয়; কিন্তু মধ্যবিষ লূতার দংশনে তাহা অপেক্ষা কিছু অধিক দিন এবং মন্দবিষ লূতার বিষে এক পক্ষ পর্য্যন্ত রোগী জীবিত থাকিতে পারে। অতএব লূতাবিষে দংশন-লক্ষণ লক্ষিত হইবার পূর্ব্বে বিষনাশক চিকিৎসা কর্ত্তব্য।

লূতার লালা, নখ, দন্ত, মল, মূত্র, আর্ত্তব ও শুক্র, এই সাতটীই বিষবিশিষ্ট হয়। লালাবিষে অল্পমূল, কঠিন এবং কণ্ডূ ও অল্পবেদনাযুক্ত কোঠ উদ্গত হয়। নখের বিষে শোথ, কণ্ডু, রোমাঞ্চ ও গাত্র হইতে ধূমনির্গমের ন্যায় যন্ত্রণা হয়। মূত্রবিষে বিষাক্ত স্থান বিদীর্ণ হইয়া যায় এবং তাহার প্রান্তভাগ রক্তবর্ণ ও মধ্যদেশ কৃষ্ণবর্ণ হয়। দন্তবিষে উগ্র, কঠিন, বিবর্ণ ও স্থায়ী মণ্ডল (চাকা চাকা দাগ) হয়। পুরীষ, আর্ত্তব ও শুক্রবিষে পাকা আমলকী বা পীলুফলের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ স্ফোটক হয়।

নিরুক্তি।—একদা রাজা বিশ্বামিত্র মহর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কুপিত করেন; সেই সময়ে কুপিত বশিষ্ঠের ললাটদেশ হইতে

তেজঃপূর্ণ স্বেদ নিঃসৃত হইয়া লূণ-তৃণে পতিত হয়। তাহাতেই নানা প্রকার ভয়ঙ্কর মহাবিষ লূতার উৎপত্তি হইয়াছিল। লূণ-তৃণ হইতে উৎপন্ন হওয়ার জন্য তাহাদের নাম লূতা হইয়াছে।

প্রকারভেদ।—লূতা ষোলপ্রকার; তন্মধ্যে আটপ্রকার অসাধ্য। ত্রিমণ্ডলা, শ্বেতা, কপিলা, পীতিকা, আলবিষা, মূত্রবিষা, রক্তা ও কসনা, এই আটপ্রকার লূতার বিষ কষ্টসাধ্য। ইহাদের বিষে মস্তকে বেদনা, দষ্টস্থানে বেদনা ও কণ্ডু, এবং বাতশ্লৈষ্মিক বিবিধ রোগের আবির্ভাব হইয়া থাকে। সৌবর্ণিকা, লাজবর্ণা, জালিনী, এনীপদী, কৃষ্ণাগ্নিবর্ণা, কাকাণ্ডা ও মালাগুণা, এই আট প্রকার লূতার বিষ অসাধ্য। ইহাদের দংশনে দষ্টস্থানে কোথ (পচিয়া যাওয়া), রক্তনির্গম, জ্বর, দাহ, অতিসার, ত্রিদোষজ বিবিধ বিকার, গাত্রে বিবিধ আকারের পিড়কা, বৃহৎ মণ্ডল, এবং রক্ত বা শ্যাববর্ণ, সচল, মৃদুস্পর্শ ও মহান্ শোথ লক্ষিত হয়। সমুদায় লূতাবিষের ইহাই সাধারণ লক্ষণ। অতঃপর ভিন্ন ভিন্ন লূতার বিষলক্ষণ এবং তাহার চিকিৎসা বর্ণিত হইতেছে।

লক্ষণ ও চিকিৎসা।—ত্রিমণ্ডলার বিষে দষ্টস্থান বিদীর্ণ হইয়া কৃষ্ণবর্ণ রক্ত নিঃসৃত হয়, এবং বধিরতা, কলুষদৃষ্টি ও নেত্রদাহ হইয়া থাকে। ইহাতে আকন্দমূল, হরিদ্রা, নাকুলী ও চাকুলে, এইসমস্ত দ্রব্য পান, অভ্যঙ্গ, অঞ্জন ও নস্যরূপে প্রয়োগ করিবে। শ্বেতার বিষে কণ্ডুযুক্ত শ্বেতবর্ণ পিড়কা, দাহ, মূর্চ্ছা, জ্বর, বিসর্প, ক্লেদ ও বেদনা হয়। তাহাতে চন্দন, রাস্না, এলাইচ, রেণুকা, নলখাগড়া, জলবেতস, কুড়, বেণামূল, তগরপাদুকা, ও নলদ (বেণামূলবিশেষ),—এই সমস্ত পদার্থের অগদ হিতকর। কপিলার বিষে তাম্রবর্ণ ও কঠিন পিড়কা, মস্তকের গৌরব, দাহ, অন্ধকার-দর্শন ও ভ্রম লক্ষিত হয়। তাহাতে পদ্মকাষ্ঠ, কুড়, এলাইচ, করঞ্জ, অর্জ্জুনছাল, শালপাণি, মাষাণী, অপামার্গ, দূর্ব্বা ও বামুনহাটী, এইসকল দ্রব্যের অগদ প্রয়োগ করিবে। পীতিকার বিষে কঠিন পিড়কা, বমি, জ্বর, শূল ও নেত্রদ্বয় রক্তবর্ণ হয়। ইহাতে কুটজ, বেণামূল, পুন্নাগ, পদ্মকাষ্ঠ, জলবেতস, শিরীষ, অপামার্গ, শেলু, কদম্ব ও অর্জ্জুনছাল, এইসমস্ত দ্রব্য উপকারক। আলবিষার দংশনে দষ্টস্থানদ্বয়ে রক্তবর্ণ মণ্ডল, সর্ষপের ন্যায় পিড়কা, তালুশোষ ও দাহ হয়। তাহাতে প্রিয়ঙ্গু, বালা, কুড়, বেণামূল, জলবেতস, শুল্‌ফা এবং পলাশ, পিপুল (পাকুড়) ও বটের অঙ্কুর, এই সমস্ত পদার্থের অগদ-

প্রয়োগে উপকার হয়। মূত্রবিনার দংশনে কৃষ্ণবর্ণ রক্তস্রাব, বিসর্প, কাস, শ্বাস, বমি, মূর্চ্ছা, জ্বর ও দাহ প্রকাশ পায়। তাহাতে মনঃশিলা, হরিতাল, যষ্টিমধু, কুড়, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ ও বেণামূল, এইসকল পদার্থ মধুমিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিবে। রক্তার বিষে দাহ ও ক্লেদযুক্ত পাণ্ডুবর্ণ ও রক্তপ্রান্ত পিড়কা এবং রক্তস্রাব হয়। তাহাতে বালা, চন্দন, বেণামূল, পদ্মকাষ্ঠ, অর্জ্জুনছাল, শেলু ও আমড়ার ছাল, এইসকল দ্রব্যের অগদ প্রয়োগ করিবে। কসনার বিষে দষ্টস্থান হইতে পিচ্ছিল ও শীতল রক্তস্রাব এবং কাস ও শ্বাস হয়। ইহাতেও রক্তলূতাবিষের ন্যায় চিকিৎসা করিতে হয়। কৃষ্ণলূতার দংশনে দষ্টস্থানে পুরীষের ন্যায় দুর্গন্ধ, অল্প রক্তনির্গম, এবং জ্বর, মূর্চ্ছা, বমি, দাহ, কাস ও শ্বাস হইয়া থাকে। তাহাতে এলাইচ, তগরপাদুকা, সর্পাক্ষী (পানশিউলী), গন্ধনাকুলী ও রক্তচন্দন এবং মহাসুগন্ধি নামক অগদ প্রয়োগ করিবে। অগ্নিবর্ণার দংশনে দাহ, অত্যন্ত স্রাব, জ্বর, চুষণবৎ যন্ত্রণা, কণ্ডু, লোমহর্ষ ও গাত্রে স্ফোটক উদ্গত হয়। ইহাতেও কৃষ্ণবিষের ন্যায় চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য; এবং অনন্তমূল, বেণামূল, যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, নীলোৎপল ও পদ্মকাষ্ঠ, এই সমস্ত দ্রব্য প্রয়োগ করিবে। কৃষ্ণা ও অগ্নিবর্ণার বিষ অসাধ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইলেও, চিকিৎসা দ্বারা কখন কখন ইহার প্রতীকার হইয়া থাকে। সর্ব্বপ্রকার লূতাবিষেই শেলবৃক্ষের ত্বক্ এবং ক্ষীরপিপ্পলী প্রয়োগে উপকার পাওয়া যায়।

অসাধ্য লূতাবিষ। অতঃপর পূর্ব্বোক্ত অসাধ্য লূতার দংশনের লক্ষণ কথিত হইতেছে। সৌবর্ণিকার দংশনে দষ্টস্থান ফুলিয়া উঠে, তাহা হইতে মৎস্যগন্ধি ফেন নির্গত হয়, এবং শ্বাস, কাস, জ্বর, তৃষ্ণা ও দারুণ মূর্চ্ছা হইয়া থাকে। লাজবর্ণার দংশনে দষ্টস্থানে শোথ, পূতি-রক্তস্রাব, দাহ, মূর্চ্ছা, অতিসার ও শিরঃশূল হইয়া থাকে। জালিনীর দংশনে দষ্টস্থানে রাজীর (রেখার) উদ্গম, সেইসকল রাজীর বিদারণ, এবং গাত্রস্তম্ভ, শ্বাস, পুনঃপুনঃ অন্ধকার দর্শন ও তালুশোষ উপস্থিত হয়। এনাপদীর দংশনে দষ্টস্থানে তিলাকৃতি চিহ্ন লক্ষিত হয় এবং তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, জ্বর, বমি, কাস ও শ্বাস হয়। কাকাণ্ডকার দংশনে দষ্টস্থান পাণ্ডু বা রক্তবর্ণ এবং অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হয়। মালাগুণার দষ্টস্থান রক্তবর্ণ, ধূমগন্ধ ও অতিশয় বেদনাবিশিষ্ট হয়, বহুপ্রকারে তাহা বিদীর্ণ হইয়া যায় এবং তাহাতে দাহ, মূর্চ্ছা ও জ্বর হইয়া থাকে।

বিশেষ চিকিৎসা।—অসাধ্য লূতাবিষেও বাতাদি-দোষের অবস্থা বিবেচনা করিয়া চিকিৎসা করা উচিত। কিন্তু ইহাতে ছেদকর্ম্ম কর্ত্তব্য নহে। সাধ্য লূতাবিষে দংশনমাত্র দষ্টস্থান বৃদ্ধিপত্র শস্ত্রদ্বারা কাটিয়া তুলিয়া ফেলিবে, এবং ক্ষতস্থান অগ্নিতপ্ত জম্বোষ্ঠ যন্ত্র দ্বারা দগ্ধ করিবে। কিন্তু মর্ম্মস্থানে দংশন করিলে, জ্বরাদি উপদ্রব থাকিলে, অথবা দষ্টস্থানে শোথ অধিক হইলে, ঐরূপ ছেদন করা উচিত নহে। ক্ষতস্থান দগ্ধ করিবার পরে, সেইস্থানে প্রিয়ঙ্গু, হরিদ্রা, কুড়, মঞ্জিষ্ঠা ও যষ্টিমধুর চূর্ণ, মধু ও লবণ মিশ্রিত করিয়া, লেপন করিবে। অনন্তমূল, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, অর্কপুষ্পী, ক্ষীর মোরট (ক্ষীরকরাড়), ভুমিকুষ্মাণ্ড, গোক্ষুর, জলজ যষ্টিমধু ও মধু একত্র মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে। বটাদি ক্ষীরিবৃক্ষের ক্বাথ শীতল করিয়া তাহা ক্ষতস্থানে সেচন করিবে, এবং দোষ বিবেচনা পূর্ব্বক বিষঘ্ন ঔষধসমূহ দ্বারা উপদ্রব সমূহের নিবারণ করিবে। উপ-যুক্ত দ্রব্যদ্বারা নস্য, অঞ্জন, অভ্যঙ্গ, পান, ধূমপ্রয়োগ, অবপীড় (নস্যবিশেষ), কবলগ্রহণ, বমন, বিরেচন এবং জলৌকাদ্বারা রক্তমোক্ষণ, এই সমস্ত প্রক্রিয়া কীটবিষচিকিৎসায় অবলম্বন করা উচিত।

বিষব্রণ-চিকিৎসা।—কীটবিষদুষ্ট এবং সর্পবিষ-দুষ্ট ব্রণে সর্পবিষের ন্যায় চিকিৎসা কর্ত্তব্য। ব্রণের শোথ নিবৃত্ত হইলে, কর্ণিকা (মাংসকন্দ) নিবারণ করিতে হয়। নিমপত্র, তেউড়ী, দন্তমূল, কুসুম্ভফল, হরিদ্রা, মধু, গুগ্গুলু, সৈন্ধব, সুরাবীজ ও পারাবতের বিষ্ঠা, এই সমস্ত দ্রব্য কর্ণিকানাশের জন্য প্রয়োগ করিবে। যেসকল দ্রব্য বিষবৃদ্ধিকর নহে, সেইসমস্ত দ্রব্য ভোজন করিলে কর্ণিকা-নাশ হইয়া থাকে। কর্ণিকা কঠিন এবং বেদনাহীন হইলে, তাহা শস্ত্র দ্বারা চাঁচিয়া ফেলিবে এবং ব্রণশোধন দ্রব্যদ্বারা সেই ক্ষত শোধন করিবে।

সুশ্রুত-সংহিতা।

উত্তর-তন্ত্র।

প্রথম অধ্যায়।

বাতব্যাধি-চিকিৎসা।

বায়ুর স্বরূপ।—বায়ু স্বয়ম্ভু, স্বতন্ত্র, নিত্য, সর্ব্বগত এবং সর্ব্বজীবের আত্মা স্বরূপ। তিনিই সর্ব্বভূতের সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশের কারণ। বায়ু অব্যক্ত (অদৃশ্যমূর্ত্তি), কিন্তু তিনি ব্যক্তকর্ম্মা অর্থাৎ তাঁহার ক্রিয়াসমূহ সুব্যক্ত। বায়ু রুক্ষ, শীতল, লঘু, বক্রগামী, শব্দস্পর্শগুণবিশিষ্ট, রজোগুণের আধিক্যযুক্ত, অচিন্ত্যশক্তি, দোষসমূহের চালক, সকল রোগের কর্ত্তা, শীঘ্রকারী ও চঞ্চল। পক্কাশয় ও গুহ্যনাড়ী—এই দুইটী বায়ুর প্রধান স্থান।

অতঃপর দেহে বিচরণকারী বায়ুর লক্ষণসমূহ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রকৃতিস্থ বায়ু—দোষ, ধাতু ও অগ্নির সমতা, এবং শব্দস্পর্শাদি ইন্দ্রিয়-বিষয়ের সম্প্রাপ্তি ও ক্রিয়াসমূহের আনুলোম্য সম্পাদন করে। যেমন একই অগ্নি (পিত্ত)—নাম, স্থান ও কর্ম্মভেদে পাঁচপ্রকারে বিভক্ত, এক বায়ুও সেইরূপ নাম, স্থান ও কর্ম্মভেদে পাঁচপ্রকার; যথা, প্রাণ, উদান, সমান, ব্যান ও অপান। এই পঞ্চবায়ু স্বস্থানে অবস্থিত থাকিয়া দেহীকে দেহধারণে সমর্থ রাখে। মুখমধ্য-সঞ্চারী বায়ুর নাম প্রাণবায়ু। এই বায়ু কর্ত্তৃক শরীর ধৃত হয়, অন্ন উদরমধ্যে প্রবিষ্ট হয়, এবং স্ব স্ব

কার্য্যে নিয়োজিত হয়। প্রাণবায়ু দূষিত হইলে, প্রায়ই হিক্কাশ্বাসাদি রোগ উৎপাদন করে। যে বায়ু ঊর্দ্ধে গমনশীল, তাহার নাম উদানবায়ু। * উদান-বায়ু দ্বারা শব্দ ও গীতাদি প্রবর্ত্তিত হয়। এই বায়ু কুপিত হইলে ঊর্দ্ধজক্রগত রোগসমূহ উৎপন্ন হয়। আমাশয় ও পক্কাশয় সমান-বায়ুর আশ্রয়-স্থল। এই বায়ু জঠরাগ্নির সহিত মিলিত হইয়া ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক করে এবং তজ্জাত সারাংশ অর্থাৎ রসাদি ধাতু এবং কিট্টাংশ অর্থাৎ দোষ ও মলাদি পদার্থ পৃথক্ করে। সমান বায়ু কুপিত হইলে, গুল্ম, অগ্নিমান্দ্য ও অতিসার প্রভৃতি রোগ জন্মে। সমুদায় দেহে যে বায়ু বিচরণ করে, তাহাকে ব্যান বায়ু কহে। এই বায়ুকর্ত্তৃক রসাদি ধাতু সমস্ত শরীরে চালিত হয় এবং স্বেদ ও রক্তাদি নিঃসারিত হয়। দেহাবয়বের প্রসারণ, আকুঞ্চন, বিনমন, উন্নমন ও তির্য্যগ্‌গমন, এই পাঁচটী ক্রিয়া ব্যান-বায়ু কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া থাকে; কেহ কেহ বলেন,—গতি, প্রসারণ, উৎক্ষেপণ, নিমেষ ও উন্মেষ, এই পাঁচটী ব্যানবায়ুর ক্রিয়া। ব্যানবায়ু কুপিত হইলে, সর্ব্বাঙ্গগত রোগ (জ্বর, অতিসার, রক্তপিত্ত প্রভৃতি) অধিক উৎপন্ন হয়। অপানবায়ু পক্কাশয়ে অবস্থিত থাকে। এই বায়ুকর্ত্তৃক মল, মূত্র, শুক্র, গর্ভ ও ঋতুশোণিত যথাসময়ে নিঃসারিত হয়। অপান-বায়ু কুপিত হইলে, বস্তিদেশে ও গুহ্যনাড়ীতে উৎকট রোগসমূহ উৎপাদন করে। ব্যান ও অপান-বায়ু কুপিত হইলে, শুক্রদোষ ও প্রমেহরোগ জন্মে। সমস্ত বায়ু যুগপৎ কুপিত হইলে, নিশ্চয়ই প্রাণ বিনষ্ট হয়। কুপিত বায়ু নানাস্থান অবলম্বন করিয়া, বহু প্রকারের যে সকল রোগ উৎপাদন করে, অতঃপর তাহাই বর্ণন করিব।

আমাশয়স্থ বায়ু কুপিত হইলে, বমি, মোহ, মূর্চ্ছা, পিপাসা, হৃৎপিণ্ড ও পার্শ্ব-বেদনা উৎপন্ন হয়। পক্কাশয়স্থ বায়ু কুপিত হইয়া, অন্ত্রকূজন, নাভিশূল, মল-মূত্রের কষ্টে নির্গম, আনাহ এবং ত্রিক-বেদনা উপস্থিত হয়। কুপিত বায়ু ইন্দ্রিয়-গত হইলে, সেই সেই ইন্দ্রিয়ের শক্তি নষ্ট করে। কুপিত বায়ু ত্বগ্‌গত হইলে, ত্বকের বিবর্ণতা, স্ফুরণ, রুক্ষতা, স্পর্শজ্ঞানের অভাব, চিমি চিমি বা সূচীবেধবৎ বেদনা, ত্বগ্‌ভেদ ও ত্বকের স্ফুরণ (ফাটাফাটা), প্রভৃতি রোগ উৎপাদন করে। কুপিত বায়ু রক্তগত হইলে ব্রণ; মাংসগত হইলে বেদনাযুক্ত গ্রন্থি; মেদোগত হইলে ক্ষতশূন্য ও বেদনাযুক্ত গ্রন্থি; শিরাগত হইলে শূল, শিরাসঙ্কোচ ও শিরার

* নাভি, বক্ষঃ ও কণ্ঠদেশ উদানবায়ুর আশ্রয়স্থল।

পূরণ; এবং স্নায়ুগত হইলে স্তব্ধতা, কম্প, শূল ও আক্ষেপ উৎপাদন করিয়া থাকে; সন্ধিগত হইলে সন্ধিনাশ এবং সন্ধিতে শূল ও শোথ উৎপাদন করে; অস্থিগত হইলে, অস্থিশোষ, অস্থিভেদ ও অস্থিতে শূলবৎ বেদনা জন্মায়; মজ্জাগত হইলে, মজ্জাশোষ এবং শরীরে এরূপ বেদনা উৎপাদন করে যে, তাহা কিছুতেই প্রশমিত হয় না; শুক্রগত হইলে, শুক্রের অপ্রবৃত্তি বা অতি-প্রবৃত্তি অথবা বিকৃতি উৎপাদন করে।

বায়ু কুপিত হইয়া ক্রমশঃ হস্ত, পদ, মস্তক ও ধাতুসমূহে এরূপভাবে সঞ্চরণ করে যে শীঘ্রই সমস্ত দেহ সেই বায়ু দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া উঠে, অথবা সমুদায় ধাতুই তাহাদ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়। কুপিত বায়ু সর্ব্বদেহগত হইলে, শরীরে স্তব্ধতা, আক্ষেপ, সুপ্তি (স্পর্শজ্ঞানের অভাব), শোথ ও শূল উপস্থিত হয়। বায়ু পিত্তাদির স্থানে প্রবেশ করিয়া পিত্তাদির সহিত সংযুক্ত হইলে, মিলিত লক্ষণ প্রকাশ করে; এইরূপ মিলিত হইলে, কুপিত বায়ু অসংখ্য রোগ উৎপাদন করে।

কুপিত বায়ু পিত্তের সহিত মিলিত হইলে, দাহ, সন্তাপ ও মূর্চ্ছা উৎপন্ন হয়; কফের সহিত মিশ্রিত হইলে, শৈত্য, শোথ ও গুরুত্ব জন্মে; রক্তের সহিত সংযুক্ত হইলে, সূচীবেধবৎ বেদনা, স্পর্শাসহিষ্ণুতা, স্পর্শানভিজ্ঞতা, এবং নানাবিধ পিত্তবিকারসমূহ উৎপাদন করে।

অতঃপর প্রাণাদি পঞ্চবায়ু, পিত্ত ও কফদ্বারা আবৃত হইলে, যেসকল লক্ষণ লক্ষিত হয়, তাহাই বর্ণন করিব। প্রাণবায়ু পিত্তদ্বারা আবৃত হইলে, বমি ও দাহ; এবং কফাবৃত হইলে দুর্ব্বলতা, অবসাদ, তন্দ্রা ও মুখের বিরসতা উপস্থিত হয়। উদানবায়ু পিত্তাবৃত হইলে দাহ, মূর্চ্ছা, গাত্রঘূর্ণন ও ক্লান্তি; এবং কফাবৃত হইলে, ঘর্ম্মনিরোধ, রোমাঞ্চ, অগ্নিমান্দ্য, শৈত্য ও স্তব্ধতা লক্ষিত হয়। সমানবায়ু পিত্তাবৃত হইলে, ঘর্ম্ম, দাহ, সন্তাপ ও মূর্চ্ছা; এবং কফাবৃত হইলে মলমূত্র ও কফের আধিক্য ও রোমাঞ্চ হইয়া থাকে। অপান-বায়ু পিত্তাবৃত হইলে দাহ ও সন্তাপ হয় এবং স্ত্রীলোকদিগের রক্তপ্রদর হইয়া থাকে; এবং কফাবৃত হইলে শরীরের অধোভাগে গুরুত্ব উপস্থিত হয়। ব্যান-বায়ু পিত্তাবৃত হইলে, দাহ, গাত্র-বিক্ষেপ ও ক্লান্তি; এবং কফাবৃত হইলে, সর্ব্বদেহে গুরুত্ব, অস্থি-সন্ধির স্তব্ধতা এবং চেষ্টায় অর্থাৎ গমনাদি ক্রিয়ায় অসামর্থ্য জন্মিয়া থাকে।

কুপিত বায়ু ঊর্দ্ধ, অধঃ ও তির্য্যগ্‌গামী ধমনীসকলকে আশ্রয় করিলে আক্ষেপ নামক রোগ উৎপন্ন হয়। এই রোগে বায়ুকর্ত্তৃক মুহুর্মুহুঃ অঙ্গ সঞ্চারিত ও ইতস্ততঃ পরিচালিত হয়। আক্ষেপকরোগে রোগী মধ্যে মধ্যে পতিত হইয়া গেলে, সেই রোগ অপতানক নামে অভিহিত হয়।

কুপিত বায়ু অত্যন্ত কফযুক্ত হইয়া সর্ব্বদেহগত ধমনী সকলকে আশ্রয় করিলে, অতি কষ্টসাধ্য দণ্ডাপতানক নামক রোগ উৎপন্ন হয়। ইহাতে দেহ দণ্ডের ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া যায় এবং অত্যন্ত হনুগ্রহ হয়।

কুপিত বায়ু কর্ত্তৃক দেহ ধনুকের ন্যায় নত হইলে, তাহাকে ধনুস্তম্ভ রোগ কহে। ধনুস্তম্ভ দুই প্রকার :—অন্তরায়াম ও বহিরায়াম। প্রকুপিত বায়ু যখন অতিবেগের সহিত অঙ্গুলি, গুল্‌ফ, উদর, বক্ষঃ, হৃদয় ও গলদেশে অবস্থিত হইয়া, স্নায়ুসমূহকে আকর্ষণ করে, তখনই রোগী অন্তর অর্থাৎ ক্রোড়ের দিকে অবনত হইয়া যায়; ইহাকেই অন্তরায়াম কহে। ইহাতে রোগীর নেত্রদ্বয় ও হনুদ্বয় স্তব্ধ হইয়া যায়, পার্শ্বদ্বয় ভগ্নবৎ হয় এবং কফ উদ্গীর্ণ হইতে থাকে। আর যদি ঐ বায়ু পশ্চাদ্‌ভাগের বাহ্য স্নায়ুসমূহে অবস্থিত হইয়া তাহাদিগকে আকর্ষণ করে, তাহা হইলে রোগী বহির্ভাগে অর্থাৎ পৃষ্ঠের দিকে অবনত হয়; ইহাই বহিরায়াম নামে অভিহিত হয়। ইহাতে বক্ষঃ, কটি ও উরুদেশে ভঙ্গবৎ বেদনা হয়। এই রোগ অসাধ্য হয়।

গর্ভপাত, অতিশয় রক্তস্রাব ও অভিঘাত জন্য যে অপতানক রোগ উৎপন্ন হয়, তাহা অসাধ্য।

কুপিত বায়ু শরীরের বাম বা দক্ষিণ ভাগের ঊর্দ্ধ, অধঃ ও তির্য্যগ্‌গামী ধমনী সকলকে আশ্রয় করিলে, সেই ভাগের সন্ধিবন্ধ শিথিল হইয়া যায়, সুতরাং সেই ভাগ অকর্ম্মণ্য ও অচেতন হয়। ইহাকে পক্ষাঘাত রোগ কহে। ইহাতে শরীরের সমস্ত অর্দ্ধাংশ অকর্ম্মণ্য হইলে, রোগী পতিত হইয়া থাকে; এবং অর্দ্ধাংশ একবারে অচেতন হইয়া গেলে রোগীর প্রাণ নষ্ট হয়। কেবল বায়ুজন্য পক্ষাঘাত হইলে তাহা অতিশয় কষ্টসাধ্য হয়, কিন্তু পিত্ত বা কফের সহিত সংযুক্ত বায়ুকর্ত্তৃক যে পক্ষাঘাত উৎপন্ন হয়, তাহা সাধ্য। ধাতুক্ষয়জন্য বায়ু কুপিত হইয়া যে পক্ষাঘাত উৎপাদন করে, তাহা অসাধ্য।

কুপিত বায়ু স্বস্থান (পকাশয়) হইতে ঊর্দ্ধদিকে হৃদয়, মস্তক, ও শঙ্খদেশে উপস্থিত হইয়া, সেই সেই স্থানকে পীড়িত করে, এবং হস্তপদাদি অঙ্গসকলকে আক্ষিপ্ত ও অবনমিত করিতে থাকে। তাহাতে রোগীর চক্ষু নিমীলিত বা স্তব্ধ হয়, শরীরের চেষ্টা বিনষ্ট হইয়া যায়, অব্যক্ত শব্দ নির্গত হইতে থাকে, শ্বাসরোধ হয় অথবা কষ্টে শ্বাস নির্গত হয় এবং চেতনা বিলুপ্ত হইয়া যায়। বায়ু হৃদয় হইতে সরিয়া গেলে রোগী সুস্থ হইয়া উঠে এবং পুনর্ব্বার হৃদয়ে উপস্থিত হইলে পূর্ব্ববৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। এই রোগের নাম অপতন্ত্রক। ইহা কফসংযুক্ত-বায়ু কর্ত্তৃক জন্মে।

দিবানিদ্রা, অসমস্থানে গ্রীবাস্থাপন, সর্ব্বদা বিকৃতদৃষ্টি বা অধিকক্ষণ ঊর্দ্ধদৃষ্টি প্রভৃতি কারণে কুপিত বায়ু শ্লেষ্মাবৃত হইয়া, মন্যাস্তম্ভ নামক রোগ উৎপাদন করে; ইহাতে গ্রীবাদেশ ঘুরাইতে ফিরাইতে পারা যায় না।

সর্ব্বদা উচ্চৈঃস্বরে বাক্যকথন, কঠিন দ্রব্য চর্ব্বণ, অধিক হাস্য, জৃম্ভণ, ভারবহন ও বিষমভাবে শয়নাদি কারণে কুপিতবায়ু মস্তক, নাসিকা, ওষ্ঠ, চিবুক, ললাট ও নেত্রের সন্ধিতে অবস্থিত হইয়া অর্দ্দিত নামক রোগ উৎপাদন করে। এই রোগে মুখ অর্দ্দিত অর্থাৎ পীড়িত হয় বলিয়া ইহার নাম অর্দ্দিত। ইহাতে মুখের অর্দ্ধভাগ ও গ্রীবা বক্র হইয়া যায়, শিরঃকম্প ও বাক্‌রোধ হয়, এবং মুখের যে পার্শ্বে অর্দ্দিত হয়, সেই পার্শ্বের গ্রীবা, চিবুক ও নেত্রাদির বিকৃতি হয় ও সেই পার্শ্বের দন্তে বেদনা হইয়া থাকে।

গর্ভিণী বা প্রসূতি, বালক, বৃদ্ধ ও ক্ষীণব্যক্তি, ইহাদেরই অর্দ্দিত রোগ হইবার অধিক সম্ভাবনা। অধিক রক্তক্ষয় হইলেও অর্দ্দিতরোগ জন্মিতে পারে; এই রোগ প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বে রোমাঞ্চ, কম্প, চক্ষুর আবিলতা, বায়ুর ঊর্দ্ধ-গমন, স্পর্শশক্তির অভাব, অঙ্গে সূচীবেধবৎ বেদনা, মন্যাস্তম্ভ ও হনুস্তম্ভ প্রভৃতি লক্ষণ লক্ষিত হয়। অর্দ্দিত-রোগী অতিশয় ক্ষীণ হইলে, তাহার নেত্র নিমেষশূন্য হইলে, কণ্ঠ হইতে অতি ক্ষীণস্বরে অব্যক্ত শব্দ নির্গত হইলে, সমস্ত দেহ বিশে-ষতঃ মুখ অধিক কম্পিত হইলে, অথবা রোগ তিন বৎসরের অধিক-কালজাত হইলে, সেই অর্দ্দিত অসাধ্য হয়।

ঊরুমূল হইতে পার্ষ্ণি ও অঙ্গুলি পর্য্যন্ত যেসকল কণ্ডরা বিস্তৃত, সেইসমস্ত কণ্ডরা বায়ুদ্বারা পীড়িত হইলে, পাদদ্বয়ের সঞ্চালন-ক্রিয়া নষ্ট হইয়া যায়; ইহাকে গৃধ্রসী রোগ কহে।

বাহুর পশ্চাদ্‌ভাগ হইতে যে সকল কণ্ডরা অঙ্গুলিতল পর্য্যন্ত বিস্তৃত, দূষিত বায়ুকর্ত্তৃক সেইসকল কণ্ডরা দূষিত হইলে, বাহু অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়; ইহাকে বিশ্বচী রোগ কহে। ইহা এক বাহুতে বা উভয় বাহুতেই হইতে পারে।

দুষ্ট বায়ু দূষিত রক্তের সহিত মিলিত হইয়া, জানুমধ্যে অতিশয় বেদনাযুক্ত শোথ উৎপাদন করিলে, তাহাকে ক্রোষ্টুকশীর্ষ কহে। ইহার আকৃতি ক্রোষ্টুকের অর্থাৎ শৃগালের মস্তকের ন্যায়।

কুপিত বায়ু কটিদেশ আশ্রয় পূর্ব্বক, এক পায়ের কণ্ডরা আকর্ষণ করিয়া রাখিলে খঞ্জ, এবং দুই পায়ের কণ্ডরা আকর্ষণ করিলে পঙ্গু করিয়া দেয়। পা ফেলিবার সময়ে যাহার পা কাঁপে এবং পরে খঞ্জের ন্যায় চলে, তাহাকে কলায়খঞ্জ কহে। ইহাতে পায়ের সন্ধিবন্ধ শিথিল হইয়া যায়। বিষ স্থানে পদনিক্ষেপজন্য কুপিত বায়ু গুল্‌ফদেশ আশ্রয় করিয়া বেদনা উৎপাদন করিলে, তাহাকে বাতকণ্টক বা খুড়্‌কাবাত কহে। নিয়তভ্রমণকারী ব্যক্তির কুপিত বায়ু পিত্ত ও রক্তের সহিত মিলিত হইয়া, পাদদাহ রোগ উৎপাদন করে। বায়ু ও শ্লেষ্মার প্রকোপ বশতঃ পাদহর্ষ রোগ উৎপন্ন হয়। ইহাতে পাদদ্বয় স্পর্শশক্তিহীন ও রোমাঞ্চবৎ অর্থাৎ ঝিনিঝিনি বেদনাবিশিষ্ট হয়।

কুপিত বায়ু স্কন্ধদেশ আশ্রয় করিয়া, মাংস-বন্ধনকারক শ্লেষ্মা শুষ্ক করিলে, অংসশোষ নামক রোগ উৎপন্ন হয়। ঐ বায়ু যদি শিরাসমূহকে আকুঞ্চিত করে, তাহা হইলে অববাহুকনামক রোগ জন্মে।

কেবল বায়ু অথবা কফমিশ্রিত বায়ু, শব্দবহ স্রোতঃ আবরণ করিয়া অবস্থিত হইলে, বাধির্য্য রোগ জন্মে। হনু, শঙ্খ, মস্তক ও গ্রীবাদেশে ভেদবৎ বেদনা, কর্ণদ্বয়ে শূলনিখাতবৎ বেদনা জন্মিলে, তাহাকে কর্ণশূল কহে। কফযুক্ত বায়ু শব্দবহ ধমনীসকলকে আবরণ করিলে, রোগী বোবা, মিন্‌মিন্‌ভাষী, অথবা গদ্‌গদ্‌ভাষী হইয়া থাকে।

মলাশয় বা মূত্রাশয় হইতে যে বাতবেদনা উত্থিত হইয়া, অধোগমন পূর্ব্বক গুহ্যদেশে ও উপস্থে বিদারণবৎ পীড়া উৎপাদন করে, তাহাকে তূণী কহে। ঐরূপ বেদনা গুহ্যদেশ অথবা উপস্থ হইতে উত্থিত হইয়া প্রবলবেগে পক্বাশয়ে উপস্থিত হইলে তাহা প্রতিতূণী নামে অভিহিত হয়।

বায়ুর নিরোধজন্য পক্কাশয় অত্যন্ত আধ্মাত, উগ্র বেদনাযুক্ত ও গুড়্ গুড়্ শব্দ-বিশিষ্ট হইলে, তাহাকে আধ্মান রোগ বলে। ঐরূপ আধ্মান পক্কাশয়ে না হইয়া আমাশয়ে উৎপন্ন হইলে, এবং তাহাতে পার্শ্ব ও হৃদয় স্ফীত না হইলে, তাহাকে প্রত্যাধ্মান কহে। বায়ু কফাবৃত হইলে, এই প্রত্যাধ্মান রোগ জন্মে।

নাভির অধোদেশে ঊর্দ্ধদিকে বিস্তৃত ও উন্নত, সচল বা অচল, অষ্ঠীলাসদৃশ * কঠিন গ্রন্থিবিশেষ উৎপন্ন হইলে, তাহাকে বাতাষ্ঠীলা কহে। ঐরূপ অষ্ঠীলা তির্য্যগ্‌ভাবে উত্থিত হইলে, তাহাকে প্রত্যষ্ঠীলা বলা যায়।

চিকিৎসা।

কুপিত বায়ু আমাশয়গত হইলে, রোগীকে বমন করাইয়া যথাবিধি সুস্থ করাইবে; তৎপরে ঈষদুষ্ণ জলের সহিত ষড়্‌ধরণ-যোগ সাতদিন সেবন করাইবে।

ষড়্‌ধরণ-যোগ।—চিতামূল, ইন্দ্রযব, আকনাদি, কট্‌কী, আতইচ ও হরীতকী, প্রত্যেকের চূর্ণ এক ধরণ (২৪ চব্বিশ রতি), একত্র মিশ্রিত করিবে। ইহারই নাম ষড়্‌ধরণ-যোগ। ইহা আমাশয়গত বায়ুনাশক।

কুপিত বায়ু পক্কাশয়গত হইলে, স্নেহ-বিরেচন, শোধন-দ্রব্যের বস্তিপ্রয়োগ এবং বহুলবণমিশ্রিত দ্রব্য ভোজন উপকারী। ঐ বায়ু মূত্রাশয়গত হইলে, বস্তিশোধক অর্থাৎ অশ্মরী মূত্রাবাতাদির ন্যায় চিকিৎসা কর্ত্তব্য।

কুপিত বায়ু শ্রোত্রাদিতে অবস্থিত হইলে, বায়ুনাশক স্নেহস্বেদাদি, স্নেহ-পদার্থের অভ্যঙ্গ, উপনাহ, মর্দ্দন ও প্রলেপ-প্রয়োগ কর্ত্তব্য।

প্রকুপিত বায়ু—ত্বক্, মাংস, রক্ত ও শিরায় অবস্থান করিলে, রক্তমোক্ষণ করিতে হয়। স্নায়ু, সন্ধি বা অস্থিতে অবস্থিত হইলে, স্নেহপ্রয়োগ, উপনাহ, অগ্নিকর্ম্ম, বন্ধন ও মর্দ্দন উপযোগী। অস্থিতে আবদ্ধ হইলে, শস্ত্রদ্বারা ত্বক্ ও মাংস বিপাটিত করিয়া, আরা-শস্ত্রদ্বারা অস্থি বিদ্ধ করিবে, এবং সেই ছিদ্রমধ্যে একটী দ্বিমুখ-নল বসাইয়া একজন বলবান্ ব্যক্তি সেই নল মুখে চুষিয়া অস্থিগত বায়ু বহির্গত করিবে। বায়ু শুক্রগত হইলে শুক্রদোষের চিকিৎসা করিবে।

কুপিত বায়ু সর্ব্বাঙ্গগত হইলে, বায়ুনাশক দ্রব্যের উষ্ণকাথপূর্ণ দ্রোণীতে অবগাহন, কুটীস্বেদ, কর্ষূস্বেদ, প্রস্তরস্বেদ, অভ্যঙ্গ, বস্তিপ্রয়োগ, এবং যুক্তিযুক্ত

* পাষাণখণ্ড বা লৌহদণ্ডকে দেশভেদে অষ্ঠীলা কহে।

বোধ হইলে শিরামোক্ষণ করিবে। কুপিত বায়ু কোন একাঙ্গে আবদ্ধ হইলে শৃঙ্গযোগে শিরামোক্ষণ বিধেয়। প্রকুপিত বায়ু, কফ, পিত্ত বা রক্তের সহিত মিলিত হইলে কফ, পিত্ত বা রক্তের বিরুদ্ধ না হয়, এরূপভাবে বায়ুর উপশমকারী চিকিৎসা করিতে হইবে। সুপ্তবাতে * অল্প অল্প করিয়া বারংবার রক্তমোক্ষণ করিবে; যেহেতু, একবারে অধিক রক্তমোক্ষণ করিলে, বায়ু অধিকতর কুপিত হইয়া উঠে। রক্তমোক্ষণের পরে লবণ ও ঝুলমিশ্রিত তৈল প্রয়োগ করিবে। বায়ু মেদোযুক্ত হইয়া, বেদনাবিশিষ্ট, ঘন ও শীতলস্পর্শ শোথ উৎপাদন করিলে, শোথের ন্যায় চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। প্রকুপিত বায়ু, স্কন্ধ, বক্ষ, ত্রিক ও মন্যায় আশ্রয় করিলে, বিবেচনাপূর্ব্বক বমন ও নস্যপ্রয়োগ করিবে; শিরোগত হইলে, শিরোবস্তি প্রয়োগ, এবং যুক্তিযুক্ত হইলে রক্তমোক্ষণ করিবে।

অপতানক-চিকিৎসা।—যে অপতানক রোগীর চক্ষু শিথিল হইয়া না পড়ে; ভ্রূ, মস্তক ও লিঙ্গ বক্র হইয়া না যায়; অধিক ঘর্ম্ম, কম্প বা প্রলাপ না হয়; অপতানকের বেগে রোগী শয্যা হইতে পড়িয়া না যায়, এবং যে রোগী বহিরায়ামে আক্রান্ত না হয়, সেই রোগীরই চিকিৎসা কর্ত্তব্য।

অপতানকরোগে প্রথমে স্নেহপ্রয়োগ করিয়া স্বেদ প্রয়োগ করিবে। তৎপরে তীক্ষ্ণ শিরোবিরেচন-দ্রব্যের রসের নস্য দিবে। অতঃপর বিদারীগন্ধাদিগণের কাথ ও কল্ক, মাংসরস, দুগ্ধ ও দধির মাতসহ যথাবিধি ঘৃতপাক করিয়া, সেই ঘৃত পান করাইবে। ইহাদ্বারা বায়ুর প্রসর নিবারিত হইয়া থাকে।

ত্রৈবৃত ঘৃত †।—ভদ্রদার্ব্বাদি বাতঘ্নগণ, যব, কুল, কুলথকলায়, এবং আনূপ ও ঔদক পঞ্চবর্গোক্ত মাংস, এইসমস্ত দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিবে। সেই কাথ, কাঁজি, কাকোল্যাদিগণের কল্ক ও দুগ্ধের সহিত ঘৃত, তৈল, বসা ও মজ্জা এই চতুঃস্নেহ পাক করিয়া, অপতানক রোগীর পরিষেক, অবগাহন, অভ্যঙ্গ, পান, ভোজন, অনুবাসন ও নস্যকর্ম্মে প্রয়োগ করিবে।

---

* রক্তের আবরণজন্য বায়ুর স্পর্শশক্তি নষ্ট হইলে, তাহাকে সুপ্ত বাতরোগ কহে।

† তৈল, বসা ও মজ্জা, এই ত্রিবিধ পদার্থ দ্বারা বৃত অর্থাৎ সংযুক্ত বলিয়া, ইহাকে ত্রৈবৃত ঘৃত কহে।

অপতানকরোগে যথাবিধি স্বেদপ্রয়োগ কর্ত্তব্য। একটী মনুষ্যপ্রমাণ গর্ত্ত করিয়া, তাহা তুষ, আগড়া ও ঘুঁটের অগ্নিদ্বারা উত্তপ্ত করিবে, এবং সেই উত্তপ্ত গর্ত্তমধ্যে রোগীকে আকণ্ঠ নিমগ্ন করিয়া রাখিবে। অথবা অঙ্গারাগ্নি দ্বারা উত্তপ্ত চুল্লীর উপরে রোগীকে রাখিবে। কিংবা উত্তপ্তশিলায় সুরা সেচন করিয়া পলাশপত্রদ্বারা তাহা আচ্ছাদিত করিবে, এবং তাহার উপর রোগীকে শয়ন করাইবে। এইসকল উপায়ে উষ্মা, স্বেদ, অথবা কৃশরা, বেশবার ও পায়সদ্বারা উপনাহ-স্বেদ প্রদান করিবে। মূলা, শ্বেত-এরণ্ড, স্ফূর্জ্জক (তুলসী-বিশেষ), অর্জ্জক (তুলসীবিশেষ), আকন্দ, সপ্তলা ও শঙ্খিনী, ইহাদের ক্বাথ-সহ তৈল পাক করিয়া, সেই তৈল অপতানক রোগে উষ্ণ উষ্ণ পরিষেচন করিবে। অভুক্তাবস্থায় অম্লদধির সহিত মরিচ ও বচের চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, অপতানকরোগ বিনষ্ট হয়। তৈল, ঘৃত, বসা ও মধু পান করিলেও অপতানকরোগে উপকার হইয়া থাকে।

বায়ুর সহিত কফ ও পিত্ত মিলিত হইয়া, অথবা ত্রিদোষ একত্র হইয়া যে অপতানকরোগ উৎপাদন করে, তাহাতে বায়ুর সহিত অন্যান্য দোষেরও চিকিৎসা করা আবশ্যক।

অপতানকের বেগ অপগত হইলে, পূর্ব্বোক্ত অবপীড়-নস্য প্রয়োগ করিতে হয়। কুক্কুট, কাঁকড়া, কৃষ্ণমৎস্য, শুশুক ও বরাহ ইহাদের বসা—পানে ও অভ্যঙ্গ প্রয়োগে অপতানক প্রশমিত হয়। বাতহর দ্রব্যের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া পান করিলে উপকার দর্শে। যব, কুলত্থকলায়, মূলা এবং দধি, ঘৃত ও তৈলসহ যবাগূ পাক করিয়া, সেই যবাগূ পান করাইবে। দশদিন পর্য্যন্ত রোগের বেগ প্রশমিত না হইলে, স্নেহবিরেচন, আস্থাপন ও অনুবাসন প্রয়োগ করিবে। গ্রহোপদ্রব নিবারণের জন্য রক্ষাকর্ম্মও ইহাতে কর্ত্তব্য।

পক্ষাঘাত-চিকিৎসা।—পক্ষাঘাত রোগীর বল ও মাংস ক্ষীণ না হইলে, পীড়িত স্থানে বেদনা থাকিলে, এবং রোগী সাবধান ও উপকরণবিশিষ্ট হইলে, তাহার চিকিৎসা সফল হইয়া থাকে।

এই রোগে প্রথমতঃ স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ করিয়া, মৃদু সংশোধন ও অনুবাসন এবং আস্থাপন প্রয়োগপূর্ব্বক অপতানকের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। মস্তকে স্নেহসিক্ত কার্পাস বা বস্ত্রখণ্ড স্থাপন করিয়া, শিরোবস্তি প্রয়োগ, অণুতৈল,

অভ্যঙ্গ, শাম্বন, উপনাহ, এবং বলাতৈলের অনুবাসন, এইসমস্ত প্রক্রিয়া ক্রমাগত তিন চারিমাস অবলম্বন করিলে, পক্ষাঘাতরোগ প্রশমিত হয়।

মন্যাস্তম্ভ-চিকিৎসা।—মন্যাস্তম্ভরোগেও ঐ সমস্ত চিকিৎসা বিশেষতঃ বাতশ্লেষ্মনাশক নস্য ও রুক্ষস্বেদ প্রয়োগ করিবে।

অপতন্ত্রক-চিকিৎসা।—অপতন্ত্রকরোগে উপবাসাদি অপতর্পণক্রিয়া অনুপকারী। বমন, অনুবাসন ও আস্থাপন ক্রিয়াও ইহাতে উপকারী নহে। বাতশ্লেষ্মদ্বারা উচ্ছ্বাস রুদ্ধ হইলে, তীক্ষ্ণ প্রধমন-নস্য প্রয়োগ করিয়া, উচ্ছ্বাসপথ মুক্ত করিবে। তুম্বুরু (তাম্বুল), কুড়, হিং, থৈকল ও হরীতকী, এবং সৈন্ধব, বিট্ ও সচল লবণ, এইসমুদায়ের চূর্ণ উপযুক্তমাত্রায় যবের ক্বাথের সহিত পান করাইবে। হরীতকী ৫০ পঞ্চাশটী, সৌবর্চ্চল-লবণ ২ দুই পল, দুগ্ধ ১৬ ষোল সের ও ঘৃত ৪ চারিসের, যথাবিধি পাক করিয়া, সেই ঘৃত পান করিতে দিবে, এবং বাতশ্লেষ্মনাশক অন্যান্য চিকিৎসা করিবে।

অর্দ্দিত চিকিৎসা।—অর্দ্দিত-রোগী বলবান্ ও উপকরণবিশিষ্ট হইলে, তাহারই চিকিৎসা কর্ত্তব্য। শিরোবস্তি, স্নিগ্ধনস্য, স্নিগ্ধধূম, এবং উপনাহ, ও নাড়ী স্বেদাদি বাতব্যাধির চিকিৎসা অর্দ্দিতরোগে উপযোগী।

ক্ষীরতৈল।—তৃণপঞ্চমূল, বিল্বাদি মহৎপঞ্চমূল, কাকোল্যাদিগণ, ঔদক ও আনূপ মাংস, এবং জলজকন্দ—সমুদায়ে ৵৮ আট সের, দুগ্ধ ৬৪ চৌষট্টি সের, একত্র পাক করিয়া চতুর্থাংশ অবশেষ থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। তৎপরে সেই ক্বাথের সহিত ৪ চারিসের তৈল মিশ্রিত করিয়া, পুনর্ব্বার পাক করিবে। তৈল দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত হইয়া গেলে নামাইবে এবং শীতল হইলে তাহা মন্থন করিবে। মন্থনদ্বারা যে স্নেহপদার্থ উত্থিত হইবে, তাহাই কাকোল্যাদিগণের ও মাষপর্ণীর কল্ক এবং চতুর্গুণ দুগ্ধের সহিত যথাবিধি পাক করিতে হইবে। এই ক্ষীরতৈল পান ও অভ্যঙ্গাদিতে প্রয়োগ করিলে, অর্দ্দিতরোগ প্রশমিত হয়। তৈলহীন ক্ষীর-সর্পি দ্বারা অক্ষিতর্পণ করিলেও অর্দ্দিতরোগে উপকার হইয়া থাকে।

গৃধ্রসী, বিশ্বচী, ক্রোষ্টুকশীর্ষ, খঞ্জ, পঙ্গু ও বাতকণ্টক, পাদদাহ, পাদহর্ষ, বাধির্য্য ও ধমনীগত ব্যাধিসমূহে প্রয়োজনমত যথাবিধি শিরাবেধ করিবে।

অববাহুকে শিরাবেধ কর্ত্তব্য নহে। এই সমস্ত রোগে বাতব্যাধির সাধারণ চিকিৎসা করিতে হয়। ক্রোষ্টুকশীর্ষে বাতরক্তের চিকিৎসাও কর্ত্তব্য।

কর্ণশূলরোগে তৈল, মধু ও সৈন্ধব-লবণ মিশ্রিত আদার রস গরম করিয়া কর্ণমধ্যে প্রয়োগ করিবে; অথবা ছাগমূত্র, কিংবা মধু ও তৈল কর্ণে দিবে। টাবানেবু, দাড়িম ও তেঁতুলের স্বরস এবং গোমূত্রের সহিত অথবা শুক্ত, সুরা, তক্র, গোমূত্র ও সৈন্ধব লবণের সহিত তৈল পাক করিয়া, সেই তৈল কর্ণে প্রয়োগ করিবে। কর্ণে নাড়ীস্বেদ প্রয়োগ এবং বাতব্যাধির ন্যায় অন্যান্য চিকিৎসাও কর্ত্তব্য। কর্ণরোগ চিকিৎসায় এইসকল চিকিৎসা বিশেষরূপে বর্ণিত হইবে।

তূণী ও প্রতিতূণী রোগে স্নেহ, লবণ অথবা পিপুলচূর্ণ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে। অথবা ঘৃতের সহিত হিং ও যবক্ষার মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। ইহাতে বস্তি (পিচকারী) প্রয়োগ বিশেষ উপকারী।

আধ্মানরোগে উপবাস, হস্ত-সন্তাপ, অগ্নিবর্দ্ধক ও পাচক ঔষধ, ফলবর্ত্তি এবং বস্তিপ্রয়োগ দ্বারা চিকিৎসা করিবে। প্রত্যাধ্মানরোগে বমন, অপতর্পণ ও দীপন ঔষধ প্রয়োগ কর্ত্তব্য।

অষ্ঠীলা ও প্রত্যষ্ঠীলারোগে গুল্ম ও অন্তর্বিদ্রধির ন্যায় চিকিৎসা করা আবশ্যক।

গুড়িকা।—হিং, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বচ, যমানী, বনযমানী, ধনিয়া, দাড়িম, তেঁতুল, [illegible] চিতা, যবক্ষার, সৈন্ধব, বিট্‌লবণ, সচল-লবণ, সাচীক্ষার, পিপুলমূল, [illegible], কৃষ্ণজীরা ও হরীতকী, এই সকল দ্রব্যের সমভাগ চূর্ণ [illegible] বহুবার ভাবিত করিয়া, দুই তোলা মাত্রায় গুড়িকা প্রস্তুত [illegible] এই গুড়িকা প্রত্যহ প্রাতঃ-[illegible] শ্বাস, কাস, গুল্ম, উদর, অরুচি, [illegible] আধ্মান, আনাহ [illegible], তূণী, প্রতিতূণী এবং পার্শ্ব, উদর ও [illegible] দ্বারা নিবারিত হয়।

বাতরোগাক্রান্ত [illegible] পক্ষে পঞ্চমূলীঘৃত, দুগ্ধ, দাড়িমাদি অম্লরস, স্নিগ্ধ মাংসরস এবং [illegible] বায়ুনাশক কষায়ের খুব উপকারক।

স্নেহ, স্বেদ, অভ্যঙ্গ, বস্তি, স্নেহবিরেচন, শিরোবস্তি, মস্তকে স্নেহাভ্যঙ্গ, স্নৈহিক ধূম, উষ্ণ স্নেহগণ্ডূষধারণ, স্নিগ্ধ-নস্য, মাংসরস, মাংস, দুগ্ধ, ঘৃতাদি স্নেহ, স্নিগ্ধদ্রব্যসমূহ, স্নিগ্ধভোজন, দাড়িমাদি অম্লফল, লবণ, উষ্ণ-পরিষেক, সংবাহন কুঙ্কুম, অগুরু, তেজপত্র, কুড়, এলাইচ, তগর, রেশম, পশম বা কার্পাসনির্ম্মিত স্থূলবস্ত্র, নিবাতস্থান, আতপযুক্তগৃহ, অভ্যন্তর-গৃহ, মৃদুশয্যা ও মৈথুনত্যাগ, এই-সমস্ত বিষয় বিবেচনাপূর্ব্বক সমুদায় বাতব্যাধিতেই প্রয়োগ করা আবশ্যক।

শাল্বণ-উপনাহ। কাকোল্যাদিগণ, বাতহরগণ, সমুদায় অম্লদ্রব্য, আনূপ ও ঔদক মাংস এবং ঘৃত ও তৈলাদি সমস্ত স্নেহপদার্থ একত্র করিয়া প্রচুর লবণ মিশ্রিত ও উষ্ণ করিলে তাহাকে শাল্বণ কহে। এই শাল্বণ-স্বেদ বাতব্যাধির বিশেষ উপশমকারক। বায়ুদ্বারা অঙ্গ বেদনাযুক্ত ও স্তব্ধ হইলে এই শাল্বণ-উপনাহ প্রয়োগ করিয়া, পট, কার্পাস বা পশমের বস্ত্রদ্বারা দৃঢ়রূপে বন্ধন করিবে। অথবা বিড়াল, নকুল, উদ্‌বিড়াল ও মৃগচর্ম্মের গোণীমধ্যে পীড়িত স্থান প্র [illegible] করিয়াই সেই স্থানে শাল্বণ-উপনাহ প্রয়োগ করিবে।

পত্রলবণ।—এরণ্ড, ঘণ্টাপারুল, করঞ্জ, বাসক, ডহরকরঞ্জ, সোন্দাল ও চিতা প্রভৃতির কাঁচা পাতা এক একভাগ, এবং সৈন্ধবলবণ সমুদায়ের সমান, একত্র উদুখলে কুট্টিত করিয়া, তাহা একটী ঘৃতভাবিত বা তৈলভাবিত কলসে রাখিয়া, সেই কলসে গোময়ের প্রলেপ দিবে এবং তাহাতে অগ্নিসন্তাপ দিয়া মধ্যস্থ ঔষধ অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিবে। উপযুক্ত মাত্রায় এই ঔষধ বায়ুরোগে প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার হয়।

স্নেহলবণ বা কাণ্ডলবণ।—মনসাসীজের ডালের মজ্জা, বার্ত্তাকু ও সজিনা-ছাল—প্রত্যেক সমভাগ, সৈন্ধব লবণ সমুদায়ের সমান, এবং ঘৃত, তৈল, বসা ও মজ্জা—প্রত্যেক সৈন্ধবের সমান; একত্র একটী কলসে রাখিয়া, গোময়দ্বারা অন্তর্ধূমে সেই সমস্ত ঔষধ দগ্ধ করিবে। বাতরোগে এই লবণও বিশেষ উপকারী।

কল্যাণক লবণ।—গম্ভীর শাক, পলাশ, কুড়চি, বিল্ব, আকন্দ, মনসা-সীজ, আপাং, পারুল, পালিধা, জলজ জাম, সজিনা, মহাকদম্ব, নির্দ্দহনী (মূর্ব্বা, গণিয়ারী বা চিতামূল), বাসক, করঞ্জ, ডহরকরঞ্জ, বৃহতী, কণ্টকারী, ভেলা, ইঙ্গুদী, গণিয়ারী, কদলী, পুনর্নবা, বালা, রাখালশসা, শ্বেতপারুল ও অশোক;

এইসকল দ্রব্যের আর্দ্র মূল, পত্র ও শাখা—এক এক ভাগ এবং সর্ব্বসমষ্টির সমান সৈন্ধবলবণ একত্র কুট্টিত করিয়া পূর্ব্ববৎ অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিবে। তৎপরে ক্ষার-বিধি অনুসারে একবিংশতিবার ছাঁকিয়া, সেই ক্ষারজল পাক করিবে, এবং পাক-কালে তাহাতে হিঙ্গ্বাদি ও পিপ্পল্যাদিগণ প্রক্ষেপ দিবে। এই লবণ বাতরোগ-সমূহের উপশমকারক এবং গুল্ম, প্লীহা, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, অরুচি ও কাসাদি উপদ্রবের শান্তিকারক। ইহা উষ্ণবীর্য্য, পাচক এবং দোষের পরিপাক ও ক্ষরণকারক।

তিল্বক-ঘৃত।—তেউড়ী, দন্তী, স্বর্ণক্ষীরী, সপ্তলা, শঙ্খিনী, ত্রিফলা ও বিড়ঙ্গ, ইহাদের প্রত্যেকের কল্ক ২ দুই তোলা, তিল্বকমূল (পটিয়া-লোধ) ও কমলাগুড়ি—প্রত্যেকের কাথ এক এক পল, ত্রিফলার কাথ ১৬ ষোল সের, দধি ১৬ ষোল সের এবং গব্যঘৃত ৵৮ আটসের, যথাবিধি পাক করিয়া, বাত-রোগে স্নেহবিরেচনার্থ প্রয়োগ করিবে। তিল্বকের পরিবর্ত্তে অশোক ও রম্যক (রাজনিম্ব, দিয়া এইরূপ ঘৃত প্রস্তুত করিবে এবং তাহাও স্নেহ-বিরেচনার্থ প্রয়োগ করিবে।

অণুতৈল।—যে যন্ত্রে (ঘানী গাছ) দীর্ঘকাল তৈল নিষ্পীড়ন করা হয়, সেই যন্ত্রের কাষ্ঠ সূক্ষ্মখণ্ড করিয়া কাটিবে এবং কুট্টিত করিয়া বৃহৎ কটাহে জলের সহিত সিদ্ধ করিবে। সিদ্ধ করিবার সময় কাষ্ঠ হইতে যে তৈল নির্গত হইয়া জলের উপর ভাসিয়া উঠিবে, সেই তৈল তুলিয়া লইতে হইবে। পরে সেই তৈল বায়ুনাশক দ্রব্যদ্বারা যথাবিধি পাক করিবে। সূক্ষ্ম কাষ্ঠ হইতে এই তৈল সংগৃহীত হয়, এজন্য ইহার নাম অণুতৈল। এই তৈল বাতব্যাধির উপশমকারক।

সহস্রপাক তৈল।—বিল্বাদি মহৎ-পঞ্চমূলের কাষ্ঠ প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করিয়া, সেই কাষ্ঠ কোন কৃষ্ণমৃত্তিকাবিশিষ্ট ভূমিতে দগ্ধ করিবে। এক রাত্রি পরে আগুন নিবিয়া গেলে, সেই স্থান হইতে ভস্ম তুলিয়া ফেলিবে। পরে বিদারীগন্ধাদি তৈল একশত দ্রোণ ও দুগ্ধ একশত দ্রোণ সেই ভূমিতে সেচন করিবে। পরদিন সেই ভূমির যত মৃত্তিকা স্নিগ্ধ বোধ হইবে সেই সমস্ত মৃত্তিকা তুলিয়া, বৃহৎ কটাহে উষ্ণ জলে গুলিবে। তাহাতে যে তৈল জলের উপর ভাসিয়া উঠিবে, তাহা তুলিয়া একটী পাত্রে রাখিবে। তৎপরে সেই তৈল এবং

ভদ্রদার্ব্বাদিগণের কাথ, মাংসরস, দুগ্ধ ও কাঁজি—সমুদায়ে তৈলের সমান, যথাবিধি পাক করিবে। এইরূপে ঐসমস্ত দ্রব্যসহ ক্রমশঃ ঐ তৈল সহস্রবার পাক করিতে হইবে। পাকশেষে কস্তুরী, শঠী, কঙ্কুষ্ঠ, জটামাংসী, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, দারুচিনি, চন্দন, জাতীফল, কক্কোল ও লবঙ্গাদি গন্ধদ্রব্য এবং বাতহরগণোক্ত দ্রব্যসকল প্রক্ষেপ দিয়া একবার গন্ধপাক করিবে। তৈলপাক শেষ হইলে, শঙ্খ ও দুন্দুভির ধ্বনি, ছত্রধারণ, চামরব্যজন এবং সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। এই সহস্রপাক-তৈল অপ্রতিহতবীর্য্য ও রাজার ব্যবহারযোগ্য। এইরূপ নিয়মে শতপাক তৈলও প্রস্তুত করা যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

—:০:—

বাতরক্ত-চিকিৎসা।

নিদান।—গুরুপাক ও উষ্ণবীর্য্য দ্রব্য ভোজন, পূর্ব্বের আহার জীর্ণ না হইতে পুনর্ব্বার ভোজন, অতিরিক্ত শোক, স্ত্রীসহবাস, মদ্যপান ও ব্যায়ামাদি কারণে পীড়ন বশতঃ, ঋতুবিপর্য্যয় বা সাত্ম্যবিপর্য্যয় হেতু এবং স্নেহাদির অযথা সেবন জন্য বাতরক্ত প্রকুপিত হয়। অনুচিত আহার বিহারকারী, কোমলাঙ্গ বা স্থূলাঙ্গ ব্যক্তি, অথবা মৈথুনত্যাগী ব্যক্তিগণেরই প্রায় উক্ত কারণে বাতরক্ত কুপিত হইয়া থাকে।

সম্প্রাপ্তি।—হস্তী, অশ্ব বা উষ্ট্রাদি যানে নিয়ত গমন এবং অন্যান্য বায়ুপ্রকোপক ক্রিয়াসমূহের অবলম্বনবশতঃ বায়ু প্রকুপিত হয়। আর তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, অম্ল, ক্ষার ও শাকাদি ভোজনদ্রব্যের অতিসেবন এবং অগ্নি-সন্তাপাদি কারণে রক্ত শীঘ্র প্রকুপিত হইয়া উঠে। এইরূপে রক্ত কুপিত হইলে, তদ্দ্বারা আশুগামী বায়ুর গমনপথ রুদ্ধ হয়। পথরোধজন্য বায়ু অধিকতর কুপিত হইয়া রক্তকেও অধিক কুপিত করে, সুতরাং তখন পরস্পর পরস্পরকে অত্যধিক দূষিত

করিতে থাকে। বায়ু ও রক্ত উভয়ে মিলিত হইয়া এই রোগ উৎপাদন করিলেও দোষ সম্বন্ধে বায়ুর প্রাবল্যবশতঃ ইহা রক্তবাত না হইয়া বাতরক্ত নামে অভিহিত হইয়াছে।

এইরূপে দুষ্টপিত্ত ও দূষিত রক্তের সহিত মিশ্রিত হইলে, কফরক্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

লক্ষণ।—বাতরক্তরোগে পদদ্বয় স্পর্শভীত, সূচীবেধবৎ বেদনাযুক্ত, শুষ্ক ও স্পর্শজ্ঞানশূন্য হয়। পিত্তরক্তরোগে পদদ্বয় উগ্রদাহযুক্ত, অত্যন্ত উষ্ণ, রক্তবর্ণ, শোথবিশিষ্ট ও কোমলস্পর্শ হয়; এবং কফরক্তরোগে পদদ্বয় কণ্ডুবিশিষ্ট, শ্বেতবর্ণ, শীতলস্পর্শ, শোথযুক্ত, স্থূল ও স্তব্ধ হইয়া থাকে। ত্রিদোষদূষিত হইলে, তিন দোষেরই লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। বাতরক্ত প্রায়ই পাদমূল হইতে এবং কখন বা হস্তমূল হইতে উদ্ভূত হইয়া, পরে ক্রমশঃ মূষিক-বিষের ন্যায় মন্দ মন্দ বেগে সমুদায় শরীরে সঞ্চারিত হয়।

পূর্ব্বরূপ।—বাতরক্ত প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বে পদদ্বয় শিথিল, ঘর্ম্মসিক্ত ও শীতল হয়, অথবা ঐ সমস্ত লক্ষণের বিপরীত লক্ষণসকল প্রকাশ পায়। তদ্ব্যতীত পদদ্বয়ের বিবর্ণতা, সূচীবেধবৎ বেদনা, স্পর্শজ্ঞানের অভাব, গুরুত্ব ও সন্তাপ, এবং দাহ, কণ্ডু, শোথ, অঙ্গের স্তব্ধতা, ত্বকের কর্কশতা, শিরা, স্নায়ু ও ধমনীর স্পন্দন, সক্থির অবসাদ, হস্ততল, পদতল, অঙ্গুলি ও গুল্‌ফ প্রভৃতি স্থানে অকস্মাৎ শ্বেতবর্ণ বা রক্তবর্ণ মণ্ডলের উৎপত্তি প্রভৃতি লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে।

অসাধ্য লক্ষণ।—যে বাতরক্তে পাদমূল হইতে জানুপর্য্যন্ত স্ফুটিত, বিদীর্ণ ও পূয়-রক্তস্রাবী হয় এবং বল-মাংসাদির ক্ষয় হয়, অথবা যাহা একবৎসরের অধিককালজাত, তাহা অসাধ্য।

চিকিৎসা।

বাতরক্ত রোগীর বল-মাংসের ক্ষয়, পিপাসা, জ্বর, মূর্চ্ছা, শ্বাস, কাস, অঙ্গের স্তব্ধতা, অরুচি, অপরিপাক, অঙ্গের প্রসার বা সঙ্কোচ, এইসকল উপদ্রব উপস্থিত না হইলে, রোগী বলবান্ ও সাবধান হইলে, এবং তাহার চিকিৎসোপযোগী উপকরণসমূহ উপস্থিত থাকিলে, তাহারই চিকিৎসা করিবে।

প্রথমেই বাতরক্ত-রোগীর দুষ্টরক্ত অল্প অল্প করিয়া, বারংবার মোক্ষণ করা আবশ্যক। একবারে অধিক রক্তমোক্ষণ করিলে বায়ু অধিক কুপিত হয়। কিন্তু অধিক বায়ুপ্রকোপ জন্য যে রোগীর অঙ্গ রুক্ষ ও শুষ্ক হইয়া যায়, তাহার রক্তমোক্ষণ করা কর্ত্তব্য নহে। তৎপরে রোগের ও রোগীর অবস্থা বুঝিয়া বমন, বিরেচন ও আস্থাপনাদি প্রয়োগ করিবে, এবং যথাক্রমে পেয়াদি পথ্য পান করাইবে।

বায়ুর আধিক্য থাকিলে পুরাতন ঘৃত পান করাইবে; অথবা ছাগদুগ্ধে অর্দ্ধভাগ তৈল এবং যষ্টিমধুর কল্ক ২ দুই তোলা প্রক্ষেপ দিয়া পাক করিবে ও সেই দুগ্ধ পান করাইবে। চাকুলের সহিত ছাগদুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া তাহা চিনি ও মধুমিশ্রিত করিয়া পান করাইবে। শুঁঠ, পানিফল, ও কেশুর অথবা শ্যামামূল, তেউড়ী, রাস্না, উচ্ছেপাতা, চাকুলে, পীলু, শতমূলী, গোক্ষুর, ও দশমূলের সহিত ছাগদুগ্ধ পাক করিয়া সেই দুগ্ধ পান করাইলেও বাত-রক্তের উপশম হয়।

একভাগ দুগ্ধ, আটভাগ দশমূলের কাথের সহিত পাক করিয়া, দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইবে। সেই দুগ্ধ, এবং যষ্টিমধু, মেষশৃঙ্গী, গোক্ষুর, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, বচ ও রাস্না, ইহাদের কল্কসহ তৈল পাক করিয়া, সেই তৈল বাতরক্ত-রোগে পান ও অভ্যঙ্গার্থ প্রয়োগ করিবে। শতমূলী, অপামার্গ, ক্ষীরবিদারী, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে ও তৃণপঞ্চমূল ইহাদের কাথ এবং কাকোল্যাদিগণের কল্কসহ তৈল পাক করিয়া, সেই তৈলও পূর্ব্ববৎ প্রয়োগ করা যায়। বেড়েলার কাথ ও কল্কসহ একশতবার তৈল পাক করিয়া সেই তৈল প্রয়োগ করিলেও, বাতরক্তের উপশম হইয়া থাকে।

দশমূলের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া, সেই দুগ্ধ বাতরক্তে সেচন করিবে। কিংবা সৌবীর তুষোদকাদি অম্লপদার্থদ্বারা পরিষেক করিবে। অথবা যব, যষ্টিমধু, এরণ্ডমূল, তিল ও পুনর্নবা, এইসকল দ্রব্য একত্র বাটিয়া তাহার প্রলেপ দিবে।

যব, গোধূম, তিল, মুগ বা মাষকলায়, এই পাঁচটী দ্রব্য পৃথক্ পৃথক্ চূর্ণ করিবে, এবং এক একটী চূর্ণের সহিত কাকোলী, জীবক, ঋষভক, বেড়েলা, গোরক্ষ-চাকুলে, মৃণাল, পদ্মনাল, চাকুলে, মেষশৃঙ্গী, পিয়াল, শর্করা, কেশুর,

মুরামাংসী ও বচ, এইসকল দ্রব্যের কল্ক, এবং ঘৃত, তৈল, বসা, মজ্জা ও দুগ্ধ, এইসমস্ত দ্রব্য পাক করিয়া নাতিদ্রব ও নাতিঘন পায়স প্রস্তুত করিবে। এই পাঁচপ্রকার পায়সের উপনাহ স্বেদ প্রয়োগ করিলে বাতরক্তের উপশম হয়। স্নৈহিক ফলসারের অর্থাৎ তিল, এরণ্ডবীজ, তিসি ও বহেড়াবীজ প্রভৃতির মজ্জা দুগ্ধের সহিত পাক করিয়া, উৎকারিকা (মোহনভোগবৎ) প্রস্তুত করিবে। এই উৎকারিকার স্বেদও বাতরক্তে উপকারী। যব, গোধূম, তিল, মুগ ও মাষকলায়, ইহাদের এক একটী চূর্ণের সহিত রোহিতাদি-মৎস্যের মাংস সিদ্ধ করিয়া বেশবার প্রস্তুত করিবে, এবং সেই বেশবারের প্রলেপ দিবে। বেলশুঁঠ, তগর, দেবদারু, তেউড়ী, রাস্না, হরেণু, কুড়, শুলফা, এলাইচ, সুরা ও দধির মাত, এইসকল দ্রব্যের সহিত তিলকল্ক পাক করিয়া তাহার উপনাহ দিবে। রক্তসজিনা-মূলের কল্ক, টাবানেবু, কাঁজি, সৈন্ধব ও ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে। কেবল তিলকল্কের প্রলেপ ব্যবহারেও বাতরক্তের উপশম হয়।

পিত্তপ্রবল বাতরক্তে দ্রাক্ষা, সোন্দাল, কট্‌ফল, ক্ষীরবিদারী, যষ্টিমধু, রক্তচন্দন ও গাম্ভারী; এইসকল দ্রব্যের ক্বাথ, চিনি ও মধুমিশ্রিত করিয়া পান করাইবে। অথবা শতমূলী, যষ্টিমধু, পটোলপত্র, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া ও কটকী, এইসকল দ্রব্যের কষায়, চিনি ও মধুমিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। গুলঞ্চের কষায় ও পিত্তজ্বরনাশক চন্দনাদি-কষায় ঐরূপ চিনি ও মধু মিশ্রিত করিয়া পান করাইলে এবং পটোলাদি তিক্তদ্রব্য ও ত্রিফলাদি কষায়দ্রব্যের ক্বাথ ও কল্কসহ ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত সেবন করাইলেও, পিত্তপ্রবল বাতরক্তের উপশম হয়।

মৃণাল, পদ্মনাল, শ্বেতচন্দন ও পদ্মকাষ্ঠ, ইহাদের কষায় এবং কষায়ের অর্দ্ধ পরিমিত দুগ্ধ একত্র মিশ্রিত করিয়া, তাহাদ্বারা পরিষেক করিবে। অথবা দুগ্ধ, ইক্ষুরস, মধু, চিনি ও তণ্ডুলোদকের পরিষেক করিবে। কিংবা দ্রাক্ষা ও ইক্ষুর কষায়ের সহিত মধু, দধির মাত ও কাঁজি মিশ্রিত করিয়া তাহার পরিষেক করিবে। জীবনীয়গণের সহিত ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত, কিংবা শতধৌত ঘৃত, অথবা কাকোল্যাদিগণের কল্কসহ যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত দ্বারা অভ্যঙ্গ করিলে, পিত্তপ্রবল বাতরক্ত প্রশমিত হয়।

শালি ও ষষ্টিক তণ্ডুল, নল, বেতস, তালীশপত্র, পানিফল, যববীজ, হরিদ্রা, গিরিমাটী, শৈবাল, পদ্মকাষ্ঠ ও পদ্মপত্র প্রভৃতি দ্রব্য কাঁজির সহিত পেষণ পূর্ব্বক ঘৃতমিশ্রিত করিয়া তাহার প্রলেপ দিবে। বাতপ্রবল-বাতরক্তেও এই প্রলেপ উষ্ণ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

রক্তপ্রবল বাতরক্তে পিত্ত-প্রবলোক্ত ঔষধ সকলই প্রয়োগ করিতে হয়। অল্প অল্প করিয়া বারংবার রক্তমোক্ষণ এবং অতিশীতল প্রলেপসমূহ ইহাতে বিশেষ উপকারী।

শ্লেষ্মপ্রবল-বাতরক্তে আমলকী ও হরিদ্রার কষায় অথবা ত্রিফলার কষায় মধুমিশ্রিত করিয়া পান করাইবে। যষ্টিমধু, শুঁঠ, হরীতকী ও কটুকী, ইহাদের কল্ক, মধু বা গোমূত্রের সহিত কিংবা হরীতকীর কল্ক পুরাতন গুড়ের সহিত সেবন করাইবে।

তৈল, গোমূত্র, ক্ষারজল, সুরা, শুক্ত এবং কফনাশক দ্রব্যের অথবা আরগ্বধাদিগণের উষ্ণ ক্বাথদ্বারা পরিষেক করিবে। দধির মাত, গোমূত্র, সুরা, শুক্ত, যষ্টিমধু, অনন্তমূল ও পদ্মকাষ্ঠ, ইহাদের কল্কসহ ঘৃত পাক করিয়া, সেই ঘৃত অভ্যঙ্গ করাইবে। তিল, সর্ষপ, তিসি ও যবের চূর্ণ এবং চাল্‌তা, কয়েদ্‌বেল ও সজিনাছালের কল্ক গোমূত্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহার প্রলেপ দিবে। শ্বেত-সর্ষপ, তিল ও অশ্বগন্ধা; পিয়াল, শেলু ও কয়েদ্‌বেলের ছাল; রক্ত-সজিনা ও পুনর্নবা; অথবা শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, কট্‌কী, চাকুলে ও বৃহতী;—এই পাঁচটী যোগ ক্ষারজলের সহিত পেষণ ও উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিবে। শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী ও কণ্টকারী, এই চারিটী দ্রব্য দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া এবং তাহার সহিত যবের ছাতু মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে।

দুই দোষ বা তিন দোষের প্রকোপ থাকিলে, ঐসমস্ত যোগই মিলিত করিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে।

সকলপ্রকার বাতরক্তেই পুরাতন গুড়ের সহিত হরীতকী সেবন উপকারী। জীবনীয়গণের কল্ক ও দুগ্ধের সহিত ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃতের অভ্যঙ্গ প্রশস্ত। মাষপর্ণী, বেড়েলা, রক্তচন্দন, মূর্ব্বা, মুতা, পিয়াল, শতমূলা, কেশুর পদ্মকাষ্ঠ, যষ্টিমধু, শুলফা ও কুড়, এইসকল দ্রব্য দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া এবং তাহাতে ঘৃতমণ্ড মিশ্রিত করিয়া তাহার প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। ঝাঁটীমূল, বাসক,

বেড়েলা, গোরক্ষ-চাকুলে, জীবন্তী ও করেলাপত্র, এইসকল দ্রব্য ছাগদুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ কিংবা গাম্ভারী, যষ্টিমধু ও যব ইহাদের কল্কের প্রলেপ উপযোগী। মোম, মঞ্জিষ্ঠা, ধুনা, অনন্তমূল ও দুগ্ধ, এই কয়েকটী দ্রব্যের সহিত যথাবিধি পিণ্ড তৈল পাক করিয়া, তাহা অভ্যঙ্গ করিলে সর্ব্ববিধ বাতরক্ত প্রশমিত হয়। সকল বাতরক্তেই আমলকীর রসের সহিত পুরাতন ঘৃত পাক করিয়া পান করাইবে। জীবনীয়গণের কাথ ও কল্কের সহিত অথবা করেলার কাথ ও কল্কের সহিত কিংবা কেবল করেলার কাথের সহিত পুরাতন ঘৃত পাক করিয়া, সেই ঘৃতের পরিষেক করিবে। মূঢ়গর্ভোক্ত বলাতৈল— পরিষেক, অবগাহন, বস্তি ও ভোজনার্থ প্রয়োগ করিবে।

পথ্যাপথ্য।—পুরাতন শালি, ষষ্টিক, যব বা গোধূমের অন্ন দুগ্ধ, মাংসরস, অথবা মুদ্গযূষের সহিত—ভোজন করিতে দিবে। রক্তমোক্ষণ, উপনাহ, পরিষেক, প্রলেপ, অভ্যঙ্গ, নিবাত ও বিস্তৃত গৃহে বাস, সুখজনক শয্যা ও উপাধান এবং মৃদু সংবাহন, এইগুলি বাতরক্তরোগে উপকারী।

তৃতীয় অধ্যায়।

উরুস্তম্ভ-চিকিৎসা।

সম্প্রাপ্তি ও লক্ষণ।—বায়ু উরুদেশে কফ ও মেদ দ্বারা আবৃত হইলে উরুস্তম্ভ রোগ উৎপন্ন হয়। তাহাতে উরুদেশ স্তব্ধ, শীতল, অচেতন, গুরু, ক্লান্তবৎ ও অস্থির হইয়া থাকে; উরু যেন নিজের নয় বলিয়া বোধ হয় এবং অঙ্গমর্দ্দ, অঙ্গের শিথিলতা, লোমহর্ষ, বেদনা, জ্বর ও নিদ্রাবৎ ক্লান্তি উপস্থিত হইয়া থাকে। উরুস্তম্ভের অপর নাম আঢ্যবাত। ইহাও একপ্রকার বাতব্যাধি বলিয়া পরিগণিত।

চিকিৎসা।—উরুস্তম্ভরোগে স্নেহশূন্য পূর্ব্বোক্ত ষড়্ধরণ যোগ এবং পিপ্পল্যাদিগণের চূর্ণ উষ্ণজলের সহিত পান করাইবে। ত্রিফলা ও কট্‌কীর চূর্ণ মধু মিশ্রিত করিয়া লেহন করাইবে। এইসকল ক্রিয়াদ্বারা হৃদ্‌রোগ, গুল্ম, অরুচি ও অন্তর্বিদ্রধি রোগও উপশম হইয়া থাকে। ক্ষারসংযুক্ত গোমূত্রের স্বেদ এবং রুক্ষ উদ্বর্ত্তনক্রিয়া উরুস্তম্ভের উপকারক। করঞ্জবীজ ও শ্বেতসর্ষপ গোমূত্রে পেষণ করিয়া, তাহার প্রলেপ প্রয়োগ করিলেও উরুস্তম্ভের উপশম হয়। এইসকল ক্রিয়া দ্বারা কফ ও মেদ ক্ষীণ হইয়া গেলে, স্নেহাদিক্রিয়া কর্ত্তব্য।

পথ্য।—শুষ্ক মূলার সহিত মুদ্গাদির যূষ, পটোল-পত্রের যূষ, ঘৃতশূন্য জাঙ্গল মাংসের রস ও লবণশূন্য শাকাদিসহ পুরাতন শ্যামা, কোদ্রব (কোদ), উদ্দালক (বন কোদ) ও শালিতণ্ডুলের অন্নভোজন করিতে দিবে।

উরুস্তম্ভ রোগে গুগ্‌গুলু সেবন বিশেষ উপকারী। যেহেতু গুগ্‌গুলু অতি লঘুপাক, সূক্ষ্ম স্রোতোগামী, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, কটুরস, কটুবিপাক, সারক, হৃদ্য, স্নিগ্ধ ও পিচ্ছিল। নূতন গুগ্‌গুলু বৃংহণ ও বৃষ্য এবং পুরাতন গুগ্‌গুলু অপকর্ষণ। তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীর্য্যত্বহেতু গুগ্‌গুলু কফ-বাতনাশক; সারকতা গুণের জন্য মল ও পিত্ত নাশ করে; সৌগন্ধহেতু পূতিকোষ্ঠ-নিবারক; এবং সূক্ষ্মস্রোতগামিত্বহেতু অগ্নিবর্দ্ধক। প্রত্যহ প্রাতঃকালে ত্রিফলা, দারুহরিদ্রা ও পটোলপত্রের অথবা কুশমূলের ক্বাথসহ, কিংবা গোমূত্র, ক্ষারজল বা উষ্ণজলের সহিত গুগ্‌গুলু সেবন করিতে দিবে; গুগ্‌গুলু পরিপাক হইলে, মুদ্গাদির যূষ, মাংসের রস ও দুগ্ধের সহিত অন্ন ভোজন করিতে দিবে। এইরূপ একমাস সেবন করিলে, উরুস্তম্ভ, গুল্ম, মেহ, উদাবর্ত্ত, উদর, ভগন্দর, ক্রিমি, কণ্ডু, অরুচি, শ্বিত্র, গ্রন্থি, নাড়ীব্রণ, শোথ, কুষ্ঠ, দুষ্টব্রণ এবং কোষ্ঠগত, সন্ধিগত ও অস্থিগত বায়ু বিনষ্ট হয়।

চতুর্থ অধ্যায়।

কুষ্ঠরোগ-চিকিৎসা।

নিদান ও সম্প্রাপ্তি।—অনুচিত আহার বিহার, বিশেষতঃ গুরুপাক, সংযোগ-বিরুদ্ধ, অসাত্ম্য বা অপক্ক দ্রব্য ভোজন, দুগ্ধের সহিত মাংস ভোজন, স্নেহাদির অন্যথা ব্যবহার, স্নেহপান বা বমনাদি ক্রিয়ার পরে ব্যায়াম ও মৈথুন, মল-মূত্রাদির বা বমির বেগধারণ, রৌদ্রাদি দ্বারা সন্তপ্ত দেহে জলাবগাহন, পাপাচরণ ও পূর্ব্বজন্মের দুষ্কৃতি, এইসকল কারণে ত্রিদোষ কুপিত হয় এবং পিত্ত ও শ্লেষ্মার সহিত বায়ু মিলিত হইয়া তির্য্যগ্‌গামী শিরাসমূহে গমন করে এবং পরে সেইসকল শিরাদ্বারা পিত্ত ও শ্লেষ্মাকে ত্বকে বিক্ষিপ্ত করে। বিক্ষিপ্ত হইয়া যে যে স্থানে সেই দোষ নিঃসৃত হয়, সেই সেই স্থানে মণ্ডলাকার চিহ্নসমূহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রতিকার না হইলে ক্রমশঃ সেই দোষ অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া ধাতুসমূহকে দূষিত করে।

পূর্ব্বরূপ।—ত্বকের কর্কশতা, অকস্মাৎ রোমাঞ্চ, কণ্ডূ, ঘর্ম্মনিরোধ বা অধিক ঘর্ম্ম, অবয়ববিশেষে স্পর্শজ্ঞানের অভাব, কোন স্থান ক্ষত হইলে চারি দিকে তাহার বিস্তৃতি ও রক্তের কৃষ্ণবর্ণতা, কুষ্ঠপ্রকাশের পূর্ব্বে এই সমস্ত লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে।

প্রকারভেদ।—কুষ্ঠ অষ্টাদশ প্রকার। তন্মধ্যে সাত প্রকার মহাকুষ্ঠ ও একাদশপ্রকার ক্ষুদ্রকুষ্ঠ। মহাকুষ্ঠ যথা—অরুণ, ঔডুম্বর, ঋষ্যজিহ্ব, কপাল, কাকণক, পুণ্ডরীক, ও দদ্রুকুষ্ঠ। ক্ষুদ্রকুষ্ঠ যথা—স্থূলারুষ্ক, মহাকুষ্ঠ, এককুষ্ঠ, চর্ম্মদল, বিসর্প, পরিসর্প, সিধ্ম, বিচর্চ্চিকা, কিটিম, পামা ও রকসা।

দোষভেদ।—ইহার মধ্যে অরুণকুষ্ঠে বায়ুর আধিক্য; ঔডুম্বর, ঋষ্যজিহ্ব, কপাল ও কাকণক কুষ্ঠে পিত্তের আধিক্য; এবং পৌণ্ডরিক ও দদ্রু কুষ্ঠে শ্লেষ্মার আধিক্য থাকে। এইসকল কুষ্ঠ উত্তরোত্তর ধাতুসমূহ অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ বর্দ্ধিত এবং পরে অসাধ্য হইয়া উঠে।

মহাকুষ্ঠের লক্ষণ।—বাতাধিক অরুণবর্ণ পাতলা, বিস্তৃতিশীল, সূচীবেধ বা ভেদবৎ বেদনাবিশিষ্ট ও স্পর্শজ্ঞানশূন্য হয়। পিত্তাধিক ঔড়ুম্বর কুষ্ঠ—পাকা যজ্ঞডুমুর ফলের ন্যায় বর্ণ ও আকৃতিসম্পন্ন হয়। ঋষ্যজিহ্ব ঋষ্যের অর্থাৎ হরিণের জিহ্বার ন্যায় খরস্পর্শ ও আকৃতিবিশিষ্ট হয়। কৃষ্ণবর্ণ কপাল অর্থাৎ খাপরার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট কুষ্ঠের নাম কপাল-কুষ্ঠ। কাকাণ্ডিকা অর্থাৎ কুঁচফলের ন্যায় রক্ত কৃষ্ণবর্ণ কুষ্ঠকে কাকণক কুষ্ঠ কহে। এই চারিপ্রকার কুষ্ঠেই নিকটস্থ অগ্নিতাপ স্পর্শের ন্যায় সন্তাপ, চূষণবৎ যন্ত্রণা, দাহ ও ধূমনির্গমবৎ অনুভব, এই সমস্ত লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে। ইহারা শীঘ্র উৎপন্ন হয়, শীঘ্র পাকে এবং শীঘ্রই ফাটিয়া যায়। এইসকল কুষ্ঠে ক্রিমিও জন্মে। পৌণ্ডরীক কুষ্ঠ পদ্মদলের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট। দদ্রুকুষ্ঠ মসিনার ফুলের ন্যায় কৃষ্ণ ও তাম্রবর্ণ, বিসরণশীল ও পিড়কাব্যাপ্ত। পৌণ্ডরীক ও দদ্রু—এই উভয় কুষ্ঠই উন্নত, মণ্ডলাকার ও কণ্ডুবিশিষ্ট। ইহা বিলম্বে উৎপন্ন হয়।

ক্ষুদ্রকুষ্ঠের লক্ষণ।—স্থূলারুষ্ক কুষ্ঠের মূলদেশ স্থূল ও ব্রণসকল কঠিন। ইহা সন্ধিস্থানসমূহে উৎপন্ন হয় এবং অতিশয় কষ্টসাধ্য। মহাকুষ্ঠে ত্বক্‌সঙ্কোচ, ভেদবৎ বেদনা, স্পর্শজ্ঞানের অভাব ও অঙ্গের অবসাদ, এইসমস্ত লক্ষণ লক্ষিত হয়। এককুষ্ঠে শরীর কৃষ্ণারুণবর্ণ হয়; ইহা অসাধ্য ব্যাধি। চর্ম্মদলকুষ্ঠে হস্তপদতলে কণ্ডূ, ব্যথা, নিকটস্থ অগ্নিতাপ স্পর্শের ন্যায় অনুভব ও চূষণবৎ বেদনা উপস্থিত হয়। বিসর্পকুষ্ঠ—ত্বক্, রক্ত ও মাংস দূষিত করিয়া—বিসর্পরোগের ন্যায় শরীরে বিসর্পিত হয়, এবং মূর্চ্ছা, বিদাহ, অস্থিরতা, সূচীবেধবৎ বেদনা ও পাক, এইসমস্ত লক্ষণ তাহাতে লক্ষিত হইয়া থাকে। স্রাববিশিষ্ট পিড়কাসমূহ শরীরে পরিসর্পিত হইলে তাহাকে পরিসর্প কুষ্ঠ কহে। সিধ্মকুষ্ঠ (ছুলিবৎ) কণ্ডূমান, শ্বেতবর্ণ, বেদনাহীন ও পাতলা হয়। ইহা প্রায় উর্দ্ধাকারেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। অতিশয় কণ্ডূ ও বেদনাবিশিষ্ট এবং অতিরুক্ষ রেখাসকল গাত্রে উৎপন্ন হইলে, তাহাকে বিচর্চ্চিকা কুষ্ঠ কহে। এই বিচর্চ্চিকাই পাদদেশে উৎপন্ন হইলে, তাহাকে বিপাদিকা বলা যায়। যে কুষ্ঠ স্রাবযুক্ত, বৃত্তাকার, ঘন, উগ্রকণ্ডুযুক্ত, মসৃণ ও কৃষ্ণবর্ণ, তাহাকে কিটিম কহে। স্রাব, কণ্ডূ ও দাহবিশিষ্ট অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পিড়কার নাম পামা (চুলকণা)। এই পামাই দাহযুক্ত স্ফোটকরূপে পরিণত হইলে, তাহাকে কচ্ছু (খোস্ বা পাচড়া) কহে। ইহা হাতে,

পায়ে ও পাছায় অধিক হইয়া থাকে। কণ্ডূবিশিষ্ট ও স্রাবশূন্য পিড়কা সর্ব্বাঙ্গে উৎপন্ন হইলে, তাহাকে রকসা (শুষ্ক-চুলকণা) কহে।

দোষভেদ।—এইসকল ক্ষুদ্রকুষ্ঠের মধ্যে স্থূলারুষ্ক, সিধ্ম, রকসা, মহাকুষ্ঠ ও এককুষ্ঠ এই কয়েকটী কফজাত; পরিসর্প কুষ্ঠ বাতজ এবং অবশিষ্ট ক্ষুদ্র-কুষ্ঠগুলি পিত্তজন্য।

ধবলরোগ।—কিলাস (শ্বিত্র) অর্থাৎ ধবলরোগও কুষ্ঠরোগের মধ্যে পরিগণিত। তবে উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, কুষ্ঠ—ত্বক্ ও রক্তধাতুতে অধিষ্ঠান করিয়া প্রকাশিত হয় এবং তাহা পরিস্রাবী; আর কিলাস কেবলমাত্র ত্বকে অধিষ্ঠান করিয়া প্রকাশ পায় এবং ইহা স্রাবহীন।

কিলাসরোগ তিনপ্রকার—বাতজ, পিত্তজ ও কফজ। বাতজ কিলাস মণ্ডলাকার, অরুণবর্ণ ও কর্কশ; এবং ঘর্ষণ করিলে তাহা হইতে গুঁড়া গুঁড়া পদার্থ নির্গত হয়। পিত্তজ কিলাস পদ্মদলাকৃতি ও দাহবিশিষ্ট। শ্লেষ্মজ কিলাস শ্বেতবর্ণ, চিক্কণ, স্থূল, ও কণ্ডুবিশিষ্ট। যে কিলাসের মণ্ডল ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া পরস্পর মিলিত হইয়া যায়, যাহার উপরিস্থ রোম রক্তবর্ণ হয়, এবং যে কিলাস হস্ততলে, পদতলে, বা গুহ্যদেশে জন্মে, সেই সমস্ত কিলাস অসাধ্য। অগ্নিদগ্ধ স্থানে কিলাস জন্মিলে তাহাও অসাধ্য হইয়া থাকে।

কুষ্ঠের দোষভেদ।—কুষ্ঠে বায়ুপ্রকোপ অধিক থাকিলে বেদনা, ত্বকের সঙ্কোচ, স্পর্শশক্তির অভাব, স্বেদ, শোথ, ভেদবৎ বেদনা, কম্বভঙ্গ ও স্বরভঙ্গ হয়। পিত্তের প্রকোপে পাক, বিদারণ, অঙ্গুলিপতন, নাসা-কর্ণ-ভঙ্গ, চক্ষুর রক্তবর্ণতা, এবং ক্রিমি হয়। শ্লেষ্মপ্রকোপে কণ্ডূ, বর্ণভেদ, শোথ, অল্পস্রাব ও গুরুতা হইয়া থাকে। পৌণ্ডরিক ও কাকণক কুষ্ঠের উৎপত্তিমাত্রই ত্রিদোষ প্রকুপিত হইয়া থাকে, এই জন্য এই দুইপ্রকার কুষ্ঠ প্রথম হইতেই অসাধ্য।

ধাতুগত কুষ্ঠ।—ত্বক বা রসগত কুষ্ঠে স্পর্শহানি, অল্পস্বেদ, কণ্ডূ, বিবর্ণতা, ও রুক্ষভাব হইয়া থাকে। রক্তগত কুষ্ঠে স্পর্শজ্ঞানের অভাব, রোমাঞ্চ, অধিক স্বেদ, কণ্ডূ ও অধিক পূযসঞ্চয় হয়। মাংসগত হইলে, কুষ্ঠের বৃদ্ধি, মুখশোষ, কর্কশতা, পিড়কার ও স্ফোটকের উদ্গম, সূচীভেদবৎ বেদনা, এবং কুষ্ঠের কঠিনতা হয়। মেদোগত হইলে, দুর্গন্ধ লিপ্ততা, অধিক পূযসঞ্চয়, ক্রিমি ও গাত্রভেদ হয়। অস্থিগত ও মজ্জাগত হইলে, নাসাভঙ্গ; চক্ষুর রক্তবর্ণতা,

ক্রিমি ও স্বরভঙ্গ হয়। কুষ্ঠ শুক্রগত হইলে স্বরভঙ্গ, গতিশক্তির নাশ, অঙ্গের বক্রতা ও ক্ষতের বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

কুষ্ঠের সংক্রামকতা।—কুষ্ঠরোগাক্রান্ত পিতামাতার শুক্রশোণিত দুষ্ট হইলে, তাঁহাদের যে সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহারাও কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হয়। কুষ্ঠরোগীর মৃত্যুর পর পরজন্মেও তাহাকে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইতে হয়। ইহার ন্যায় কষ্টপ্রদ রোগ আর দ্বিতীয় নাই।

মৈথুন, গাত্র-সংস্পর্শ, নিশ্বাসস্পর্শ, একত্র ভোজন, একশয্যায় শয়ন, এক আসনে উপবেশন, এবং রোগীর বস্ত্র, মাল্য ও অনুলেপনাদির ব্যবহার, এইসকল কারণে কুষ্ঠ, জ্বর, রাজযক্ষ্মা, নেত্রাভিষ্যন্দ (চোখ-উঠা), এবং ঔপসর্গিক অর্থাৎ পাপজ রোগসমূহ ও গ্রহ-বৈগুণ্যজাত রোগাদি এক ব্যক্তি হইতে অন্য ব্যক্তিতে সংক্রামিত হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।

নিষিদ্ধ।—মাংস, বসা, দুগ্ধ, দধি, তৈল, কুলত্থকলায়, মাষকলায়, শিম, গুড়াদি মিষ্টরস, অম্লরস, বিরুদ্ধভোজন, অধ্যশন, অপক্ক পদার্থ, বিদাহী ও অভিষ্যন্দী দ্রব্য ভোজন, সুরাপান, এবং দিবানিদ্রা ও মৈথুন প্রভৃতি পরিত্যাগ করা আবশ্যক।

পথ্য।—পুরাতন শালি ও ষষ্টিক, যব, গোধূম, কোদ, শ্যামা ও বন্যকোদ প্রভৃতির অন্ন; মুগ ও অড়হরের যূষ, অথবা নিমপত্র ও ভেলার সহিত পক্ক মুদ্গাদির যূষ, এবং মণ্ডূকপর্ণী, সোমরাজী, বাসকপত্র ও আকন্দপুষ্প, এইসকল দ্রব্য, ঘৃত বা সর্ষপ তৈলের সহিত পাক করিয়া ভোজন করিবে। তিক্তক-বর্গোক্ত সমস্ত তিক্ত পদার্থই কুষ্ঠরোগে হিতকর। মাংসভোজন নিতান্ত অভ্যস্ত হইলে মেদঃশূন্য জাঙ্গলমাংস আহারার্থ দেওয়া যাইতে পারে। অভ্যঙ্গার্থ বজ্রক-তৈল ব্যবহার করিবে। আরগ্বধাদির কল্ক বা চূর্ণ পীড়িতস্থানে উদ্ঘর্ষণ করিবে। পান, পরিষেক ও অবগাহনার্থ খদিরের কষায় ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। ঘন ঘন নখকর্ত্তন, ক্ষৌরকর্ম্ম, ও পরিশ্রমত্যাগ কুষ্ঠরোগে হিতকর।

সাধারণ-চিকিৎসা।—কুষ্ঠরোগের পূর্ব্বরূপে উভয়-শোধন অর্থাৎ বমন ও বিরেচন করাইবে। কুষ্ঠ ত্বগ্গত হইলে, বমন বিরেচনাদি শোধনক্রিয়া ও প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। রক্তগত হইলে, সংশোধন, প্রলেপ, কষায়পান

ও রক্তমোক্ষণ কর্ত্তব্য। মাংসগত হইলে পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়াসমূহ এবং আসব, মন্থ ও প্রাশ ঔষধ প্রয়োগ করিবে। মেদোগত কুষ্ঠের যথাবিধি চিকিৎসা হইলে, তাহা যাপ্য হইয়া থাকে। ইহাতে সংশোধন ও রক্তমোক্ষণের পর অর্শরোগোক্ত ভল্লাতক-প্রয়োগ, শিলাজতু-প্রয়োগ, গুগ্‌গুলু-প্রয়োগ, অগুরু-প্রয়োগ, প্রমেহ-পিড়কোক্ত তুবরক-প্রয়োগ, খদির-প্রয়োগ, অসন-প্রয়োগ ও অয়স্কৃতি যোগ যথা-নিয়মে সেবন করাইবে। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য ধাতুগত কুষ্ঠ অসাধ্য; তাহার চিকিৎসা নিষ্ফল।

বাতজ কুষ্ঠরোগে মেষশৃঙ্গী, গোক্ষুর, ডহরকরঞ্জ বা কাকজঙ্ঘা, গুলঞ্চ ও দশমূল, এইসকল দ্রব্যের কাথ ও কল্কসহ যথাবিধি ঘৃত বা তৈল পাক করিয়া তাহা পান ও অভ্যঙ্গার্থ প্রয়োগ করিবে। পিত্তজ কুষ্ঠে ধব, অশ্বকর্ণ (লতাশাল) অর্জ্জুন, পলাশ, নিম, ক্ষেৎপাপড়া, যষ্টিমধু, লোধ ও বরাহক্রান্তা, এইসকল দ্রব্যের কাথ ও কল্কসহ যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া পান ও অভ্যঙ্গের জন্য প্রয়োগ করা উচিত। কফজ কুষ্ঠে পান ও অভ্যঙ্গার্থ পিয়াল, শাল, সোন্দাল, নিম, ছাতিম, চিতামূল, মরিচ, বচ ও কুড়, ইহাদের কাথ ও কল্কসহ যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে। ভেলা, হরীতকী ও বিড়ঙ্গ, ইহাদের কাথ ও কল্কসহ পক্ক তৈল বা ঘৃত, কিংবা তুবরক-তৈল বা ভল্লাতক-তৈল সকলপ্রকার কুষ্ঠেই প্রয়োগ করা যায়।

মহাতিক্তক-ঘৃত।—ছাতিম ছাল, সোন্দাল, আতইচ, আকনাদি, কট্‌কী, গুলঞ্চ, ত্রিফলা, পটোলপত্র, নিম, ক্ষেৎপাপড়া, দুরালভা, বলাডুমুর, মুতা, চন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, হরিদ্রা (মতান্তরে দারুহরিদ্রা), পিপুল (মতান্তরে গজপিপুল), রাখালশশা, মূর্ব্বা, শতমূলী, অনন্তমূল, ইন্দ্রযব, বাসক, বচ, যষ্টিমধু, চিরতা ও বারাহী, প্রত্যেকের সমভাগ কল্ক, কল্কসমষ্টির চতুর্গুণ ঘৃত, ঘৃতের দ্বিগুণ আমলকীর রস, এবং আমলকীর রসের চতুর্গুণ জল, যথানিয়মে পাক করিবে। এই মহাতিক্তক-ঘৃত সেবনে কুষ্ঠ, বিষমজ্বর, রক্তপিত্ত, হৃদ্রোগ, উন্মাদ, অপস্মার, গুল্ম, পিড়কা, প্রদর, গলগণ্ড, গণ্ডমালা, শ্লীপদ, পাণ্ডুরোগ, বিসর্প, কণ্ডূ, পামা ও ক্লীবতা প্রশমিত হইয়া থাকে।

তিক্তক-ঘৃত।—ঘৃত /৪ চারিসের, কাথার্থ আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, পটোলপত্র, নিম, বাসক, কট্‌কী, দুরালভা, বলাডুমুর ও ক্ষেৎপাপড়া,—

প্রত্যেক ২ দুই পল, পাকার্থ জল ৬৪ চৌষট্টি সের, শেষ ৬২ বাষট্টি সের; কল্কার্থ বলাডুমুর, মুতা, ইন্দ্রযব, চিরাতা ও পিপুল প্রত্যেক ॥• অর্দ্ধপল—যথাবিধি পাক করিয়া, এই ঘৃত সেবন করিলে, কুষ্ঠ, বিষমজ্বর, গুল্ম, অর্শঃ, গ্রহণীদোষ, শোথ, পাণ্ডু, বিসর্প ও ক্লৈব্য বিনষ্ট হয়।

কুষ্ঠে শস্ত্র-প্রয়োগ।—পূর্ব্বোক্ত ঘৃতসমূহের মধ্যে কোন একটী ঘৃত পান করাইয়া রোগীকে স্নেহ এবং স্বেদপ্রয়োগ দ্বারা স্বিন্ন করিবে। তৎপরে প্রয়োজন অনুসারে তাহার একটী হইতে পাঁচটী পর্য্যন্ত শিরা বিদ্ধ করিবে এবং উদ্গত কুষ্ঠ অস্ত্রদ্বারা চাঁচিয়া ফেলিবে অথবা অল্প অল্প চিরিয়া দিবে। শস্ত্র-প্রয়োগে অসমর্থ হইলে, সমুদ্রফেন, সেগুনপত্র, গোজিয়া পত্র বা কাকডুমুরের পত্র দ্বারা কুষ্ঠমণ্ডল ঘর্ষণ করিয়া, প্রলেপ প্রয়োগ করিবে।

প্রলেপ।—লাক্ষা, ধূনা, রসাঞ্জন, চাকুন্দে, সোমরাজী, গজপিপুলী, করবীর, আকন্দ, কুড়চিমূল ও সোন্দালমূল; অথবা সর্জ্জিক্ষার, তুঁতে, হীরাকস, বিড়ঙ্গ, ঝুল, চিতামূল, কট্‌কী, মনসাসীজ, হরিদ্রা ও সৈন্ধব-লবণ, এইসকল দ্রব্য গোমূত্র অথবা গো-পিত্তের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে। যথাবিধি একুশবার নিঃস্রুত করিয়া, পলাশের ক্ষারজল প্রস্তুত করিবে এবং সেই ক্ষারজলের সহিত পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যগুলি মিশ্রিত করিয়া পাক করিতে হইবে; মাত-গুড়ের ন্যায় গাঢ় হইলে পরে সেই ক্ষারের প্রলেপ দিবে। লতাফট্‌কীফল, লাক্ষা, মরিচ, পিপুল ও জাতীফলের পত্র,—ইহাদের কল্কের প্রলেপ দিবে। হরিতাল, মনঃশিলা, আকন্দ-আঠা, তিল, সজিনাছাল, ও মরিচ, ইহাদের কল্ক লেপন করিবে। অথবা হরীতকী, ডহরকরঞ্জ, বিড়ঙ্গ, শ্বেতসর্ষপ, সৈন্ধব, গোরোচনা, সোমরাজী ও হরিদ্রা, এইসকল দ্রব্যের কল্ক দ্বারা প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। এইসমস্ত প্রলেপ সাধারণতঃ সকল কুষ্ঠের উপশম করিয়া থাকে।

দদ্রুর প্রলেপ।—লাক্ষা, কুড়, সর্ষপ, নবনীত, হরিদ্রা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, চাকুন্দেবীজ ও মূলার বীজ, একত্র তক্রের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, দদ্রু নিবারিত হয়। সৈন্ধব, চাকুন্দেবীজ, গুড়, বকুল ও রসাঞ্জন, এই-সমস্ত দ্রব্য কয়েদ্‌বেলের রসের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলেও দদ্রু শীঘ্র নষ্ট হয়। স্বর্ণক্ষীরী, সোন্দাল, শিরীষ, নিম, সর্জ্জ (ছোটশাল), কুড়চি ও

অজকর্ণ (বৃহৎশাল), এইসকল দ্রব্যের প্রলেপ উদ্‌ঘর্ষণ এবং পরিষেকাদি প্রয়োগ করিলে, তীব্রদদ্রুও শীঘ্র বিনষ্ট হইয়া যায়।

শ্বিত্রের প্রলেপ।—ভদ্রা (বড়ডুমুর) ও মলপূরের (ছোটডুমুরের) মূল সমভাগ একত্র কুট্টিত করিয়া, ষোলগুণ জলে সিদ্ধ করতঃ চতুর্থাংশ অবশিষ্ট রাখিবে। উষ্ণকালে এই কাথ উষ্ণ উষ্ণ পান করিয়া, তৈলাক্ত শরীরে রৌদ্রে উপবেশন করিবে। তাহাতে শ্বিত্রের উপরে স্ফোটক উৎপন্ন হইবে। সেই-সকল স্ফোটক ফাটিয়া গেলে, তাহাতে চিতাবাঘের বা হস্তীর চর্ম্মভস্ম তৈলমিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে। পুণ্ডরীক কুষ্ঠেও এইরূপে স্ফোটক উৎপাদন করিয়া প্রলেপ প্রয়োগ করিলে উপকার দর্শে। পূতিনামক কীট সোন্দালের ক্ষারের সহিত পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে শ্বিত্রের বিশেষ উপকার হয়। (বর্ষা-কালে শস্যভোজী বিচিত্রবর্ণ একপ্রকার কীট দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকেই পূতিকীট কহে)। কৃষ্ণসর্প পোড়াইয়া তাহার কৃষ্ণবর্ণ ভস্ম বহেড়া-বীজের তৈলসহ মিশ্রিত করিয়া শ্বিত্রে প্রলেপ দিলে শীঘ্রই সকলপ্রকার শ্বিত্র বিনষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন কৃষ্ণসর্পের শ্বেতবর্ণ ভস্ম প্রস্তুত করিয়া, ক্ষারবিধি অনুসারে সাতবার ছাঁকিয়া লইবে এবং সেই ক্ষারজল চারিভাগের সহিত একভাগ তৈল প্রস্তুত করিয়া শ্বিত্রস্থানে মর্দ্দন করিবে। একটী শ্বেতবর্ণ গ্রাম্য কুক্কুটকে দেড়দিন বা তিন বেলা কিছু খাইতে না দিয়া, অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইলে তাহাকে চাকুন্দেবীজ, কুড় ও যষ্টিমধু ঘৃত মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিবে। পরে সেই কুক্কুট যে বিষ্ঠা ত্যাগ করিবে, তাহা সংগ্রহ করিয়া রাখিবে। রোগীকে পূর্ব্ববৎ ডুমুরের কাথ পান ও তৈলাভ্যক্ত করিয়া রৌদ্রে উপবেশন করাইয়া, শ্বিত্রস্থানে স্ফোটক উৎ-পাদন করাইবে। স্ফোটক ফাটিয়া গেলে, তাহাতে সেই কুক্কুট-বিষ্ঠার প্রলেপ দিবে। একমাসকাল এই প্রলেপ ব্যবহার করিলে ধাতুগত শ্বিত্রও নিবারিত হয়। হস্তীর বিষ্ঠাভস্ম হস্তীর মূত্রের সহিত গুলিয়া, তাহা একুশবার ছাঁকিয়া লইবে; সেই ক্ষারজল ৬৪ চৌষট্টি সেরের সহিত, তাহার ১/১০ দশভাগের এক ভাগ সোমরাজীবীজের চূর্ণ পাক করিবে। ঘন ও চিক্কণ হইলে নামাইয়া, তাহার গুড়িকা প্রস্তুত করিতে হইবে। শ্বিত্রস্থান ঘর্ষণ করিয়া তাহাতে ঐ গুড়িকার প্রলেপ প্রয়োগ করিলে অতি শীঘ্র শ্বিত্র বিনষ্ট হয়। আম্র এবং হরীতকীর পত্র ও ছালের কাথ প্রস্তুত করিয়া, একটী তূলার পলিতায় তাহার

বারংবার ভাবনা দিবে; তৎপরে তাহাতে বটের আঠার ভাবনা দিতে হইবে। পরে সেই পলিতা একটী তাম্রপাত্রে সর্ষপতৈলসহ জ্বালাইয়া, তাহার ভূষা সংগ্রহ করিবে। সেই ভূষায় হরীতকীর কাথের ভাবনা দিয়া, সর্ষপতৈলের সহিত তাহা শ্বিত্রস্থানে বারংবার প্রয়োগ করিলে, শ্বিত্ররোগ বিনষ্ট হয়। সোমরাজী-বীজ, স্বর্ণমাক্ষিক, কাকডুমুর, লাক্ষা, লৌহচূর্ণ, পিপুল, রসাঞ্জন ও কৃষ্ণতিল,—সমস্ত সমভাগ, গো-পিত্তের সহিত একত্র পেষণ করিয়া বর্ত্তি করিবে; এবং শ্বিত্রস্থানে সেই বর্ত্তির প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। কেবল ময়ূরের পিত্ত, অথবা ময়ূরপিত্তের সহিত বালাভস্ম মিশাইয়া প্রলেপ দিবে। তুঁতে, হরিতাল, কটুকী, ত্রিকটু, রক্তসজিনা, আকন্দ, করবীর, কুড়, সোমরাজী, ভেলা, ক্ষীরিণী, সর্ষপ ও সীজ; এইসকল দ্রব্যের, অথবা লোধ, নিম ও পীলুর পত্র, সোন্দালের বীজ, বিড়ঙ্গ, করবীর, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বৃহতী ও কণ্টকারী, এইসকল দ্রব্যের প্রলেপ প্রয়োগ করিলে, শ্বিত্র বিনষ্ট হয়। ডহরকরঞ্জ, আকন্দ, মনসাসীজ, সোন্দাল ও জাতী, ইহাদের পত্র গোমূত্রসহ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, শ্বিত্র, দদ্রু, অর্শ ও নাড়ীব্রণ নিবারিত হইয়া থাকে।

নীল-ঘৃত।—কাকমাচী, কাকডুমুর ও কটুকী,—প্রত্যেক ১২॥০ সাড়েবার সের; লৌহচূর্ণ ৴৪ চারিসের, ত্রিফলা ২৪ চব্বিশ সের, এবং অসনছাল ১৬ ষোল সের; এইসকল দ্রব্য ৪৸২ চারি মণ বত্রিশ সের জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ জল অবশিষ্ট রাখিবে। এই কাথ, ইন্দ্রযব, ত্রিকটু, দারুচিনি, দেবদারু, সোন্দাল, পারাবত-পদী (লতাফটুকী), দন্তী, সোমরাজী, বকুল ও কণ্টকারী, এইসকলের কল্কসহ যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে। ইহা পান করিলে, দোষ ও ধাতুগত কুষ্ঠের, এবং মর্দ্দন করিলে, ত্বক্‌গত কুষ্ঠের উপশম হইয়া থাকে।

মহানীল-ঘৃত।—ত্রিফলা, দারুচিনি, ত্রিকটু, তুলসী, মদয়ন্তী (মেদী-পাতা), কাকমাচী ও সোন্দাল, প্রত্যেক ১২॥০ সাড়েবার সের; কাকমাচী, আকন্দ, বরুণছাল, দন্তীমূল, কুড়চী, চিতামূল, দারুহরিদ্রা ও কণ্টকারী, প্রত্যেক ১০ পল (৮০ তোলা), একত্র ৪৸০ চারি মণ বত্রিশ সের জলে পাক করিয়া ২৪ চব্বিশ সের অবশিষ্ট রাখিবে। গোময়রস, দধি, দুগ্ধ ও গোমূত্র, প্রত্যেক ১৬ ষোল সের এবং চিরতা, ত্রিকটু, চিতামূল, করঞ্জবীজ, নীলনিসিন্দা, শ্যামামূল,

তেউড়ী, সোমরাজী, পীলু, নীল ও নিমফুল, এই সমস্তের কল্কসহ ১৬ ষোল সের ঘৃত যথাবিধি পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে শ্বিত্র, কুষ্ঠ, ভগন্দর, ক্রিমি ও অর্শঃ নিবারিত হয়।

আসব।—গোমূত্র, চিতামূল, ত্রিকটু ও মধু একত্র মিশ্রিত করিয়া, একটী ঘৃতভাবিত কলসে ১৫ দিন রাখিয়া দিবে। তৎপরে তাহা যথানিয়মে শ্বিত্ররোগীকে পান করাইবে এবং কুষ্ঠরোগের পথ্যাদি পালন করাইবে।

শোধন।—এইসকল ক্রিয়ায় কুষ্ঠরোগের উপশম না হইলে, দুষ্টরক্তের মোক্ষণ করিবে। তৎপরে রোগী সবল হইলে, তাহাকে ঘৃতপ্রয়োগদ্বারা স্নিগ্ধ করিয়া, তীক্ষ্ণ বমন এবং তাহার পরে বিবেচনাপূর্ব্বক বিরেচন প্রয়োগ করিতে হইবে। বমন ও বিরেচন-ক্রিয়া যথাযথ না হইলে, দোষসকল অধিকতর কুপিত হইয়া সমস্ত দেহে ব্যাপ্ত হয়, সুতরাং রোগও অসাধ্য হইয়া উঠে। কুষ্ঠরোগে একপক্ষ অন্তর বমন, মাসান্তরে বিরেচন, বৎসরে দুইবার অল্প অল্প রক্তমোক্ষণ এবং তিন দিন অন্তর নস্য প্রয়োগ করা আবশ্যক।

যোগ।—হরীতকী ও ত্রিকণ্টক চূর্ণ, গুড় ও তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় লেহন করিবে; অথবা আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, পিপুল ও বিড়ঙ্গ, ঘৃত ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করিবে। হরিদ্রা ও গোমূত্র, ক্রমশঃ ১ এক পল (৮ তোলা) পর্য্যন্ত মাত্রায় একমাসকাল সেবন করিলে কিংবা চিতামূল বা পিপুল গোমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া পান করিলে, কুষ্ঠরোগের উপশম হইয়া থাকে। এইরূপ রসাঞ্জনও ক্রমশঃ একপল পর্য্যন্ত মাত্রায় গোমূত্রের সহিত সেবন করিবে এবং পুনঃ পুনঃ কুষ্ঠে লেপন করিবে। নিমছাল, ছাতিমছাল, লাক্ষা, মুতা, দশমূল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, বহেড়া, বাসকছাল, দেবদারু, হরীতকী, চিতামূল, ত্রিকটু ও আমলকী,—প্রত্যেক সম-ভাগ ও বিড়ঙ্গ ২ দুইভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া, ক্রমশঃ একপল পর্য্যন্ত মাত্রায় সেবন করিবে। কালমেঘ /৮ আট সের, ৬৪ চৌষট্টি সের গোমূত্র ও জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া, চতুর্থাংশ অবশিষ্ট রাখিবে। সেই কাথের সহিত যথানিয়মে ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত সেবনে কুষ্ঠ প্রশমিত হয়। সোন্দাল, ছাতিমছাল, পটোলপত্র, কুড়চি, করঞ্জ, নিম, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও ঘণ্টাপারুল, ইহাদের কাথের সহিত যথাবিধি পুরাতন ঘৃত পাক করিয়া, কুষ্ঠরোগে প্রয়োগ করিবে।

কুষ্ঠের জ্বালা নিবারণ করিবার জন্য লোধ, নিম, পদ্মকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, ছাতিমছাল, বহেড়া, কুড়চি ও ছোলঙ্গনেবু, এইসকলের কাথদ্বারা রোগীকে স্নান করাইবে, অথবা মধুর সহিত তেউড়ী সেবন করাইবে। ইহাদ্বারা পিত্তদুষ্ট কুষ্ঠের উপশম হইয়া থাকে।

কুষ্ঠের মাংস গলিত হইয়া পড়িলে, নিমের ক্বাথের সহিত পুরাতন মুগ সিদ্ধ করিয়া, তৈলসহ তাহা খাইতে দিবে। কুষ্ঠে ক্রিমি জন্মিলে নিমের কাথ, অথবা আকন্দ, শ্বেত-আকন্দ ও ছাতিমছালের কাথ পান করাইবে। ক্রিমি-ভক্ষিত স্থানে করবীর মূল ও বিড়ঙ্গ, গোমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া, তাহার প্রলেপ দিবে এবং গোমূত্র সেচন করিবে; রোগীর সমুদায় আহার্য্য বিড়ঙ্গ-মিশ্রিত করিয়া ভোজন করাইবে। করঞ্জবীজ, সর্ষপ, সজিনাবীজ ও জলপাই-বীজের তৈল কুষ্ঠের ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করিবে; অথবা ঐ সকল তৈল, কটুরস, উষ্ণবীর্য্য ও তিক্তদ্রব্যসমূহের সহিত পাক করিয়া, তাহাই প্রয়োগ করিবে। ইহাতে দুষ্টব্রণের অন্যান্য চিকিৎসাও প্রযোজ্য।

বজ্রক-তৈল।—ছাতিম, করঞ্জ, আকন্দ, মালতী, করবীর, সীজ, শিরীষ, চিতা ও আস্ফোতা (অনন্তমূল), এইসকলের মূল এবং মিঠাবিষ, গণিয়ারী, অভ্র, হীরাকস, হরিতাল, মনঃশিলা, ডহর-করঞ্জবীজ, ত্রিকটু, ত্রিফলা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্বেতসর্ষপ, বিড়ঙ্গ ও চাকুন্দে এই সকল দ্রব্য গোমূত্রে পেষণ করিয়া, সেই কল্কসহ যথাবিধি তৈল পাক করতঃ অভ্যঙ্গার্থ প্রয়োগ করিবে। ইহাদ্বারা কুষ্ঠ, নাড়ীব্রণ ও দুষ্টব্রণ প্রশমিত হয়।

মহাবজ্রক-তৈল।—শ্বেতসর্ষপ, নাটাকরঞ্জ, ডহরকরঞ্জ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, রসাঞ্জন, কুড়চি, চাকুন্দে, ছাতিম, রাখালশশা, লাক্ষা, ধূনা, আকন্দ, অনন্তমূল, সোন্দাল, সীজ, শিরীষ, তুবর (জনার), ইন্দ্রযব, ভেলা, বচ, কুড়, বিড়ঙ্গ, মঞ্জিষ্ঠা, বিষলাঙ্গলা, চিতামূল, মালতী, তিতলাউ, প্রিয়ঙ্গু, মূলা, সৈন্ধব, করবীর, ঝুল, মিঠাবিষ, কমলাগুঁড়ি, সিন্দুর, তেজোবতী ও তুঁতে,—সমুদায় সমভাগে, এইসকলের কল্ক এবং দ্বিগুণ গোমূত্র ও চতুর্গুণ করঞ্জবীজের তৈল বা সর্ষপ-তৈলের সহিত যথাবিধি তিলতৈল পাক করিবে। এই তৈল অভ্যঙ্গ করিলে সর্ব্ববিধ কুষ্ঠ, গণ্ডমালা, ভগন্দর, নাড়ীব্রণ ও দুষ্টব্রণ নিবারিত হয়।

লক্ষণাদিগণ গোমূত্রসহ পেষণ করিয়া সেই কল্ক এবং গোপিত্তের সহিত যথা-বিধি তিলতৈল পাক করিয়া, তিতলাউয়ের খোলের মধ্যে এক সপ্তাহ রাখিয়া দিবে। তৎপরে এই তৈল উপযুক্তমাত্রায় পান করাইবে এবং এই তৈলই গাত্রে অভ্যঙ্গ করাইয়া রোগীকে আতপে রাখিবে। তাহাতে ক্লেদাদি দোষ নির্গত হইয়া গেলে, রোগীকে আশ্বস্ত করিবে। খদিরের জলদ্বারা স্নান করাইবে এবং খদিরজলসহ যবাগূ পাক করিয়া, তাহা পান করাইবে। এইরূপ সংশোধন-বর্গোক্ত ও কুষ্ঠঘ্ন ঔষধসমূহের সহিত তৈল ও ঘৃত পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে, এবং প্রলেপ ও উদ্ঘর্ষণ কার্য্যে ঐ সমস্ত দ্রব্য ব্যবহার করিবে।

প্রত্যহ প্রাতঃকালে কুষ্ঠরোগীর বিরেচন-যোগ সেবন করা আবশ্যক। পাঁচ, ছয়, সাত বা আটদিন পর্য্যন্ত, অর্থাৎ যতদিনে কুষ্ঠজনক দোষ অপগত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত বিরেচন প্রয়োগ করিতে হয়।

প্রত্যহ উষ্ট্রমূত্র পান করিয়া, তাহা জীর্ণ হইলে দুগ্ধ পান করা কুষ্ঠরোগে বিশেষ উপকারক। ছয়মাস এইরূপ চিকিৎসা করিলে, ক্রিমিযুক্ত কুষ্ঠও বিনষ্ট হয়। কুষ্ঠরোগীর সকল বিষয়েই খদির ব্যবহার হিতকর; অর্থাৎ খদির জলে স্নান, খদির জল পান এবং খদিরের জলে খাদ্যাদি পাক করিয়া তাহাই ভোজন করা উচিত।

মন্থনবিধি।—যব প্রথমতঃ পরিষ্কৃত ও কুট্টিত করিয়া, তাহা একটী ঝুড়িতে করিয়া রাত্রিকালে ভিজাইয়া রাখিবে এবং দিবসে তাহা আতপে শুষ্ক করিবে। সপ্তাহকাল এইরূপ ভাবনা দিয়া সেই যব কাটখোলায় ভাজিয়া লইবে এবং তাহার ছাতু প্রস্তুত করিবে। সেই ছাতু, তাহার চারিভাগের এক ভাগ ভেলা, চাকুন্দে-বীজ, সোমরাজী, আকন্দ, চিতামূল, বিড়ঙ্গ ও মুতার চূর্ণ সালসারাদিগণ অথবা খদিরাদি কণ্টকযুক্ত বৃক্ষের কষায়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া, প্রাতঃকালে সেবন করাইবে। এইরূপে সালসারাদি-গণের কিংবা আরগ্বধাদিগণের কষায়দ্বারা যব ভাবিত করিয়া, সেই যবের ছাতু করিবে। অথবা গাভীকে যব খাওয়াইয়া, তাহার বিষ্ঠাসহ নির্গত যব সংগ্রহ করিবে, এবং সেই যবের ছাতু প্রস্তুত করিবে। সেই ছাতু পূর্ব্বোক্ত ভেলা প্রভৃতির চূর্ণ, এবং খদির, অসন, নিম, সোন্দাল, রোহিতক ও গুলঞ্চ, ইহাদের কোন একটীর কষায়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া, তাহা মিছরি ও মধু অথবা

দ্রাক্ষা, দাড়িম্ব, অম্লবেতস ও সৈন্ধবলবণাদি সহযোগে ভোজন করাইবে। ঐ সমস্ত যবের ছাতুর ন্যায় ধানা, বঙ্কক, কুল্মাষ, অপূপ, পূর্ণকোশ, উৎকারিকা, শষ্কুলী, কুণাবী ও কোনানী প্রভৃতি খাদ্যও সেবন করা যায়। যবের ন্যায় গোধূম ও বেণুযব প্রভৃতিরও ঐরূপ ছাতু প্রভৃতি প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

অরিষ্ট বিধি।—একটী ঘৃতভাবিত কলসের অভ্যন্তরে মধু ও পিপুল-চূর্ণ লেপন করিয়া, তাহাতে পূতিকরঞ্জ, চই, চিতামূল, দেবদারু, অনন্তমূল, দন্তী ও ত্রিকটু,—প্রত্যেক ছয়পল (৪৮ তোলা), কুল ও ত্রিফলা—প্রত্যেক এককুড়ব (অর্দ্ধসের); এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ এবং জল সাতকুড়ব (৴৩॥০ সাড়ে তিন সের), লৌহ চূর্ণ অর্দ্ধকুড়ব (একপোয়া), ও গুড় অর্দ্ধতুলা (৴৬।০ সের) নিক্ষেপ করিয়া যবরাশির মধ্যে একসপ্তাহ রাখিয়া দিবে। তৎপরে বলানুসারে উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করাইবে। ইহাদ্বারা কুষ্ঠ, মেহ, পাণ্ডু ও শোথরোগ বিনষ্ট হয়। এইরূপ নিয়মে সালসারাদি, ন্যগ্রোধাদি ও আরগ্বধাদি গণের অরিষ্ট প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

আসব বিধি।—উষ্ণজলে পলাশভস্ম গুলিয়া, তাহা যথানিয়মে ছাঁকিয়া লইতে হইবে; শীতল হইলে সেই জল তিন আঢ়ক, মাৎগুড় দুই আঢ়ক এবং অরিষ্টোক্ত পূতিকরঞ্জাদি চূর্ণ প্রভৃতি দ্রব্য যথাবিধি একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। এইরূপে তিলাদির ক্ষার, সালসারাদি, ন্যগ্রোধাদি বা আরগ্বধাদি-গণের ক্বাথ, এবং গোমূত্রাদির সহিত পূর্ব্বোক্ত পদার্থসমূহ মিশ্রিত করিয়াও আসব প্রস্তুত হয়।

সুরা-বিধি।—শিংশপ (শিশু) ও খদিরের সার, উত্তমারণী, ব্রাহ্মী ও কোশাতকী, এইসকল দ্রব্যের কষায় প্রস্তুত করিবে, এবং তাহাতে কিণ্বপিষ্ট (সুরাবীজ) মিশ্রিত করিয়া, যথানিয়মে চুয়াইয়া সুরা প্রস্তুত করিবে।

সালসারাদি, ন্যগ্রোধাদি ও আরগ্বধাদিগণের ক্বাথেও এইরূপ নিয়মে সুরা প্রস্তুত করা যায়।

অবলেহ-বিধি।—খদির, অসন, নিম, সোন্দাল ও শাল ইহাদের সারের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তাহার সহিত ঐসকল দ্রব্যের সূক্ষ্ম চূর্ণ পাক করিবে, এবং নাতিদ্রব ও নাতিঘন অবস্থা হইলে নামাইয়া রাখিবে। শীতল হইলে তাহার সহিত মধুমিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করাইবে, এবং প্রাতঃ-

ভোজন পরিত্যাগ ব্যবস্থা করিবে। এইরূপে সালসারাদি, ন্যগ্রোধাদি ও আরগ্বধাদিগণের অবলেহ প্রস্তুত করা যায়।

চূর্ণবিধি।—সালসারাদিগণের সারের চূর্ণে বারংবার আরগ্বধাদিগণের কষায়ের ভাবনা দিয়া, সেই চূর্ণ উপযুক্ত মাত্রায় সালসারাদির কষায়ের সহিত সেবন করাইতে হয়। এইরূপে ন্যগ্রোধাদির ফল এবং আরগ্বধাদির ফলেরও চূর্ণ প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করা যায়।

অয়স্কৃতি-বিধি।—কান্তলোহের অতিসূক্ষ্ম পাত প্রস্তুত করিয়া তাহাতে লবণবর্গের প্রলেপ দিবে; পরে সেই লবণলিপ্ত লৌহপাত গোময়াগ্নিতে দগ্ধ করিয়া, ত্রিফলা ও সালসারাদিগণের ক্বাথ দ্বারা নির্ব্বাপিত করিবে। এইরূপে ষোলবার দগ্ধ ও নির্ব্বাপিত করার পরে পুনর্ব্বার তাহা খদির কাষ্ঠে দগ্ধ করিবে। শীতল হইলে, সেই লৌহের সূক্ষ্মচূর্ণ করিয়া ঘন কাপড়ে ছাঁকিয়া লইবে। এই লৌহচূর্ণ ঘৃত ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করাইবে, এবং ঔষধ জীর্ণ হইলে, ব্যাধিবিবেচনাপূর্ব্বক, অম্ল ও লবণবর্জ্জিত আহার প্রদান করিবে। ক্রমশঃ একতুলা (১২॥০ সের) এই লৌহ সেবিত হইলে কুষ্ঠ, মেহ, মেদোদোষ, শোথ, পাণ্ডুরোগ, উন্মাদ ও অপস্মার রোগ বিনষ্ট হয় এবং সে ব্যক্তি শত বৎসর জীবিত থাকে। এক এক তুলা এই লৌহ সেবনে এক এক বৎসর আয়ুর্ব্বৃদ্ধি হয়। এইরূপে অন্যান্য ধাতুর অর্থাৎ বঙ্গ, সীস, তাম্র ও সুবর্ণের অয়স্কৃতি প্রয়োগ করিতে পারা যায়।

তেউড়ী, বীজতাড়ক, গণিয়ারী, সপ্তলা, কেবুক (কেঁউ), শঙ্খপুষ্পী, লোধ, ত্রিফলা, পলাশ ও শিংশপের স্বরস অভাবে ক্বাথ, কাঁচা পলাশকাষ্ঠের দ্রোণীতে রাখিয়া দিবে; এবং একটী লৌহপিণ্ড যথাক্রমে একুশবার খদির-কাষ্ঠের অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া, ঐ স্বরসে প্রত্যেকবার তাহা নির্ব্বাপিত করিবে। তৎপরে সেই স্বরস কোন পাত্রে করিয়া গোময়াগ্নিতে পাক করিবে ও চতুর্থভাগ অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া, তাহাতে পুনর্ব্বার অগ্নিতপ্ত লৌহপত্র নিক্ষেপ করিবে এবং পিপ্পল্যাদিগণের চূর্ণ, মধু ও ঘৃত, প্রত্যেক দুইভাগ করিয়া তাহাতে মিশ্রিত করিবে। লৌহপাত্রে কিছুদিন তাহা রাখিয়া দিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করাইবে এবং ঔষধ জীর্ণ হইলে, ব্যাধিবিবেচনা পূর্ব্বক আহার প্রদান করিবে। এই ঔষধ—অয়স্কৃতি-সেবনে অসাধ্য কুষ্ঠ, প্রমেহ, স্থৌল্য,

শোথ, অগ্নিমান্দ্য ও রাজযক্ষ্মা প্রভৃতি বিনষ্ট হয় এবং শতবৎসর আয়ুর্বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

পলাশকাষ্ঠের দ্রোণীতে সালসারাদির কাথ রাখিয়া, তাহাতে অগ্নিদগ্ধ লৌহ-পিণ্ড একুশবার নির্ব্বাপিত করিবে। পরে যথাসংস্কৃত কলসে সেই কাথ এবং পিপ্পল্যাদি-চূর্ণ, মধু ও গুড় প্রত্যেক একভাগ নিক্ষেপ করিয়া, একমাস বা অর্দ্ধ-মাস কাল রাখিয়া দিবে। তৎপরে সেই মহৌষধ—অয়স্কৃতি রোগীর বলানুসারে উপযুক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিবে। এইরূপে ন্যগ্রোধাদি ও আরগ্বধাদির কাথেও এই অয়স্কৃতি প্রস্তুত করা যায়।

খদির রসায়ন।—প্রশস্ত দেশোৎপন্ন, কীটাদিদ্বারা অনুপহত ও মধ্যম-বয়স্ক একটি খদিরবৃক্ষের চতুর্দ্দিকে খনন করিয়া, তাহার মধ্যস্থ মূলটী ছেদন করিবে এবং তাহার নীচে একটী লৌহকলস এমনভাবে রাখিবে, যেন ঐ ছিন্নমূল হইতে রস নির্গত হইয়া সেই কলসে পতিত হয়। তৎপরে সেই খদিরবৃক্ষে গোময় ও মৃত্তিকা লেপন করিয়া, তাহার চতুর্দ্দিকে গোময়মিশ্রিত কাষ্ঠাদি জ্বালিয়া দিবে। তাহাতে ঐ খদিরবৃক্ষ দগ্ধ হইবার সময়ে, সেই ছিন্নমূল হইতে রস নির্গত হইয়া নীচের কলসে পতিত হইবে। কলস পূর্ণ হইলে তুলিয়া সেই রস ছাঁকিয়া লইবে এবং পাত্রান্তরে যত্নপূর্ব্বক রাখিয়া দিবে। এই রসের সহিত আমলকীর রস, মধু ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় তাহা প্রয়োগ করিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে, ভল্লাতক সেবনের নিয়মানুসারে আহার বিহারাদি আচরণও পরিত্যাগ করিতে হইবে। এই নিয়মে একপ্রস্থ পর্য্যন্ত ঐ রস সেবিত হইলে, আয়ুঃ শতবর্ষ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

খদিরসার এক তুলা (১২॥০ সের), এক দ্রোণ (৬৪ সের) জলে সিদ্ধ করিয়া ষোড়শাংশ অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া সাবধানে রাখিবে; তৎপরে তাহার সহিত আমলকীর রস, মধু ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিবে। এইরূপ নিয়মে সমুদায় বৃক্ষসারের কল্পনা করা যায়।

প্রত্যহ প্রাতঃকালে খদির-সারের চূর্ণ বা খদিরের কাথ উপযুক্তমাত্রায় সেবন করিয়া ক্রমশঃ এক তুলা পর্য্যন্ত সেবন করিবে। অথবা খদিরসারের কাথসহ মেষঘৃত পাক করিয়া পান করিবে। গুলঞ্চের স্বরস বা কাথ কিংবা গুড়ূচীসিদ্ধ ঘৃত প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন করিবে। এই সমস্ত ঔষধ সেবনের পরে অপরাহ্

ঘৃতমিশ্রিত অন্ন আমলকীর যূষের সহিত ভোজন করিবে। এইরূপে একমাস এইসকল ঔষধ সেবন করিলে, সকলপ্রকার কুষ্ঠ নিবারিত হয়।

কৃষ্ণতিল ও ভল্লাতকের তৈল, আমলকীর রস, ঘৃত ও সালসারাদিগণের ক্বাথ—প্রত্যেক এক দ্রোণ (৬৪ সের), এবং ত্রিফলা, ত্রিকটু, ফল্‌সা-ফলের মজ্জা, বিড়ঙ্গফলের সার, চিতামূল, আকন্দ, সোমরাজী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, তেউড়ী, দন্তীমূল, ইন্দ্রযব, যষ্টিমধু, আতইচ, রসাঞ্জন ও প্রিয়ঙ্গু, এইসমস্ত দ্রব্যের কল্ক—প্রত্যেক একপল (৮ তোলা); এইসকল দ্রব্য একত্র স্নেহপাক-বিধানানুসারে পাক করিবে এবং পাকশেষে ছাঁকিয়া যত্নপূর্ব্বক রাখিয়া দিবে। তৎপরে বমন বিরেচনাদিদ্বারা শুদ্ধশরীর হইয়া, প্রত্যহ প্রাতঃকালে উপযুক্তমাত্রায় মধুসহ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে এবং ঔষধ জীর্ণ হইলে, খদির-জলসিদ্ধ কোমল অন্ন, লবণবর্জ্জিত মুদ্গামলক-যূষ ও ঘৃতের সহিত ভোজন করিবে। এইরূপে খদির-জলসেবী হইয়া এক দ্রোণ পর্য্যন্ত এই ঔষধ সেবন করিলে, সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া, শুদ্ধদেহ, স্মৃতিমান্, নীরোগ ও শতবর্ষজীবী হয়।

এই বীজমাত্র উপদেশ অনুসারে বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক সহস্রপ্রকার সুরা, মন্থ, আসব, অরিষ্ট, স্নেহ, চূর্ণ ও অয়স্কৃতির কল্পনা করিতে পারেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

প্রমেহ-চিকিৎসা।

দিবানিদ্রা, পরিশ্রম ত্যাগ ও অত্যধিক আলস্য এবং শীতল, স্নিগ্ধ, মধুর, মেদোবর্দ্ধক ও তরল অন্নপানের অতিসেবা হইলে, প্রমেহরোগ জন্মিয়া থাকে। এইরূপ আচরণকারী ব্যক্তির বায়ু-পিত্ত-শ্লেষ্মা, পরিপাক পায় না, এবং সেই অপরিপক বাতাদি যখন স্রোতঃপথে প্রবেশপূর্ব্বক বস্তিমুখে উপস্থিত হইয়া নিঃসৃত হইতে থাকে, তখনই প্রমেহরোগ উৎপন্ন হয়।

পূর্ব্বরূপ।—হস্ততলে ও পদতলে দাহ, শরীরের স্নিগ্ধতা, পিচ্ছিলতা ও গুরুত্ব, মূত্রে মধুরাস্বাদ ও শ্বেতবর্ণ, তন্দ্রা, অবসাদ, পিপাসা, দুর্গন্ধি শ্বাস, তালু, কণ্ঠ, জিহ্বা ও দন্তে অধিক মলসঞ্চয়, কেশ জটা বাঁধিয়া যাওয়া, এবং নখের অতিরিক্ত বৃদ্ধি,—এইসকল লক্ষণ প্রমেহরোগের পূর্ব্বরূপ।

সাধারণ লক্ষণ। মূত্রের আবিলতা ও আধিক্য, এই দুইটী—সকল প্রকার প্রমেহেরই সাধারণ লক্ষণ। সমুদায় প্রমেহই সর্ব্বদোষজাত এবং প্রমেহ-পিড়কাও সর্ব্বদোষজ।

প্রমেহের দোষভেদ।—সকলপ্রকার প্রমেহের মধ্যে উদকমেহ, ইক্ষুমেহ, সুরামেহ, সিকতামেহ, শনৈর্মেহ, লবণমেহ, পিষ্টমেহ, সান্দ্রমেহ, শুক্র-মেহ ও ফেনমেহ; কফের আধিক্য হইতে এই দশপ্রকার মেহ উৎপন্ন হয়। কফজ দশপ্রকার মেহ সাধ্য; যেহেতু ইহাদের দোষ ও দূষ্য একই চিকিৎসা দ্বারা প্রশমিত হয়। পিত্তের আধিক্য হইতে নীলমেহ, হরিদ্রামেহ, অম্লমেহ, ক্ষারমেহ, মাঞ্জিষ্ঠামেহ ও রক্তমেহ, এই ছয়প্রকার প্রমেহ উৎপন্ন হয়। ইহারা সকলেই যাপ্য; যেহেতু ইহাতে দোষ—পিত্ত ও দূষ্য—মেদোধাতুর চিকিৎসা পরস্পর বিরুদ্ধ। বায়ুর আধিক্য হইতে সর্পিমেহ, বসামেহ, মধুমেহ ও হস্তি-মেহ, এই চারিপ্রকার মেহরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহারা আশু-অনিষ্ট-কারক এবং অসাধ্য। এইসমস্ত মেহোৎপাদক দোষের মধ্যে শ্লেষ্মা—বায়ু, পিত্ত ও মেদোধাতুর সহিত মিলিত হইয়া, শ্লেষ্মজ প্রমেহ, পিত্ত—বায়ু, কফ, রক্ত ও মেদোধাতুর সহিত মিলিত হইয়া পিত্তজন্য মেহ; এবং বায়ু—কফ, পিত্ত, বসা, মজ্জা ও মেদোধাতুর সহিত মিলিত হইয়া বাতজ প্রমেহ সমূহের উৎপাদন করে।

শ্লেষ্মজ মেহের লক্ষণ।—যে মেহে জলের ন্যায় শুভ্রবর্ণ মূত্র নিঃসৃত হয়, এবং মূত্রত্যাগকালে কোনরূপ যাতনা বোধ হয় না, তাহার নাম উদক মেহ। যাহাতে ইক্ষুরসের ন্যায় মূত্র নিঃসৃত হয়, তাহা ইক্ষুমেহ। সুরামেহে সুরার ন্যায় মূত্র নির্গত হয়। সিকতামেহে সিকতা অর্থাৎ বালুকণার ন্যায় কঠিন-পদার্থমিশ্রিত মূত্র যাতনার সহিত নির্গত হয়। শনৈর্মেহে কফমিশ্রিত পিচ্ছিল মূত্র ধীরে ধীরে নির্গত হয়। লবণমেহে লবণরসযুক্ত ও অপরিষ্কার মূত্র প্রস্রুত হয়। যে মেহে পিষ্টজলের (পিটুলির) ন্যায় ঘোলা মূত্র নির্গত হয়

মূত্রত্যাগকালে রোমাঞ্চ উপস্থিত হয়, তাহা লবণমেহ। সান্দ্রমেহে ঘন ও শুক্রমেহে শুক্রতুল্য মূত্র নিঃসৃত হয়। যাহাতে ফেনমিশ্রিত মূত্র অল্প অল্প করিয়া নির্গত হয়, তাহা ফেনমেহ।

পিত্তজ প্রমেহের লক্ষণ।—নীলমেহে মূত্র নীলবর্ণ, স্বচ্ছ ও ফেনযুক্ত হয়। হরিদ্রামেহের মূত্র হরিদ্রাবর্ণ এবং ইহাতে মূত্রত্যাগকালে দাহ বোধ হইয়া থাকে। অম্লমেহের মূত্র অম্লরস ও অম্লগন্ধবিশিষ্ট। ক্ষারমেহে পরিস্রুত ক্ষারের ন্যায় মূত্র নিঃসৃত হয়। মঞ্জিষ্ঠামেহে মূত্র মঞ্জিষ্ঠাজলের ন্যায়, এবং রক্তমেহে রক্তবর্ণ হইয়া থাকে।

বাতজ প্রমেহের লক্ষণ।—যাহাতে ঘৃতের ন্যায় মূত্র নির্গত হয়, তাহা সর্পিমেহ। বসার ন্যায় মূত্র হইলে, তাহাকে বসামেহ কহে। মধুমেহে মূত্র মধুর ন্যায় রস ও বর্ণবিশিষ্ট হয়। হস্তিমেহে মত্ত-মাতঙ্গের ন্যায় অতিরিক্ত মূত্র ত্যাগ করিতে হয়।

প্রমেহের উপদ্রব।—শরীরে মক্ষিকার উপবেশন, আলস্য, মাংসবৃদ্ধি, প্রতিশ্যায়, শিথিলতা, অরুচি, অপরিপাক, কফস্রাব, বমন, নিদ্রা, কাস, ও শ্বাস, এইসমস্ত উপদ্রব শ্লেষ্মজমেহে উপস্থিত হয়। অণ্ডকোষদ্বয়ে বিদীর্ণ হওয়ার ন্যায় বেদনা, লিঙ্গে সূচীবেধবৎ যন্ত্রণা, হৃদয়ে শূলনিখাতবৎ যাতনা, অম্লোদ্গার, জ্বর, অতিসার, অরুচি, বমি, অঙ্গ হইতে ধূমনির্গমবৎ অনুভব, দাহ, মূর্চ্ছা, পিপাসা, নিদ্রানাশ, পাণ্ডুরোগ, এবং মলমূত্র ও নেত্রের পীতবর্ণতা, এইসমস্ত উপদ্রব পৈত্তিক-প্রমেহে উপস্থিত হইয়া থাকে। হৃদয়ে বেদনা, আহারে অধিক লোভ, অনিদ্রা, স্তব্ধতা, কম্প, শূল ও মলবদ্ধতা এইসমস্ত উপদ্রব বাতজ প্রমেহে প্রকাশ পায়।

প্রমেহ-পিড়কা।—প্রমেহরোগীর শরীর বসা ও মেদদ্বারা অভিভূত হইলে এবং ধাতুসমূহ ত্রিদোষদূষিত হইলে, শরাবিকা, সর্ষপিকা, কচ্ছপিকা, জালিনী, বিনতা, পুত্রিণী, মসূরিকা, অলজী, বিদারিকা ও বিদ্রধিকা নামক দশপ্রকার প্রমেহ-পিড়কার উৎপত্তি হয়।

পিড়কা-লক্ষণ।—যে পিড়কা শরাবাকৃতি অর্থাৎ প্রান্তভাগে উন্নত ও মধ্যস্থলে নিম্ন; তাহার নাম শরাবিকা। শ্বেতসর্ষপের ন্যায় প্রমাণ ও আকৃতিবিশিষ্ট পিড়কার নাম সর্ষপিকা। কচ্ছপের ন্যায় আকৃতি ও দাহযুক্ত

পিড়কাকে কচ্ছপিকা কহে। যে পিড়কা তীব্রদাহযুক্ত ও মাংসজালব্যাপ্ত, তাহাকে জালিনী কহে। বৃহদাকার ও নীলবর্ণ পিড়কার নাম বিনতা। যে পিড়কা বৃহদাকার এবং ক্ষুদ্র পিড়কা দ্বারা ব্যাপ্ত, তাহাকে পুত্রিণী কহে। মসূরের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট পিড়কার নাম মসূরিকা। রক্ত বা কৃষ্ণবর্ণ-স্ফোটকব্যাপ্ত দারুণ পিড়কার নাম অলজী। বিদারীকন্দের ন্যায় গোলাকার ও কঠিন পিড়কাকে বিদারিকা কহে। যে পিড়কা বিদ্রধির লক্ষণযুক্ত, তাহাকে বিদ্রধিকা বলা যায়।

যে মেহ যে দোষজন্য, সেই মেহজাত পিড়কাও সেই দোষজ বলিয়া জানিবে। গুহ্যদ্বারে, হৃদয়ে, মস্তকে, স্কন্ধে, পৃষ্ঠে ও মর্ম্মস্থানসমূহে যে সকল পিড়কা উদ্গত হয়, এবং দুর্ব্বল রোগীর যে পিড়কা উদ্গত হইয়া বিবিধ উপদ্রব উপস্থিত করে, সেইসমস্ত পিড়কা অসাধ্য।

বাতজ প্রমেহে বায়ু—মেদ, মজ্জা ও বসার সহিত মিলিত হইয়া সমস্ত শরীর নিপীড়ন পূর্ব্বক অধঃশরীরকে অধিকতর আক্রমণ করে, এইজন্য তাহা অসাধ্য। প্রমেহরোগের সমস্ত পূর্ব্বরূপ বা অর্দ্ধেক পূর্ব্বরূপ প্রকাশ পাওয়ার পরে যদি অধিক পরিমাণে মূত্র নিঃসৃত হয়, তাহা হইলেই তাহাকে প্রমেহ-রোগ বলা যায়। যে কোন প্রমেহ-পিড়কা ও উপদ্রব উপস্থিত হইলে তাহাই মধুমেহ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই অবস্থায় রোগী চলিতে চলিতে দাঁড়াইয়া থাকিতে চায়, দাঁড়াইয়া থাকিলে বসিতে ইচ্ছা করে, বসিলে শয়নের জন্য ব্যাকুল হয়, এবং শয়ন করিলে শীঘ্র নিদ্রিত হইয়া পড়ে। অর্থাৎ শারীরিক গ্লানি ও দুর্ব্বলতার জন্য কোন অবস্থাতেই সে শান্তিলাভ করিতে পারে না। এইরূপ অবস্থাও অসাধ্য।

অপথ্য।—সৌবীরক, তুষোদক, শুক্ত, মৈরেয় (সুরাবিশেষ), সুরা, আসব, অধিক জল, দুগ্ধ, তৈল, ঘৃত, গুড়াদি ইক্ষুবিকার, দধি, পিষ্টান্ন, অম্ল-পানক, এবং গ্রাম্য, আনূপ ও জলচর-জীবের মাংস,—সকলপ্রকার প্রমেহ রোগেই অনিষ্টকারক।

পথ্য।—পুরাতন শালি, ষষ্টিক, যব, গোধূম, কোদ ও বন্যকোদ ইহাদের অন্ন; ছোলা, অড়হর, কুলত্থ ও মুগের যূষ; দন্তীবীজের তৈল, ইঙ্গুদী তৈল, সর্ষপতৈল বা মসিনার তৈলে পাক করা তিক্ত ও কষায়রসযুক্ত শাক

তরকারী, এবং মূত্ররোধকারক জাঙ্গলজীবের মেদঃশূন্য মাংস, ঘৃত ও অম্লরস-ব্যতীত পাক করিয়া, তাহাই মেহরোগীকে আহার করিতে দিবে।

চিকিৎসা।—প্রমেহরোগীকে প্রথমেই যথোদ্দিষ্ট তৈল অথবা প্রিয়ঙ্গ্বাদি সিদ্ধ ঘৃত পান করাইয়া স্নিগ্ধ করিবে। তৎপরে বমন, বিরেচন, এবং শুঁঠ, দেবদারু ও মুতার কল্ক, মধু ও সৈন্ধবযুক্ত সুরসাদির কষায়দ্বারা আস্থাপন প্রয়োগ করিবে। প্রমেহে জ্বালা থাকিলে ন্যগ্রোধাদি কষায়ে স্নেহ-পদার্থ মিশ্রিত না করিয়া, তাহাদ্বারা আস্থাপন করিতে হইবে। এই সমস্ত সংশোধন-ক্রিয়ার পরে, মধু ও আমলকীর রসমিশ্রিত হরিদ্রা, অথবা ত্রিফলা, রাখালশশা, দেবদারু ও মুতার কষায়, কিংবা শাল, কমলাগুঁড়ি ও ঘণ্টাপারুলের কাথ—মধু, আমলকীর রস ও হরিদ্রা মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে। কুড়চি, কয়েতবেল, বহেড়া ও ছাতিমফুলের কল্ক, অথবা নিম, সোন্দাল, ছাতিম, মূর্ব্বা, কুড়চি, শ্বেতখদির এবং পলাশের ত্বক্, পত্র, মূল, ফল ও ফুলের কষায়ও প্রয়োগ করা যায়। এই পাঁচপ্রকার যোগ সকলপ্রকার প্রমেহরোগেরই উপশমকারক।

কফজ মেহসমূহের মধ্যে উদকমেহে পালিধামান্দার; ইক্ষুমেহে জয়ন্তী; সুরামেহে নিম; সিকতামেহে চিতামূল; শনৈর্ম্মেহে খদির; লবণমেহে আকনাদী ও অগুরু; পিষ্টমেহে হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা; সান্দ্রমেহে ছাতিম; শুক্রমেহে দূর্ব্বা, শৈবাল, কেওটমুতা, পানা, করঞ্জ ও কেশুর, অথবা অর্জ্জুন ও রক্তচন্দন; এবং ফেনমেহে ত্রিফলা, সোন্দাল ও কিসমিস; ইহাদের কষায় মধুমিশ্রিত করিয়া পান করাইবে।

পৈত্তিক মেহসমূহের মধ্যে নীলমেহে সালসারাদি বা অশ্বত্থ; হরিদ্রামেহে সোন্দাল, অম্লমেহে ন্যগ্রোধাদি; ক্ষারমেহে ত্রিফলা, মঞ্জিষ্ঠা ও রক্তচন্দন; এবং রক্তমেহে গুলঞ্চ, গাবের আঁটী, গাম্ভারী ফল ও খর্জ্জুর, এইসকল দ্রব্যের কষায় মধুমিশ্রিত করিয়া, সেবন করাইবে।

বাতজ মেহ অসাধ্য হইলেও তাহা উপশান্ত রাখিবার জন্য ঔষধ ব্যবহার প্রয়োজনীয়। সর্পিমেহে কুড়, কুটজ, আকনাদী, হিং ও কটুকীর কল্ক,—গুলঞ্চ অথবা চিতামূলের কষায়ের সহিত সেবন করাইবে। বসামেহে গণিয়ারী বা শিংশপের (শিশুর) কষায় এবং মধুমেহে খদির ও সুপারির কষায় পান করাইবে। হস্তি-

মেহে গাব, কয়েতবেল, শিরীষ, পলাশ, আকনাদী, মূর্ব্বা ও দুরালভার কষায় মধুমিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিবে। অথবা হস্তী, অশ্ব, শূকর, গর্দ্দভ ও উষ্ট্র, ইহাদের অস্থির ক্ষার প্রস্তুত করিয়া সেবন করাইবে। প্রমেহে দাহ থাকিলে, শালুকাদি জলজ কন্দের ক্বাথের সহিত যবাগূ পাক করিয়া, তাহা দুগ্ধ ও ইক্ষু-রসের সহিত খাইতে দিবে।

তৎপরে প্রিয়ঙ্গু, শ্যামালতা, যূথী, বামুনহাটী, বলাডুমুর, মঞ্জিষ্ঠা, আকনাদী, দাড়িমত্বক্, শালপাণী, পদ্মকাষ্ঠ, পুন্নাগ, নাগেশ্বর, ধাইফুল, বকুল, শিমূল, নবনীত-খোটী ও মোচরস এইসকল দ্রব্যের অরিষ্ট, অয়স্কৃতি, অবলেহ ও আসব যথাবিধি প্রস্তুত করিয়া সেবন করাইবে। অথবা পানিফল, গিলোড্য (কন্দবিশেষ), পদ্মমূল, মৃণাল, কেশুর, যষ্টিমধু, আম, জাম, অসন, গাব, অর্জ্জুন, শ্যোণা, লোধ, ভেলা, চর্ম্মিবৃক্ষ, অপরাজিতা, শীতশিব (গুল্মবিশেষ), জলবেতস, দাড়িম, অজকর্ণশাল, হরিবৃক্ষ, রাজাদান (ক্ষীরিক), শেয়াকুল ও বৈচ, এইসকল দ্রব্যের কষায়, অরিষ্ট, অয়স্কৃতি, অবলেহ ও আসব প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিবে। যবের অন্নাদি খাদ্য কিংবা পূর্ব্বোক্ত ঔষধসমূহের ক্বাথের সহিত যবাগূ পাক করিয়া খাইতে দিবে। কয়েতবেলের সহিত মধু ও মরিচ মিশ্রিত করিয়া খাইতে দেওয়া যায়। মদ্যপায়ী রোগীকে দ্রাক্ষার মদ্য ও শূল্য মাংস (কাবাব) দেওয়া যাইতে পারে। উষ্ট্র, অশ্বতর (খচ্চর) ও গর্দ্দভের বিষ্ঠাচূর্ণ খাদ্যদ্রব্যের সহিত মিশাইয়া সেবন করিলে উপকার হয়। হিং ও সৈন্ধব লবণসহ যূষ এবং সর্ষপ-কল্কমিশ্রিত রাগ (পানকবিশেষ) সেবনেও পীড়ার উপশম হইয়া থাকে। অসাধ্য প্রমেহে আহারাদির সুনিয়ম সর্ব্বদা রক্ষা করা উচিত। মেহের আধিক্য অবস্থায়, ব্যায়াম, যুদ্ধক্রীড়া, হস্তি-অশ্ব-রথাদি যানে গমন, চংক্রমণ এবং অস্ত্রাদি নিক্ষেপ, এইসমস্ত আচরণে উপকার হইয়া থাকে।

প্রমেহ পিড়কা-চিকিৎসা।— যে সকল পিড়কা অল্পদোষাক্রান্ত, কেবল ত্বক্ ও মাংসধাতুগত, মৃদু, অল্পবেদনাযুক্ত, শীঘ্র পাকে ও শীঘ্র ফাটিয়া যায় এবং যাহাতে রোগী দুর্ব্বল না হয়, সেই সমস্ত পিড়কা সাধ্য।

পিড়কার পূর্ব্বরূপ অবস্থায় লঙ্ঘনাদি অপতর্পণ, বটাদির কষায় ও ছাগ[illegible] প্রযোজ্য। বমন ও বিরেচন—উভয় সংশোধনই প্রয়োগ করা আবশ্যক। ত[illegible]

না করিয়া, রোগী মধুর-রসবহুল দ্রব্য ভোজন করিলে, তাহার মূত্র, স্বেদ ও শ্লেষ্মা মধুররসযুক্ত হয় এবং প্রমেহও অধিকতর বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থায় বমন ও বিরেচন উভয় সংশোধন প্রয়োগ করা আবশ্যক; নতুবা, বাতাদি রোগ অতি-বর্দ্ধিত হইয়া মাংস ও রক্ত দূষিত করে এবং বিবিধ উপদ্রব ও পিড়কা-শোথ উৎপাদন করে। তাহাতে ব্রণশোথের ন্যায় চিকিৎসা এবং রক্তমোক্ষণ প্রয়োজনীয়। ব্রণশোথের প্রতিকার না হইলে, শোথ অধিক বর্দ্ধিত হয়; তাহাতে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয় এবং ক্রমশঃ তাহা পাকিয়া উঠে। পাকিলে অস্ত্রপ্রয়োগ করিয়া ব্রণবৎ চিকিৎসা কর্ত্তব্য। তাহা না করিলে, পিড়কার অভ্যন্তরস্থ পূয ক্রমশঃ অন্তঃ-প্রবিষ্ট হইয়া নাড়ীব্রণ উৎপাদন করে। এই অবস্থা অসাধ্য। অতএব পিড়কার প্রথম অবস্থাতেই চিকিৎসা করা উচিত।

ধান্বন্তর ঘৃত।—ভেলা, বেল, বালা, পিপুল, নাটাকরঞ্জ, রক্তপুনর্নবা, চিতামূল, শঠী, মনসাসীজ, বরুণ, পুষ্কর, দন্তী ও হরীতকী, সমুদায়ে দশ পল (৮০ তোলা) এবং যব, কুল ও কুলথ-কলাই—প্রত্যেক ৴২ দুই সের, একত্র ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া, চতুর্থাংশ অবশিষ্ট রাখিবে। কল্কার্থ বচ, তেউড়ী, কমলাগুঁড়ি, বামুনহাটী, জলবেতস, শুঁঠ, গজপিপ্পলী, বিড়ঙ্গ ও শিরীষ, প্রত্যেক ৴৪ চারি তোলা। এই কাথ ও কল্কের সহিত ৴৪ চারি সের ঘৃত যথানিয়মে পাক করিয়া সেবন করিলে, মেহ, শোথ, কুষ্ঠ, গুল্ম, উদর, অর্শ, প্লীহা, বিদ্রধি, ও পিড়কা নষ্ট হয়।

মধুমেহ রোগীর শরীর মেদোব্যাপ্ত থাকায়, তাহারা দুর্ব্বিরেচ্য হয়; সেই জন্য তাহাদিগকে তীক্ষ্ণ বিরেচন প্রয়োগ করা আবশ্যক। প্রমেহরোগীর মূত্র মধুরাস্বাদ বা মধুগন্ধ হইলে, বিবিধ উপদ্রব প্রকাশ পাইলে, এবং গাত্রে পিড়কা উদ্গত হইলে, সেই অবস্থা পারিভাষিক মধুমেহ নামে অভিহিত হয়। এইরূপ অবস্থায় স্বেদপ্রয়োগ অনুচিত। যেহেতু স্বেদ-প্রয়োগে মেদোবহুল শরীর বিশীর্ণ হইয়া যায়, এবং রসাদিবাহী ধমনীসকল দুর্ব্বল হওয়ায়, বাতাদি দোষ ঊর্দ্ধগত হইতে পারে না। এইরূপে দোষ ঊর্দ্ধগত হইতে না পারায়, মধুমেহ-রোগীর অধোদেহে পিড়কা উৎপন্ন হয়। পিড়কার অপক্ব-অবস্থায় ব্রণশোথের ন্যায় এবং পক্ব-অবস্থায় ব্রণের ন্যায় চিকিৎসা করিবে; ব্রণরোপণের জন্য ব্রণ-রোপণ দ্রব্যসহ তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে। ব্রণের গভীর স্থান উন্নত

করিবার জন্য আরগ্বধাদিগণের কষায় প্রযোজ্য। ব্রণের পরিষেচন জন্য সালসারাদিগণের কষায় এবং পানভোজনার্থ পিপ্পল্যাদিগণের কষায় ব্যবস্থা করিবে। আকনাদি, চিতামূল, কাকজঙ্ঘা, ক্ষুদ্র কণ্টকারী, অনন্তমূল, শ্বেত-খদির, ছাতিম, সোন্দাল, ও কণ্টকমূল, এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ মধুমিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে।

সালসারাদিগণ ১২৷৷০ সাড়ে বার সের, ষোলগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ অবশেষ রাখিবে। ছাঁকিয়া পুনর্ব্বার তাহা পাক করিবে, এবং আসন্ন পাকে আমলকী, লোধ, প্রিয়ঙ্গু, দন্তীমূল, কান্তলৌহ, ও তাম্র, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ এক পল (৮ আট তোলা) পরিমাণে তাহাতে প্রক্ষেপ দিবে। এই লেহ উপযুক্ত-মাত্রায় সেবন করিলে, সকলপ্রকার প্রমেহরোগই নিবারিত হইয়া থাকে।

নবায়স।—ত্রিফলা, চিতামূল, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ ও মুতা, এই নয়টী দ্রব্যের প্রত্যেক এক একভাগ, এবং কান্তলৌহ ৯ নয় ভাগ; এইসমস্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া, ঘৃত ও মধুর সহিত উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করাইবে। ইহাদ্বারা স্থূলতা, অগ্নিমান্দ্য, অর্শ, শোথ, পাণ্ডু, কুষ্ঠ, অজীর্ণ, কাস, শ্বাস ও প্রমেহরোগ প্রশমিত হয়।

লৌহারিষ্ট।—সালসারাদিগণের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া চতুর্থাংশ অবশেষ থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। শীতল হইলে তাহাতে মধু, মাৎগুড় ও পিপ্পল্যাদি-গণের চূর্ণ—এইসমস্ত দ্রব্য একত্রে একটী কলসে রাখিবে। তৎপূর্ব্বে সেই কলসের মধ্যদেশে মধু ও পিপুলচূর্ণের লেপ দিতে হইবে। কতকগুলি অতি পাতলা লৌহপত্র খদিরকাষ্ঠের অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া, সেই কলসে নিক্ষেপ করিবে। তৎপরে কলসের মুখ উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া, যবের পোয়ালের মধ্যে তিন চারি মাস অর্থাৎ যতদিন পর্য্যন্ত ঐ লৌহপাতের ক্ষয় না হয়, ততদিন রাখিয়া দিবে। পরে উপযুক্ত মাত্রায় এই অরিষ্ট সেবন করিয়া, উপযুক্ত আহার বিহারের আচরণ করিবে। ইহাদ্বারা স্থূলতা, অগ্নিমান্দ্য, শোথ, গুল্ম, কুষ্ঠ, মেহ, পাণ্ডু, প্লীহা, উদররোগ, বিষমজ্বর ও অভিষ্যন্দ নিবারিত হয়।

শিলাজতু-প্রয়োগ।—কৃষ্ণবর্ণ, ভারী, স্নিগ্ধ, শর্করাশূন্য এবং গোমূত্র-গন্ধী শিলাজতু সংগ্রহ করিয়া, তাহাতে দশদিন, কুড়িদিন বা ত্রিশদিন সালসারা-

গণের কাথের ভাবনা দিবে। তৎপরে রোগী বমন-বিরেচনাদি দ্বারা শুদ্ধদেহ হইয়া, সেই শিলাজতু উপযুক্তমাত্রায় সালসারাদিগণের কাথের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে, এবং ঔষধ জীর্ণ হইলে, জাঙ্গলমাংসের রসের সহিত অন্ন ভোজন করিবে। এইরূপে একতুলা পরিমিত শিলাজতু সেবিত হইলে, মধুমেহ হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। ইহাদ্বারা মেহ, কুষ্ঠ, অপস্মার, উন্মাদ, শ্লীপদ, বিষদোষ, শোষ, শোথ, অর্শ, গুল্ম, পাণ্ডু ও বিষমজ্বরের নিবারণ এবং বর্ণের উজ্জ্বলতা ও বলের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। শিলাজতু সেবনকালে ভল্লাতক সেবনের বিধানানুসারে আহারাদি কর্ত্তব্য। কপোতমাংস ও কুলথকলায় তৎকালে পরিত্যাগ করা আবশ্যক।

প্রমেহরোগীর মূত্রের পিচ্ছিলতা ও আবিলতা নষ্ট হইলে, এবং তাহা তিক্ত ও কটুরসবিশিষ্ট হইলে, আরোগ্য হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ক্ষুদ্ররোগ-চিকিৎসা।

ক্ষুদ্ররোগ সঙ্ক্ষেপতঃ চুয়াল্লিশপ্রকার; যথা—অজগল্লিকা, যবপ্রখ্যা, অন্ধালজী, বিবৃতা, কচ্ছপিকা, বল্মীক, ইন্দ্রবিদ্ধা, পনসিকা, পাষাণগর্দ্দভী, জালগর্দ্দভ, কক্ষা, বিস্ফোটক, অগ্নিরোহিনী, চিপ্প, কুনখ, অনুশয়ী, বিদারিকা, শর্করা, অর্ব্বুদ, পামা, বিচর্চ্চিকা, রকসা, পাদদারিকা, কদর, অলস, ইন্দ্রলুপ্ত, দারুণক, অরুংষিকা, পলিত, মসূরিকা, যৌবন-পিড়কা, পদ্মিনী-কণ্টক, জতুমণি, মশক, চর্ম্মকীল, তিলকালক, ন্যচ্ছ, বঙ্গ, পরিবর্ত্তিকা, অবপাটিকা, নিরুদ্ধপ্রকাশ, নিরুদ্ধগুদ, অহিপূতন, বৃষণকচ্ছু ও গুদভ্রংশ।

স্নিগ্ধ, গাত্রসমবর্ণ, গ্রথিত, বেদনাশূন্য ও মুগের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট যে পিড়কা হয়, তাহার নাম অজগল্লিকা। ইহা কফ-বাতজ; বালকদিগেরই এই পিড়কা অধিক হইয়া থাকে।

যবের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, কঠিন, গ্রথিত ও মাংসাশ্রিত পিড়কার নাম যবপ্রখ্যা। ইহা বাত-শ্লেষ্মজ।

ঘনসন্নিবিষ্ট, অল্পমুখযুক্ত, উন্নত, মণ্ডলাকার ও অল্পপূযবিশিষ্ট পিড়কাকে অন্ধালজী কহে।

যে পিড়কা বিবৃতমুখ, অত্যন্তদাহযুক্ত, পক্ক-যজ্ঞডুমুরের ন্যায় আকৃতি-বিশিষ্ট ও মণ্ডলাকার, তাহাকে বিবৃতা কহে। ইহা পিত্তজ ব্যাধি।

কচ্ছপের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট ও কঠিন গ্রন্থি পাঁচটী বা ছয়টী একত্র উদ্গত হইলে, তাহাকে কচ্ছপিকা কহে। ইহা বাতশ্লেষ্মজ।

হস্ততল, পদতল, সন্ধিস্থল, গ্রীবা ও জত্রুর ঊর্দ্ধগত অবয়বে যে গ্রন্থি উদ্গত হইয়া, ধীরে ধীরে বল্মীকের ন্যায় বর্দ্ধিত হয় এবং তোদ-ক্লেদ দাহ ও কণ্ডূযুক্ত ব্রণদ্বারা আবৃত হয়, তাহাকে বল্মীক কহে। ইহাকে বাতাদি-ত্রিদোষজনিত ব্যাধি কহে।

পদ্মবীজকোষে বীজ-সন্নিবেশের ন্যায় কতকগুলি পিড়কা একস্থানে মণ্ডলাকারে উৎপন্ন হইলে, তাহাকে ইন্দ্রবিদ্ধা কহে। ইহা বাত পিত্তজনিত।

কর্ণের সমস্ত অভ্যন্তরভাগে বা পৃষ্ঠভাগে উগ্রবেদনাযুক্ত শালুকের ন্যায় যে পিড়কা হয়, তাহার নাম পনসিকা। ইহা বাতশ্লেষ্মজ।

হনুসন্ধিতে অল্পবেদনাযুক্ত ও কঠিন যে শোথ উৎপন্ন হয়, তাহাকে পাষাণ-গর্দ্দভ বলে। ইহা বাতকফাত্মক।

দাহ ও জ্বরবিশিষ্ট যে পাতলা শোথ বিসর্পের ন্যায় বিস্তৃত হয় এবং পাকে না, তাহার নাম জালগর্দ্দভ। ইহা পিত্তজ।

পিত্তপ্রকোপ হইতে বাহু, পার্শ্ব, স্কন্ধ ও বগলে যে বেদনাযুক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ স্ফোটক উৎপন্ন হয়, তাহার নাম কক্ষা।

সর্ব্বদেহে বা কোন অবয়ববিশেষে, রক্ত ও পিত্তের দুষ্টির জন্য যে অগ্নি-দগ্ধবৎ স্ফোটক উৎপন্ন হইয়া জ্বর উৎপাদন করে, তাহা স্ফোটক নামে অভিহিত হয়।

কক্ষাদেশে (বগলে) যে স্ফোটক উৎপন্ন হইয়া মাংস বিদীর্ণ করে, প্র[illegible] অগ্নির ন্যায় জ্বালা, বিশেষতঃ অন্তর্দাহ ও জ্বর উপস্থিত করে, এবং যাহ[illegible]

সাত দিন, বার দিন বা পনের দিন পরে রোগীর মৃত্যু ঘটে, তাঁহাকে অগ্নি-রোহিণী কহে। ইহা সন্নিপাতজ ও অসাধ্য।

বায়ু ও পিত্ত, নখের মাংস দূষিত করিয়া, দাহ ও পাকবিশিষ্ট যে রোগ উৎপাদন করে, তাহাকে চিপ্প (কুনি) কহে। ইহা ক্ষতরোগ ও উপনখ নামেও অভিহিত হইয়া থাকে।

আঘাতপ্রাপ্তিজন্য নখ দূষিত হইয়া, রুক্ষ, কৃষ্ণবর্ণ ও খরস্পর্শ হইলে, তাহাকে কুনখ বা নখকুনি কহে।

গাত্রের উপরিভাগে অল্পশোথযুক্ত, গম্ভীর ও অন্তঃপাকবিশিষ্ট যে ব্যাধি জন্মে, তাহার নাম অনুশয়ী।

কক্ষা (বগল) ও বঙ্ক্ষণ-সন্ধি (কুঁচকি) স্থানে যে বিদারীকন্দের ন্যায় গোলাকার ও রক্তবর্ণ শোথ হয়, তাহাকে বিদারিকা কহে। ইহা সর্ব্বদোষজ; সুতরাং সকলদোষের লক্ষণই ইহাতে প্রকাশ পায়।

কফ ও বায়ু,—মাংস, শিরা, স্নায়ু ও মেদ দূষিত করিয়া, একপ্রকার গ্রন্থি উৎপাদন করে। এই গ্রন্থি বিদীর্ণ হইলে, তাহা হইতে মধু, ঘৃত বা বসার ন্যায় স্রাব নিঃসৃত হয়। তখন বায়ু অধিকতর কুপিত হইয়া মাংস শোষণ পূর্ব্বক শর্করার ন্যায় গ্রন্থি উৎপাদন করে এবং সেই গ্রন্থির শিরাসমূহ হইতে নানাবর্ণবিশিষ্ট ও দুর্গন্ধযুক্ত পচা রক্ত নির্গত হয়। এই রোগের নাম শর্করার্ব্বুদ।

পামা, বিচর্চ্চিকা ও রকসা, এই তিনটী রোগের লক্ষণাদি কুষ্ঠরোগমধ্যে কথিত হইয়াছে।

পদব্রজে অধিক ভ্রমণ করিলে, বায়ুকর্ত্তৃক সেই রুক্ষ পদতল বিদীর্ণ হইয়া যায়; তাহাকে পাদদারী কহে।

পদতল শর্করা (কাঁকর) দ্বারা মথিত অথবা কণ্টকাদি দ্বারা ক্ষত হইলে, বাতাদি দোষ মেদ ও রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া—কীলবিশিষ্ট, কঠিন, প্রান্ত-[illegible]ম্ন ও মধ্যোন্নত (মধ্যস্থল উচ্চ এবং চতুর্দ্দিক নীচু) এবং বেদনা ও স্রাবযুক্ত [illegible] উৎপাদন করে; তাহাকে কদর কহে।

[illegible] দূষিত-কর্দ্দমাদির সংস্পর্শ জন্য অঙ্গুলিদ্বয়ের মধ্যস্থল ক্লিন্ন এবং কণ্ডূ, দাহ ও [illegible]নাযুক্ত হইলে তাহাকে অলস রোগ কহে।

কুপিত বায়ু ও পিত্ত রোমকূপে উপস্থিত হইলে রোম সকল উঠিয়া যায় এবং রক্ত ও শ্লেষ্মা সেইসকল রোমকূপ রুদ্ধ করিলে, আর তাহাতে কেশোদ্গম হয় না। ইহাকে ইন্দ্রলুপ্ত, খালিত্য বা রুজ্যা কহে। ইহার চলিত নাম টাক।

কফ ও বায়ুর প্রকোপে কেশভূমি কঠিন, কণ্ডূযুক্ত ও রুক্ষ হইলে, তাহাকে দারুণক রোগ কহে।

কফ, রক্ত ও ক্রিমির প্রকোপবশতঃ মস্তকে বহুমুখবিশিষ্ট ও বহুক্লেদযুক্ত ব্রণ উৎপন্ন হইলে, তাহাকে অরুংষিকা কহে।

ক্রোধ, শোক ও পরিশ্রম বশতঃ দেহোষ্মা ও পিত্ত মস্তকে উপস্থিত হইয়া অকালে কেশ পক্ক করে; ইহাকে পলিত কহে।

সর্ব্বগাত্র ও মুখমধ্যে দাহ, জ্বর ও বেদনাযুক্ত, তাম্রবর্ণ বা ঈষৎ পীতবর্ণ যেসকল স্ফোটক জন্মে, তাহা মসূরিকা নামে অভিহিত হয়।

কফ, বায়ু ও রক্তের দুষ্টি জন্য যুবকগণের মুখে যে পিড়কা উৎপন্ন হয়, তাহাকে মুখদূষিকা (বয়োব্রণ) কহে।

পদ্মিনী-কণ্টকের ন্যায় মাংস কণ্টকাকীর্ণ, পাণ্ডুবর্ণ, কণ্ডূযুক্ত ও বৃত্তাকার যে মণ্ডল ত্বকের উপর উদ্গত হয়, তাহাকে পদ্মিনী-কণ্টক কহে। ইহা কফ-বাতজ ব্যাধি।

ত্বকের উপর যে বেদনাহীন, সমতল, ঈষৎ রক্তবর্ণ, মসৃণ ও মণ্ডলাকার চিহ্ন উৎপন্ন হয়, তাহাকে জতুমণি (জড়ুল) কহে। কফ ও রক্তের প্রকোপ বশতঃ ইহা জন্মকালেই উৎপন্ন হইয়া চিরদিন শরীরে বিদ্যমান থাকে।

বায়ুপ্রকোপ জন্য গাত্রে বেদনাহীন, কঠিন, কৃষ্ণবর্ণ, উচ্চ এবং মাষকলায়ের ন্যায় যে পিড়কা জন্মে, তাহাকে মশক কহে; এবং বেদনাহীন, সমতল ও তিল পরিমিত কৃষ্ণবর্ণ চিহ্নবিশেষকে তিলকালক কহে। ইহাতে বায়ু, পিত্ত ও কফ, ত্রিদোষেরই উদ্রেক থাকে।

শ্যাব বা শ্বেতবর্ণ ও বেদনাহীন যে মণ্ডলাকার চিহ্ন বহু বা অল্প পরিমাণে শরীরে উদ্ভূত হয়, তাহা ন্যচ্ছ (ছুলি) নামে অভিহিত হয়। চর্ম্মকীল (আঁচিল) রোগের নিদান-লক্ষণাদি অর্শোরোগাধ্যায়ে কথিত হইয়াছে। ক্রোধ ও পরি[illegible] বশতঃ বায়ু প্রকুপিত হইয়া সহসা মুখমণ্ডলে আগমনপূর্ব্বক বেদনাহীন, প[illegible] ও শ্যাববর্ণ যে চিহ্ন উৎপাদন করে তাহাকে ব্যঙ্গ (মেচেতা) কহে।

মর্দ্দন, পীড়ন বা কোন আঘাতাদি কারণে বায়ু কুপিত হইয়া লিঙ্গাবরক চর্ম্মে উপস্থিত হইলে, সেই চর্ম্ম বিবর্ত্তিত হইয়া লিঙ্গমণির অধোভাগে গ্রন্থিরূপে লম্বিত হয়। ইহাতে বেদনা ও দাহ থাকে এবং কখন কখন পাকিয়া উঠে। এই রোগের নাম পরিবর্ত্তিকা। পরিবর্ত্তিকায় শ্লেষ্মার সংস্রব থাকিলে, তাহা কঠিন ও কণ্ডূযুক্ত হইতে থাকে।

বালিকার সূক্ষ্মদ্বারযোনিতে গমন, অথবা হস্তাভিঘাত, মর্দ্দন, পীড়ন ও শুক্রবেগধারণ প্রভৃতি কারণে লিঙ্গচর্ম্ম উদ্বর্ত্তিত অর্থাৎ উল্টাইয়া ঊর্দ্ধদিকে অবস্থিত থাকিলে তাহাকে অবপাটিকা রোগ কহে। বাতসংসর্গ জন্য লিঙ্গ-মণির চর্ম্ম মুদ্রিত হইলে, অর্থাৎ সেই চর্ম্ম আকর্ষণ করিয়া লিঙ্গমণি বিবৃত করিতে না পারিলে, মূত্রনির্গম রুদ্ধ হইয়া যায়, অথবা অতি সূক্ষ্মধারে মূত্রনির্গম হয়; ইহাকে নিরুদ্ধপ্রকাশরোগ কহে।

মলবেগধারণ জন্য বায়ু প্রতিহত হইয়া গুহ্যদ্বার অবলম্বন করিলে, সেই মহৎস্রোত সূক্ষ্মদ্বার হইয়া পড়ে, এবং পথের সূক্ষ্মতা বশতঃ অতিকষ্টে মল নির্গত হয়। এই রোগ দুঃসাধ্য সন্নিরুদ্ধ গুদ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

শিশুদিগের গুহ্যদেশের মল, মূত্র বা স্বেদাদি ধৌত করিয়া না দিলে, সেই স্থানে কফ ও রক্তজন্য একপ্রকার কণ্ডূ উপস্থিত হয়; এবং কণ্ডূয়ন হেতু শীঘ্রই সেই স্থানে স্ফোটক উৎপন্ন হইয়া স্রাব নিঃসৃত হইতে থাকে। ক্রমে বহুসংখ্যক ব্রণ একত্রীভূত হইয়া অতি কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে। ইহাকে অহিপূতন রোগ কহে।

স্নান বা গাত্রমার্জ্জন না করিলে, অণ্ডকোষস্থিত মল স্বেদদ্বারা ক্লিন্ন হইয়া কণ্ডূ উপস্থিত করে, এবং কণ্ডূয়ন জন্য সেই স্থানে স্ফোটক উৎপন্ন হইয়া স্রাব নিঃসৃত হয়। এই রোগের নাম বৃষণকচ্ছ। ইহা শ্লেষ্মা ও রক্তের প্রকোপ হইতে জন্মে।

রুক্ষ ও দুর্ব্বল ব্যক্তির অতিরিক্ত প্রবাহণ (কুন্থন) বা অতিসার জন্য গুহ্যনাড়ী বহির্গত হইয়া পড়িলে তাহাকে গুদভ্রংশ কহে।

চিকিৎসা।—অপক্ক অজগল্লিকায় জোঁক লাগাইয়া রক্তমোক্ষণ করিবে। তৎপরে তাহাতে শুক্তিক্ষার, সাচীক্ষার ও যবক্ষার লেপন করিবে;

অথবা শ্যামা, ঈশলাঙ্গলিয়া ও আকনাদী বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে। পাকিলে ব্রণবৎ চিকিৎসা করিবে। অন্ত্রালজী (অন্ধালজী), যবপ্রখ্যা, পনসী, কচ্ছপী ও পাষাণ-গর্দ্দভ, এইসকল রোগে প্রথমতঃ স্বেদ দিয়া, তৎপরে মনঃশিলা, হরিতাল, কুড় ও দেবদারু বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে। পাকিলে, ব্রণবৎ চিকিৎসা করিতে হইবে। ত্রিবৃতা, ইন্দ্রবিদ্ধা, গর্দ্দভী, জালগর্দ্দভ, ইরিবেল্লা, গন্ধনাম্নী, কক্ষা ও বিস্ফোটক রোগে পিত্তজ-বিসর্পের ন্যায় চিকিৎসা করিবে; কাকোল্যাদি মধুরগণের সহিত ঘৃত পাক করিয়া তাহাদ্বারা ক্ষতরোপণ করিবে।

চিপ্প উষ্ণজলে সিক্ত করিয়া তাহার দুষ্ট মাংস কাটিয়া রক্তস্রাব করিবে। তৎপরে চক্রতৈল প্রয়োগ করিয়া তাহাতে শালের চূর্ণ দিবে ও বাঁধিয়া রাখিবে। ইহাতে প্রশমিত না হইলে অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিয়া, পূর্ব্বোক্ত মধুর-গণসিদ্ধ তৈল দ্বারা ক্ষত রোপণ করিবে। কুনখরোগেও এইরূপ চিকিৎসা করিতে হইবে।

বিদারিকা রোগে প্রথমে স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ করিয়া অঙ্গুলিপীড়ন করিবে। তৎপরে গিরিমাটী, পুনর্নবা, বিল্বমূল পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিবে। বিদা-রিকা ব্রণরূপে পরিণত হইলে, ব্রণশোধক দ্রব্যদ্বারা সংশোধন করিবে এবং কষায় ও মধুর-দ্রব্যের সহিত তৈল পাক করিয়া, ক্ষতরোপণার্থ সেই তৈল প্রয়োগ করিবে। বিদারিকা অল্প অল্প চিরিয়া অথবা জোঁক লাগাইয়া তাহার রক্তমোক্ষণ কর্ত্তব্য; শাল ও পলাশের মূলের প্রলেপ ইহাতে উপকারী। পাকিলে শস্ত্রদ্বারা বিদীর্ণ করিয়া, পটোলপত্র, নিম্বপত্র ও তিল বাঁটিয়া, তাহাতে ঘৃত মিশাইয়া প্রলেপ দিবে এবং বাঁধিয়া রাখিবে। বটাদি-ক্ষীরি-বৃক্ষের কষায় দ্বারা ব্রণ ধৌত করিবে, এবং পরিশুদ্ধ হইলে, ক্ষতরোপক তৈলদ্বারা রোপণ করিবে। মেদোজনিত অর্ব্বুদ রোগে শর্করা অর্ব্বুদের চিকিৎসা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

কচ্ছু, বিচর্চ্চিকা ও পামারোগে কুষ্ঠের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। মোম, শুল্‌ফা ও শ্বেতসর্ষপের প্রলেপ, অথবা বচ, দারুহরিদ্রা ও সর্ষপের প্রলেপ, কিংবা করঞ্জবীজের তৈল, অথবা পিপ্পলী প্রভৃতি কটুদ্রব্যের সহিত শিং[illegible] অগুরু, সরল বা দেবদারু প্রভৃতির সারজাত তৈল পাক করিয়া, সেই [illegible] প্রয়োগ করিবে।

পাদদারী রোগে শিরাবেধ করিয়া, তাহাতে স্বেদ ও তৈল প্রয়োগ করিবে। মোম, বসা, মজ্জা, ধূনা, ঘৃত, যবক্ষার ও গিরিমাটী একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহার প্রলেপ দিবে। অলস রোগে পদদ্বয় কাঁজিতে সিক্ত করিয়া, নিম, তিল, হীরাকস, হরিতাল ও সৈন্ধব; অথবা লাক্ষারস ও হরীতকী, ইহাদের প্রলেপ দিবে। রক্তমোক্ষণ দ্বারাও ইহার উপকার হয়। কণ্টকারীর রসের সহিত সর্ষপ-তৈল পাক করিয়া সেই তৈল, অথবা হীরাকস, গোরোচনা ও মনঃশিলার চূর্ণ প্রয়োগ করিলেও অলস রোগ নিবারিত হয়। কদর রোগ কাটিয়া তুলিয়া ফেলিবে, এবং সেই স্থান অগ্নিতপ্ত তৈলাদি স্নেহপদার্থ দ্বারা দগ্ধ করিয়া দিবে।

ইন্দ্রলুপ্ত রোগে মস্তকে স্নেহ ও স্বেদ-প্রয়োগ পূর্ব্বক শিরাবেধ করিয়া রক্তমোক্ষণ করিবে। মরিচ, মনঃশিলা, হীরাকস ও তুঁতে, এইসকল দ্রব্য অথবা কুটন্নট (নাগরমুতা, কেশুর বা শ্যোণা) ও দেবদারু, এই দুই জিনিস বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে। ইন্দ্রলুপ্ত স্থান ঘন ঘন চিরিয়া, সেই স্থানে গুঞ্জাফলের (কুঁচের) প্রলেপ দিবে। রসায়ন-ক্রিয়া দ্বারাও ইন্দ্রলুপ্তের উপশম হয়। মালতী, করবীর, চিতা ও করঞ্জের সহিত তৈল পাক করিয়া, সেই তৈল ব্যবহার করিলেও ইন্দ্রলুপ্তের শান্তি হইয়া থাকে।

অরুংষিকা রোগে রক্তমোক্ষণ করিয়া তাহাতে নিমের ক্বাথ সেচন করিবে এবং অশ্ববিষ্ঠার রসের সহিত সৈন্ধবলবণ বাঁটিয়া, অথবা হরিতাল, হরিদ্রা, নিম, ও পটোলের কল্ক কিংবা যষ্টিমধু, নীলশুঁদী, এরণ্ড ও ভীমরাজ, এইসকল দ্রব্যের কল্ক দ্বারা প্রলেপ দিবে।

দারুণক রোগে স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ করিয়া শিরাবেধ করিবে; এবং অবপীড় নস্য, শিরোবস্তি ও অভ্যঙ্গ প্রয়োগ করিবে। কোদ্রব তৃণ দগ্ধ করিয়া তাহার ক্ষারজল দ্বারা ধৌত করিলে, দারুণক রোগ প্রশমিত হয়। পলিতনাশক চিকিৎসা-বিধি পরে কথিত হইবে।

মসূরিকা রোগে কুষ্ঠঘ্ন দ্রব্যের প্রলেপ হিতকর এবং পিত্তশ্লেষ্মজ বিসর্প-োক্ত চিকিৎসাও তাহাতে উপযোগী।

[illegible]জতুমণি, মশক ও তিলকালক রোগে, শস্ত্রদ্বারা উৎকর্ত্তন করিয়া ক্ষার বা [illegible]প্রয়োগ দ্বারা ধীরে ধীরে দগ্ধ করিবে। ন্যচ্ছ, ব্যঙ্গ ও নীলিকারোগে শিরা-

মোক্ষণ হিতকর। ন্যায় বা অভ্যাস অনুসারে লালাবহ শিরাবেধ কর্ত্তব্য। কোন খরস্পর্শ পদার্থ দ্বারা ঐ সকল স্থান ঘর্ষণ করিয়া, ক্ষীরিবৃক্ষের ছাল দুগ্ধের সহিত পেষণ করতঃ তাহার প্রলেপ দিবে। বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, যষ্টিমধু ও হরিদ্রা, এইসকল দ্রব্যের, অথবা পয়স্যা (অর্কপুষ্পী), অগুরু, কালীয়ক (পীতচন্দন) ও গিরিমাটী, এইসকল দ্রব্যের, কিংবা ঘৃত ও মধুর সহিত শূকরের দাঁত মিশ্রিত করিয়া তাহার প্রলেপ দিবে। কয়েদবেল ও রাজাদনের (ক্ষীরিকার) কল্ক দ্বারা প্রলেপ দিলেও ঐসকল রোগে উপকার হইয়া থাকে।

যুবকগণের মুখদূষিকা পিড়কাতেও এইরূপ চিকিৎসা উপযোগী। ইহাতে বমন করান এবং বচ, লোধ, সৈন্ধব লবণ ও সর্ষপ, অথবা ধনিয়া, বচ, লোধ, ও কুড়, এইসকল দ্রব্যের প্রলেপ ব্যবহার হিতকর। পদ্মিনী-কণ্টকরোগে নিমের কাথ পান করাইয়া বমন করাইবে; নিমের কাথের সহিত সিদ্ধ ঘৃত ও মধুমিশ্রিত করিবে, এবং নিম ও সোন্দালের কল্ক দ্বারা উদ্বর্ত্তন করিবে।

পরিবর্ত্তিকা রোগে ঘৃত মালিশ ও স্বেদপ্রয়োগ করিয়া বাতহর-শাল্বণাদি ঔষধসহ তিনদিন বা পাঁচদিন পর্য্যন্ত বাঁধিয়া রাখিবে; তৎপরে পুনর্ব্বার ঘৃত মালিশ করিয়া ধীরে ধীরে লিঙ্গমণির আবরক চর্ম্ম টানিয়া যথাস্থানে আনিবে এবং লিঙ্গমণির ভিতরের দিকে টিপিতে থাকিবে। মণি চর্ম্ম মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে উপনাহ-স্বেদ, বায়ুনাশক বস্তি (পিচকারী) এবং স্নিগ্ধভোজ্য প্রদান করিবে। অবপাটিকা রোগেও দোষের অবস্থা বিবেচনাপূর্ব্বক এইরূপ চিকিৎসা প্রয়োগ করিতে হইবে।

নিরুদ্ধপ্রকাশ রোগে লৌহ, কাষ্ঠ বা লাক্ষানির্ম্মিত দ্বিমুখবিশিষ্ট নল ঘৃতাভ্যক্ত করিয়া প্রবিষ্ট করিয়া দিবে এবং শিশুমার (শুশু) ও শূকরের বসা ও মজ্জা অথবা বায়ুনাশক দ্রব্যমিশ্রিত চক্রতৈল তাহাতে পরিষেচন করিবে। তিন দিন পরে নল পরিবর্ত্তন করিয়া অপেক্ষাকৃত স্থূলতর নল প্রবেশ করাইতে হইবে। এইরূপে লিঙ্গস্রোত বর্দ্ধিত করিবে, এবং রোগীকে স্নিগ্ধ অন্ন ভোজন করিতে দিবে, অথবা সেবনী পরিত্যাগ পূর্ব্বক লিঙ্গভেদ করিয়া সদ্যঃক্ষতের ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

সন্নিরুদ্ধ-গুদ, বল্মীক ও অগ্নিরোহিণী রোগ সুসাধ্য না হইলে সন্নিরুদ্ধ গুদে নিরুদ্ধ-প্রকাশের ন্যায়, এবং বিসর্প-চিকিৎসানুসারে অগ্নিরোহিণী

চিকিৎসা করিতে হইবে। বল্মীক রোগ অস্ত্রদ্বারা কাটিয়া তুলিয়া ক্ষার ও অগ্নিপ্রয়োগ করিবে, এবং অর্ব্বুদ বিধানানুসারে তাহার শোধন ও রোপণ ঔষধ প্রয়োগ করিবে। বল্মীক অধিক বড় না হইলে, অথবা মর্ম্মস্থানে না জন্মিলে, সংশোধন করিয়া রক্তমোক্ষণ করিবে। কুলথ-মূল, গুলঞ্চ-মূল, সৈন্ধবলবণ, সোঁদালমূল, দন্তীমূল, শ্যামা, তেউড়ীর মূল, তিলকল্ক ও যবশক্তু এইসকল দ্রব্যের কল্ক ঘৃতমিশ্রিত ও সুখোষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিবে, অথবা ইহাদের উপনাহ-স্বেদ প্রয়োগ করিবে। পাকিলে, এবং তাহাতে নালী হইলে, পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক তাহা ছেদন করিয়া অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিবে, এবং ক্ষারপ্রয়োগ পূর্ব্বক দুষ্ট মাংস অপসারিত করিয়া ব্রণ শোধন করিবে। ব্রণ বিশুদ্ধ হইলে, তাহাতে রোপণ-ঔষধ প্রয়োগ করিয়া রোপণ করিবে। জাতীপত্র, গেঁটেলা, ভেলা, মনঃশিলা, শৈলজ, ছোট এলাচ, রক্তচন্দন ও অগুরু, এইসকল দ্রব্যের সহিত নিমের তৈল যথাবিধি পাক করিয়া, সেই তৈল প্রয়োগ করিলে, বল্মীকের ব্রণ (ঘা) নিবারিত হয়। হস্ত বা পদের উপরে বহুছিদ্রযুক্ত ও শোথবিশিষ্ট বল্মীক একেবারে অসাধ্য।

বালকের অহিপূতন রোগ হইলে, প্রথমতঃ ধাত্রীর স্তন্য শোধন করিবে, পরে সেই রোগের চিকিৎসা করিবে। পটোলপত্র, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া ও রসাঞ্জনের সহিত যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া পান করিলে, কষ্টসাধ্য অহিপূতনও প্রশমিত হয়। ব্রণরোপণ জন্য আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, বকুল ও খদিরের কষায় প্রয়োগ করিবে। হীরাকস, গোরোচনা, তুঁতে, হরিতাল ও রসাঞ্জন, কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে, অথবা কুলছাল ও সৈন্ধবলবণ কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে। চূর্ণপ্রয়োগকালে কপাল (খাপরা) ও তুঁতের চূর্ণ প্রয়োগ করিবে। বৃষণকচ্ছুরোগেও অহিপূতনের ন্যায় চিকিৎসা কর্ত্তব্য।

গুদভ্রংশ রোগে নির্গত-গুহ্যনাড়ীতে ঘৃতাদি স্নেহপদার্থ মালিশ ও স্বেদ প্রয়োগ করিয়া তাহা ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দিবে এবং গোফণা-বন্ধন বিধানানুসারে বন্ধন করিবে। বন্ধনের চর্ম্মের মধ্যস্থলে বায়ু ও মলনির্গমের জন্য ছিদ্র রাখিতে হইবে। তৎপরে মহাপঞ্চমূল, মূষিকের অন্ত্রশূন্য মাংস, দুগ্ধ এবং বায়ুনাশক ঔষধ-গণ (ভদ্রদার্ব্বাদি) সহ তৈল পাক করিয়া, সেই তৈল পান ও অভ্যঙ্গের জন্য প্রয়োগ করিবে।

সপ্তম অধ্যায়।

শোথরোগ-চিকিৎসা।

নিদান।—সর্ব্ব-শরীরানুসারী শোথ পাঁচপ্রকার; যথা—বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, সন্নিপাতজ ও বিষজ। উদর পূর্ণ করিয়া আহারের পরে অধিক পর্য্যটন করিলে,—অথবা পিষ্টক, শাক-তরকারী ও লবণ অধিক পরিমাণে ভোজন করিলে,—কৃশ অবস্থায় অতিমাত্রায় অন্ন ভোজন করিলে,—মৃত্তিকা, পঙ্কলোষ্ট্র, খাপরা এবং আনূপ ও ঔদক-মাংস ভোজন করিলে, অজীর্ণ অবস্থায় মৈথুন করিলে—বিরুদ্ধ অন্ন আহার করিলে, কিংবা হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র, রথ ও পদচর্য্যা-দ্বারা শরীর সংক্ষুব্ধ করিলে, বাতাদি দোষসমূহ সমুদায় ধাতু দূষিত করিয়া সর্ব্ব-শরীরে শোথ উৎপাদন করে।

দোষভেদে লক্ষণ।—বাতজ শোথ অরুণ বা কৃষ্ণবর্ণ, কোমল ও অনবস্থিত হয়; ইহাতে সূচীবেধবৎ প্রভৃতি বাতজ বেদনাসমূহ উপস্থিত হইয়া থাকে। পিত্তজ শোথ পীত বা রক্তবর্ণ ও শীঘ্র শরীরব্যাপী হয়; এবং দাহ ও চোষণবৎ বেদনা প্রভৃতি পিত্তজন্য বিবিধ যাতনা ইহাতে উপস্থিত হইয়া থাকে। সন্নিপাতজ শোথে সকল দোষেরই বেদনা ও বর্ণ লক্ষিত হয়।

বিষজ শোথ।—সংযোগজ-বিষ সেবন, দূষিত জলপান, পচা জলে অবগাহন, সবিষ জন্তুর লালাদিগ্ধ চূর্ণদ্বারা গাত্রঘর্ষণ, সবিষ জন্তুর মূত্র, মল ও শুক্রস্পৃষ্ট তৃণকাষ্ঠাদির স্পর্শন; এই সকল কারণে বিষজ শোথ উৎপন্ন হয়। ইহা মৃদু হয়, শীঘ্র জন্মে, ঝুলিয়া পড়ে এবং এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সরিয়া যায়। ইহাতে দাহ থাকে এবং ইহা প্রায়ই পাকে।

স্থানভেদ।—বাতাদি দোষ আমাশয়ে অবস্থিত হইলে, ঊর্দ্ধ অবয়বে শোথ উৎপন্ন করে, পক্কাশয়গত হইলে মধ্যদেহে, মলাশয়গত হইলে অধোদেহে, এবং সর্ব্বাঙ্গগত হইলে সর্ব্বদেহে শোথ উৎপাদন করিয়া থাকে।

অসাধ্য শোথ।—যে শোথ মধ্যদেহে ও সর্ব্বাঙ্গে উৎপন্ন হয়, তাহা কষ্ট-সাধ্য। যে শোথ অর্দ্ধাঙ্গে উৎপন্ন হয়, অথবা যাহা নিম্ন-অবয়বে উৎপন্ন হইয়া ক্রমশঃ উর্দ্ধদিকে বিস্তৃত হইতে থাকে, তাহা অসাধ্য; শোথরোগে শ্বাস, পিপাসা, দুর্ব্বলতা, জ্বর, বমি, অরুচি, হিক্কা, অতিসার ও কাস প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হইলে, রোগীর মৃত্যু ঘটে।

অপথ্য।—সকলপ্রকার শোথরোগেই অম্ল, লবণ, দধি, গুড়, বসা, দুগ্ধ, তৈল, ঘৃত ও পিষ্টকাদি গুরুপাক দ্রব্য সমুদায় পরিত্যাগ করিতে হইবে।

চিকিৎসা।—বাতজ শোথে ত্রিবৃত বা এরণ্ড তৈল, একমাস বা অর্দ্ধমাস পান করাইবে। পিত্তজ শোথে ন্যগ্রোধাদিগণের কষায়-সিদ্ধ ঘৃত পান করিতে দিবে। শ্লেষ্মজ শোথে আরগ্বধাদিগণের কষায়-সিদ্ধ ঘৃত পান করাইবে। সন্নিপাতজ শোথে মনসা-সীজের আঠা এক আঢ়ক, কাঁজি দ্বাদশ আঢ়ক এবং দন্তীমূলের কল্ক ঘৃতের চতুর্থাংশ, ইহাদের সহিত যথানিয়মে ঘৃত-পাক করিয়া তাহাই পান করাইবে। বিষজ শোথের চিকিৎসা কল্পস্থানে কথিত হইয়াছে।

উদররোগে তিল্বক ঘৃত পর্য্যন্ত যে চারিটী ঘৃত কথিত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটীই শোথনাশক। শোথরোগে গোমূত্র সেবন ও গুহ্যদ্বারে বর্ত্তিপ্রয়োগ উপযোগী। প্রত্যহ মধুর সহিত নবায়স সেবন করিতে দিবে। বিড়ঙ্গ, আতইচ, ইন্দ্রযব, দেবদারু, শুঁঠ ও মরিচ, প্রত্যেকের চূর্ণ ১৪ রতি লইয়া একত্র উষ্ণ জলের সহিত সেবন করাইবে। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, যবক্ষার, ও লৌহচূর্ণ ত্রিফলার ক্বাথের সহিত পান করাইবে; এবং সমপরিমিত দুগ্ধের সহিত গোমূত্র পান অথবা সমপরিমিত পুরাতন গুড়ের সহিত উপযুক্ত-পরিমাণে হরীতকী-চূর্ণ সেবন করাইবে। গোমূত্রের সহিত দেবদারু ও শুঁঠের চূর্ণ অথবা গুগ্‌গুলু সেবন করাইয়া শ্বেত-পুনর্নবার কষায় অনুপান করিতে দিবে। সমপরিমিত পুরাতন-গুড়ের সহিত আদা সেবন করাইয়া শ্বেতপুনর্নবার কষায় পান করাইবে। শুষ্ক-মূলার কল্ক ও আদা সেবন করাইয়া দুগ্ধ অনুপান করিতে দিবে। এইসকল ঔষধ, একমাসকাল পর্য্যন্ত প্রত্যহই সেবন করিতে হইবে।

পথ্য।—শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও পুনর্নবার ক্বাথের সহিত ঘৃত পাক করিয়া, সেই ঘৃতের সহিত ভৃষ্টমুগ ভোজন করিতে দিবে। পিপুল, পিপুলমূল,

চই, চিতামূল, আপাং ও পুনর্নবা, ইহাদের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া পান করাইবে। অথবা শুঁঠ ও মুরঙ্গীমূলের সহিত কিংবা শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, এরণ্ডমূল ও শ্যামা-মূলের সহিত, অথবা শ্বেত-পুনর্নবা, শুঁঠ, মুগানী ও দেবদারুর সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া, সেই দুগ্ধ পান করাইবে। যবক্ষার, পিপুল, মরিচ ও শুঁঠ ইহাদের সহিত মুগের যূষ পাক করিবে এবং তাহাতে ঘৃত দিবে কিন্তু লবণ দিবে না। সেই যূষের সহিত যব বা গোধূমের অন্ন ভোজন করাইবে।

কুড়চি, আকন্দ, করঞ্জ, নিম ও পুনর্নবার কাথদ্বারা পরিষেক করিবে। সর্ষপ, সুবর্চ্চলা (হুড়হুড়ে), সৈন্ধব-লবণ ও কাকমাচীর প্রলেপ দিবে। দোষানু-সারে তীক্ষ্ণ বিরেচন ও আস্থাপন অজস্র প্রয়োগ করিবে। স্নেহ, স্বেদ ও উপনাহ ব্যবহার করিবে। শিরামোক্ষণ করিয়া রক্তাবসেচন করিবে; কিন্তু যে শোথ অন্যরোগের উপদ্রবস্বরূপ উৎপন্ন হয়, তাহাতে রক্তমোক্ষণ করিবে না।

অষ্টম অধ্যায়।

—:০:—

মুখরোগ-চিকিৎসা।

প্রকারভেদ।—মুখরোগ পঞ্চষষ্টিপ্রকার। তাহাদের উৎপত্তিস্থান সাতটী; যথা—ওষ্ঠদ্বয়, দন্তমূল, জিহ্বা, তালু, কণ্ঠ ও সমুদায় মুখ। তন্মধ্যে ওষ্ঠ-দ্বয়ে ৮ অষ্টপ্রকার, দন্তমূলে ১৫ পঞ্চদশ প্রকার, দন্তে ৮ আটপ্রকার, জিহ্বায় ৫ পাঁচপ্রকার, তালুতে ৯ নয় প্রকার, কণ্ঠে ১৭ সতের প্রকার এবং সমুদায় মুখে ৩ তিনপ্রকার।

ওষ্ঠরোগ।—বায়ু, পিত্ত, কফ, সন্নিপাত, রক্ত, মাংস, মেদ ও অভিঘাত, এই অষ্টবিধ কারণ হইতে ওষ্ঠদ্বয়ে ৮ আটপ্রকার ওষ্ঠরোগ উৎপন্ন হয়। বাতজ ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয় কর্কশ, রুক্ষ, স্তব্ধ, কৃষ্ণবর্ণ ও তীব্র বেদনাযুক্ত হয়, এবং ওষ্ঠ যেন দালিত ও পাটিত হইতে থাকে; পিত্তজ ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয়ে সর্ষপাকৃতি

পিড়কা জন্মে, তাহা জ্বালা করে, পাকে, তাহা হইতে স্রাব নিঃসৃত হয় এবং তাহা নীল বা পীতবর্ণ হয়। কফজ ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠে ত্বক্-সমবর্ণ ও বেদনাহীন পিড়কা উৎপন্ন হয় এবং ওষ্ঠদ্বয় কণ্ডূ ও শোথযুক্ত, পিচ্ছিল, শীতল ও গুরু হইয়া থাকে। সন্নিপাতজ ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয় কখন কৃষ্ণ, কখন পীত, কখন বা শ্বেতবর্ণ এবং নানাপ্রকার পিড়কাব্যাপ্ত হয়। রক্তজ ওষ্ঠরোগে খর্জ্জুরফলের ন্যায় বর্ণ-বিশিষ্ট পিড়কা জন্মে, তাহা হইতে রক্তস্রাব হয় এবং ওষ্ঠদ্বয় রক্তবর্ণ হয়। মাংস-দুষ্টিজন্য ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয় গুরু, স্থূল ও মাংসপিণ্ডের ন্যায় উদ্গত হয় এবং ওষ্ঠ-প্রান্তদ্বয়ে ক্রিমি জন্মে। মেদোজ ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয় ঘৃতমণ্ডের ন্যায় চিক্কণ, কণ্ডুযুক্ত, স্থির, মৃদু ও গুরু হয় এবং তাহা হইতে স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছস্রাব নিঃসৃত হইয়া থাকে। অভিঘাত জন্য ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয় রক্তবর্ণ, বিদারণবৎ বা কুঠারাঘাতের ন্যায় বেদনাযুক্ত, গ্রন্থিল এবং কণ্ডুবিশিষ্ট হয়।

দন্তমূলগত রোগ।—শীতাদ, দন্তমূল-পুপ্পুটক, দন্তবেষ্টক, শৌষির, মহাশৌষির, পরিদর, উপকুশ, দন্তবৈদর্ভ, বর্দ্ধন, অধিমাংস এবং পাঁচপ্রকার নাড়ী (নালী), দন্তমূলে এই পঞ্চপ্রকার রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

যে রোগে দন্তমূল হইতে অকস্মাৎ রক্তস্রাব হয়, দন্তমাংসসকল ক্রমশঃ পচিয়া ক্লেদযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ ও কোমল হইয়া খসিয়া পড়িতে থাকে, তাহাকে শীতাদ রোগ কহে। কফ ও রক্তের দুষ্টিবশতঃ এই রোগ উৎপন্ন হয়। দুইটী বা তিনটী দাঁতের মূলদেশে এককালে অতি বেদনাযুক্ত শোথ উপস্থিত হইলে তাহাকে দন্তপুপ্পুট কহে। ইহাও কফ-রক্তজ-ব্যাধি। দুষ্টরক্ত হইতে দন্তবেষ্টক রোগ উৎপন্ন হয়। ইহাতে দন্তসকল নড়ে এবং দন্তমূল হইতে পূয-রক্ত নিঃসৃত হয়। কফ ও রক্তের দুষ্টিবশতঃ দন্তমূলে বেদনা ও কণ্ডূ-যুক্ত শোথ জন্মে এবং তাহা হইতে লালাস্রাব হয়; ইহাকে শৌষির রোগ কহে। যে রোগে দন্তবেষ্ট হইতে দন্তসকল বিচলিত হয়, তালু বিদীর্ণ হইয়া যায়, দন্তমাংস পচিয়া যায় এবং মুখ পীড়িত হয়, তাহাকে মহাশৌষির রোগ কহে। ইহা ত্রিদোষজ ব্যাধি। রক্ত, পিত্ত ও কফের দুষ্টির জন্য পরিদর নামক রোগ জন্মে; তাহাতে দন্তমাংসসকল শীর্ণ হইয়া যায় এবং রক্ত নিঃসৃত হয়। যে রোগে দন্তবেষ্ট পাকিয়া উঠে, জ্বালা করে, দন্তসকল নড়িতে থাকে, এবং অল্প ঘট্টিত হইলেই রক্ত নিঃসৃত হয় ও অল্প বেদনা হয়, এবং রক্ত নিঃসৃত

হইলে মুখ আধ্মানযুক্ত ও পূতিগন্ধবিশিষ্ট হয়, তাহাকে উপকুশ রোগ কহে। ইহা রক্ত ও পিত্তের দুষ্টিজনিত ব্যাধি। দন্তমূল ঘৃষ্ট হইলে তাহাতে যদি প্রবল শোথ হয়, এবং দন্তসকল নড়িতে থাকে, তবে তাহাকে দন্তবৈদর্ভ রোগ কহে। ইহা আগন্তুজ ব্যাধি। বায়ুপ্রকোপ বশতঃ প্রবল যাতনার সহিত একটী অধিক দন্ত উদ্গত হইলে, তাহাতে বর্দ্ধনরোগ কহে। দন্ত উদ্গত হওয়ার পরে ইহার যন্ত্রণা প্রশমিত হইয়া থাকে। হনুকূহরের প্রান্তস্থিত দন্তমূলে অত্যন্ত বেদনাযুক্ত প্রবল শোথ উপস্থিত হইয়া লালাস্রাব হইতে থাকিলে, তাহাকে অধিমাংস রোগ কহে। ইহা শ্লেষ্মজনিত ব্যাধি। নাড়ী-ব্রণাধিকারে বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ত্রিদোষজ ও আগন্তুজ—যে পাঁচপ্রকার নাড়ীব্রণের লক্ষণ কথিত হইয়াছে, দন্তমূলেও সেই পাঁচপ্রকার নাড়ী উৎপন্ন হইয়া থাকে।

দন্তরোগ।—দালন, ক্রিমিদন্ত, দন্তহর্ষ, ভঞ্জনক, শর্করা, কপালিকা, শ্যাবদন্তক ও হনুমোক্ষ, এই আটপ্রকার রোগ দন্তে উৎপন্ন হয়। দালনরোগে দন্তসকলে তীব্র বেদনা হয়, এবং দন্তসকল দলিত হওয়ার ন্যায় বহুবিধ যন্ত্রণা হইয়া থাকে। ইহা বায়ুর প্রকোপে জন্মে। ক্রিমিদন্তক রোগও বাতজ; ইহাতে দন্তসকল কৃষ্ণবর্ণ ও ছিদ্রযুক্ত হয়, দাঁত নড়িতে থাকে, লালাস্রাব হয়, দন্তমূলে অতি বেদনাযুক্ত শোথ হয়, এবং অকারণে বেদনার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বায়ুর প্রকোপবশতঃ দন্তসকল শীত, উষ্ণ, বা স্পর্শ সহ্য করিতে না পারিলে, তাহাকে দন্তহর্ষ রোগ কহে। বায়ু ও শ্লেষ্মার প্রকোপে মুখ বক্র এবং দন্ত ভগ্ন ও তীব্র বেদনা উপস্থিত হইলে, তাহাকে ভঞ্জনক রোগ কহে। দন্তসমূহে শর্করার ন্যায় কঠিনীভূত মল জমিলে, তাহাকে দন্তশর্করা কহে। ইহাতে দন্তের গুণ নষ্ট হইয়া যায়। ঐ দন্তশর্করা যখন দন্তাবয়বের সহিত কপালিকার (খাপরার) ন্যায় বিদীর্ণ হইয়া যায়, তখন তাহাকে কপালিকা কহে। ইহাতে দন্তসকল নষ্ট হইয়া যায়। রক্তমিশ্রিত পিত্তদ্বারা দন্ত দগ্ধ হইয়া শ্যাব বা নীলবর্ণ হইলে, তাহাকে শ্যাবদন্তক বলা যায়। উচ্চৈঃস্বরে কথন, কঠিন বস্তু চর্ব্বণ, অথবা জৃম্ভণাদি কারণে বায়ুর প্রকোপবশতঃ হনুসন্ধি বিশ্লিষ্ট হইলে, তাহাকে হনুমোক্ষ কহে। ইহাতে অর্দ্দিত রোগের লক্ষণগুলি উপস্থিত হয়।

জিহ্বারোগ।—বাতজ, পিত্তজ ও কফজভেদে ত্রিবিধ কণ্টক, এবং অলাস ও উপজিহ্বিকা, জিহ্বায় এই পাঁচপ্রকার রোগ উৎপন্ন হয়। বাতজ কণ্টকে জিহ্বা স্ফুটিত, স্বাদগ্রহণে অসমর্থ, এবং সেগুন-পত্রের ন্যায় খরস্পর্শ হয়। পিত্তজ কণ্টকে জিহ্বা পীতবর্ণ, দাহযুক্ত এবং রক্তবর্ণ কণ্টক দ্বারা ব্যাপ্ত হয়। কফজ কণ্টকরোগে জিহ্বা গুরু, স্থূল, এবং শাল্মলী-কণ্টকের ন্যায় মাংসাঙ্কুর দ্বারা ব্যাপ্ত হয়। জিহ্বাতলে দারুণ শোথ উৎপন্ন হইয়া জিহ্বা স্তম্ভিত এবং জিহ্বামূলে অত্যন্ত পাক উৎপাদন করিলে, তাহাকে অলাস রোগ কহে। কফ ও রক্ত এই দুইয়ের প্রকোপে অলাসরোগ জন্মে। জিহ্বার নিম্নভাগে লালাস্রাব, কণ্ডূ ও দাহযুক্ত এবং জিহ্বার অগ্রভাগের ন্যায় আকৃতি-বিশিষ্ট শোথ উপস্থিত হইয়া জিহ্বা উন্নত করিয়া রাখিলে, তাহাকে উপজিহ্বিকা কহে। দূষিত কফ ও রক্ত হইতে এই রোগ জন্মে।

তালুরোগ।—গলশুণ্ডিকা, তুণ্ডিকেরী, অধ্রুষ, মাংসকচ্ছপ, অর্ব্বুদ, মাংসসঙ্ঘাত, তালুপুপ্পুট, তালুশোষ ও তালুপাক, তালুতে এই নয়প্রকার রোগ উৎপন্ন হয়।

দূষিত কফ ও রক্ত হইতে তালুমূলে যে দীর্ঘ শোথ উৎপন্ন হইয়া বায়ুপূর্ণ চর্ম্মপুটকের ন্যায় ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়, তাহাকে গলশুণ্ডিকা কহে। ইহাতে তৃষ্ণা, কাস ও শ্বাস উপস্থিত হইয়া থাকে। দূষিত কফ ও রক্ত হইতেই তুণ্ডিকেরী নামক রোগ জন্মে। ইহাতে তালুমূলে স্থূল শোথ উৎপন্ন হয়, সেই শোথে সূচীবেধবৎ যন্ত্রণা ও দাহ থাকে, এবং তাহা পাকিয়া উঠে। তালুদেশে রক্তজনিত রক্তবর্ণশোথ উৎপন্ন হইলে, তাহাকে অধ্রুষ কহে; ইহাতে শোথ স্তব্ধ হইয়া থাকে এবং বেদনা ও জ্বর হয়। কচ্ছপের ন্যায় উন্নত ও বেদনাশূন্য যে শোথ অতি ধীরে ধীরে উৎপন্ন হয়, তাহাকে মাংসকচ্ছপ কহে; ইহা শ্লেষ্মজনিত ব্যাধি। তালুমধ্যে পদ্ম-কর্ণিকার ন্যায় শোথ উৎপন্ন হইলে, তাহাকে অর্ব্বুদ কহে। ইহা রক্তজনিত ব্যাধি। পূর্ব্বোক্ত রক্তার্ব্বুদের লক্ষণসমূহ ইহাতে লক্ষিত হইয়া থাকে। শ্লেষ্মদুষ্টিবশতঃ তালুর প্রান্তভাগে বেদনাশূন্য মাংসোপচয় হইলে, তাহাকে মাংসসঙ্ঘাত কহে। মেদোমিশ্রিত কফের দুষ্টিবশতঃ তালুদেশে কুলের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট বেদনাশূন্য স্থায়ী শোথ উৎপন্ন হইলে তাহাকে তালুপুপ্পুট কহে। বায়ু ও পিত্ত হইতে তালুদেশে

শোষ এবং বিদীর্ণ হওয়ার ন্যায় যন্ত্রণা উপস্থিত হইলে, তাহাকে তালুশোষ কহে। পিত্ত কুপিত হইয়া তালুদেশে অত্যন্ত পাক উপস্থিত করিলে, তাহাকে তালুপাক কহে।

কণ্ঠরোগ।—পঞ্চবিধ রোহিণী, কণ্ঠশালুক, অধিজিহ্ব, বলয়, বলাস, একবৃন্দ, বৃন্দ, শতঘ্নী, গিলায়ু, গলবিদ্রধি, গলৌঘ, স্বরঘ্ন, মাংসতান ও বিদারী, এই ১৮ অষ্টাদশপ্রকার রোগ কণ্ঠদেশে উৎপন্ন হয়।

বায়ু, পিত্ত, কফ ও রক্ত, ইহারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বা মিলিত ভাবে কুপিত হইয়া, কণ্ঠমধ্যভাগের মাংস দূষিত করিয়া, মাংসাঙ্কুর উৎপাদন করে, তাহাতে ক্রমশঃ কণ্ঠরুদ্ধ হওয়ায় রোগীর প্রাণনাশ হইয়া থাকে; ইহাকে রোহিণী রোগ কহে। জিহ্বার চতুর্দ্দিকে অত্যন্ত বেদনাবিশিষ্ট মাংসাঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া ক্রমশঃ কণ্ঠরোধ এবং বায়ুজনিত বিবিধ উপদ্রব উপস্থিত করিলে, তাহাকে বাতজ-রোহিণী বলা যায়। যেসকল মাংসাঙ্কুর শীঘ্র উৎপন্ন হয়, শীঘ্র পাকে, যাহাতে অত্যন্ত জ্বালা এবং তীব্র জ্বর হয়, তাহা পিত্তজ-রোহিণী। কফজ-রোহিণীতে মাংসাঙ্কুরসকল গুরু, স্থির, এবং অল্পপাকবিশিষ্ট হয়; ইহাতেও কণ্ঠরোধ হইয়া যায়। ত্রিদোষজ রোহিণীতে তিন দোষেরই লক্ষণ লক্ষিত হয় এবং মাংসাঙ্কুরসকল অল্পপাকবিশিষ্ট ও অপ্রতিবার্য্য হইয়া থাকে। যে রোহিণী স্ফোটকব্যাপ্ত এবং পিত্তজ-রোহিণীর লক্ষণবিশিষ্ট, তাহা রক্তজ-রোহিণী। ইহা অসাধ্য ব্যাধি।

কণ্ঠমধ্যে কুল-আঁটির ন্যায় খরস্পর্শ, কঠিন ও কফজনিত গ্রন্থি উৎপন্ন হইয়া, কণ্টক বা শূলনিখাতের ন্যায় বেদনা উপস্থিত করিলে, তাহাকে কণ্ঠশালুক কহে। জিহ্বামূলের উপরিভাগে জিহ্বাগ্রভাগের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট যে শোথ উৎপন্ন হয়, তাহাকে অধিজিহ্ব কহে। ইহা রক্তমিশ্রিত-কফজনিত ব্যাধি; পাকিলে এই রোগ অসাধ্য হয়। কণ্ঠদেশে কফজনিত উন্নত শোথ উৎপন্ন হইয়া, অন্নবহ স্রোত রুদ্ধ হইলে তাহাকে বলয় কহে। ইহা অনিবার্য্য সুতরাং বিবর্জ্জনীয়। বায়ু ও কফ কুপিত হইয়া, কণ্ঠদেশে শ্বাস ও বেদনা-জনক, মর্ম্মচ্ছেদকর, দুর্নিবার্য্য শোথ উৎপাদন করিলে, তাহাকে বলাস কহে। কণ্ঠমধ্যে যে গোলাকার, উন্নত, দাহযুক্ত কণ্ডুবিশিষ্ট, মৃদুস্পর্শ ও গুরু শোথ উৎপন্ন হয়, এবং যাহা পাকে না, তাহাকে একবৃন্দ কহে। ইহা কফরক্তজ

ব্যাধি। তীব্রদাহ, তীব্রজ্বর, এবং সূচীবেধবৎ যন্ত্রণাবিশিষ্ট যে গোলাকার উন্নত শোথ কণ্ঠমধ্যে উৎপন্ন হয়, তাহাকে বৃন্দ কহে। ইহা বায়ু ও রক্তজনিত ব্যাধি। কণ্ঠমধ্যে লৌহ-কণ্টকাকীর্ণ "শতঘ্নী" নামক অস্ত্রবিশেষের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট কঠিন বর্ত্তি উৎপন্ন হইয়া কণ্ঠরোধ করিলে, তাহাকে শতঘ্নী কহে। ইহা ত্রিদোষজ ব্যাধি। ত্রিদোষজনিত বিবিধ বেদনা ইহাতে উপস্থিত হইয়া থাকে। এই রোগ অসাধ্য। কণ্ঠমধ্যে আমলকীর আঁটির ন্যায় আকৃতি ও পরিমাণবিশিষ্ট, কঠিন ও অল্প বেদনাযুক্ত শোথ উৎপন্ন হইলে, তাহাকে গিলায়ু কহে। এই রোগে কণ্ঠমধ্যে আহার্য্য দ্রব্য আটকাইয়া আছে বলিয়া বোধ হয়। কফ ও রক্তের প্রকোপে এই রোগের উৎপত্তি হয়। ইহা শস্ত্রসাধ্য ব্যাধি। ত্রিদোষের প্রকোপ বশতঃ সমস্ত কণ্ঠ ব্যাপিয়া, ত্রিদোষজনিত বিবিধ বেদনাবিশিষ্ট যে শোথ উৎপন্ন হয়, তাহাকে গলবিদ্রধি কহে। ত্রিদোষজ বিদ্রধির লক্ষণ সমূহও ইহাতে লক্ষিত হয়। কফ ও রক্তের প্রকোপে এক প্রকার বৃহৎ শোথ উৎপন্ন হইয়া অন্ন, জল ও বায়ুর গতি রোধ করিলে, এবং তাহাতে তীব্র জ্বর উপস্থিত হইলে তাহা গলৌঘ নামে অভিহিত হয়। যে রোগে কফকর্ত্তৃক শ্বাস-পথ রুদ্ধ হওয়ায় রোগী মূর্চ্ছা যায়, কষ্টের সহিত শ্বাস ত্যাগ করে, স্বরভঙ্গ হয়, এবং কণ্ঠ শুষ্ক ও অবশ হইয়া যায়, তাহাকে স্বরঘ্ন কহে। বায়ুর প্রকোপে এই রোগের উৎপত্তি হয়। ত্রিদোষপ্রকোপে কণ্ঠদেশে অতি কষ্টদায়ক যে লম্বমান শোথ উৎপন্ন হয় এবং ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া কণ্ঠরোধ করে, তাহাকে মাংসতান কহে। ইহা প্রাণনাশক। যে রোগে কণ্ঠমধ্যে তোদ ও দাহবিশিষ্ট রক্তবর্ণ শোথ জন্মে, এবং ক্রমশঃ সেই শোথের মাংস পচিয়া দুর্গন্ধ হইয়া বসিয়া পড়ে, তাহাকে বিদারী কহে। যে পার্শ্বে অধিক শয়ন করা অভ্যাস, এই রোগ সেই পার্শ্বেই অধিক জন্মিয়া থাকে।

সর্ব্বসর রোগ।—বায়ু, পিত্ত, কফ ও রক্তের প্রকোপ হইতে মুখের সর্ব্বাবয়বে চারিপ্রকার রোগ উৎপন্ন হয়। বাতজ সর্ব্বসর রোগে সমস্ত মুখে সূচীবেধবৎ যন্ত্রণাদায়ক স্ফোটকসমূহ উৎপন্ন হয়। পিত্তজ সর্ব্বসর রোগে রক্ত বা পীতবর্ণ দাহযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটক সমস্ত মুখে উৎপন্ন হয়। কফজ সর্ব্বসর রোগে কণ্ডূ ও অল্পবেদনাযুক্ত গাত্র-সমবর্ণ স্ফোটকদ্বারা সমস্ত মুখ

ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। রক্তজ সর্ব্বসর রোগের লক্ষণ পিত্তজনিত সর্ব্বসরের ন্যায়। কেহ কেহ ইহাকে মুখপাক বলেন।

ওষ্ঠরোগ-চিকিৎসা।—বাতজ ওষ্ঠরোগে ঘৃত, তৈল, বসা ও মজ্জার সহিত মোম মিশ্রিত করিয়া, সেই স্নেহ পদার্থের অভ্যঙ্গ করিবে, এবং ওষ্ঠে নাড়ীস্বেদ ও শাল্বণ-উপনাহ প্রয়োগ করিবে। ইহাতে সরল-নির্য্যাস, ধূনা, দেবদারু, গুগগুলু ও যষ্টিমধু, ইহাদের চূর্ণদ্বারা প্রতিসারণ এবং বাতহর-তৈলের নস্য ও হিতকর।

পিত্তজ, রক্তজ ও অভিঘাতজন্য ওষ্ঠরোগে জলৌকা (জোঁক) দ্বারা রক্ত-মোক্ষণ করিবে এবং পিত্তবিদ্রধির ন্যায় চিকিৎসা করিবে। কফজ ওষ্ঠরোগে জলৌকাদিদ্বারা রক্তমোক্ষণ করিয়া, শিরোবিরেচন, ধূম, স্বেদ ও কবল প্রয়োগ করিবে; এবং শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সাচীক্ষার, যবক্ষার ও বিট্‌লবণ, ইহাদের চূর্ণ মধুমিশ্রিত করিয়া ওষ্ঠে প্রতিসারণ (ঘর্ষণ) করিবে।

দন্তমূল ব্যাধি-চিকিৎসা।—শীতাদ রোগে রক্তমোক্ষণ করিয়া শুঁঠ, সর্ষপ, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, মুতা ও রসাঞ্জন, এইসকল দ্রব্যের ক্বাথের গণ্ডূষ ধারণ করিবে। প্রিয়ঙ্গু, মুতা, আমলকী, হরীতকী ও বহেড়া পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিবে। ত্রিফলার ক্বাথ এবং যষ্টিমধু, নীলশুঁদিফুল ও পদ্মের কল্কসহ ঘৃত পাক করিয়া, সেই ঘৃতের নস্য গ্রহণ করিবে। পরিদর রোগের চিকিৎসাও এইরূপ।

দন্ত-পুপ্পুটক রোগের প্রথম অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করিবে। তৎপরে পঞ্চলবণ ও যবক্ষার মধুমিশ্রিত করিয়া তাহাদ্বারা প্রতিসারণ (ঘর্ষণ) করিবে। শিরো-বিরেচন, নস্যপ্রয়োগ এবং স্নিগ্ধ অন্ন ভোজন ইহাতে হিতকর।

দন্তবেষ্টক রোগে অর্থাৎ দন্তবেষ্ট হইতে স্রাব নিঃসৃত হইলে, সেই ব্রণস্থানে লোধ, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু ও লাক্ষার চূর্ণ মধুমিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা প্রতিসারণ করিবে। বটাদি ক্ষীরিবৃক্ষের ক্বাথের সহিত মধু, ঘৃত ও চিনি মিশ্রিত করিয়া, তাহার গণ্ডূষ ধারণ করিবে। কাকোল্যাদিগণের কল্ক এবং দশগুণ দুগ্ধসহ ঘৃত পাক করিয়া, সেই ঘৃতের নস্য প্রয়োগ করিবে।

শৌশির রোগে রক্তমোক্ষণ করিয়া, লোধ, মুতা ও রসাঞ্জনের চূর্ণ মধুমিশ্রিত করিয়া, তাহার প্রলেপ দিবে; এবং ক্ষীরিবৃক্ষের ক্বাথের গণ্ডূষ করিবে। অন-

মূল, নীলশুঁটী, যষ্টিমধু, সাবর-লোধ, অগুরু ও রক্তচন্দনের কল্ক এবং দশগুণ ঘৃত পাক করিয়া তাহার নস্য প্রয়োগ করিবে।

উপকুশ রোগে বমন, বিরেচন ও শিরোবিরেচন প্রয়োগ করিয়া, ডুমুরপত্র বা গোজিয়াপত্র দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া রক্তস্রাব করাইবে। তৎপরে ত্রিকটুচূর্ণ ও সৈন্ধবলবণ মধুমিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা প্রতিসারণ করিবে। পিপুল, সর্ষপ, শুঁঠ, ও হিজ্জলফল একত্র পেষণ পূর্ব্বক উষ্ণজলে আলোড়িত করিয়া, তাহার কবল ধারণ করিতে দিবে। মধুরগণোক্ত দ্রব্যের সহিত ঘৃত পাক করিয়া, সেই ঘৃতের নস্য গ্রহণ করিতে দিবে।

দন্তবৈদর্ভ রোগে শস্ত্রদ্বারা দন্তমূল চিরিয়া দিবে, তৎপরে তাহাতে ক্ষারপ্রয়োগ করিয়া, সর্ব্ববিধ শীতলক্রিয়া করিবে। অধিদন্তরোগে অধিক দন্তটী তুলিয়া ফেলিবে এবং তৎপরে সেইস্থানে অগ্নিপ্রয়োগ করিবে। ইহাতে ক্রিমিদন্তকের চিকিৎসাও কর্ত্তব্য।

অধিমাংস রোগে অধিক মাংস ছেদন করিয়া, বচ, চই, আকনাদি, সাচীক্ষার ও যবক্ষার মধুমিশ্রিত করিয়া তাহাদ্বারা প্রতিসারণ করিবে। মধুর সহিত পিপুল-চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া তাহার কবল ধারণ করিবে। পটোলপত্র, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া ও নিম, এইসকলের কাথদ্বারা অধিমাংস ধৌত করিবে। শিরোবিরেচন ও বিরেচন-ধূম প্রয়োগেও উপকার হইয়া থাকে।

দন্তমূলে নালী উৎপন্ন হইলে, তাহার সাধারণ চিকিৎসা নাড়ীব্রণের ন্যায়। যে দন্ত আশ্রয় করিয়া নালী উৎপন্ন হয়, তাহা উপর পাটীর দাঁত না হইলে, সেই দন্ত তুলিয়া ফেলিবে এবং দন্তমাংস ছেদন করিবে। তৎপরে ক্ষত শোধন করিয়া ক্ষার বা অগ্নিদ্বারা সেই স্থান দগ্ধ করিয়া দিবে। দন্তনালী উপেক্ষিত হইলে, সেই নালী হনুমূলের অস্থি ভেদ করে; সুতরাং দন্ত-নালীতে দন্ত সমূলে তুলিয়া ফেলাই প্রয়োজন। উপর পাটীর দাঁত শূলযুক্ত হইলে ও তাহার বন্ধন দৃঢ় থাকিলে, সে দাঁত তুলিতে নাই; কারণ, দৃঢ়-বন্ধন দন্ত তুলিয়া ফেলিলে অতিরিক্ত রক্তস্রাব হইয়া, আক্ষেপক, অর্দ্দিত ও আন্ধ্য প্রভৃতি রোগ উৎপাদন করিতে পারে। জাতীপত্র, মদনফল, কণ্ট-কারী বা গোক্ষুর এবং খদির, এইসকল দ্রব্যের কাথদ্বারা ইহাতে মুখ-প্রক্ষালন করিবে। জাতীপত্র, মদনফল, কটকী, গোক্ষুর, যষ্টিমধু, লোধ,

মঞ্জিষ্ঠা ও খদির, এইসকল দ্রব্যের সহিত তৈল পাক করিয়া দন্তনাড়ীতে প্রয়োগ করিলে, নাড়ীক্ষত বিনষ্ট হয়।

দন্তরোগ-চিকিৎসা।—দন্তহর্ষরোগে সাধারণ স্নেহপদার্থ অথবা ত্রিবৃত ঘৃত ঈষদুষ্ণ করিয়া তাহার কবল ধারণ করিবে; কিংবা বায়ুনাশক দ্রব্যের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া, তাহারই কবল ধারণ করিবে। স্নৈহিক ধূম ও নস্যপ্রয়োগ, স্নিগ্ধ ভোজন, মাংসরস, মাংসরসমিশ্রিত যবাগূ, দুগ্ধ, সর ও ঘৃতসেবন এবং শিরোবস্তি ও বায়ুনাশক ক্রিয়াসমূহ দ্বারা এই রোগের উপশম হয়।

দন্তশর্করা রোগে—দন্তমূল আহত না হয়—এইরূপভাবে শর্করা উদ্ধৃত করিবে। তৎপরে মধুমিশ্রিত লাক্ষাচূর্ণদ্বারা সেই স্থান ঘর্ষণ করিবে এবং দন্তহর্ষের চিকিৎসাসমূহ অবলম্বন করিবে। কপালিকা রোগেও দন্তহর্ষোক্ত চিকিৎসা কর্ত্তব্য। কিন্তু ইহা অতি কষ্টসাধ্য রোগ। ক্রিমিদন্তে দন্ত না নড়িলে, তাহাতে স্বেদপ্রয়োগ ও রক্তমোক্ষণ করিবে। অবপীড় নস্য এবং বাতঘ্ন স্নেহ-পদার্থের গণ্ডূষ ধারণ ইহাতে উপকারী। ভদ্রদার্ব্বাদিগণ ও পুনর্নবা পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিবে এবং স্নিগ্ধ ভোজনের ব্যবস্থা করিবে। চলদ্দন্ত তুলিয়া ফেলিয়া সেইস্থান দগ্ধ করিয়া শোধন করিবে। তৎপরে শালপাণি, যষ্টিমধু, পানিফল ও কেশুর, এইসকলের কল্ক এবং দশগুণ দুগ্ধসহ তৈল পাক করিয়া, সেই তৈলের নস্য প্রয়োগ করিবে। হনুমোক্ষ-রোগে অর্দ্দিত রোগের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। দন্তরোগে অম্লফল, শীতল জল, রুক্ষ অন্ন, কাষ্ঠদ্বারা দন্তধাবন এবং কঠিন ভক্ষ্যদ্রব্য ভোজন পরিত্যাগ করা আবশ্যক।

জিহ্বারোগ-চিকিৎসা।—বাতজ-ওষ্ঠরোগে যেসকল চিকিৎসা কথিত হইয়াছে, বাতজ-জিহ্বা-কণ্টকরোগেও সেই সমস্ত চিকিৎসা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। পিত্তজ-জিহ্বাকণ্টকে জিহ্বা ঘর্ষণ করিয়া দুষ্ট শোণিত নিঃসারিত করিবে এবং মধুরগণোক্ত দ্রব্যদ্বারা প্রতিসারণ, তাহারই ক্বাথের গণ্ডূষধারণ এবং মধুরগণোক্ত দ্রব্যেরই নস্যগ্রহণ করিবে। কফজ-জিহ্বা-কণ্টকে জিহ্বা লেখন করিয়া (চাঁচিয়া) রক্ত নিঃসারণ করিবে। তৎপরে পিপ্পল্যাদিগণের চূর্ণ মধু-সংযুক্ত করিয়া তদ্দ্বারা জিহ্বা ঘর্ষণ করিবে। শ্বেত-সর্ষপের কল্ক ও সৈন্ধব লবণ জলে গুলিয়া তাহার কবল ধারণ করিবে। পটোলপত্র, নিম, বেগুণ ও যবক্ষার

ইহাদের যূষ প্রস্তুত করিয়া, সেই যূষের সহিত অন্ন ভোজন করিবে। উপজিহ্বাও লেখন করিয়া ক্ষারদ্বারা প্রতিসারণ করিবে এবং ইহাতে শিরোবিরেচন, গণ্ডূষ ও ধূম প্রয়োগ করিবে।

তালুরোগ-চিকিৎসা।—অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী, এই উভয় অঙ্গুলি দ্বারা অথবা সন্দংশন (সাঁড়াশি) যন্ত্রদ্বারা গলশুণ্ডিকা আকর্ষণ করিয়া, মণ্ডলাগ্র শস্ত্র-দ্বারা তাহার তিনভাগ ছেদন করিবে। ইহার অধিক ছেদন করিলে, অধিক রক্তস্রাব হইয়া রোগীর প্রাণনাশ হইতে পারে। ইহার অল্প ছেদন করিলে, শোথ, লালাস্রাব, নিদ্রা, গাত্রঘূর্ণন ও অন্ধকারদর্শন প্রভৃতি উপদ্রব ঘটে।

ছেদনের পরে মরিচ, আতইচ, আকনাদী বচ, কুড় ও কেওট মুতা, ইহাদের চূর্ণের সহিত মধু ও লবণ মিশ্রিত করিয়া, তাহাদ্বারা প্রতিসারণ করিবে। বচ, আতইচ, আকনাদী, রাস্না, কটকী ও নিম, ইহাদের ক্বাথের কবল করিবে। ইঙ্গুদী, আপাং, দন্তীমূল, তেউড়ীমূল, দেবদারু, এই পাঁচটী দ্রব্য পেষণ করিবে এবং তাহার সহিত সুগন্ধিদ্রব্য মিলিত করিয়া সুগন্ধি করিবে। তৎপরে তদ্দ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া, সেই বর্ত্তির ধূম পান করিতে দিবে। প্রত্যহ দুইবার করিয়া অর্থাৎ প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে ধূমপান করিতে হইবে। এই ধূমপানে কফেরও উপশম হয়। গলশুণ্ডী-রোগীকে মুগের যূষের সহিত যবক্ষার মিশ্রিত করিয়া, সেই যূষ পান করিতে দিবে। তুণ্ডীকেরী, অধ্রুষ, কূর্ম্ম, মাংসসঙ্ঘাত ও তালু-পুপ্পুট প্রভৃতি রোগেও এই বিধি অনুসারে শস্ত্রকর্ম্ম করিবে। তালুপাক রোগে পিত্তনাশক ক্রিয়া প্রযোজ্য। তালুশোথ রোগে স্নেহ, স্বেদ ও বায়ুনাশক ক্রিয়া কর্ত্তব্য।

কণ্ঠরোগ-চিকিৎসা।—সাধ্য-রোহিণীরোগে রক্তমোক্ষণ হিতকর। ইহাতে বমন, ধূমপান, গণ্ডূষধারণ ও নস্যগ্রহণ প্রশস্ত। বাতজ রোহিণী রোগে রক্তমোক্ষণের পরে লবণদ্বারা প্রতিসারণ করিবে ও ঈষদুষ্ণ-স্নেহ-পদার্থের গণ্ডূষ ধারণ করিবে। পিত্তজ-রোহিণীরোগে রক্তচন্দন বা বকমকাষ্ঠের চূর্ণের সহিত চিনি ও মধুমিশ্রিত করিয়া, তদ্দ্বারা প্রতিসারণ করিবে এবং দ্রাক্ষা ও ফলসা ফলের ক্বাথ করিয়া তাহার কবল করিবে। শ্লেষ্মজ-রোহিণীরোগে ঝুল ও কটকী-চূর্ণ দ্বারা প্রতিসারণ করিবে ও শ্বেত-তেউড়ী, বিড়ঙ্গ, দন্তীমূল ও সৈন্ধব-লবণ, এইসকল দ্রব্যের সহিত তৈল পাক করিয়া, সেই তৈলের নস্য ও

কবল গ্রহণ করিবে। রক্তজ-রোহিণীরোগে পিত্তজ-রোহিণীর ন্যায় চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

কণ্ঠশালুক রোগে রক্তমোক্ষণ করিয়া, তুণ্ডীকেরীর ন্যায় চিকিৎসা করিবে। যবের অন্ন (মণ্ড প্রভৃতি) স্নেহমিশ্রিত করিয়া, অল্প পরিমাণে একবেলা করিয়া খাইতে দিবে। অধিজিহ্বিকা রোগে উপজিহ্বিকার ন্যায় চিকিৎসা করিবে। একবৃন্দ রোগে রক্তমোক্ষণ করিয়া, শিরোবিরেচন, ধূম, প্রলেপ ও ক্ষারাদি প্রয়োগ দ্বারা শোধন করিবে। গলবিদ্রধি যদি মর্ম্মস্থান ভিন্ন অন্য স্থানে উৎপন্ন হয় এবং সুপক্ক হয়, তবে শস্ত্রদ্বারা ভেদ করিবে।

সর্ব্বসর-মুখরোগ-চিকিৎসা।—বাতজ-সর্ব্বসর-মুখরোগে সৈন্ধব-চূর্ণ-দ্বারা প্রতিসারণ করিবে। বাতহর-দ্রব্যের সহিত তৈল পাক করিয়া, সেই তৈলের নস্যগ্রহণ ও কবল ধারণ করিতে দিবে। শাল, পিয়াল ও এরণ্ডের সার, ইঙ্গুদি ও মোলের মজ্জা, গুগ্‌গুলু, গন্ধতৃণ, জটামাংসী, তগরপাদুকা, লবঙ্গ, ধূনা, শৈলজ ও মোম, এইসকল দ্রব্যের স্নেহ-পদার্থের সহিত মর্দ্দন করিয়া একটী মধুপ্লুত ক্ষৌমবস্ত্রে লিপ্ত করিবে; তৎপরে সেই বর্ত্তির ধূমপান করিতে দিবে। এই ধূম কফনাশক, বায়ুনাশক এবং মুখরোগ-নিবারক। পিত্তজ-সর্ব্বসররোগে, বমন ও বিরেচন প্রয়োগ করিয়া, সকলপ্রকার মধুর, শীতল এবং পিত্তনাশক ক্রিয়া প্রয়োগ করিবে। পিত্তনাশক দ্রব্যের প্রতিসারণ, গণ্ডূষ, ধূম ও সংশোধন ইহাতে ব্যবস্থেয়। কফজ-সর্ব্বসররোগে কফনাশক ক্রিয়াসমূহের ব্যবস্থা করিবে। আতইচ, আক-নাদী, মুতা, দেবদারু, কট্‌কী ও ইন্দ্রযব, এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ উপযুক্ত পরিমাণে গোমূত্রের সহিত পান করিতে দিবে। ইহাদ্বারা কফজ অন্যান্য রোগসমূহেরও উপশম হইয়া থাকে। বাতাদি দোষ বিবেচনা পূর্ব্বক দুগ্ধ, ইক্ষুরস, গোমূত্র, দধির মাত, অম্ল, কাঁজি, অথবা তৈল বা ঘৃতদ্বারা কবলের ব্যবস্থা করিবে।

অসাধ্য মুখরোগ।—মুখরোগসমূহের মধ্যে মাংসজ, রক্তজ ও ত্রিদোষজ ওষ্ঠরোগ; সন্নিপাতজ দন্তনাড়ী ও শৌষির,—এই দুইটী দন্তবেষ্টগত রোগ; শ্যাব, দালন ও ভঞ্জন,—এই তিনটী দন্তরোগ; অলাস নামক জিহ্বা-রোগ, এবং অর্ব্বুদ, স্বরঘ্ন, বলয়, বৃন্দ, বলাস, বিদারিকা, গলৌঘ, মাংসতান, শতঘ্নী ও রোহিণী, এই দশপ্রকার কণ্ঠরোগ অসাধ্য। প্রত্যাখ্যান পূর্ব্ব এইসকল অসাধ্য রোগের চিকিৎসা করিতে হয়।

নবম অধ্যায়।

—:০:—

নেত্ররোগ-চিকিৎসা।

পূর্ব্বরূপ।—নেত্রের আবিলতা, ঈষৎ শোথ, অশ্রুপূর্ণতা, মললিপ্ততা, এবং গুরুত্ব, দাহ, চূষণবৎ যন্ত্রণা, ও রক্তবর্ণতা প্রভৃতি লক্ষণসমূহ, নেত্ররোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে, অস্ফুটভাবে প্রকাশ পায়। অর্থাৎ কফপ্রকোপে গুরুত্ব প্রভৃতি, পিত্তপ্রকোপে দাহাদি, বাত-প্রকোপে তোদাদি এবং রক্তপ্রকোপে রক্তবর্ণতা প্রভৃতি লক্ষণ অল্প অল্প প্রকাশ পায়। নেত্রবর্ত্ম প্রকুপিত হইলে, নেত্র অল্পশূলযুক্ত ও শূকপূর্ণবৎ বোধ হয়, এবং দর্শনবিষয়ে ও নিমেষোন্মেষাদি ক্রিয়ায় নেত্রের বলহানি হইয়া থাকে।

সন্তপ্ত শরীরে, অথবা আতপাদি-সেবার পর বিশ্রাম না করিয়া তৎক্ষণাৎ দূরস্থ বস্তুর প্রতি অধিকক্ষণ দৃষ্টিনিক্ষেপ, দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, নিয়ত রোদন, শোক, ক্রোধ, অধিক কায়ক্লেশ, অভিঘাত, অতিমৈথুন; শুক্ত, আরনাল, অম্ল, কুলথ ও মাষকলাই সেবন; মল মূত্রাদির বেগধারণ, চক্ষুমধ্যে ঘর্ম্ম, ধূলি বা ধূমপ্রবেশ, বমির বেগধারণ, বমনের অভিযোগ, অশ্রুবেগের নিরোধ, এবং সূক্ষ্মবস্তু দর্শন, এইসকল কারণে বাতাদি দোষ প্রকুপিত হইয়া নেত্ররোগসমূহ উৎপাদন করে।

প্রকারভেদ।—নেত্ররোগ ৭৬ ছিয়াত্তর প্রকার; তন্মধ্যে বাতজ ১০ দশ, পিত্তজ ১০ দশ, কফজ ১৩ তের, রক্তজ ১৬ ষোল, ত্রিদোষজ ২৫ পঁচিশ এবং আগন্তুক ২ দুই, সমুদায়ে এই ৭৬ ছিয়াত্তর প্রকার নেত্ররোগ হইয়া থাকে।

সাধ্যাসাধ্য নির্ণয়।—বাতজ নেত্ররোগসমূহের মধ্যে হতাধিমন্থ, নিমিষ, গম্ভীরাদৃষ্টি ও বাতাহতবর্ত্ম, এই চারিটী রোগ অসাধ্য। বাতজ-কাচরোগ যাপ্য, এবং স্যন্দমারুত, শুষ্ক, অক্ষিপাক, অধিমন্থ ও স্যন্দমারুত-পর্য্যায় এই পাঁচটী রোগ সাধ্য। পিত্তজ হ্রস্বজাড্য ও জলস্রাবী রোগ অসাধ্য। পিত্তজাত পরিম্লায়ীকাচ ও নীলকাচ যাপ্য; এবং অভিষ্যন্দ, অধিমন্থ, অম্লাধ্যুষিত,

শুক্তিকা, পোথকী ও লগণ, এই ছয়টী পিত্তজ নেত্ররোগ সাধ্য। কফজনিত স্রাব অসাধ্য; কাচ যাপ্য; এবং অভিষ্যন্দ, অধিমন্থ, বলাসগ্রথিত, শ্লেষ্মবিদগ্ধদৃষ্টি, পোথকী, লগণ, ক্রিমিগ্রন্থি, পরিক্লিন্নবর্ত্ম, শুক্ল-অর্ম্ম, পিষ্টক ও শ্লেষ্মোপনাহ, এই একাদশটী শ্লেষ্মজ নেত্ররোগ সাধ্য। রক্তজনিত রক্তস্রাব, অজকা, রক্তার্শঃ ও ক্ষতশুক্র, এই চারিটী অসাধ্য। রক্তজ কাচরোগ যাপ্য এবং মন্থ, স্যন্দ, ক্লিন্নবর্ত্ম, শিরাজনিত হর্ষ ও উৎপাত, অঞ্জন, শিরাজাল, পর্ব্বণী, অক্ষতশুক্র, শোণিতার্ম্ম ও অর্জ্জুন, এই একাদশটী রক্তজ নেত্ররোগ সাধ্য। ত্রিদোষজনিত পূযস্রাব, নকুলান্ধ্য, অক্ষিপাকাত্যয় ও অলজী, এই চারিটী নেত্ররোগ অসাধ্য। ত্রিদোষজ কাচ ও পক্ষ্মকোপ যাপ্য; এবং বর্ত্মবন্ধ শিরাজাল, পিড়কা, প্রস্তার্য্যর্ম্ম, অধিমাংসার্ম্ম, স্নাযুর্ম্ম, উৎসঙ্গিনী, পূযালস, অর্ব্বুদ, শ্যাববর্ত্ম, অর্শোবর্ত্ম, শুষ্কার্শ, শর্করাবর্ত্ম, সশোথপাক, অশোথপাক, বহুলবর্ত্ম, অক্লিন্নবর্ত্ম, কুম্ভীকা ও বিসবর্ত্ম এই উনিশটী ত্রিদোষজ নেত্ররোগ সাধ্য। অভিঘাতজ ও দৈবহত, এই দুইপ্রকার আগন্তুজ নেত্ররোগ অসাধ্য।

সন্ধিগত নেত্ররোগ।—পূযালস, উপনাহ, চতুর্ব্বিধ স্রাব, পর্ব্বণিকা, অলজী ও ক্রিমিগ্রন্থি, এই নয়প্রকার রোগ নেত্রসন্ধিতে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

নেত্রমধ্যে সন্ধিস্থলে শোথ উৎপন্ন হইয়া পাকিলে, এবং তাহা হইতে গাঢ় পূতিপূয নিঃসৃত হইলে, তাহাকে পূযালস কহে। দৃষ্টিসন্ধিতে বেদনাহীন মহৎ গ্রন্থি উৎপন্ন হইয়া না পাকিলে এবং তাহাতে অত্যন্ত কণ্ডু থাকিলে তাহাকে উপনাহ কহে। বাতাদি দোষ অশ্রুবহ শিরাপথ দ্বারা নেত্রমধ্যগত সন্ধি-চতুষ্টয়ে উপস্থিত হইয়া, স্ব স্ব লক্ষণান্বিত ও বেদনাহীন চারিপ্রকার স্রাব উৎপাদন করে। কেহ কেহ ইহাকে নেত্রনাড়ী বলিয়া থাকেন; সন্ধিস্থল পাকিয়া পূযস্রাব হইলে তাহাকে পূযস্রাব কহে। ইহাতে বাতাদি তিন দোষেরই লক্ষণ লক্ষিত হয়। যে স্রাব শ্বেতবর্ণ, গাঢ় ও পিচ্ছিল, এবং যাহা বেদনাহীন, তাহাকে শ্লেষ্মস্রাব কহে। যে স্রাব রক্তজনিত তাহাতে রক্তবর্ণ, ঈষদুষ্ণ ও অনতিগাঢ় বহুস্রাব নিঃসৃত হয়। আর সন্ধিমধ্য হইতে, পীত বা নীলবর্ণ, উষ্ণ ও জলবৎ স্রাব নিঃসৃত হইলে, তাহাকে পিত্তজ স্রাব কহে।

রক্তদুষ্টিহেতু নেত্রের কৃষ্ণশুক্ল-সন্ধিতে যে তাম্রবর্ণ, পাতলা, দাহ ও শূলবিশিষ্ট শোথ উৎপন্ন হয়; তাহার নাম পর্ব্বণী। ঐ সন্ধিতেই ঐরূপ লক্ষণান্বিত গোলাকার শোথ উৎপন্ন হইলে, তাহাকে অলজী কহে। বর্ত্ম ও পক্ষের সন্ধিতে ক্রিমি উৎপন্ন হইয়া, যে কণ্ডূযুক্ত গ্রন্থি উৎপাদন করে, তাহাকে ক্রিমিগ্রন্থি কহে। বর্ত্ম ও শুক্লসন্ধিতেও নানাবিধ ক্রিমি উৎপন্ন হইয়া নেত্রমধ্যভাগকে দূষিত করে।

বর্ত্মগত নেত্ররোগ।—পৃথক্ পৃথক্ বাতাদি দোষ অথবা মিলিত বাতাদি দোষ, বর্ত্মমধ্যগত শিরাসমূহ আশ্রয় করিয়া, মাংস ও রক্তের বৃদ্ধি-সাধন পূর্ব্বক বর্ত্মগত রোগসমূহ উৎপাদন করে। বর্ত্মগত রোগ ২১ একুশ-প্রকার; যথা—উৎসঙ্গিনী, কুম্ভীকা, পোথকী, বর্ত্মশর্করা, অর্শোবর্ত্ম, শুষ্কার্শঃ, অঞ্জন, বহুলবর্ত্ম, বর্ত্মবিন্ধক, ক্লিষ্টবর্ত্ম, কর্দ্দমবর্ত্ম, শ্যাববর্ত্ম, প্রক্লিন্ন-বর্ত্ম, অক্লিন্নবর্ত্ম, বাতাহতবর্ত্ম, অর্ব্বুদ, নিমিষ, শোণিতার্শঃ, লগণ, বিসবর্ত্ম ও পক্ষ্মকোপ।

চক্ষুর নীচের পাতায় যে অভ্যন্তরমুখী পিড়কা জন্মে, এবং তদাকৃতি অন্য পিড়কাসমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত হয়, তাহাকে উৎসঙ্গিনী কহে। কুম্ভীকা ফলের বীজের ন্যায় (দাড়িমবীজের ন্যায়) আকৃতিবিশিষ্ট যে পিড়কা পক্ষ্ম ও বর্ত্মের মধ্যে উৎপন্ন হয়, তাহাকে কুম্ভীকা কহে। ইহা বিদীর্ণ হইলে, রসাদি নিঃসৃত হয়, কিন্তু পুনর্ব্বার স্ফীত হইয়া উঠে। চক্ষুর পাতায় কণ্ডূ ও স্রাবযুক্ত গুরু, বেদনাবিশিষ্ট ও রক্ত-সর্ষপাকৃতি যেসকল পিড়কা জন্মে, তাহার নাম পোথকী। বর্ত্মশর্করাও চক্ষুর পাতায় জন্মে; ইহা পিড়কাপ্রকৃতি এবং সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বহু পিড়কাদ্বারা পরিব্যাপ্ত। চক্ষুর পাতায় কাঁকুড়বীজ-সদৃশ, অল্প বেদনাযুক্ত, তীক্ষ্ণাগ্র ও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পিড়কা উৎপন্ন হইলে, তাহাকে অর্শোবর্ত্ম কহে। চক্ষুর পাতায় খরস্পর্শ, অতি কঠিন ও দীর্ঘাকার যে মাংসাঙ্কুর উৎপন্ন হয়, তাহাকে শুষ্কার্শঃ কহে। দাহ ও সূচীবেধবৎ বেদনাযুক্ত, তাম্রবর্ণ, কোমল ও অল্পবেদনাবিশিষ্ট যে সূক্ষ্ম পিড়কা চক্ষুর পাতায় উৎপন্ন হয়, তাহার নাম অঞ্জন। ত্বক্ সমবর্ণ ও সমা-কৃতি পিড়কাসমূহ বর্ত্ম ব্যাপিয়া উৎপন্ন হইলে, তাহাকে বহুলবর্ত্ম কহে। নীচের পাতায় কণ্ডূ ও অল্পবেদনাযুক্ত শোথ হইলে, এবং সেই শোথের জন্য

নেত্র-নিমীলনে বাধা ঘটিলে, তাহাকে বর্ত্মাবন্ধক কহে। চক্ষুর পাতাদ্বয় অকস্মাৎ তাম্র বা রক্তবর্ণ এবং কোমল ও অল্পবেদনাযুক্ত হইলে, তাহাকে ক্লিষ্টবর্ত্ম বলা যায়। ঐ ক্লিষ্টবর্ত্ম পিত্তযুক্ত হইয়া রক্তকে বিদগ্ধ করিলে, তাহা ক্লিন্নত্ব প্রাপ্ত হয়। সেই ক্লিন্নবর্ত্ম—কর্দ্দমবর্ত্ম নামে অভিহিত হয়। নেত্রবর্ত্মের ভিতর ও বাহির উভয়দিকই যদি শ্যাববর্ণ, শোথযুক্ত, বেদনাবিশিষ্ট, এবং দাহ, কণ্ডূ ও ক্লেদযুক্ত হয়, তবে তাহাকে শ্যাববর্ত্ম কহে। বর্ত্মের বহির্ভাগ যদি অল্প বেদনাযুক্ত ও স্ফীত এবং অভ্যন্তর ক্লিন্ন ও স্রাবযুক্ত হয়, আর তাহাতে যদি কণ্ডূ ও সূচীবেধবৎ বেদনা অধিক থাকে, তাহা হইলে তাহাকে প্রক্লিন্নবর্ত্ম কহে; এই রোগে চক্ষুর পাতাদ্বয় পুনঃ পুনঃ ধৌত করিলেও তাহা বারংবার যুড়িয়া যায়; কিন্তু বর্ত্ম পাকে না। বাতাহতবর্ত্মরোগে বর্ত্ম ও শুক্ল-মণ্ডলের মধ্যগত সন্ধি বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়, তজ্জন্য নিমেষোন্মেষাদি ক্রিয়াহীন হইয়া নেত্র কেবল নিমীলিত হইয়া থাকে। ইহাতে বেদনা থাকে বা না থাকিতেও পারে। বর্ত্মের ভিতরদিকে অল্পবেদনাযুক্ত ও ঈষৎ রক্তবর্ণ যে বিষম গ্রন্থি উৎপন্ন হয়, তাহাকে অর্ব্বুদ কহে। সন্ধিগত শিরাসমূহে বায়ু প্রবেশ করিয়া চক্ষুর পাতা অধিক সঞ্চালিত করিলে তাহাকে নিমেষ রোগ কহে। চক্ষুর পাতায় যদি দাহ, কণ্ডূ ও বেদনাযুক্ত মাংসাঙ্কুর উৎপন্ন হয় এবং তাহা বারংবার ছিঁড়িয়া ফেলিলেও যদি পুনর্ব্বার বর্দ্ধিত হয়, তবে তাহাকে নেত্রার্শঃ কহে। ইহা রক্ত-প্রকোপজ ব্যাধি। নেত্রবর্ত্মে কুলপ্রমাণ, পাকরহিত, কঠিন, স্থূল, বেদনা-হীন, কণ্ডুযুক্ত ও পিচ্ছিল গ্রন্থি উৎপন্ন হইলে, তাহা লগণ নামে অভিহিত হয়। পদ্মের মৃণাল যেমন বহুছিদ্র ও অভ্যন্তরে জলবিশিষ্ট, সেইরূপ নেত্রবর্ত্ম স্ফীত হইয়া সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বহুছিদ্রবিশিষ্ট হইলে, তাহাকে বিসবর্ত্ম কহে। পক্ষ্মকোপরোগে বাতাদি দোষসকল পক্ষ্মাশয়গত হইয়া, পক্ষ্মসমূহকে তীক্ষ্ণাগ্র ও কর্কশ করে। সেই সকল পক্ষ্মসংযোগে চক্ষু ব্যথিত হয়; পক্ষ্ম উৎপাটিত করিলে তাহাতে শান্তিলাভ হইয়া থাকে; এবং বায়ু, আতপ ও অগ্নি সহ্য করা যায় না।

শুক্লগত নেত্ররোগ।—প্রস্তার্য্যর্ম্ম, শুক্লার্ম্ম, রক্তার্ম্ম, অধিমাংসার্ম্ম ও স্নাবর্ম্ম, এই পাঁচটী অর্ম্ম নামক রোগ, এবং শুক্তিকা, অর্জ্জুন, পিষ্টক, শিরাজাল, শিরাপিড়কা ও বলাসগ্রথিত, নেত্রের শুক্লভাগে সমুদায়ে এই একাদশপ্রকার নেত্ররোগ উৎপন্ন হয়। বিস্তৃত, পাতলা, রক্তাভ বা ঈষৎ নীলবর্ণের মাংসসঞ্চয়

(ছানি) হইলে, তাহাকে প্রস্তারি অর্ম্ম কহে। কোমল, শ্বেতাভ ও সমতল মাংসসঞ্চয় হইয়া তাহা দীর্ঘকালে বৃদ্ধি পাইলে, তাহাকে শুক্লার্ম্ম কহে। অরুণ-পদ্মদলের ন্যায় মাংস সঞ্চয় হইলে, তাহা রক্তার্ম্ম নামে অভিহিত হয়। বিস্তীর্ণ কোমল, স্থূল এবং যকৃতের ন্যায় কৃষ্ণ লোহিতবর্ণ অথবা শ্যাববর্ণ মাংসসঞ্চয় হইলে তাহাকে অধিমাংসার্ম্ম কহে। খরস্পর্শ ও পাণ্ডুবর্ণ স্নায়ুসঞ্চয়ের ন্যায় মাংসসঞ্চয় হইয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে, তাহাকে স্নায়্বর্ম্ম কহে। শ্যাববর্ণ বা মাংসসদৃশবর্ণ অথবা শুক্তিপ্রভ বিন্দুসকল শুক্লভাগে উৎপন্ন হইলে, তাহাকে শুক্তিকা কহে। শশরক্তের ন্যায় রক্তবর্ণ একটী মাত্র বিন্দু শুক্লভাগে উৎপন্ন হইলে, তাহা অর্জ্জুন নামে অভিহিত হয়। তণ্ডুলপিষ্ট জলের ন্যায় শ্বেতবর্ণ, উন্নত ও গোলাকার বিন্দু উৎপন্ন হইলে, তাহাকে পিষ্টক কহে। কঠিন শিরাসমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত এবং জলবৎ গবাক্ষিত রক্তবর্ণ বৃহৎ বিন্দু উৎপন্ন হইলে তাহাকে শিরাজাল কহে। কৃষ্ণমণ্ডলের নিকটে শুক্লভাগে শ্বেতবর্ণ পিড়কাসকল উৎপন্ন হইয়া তাহা শিরাদ্বারা ব্যাপ্ত হইলে, তাহাকে শিরাপিড়কা বলা যায়। কাংস্যের ন্যায় শুক্লবর্ণ ও শিরাব্যাপ্ত বেদনাহীন বিন্দু উৎপন্ন হইলে, তাহাকে বলাস-গ্রথিত কহে।

কৃষ্ণগত নেত্ররোগ।—সব্রণ-শুক্র, অব্রণ-শুক্র, পাকাত্যয় ও অজকা এই চারিটী রোগ নেত্রের কৃষ্ণমণ্ডলে উৎপন্ন হয়। কৃষ্ণমণ্ডলে সূচীবিদ্ধবৎ নিমগ্ন ও বেদনাযুক্ত শুক্লবর্ণ চিহ্ন উৎপন্ন হইয়া, তাহা হইতে অত্যন্ত উষ্ণস্রাব নিঃসৃত হইলে, তাহাকে সব্রণ শুক্র অর্থাৎ সক্ষত-শুক্র কহে। এই সব্রণ শুক্র যদি দৃষ্টিমণ্ডলের সমীপে উৎপন্ন না হয়, অধিক ভিতর পর্য্যন্ত আক্রমণ না করে, স্রাব ও বেদনা অতিরিক্ত না হয় এবং যুগ্ম অর্থাৎ দুইটী চিহ্ন একত্র হইয়া উৎপন্ন না হয়, তবেই কদাচিৎ তাহা সাধ্য হইয়া থাকে। ইহার বিপরীত লক্ষণান্বিত হইলে অসাধ্য হয়। অব্রণ-শুক্র—শুক্লবর্ণ, আকাশস্থ পাতলা মেঘের ন্যায় আকৃতি-বিশিষ্ট এবং ইহাতে বেদনা ও অশ্রুস্রাব অধিক হয় না। অভিষ্যন্দ রোগ হইতে ইহা উৎপন্ন হয়। অব্রণ-শুক্র সুখসাধ্য; কিন্তু ইহা গম্ভীরজাত, ঘন ও দীর্ঘকালোৎপন্ন হইলে কৃচ্ছ্রসাধ্য হয়। আর যদি সেই শুক্লচিহ্নের মধ্যভাগ বিচ্ছিন্ন বা মাংসাবৃত হয়, এবং সচল, শিরাসক্ত, দৃষ্টিনাশক, দুইটী ত্বগ্‌গত, প্রান্তভাগে রক্তবর্ণ ও দীর্ঘকালজাত হয়, তবে তাহা অসাধ্য হইয়া থাকে। কৃষ্ণমণ্ডলে পিড়কা ও মুদ্গের ন্যায় শুক্লচিহ্ন হইলে এবং তাহা হইতে উষ্ণ শুক্রস্রাব নিঃসৃত

হইলে অথবা শুক্লচিহ্ন তিত্তির পক্ষীর পক্ষের ন্যায় হইলে, তাহাও অসাধ্য হয়। কৃষ্ণমণ্ডল শুক্লচিহ্ন দ্বারা আবৃত হইলে তাহাকে অক্ষি-পাকাত্যয় কহে। ইহা বাতাদি ত্রিদোষ-প্রকোপে অভিষ্যন্দ রোগ হইতে উৎপন্ন হয় এবং ইহাতে অত্যন্ত বেদনা হইয়া থাকে। ছাগ-পুরীষের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, বেদনাযুক্ত ও ঈষৎ রক্তবর্ণ মেদঃসঞ্চয়, কৃষ্ণমণ্ডলকে ব্যবচ্ছেদ করিয়া উৎপন্ন হইলে, তাহাকে অজকা কহে। ইহাতে রক্তবর্ণ পিচ্ছিল স্রাব নিঃস্রুত হইয়া থাকে।

সর্ব্বগত নেত্ররোগ।—চারিপ্রকার অভিষ্যন্দ, চারিপ্রকার অধিমন্থ, শোথযুক্ত অক্ষিপাক, শোথশূন্য অক্ষিপাক, হতাধিমন্থ, অনিলপর্য্যায়, শুষ্কাক্ষিপাক অন্যতোবাত, অম্লাধ্যুষিতদৃষ্টি, শিরোৎপাত ও শিরাহর্ষ; সমস্ত নেত্র ব্যাপিয়া এই সপ্তদশবিধ রোগ উৎপন্ন হয়।

অভিষ্যন্দ।—বাতজ অভিষ্যন্দে সূচীবেধবৎ যন্ত্রণা, স্তব্ধতা, রোমহর্ষ, সঙ্ঘর্ষ (করকর করা), কর্কশতা, শিরঃপীড়া, বিশুষ্কভাব ও শীতল স্পর্শাদিতে অভিলাষ, ধূমনির্গমবৎ অনুভব, বাষ্পের ন্যায় উষ্ণ অশ্রুস্রাব ও চক্ষুর পীতবর্ণতা, এইসকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। কফজ অভিষ্যন্দে উষ্ণস্পর্শাদিতে অভিলাষ, চক্ষুর গুরুত্ব, অক্ষিশোথ, কণ্ডূ, নেত্রে পিচুটী, শুক্লবর্ণতা, নেত্রের অতি শীতলতা এবং মুহুর্মুহুঃ পিচ্ছিল স্রাব নির্গত হয়। রক্তজ অভিষ্যন্দে তাম্রবর্ণ অশ্রুনির্গম, নেত্রের রক্তবর্ণতা, চতুর্দ্দিকে রক্তবর্ণ শিরার উদ্গম এবং পিত্তজ অভিষ্যন্দের অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

অধিমন্থ।—এই চারিপ্রকার অভিষ্যন্দই উপেক্ষিত হইলে, ক্রমশঃ বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়া অধিমন্থরূপে পরিণত হয়। সকল অধিমন্থেই সাধারণতঃ চক্ষুতে তীব্র বেদনা এবং চক্ষু উৎপাটিত ও মস্তকার্দ্ধ নির্ম্মথিত হওয়ার ন্যায় যন্ত্রণা হইয়া থাকে। বাতজ অধিমন্থে চক্ষু উৎপাটিত ও মথিত হওয়ার ন্যায় যন্ত্রণা, চক্ষুতে সঙ্ঘর্ষ (করকর করা), সূচীবেধবৎ বা ভিন্ন হওয়ার ন্যায় বেদনা, মাংসসঞ্চয়, আবিলতা, সঙ্কোচ, স্ফোটক, আধ্মান, কম্প এবং মস্তকার্দ্ধে ব্যথা, এইসকল লক্ষণ লক্ষিত হয়। পিত্তজ অধিমন্থে চক্ষু রক্তবর্ণ শিরাসকলদ্বারা ব্যাপ্ত হয়, স্রাব নিঃসৃত হয়, অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হওয়ার ন্যায় দাহ উপস্থিত হয়, চক্ষু যকৃৎপিণ্ডের ন্যায় কৃষ্ণাভ লোহিতবর্ণ হয়, অত্যন্ত জ্বালা করে, চক্ষু পাকে, স্ফীত হয়, বিবর্ণ ও স্বেদযুক্ত

হয়, রোগী সকল বস্তুই পীতবর্ণ দেখে, তাহার মূর্চ্ছা হয় এবং মস্তক জ্বালা করে। কফজ অধিমন্থে চক্ষু শোথযুক্ত, অল্পস্ফীত, এবং স্রাব ও কণ্ডূযুক্ত হয়। নেত্রের শীতলতা, গুরুত্ব, পিচ্ছিলতা, মলনির্গম, ও হর্ষ (স্ফুরণ) হইয়া থাকে। দৃশ্যবস্তু অতিকষ্টে দর্শন করিতে হয়; চক্ষু পাংশুবর্ণবৎ আবিল হয়; নাসিকা স্ফীত হয় এবং শিরঃপীড়া উপস্থিত হয়। রক্তজ অধিমন্থে নেত্র বাঁধুলি-পুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ, অবসন্ন ও স্পর্শশক্তিহীন হয়। ইহাতে রক্তস্রাব, সূচীবেধবৎ বেদনা, প্রদীপ্ত-অগ্নির ন্যায় সর্ব্বদিক্ দর্শন, কৃষ্ণমণ্ডল, রক্তমগ্নবৎ ও প্রদীপ্ত, এবং প্রান্তভাগ রক্তবর্ণ হইয়া থাকে।

রোগী আহার-বিহারাদির নিয়ম পালন না করিলে, শ্লেষ্মজ অধিমন্থ সাত দিনে, রক্তজ পাঁচদিনে, বাতজ ছয় দিনে এবং পিত্তজ অধিমন্থ তিন দিনের মধ্যে দৃষ্টিনাশ করে।

নেত্রপাক।—সশোথ-নেত্রপাকে কণ্ডূ ও মললিপ্ততা, মুহুর্মুহুঃ উষ্ণ বা শীতল ও পিচ্ছিল অশ্রুনির্গম, রক্তবর্ণতা, দাহ, হর্ষ, শোথ, সূচীবেধবৎ বেদনা ও গুরুত্ব, এইসকল লক্ষণ লক্ষিত হয়। কেবল শোথ ব্যতীত অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, তাহাকে শোথশূন্য নেত্রপাক কহে।

হতাধিমন্থ।—বায়ু নেত্রমধ্যস্থ শিরাসমূহে অবস্থিত হইয়া দৃষ্টি নিষ্কাশিত করিলে, তাহাকে হতাধিমন্থ রোগ কহে। ইহা অসাধ্য ব্যাধি।

বাতবিপর্য্যয়।—বায়ু পর্য্যায়ক্রমে অর্থাৎ কখনও শঙ্খদ্বয়ে, কখনও নেত্রমণ্ডলে, কখনও বা ভ্রূদ্বয়ে বেদনা উপস্থিত করিলে, তাহাকে বাত-বিপর্য্যয় কহে।

শুষ্কাক্ষিপাক।—চক্ষু নিমীলিত, [illegible] এবং নেত্র উন্মীলন করিতে কষ্টবোধ, এই সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হইলে তাহাকে শুষ্কাক্ষিপাক কহে।

কুপিত বায়ু ঘাড়ে, কর্ণে, মস্তকে, হনুদেশে অথবা অন্য কোন স্থানে অবস্থিত হইয়া ভ্রূতে বা চক্ষুতে অত্যন্ত বেদনা উৎপাদন করিলে, তাহা অন্যতোবাত নামে অভিহিত হয়। অম্ল ও বিদাহীদ্রব্য অধিক ভোজন করিলে, নেত্র শোথযুক্ত এবং ঈষৎ নীলাভ লোহিত বর্ণে আচ্ছাদিত হয়; তাহাকে অম্লাধ্যুষিত রোগ কহে। যে রোগে চক্ষুর শিরাসকল মুহুর্মুহুঃ

তাম্রবর্ণ ও প্রকৃতিবর্ণ হয় তাহার নাম শিরোৎপাত। শিরোৎপাত উপেক্ষিত হইলে, ক্রমে তাহা শিরাহর্ষ রোগে পরিণত হয়। ইহাতে গাঢ় তাম্রবর্ণ এবং স্বচ্ছ অশ্রু নিঃসৃত হয়, এবং কোন বস্তুদর্শনে সামর্থ্য থাকে না।

দৃষ্টিগত নেত্ররোগ।—কুপিত বাতাদি দোষ অভ্যন্তরস্থ শিরা আশ্রয় করিয়া নেত্রের প্রথম পটলে (স্তরে) অবস্থিত হইলে, দৃশ্যবস্তুসমূহ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় না। দোষ দ্বিতীয় পটলগত হইলে, মক্ষিকা, মশক, কেশ, ও মাকড়্সা প্রভৃতির জাল, গোলাকাররূপ, পতাকা, মরীচিকা বা সূর্য্যরশ্মি, কর্ণকুণ্ডল, নক্ষত্রাদির গতি, বৃষ্টি, মেঘ, বা অন্ধকার, এইসকল বস্তু উপস্থিত না থাকিলেও প্রত্যক্ষবৎ অনুভূত হয়। এইরূপ দৃষ্টিবিভ্রমহেতু দূরস্থ বস্তু নিকটে এবং নিকটের বস্তু দূরে বলিয়া জ্ঞান হয়। অতি যত্ন করিয়াও সূচীরন্ধ্র দেখিতে পাওয়া যায় না। দোষ তৃতীয় পটলগত হইলে, ঊর্দ্ধদিকে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু অধোদিকে দেখিতে পাওয়া যায় না; বৃহৎ বস্তুও যেন বস্ত্রাবৃত বলিয়া বোধ হয়; নাসাকর্ণাদিবিশিষ্ট প্রাণিগণকে নাসাকর্ণাদি-হীন বলিয়া জ্ঞান হয়, এবং দোষের প্রাবল্য অনুসারে সেই সেই দোষের বর্ণ অর্থাৎ কফের প্রাবল্যে শ্বেতবর্ণ, পিত্তের আধিক্যে পীতবর্ণ এবং বায়ুর আধিক্যে শ্যাব বা অরুণবর্ণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। দোষ দৃষ্টিমণ্ডলের অধোভাগে অবস্থিত হইলে নিকটস্থ,—উপরিভাগে অবস্থিত হইলে দূরস্থ, এবং পার্শ্বে থাকিলে পার্শ্বস্থ বস্তু দেখা যায় না। চতুর্দ্দিকে অবস্থিত থাকিলে, ভিন্ন ভিন্ন বস্তুসকল মিলিতবৎ বোধ হয়। দুইভাগে অবস্থিত থাকিলে, একটী বস্তুকে তিনটী বলিয়া বোধ হয়। দোষ অস্থির ভাবে অবস্থিত হইলে, একটী বস্তু বহু-বিভক্তরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এইসকল দৃষ্টি-দোষকে তিমির রোগ কহে। দোষ চতুর্থ পটলগত হইলে, সম্পূর্ণরূপে দৃষ্টিরোধ হইয়া যায়, এবং তখন তাহা লিঙ্গনাশ নামে অভিহিত হয়। লিঙ্গনাশ গাঢ়তর না হওয়া পর্য্যন্ত চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, বিদ্যুৎ ও উজ্জ্বল রত্নাদি দৃষ্ট হইয়া থাকে। লিঙ্গনাশের অপর নাম নীলিকা ও কাচ।

বাতজ লিঙ্গনাশে বস্তুসকল ঘূর্ণিত হওয়ার ন্যায়, এবং কলুষ, অরুণবর্ণ ও, কুটিল বলিয়া প্রতীত হয়। পিত্তজ লিঙ্গনাশে সর্ব্বদাই চক্ষুর সম্মুখে সূর্য্য, খদ্যোত, ইন্দ্রধনু, বিদ্যুৎ ও ময়ূরপুচ্ছ প্রকাশের ন্যায় অনুভব এবং সমস্ত বস্তু

নীল-কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া বোধ হয়। কফজ লিঙ্গনাশে বস্তুসকল স্নিগ্ধ, শ্বেতবর্ণ ও অত্যন্ত স্থূল দৃষ্ট হয়; মেঘ না থাকিলেও মেঘের ইতস্ততঃ গমন দৃষ্টিগোচর হয় এবং সকল স্থান জলপ্লাবিত ও সকল বস্তু জড়ীভূত বলিয়া বোধ হয়। রক্তজ লিঙ্গনাশে সকলবস্তু রক্তবর্ণ, তমোময়, নানাবিধ, হরিৎ, শ্যাম বা কৃষ্ণবর্ণ অথবা ধূমবেষ্টিত বলিয়া অনুভূত হয়। ত্রিদোষজ লিঙ্গনাশে সমুদায় বস্তু বিপরীত-ভাবাপন্ন বোধ হয়, এবং কখন কখন চতুর্দ্দিকে জ্যোতিঃপদার্থসমূহ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

পিত্ত রক্ততেজের সহিত মিলিত হইয়া পরিম্লায়ী রোগ উৎপাদন করে। ইহাতে দিক্‌সকল পীতবর্ণ দৃষ্ট হয় এবং যেন সূর্য্য উদয় হইতেছে ও বৃক্ষসকল—খদ্যোত বা হীরকাদি উজ্জ্বল-পদার্থ দ্বারা আকীর্ণ রহিয়াছে, এইরূপ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। বাতজ তিমির বা লিঙ্গনাশ রোগে দৃষ্টিমণ্ডল অরুণবর্ণ, চঞ্চল ও রুক্ষ হয়। পিত্ত-প্রকোপজে—ঈষৎ নীল, কাংস্যাভ বা পীতবর্ণ হয়। শ্লেষ্মপ্রকোপজে স্থূল, স্নিগ্ধ, পাণ্ডুবর্ণ বা শুক্লবর্ণ এবং পদ্মপত্রস্থ জলবিন্দুর ন্যায় চঞ্চল হয়; নেত্র মর্দ্দন করিলে মণ্ডল ইতস্ততঃ সরিয়া যায়। রক্তপ্রকোপজে দৃষ্টিমণ্ডল প্রবাল-সদৃশ বা রক্তপদ্মের ন্যায় রক্তবর্ণ হয়। ত্রিদোষ-প্রকোপে দৃষ্টিমণ্ডল সর্ব্ববিধ বর্ণবিশিষ্ট এবং বাতাদি তিন দোষের অন্যান্য লক্ষণযুক্ত হইয়া থাকে।

প্রদুষ্ট পিত্ত দৃষ্টিমণ্ডলের প্রথম ও দ্বিতীয় পটল আশ্রয় করিলে, সমস্ত দৃশ্য পদার্থ পীতবর্ণ দৃষ্ট হয়। ঐ পিত্ত তৃতীয় পটল আশ্রয় করিলে, রোগী দিবসে দেখিতে পায় না; কিন্তু রাত্রিতে শৈত্যজন্য পিত্ত তেজোহীন ও দৃষ্টি স্নিগ্ধ হওয়ায় তখন সমস্ত বস্তুই দেখিতে পায়; ইহাকে পিত্তবিদগ্ধ দৃষ্টি কহে। এইরূপ কফ, দৃষ্টিমণ্ডলের প্রথম ও দ্বিতীয় পটল আশ্রয় করিলে, সকল পদার্থ শুক্লবর্ণ দৃষ্ট হয়। কফ তৃতীয় পটলগত হইলে রোগী রাত্রিতে দেখিতে পায় না, কিন্তু দিবাভাগে সূর্য্যকিরণে কফ মন্দীভূত ও দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হওয়ায়, তখন সকল বস্তুই দেখিতে পাওয়া যায়; ইহাকে কফবিদগ্ধ দৃষ্টি কহে। শোক, জ্বর, পরিশ্রম ও মস্তকে আঘাতপ্রাপ্তি, এইসকল কারণে দৃষ্টি অভিহত হইলে, সকল-বস্তুই ধূমব্যাপ্ত বলিয়া বোধ হয়; ইহাকে ধূমদৃষ্টি রোগ কহে। যে রোগে দিবসে অতিকষ্টে দেখা যায়, কিন্তু রাত্রিকালে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে হ্রস্বজাড্য রোগ কহে। যে রোগে দৃষ্টি নকুলদৃষ্টির ন্যায় হয়, অর্থাৎ সমস্ত পদার্থ বিচিত্রবর্ণ বোধ হয়, তাহাকে

নকুলান্ধ্য রোগ কহে। বায়ুকর্ত্তৃক দৃষ্টিমণ্ডল বিকৃত, অভ্যন্তরগত, সঙ্কুচিত ও গাঢ়বেদনাযুক্ত হইলে, তাহাকে গম্ভীরিকা কহে।

এতদ্ব্যতীত আর দুইপ্রকার আগন্তু নেত্ররোগ আছে। শিরোরোগ হইতে একপ্রকার লিঙ্গনাশ রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাতে রক্তাভিষ্যন্দের লক্ষণ প্রকাশ পায়; আর দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতির এবং অতি-উজ্জ্বল পদার্থের দর্শনহেতু: দৃষ্টি ব্যাহত হইলে, অন্য একপ্রকার লিঙ্গনাশ উপস্থিত হয়। ইহাতে চক্ষু নির্ম্মল এবং দৃষ্টি বৈদূর্য্যমণির ন্যায় শ্যামবর্ণ ও নির্ম্মল বোধ হয়, কিন্তু দৃষ্টিশক্তি বিদীর্ণ, অবসন্ন ও হীন হইয়া যায়।

চিকিৎসাবিধি।—এইসমস্ত নেত্ররোগের মধ্যে অর্শোবর্ত্ম, শুক্রার্শঃ, অর্ব্বুদ, শিরাজ-পিড়কা, শিরাজাল, পঞ্চবিধ অর্ম্ম ও পর্ব্বনিকা, এই একাদশ প্রকার নেত্ররোগ ছেদ্য; উৎসঙ্গনী, বহুলবর্ত্ম, কর্দ্দমবর্ত্ম, শ্যামবর্ত্ম, বদ্ধবর্ত্ম, ক্লিষ্টবর্ত্ম, পোথকী, কুম্ভিকিনী ও শর্করা, এই নয় প্রকার রোগ লেখ্য; শ্লেষ্মোপনাহ, লগণ, বিসবর্ত্ম, ক্রিমিগ্রন্থি ও অঞ্জন, এই পাঁচপ্রকার রোগ ভেদ্য; শিরোৎপাত, শিরাহর্ষ, সশোথ ও অশোথ অক্ষিপাক, অন্যতোবাত, পূযালস, বাতবিপর্য্যয় এবং চারিপ্রকার অভিষ্যন্দ ও অধিমন্থ, এই পঞ্চদশ-প্রকার রোগ শিরাব্যধনযোগ্য। শুষ্কাক্ষিপাক, কফবিদগ্ধদৃষ্টি, পিত্তবিদগ্ধদৃষ্টি, অম্লাধ্যুষিত, শুক্র, অর্জ্জুন, পিষ্টক, অক্লিন্নবর্ত্ম, ধূমদৃষ্টি, শুক্তিকা, প্রক্লিন্নবর্ত্ম ও বলাস, এই দ্বাদশ প্রকার এবং দ্বিবিধ আগন্তু নেত্ররোগ শস্ত্রপাতের অযোগ্য।

সাধ্যাসাধ্য।—ছয়প্রকার কাচ ও পক্ষ্মকোপ, এই সাতটী নেত্ররোগ যাপ্য। হতাধিমন্থ, নিমিষ, গম্ভীরদৃষ্টি ও বাতাহতবর্ত্ম, এই চারিপ্রকার বাতজ নেত্ররোগ; হ্রস্বজাড্য ও জলস্রাবী, এই দুইপ্রকার পিত্তজ রোগ; কফজ কফস্রাবী রোগ; রক্তস্রাব, অজকাজাত, শোণিতার্শঃ ও সব্রণ শুক্র, এই চারিপ্রকার রক্তজ রোগ; পূযস্রাব, নকুলান্ধ্য, অক্ষিপাকাত্যয় ও অলজী, এই চারিপ্রকার সান্নিপাতিক রোগ এবং দুইপ্রকার আগন্তু নেত্ররোগ অসাধ্য।

বাতাভিষ্যন্দ-চিকিৎসা।—অভিষ্যন্দ ও অধিমন্থ রোগীকে পুরাতন ঘৃতদ্বারা স্নিগ্ধ করিয়া যথাক্রমে ও যথাবিধি স্বেদপ্রয়োগ, শিরামোক্ষণ, স্নেহ, বিরেচন, তর্পণ, পুটপাক, ধূম, আশ্চ্যোতন, স্নেহনস্য, পরিষেক ও শিরোবস্তি প্রয়োগ করিবে। বাতঘ্ন দ্রব্যের এবং আনূপ ও জলজ মাংসের কাথ ও কাঁজিদ্বারা

পরিষেক করিবে। চতুর্ব্বিধ স্নেহ পদার্থ উষ্ণ করিয়া তদ্দ্বারাও পরিষেক করিবে এবং চতুঃস্নেহসিক্ত বস্ত্রখণ্ড চক্ষুর উপরিভাগে ধারণ করিবে। দুগ্ধ, বেশবার, শাল্বণ, পায়স ও উপনাহদ্বারা স্বেদ প্রয়োগ করিবে। ত্রৈফল-ঘৃত অথবা পুরাতন-ঘৃত আহারের পরে পান করিতে দিবে। বাতহর দ্রব্য অথবা প্রথমগণোক্ত দ্রব্যের সহিত দুগ্ধপাক করিয়া পান করাইবে। তৈল ভিন্ন অন্যান্য স্নেহপদার্থ বাতঘ্ন দ্রব্যের সহিত পাক করিয়া, তাহা তর্পণার্থ প্রয়োগ করিবে। স্নৈহিক পুটপাক, স্নৈহিক ধূম ও স্নৈহিক নস্য প্রয়োগ করিবে। এরণ্ডের পল্লব, মূল বা ত্বকের সহিত এবং কণ্টকারীর মূলের সহিত ছাগদুগ্ধ পাক করিয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে তাহা চক্ষুতে সেচন করিবে। সৈন্ধব, বালা, যষ্টিমধু ও পিপুলের সহিত অর্দ্ধজলমিশ্রিত দুগ্ধ পাক করিয়া, পরিষেক ও আশ্চ্যোতনার্থ সেই দুগ্ধ প্রয়োগ করিবে। বালা, তগরপাদুকা, মঞ্জিষ্ঠা ও যজ্ঞডুমুরের ছালের সহিত অর্দ্ধজলমিশ্রিত ছাগদুগ্ধ পাক করিয়া, নেত্রশূলনিবারণার্থ সেই দুগ্ধের আশ্চ্যোতন প্রয়োগ করিবে। যষ্টিমধু, হরিদ্রা, হরীতকী ও দেবদারু, এইসকল দ্রব্য ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া, অভিষ্যন্দে অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। গিরিমাটী, সৈন্ধব, পিপুল ও শুঁঠ, এইসকল দ্রব্য যথা-ক্রমে দ্বিগুণ পরিমাণে লইয়া জলে পেষণ পূর্ব্বক গুটিকা প্রস্তুত করিবে। এই গুটিকার অঞ্জন এবং স্নেহাঞ্জন অভিষ্যন্দরোগে উপকারী।

অন্যতোবাত ও বাতপর্য্যায়-চিকিৎসা।—অন্যতোবাত ও বাত-পর্য্যায় রোগে এইরূপ নিয়মেই চিকিৎসা করিতে হইবে। বিশেষতঃ, এই দুই রোগে ভোজনের পূর্ব্বে ঘৃতপান ও ভোজনকালে দুগ্ধপান প্রশস্ত। বৃক্ষাদনী (বাঁদড়া), কপিত্থ ও বিল্বাদি-পঞ্চমূলের কাথ, কাঁকড়ার কাথ এবং দুগ্ধের সহিত ঘৃত পাক করিয়া, সেই ঘৃত পান করিতে দিবে। অথবা শালিঞ্চশাক, ঝাঁটী বা বরুণছাল, যমানী ও দুগ্ধের সহিত কিংবা মেড়াশৃঙ্গীর বা শরমূলের কাথ ও দুগ্ধের সহিত ঘৃত মিশ্রিত করিয়া তাহাই পান করাইবে।

শুষ্কাক্ষিপাক-চিকিৎসা।—সৈন্ধব, দেবদারু, শুঁঠ, টাবানেবুর রস, ঘৃত, স্তনদুগ্ধ ও জল; এইসকল দ্রব্যের অঞ্জন শুষ্কাক্ষিপাকে প্রয়োগ করিবে। ঘৃত পান, জীবনীয় ঘৃত দ্বারা নেত্রতর্পণ, অণুতৈলের নস্য, সৈন্ধবলবণ-মিশ্রিত শীতল দুগ্ধের পরিষেক, অথবা হরিদ্রা ও দেবদারুর সহিত সিদ্ধ ও সৈন্ধবমিশ্রিত শীতল দুগ্ধের পরিষেক, স্তনদুগ্ধের সহিত শুঁঠ ঘর্ষণ করিয়া তাহাতে ঘৃত মিশাইয়া

তাহার অঞ্জন* কিংবা আনূপ ও জলজ জীবের বসার সহিত সৈন্ধব ও শুঁঠ মিশ্রিত করিয়া, তাহার অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। দৃষ্টিনাশক অন্যান্য বাতজ নেত্র রোগেরও এইরূপ বিধানে বিবেচনাপূর্ব্বক চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

পিত্তাভিষ্যন্দ-চিকিৎসা।—পিত্তজ অভিষ্যন্দ ও অধিমন্থ রোগে শিরামোক্ষণ, বিরেচন, চক্ষুতে সেক, প্রলেপ, নস্য ও অঞ্জন এবং পৈত্তিক-বিসর্প-রোগোক্ত চিকিৎসা বিবেচনাপূর্ব্বক কর্ত্তব্য। গুন্দ্রা (গোগলা বা গবেধুক), শালিমূল, শৈবাল, পাষাণভেদী, দারুহরিদ্রা, এলাচ, নীলোৎপল, লোধ, মুতা, পদ্মপত্র, চিনি, দর্ভমূল, ইক্ষুরস, তাল, বেতস, পদ্মকাষ্ঠ, দ্রাক্ষা, মধু, রক্ত-চন্দন, যষ্টিমধু, নারীদুগ্ধ, হরিদ্রা ও অনন্তমূল, এইসকল দ্রব্যের সহিত যথানিয়মে ঘৃত বা ছাগদুগ্ধ পাক করিয়া, সেই ঘৃত বা দুগ্ধ—তর্পণ, পরিষেক ও নস্যকার্য্যে প্রয়োগ করিবে। এইসমস্ত দ্রব্যের অথবা ইহার মধ্যে কোন চারিটী পদার্থের প্রত্যহ নস্য গ্রহণ করাইবে। পিত্তনাশক ক্রিয়াসমূহ ইহাতে প্রযোজ্য। তিন দিন অন্তরে দুগ্ধ ও ঘৃতের নস্য, পরিষেক, আশ্চ্যোতন ও অঞ্জনাদি প্রদান করিবে। পলাশের রস অথবা শল্লকীর রস, মধু ও চিনিমিশ্রিত করিয়া কিংবা তেউড়ী বা যষ্টিমধুর কাথ, মধু ও চিনিমিশ্রিত করিয়া, অথবা মুতা, সমুদ্রফেন, নীলোৎপল, বিড়ঙ্গ, এলাচ, আমলকী ও পীতশালের কাথ, মধু ও চিনিমিশ্রিত করিয়া তাহার অঞ্জন দিবে। তালীশপত্র, এলাচ, গিরিমাটী, বেণামূল ও শঙ্খ, এইসকল দ্রব্য স্তনদুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া অঞ্জন দিবে। আমলকী ও স্যন্দন-বৃক্ষের চূর্ণ স্তনদুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া কিংবা স্বর্ণচূর্ণ স্তন্যমিশ্রিত করিয়া, অথবা কিংশুকপুষ্প মধুমিশ্রিত করিয়া অঞ্জন দিবে। লোধ, দ্রাক্ষা, চিনি, নীলোৎপল, যষ্টিমধু ও বচ, স্তনদুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া, কিংবা কর্কের (রোচনিকা বৃক্ষের) ছাল দুগ্ধে পেষণ করিয়া, অথবা বালা, রক্তচন্দন, যজ্ঞডুমুর ও সমুদ্রফেন, স্তনদুগ্ধ ও মধুতে ঘর্ষণ করিয়া অঞ্জন প্রয়োগ করিবে।

যষ্টিমধু, লোধ, দ্রাক্ষা, চিনি ও নীলোৎপল, স্তনদুগ্ধের সহিত পেষণপূর্ব্বক ক্ষৌমবস্ত্রে পোটুলীবদ্ধ করিয়া তাহার আশ্চ্যোতন করিবে, অর্থাৎ বিন্দু বিন্দু করিয়া নেত্রে নিক্ষেপ করিবে। যষ্টিমধু ও লোধ ঘৃতের সহিত ঘর্ষণ করিয়া, তাহার আশ্চ্যোতন করিবে। গাম্ভারী, আমলকী ও হরীতকী, অথবা কেবল কট্‌ফল জলের সহিত পেষণ করিয়া, তাহার আশ্চ্যোতন করিবে।

অম্লাধ্যুষিত-চিকিৎসা।—অম্লাধ্যুষিত-শুক্তিরোগেও শিরামোক্ষণ ব্যতীত এইসমস্ত চিকিৎসা কর্ত্তব্য। ত্রৈফল বা ত্রৈবৃক ঘৃত, অথবা কেবল পুরাতন ঘৃত ইহাতে পান করান আবশ্যক। শুক্তিকা রোগে, দোষ অধোভাগে অপগত হইলে, শীতলদ্রব্যের অঞ্জন প্রদান করিবে। বৈদূর্য্য, স্ফটিক, বিদ্রুম, মুক্তা, শঙ্খ, রৌপ্য ও স্বর্ণের সূক্ষ্মচূর্ণ, মধু ও চিনিমিশ্রিত করিয়া, তাহার অঞ্জন প্রয়োগ করিলে, শুক্তিরোগ অচিরে বিনষ্ট হয়।

যে রোগী সমস্ত পদার্থ ধূমব্যাপ্তবৎ দর্শন করে, তাহাকে ঘৃত পান করাইবে; এবং রক্তপিত্তনাশক, পিত্তঘ্ন এবং পৈত্তিক-বিসর্প নিবারক ক্রিয়াসমূহ প্রয়োগ করিবে।

শ্লেষ্মাভিষ্যন্দ চিকিৎসা।—কফজ অভিষ্যন্দ ও অধিমন্থ রোগ বর্দ্ধিত হইলে, শিরামোক্ষণ, স্বেদ, অবপীড়-নস্য, অঞ্জন, ধূম, পরিষেক, প্রলেপ, কবল, রুক্ষ আশ্চোতন এবং রুক্ষ পুটপাক যোগসকল যথাবিধি প্রয়োগ করিবে। এই সমস্ত অপতর্পণ ক্রিয়ার পরে, তিন তিন দিন অন্তর প্রাতঃকালে, তিক্তদ্রব্য-সাধিত ঘৃতপান করাইবে। যাহাদ্বারা শ্লেষ্মার বৃদ্ধি না হয়, সেইরূপ অন্ন-পানের ব্যবস্থা করিবে। শোনা, হাপরমালী, ফণিজ্ঝক, তুলসী বা নিসিন্দা, বেল, শালিঞ্চ, পীলু, আকন্দ ও কপিত্থ, ইহাদের পত্র সিদ্ধ করিয়া তাহার স্বেদ দিবে। বালা, শুঁঠ, দেবদারু ও কুড় পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিবে। সৈন্ধব, হিং, ত্রিফলা, মৌল, পুণ্ডরীয়াকাষ্ঠ, রসাঞ্জন, তুঁতে ও তাম্র, এইসকল দ্রব্য জলসহ পেষণ করিয়া, তাহার অঞ্জনবর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। অথবা হরীতকী, হরিদ্রা, যষ্টিমধু, ও রসাঞ্জন কিংবা ত্রিকটু, ত্রিফলা, হরিদ্রা ও বিড়ঙ্গ; অথবা বালা, কুড়, দেবদারু, শঙ্খ, আকনাদি, চিতামূল, ত্রিকটু ও মনঃশিলা; কিংবা জাতীফুল, করঞ্জফুল, সজিনাফুল; অথবা করঞ্জবীজ, সজিনাবীজ, বৃহতী ও কণ্টকারীর ফুল ও ফল, রসাঞ্জন, রক্তচন্দন, সৈন্ধব, মনঃশিলা, হরিতাল ও লশুন—সমপরিমিত এই-সকল দ্রব্য জলসহ পেষণ করিয়া বর্ত্তি করিবে, এবং কফজ নেত্ররোগে সেই বর্ত্তির অঞ্জন প্রয়োগ করিবে।

বলাসগ্রথিত-চিকিৎসা।—শূকযুক্ত নীলযব গব্যদুগ্ধে ভিজাইয়া, তাহা শুষ্ক ও দগ্ধ করিবে; এবং অর্জক, তুলসী, হাপরমালী, বেল, নিসিন্দা ও জাতীফুল, এইসকল দ্রব্যও দগ্ধ করিবে। এই সমস্ত ভস্ম-ক্ষারপাক-বিধানে পাক

করিয়া, তাহার সহিত সৈন্ধব, তুঁতে ও গোরোচনা মিশ্রিত করিবে। লৌহনল-দ্বারা এই ক্ষারের অঞ্জনপ্রয়োগ করিলে, বলাসগ্রথিত নিবারিত হয়। ফণিজ্-ঝকাদিগণেরও এইরূপ ক্ষার প্রস্তুত করিয়া, অঞ্জন প্রয়োগ করিলে ঐরূপ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পিষ্টক চিকিৎসা।—শুঁঠ, পিপুল, মুতা, সৈন্ধব ও সজিনা-বীজ, টাবানেবুর রসের সহিত পেষণ করিয়া অঞ্জন দিলে, পিষ্টকরোগ বিনষ্ট হয়। কণ্টকারীর ফল পাককালে, সেই ফলের বীজ বাহির করিয়া, তন্মধ্যে পিপুল ও সৌবীরাঞ্জনের কল্ক পূরণ করিয়া রাখিবে। সপ্তরাত্রি পরে সেই কল্ক বাহির করিয়া পিষ্টকরোগে তাহার অঞ্জন প্রয়োগ করিবে; অথবা বার্ত্তাকু, সজিনা, রাখালশশা, পটোল, কিরাততিক্ত বা আমলকীর ফলের মধ্যে ঐরূপ পিপুল ও সৌবীরাঞ্জনের কল্ক পূরিয়া, সপ্তাহান্তে তাহাই অঞ্জনার্থ প্রয়োগ করিবে।

প্রক্লিন্নবর্ত্মাদি-চিকিৎসা।— হীরাকস, সমুদ্রফেন, রসাঞ্জন ও জাতী-মুকুল, মধুর সহিত মাড়িয়া, প্রক্লিন্নবর্ত্মে অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। সৈন্ধব, সজিনা-বীজ ও মনঃশিলা, সমপরিমিত এইসকল দ্রব্য টাবানেবুর রসের সহিত মাড়িয়া, অঞ্জন প্রয়োগ করিলে, নেত্রকণ্ডু নিবারিত হয়। শুঁঠ, দেবদারু, মুতা, সৈন্ধব, জাতীমুকুল সুরার সহিত পেষণ করিয়া অঞ্জন দিলে, নেত্রের কণ্ডু ও শোথ প্রশমিত হয়।

রক্তাভিষ্যন্দ-চিকিৎসা —রক্তজ অভিষ্যন্দ, অধিমন্থ, শিরোৎপাত, শিরাহর্ষ, এই চারিটী রোগের চিকিৎসা একরূপ। এইসকল রোগে একশত বৎসরের পুরাতন-ঘৃত অথবা অধিক স্নেহযুক্ত মাংসরস দ্বারা স্নিগ্ধ করিয়া শিরা-মোক্ষণ করিবে। তৎপরে দোষ বিবেচনা পূর্ব্বক প্রয়োজনানুসারে বিরেচন, শিরোবিরেচনদ্রব্য-সিদ্ধ-ঘৃতদ্বারা শিরঃশোধন এবং প্রলেপ, পরিষেক, নস্য, ধূম, আশ্চ্যোতন, অভ্যঞ্জন, তর্পণ ও পুটপাকযোগের ব্যবস্থা করিবে।

নীলোৎপল, বেণামূল, দারুহরিদ্রা, কালিয়াকাষ্ঠ, যষ্টিমধু, মুতা, লোধ ও পদ্ম-কাষ্ঠ, এইসকল দ্রব্য শতধৌত ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া, নেত্রের চতুর্দ্দিকে প্রলেপ দিবে। নেত্রে অত্যন্ত বেদনা থাকিলে, মৃদুস্বেদ হিতকর। রক্তের আধিক্য থাকিলে, নেত্রপার্শ্বে জলোকা-প্রয়োগ করিয়া রক্তমোক্ষণ কর্ত্তব্য। অধিকমাত্রায় ঘৃত পান করাইলেও যন্ত্রণার শান্তি হয়। পিত্তাভিষ্যন্দনাশক অন্যান্য

চিকিৎসাও ইহাতে প্রযোজ্য। কেশুর ও যষ্টিমধুর চূর্ণ পোট্টলীবদ্ধ করিয়া বৃষ্টির জলে সেই পোট্টলী ভিজাইয়া রাখিবে; সেই জলের আশ্চ্যোতন ও পরিষেক হিতকর। পারুল, অর্জ্জুন, গাম্ভারী, ধাইফুল, আমলকী, বেল, বৃহতী, কণ্টকারী ও বিম্বীলোট,—ইহাদের ফুল এবং মঞ্জিষ্ঠা, সমপরিমিত এইসকল দ্রব্য মধু বা ইক্ষুরসের সহিত পেষণ করিয়া, রক্তাভিষ্যন্দে অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। রক্তচন্দন কুমুদ, তেজপত্র, শিলাজতু, কুঙ্কুম, লৌহচূর্ণ, তাম্রচূর্ণ, তুঁতে, নিম্বনির্য্যাস, রসাঞ্জন, সীসাচূর্ণ ও কাংস্যমল, এইসকল দ্রব্য মধুর সহিত পেষণ করিয়া বর্ত্তি করিবে এবং সেই বর্ত্তির অঞ্জন রক্তাভিষ্যন্দে প্রয়োগ করিবে। ঘৃত ও মধুর সহিত রসাঞ্জন মাড়িয়া শিরোৎপাত রোগে তাহার অঞ্জন দিবে। অথবা সৈন্ধব ও হীরাকস স্তন্যদুগ্ধে ঘর্ষণ করিয়া, তাহার অঞ্জন কিংবা শঙ্খচূর্ণ, মনঃশিলা, তুঁতে, দারুহরিদ্রা ও সৈন্ধব, এইসকল দ্রব্য মধুতে মাড়িয়া তাহার অঞ্জন; অথবা শিরীষ-পুষ্পের রস, সুরা, মরিচ ও মধু, এইসকলের অঞ্জন; কিংবা মধুতে গিরিমাটী মাড়িয়া, তাহার অঞ্জন শিরোৎপাত রোগে প্রয়োগ করিবে। শিরাহর্ষরোগে মধু-মিশ্রিত ফাণিতের (মাৎগুড়ের) অঞ্জন দিবে। অথবা মধুতে রসাঞ্জন মাড়িয়া, কিংবা মধুর সহিত হীরাকস ও সৈন্ধব মাড়িয়া, তাহার অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। অম্লবেতস, মাৎগুড় ও সৈন্ধব, এইসকল দ্রব্য স্তন্যদুগ্ধের সহিত মাড়িয়া তাহার অঞ্জন দিলেও শিরাহর্ষ প্রশমিত হয়।

রক্তার্জ্জুন-চিকিৎসা।—রক্তজ অর্জ্জুন রোগে পিত্তজ-অভিষ্যন্দরোগের বিধানসকল প্রয়োগ করিবে। ইক্ষুরস, মধু, চিনি, স্তনদুগ্ধ, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু ও সৈন্ধব, এইসকল দ্রব্যের পরিষেক ও অঞ্জন এবং কাঞ্জিকাদি অম্লদ্রব্যের আশ্চ্যোতন ইহাতে হিতকর। চিনি, যষ্টিমধু, ছোনাছাল দধির মাত, মধু, কাঁজি, সৈন্ধব, টাবানেবু, অম্লকুল ও অম্লদাড়িম; এইসকল দ্রব্যের মধ্যে কোন একটী, দুইটী বা তিনটী দ্রব্য বিবেচনা পূর্ব্বক আশ্চ্যোতন ক্রিয়ায় প্রয়োগ করিবে। স্ফটিক, প্রবাল, শঙ্খ, যষ্টিমধু ও মধু; অথবা শঙ্খচূর্ণ, মধু, চিনি ও সমুদ্রফেন, এই উভয় যোগ অঞ্জনার্থ প্রয়োগ করিবে। সৈন্ধব, মধু ও নির্ম্মল-ফল, অথবা মধু ও রসাঞ্জন কিংবা হীরাকস ও মধু, এইসকলের অঞ্জনও অর্জ্জুনরোগে প্রশস্ত।

লেখ্য অঞ্জন।—রাং, সীসা, তামা, রূপা ও কৃষ্ণলৌহাদি সর্ব্বলৌহচূর্ণ, মনঃশিলা, গৈরিকাদি ধাতুসমূহ, সৈন্ধবাদি লবণসকল, বৈদূর্য্যাদি রত্নসমুদায়, গবাদি

পশুর দন্ত ও শৃঙ্গ এবং কাসীসাদি অবসাদনগণ, কুক্কুট-ডিম্বের খোলা, লশুন, ত্রিকুট, করঞ্জবীজ ও এলাচ, এ সকল দ্রব্য লেখ্য-অঞ্জনার্থ প্রযোজ্য। রক্ত-মোক্ষণ হইতে পুটপাক পর্য্যন্ত অভিষ্যন্দনামক সমস্ত ক্রিয়া সম্পাদনের পরে লেখ্য অঞ্জন প্রয়োগ করিতে হয়।

শুক্ররোগ-চিকিৎসা।—অব্রণ শুক্র এবং সব্রণ কর্কশ শুক্ররোগেও পূর্ব্বোক্ত রক্তমোক্ষণ হইতে পুটপাক পর্য্যন্ত ক্রিয়ার পর লেখ্য অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। শিরীষ-বীজ, মরিচ, পিপুল ও সৈন্ধব; অথবা কেবল সৈন্ধব দ্বারা শুক্ররোগ ঘর্ষণ করিবে। তাম্রচূর্ণ ১৬ ষোল ভাগ, শঙ্খচূর্ণ ৮ আট ভাগ, মনঃশিলা ৪ চারিভাগ, মরিচ ২ দুইভাগ ও সৈন্ধব ১ একভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া অঞ্জন দিলে, শুক্ররোগ নিবারিত হয়। শঙ্খচূর্ণ, কুলের আঁটি, নির্ম্মল-ফল, দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু ও মধু; অথবা মধু, গবাদির দন্ত, সমুদ্রফেন ও শিরীষফুল, ইহাদের অঞ্জন কিংবা বলাসগ্রথিত-নাশক ক্ষারাঞ্জন প্রয়োগ করিবে। তুষশূন্য ভাজা মুগ, শঙ্খ-চূর্ণ, মধু ও চিনি, এইসকল দ্রব্যের, অথবা মোলসার ও মধু, এই উভয় দ্রব্যের সর্ব্বদা অঞ্জন দিবে। মধুর সহিত বহেড়া-আঁটির মজ্জা মাড়িয়া অঞ্জন দিলেও শুক্ররোগ বিনষ্ট হয়। শুক্র দ্বিপটলাশ্রিত হইলে এবং বেদনা থাকিলে, বাতঘ্ন দ্রব্য দ্বারা তর্পণ প্রয়োগ করিবে। বংশাঙ্কুর, ভেলার আঁটী, তালজটা ও নারিকেল-জটা, এইসকল দ্রব্য অগ্নিতে দগ্ধ করিবে এবং যথানিয়মে একশতবার ছাঁকিয়া ক্ষার প্রস্তুত করিবে। এই ক্ষারজল দ্বারা হস্তীর অস্থিচূর্ণ বহুবার ভাবিত করিবে। পরে সেই অস্থিচূর্ণ মধুমিশ্রিত করিয়া কেবল শুক্রস্থানে তাহা প্রয়োগ করিবে। ইহাদ্বারা শুক্রের বিবর্ণতা দূরীভূত হইয়া কৃষ্ণবর্ণে পরিণত হয়।

অজকা-চিকিৎসা।—অজকার পার্শ্বদেশ সূচী দ্বারা বিদ্ধ করিয়া জল নিঃসারণ করিবে এবং গোমাংসচূর্ণ ও ঘৃত একত্র মিশ্রিত করিয়া ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করিবে। অজকার বর্ত্ম উদ্গত হইয়া উঠিলে, বহুবার তাহাতে লেখন করিবে। অর্থাৎ শস্ত্র বা ক্ষারাদি দ্বারা তাহা চাঁচিয়া ফেলিবে।

নেত্রপাক চিকিৎসা — সশোথ পাক বা অশোথ-পাকরোগে নেত্রের নিকটস্থ উপযুক্ত স্থান স্নিগ্ধ ও স্বিন্ন করিয়া শিরাবেধ করিবে এবং পরিষেক, অক্ষিপূরণ, নস্য ও পুটপাক প্রয়োগ করিবে। তৎপরে রোগীকে পরিশুদ্ধ করিয়া অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। সৈন্ধবসংযুক্ত ঘৃত, অথবা সৈন্ধবমিশ্রিত মৈরেয় মদ্য,

কিংবা দধি বা দধির সর, একমাস তাম্রপাত্রে রাখিয়া, তাহার অঞ্জন দিবে। কাংস্যমলসংযুক্ত ঘৃতের অথবা স্তন্যঘৃষ্ট সৈন্ধব-লবণের অঞ্জন দিবে; কিংবা সম পরিমিত মৌলসার ও স্বর্ণগৈরিক মধুর সহিত মাড়িয়া তাহার অঞ্জন দিবে; অথবা ঘৃত, সৈন্ধব ও তাম্রচূর্ণ স্তন্যদুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহার অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। দাড়িম, সোন্দাল, অশ্মন্তক (অম্ললোটক) ও অম্লকুল, ইহাদের সহিত অল্প সৈন্ধব মিশ্রিত করিয়া, নেত্রপাক-নিবারণের জন্য এই রস-ক্রিয়া অঞ্জনার্থ প্রয়োগ করিবে। সৈন্ধব ও শুঁঠ একমাস কাল ঘৃতের মধ্যে রাখিয়া, তৎপরে তাহা স্তন্যদুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহার আশ্চোতন ও অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। জাতীফুল, সৈন্ধব, শুঁঠ, পিপুলদানা ও বিড়ঙ্গসার পেষণপূর্ব্বক তাহাতে মধু মিশ্রিত করিয়া নেত্রপাকে অঞ্জন দিবে।

পূযালস-চিকিৎসা।—পূযালস রোগে রক্তমোক্ষণ ও উপনাহ-স্বেদ হিতকর। নেত্রপাকনাশক ক্রিয়াসমূহ ইহাতেও প্রয়োগ করিবে। হীরাকস ও সৈন্ধব-লবণ আদার রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া, তাহার অঞ্জন দিবে। অথবা ঐসকলের সহিত তাম্রচূর্ণ এবং মধু মিশ্রিত করিয়া তাহার অঞ্জন প্রয়োগ করিবে।

প্রক্লিন্নবর্ত্ম-চিকিৎসা।—প্রক্লিন্নবর্ত্মরোগে যথাক্রমে স্নেহ, শিরা-মোক্ষণ, বিরেচন, শিরোবিরেচন ও আস্থাপনদ্বারা দোষ নির্হরণ পূর্ব্বক যথোপযুক্ত পরিষেক, অঞ্জন, আশ্চোতন, নস্য ও ধূম প্রয়োগ করিবে। মুতা, হরিদ্রা, যষ্টি-মধু, প্রিয়ঙ্গু, শ্বেতসর্ষপ, লোধ, নীলোৎপল ও অনন্তমূল, বৃষ্টির জলের সহিত পেষণ করিয়া, তাহার আশ্চোতন এবং রসাঞ্জন মধুতে মাড়িয়া তাহার অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। আমলকীর পত্র ও ফলের রস পাক করিবে; অথবা বাঁশের মূলের রস তাম্রপাত্রে পাক করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে; ত্রিফলার কাথ, পলাশপুষ্প বা আপাং-মঞ্জরী দ্বারা রসক্রিয়া করিয়া অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। কাংস্যমল কার্পাসবস্ত্রসহ দগ্ধ করিয়া, ছাগদুগ্ধের সহিত তাহা পেষণ করিবে, এবং মরিচ ও তাম্রচূর্ণ তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া, অঞ্জন প্রয়োগ করিলে, তীক্ষ্ণাঞ্জন প্রয়োগজনিত নেত্রের দুর্ব্বলতা বিনষ্ট হয়। সমুদ্রফেন, সৈন্ধব, শঙ্খ, মুগ ও সজিনাবীজ; এইসকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া, সেই চূর্ণের অঞ্জন দিলে, অক্লিন্নবর্ত্ম ও প্রক্লিন্নবর্ত্ম শীঘ্র বিনষ্ট হয়। সমপরিমিত কজ্জল ও তুঁতে, ঘৃতের সহিত তাম্রপাত্রে ঘর্ষণ করিয়া অঞ্জন প্রয়োগ করিলে, প্রক্লিন্নবর্ত্ম নিবারিত হয়।

লেখ্যরোগ-চিকিৎসা।—পূর্ব্বোক্ত নয় প্রকার লেখ্যরোগে প্রথমতঃ যথাক্রমে স্নেহ, স্বেদ, বমন ও বিরেচন প্রয়োগ করিবে। তৎপরে রোগীকে একটী বাতাতপশূন্য গৃহে বসাইয়া, বামহস্তের তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা তাহার নেত্রবর্ত্ম উল্টাইয়া ধরিবে, এবং নেত্রের ক্লেশ না হয়, এরূপভাবে ঈষদুষ্ণ-জলতপ্ত-বস্ত্রখণ্ড দ্বারা স্বেদ দিবে। তাহার পর বস্ত্রখণ্ড দ্বারা নেত্রবর্ত্ম মার্জ্জিত করিয়া শস্ত্র বা শেফালিকা প্রভৃতির কর্কশপত্র দ্বারা পীড়িত স্থান লেখন করিবে। লেখন-ক্রিয়ার পরে রক্তস্রাব বন্ধ হইলে, বর্ত্মে পুনর্ব্বার স্বেদ দিয়া, মনঃশিলা, হীরাকস, ত্রিকটু, রসাঞ্জন ও সৈন্ধব, মধুমিশ্রিত করিয়া, তদ্দ্বারা প্রতিসারণ করিবে। অতঃপর উষ্ণজলে প্রক্ষালন পূর্ব্বক বর্ত্ম ঘৃতসিক্ত করিয়া ক্ষতস্থানে ব্রণবৎ চিকিৎসা করিবে।

লেখনকার্য্য সম্যক্ সম্পন্ন হইলে, বর্ত্ম রক্তস্রাবরহিত, শোথ-কণ্ডূশূন্য, সমতল ও নখপৃষ্ঠসদৃশ হয়। দুর্লিখিত হইলে, শস্ত্রকৃত-ক্ষতস্থান হইতে গাঢ় রক্ত নিঃসৃত হয় এবং নেত্রের রক্তবর্ণতা, শোথ, স্রাব, তিমির (অন্ধকারদর্শন), রোগের অনুপশম, বর্ত্মের শ্যাববর্ণতা, গুরুত্ব, স্তব্ধতা, কণ্ডূ, হর্ষ ও মললিপ্ততা, এইসকল লক্ষণ লক্ষিত হয়। এইরূপ ঘটিলে, পুনর্ব্বার বর্ত্মে স্নেহ ও স্বেদপ্রয়োগ করিয়া লেখন করা আবশ্যক; নতুবা দারুণ নেত্রপাক উপস্থিত হইতে পারে। লেখন-ক্রিয়ার বর্ত্ম ব্যাবর্ত্তিত হইলে, পক্ষ্ম প্রচ্যুত এবং বর্ত্ম বেদনাযুক্ত ও অধিক স্রাব নিঃসৃত হইলে, অতিলেখন হইয়াছে বুঝিতে হইবে। তাহাতে স্নেহস্বেদাদি কর্ম্ম এবং বায়ুনাশক চিকিৎসা হিতকর।

বর্ত্মাববন্ধ, ক্লিষ্টবর্ত্ম, বহুলবর্ত্ম ও পোথকী, এই কয়েকটী রোগে প্রথমতঃ অল্প অল্প প্রস্থিত করিয়া (চিরিয়া) লেখন করিতে হয়। শ্যাববর্ত্ম ও কর্দ্দম-বর্ত্মে সমভাবে অর্থাৎ এককালে ও নাত্যবগাঢ়রূপে লেখন কর্ত্তব্য। কুম্ভিকিনী, শর্করা ও উৎসঙ্গিনী রোগে অগ্রে শস্ত্রদ্বারা কাটিয়া তৎপরে লেখন করিবে। বর্ত্মে যেসকল অতি কঠিন ক্ষুদ্রাকৃতি ও তাম্রবর্ণ পিড়কা উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে পাকাইয়া ভেদ করিবে এবং পরে সেই ভিন্ন পিড়কা লেখন করিবে। যেসকল পিড়কা বাহ্যবর্ত্মে অল্পদিন মাত্র উৎপন্ন হইয়াছে এবং যাহা অল্প শোথবিশিষ্ট, তাহাদিগকে ছেদভেদাদি না করিয়া, স্বেদ, প্রলেপ ও শোধন-ক্রিয়াদ্বারা প্রশমিত করিবে।

ভেদ্যরোগ-চিকিৎসা।—পক্ক বিসগ্রন্থিতে স্বেদ দিয়া, তাহার ছিদ্র-সকল নিরাশ্রয়রূপে অর্থাৎ আশ্রয়স্থানের উন্নতি না থাকে, এরূপভাবে ভেদ করিয়া, তাহাতে সৈন্ধব, হীরাকস, পিপুল, পুষ্পাঞ্জন, মনঃশিলা ও এলাচ অবচূর্ণন করিবে। তৎপরে তাহাতে ঘৃত ও মধু দিয়া বাঁধিয়া রাখিবে। লগণরোগ ক্ষুদ্রাকৃতি হইলে, তাহা ভেদ করিয়া, গোরোচনা, যবক্ষার, তুঁতে, পিপুল ও মধু, ইহাদের এক একটী দ্রব্য তাহাতে প্রতিসারণ করিবে। লগণ বৃহৎ হইলে, তাহা ভেদ করিয়া, ক্ষার ও অগ্নি প্রয়োগ করিবে। অঞ্জন-নাসিকা রোগে প্রথমতঃ স্বেদ দিবে এবং স্বয়ং ভিন্ন হইলে, নিষ্পীড়ন পূর্ব্বক মনঃশিলা, এলাচ, তগর, সৈন্ধব ও মধু দ্বারা প্রতিসারণ করিবে; কিন্তু স্বয়ং ভিন্ন না হইলে, শস্ত্রদ্বারা ভেদ করিয়া, রসাঞ্জন ও মধুদ্বারা প্রতিসারণ করিবে এবং দীপশিখাজাত উষ্ণ অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। ক্রিমিগ্রন্থিতে স্বেদ প্রয়োগ পূর্ব্বক ভেদ করিবে; এবং ত্রিফলা, তুঁতে, হীরাকস ও সৈন্ধবের রসক্রিয়া প্রতিসারণ করিবে। কফজ ক্রিমিগ্রন্থি ভেদ করিয়া, পিপুল, মধু ও সৈন্ধব দ্বারা উপনাহ-স্বেদ প্রয়োগ করিবে; অথবা কফঘ্ন-পল্লবের স্বেদ দিয়া লেখন করিবে এবং মণ্ডলাগ্র শস্ত্র দ্বারা অল্প অল্প চিরিয়া দিবে।

এই পাঁচপ্রকার ভেদ্যরোগ যতদিন না পাকে, ততদিন পর্য্যন্ত সাধারণ শোথ-চিকিৎসা-বিধানে চিকিৎসা করিবে। কিন্তু ঐসকল রোগে প্রথমতঃ স্নেহপদার্থ প্রয়োগ করিয়া, তৎপরে স্বেদ, রক্তমোক্ষণ ও বিরেচনাদি ক্রিয়া কর্ত্তব্য। পাকিলে, যত্নপূর্ব্বক ব্রণরোপণ করা আবশ্যক।

ছেদ্যরোগ-চিকিৎসা।—অর্ম্মরোগীকে প্রথমতঃ স্নিগ্ধ অন্ন ভোজন করাইবে। তৎপরে যথাকালে তাহাকে উপবেশন করাইয়া অর্ম্মের উপর সৈন্ধব-চূর্ণ দিয়া অর্ম্ম সংক্ষোভিত করিবে এবং সেই সংক্ষোভিত অর্ম্মে স্বেদ প্রয়োগ করিয়া, তাহা চালিত করিবে। তৎপরে অর্ম্মের যে স্থান কুঞ্চিত হইবে, সেই স্থানে সাবধানে বড়িশ-যন্ত্র যোজনা করিবে। বড়িশ-যোজনাকালে রোগীকে অপাঙ্গদৃষ্টি হইয়া থাকিতে বলিবে। বড়িশের বক্রমুখ দ্বারা ক্রমশঃ অর্ম্ম টানিয়া তুলিবে, অথবা সূচী বিদ্ধ করিয়া সূচীসূত্র দ্বারা টানিয়া ধরিবে। আকর্ষণকালে অর্ম্ম যাহাতে ছিঁড়িয়া না যায়, সেজন্য সাবধান হইবে এবং বর্ত্মদ্বয়ে শস্ত্রের আঘাত না লাগে, তজ্জন্য উভয় বর্ত্ম দৃঢ়রূপে টানিয়া ধরিয়া রাখিবে। অর্ম্ম শিথিল

হইলে, ক্রমে ক্রমে তাহা তিনটী বড়িশ দ্বারা টানিয়া ধরিবে এবং মণ্ডলাগ্র শস্ত্র দ্বারা লেখন করিয়া কৃষ্ণমণ্ডল ও শুক্লমণ্ডল হইতে সমস্ত অর্ম্মজাল কনীনিকার নিকটে আনয়ন পূর্ব্বক ছেদন করিবে। কনীনিকার অতি নিকটে ছেদন করা উচিত নহে, কারণ, তাহাতে কনীনিকা ছিন্ন হইতে পারে। কনীনিকা ছিন্ন হইলে, রক্তস্রাব ও নালী হয়। অর্ম্মের অধিকাংশ অছিন্ন থাকিলেও তাহা শীঘ্রই আবার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, অতএব কনীনিকাসমীপে চতুর্থভাগ অবশিষ্ট রাখিয়া ছেদন করা আবশ্যক।

যে অর্ম্ম জালের ন্যায় ব্যাপ্ত হইয়া থাকে এবং যাহা বর্ত্মসমীপে শুক্লান্তভাগে অবস্থিত, তাহাও পূর্ব্ববৎ শিথিল করিয়া বড়িশ যন্ত্রদ্বারা ধারণ পূর্ব্বক মণ্ডলাগ্র-শস্ত্রদ্বারা ছেদন করিবে; এবং যবক্ষার, ত্রিকটু ও সৈন্ধব-লবণের চূর্ণদ্বারা প্রতি-সারণ করিবে। তৎপরে স্বেদ দিয়া বাঁধিয়া রাখিবে। অনন্তর দেশ, ঋতু এবং রোগের ও রোগীর অবস্থা বিবেচনা পূর্ব্বক যথোপযুক্ত স্নেহ প্রদান করিয়া, ব্রণবৎ চিকিৎসা করিবে। তিন দিনের পরে বন্ধন খুলিয়া করস্বেদ প্রদান পূর্ব্বক ব্রণ-শোধন করিতে হইবে। চক্ষুতে শূলনি থাকিলে, করঞ্জবীজ, আমলকী ও যষ্টি-মধু, ইহাদের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া তাহাতে মধু মিশাইবে; সেই দুগ্ধদ্বারা দিবসে দুইবার করিয়া চক্ষুতে আশ্চ্যোতন (নেত্রপূরণ) প্রয়োগ করিবে। যষ্টি-মধু, নীলোৎপলের কেশর ও দূর্ব্বা, দুগ্ধের সহিত পেষণপূর্ব্বক ঘৃতমিশ্রিত করিয়া মস্তকে তাহার শীতল প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। অর্ম্মের কিছু অবশিষ্ট থাকিলে, লেখ্য অঞ্জন প্রয়োগ করিয়া তাহা দূরীভূত করিবে। যে অর্ম্ম চালনা করিবার মত পাতলা, যাহা দধির ন্যায় অথবা যাহা নীল, রক্ত বা ধূসরবর্ণ ও পাতলা, শুক্ল-রোগের ন্যায় তাহার চিকিৎসা করিবে। যে অর্ম্ম চর্ম্মখণ্ডের ন্যায় ঘন, যাহা স্নায়ু ও মাংসদ্বারা ঘন আচ্ছাদিত এবং যাহা কৃষ্ণমণ্ডলগত, তাহাই ছেদ্য। অর্ম্ম ছেদের পরে নেত্র যদি বিশুদ্ধবর্ণ, নিমেষোন্মেষাদিক্রিয়ায় অক্লিষ্ট, গতক্লম ও সমুদায় উপদ্রব-শূন্য হয়, তবেই অর্ম্ম সম্যক্‌ছিন্ন হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

শিরাজালরোগে যেসকল শিরা কঠিন হয়, তাহাদিগকে বড়িশ-যন্ত্র দ্বারা ধারণ করিয়া মণ্ডলাগ্র শস্ত্রদ্বারা লেখন করিবে। শিরাতে যেসকল পিড়কা উৎ-পন্ন হইয়া ঔষধদ্বারা প্রশমিত না হয়, মণ্ডলাগ্র-শস্ত্রদ্বারা তাহাদিগকে ছেদন করা আবশ্যক। তৎপরে অর্ম্মোক্ত প্রতিসারণ এবং লেখ্য অঞ্জনাদি যথাদোষ প্রয়োগ

করা কর্ত্তব্য। পর্ব্বণিকারোগে শুক্ল-কৃষ্ণসন্ধিতে সম্যক্ স্বেদ দিয়া, পর্ব্বণিকার তৃতীয়ভাগে বড়িশশস্ত্রদ্বারা ধরিয়া ছেদন করিবে; নতুবা অশ্রুনালী উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাতেও সৈন্ধব ও মধুদ্বারা প্রতিসারণ করা আবশ্যক। ব্যাধির অবশেষ থাকিলে, লেখনীয় চূর্ণ প্রয়োগ করিবে। শঙ্খ, সমুদ্রফেন, সমুদ্রজ মুক্তা-শুক্তি, স্ফটিক, পদ্মরাগ, প্রবাল, অশ্মন্তক মণি, বৈদূর্য্য, মুক্তা, লৌহ, তাম্র ও স্রোতোঽঞ্জন, এইসকল দ্রব্যের সমপরিমিত চূর্ণ মেষশৃঙ্গনির্ম্মিত পাত্রে রাখিবে এবং দুইবেলা তাহার অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। ইহাদ্বারা অর্ম্ম, পিড়কা, শিরাজাল, বর্ত্মার্শ, শুক্লার্শ ও অর্ব্বুদ বিনষ্ট হয়।

বর্ত্মের অভ্যন্তরভাগে যেসকল রোগ উৎপন্ন হয়, সেইসকল রোগে বর্ত্মে স্বেদ প্রদান পূর্ব্বক বর্ত্ম পরিবর্ত্তিত করিয়া, পিড়কাদি অতি সাবধানে সূচীদ্বারা বিদ্ধ করিয়া টানিয়া ধরিবে এবং তীক্ষ্ণ মণ্ডলাগ্র শস্ত্রদ্বারা তাহার মূলভাগে ছেদন করিবে। তৎপরে সৈন্ধব, হীরাকস ও পিপুলের চূর্ণ তাহাতে প্রতিসারণ করিবে। রক্তনির্গম বন্ধ হইলে, উত্তপ্ত লৌহশলাকাদ্বারা বর্ত্ম দগ্ধ করিবে। ব্যাধির অবশেষ থাকিলে, ক্ষারপ্রয়োগ দ্বারা অবলেখন করিবে। সমুদায় ছেদ্য রোগে বমন ও বিরেচন ঔষধদ্বারা দোষের নির্হরণ করা আবশ্যক। অভিষ্যন্দ-নাশক অন্যান্য চিকিৎসাবিধিও তাহাতে প্রয়োজ্য। শস্ত্রক্রিয়ার পরে একমাস-কাল নেত্র বাঁধিয়া রাখিতে হয়।

পক্ষ্মকোপ-চিকিৎসা।—পক্ষ্মকোপরোগে প্রথমতঃ রোগীকে স্নিগ্ধ করিয়া, ভ্রূর নিম্নদেশে দুইভাগে এবং পক্ষ্মাশ্রিত একভাগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কনীনিকা ও অপাঙ্গের সমপ্রদেশে পক্ষ্মের নিকটে একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত যবাকৃতিরূপে শস্ত্রদ্বারা ছেদন করিবে। অর্থাৎ শস্ত্রাঙ্কনের মধ্যভাগ স্থূল ও উভয়প্রান্ত সূক্ষ্ম হইবে। শস্ত্রপ্রয়োগের পরে কেশাদিদ্বারা সেই স্থান সেলাই করিবে এবং ব্রণস্থানে ঘৃত ও মধু প্রয়োগ করিবে। ললাটদেশে পটী বাঁধিয়া ব্রণোক্ত বিধানসমূহও অবলম্বন করিতে হইবে। ব্রণস্থান সংরূঢ় হইলে, সেলাইয়ের কেশগুলি কাটিয়া ফেলিবে। ইহাতে প্রশমিত না হইলে বর্ত্ম উত্তান করিয়া, অগ্নি বা ক্ষারপ্রয়োগদ্বারা দোষদুষ্ট বলি অপসারিত করিবে। ইহাতেও যদি নিবারিত না হয়, তবে তিনটী বড়িশদ্বারা উপপক্ষ্মমালা ধারণ করিয়া সমভাবে ছেদন করিবে এবং হরীতকী বা তবরফল পেষণ পূর্ব্বক তাহার প্রতিসারণ

করিবে। পক্ষ্মকোপরোগে অভিষ্যন্দোক্ত বিরেচন, আশ্চ্যোতন, নস্য, ধূম, প্রলেপ, অঞ্জন, স্নেহ এবং রসক্রিয়াও বিবেচনা পূর্ব্বক প্রয়োগ করা যায়।

দৃষ্টিগতরোগ-চিকিৎসা।—পিত্তবিদগ্ধ দৃষ্টিতে পিত্তাভিষ্যন্দনাশক এবং কফবিদগ্ধ দৃষ্টিতে কফাভিষ্যন্দনাশক নস্য, পরিষেক, অঞ্জন, প্রলেপ ও পুট-পাক প্রয়োগ করিবে। পিত্তবিদগ্ধ দৃষ্টিতে ত্রৈফল ঘৃত এবং কফবিদগ্ধ দৃষ্টিতে ত্রৈবৃত ঘৃত পান করাইবে। তৈল্বক ঘৃত ও কেবল পুরাতন ঘৃত উভয় রোগেই প্রশস্ত। গিরিমাটী, সৈন্ধব, পিপুল ও গোদন্তের মসী; অথবা গোমাংস, মরিচ, শিরীষবীজ ও মনঃশিলা; কিংবা কপিত্থের বৃন্ত বা আলকুশীর বীজ, মধুসহ মাড়িয়া, উভয়রোগেই অঞ্জন দিবে। কুজ্জক বৃক্ষ, অশোক, শাল, আম, প্রিয়ঙ্গু, ঈষদ্-রক্তবর্ণ পদ্ম ও নীলোৎপল, ইহাদের পুষ্প এবং রেণুক, পিপুল, হরীতকী ও আমলকী, ইহাদের চূর্ণ, ঘৃত ও মধুর সহিত মাড়িয়া বাঁশের নলের মধ্যে রাখিয়া দিবে। এই পুষ্পাঞ্জন উভয় রোগেরই উপশমকারক।

দিবান্ধ ও রাত্র্যন্ধ রোগে আমপুষ্প ও জামপুষ্পের রসের সহিত চতুর্থাংশ রেণুকাচূর্ণ পেষণ পূর্ব্বক ঘৃত ও মধুমিশ্রিত করিয়া অঞ্জন দিবে; অথবা, ঈষৎ রক্তবর্ণ পদ্মের ও নীলোৎপলের কেশর, গিরিমাটী ও গোময়রসদ্বারা গুড়িকা প্রস্তুত করিবে এবং সেই গুড়িকার অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। স্রোতোঽঞ্জন, সৈন্ধব, পিপুল ও রেণুকা, এইসকল দ্রব্য ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে; এই বর্ত্তির অঞ্জনও রাত্র্যন্ধে হিতকর। মনঃশিলা, হরীতকী, ত্রিকটু, বেড়েলা, তগর ও সমুদ্রফেন, এইসকল দ্রব্য ছাগদুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তির অঞ্জনও রাত্র্যন্ধে প্রশস্ত। সৈন্ধব, শিম্বী (হরিৎমুগ), মরিচ, সৌবীরাঞ্জন, মনঃশিলা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও রক্তচন্দন, এইসকল দ্রব্য ছাগাদির যকৃতের রসের সহিত পেষণ করিয়া গুটিকা প্রস্তুত করিবে এবং দিবান্ধ রোগে সেই গুটিকার অঞ্জন প্রয়োগ করিবে।

নেত্ররোগ যাপ্য হইলে, শিরামোক্ষণ দ্বারা রক্তস্রাব করান এবং বিরেচন দ্রব্য-সংস্কৃত পুরাতন ঘৃতদ্বারা বিরেচন করান আবশ্যক। বাতজ নেত্ররোগ যাপ্য হইলে, দুগ্ধের সহিত এরণ্ডতৈল পান করাইয়া বিরেচন করাইবে। সকলপ্রকার নেত্ররোগেই, বিশেষতঃ রক্তজ ও পিত্তজ নেত্ররোগে ত্রৈফল ঘৃত প্রশস্ত। কফজ নেত্ররোগে তেউড়ীর সহিত ঘৃত পাক করিয়া, সেই ঘৃতের বিরেচন এবং ত্রিদোষজ

নেত্ররোগে তেউড়ীর সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈলের বিরেচন প্রয়োগ করা উচিত।

সকলপ্রকার তিমিররোগে পান, অভ্যঞ্জন ও নস্যাদি-ক্রিয়ায় লৌহ-পাত্রস্থিত পুরাতন ঘৃত হিতকর। ত্রিফলার ক্বাথ ও কল্কসহ ঘৃত পাক করিয়া তিমিররোগে পান করাইবে। ত্রিফলার চূর্ণ ঘৃতমিশ্রিত করিয়া সর্ব্বদা অবলেহ করাইবে। বাতজ তিমিররোগে তিলতৈলের সহিত এবং কফজ তিমিরে প্রচুর মধুর সহিত ত্রিফলাচূর্ণ লেহন করিতে দিবে। পিত্তজ তিমিরে কেবল ঘৃত অথবা কাকোল্যাদি মধুরগণ-সিদ্ধ ছাগঘৃত ও মেষঘৃত প্রশস্ত। গোময়ের ক্বাথসহ তৈল পাক করিয়া সেই তৈলের নস্য তিমিররোগে প্রয়োগ করিবে। বিদারীগন্ধাদি এবং কাকোল্যাদি গণোক্ত দ্রব্যের সহিত তৈল পাক করিয়া, সেই তৈলের এবং বাত-ব্যাধ্যুক্ত অণুতৈলের নস্য বাতজ ও রক্তজ তিমিরে প্রযোজ্য। মুগানী বা মাষাণী, অশ্বগন্ধা, গোরক্ষচাকুলে ও শতমূলী, এইসকল দ্রব্যের সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈলের অথবা বাতব্যাধ্যুক্ত ত্রৈবৃত-তৈলের নস্য বাতজ-তিমিরে প্রয়োগ করিবে। জলচর ও আনূপ জীবের মাংসের সহিত যথাবিধি দুগ্ধ পাক করিয়া, সেই দুগ্ধের ঘৃত উৎপাদন পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত মুগানী প্রভৃতি দ্রব্যের সহিত সেই ঘৃত পাক করিয়া, বাতজ তিমিরে তাহারও নস্য প্রদান করিবে। গৃধ্র, কৃষ্ণসর্প ও কুক্কুট, ইহাদের সকলের বসা, অথবা এক একটীর বসা, যষ্টিমধুচূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া, বাতজ তিমিরে তাহার অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। এই স্নেহাঞ্জন প্রয়োগে চক্ষু জড়ীভূত হইলে, স্রোতোঽঞ্জন বা সৌবীরাঞ্জন, চক্ষুষ্য মৃগ পক্ষীর মাংসরসে, দুগ্ধে ও ঘৃতে ৭ সাত দিন যথাক্রমে ভাবিত করিয়া, সেই চূর্ণের প্রত্যঞ্জন প্রদান করিবে। পিত্তজ তিমিরে দুগ্ধোৎপন্ন ঘৃত, মধুরগণোক্ত দ্রব্যের সহিত পাক করিয়া, নস্য ও তর্পণার্থ তাহা প্রয়োগ করিবে। এণমাংসযুক্ত (হরিণ-মাংস) পুটপাক পিত্তজ-তিমিরে হিতকর। রসাঞ্জন, মধু, চিনি, মনঃশিলা, যষ্টিমধু, এইসকল দ্রব্যের রসক্রিয়া প্রস্তুত করিয়া, পিত্তজ তিমিরে তাহার অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। পিত্তজ তিমিরে অঞ্জনের অতিযোগ জন্য নেত্র জড়ীভূত হইলে, সমপরিমিত সৌবীরাঞ্জন ও তুঁতে মিশ্রিত করিয়া সেই চূর্ণের অঞ্জন দিবে। মেষশৃঙ্গী ও সৌবীরাঞ্জন প্রত্যেক এক একভাগ ও শঙ্খ দুইভাগ ইহাদের চূর্ণের অঞ্জন দিলে, পিত্তজ কাচমল বিনষ্ট হয়। কফজ তিমিরে বেণামূল,

লোধ, ত্রিফলা ও প্রিয়ঙ্গু, এইসকল দ্রব্যের কল্কসহ তৈল পাক করিয়া, সেই তৈলের নস্য ; বিড়ঙ্গ, আকনাদী, অপামার্গ, ইঙ্গুদীছাল ও বেণামূল; ইহাদের ধূম ; ক্ষীরিবৃক্ষের কাথ এবং হরিদ্রা ও বেণামূলের কল্কসহ ঘৃত পাক করিয়া তাহা দ্বারা অক্ষিপূরণ ; মনঃশিলা, ত্রিকটু, শঙ্খ, মধু, সৈন্ধব, হীরাকস ও রসাঞ্জন, এই সকল দ্রব্য চতুর্গুণ জলে পাক করিয়া সেই রসক্রিয়ার অঞ্জন, অথবা হীরাকস, রসাঞ্জন, গুড় ও শুঁঠ, এইসকল দ্রব্যের রসক্রিয়া পাক করিয়া তাহার অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। অষ্টমূত্রে ত্রিফলার কাথ প্রস্তুত করিয়া, সেই কাথ দ্বারা স্রোতোহঞ্জন বহুবার ভাবিত করিবে ; সেই স্রোতোহঞ্জন গৃধ্রাদি নিশাচর পক্ষীর নলকাস্থিবিবরে প্রবিষ্ট করাইয়া নলকাস্থির মুখ উত্তমরূপে রুদ্ধ করিবে এবং কোনও স্রোতস্বিনীজলমধ্যে সেই স্রোতোহঞ্জনপূর্ণ নলকাস্থি এক মাস রাখিয়া দিবে। পরে সেই স্রোতোহঞ্জন শুষ্ক করিয়া, তাহার সহিত মেষশৃঙ্গীপুষ্প ও যষ্টিমধু সমভাগে মিশ্রিত করিবে এবং ত্রিদোষজ তিমিরে তাহার অঞ্জন প্রয়োগ করিবে।

রাগপ্রাপ্ত-ত্রিদোষজ-তিমিরে বাত-পিত্ত-কফজ তিমিরোক্ত তর্পণাদি ক্রিয়া এবং রসক্রিয়াসমূহ প্রয়োগ করিবে। ক্ষতজ তিমিরে পিত্ততিমিরনাশক ক্রিয়া প্রযোজ্য। রক্তজ-পরিম্লায়ী তিমিরে পিত্ততিমিরনাশক এবং পিত্তকফনাশক ক্রিয়া প্রয়োগ করা আবশ্যক। সকলপ্রকার তিমিররোগেই দোষ ও রোগের অবস্থা বিবেচনা করিয়া, যথাদোষ অভিষ্যন্দনাশক চিকিৎসাও প্রয়োগ করিবে। রাগপ্রাপ্ত-তিমিরে শিরামোক্ষণ করিবে না ; কারণ, যন্ত্রদ্বারা দোষ উৎপীড়িত হইলে, আশু দৃষ্টিনাশ হইতে পারে। রক্তমোক্ষণ নিতান্ত আবশ্যক হইলে, জলৌকা প্রয়োগ করিয়া রক্তমোক্ষণ করিবে।

পথ্য।—পুরাতন-ঘৃত, ত্রিফলা, শতমূলী, পটোলপত্র, মুগ, আমলকী ও যব, তিমিররোগে এইসকল দ্রব্য ভোজন হিতকর। শতমূলীর পায়স, আমলকীর পায়স কিংবা প্রচুর ঘৃতযুক্ত এবং ত্রিফলা-জলে সিদ্ধ যবের অন্ন আহার করিলে, তিমিররোগে উপকার হয়। জীবন্তীশাক, সুষুনিশাক, ন'টেশাক, বেতোশাক চিল্লীশাক, কচিমূলা, লাবাদি-পক্ষী ও মৃগাদি জাঙ্গলপশুর মাংস, পটোল, কাঁকরোল, করোলা, বেগুণ, জয়ন্তীশাক, বাঁশের কোঁড়, সজিনাশাক এবং নীল-ঝাঁটির পত্র, এইসকল দ্রব্য ঘৃতসহ পাক করিয়া তিমিররোগে আহার ব্যবস্থেয়।

লিঙ্গনাশে শস্ত্রপ্রয়োগ-বিধি।—দৃষ্টিস্থ দোষ অৰ্দ্ধচন্দ্রাকৃতি বা ঘর্ম্ম-বিন্দুসদৃশ কিংবা মুক্তাকৃতি, অথবা কঠিন, বিষম, মধ্যদেশে পাতলা, রেখাবিশিষ্ট বহুপ্রভ, বা বেদনাযুক্ত ও রক্তবর্ণ হইলে শস্ত্রপ্রয়োগ করিবে না। তদ্ভিন্ন অন্যান্য অবস্থায় শস্ত্রপ্রয়োগ কৰ্ত্তব্য। নাত্যুষ্ণশীতকাল শস্ত্রপ্রয়োগে প্রশস্ত। প্রথমতঃ রোগীকে স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ করিয়া, যথাকালে উপযুক্তস্থানে তাহাকে বসাইবে এবং সে নড়িতে না পারে—এরূপভাবে তাহাকে উত্তমরূপে যন্ত্রিত করিবে অর্থাৎ বাঁধিয়া রাখিবে। রোগীকে আপনার নাসার প্রতি সমদৃষ্টি হইয়া থাকিতে হইবে। তৎপরে চিকিৎসক রোগীর নয়নদ্বয় সম্যক্ উন্মীলিত করিয়া, কৃষ্ণতারকা হইতে শুক্লতারকাংশদ্বয় ও শিরাজাল পরিত্যাগ পূর্ব্বক, অপাঙ্গ-সমীপে দৈবকৃত ছিদ্রে যবমুখ-শলাকাদ্বারা বিদ্ধ করিবেন। দৈবকৃত ছিদ্রের ঊর্দ্ধে বা অধোদেশে বিদ্ধ না করিয়া পার্শ্বদ্বয় দিয়া ছিদ্র করিতে হইবে। মধ্যমা, তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ এই তিনটী অঙ্গুলি দ্বারা স্থিরহস্তে শলাকা গ্রহণ করিয়া, অতি সাবধানে দক্ষিণ হস্তদ্বারা বামনেত্র এবং বামহস্তদ্বারা দক্ষিণ নেত্র বিদ্ধ করিতে হইবে। শলাকাবেধ সম্যক্‌রূপে সম্পন্ন হইলে, নেত্র হইতে জলবিন্দু নির্গত হয় এবং শব্দ হয়। শলাকাবেধের পরে নেত্রে স্তনদুগ্ধ পরিষেচন করিবে। শলাকা স্থিরভাবে রাখিয়া বাতঘ্ন-পল্লবদ্বারা নেত্রের বহির্ভাগে স্বেদ দিবে। স্বেদপ্রয়োগের পরে শলাকার অগ্রভাগ দ্বারা দৃষ্টিমণ্ডল লেখন করিবে (চাঁচিবে)। লেখনক্রিয়া দ্বারা দৃষ্টিমণ্ডলগত কফ বিশ্লিষ্ট হইলে, বিদ্ধ নেত্রের অপরপার্শ্বের নাসাপুট রুদ্ধ করিয়া, অপর নাসাপুটদ্বারা ঊর্দ্ধশ্বাস টানিতে হয়; তাহাতে দৃষ্টিমণ্ডলগত কফ নির্গত হইয়া যাইবে। মেঘাবরণশূন্য সূর্য্যের ন্যায় দৃষ্টি নির্ম্মল এবং ব্যথাশূন্য হইলেই লেখনক্রিয়া সম্যক্ সম্পন্ন হইয়াছে বুঝিতে হইবে। অতঃপর দৃশ্যপদার্থ রোগীর দৃষ্টিগোচর হইলে ধীরে শলাকা বাহির করিয়া লইবে; এবং নেত্র ঘৃতাভ্যক্ত করিয়া বস্ত্রদ্বারা বাঁধিয়া দিবে। তৎপরে দশদিন পর্য্যন্ত রোগীকে ধূমাতপাদিশূন্য গৃহে চিৎ হইয়া শুইয়া থাকিতে হইবে। যে পর্য্যন্ত নেত্র হইতে শলাকা বাহির করা না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত রোগী উদ্গার তুলিবে না, হাঁচিবে না, কাসিবে না ও হাই তুলিবে না। শলাকা বাহির করিয়া লওয়ার পরে স্নেহশীতবৎ-বিধি অবলম্বন করিবে। তিন তিন দিন অন্তরে বাতঘ্ন-দ্রব্যের কষায়দ্বারা নেত্র ধৌত করিবে এবং শলাকা-প্রয়োগের তিন দিন পরে বাতঘ্ন-পল্লবদ্বারা নেত্রের বহির্ভাগে মৃদুস্বেদ দিবে।

বাল-বৃদ্ধাদি যে সকল ব্যক্তিকে পূর্ব্বে শিরাব্যধের অযোগ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহাদের দৃষ্টিনাশ রোগে শস্ত্রপ্রয়োগ করিবে না। দৈবকৃত-ছিদ্র ভিন্ন অন্যস্থান বিদ্ধ হইলে নেত্র রক্তপূর্ণ হয়। এইরূপ ঘটিলে স্তনদুগ্ধ ও যষ্টি-মধুর সহিত ঘৃত পাক করিয়া, সেই ঘৃত নেত্রে পরিষেচন করিবে। অপাঙ্গের নিকটবর্ত্তী স্থান বিদ্ধ হইলে, শোথ, শূলনি, অশ্রুনির্গম ও নেত্র রক্তবর্ণ হয়। ইহাতে উষ্ণ ঘৃত সেচন এবং ভ্রূমধ্যে উপনাহ-স্বেদ প্রয়োগ করিবে। কৃষ্ণমণ্ডলের সমীপস্থ স্থান বিদ্ধ হইলে, কৃষ্ণভাগ পীড়িত হয়; তাহাতে বিরেচন, ঘৃতসেবন ও রক্তমোক্ষণ কর্ত্তব্য। কৃষ্ণমণ্ডলের উপরিভাগ বিদ্ধ হইলে, তীব্র বেদনা উপস্থিত হয়; সেই অবস্থায় ঈষদুষ্ণ ঘৃতের পরিষেক করিবে। অধোভাগ বিদ্ধ হইলে, অত্যন্ত শূলনি, অশ্রুস্রাব ও নেত্র রক্তবর্ণ হয়। ইহাতে পূর্ব্বোক্ত সমুদায় ক্রিয়াই প্রয়োগ করিবে। নেত্র অধিক বিঘট্টিত হইলে, রক্তবর্ণতা, অশ্রুস্রাব, বেদনা, স্তব্ধতা ও হর্ষ অর্থাৎ রোমাঞ্চসদৃশ স্পন্দন উপস্থিত হয়। এইরূপ অবস্থায় স্নেহ-স্বেদ ও অনুবাসন প্রয়োগ করা আবশ্যক। দোষ সম্যক্‌রূপে নির্হৃত না হইলে, তাহা পুনর্ব্বার উর্দ্ধগত হইয়া দৃষ্টিমণ্ডলকে শুক্ল বা অরুণবর্ণ বেদনাবিশিষ্ট এবং দর্শনক্রিয়ায় অসমর্থ করে। এইরূপ ঘটিলে, মধুরগণের সহিত ঘৃত পাক করিয়া, সেই ঘৃত নেত্রে সেচন করিবে, সেই ঘৃত দ্বারা মস্তকে শিরোবস্তি প্রয়োগ করিবে এবং মাংসের সহিত অন্নভোজনের ব্যবস্থা করিবে। মস্তকে অভিঘাত, ব্যায়াম, মৈথুন, বমন, ও মূর্চ্ছা, এইসকল কারণেও নির্লেখিত দোষ পুনর্ব্বার উপস্থিত হইয়া থাকে।

শলাকাদোষ-জনিত ব্যাধি।—শলাকা কর্কশ হইলে শূলনি, খরস্পর্শ হইলে দোষের পরিপ্লুতি, স্থূলমুখ হইলে ক্ষত স্থানে বিশালতা, তীক্ষ্ণ হইলে বহুবিধ ক্ষত, বিষম হইলে জলস্রাব এবং অস্থির হইলে, ক্রিয়ারোধ ঘটিয়া থাকে। অতএব যাহাতে ঐসমস্ত দোষ না ঘটে—এরূপভাবে তাম্র বা স্বর্ণধাতুদ্বারা আট অঙ্গুলি দীর্ঘ এবং অঙ্গুষ্ঠ পর্ব্বপরিমিত ও মুকুলাকৃতি মুখবিশিষ্ট শলাকা প্রস্তুত করিবে এবং ঐ শলাকার মধ্যভাগ সূত্রদ্বারা বেষ্টিত করিতে হইবে।

ব্যধনক্রিয়ায় দোষ ঘটিলে, অথবা আহার-বিহারে অনিয়ম হইলে, নেত্রে রক্তবর্ণতা, শোথ, অর্ব্বুদ, চূষণবৎ পীড়া, বুদ্‌বুদাকার মাংসনির্গম, শূকরদৃষ্টি ও

অগ্নিমন্দ্যাদি দোষ উৎপন্ন হয়। এইসকল উপদ্রবে দোষ বিবেচনা পূর্ব্বক চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। নেত্রের বেদনা ও লৌহিত্য নিবারণের জন্য গিরিমাটী অনন্তমূল, দূর্ব্বা, যবচূর্ণ, ঘৃত ও দুগ্ধ, এইসকল দ্রব্যের ঈষদুষ্ণ প্রলেপ দিবে। মৃদুভৃষ্ট তিল ও শ্বেত-সর্ষপ, গোঁড়ানেবুর রসের সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক ঈষদুষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিবে। ক্ষীরকাকোলী, অনন্তমূল, তেজপত্র, মঞ্জিষ্ঠা ও যষ্টিমধু, এইসকল দ্রব্য, অথবা দেবদারু, পদ্মকাষ্ঠ ও শুঁঠ, এইসকল দ্রব্য ছাগদুগ্ধের সহিত পেষণ ও ঈষদুষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিবে। দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু ও কুড়, ছাগদুগ্ধের সহিত পেষণ পূর্ব্বক উষ্ণ ও সৈন্ধবযুক্ত করিয়া প্রলেপ দিলে কিংবা ইহাদের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া সেই দুগ্ধ নেত্রে প্রয়োগ করিলে, বেদনা ও লৌহিত্য প্রশমিত হয়। শতমূলী, চাকুলে, মুতা, আমলকী ও পদ্মকাষ্ঠ, এইসকলের কল্ক এবং ছাগদুগ্ধসহ ঘৃত পাক করিয়া, সেই ঘৃত, অথবা বাতঘ্ন দ্রব্যের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া সেই দুগ্ধ এবং কাকোল্যাদিগণের কল্কসহ ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত, নস্য-প্রলেপাদি কার্য্যে প্রয়োগ করিলে, দাহ ও শূল প্রশমিত হয়। এইসমস্ত ক্রিয়াদ্বারা বেদনার শান্তি না হইলে, রোগীকে স্নিগ্ধ ও স্বিন্ন করিয়া শিরামোক্ষণ করিবে, অথবা প্রয়োজন হইলে ভ্রূ, ললাট ও শঙ্খদেশের শিরা দাহ করিবে।

অতঃপর দৃষ্টির প্রসাদনার্থ অঞ্জন প্রয়োগ করিতে হইবে; মেষশৃঙ্গী, শিরীষ, ধব ও জাতী,—ইহাদের ফুল এবং মুক্তা ও বৈদূর্য্যমণি, এইসকল দ্রব্য ছাগদুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া, সপ্তাহকাল তাম্রপাত্রে রাখিবে; তৎপরে তাহাতে বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া সেই বর্ত্তির অঞ্জন দিবে। ইহাদ্বারা দৃষ্টির প্রসন্নতা হয়। এতদ্ভিন্ন সৌবীরাঞ্জন, প্রবাল, সমুদ্রফেন, মনঃশিলা ও মরিচ, এইসকল দ্রব্যের বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাহার অঞ্জন দিবে। ইহাদ্বারা দৃষ্টির স্থিরতা হইয়া থাকে।

নয়নাভিঘাত-চিকিৎসা।—নেত্র আঘাত প্রাপ্ত হইলে, শোথরোগাদি যে সকল উপদ্রব উপস্থিত হয়, তাহাতে নস্য, প্রলেপ, পরিষেক ও তর্পণাদি প্রয়োগ করিবে। রক্তাভিষ্যন্দনাশক ঔষধসমূহও ইহাতে হিতকর। তৎপরে দৃষ্টির প্রসাদনার্থ স্নিগ্ধ, শীতল ও মধুর যোগসমূহ প্রয়োগ করা আবশ্যক। স্বেদ, অগ্নি, ধূম অথবা ভয় ও শোকাদি কারণে নেত্র অভিহত হইলে, সপ্তাহ কাল পর্য্যন্ত এই সকল ক্রিয়া করিয়া, সপ্তাহের পরে দোষবল বিবেচনা পূর্ব্বক বাতাভিষ্যন্দোক্ত চিকিৎসা কর্ত্তব্য। নেত্রে অল্প আঘাত লাগিলে, ফুৎকার দ্বারা স্বেদপ্রয়োগ

করিবে; তাঁহাতে শীঘ্রই নেত্র ব্যথাহীন হয়। নেত্র অতিপ্রবিষ্ট হইয়া গেলে, প্রাণবায়ুর অবরোধ, বমন, হাঁচি বা কণ্ঠরোধ দ্বারা আশু তাহা উদ্গত করিবে; আর অতিনির্গত হইয়া পড়িলে নাসিকা দ্বারা বায়ুর অন্তঃপ্রবেশ ও জলসেচন কর্ত্তব্য।

কুকূণক-চিকিৎসা।—শিশুদিগের দূষিত স্তন্য পান এবং বায়ু, পিত্ত কফ ও রক্তের দুষ্টিবশতঃ নেত্রবর্ত্মে কুকূণক নামক রোগ জন্মে। তাহাতে নেত্রে অতিশয় কণ্ডূ উপস্থিত হয়; তজ্জন্য শিশুগণ নেত্র, নাসা ও ললাট সর্ব্বদা মর্দ্দন করিতে থাকে এবং সূর্য্যপ্রভা সহ্য করিতে পারে না। রোগবৃদ্ধি হইলে নেত্রস্রাব উপস্থিত হয়। এই রোগে শিশুর মাতাকে স্তন্যশোধক ঔষধ সেবন করাইবে, শিশুর ললাটে জলৌকা প্রয়োগ দ্বারা রক্তমোক্ষণ করিবে, শেফালিকা প্রভৃতির কর্কশ-পত্রদ্বারা নেত্রবর্ত্ম নির্লেখন করিবে এবং ত্রিকটুচূর্ণ মধুমিশ্রিত করিয়া নেত্রবর্ত্মে তাহা ঘর্ষণ করিবে। দুগ্ধপায়ী-শিশুকে মধু ও সৈন্ধবসংযুক্ত অথবা পিপুল, সৈন্ধব ও মধুসংযুক্ত অপামার্গফল-চূর্ণ, স্তন্য দুগ্ধের সহিত সেবন করাইয়া, বমন করাইবে। দুগ্ধান্নভোজী বালককে ঐ ঔষধের সহিত বচ মিশাইয়া দিতে হইবে। অন্নভোজী বালককে ঐ ঔষধের সহিত উপযুক্ত মাত্রায় মদন-ফল দেওয়া আবশ্যক। আম, জাম, আমলকী ও অশ্মন্তক-পত্রের কষায় দ্বারা নেত্রবর্ত্ম প্রক্ষালন ও পরিষেক করিবে। গুলঞ্চের সহিত অথবা ত্রিফলার সহিত ঘৃত পাক করিয়া নেত্রে আশ্চ্যোতন প্রয়োগ করিবে। মনঃশিলা, মরিচ, শঙ্খ, রসাঞ্জন ও সৈন্ধব, মধু ও তাম্রচূর্ণ, ইহাদের অঞ্জন দিবে। কিংবা কৃষ্ণলৌহচূর্ণ, ঘৃত, দুগ্ধ ও মধু পাক করিয়া তাহার অঞ্জন দিবে। ত্রিকটু, পলাণ্ডু, যষ্টিমধু, সৈন্ধব, লাক্ষা ও গিরিমাটী, ইহাদের গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া তাহার অঞ্জন, অথবা নিমপত্র, যষ্টিমধু, দারুহরিদ্রা, তাম্রচূর্ণ ও লোধ, এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া তাহার অঞ্জন দিবে।

গব্য-দধির সহিত শঙ্খচূর্ণ ও সৈন্ধব লবণ পেষণ করিয়া, অর্দ্ধপক্ষকাল বারংবার তাহা রসাঞ্জনে প্রলেপ দিবে; সেই রসাঞ্জনের বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া, তাহার অঞ্জন প্রয়োগ করিলে, শিশুদের শুক্ররোগ বিনষ্ট হয়। বালকের অন্যান্য নেত্ররোগে কফাভিষ্যন্দনাশক চিকিৎসাক্রম অবলম্বন করা আবশ্যক।

দশম অধ্যায়।

ক্রিয়াকল্প-বিধি।

নেত্ররোগ-চিকিৎসায় যে সকল তর্পণ, পুটপাক, সেক, আশ্চ্যোতন ও অঞ্জনাদির বিষয় উপদিষ্ট হইয়াছে, এই অধ্যায়ে সেই সকলের প্রয়োগ বিধি বর্ণিত হইতেছে।

তর্পণ-বিধি।—শিরামোক্ষণ, বিরেচন, নিরূহণ ও শিরোবিরেচন দ্বারা রোগীকে প্রথমে সংশুদ্ধ করিয়া, শুভদিনে, পূর্ব্বাহ্নে বা অপরাহ্নে, রোগীর ভুক্তান্ন জীর্ণ হইলে, নৈত্রতর্পণ প্রয়োগ করিতে হয়। বাতাতপ এবং ধূলি-পতনাদির আশঙ্কাশূন্য গৃহে রোগীকে চিৎ করিয়া শয়ন করাইবে এবং মাষ-কলাইয়ের চূর্ণ জলে মর্দ্দন করিয়া, নেত্রের চতুর্দ্দিকে তাহার আলি দিবে; তৎপরে ঘৃতের উপরিস্থ স্বচ্ছভাগ কোন পাত্রে রাখিয়া, উষ্ণজলে তাহা গলাইয়া লইবে এবং সেই আলির মধ্যে তাহা ঢালিয়া দিয়া, নেত্রের পল্লবাগ্র পর্য্যন্ত পূর্ণ করিবে। সুস্থ ব্যক্তির পাঁচশত, কফাধিক্যে ছয়শত, পিত্তাধিক্যে পাঁচশত, এবং বাতাধিক্যে দশশত বাক্য উচ্চারণ করিতে যত সময়ের প্রয়োজন, ততক্ষণ রাখিয়া, অপাঙ্গ-প্রদেশে আলিতে ছিদ্র করতঃ ঘৃত নিঃসারণ করিবে। তৎপরে স্বিন্ন যবপিষ্ট দ্বারা নেত্র মুছিয়া দিবে। কেহ কেহ নেত্ররোগের স্থানভেদানুসারে ঘৃতধারণকাল নির্দ্দেশ করেন। তদনুসারে সন্ধিগত রোগে তিনশত, বর্ত্মগত রোগে একশত, শুক্লগত রোগে পাঁচশত, কৃষ্ণগত রোগে সাতশত, সর্ব্বগত রোগে দশশত, এবং দৃষ্টিগতরোগে দশ বা আটশত বাক্য উচ্চারণের উপযুক্ত কাল ঘৃতধারণ করা আবশ্যক। অল্পদোষে একদিন, মধ্যদোষে তিনদিন এবং অধিক দোষে পাঁচদিন পর্য্যন্ত তর্পণ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। তর্পণ ধারণের পর স্নেহবীর্য্যজনিত কফবিনাশের জন্য কফনাশক শিরোবিরেচক ও ধূমপানের ব্যবস্থা করিবে।

তর্পণক্রিয়া সম্যক্ সম্পাদিত হইলে সুখনিদ্রা, সুখে জাগরণ, নেত্রে মল-শূন্যতা, নেত্রবর্ণের বিশুদ্ধি, আরামবোধ, ব্যাধিনাশ, এবং নিমেষোন্মেষাদি

ক্রিয়ার ও নেত্রের লঘুতা, এইসকল লক্ষণ লক্ষিত হয়। অতিতর্পণ হইলে নেত্রের গুরুতা, আবিলতা, অতিস্নিগ্ধতা, অশ্রুস্রাব, কণ্ডু, মললিপ্ততা, ও দোষবিস্তার এইসকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। হীনতর্পণ হইলে, নেত্রের রুক্ষতা, আবিলতা, অধিক অশ্রুপাত, দর্শনে অসামর্থ্য, এবং ব্যাধিবৃদ্ধি, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে। অন্ধকারবৎ দর্শন, নেত্রের শুষ্কতা, রুক্ষতা, চর্ম্মের কঠিনতা, পক্ষ্মশীর্ণতা, আবিলতা, কুটিলতা এবং রোগের আধিক্য, এই সকল অবস্থায় তর্পণপ্রয়োগ প্রয়োজন। ঝড়বৃষ্টির দিনে, অতিশয় উষ্ণ অথবা অতিশীত সময়ে, চিন্তাকালে, ব্যস্ততা সময়ে এবং চক্ষুতে বিবিধ উপদ্রব থাকিলে তর্পণ প্রয়োগ করা উচিত নহে।

পুটপাক বিধি।—যেসকল অবস্থায় তর্পণপ্রয়োগ উপযোগী, সেই সকল অবস্থায় পুটপাকও প্রযোজ্য। যেসকল স্থলে নস্যপ্রয়োগ নিষিদ্ধ, পুটপাকও সেইসকল অবস্থায় নিষিদ্ধ। আর যাহারা তর্পণ এবং স্নেহপানের অযোগ্য, সেই সকল ব্যক্তি পুটপাকপ্রয়োগের অনুপযুক্ত। দোষের প্রশান্ত অবস্থায় পুটপাক প্রযোজ্য। তর্পণ ও পুটপাক প্রয়োগের পরে তেজোদর্শন, সম্মুখ বায়ুসেবন এবং আকাশ, আদর্শ ও উজ্জ্বল বস্তু দর্শন করা উচিত নহে। তর্পণ ও পুটপাক প্রয়োগের পরে অথবা আহার-বিহারাদি দ্বারা নেত্রে কোনরূপ উপদ্রব উপস্থিত হইলে, দোষ বিবেচনাপূর্ব্বক অঞ্জন, আশ্চ্যোতন ও স্বেদপ্রয়োগ আবশ্যক।

পুটপাক তিনপ্রকার:—স্নেহনীয়, লেখনীয় ও রোপণীয়। অতিরুক্ষ হইলে স্নেহন-পুটপাক, অতিস্নিগ্ধ হইলে লেখন-পুটপাক এবং দৃষ্টির বলসম্পাদনার্থ রোপণ পুটপাক প্রয়োগ করিতে হয়। রোপণ পুটপাক দ্বারা পিত্ত, রক্ত, ব্রণ ও বায়ুর নাশ হইয়া থাকে। স্নেহাক্ত মাংস, বসা, মজ্জা, মেদ ও মধুরগণোক্ত ঔষধদ্বারা যে পাক প্রযুক্ত হয় তাহাই স্নেহন-পুটপাক। দুইশত বাক্য উচ্চারণের উপযুক্ত কাল ইহা নেত্রে ধারণ করিতে হয়। জাঙ্গল-পশুর যকৃৎ ও মাংস, লেখনদ্রব্য-সমূহ, কান্তলৌহ-চূর্ণ, তাম্রচূর্ণ, শঙ্খচূর্ণ, প্রবালচূর্ণ, সৈন্ধবলবণ, সমুদ্রফেন, হীরাকস, সৌবীরাঞ্জন, দধির মাত, এইসকল দ্রব্যকৃত পুটপাক—লেখন পুটপাক নামে অভিহিত হয়। একশত বাক্য উচ্চারণের উপযুক্ত কাল ইহা নেত্রে ধারণ করিতে হয়। স্তন্যদুগ্ধ, জাঙ্গলমাংস, মধু, ঘৃত ও তিক্ত দ্রব্য দ্বারা যে পুটপাক প্রযুক্ত

হয়, তাহাই রোপণ পুটপাক। তিনশত বাক্য উচ্চারণের কাল ইহা নেত্রে ধারণ করা আবশ্যক।

স্নেহন ও লেখন পুটপাক-প্রয়োগের পূর্ব্বে তর্পণোক্ত ধূম এবং স্নেহবৎ-স্বেদ প্রয়োগ করিবে; কিন্তু রোপণ পুটপাকে তাহা প্রযোজ্য নহে। শ্লৈষ্মিক নেত্র-রোগে একদিন, পৈত্তিকে দুই দিন এবং বাতিক রোগে তিন দিন পুটপাক প্রয়োগ করিবে। কেহ কেহ বলেন, লেখন পুটপাক একদিন, স্নেহন-পুটপাক দুইদিন এবং রোপণ-পুটপাক তিনদিন ব্যবহার করিতে হয়। পুটপাক সম্যক্ প্রযুক্ত হইলে, নেত্র প্রসন্নবর্ণ, নির্ম্মল, বাতাতপসহ ও লঘু হয় এবং নিদ্রাজাগরণে কোন কষ্টবোধ হয় না। অতিপ্রযুক্ত হইলে, নেত্রে বেদনা, শোথ ও পিড়কার উদ্গম এবং অন্ধকারদর্শন, এইসকল লক্ষণ লক্ষিত হয়। হীনযোগ হইলে, নেত্রপাক, অশ্রুস্রাব, নেত্রহর্ষ ও দোষের বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

পুটপাক-প্রস্তুত-বিধি।—অস্থ্যাদিশূন্য মাংস পেষণ করিয়া বিল্ব ফল পরিমিত দুইটী পিণ্ড করিবে, মাংস ভিন্ন অন্যান্য দ্রব্যও বিল্ব পরিমিত লইতে হইবে। মধু, মস্তু প্রভৃতি দ্রব পদার্থের পরিমাণ—এক কুড়ব (অর্দ্ধসের) সমস্ত পদার্থ একত্র মিশ্রিত করিয়া, গাম্ভারী, কুমুদ, এরণ্ড, পদ্ম বা কদলীর পত্রদ্বারা বেষ্টিত করিবে, এবং তাহার উপর মৃত্তিকার লেপ দিবে। পরে তাহা খদির, কতকবৃক্ষ, অশ্মন্তক, এরণ্ড, পারুল, বাসক, কুল বা ক্ষীরিবৃক্ষ, ইহাদের কাষ্ঠের অঙ্গারে অথবা গোময়াগ্নিতে স্বিন্ন করিয়া, নিষ্পীড়ন পূর্ব্বক রস বাহির করিয়া লইবে। সেই রস, তর্পণোক্ত বিধানানুসারে নেত্রের কনীনিকায় প্রয়োগ করিবে। বাতিক ও শ্লৈষ্মিক রোগে ঈষদুষ্ণ রস, এবং রক্ত ও পিত্ত প্রকোপে শীতল রস প্রযোজ্য। অতিশয় উষ্ণ বা অতিতীক্ষ্ণ ঔষধ কদাচ প্রয়োগ করিবে না। কারণ, ইহা দাহ ও পাকজনক। পুট-পাক অল্পপ্লুত ও শীতল হইলে অশ্রুস্রাব, স্তব্ধতা, বেদনা, ও ঘর্ষণবৎ যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। অতিমাত্র প্রযুক্ত হইলে, নেত্রের লোহিত্য, সঙ্কোচ ও স্ফুরণ হয়। হীনমাত্র প্রযুক্ত হইলে, দোষসমূহ অধিক উৎক্লিষ্ট হইয়া উঠে। সম্যক্ প্রযুক্ত হইলে, দাহ, শোথ, বেদনা, ঘর্ষণবৎ যন্ত্রণা, স্রাব, কণ্ডু, লিপ্ততা, নেত্রমল ও রক্তবর্ণ রেখাসকল বিনষ্ট হয়; অযথা প্রয়োগে কোন উপদ্রব উপস্থিত হইলে, দোষ বিবেচনাপূর্ব্বক নস্য, ধূম, ও অঞ্জনাদি প্রয়োগ দ্বারা তাহার

প্রতিকার করিবে। তর্পণ ও পুটপাক-প্রয়োগের পূর্ব্বে ও পরে উষ্ণজলসিক্ত বস্ত্রখণ্ডদ্বারা নেত্রে স্বেদ দেওয়া আবশ্যক, শ্লেষ্মার প্রকোপ অধিক থাকিলে, পরিশেষে ধূমপান করাইয়া শ্লেষ্মদোষ নিবারণ করিবে।

আশ্চ্যোতন ও পরিষেক-বিধি।—পুটপাকের ন্যায় আশ্চ্যোতন এবং পরিষেকও—লেখন, স্নেহন ও রোপণভেদে তিন প্রকার। লেখন-আশ্চ্যোতনে সাত বা আটবিন্দু, স্নেহন-আশ্চ্যোতনে দশবিন্দু, এবং রোপণ-আশ্চ্যোতনে দ্বাদশবিন্দু ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। পুটপাক ধারণের দ্বিগুণ কাল আশ্চ্যোতন ও পরিষেক ধারণ করা আবশ্যক; অথবা যতক্ষণ পর্য্যন্ত নেত্রের প্রকৃত বর্ণের উৎপত্তি, বেদনার উপশম ও নেত্রক্রিয়ার পটুতা না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ধারণ করিবে। কফজ ব্যাধিতে লেখন-আশ্চ্যোতন ও পরিষেক পূর্ব্বাহ্ণে, বাতজব্যাধিতে স্নেহন-আশ্চ্যোতন ও পরিষেক অপরাহ্ণে এবং রক্তজ ও পিত্তজ ব্যাধিতে রোপণ-আশ্চ্যোতন ও পরিষেক মধ্যাহ্নে প্রযোজ্য। কিন্তু অধিক উপদ্রব উপস্থিত হইলে, কালাকাল বিবেচনা না করিয়া, তখনই আশ্চ্যোতন ও পরিষেক প্রয়োগ করা উচিত। তর্পণের সম্যক্‌যোগে ও অযোগে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, কেবল স্নেহ-পরিষেকেও সেইসকল লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে।

শিরোবস্তি-বিধি। মস্তকে তৈলবস্তি ধারণ করিলে প্রবল শিরোরোগ সকল বিনষ্ট হয় এবং মূর্দ্ধতৈলিক গুণসমূহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। রোগীকে, প্রথমতঃ বমন-বিরেচনাদি দ্বারা বিশুদ্ধ করিবে। তৎপরে যথাকালে সুপথ্য আহার্য্য ভোজন করাইয়া, ঋজুভাবে তাহাকে উপবেশন করাইবে। ব্যাধি-অনুসারে উপযুক্ত স্নেহদ্বারা বস্তিপুটক* পূর্ণ করিয়া দৃঢ়রূপে তাহার মুখ বন্ধ করিবে এবং সেই স্নেহপূর্ণ বস্তিপুটক মস্তকে ধারণ করাইবে। যতক্ষণ নেত্রতর্পণ ধারণ করিতে হয়, দোষানুসারে তাহার দশগুণ কাল ইহা মস্তকে ধারণ করা আবশ্যক।

অঞ্জন-বিধি।—শিরাব্যধাদি ক্রিয়াদ্বারা রোগী শুদ্ধদেহ হইলে, যখন কেবল নেত্রে দোষ সঞ্চিত থাকে, সেই অবস্থায় নেত্রে অঞ্জন প্রয়োগ করিতে হয়। বাতজ নেত্ররোগে অম্ল ও লবণ রসযুক্ত দ্রব্যের পিত্তজ ও রক্তজ ব্যাধিতে কষায় দ্রব্যের, কফজে কটু, তিক্ত ও কষায়রসবিশিষ্ট দ্রব্যের এবং দ্বন্দ্বজ ও সন্নিপাতজ ব্যাধিতে উপযুক্ত দুইটী বা তিনটী রসবিশিষ্ট দ্রব্যের লেখন-অঞ্জন প্রযোজ্য। নেত্র-শিরা, বর্ত্মশিরা, নেত্রকোষ, নেত্রস্রোত ও শৃঙ্গাটকাশ্রিত দোষ লেখনাঞ্জন দ্বারা

ক্ষরিত হইয়া, মুখ, নাসিকা ও চক্ষু দিয়া নিঃসৃত হয়। কষায় ও তিক্তরসবিশিষ্ট দ্রব্য অল্প ঘৃত মিশ্রিত করিয়া রোপণ-অঞ্জন প্রস্তুত করিতে হয়; ইহাদ্বারা বর্ণের ও দৃষ্টিবলের উৎকর্ষ সম্পাদিত হয়। মধুর দ্রব্যে ঘৃতাদি স্নেহপদার্থসংযুক্ত করিয়া প্রসাদন অঞ্জন প্রস্তুত করিতে হয়। দৃষ্টিদোষের প্রসাদন এবং নেত্রের স্নেহন-ক্রিয়ার জন্য এই অঞ্জন প্রযোজ্য। এইসকল অঞ্জন দোষানুসারে পূর্ব্বাহ্নে, সায়ংকালে ও রাত্রিতে প্রয়োগ করিতে হয়।

অঞ্জন তিনপ্রকার—গুটিকাঞ্জন, রসক্রিয়াঞ্জন ও চূর্ণাঞ্জন। প্রবলরোগে গুটিকাঞ্জন, মধ্যবলরোগে রসক্রিয়াঞ্জন এবং অল্পবলরোগে চূর্ণাঞ্জন প্রযোজ্য। লেখনাঞ্জনের বর্ত্তি ১ এক মটরপ্রমাণ, প্রসাদনাঞ্জনের বর্ত্তি ১½ দেড় মটরপ্রমাণ, এবং রোপণাঞ্জনের বর্ত্তি ২ দুই মটরপ্রমাণ। লেখন-রসক্রিয়াঞ্জনের মাত্রা লেখনাঞ্জনের ন্যায়, রোপণ-রসক্রিয়াঞ্জনের মাত্রা রোপণাঞ্জনের ন্যায় এবং প্রসাদন-রসক্রিয়াঞ্জনের মাত্রা প্রসাদন-বর্ত্তির ন্যায়। লেখন চূর্ণের মাত্রা ২ দুই শলাকা, রোপণ-চূর্ণের মাত্রা ৩ তিন শলাকা এবং প্রসাদন-চূর্ণের মাত্রা ৪ চারি শলাকা। অঞ্জন রাখিবার পাত্র অঞ্জনের তুল্য গুণবিশিষ্ট হওয়া আবশ্যক; অর্থাৎ মধুরদ্রব্যকৃত অঞ্জন স্বর্ণপাত্রে, অম্লদ্রব্যকৃত অঞ্জন রৌপ্যপাত্রে, লবণদ্রব্যকৃত অঞ্জন মেষশৃঙ্গের পাত্রে, কষায় দ্রব্যের অঞ্জন তাম্র বা লৌহের পাত্রে, কটুদ্রব্যের অঞ্জন বৈদূর্য্যমণির পাত্রে এবং তিক্তদ্রব্যের অঞ্জন কাংস্যপাত্রে রাখিতে হয়। অঞ্জন-প্রয়োগের শলাকাও ঐ নিয়মে প্রস্তুত করা উচিত। শলাকার উভয়প্রান্ত মুকুলাকৃতি, মধ্যভাগ সূক্ষ্ম, আট অঙ্গুলি দীর্ঘ এবং তাহা কর্কশাদি দোষশূন্য ও সুখে ধারণযোগ্য করিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে। তাম্র, বৈদূর্য্যাদি প্রস্তর এবং শৃঙ্গাদিদ্বারা নির্ম্মিত শলাকাও হিতকর।

অঞ্জন-প্রয়োগ-বিধি।—বামহস্তদ্বারা রোগীর নেত্র বক্রীকৃত করিবে এবং দক্ষিণ হস্তদ্বারা শলাকা ধারণ করিয়া অতি সাবধানে কনীনিকায় অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। অপাঙ্গে অঞ্জন প্রয়োগ করিতে হইলে, নেত্রের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত দুই তিনবার শলাকা গতাগত করিয়া প্রয়োগ করা উচিত। বর্ত্মের উপরিভাগে অঞ্জন দিতে হইলে, তাহা অঙ্গুলিদ্বারা প্রলিপ্ত করিবে। নেত্রপ্রান্তে অধিক অঞ্জন প্রয়োগ করিবে না। চক্ষু হইতে অশ্রু ও নেত্রমলাদি নিঃসৃত না হওয়া পর্য্যন্ত ধাবন-ঔষধ প্রয়োগ করিবে না। মলাদিদোষ

নির্গত হওয়ার পরে জলদ্বারা নেত্র প্রক্ষালন করিয়া দোষানুসারে পূর্ব্বোক্ত প্রত্যঞ্জন প্রয়োগ করিবে।

শ্রম, উদাবর্ত্ত, রোদন, মদ্য, ক্রোধ, জ্বর, মলমূত্রাদির বেগধারণ ও শিরো-দোষ দ্বারা যাহারা পীড়িত, তাহাদিগকে অঞ্জন প্রয়োগ করিবে না। এই-সকল অবস্থায় অঞ্জন প্রয়োগ করিলে, নেত্রের লৌহিত্য, বেদনা, অন্ধকার-দর্শন, স্রাব, শূল, শোথ ও ভ্রম প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হয়। নিদ্রাক্ষয়ে অঞ্জন দিলে, নিমেষোন্মেষাদি ক্রিয়া নষ্ট হয়। প্রবল বাতাসে অঞ্জন প্রয়োগ করিলে, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস হয়। ধূলি-ধূমাদিদ্বারা উপহত নেত্রে অঞ্জন দিলে, রক্তবর্ণতা, স্রাব ও অধিমন্থ রোগ হয়। নস্যান্তে অঞ্জন প্রয়োগে নেত্রে শোথ ও শূল হয়। শিরঃপীড়াকালে অঞ্জন দিলে শিরোবেদনা উপস্থিত হয়। শিরঃস্নানের পর অতি-শীতল সময়ে এবং সূর্য্যের অনুদয়কালে অঞ্জন প্রযুক্ত হইলে, সেই অঞ্জন স্থিরীভূত দোষের নির্হরণ করিতে পারে না, সুতরাং ব্যর্থ হয় এবং তদ্দ্বারা দোষের উৎক্লেশ হইয়া থাকে। অজীর্ণ অবস্থায় অঞ্জন প্রয়োগ করিলেও, স্রোতোমার্গ অবরুদ্ধ থাকায় ঐসকল দোষ ঘটে। দোষের বেগোদয়কালে অঞ্জন প্রয়োগ করিলে, নেত্রের রক্ত-বর্ণতা ও শোথ প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হয়। অতএব এইসকল সময় পরিত্যাগ করিয়া সমুদায় অঞ্জনই, বিশেষতঃ লেখন-অঞ্জন প্রয়োগ করা উচিত। অকালে অঞ্জন প্রয়োগজন্য উপদ্রব উপস্থিত হইলে, দোষ বিবেচনাপূর্ব্বক উপযুক্ত পরিষেক আশ্চ্যোতন, প্রলেপ, ধূম, কবল ও নস্য প্রয়োগদ্বারা তাহাদের চিকিৎসা করিবে।

লেখনাঞ্জন সম্যক্কৃত হইলে, নেত্র বিশদ, লঘু, অস্রাবী, ক্রিয়াপটু, নির্ম্মল ও উপদ্রব শূন্য হয়। অতিযোগ হইলে, নেত্র বক্র, কঠিন, দুর্ব্বল, শিথিল ও অত্যন্ত রুক্ষ হয় এবং অতিমাত্র স্রাব হইতে থাকে। এইসমস্ত উপদ্রব ঘটিলে, তাহাতে সন্তর্পণ ও বায়ুনাশক ক্রিয়া প্রয়োগ করিবে। হীনযোগ হইলে সকল দোষ বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। তাহাতে ধূম, নস্য ও অঞ্জন প্রয়োগ দ্বারা দোষনির্হরণ কর্ত্তব্য। প্রসাদনাঞ্জন সম্যক্কৃত হইলে, নেত্র স্নিগ্ধ, বলবর্ণবিশিষ্ট, প্রসন্ন, দোষশূন্য ও উপদ্রবহীন হয়। অতিযোগ হইলে তর্পণের অতিযোগজনিত বিকৃতিসমূহ উপস্থিত হয়। তাহাতে রুক্ষ, কফহর ও মৃদুবীর্য্য ঔষধ প্রযোজ্য। রোপণাঞ্জনের সম্যক্-যোগে এবং অতিযোগ ঘটিলে, প্রসাদনাঞ্জনের ন্যায় লক্ষণ লক্ষিত হয়। স্নেহাঞ্জন ও রোপণাঞ্জনের হীনযোগ হইলে, তাহা অকিঞ্চিৎকর হইয়া থাকে।

একাদশ অধ্যায়।

—:০:—

কর্ণরোগ-চিকিৎসা।

প্রকারভেদ।—কর্ণরোগ অষ্টাবিংশতি প্রকার, যথা—কর্ণশূল, কর্ণনাদ, বাধির্য্য, কর্ণক্ষ্বেড়, কর্ণস্রাব, কর্ণকণ্ডু, কর্ণগূথ, ক্রিমিকর্ণ, প্রতীনাহ, দ্বিবিধ বিদ্রধি, কর্ণপাক, পূতিকর্ণ, চতুর্ব্বিধ অর্শ, সপ্তবিধ অর্ব্বুদ এবং চতুর্ব্বিধ শোথ।

লক্ষণ।— কর্ণগত বায়ু, কুপিত রক্ত বা কফদ্বারা আবৃতমার্গ হইয়া কর্ণমধ্যে ইতস্ততঃ বিচরণ করে; তাহাতে কর্ণে শূল এবং অন্য যে দোষ দ্বারা বায়ু আবৃত হয়, তাহার দ্বিবিধ লক্ষণ লক্ষিত হয়। ইহাকেই কর্ণশূল কহে। ইহা কষ্টসাধ্য ব্যাধি। কুপিত বায়ু বিমার্গগত হইয়া, শব্দবহ স্রোতসমূহে অবস্থিত হইলে, ভেরী-মৃদঙ্গ-শঙ্খাদির ন্যায় বিবিধ শব্দ কর্ণমধ্যে অনুভূত হয়; তাহারই নাম কর্ণনাদ। কেবল বায়ু বা কফমিশ্রিত বায়ু কুপিত হইয়া শব্দবহ শিরাসমূহকে আবরণ করিয়া অবস্থিতি করিলে বাধির্য্যরোগ উৎপন্ন হয়। অধিক পরিশ্রম, ধাতুক্ষয় এবং রুক্ষকষায় দ্রব্যভোজনাদি কারণে, অথবা শিরোবিরেচনের পর শীতল দ্রব্য সেবন করিলে, বায়ু কুপিত হইয়া শব্দবহ স্রোতসমূহে অবস্থান পূর্ব্বক কর্ণমধ্যে ক্ষ্বেড় অর্থাৎ বেণুঘোষবৎ শব্দ উৎপাদন করে। ইহাকেই কর্ণক্ষ্বেড় কহে। মস্তকে আঘাত, জলনিমজ্জন, অথবা কর্ণবিদ্রধির পাক প্রভৃতি কারণে বায়ু কুপিত হইয়া কর্ণ হইতে পূয-নিঃসৃত করিলে, তাহা কর্ণস্রাব নামে অভিহিত হয়। কর্ণদ্বয়ে কফ সঞ্চিত হইয়া, কর্ণস্রোতে অত্যন্ত কণ্ডু উৎপাদন করিলে, তাহাকে কর্ণকণ্ডু কহে। পিত্ততেজে কর্ণমধ্যস্থ শ্লেষ্মা শোষিত হইলে কর্ণস্রোতে মল সঞ্চিত হয়, তাহাই কর্ণগূথ নামে অভিহিত হয়। এই কর্ণগূথ স্নেহস্বেদাদি দ্বারা দ্রবীভূত হইয়া নির্গত হইতে থাকিলে, তাহাকে কর্ণপ্রতীনাহ কহে। ইহাতে কষ্টদায়ক শিরঃপীড়া উপস্থিত হয়। কর্ণমধ্যে মাংস ও রস পচিয়া ক্রিমি উৎপন্ন হইলে, অথবা কর্ণমধ্যে মক্ষিকাগণ ডিম্ব প্রসব করিলে তাহাকে ক্রিমিকর্ণ কহে। ক্ষত ও অভিঘাত হেতু আগন্তুজ এবং দোষ-প্রকোপবশতঃ দোষজ—কর্ণমধ্যে এই

দুইপ্রকার বিদ্রধি উৎপন্ন হইলে, তাহাকে কর্ণবিদ্রধি বলা যায়। ইহাতে রক্ত, পীত বা অরুণবর্ণ স্রাব নির্গত হয়, এবং কর্ণমধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা, ধূমনির্গমবৎ যাতনা, এবং দাহ ও চূষণবৎ সন্তাপ উপস্থিত হইয়া থাকে। পিত্ত-প্রকোপবশতঃ কর্ণ পূতিভাবাপন্ন ও ক্লিন্ন হইলে, তাহাকে কর্ণপাক কহে। কর্ণস্রোতোগত কফ পিত্ততেজে দ্রবীভূত হইলে, তাহা পূতিকর্ণ নামে অভিহিত হয়। ইহাতে অল্প বেদনা হয়, অথবা বেদনা থাকে না, কেবল পচা ঘন পূয কর্ণ হইতে নিঃসৃত হইতে থাকে। অর্শ, শোথ ও অর্ব্বুদ রোগের যেসকল লক্ষণ কথিত হইয়াছে, কর্ণে সেইসকল রোগ উপস্থিত হইলেও সেই সকল লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।— কর্ণরোগসমূহে সাধারণতঃ ঘৃতপান, মাংসরসের সহিত অন্নভোজন, পরিশ্রম-ত্যাগ, অশিরঃস্নান, মৈথুনত্যাগ এবং অল্পকথন হিতকর।

কর্ণশূল, কর্ণনাদ, বাধির্য্য ও কর্ণক্ষ্বেড়রোগে স্নেহপান, স্নেহাভ্যঙ্গ, এরণ্ড-তৈলাদি দ্বারা স্নেহ-বিরেচন, এবং নাড়ীস্বেদ ও পিণ্ডস্বেদ প্রয়োগ করিবে। বিল্ব, এরণ্ড, আকন্দ, শ্বেত-পুনর্নবা, কয়েতবেল, ধুতুরা, সজিনা, বনযমানী, অশ্বগন্ধা, জয়ন্তী, যব ও বাঁশের ত্বক্, এইসকল দ্রব্য কাঁজিতে সিদ্ধ করিয়া, সেই উষ্ণ ক্বাথের নাড়ীস্বেদ প্রযোজ্য। মৎস্য, কুক্কুট ও লাব, ইহাদের মাংসপিণ্ড অথবা ঘন ক্ষীরপিণ্ডদ্বারা পিণ্ডস্বেদ প্রযোজ্য। কতকগুলি অশ্বত্থপত্র দ্বারা খল্ল প্রস্তুত করিয়া, তাহা কর্ণরন্ধ্র-মুখে স্থাপন করিবে, এবং অঙ্গারাগ্নি দ্বারা সেই খল্ল উত্তপ্ত করিবে; তাহাতে সেই খল্ল হইতে তৈল নিঃসৃত হইয়া কর্ণমধ্যে পতিত হইলে, কর্ণবেদনার সদ্য শান্তি হইয়া থাকে। ক্ষৌমবস্ত্র, গুগ্গুলু, অগুরু ও ঘৃত এইসকল দ্রব্যের ধূম কর্ণমধ্যে প্রদান করিবে। ভোজনান্তে ঘৃতপান, শিরোবস্তি, রাত্রিতে অন্নভোজন না করিয়া ঘৃতপানান্তর দুগ্ধপান, শতপাক-বলাতৈল পান, এবং নস্য ও পরিষেক ইহাতে হিতকর। ছাগদুগ্ধে কণ্টকারী সিদ্ধ করিয়া, সেই দুগ্ধের সহিত কুক্কুট-বসা পাক করিবে; ইহাদ্বারা কর্ণপূরণ করিবে; অথবা কাঁটানটের মূল, আকোড়ফল, কুলেখাড়া, কেন্দ্রকা-মূল, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, রসুন, আদা ও বাঁশের নীল, এইসকল দ্রব্যের কল্ক, এবং দধি, তক্র, সুরা, চুক্র ও মাতুলুঙ্গ রসের সহিত ঘৃত, তৈল, বসা ও মজ্জা পাক করিয়া, তদ্দ্বারা কর্ণপূরণ করিলে, কর্ণশূলের শান্তি হয়। রসুন, আদা,

সজিনা, মুরঙ্গী, মূলা ও কদলী, ইহাদের স্বরস ঈষদুষ্ণ করিয়া, কিংবা বাঁশের নীল, ছাগমূত্র অথবা মেষমূত্রের সহিত ঘৃত পাক করিয়া তদ্দ্বারা কর্ণপূরণ করিবে।

দীপিকাতৈল।—মহৎ-পঞ্চমূলের অথবা দেবদারু, কুড় ও সরল-কাষ্ঠের অষ্টাদশাঙ্গুলি পরিমিত খণ্ড করিয়া, তাহাতে ক্ষৌমবস্ত্র বেষ্টন করিবে; পরে তাহা তৈলসিক্ত করিয়া প্রজ্বলিত করিবে, এবং অধোমুখে ধরিয়া রাখিবে। তাহা হইতে যে তৈল নিঃসৃত হইয়া, নিম্নস্থপাত্রে পতিত হইবে, তাহারই নাম দীপিকাতৈল। এই তৈল কর্ণে প্রদান করিলে, কর্ণশূল সদ্য প্রশমিত হয়।

কয়েৎবেলের রস, গোঁড়ানেবুর রস ও আদার রস, এবং চুক্র (কাঁজি) ও অষ্টবিধ মূত্রের মধ্যে কোন একপ্রকার মূত্র ঈষদুষ্ণ করিয়া তদ্দ্বারা কর্ণ-পূরণ করিবে। সমুদ্রফেন-চূর্ণ দ্বারা অবচূর্ণন করিলেও কর্ণ-বেদনার যথেষ্ট উপশম হয়।

বাতঘ্নগণ, মূত্রবর্গ বা অম্লবর্গের সহিত সিদ্ধ করিয়া, সেই কাথের সহিত চতুর্ব্বিধ স্নেহ পাক করতঃ, তাহাদ্বারা কর্ণপূরণ করিলেও, কর্ণশূলের উপশম হইয়া থাকে।

পিত্তসংযুক্ত কর্ণশূলে পিত্তঘ্ন দ্রব্য দ্বারা পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়াসকল সম্পাদন করিবে। কাকোল্যাদিগণের কল্ক ঘৃতের দশগুণ দুগ্ধের সহিত ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত, এবং তিক্তদ্রব্যসংস্কৃত ঘৃত প্রয়োগ করিবে। কফজ কর্ণ-শূলে ইঙ্গুদী-তৈল ও সর্ষপ তৈল কর্ণে পূরণ করিবে। তিক্ত ঔষধ সিদ্ধ যূষ এবং কফনাশক স্বেদ ইহাতে হিতকর। সুরসাদিগণের অথবা মহৎ-পঞ্চ-মূলের সহিত তৈল পাক করিয়া, তাহাদ্বারা কর্ণপূরণ করিবে। গোঁড়ানেবুর রস, শুক্ত, রসুনের রস ও আদার রস,—ইহাদের এক একটী দ্বারা, কর্ণপূরণ করিবে, অথবা ঐসকলের সহিত তৈল পাক করিয়া, সেই তৈলদ্বারা কর্ণ-পূরণ করিবে। তীক্ষ্ণ শিরোবিরেচন, তীক্ষ্ণ কবল—কফজ কর্ণরোগে হিতকর। রক্তাবৃত-কর্ণশূলেও এইসমস্ত চিকিৎসা কর্ত্তব্য।

গোমূত্রে বিল্ব পেষণ করিয়া সেই কল্ক, এবং জল ও দুগ্ধসহ যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া, সেই তৈল দ্বারা বাধির্য্যরোগে কর্ণপূরণ করিবে। চিনি,

যষ্টিমধু ও বিম্বীর কল্ক, এবং ছাগদুগ্ধ অথবা বিল্বফলের ক্কাথের সহিত যথা-নিয়মে তিলতৈল পাক করিবে। শীতল হইলে সেই ক্কাথে যে তৈল ভাসিয়া উঠিবে, তাহা তুলিয়া লইয়া, পুনর্ব্বার তাহা দশগুণ দুগ্ধ এবং চিনি, যষ্টিমধু ও রক্ত-চন্দনের কল্কের সহিত পাক করিবে। তৎপরে সেই তৈল বিল্বফলের ক্কাথের সহিত আলোড়িত করিয়া, তাহাদ্বারা কর্ণপূরণ করিবে। প্রতিশ্যায় এবং বাতব্যাধি-চিকিৎসায় যেসকল ঔষধ কথিত হইয়াছে তৎসমুদয়ও বাধির্য্য-রোগে হিতকর।

কর্ণস্রাব, পূতিকর্ণ ও ক্রিমিকর্ণরোগে দোষদূষ্যাদি বিবেচনা পূর্ব্বক শিরো-বিরেচন, ধূপন, কর্ণপূরণ, প্রমার্জ্জন ও প্রক্ষালন ক্রিয়া করিবে। আরগ্বধাদি ও সুরসাদিগণের ক্কাথদ্বারা কর্ণপ্রক্ষালন, এবং ঐ সকলের চূর্ণদ্বারা কর্ণপূরণ করা কর্ত্তব্য। পঞ্চকষায় অর্থাৎ তিন্দুক (গাব), হরীতকী, লোধ, বরাহক্রান্তা ও আমলকীর চূর্ণ, কপিত্থের রস ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহাদ্বারা কর্ণ-পূরণ করিবে।

কর্ণস্রাবে সর্জ্জত্বকের চূর্ণ, বনকার্পাসীর রস, মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া, তাহাদ্বারা কর্ণপূরণ করিবে। লাক্ষা ও ধূনার চূর্ণদ্বারা কর্ণপূরণ করিবে। শৈবাল, মনসা, জামের পল্লব ও আমের পল্লব—ইহাদের কষায় এবং কাঁকড়া-শৃঙ্গী, মধু ও মণ্ডূকী,—ইহাদের কল্কসহ তৈল পাক করিয়া, তদ্দ্বারা কর্ণপূরণ করিবে। আম, কয়েতবেল, যষ্টিমধু, ধব, শাল—ইহাদের পল্লবের স্বরস দ্বারা অথবা ঐসকল দ্রব্যের সহিত তৈল পাক করিয়া, সেই তৈল দ্বারা কর্ণ-পূরণ করিবে। প্রিয়ঙ্গু, যষ্টিমধু, আকনাদী, ধাইফুল, শীতপর্ণী (অর্কপুষ্পী), মঞ্জিষ্ঠা, লোধ ও লাক্ষার কল্ক; কিংবা, কয়েতবেলের রসের সহিত তৈল পাক করিয়া, সেই তৈলদ্বারা কর্ণপূরণ করিলে, কর্ণস্রাব নিবারিত হয়। স্তন্য-দুগ্ধের সহিত রসাঞ্জন ঘর্ষণ করিয়া, এবং তাহার সহিত মধুমিশ্রিত করতঃ কর্ণে প্রয়োগ করিলে, দীর্ঘকালজাত ও স্রাবযুক্ত পূতিকর্ণ নিবারিত হয়। নিসিন্দার রস, তৈল, সৈন্ধব-লবণ, ঝুল, গুড় ও মধু একত্র মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা কর্ণপূরণ করিলে পূতিকর্ণ প্রশমিত হয়।

ক্রিমিকর্ণরোগে ক্রিমিনাশক চিকিৎসা কর্ত্তব্য। শুষ্ক-বার্ত্তাকুর ধূম পান করিলে, অথবা তাহা কর্ণে প্রয়োগ করিলে, এবং সর্ষপ-তৈল দ্বারা কর্ণপূরণ

করিলে, ক্রিমিকর্ণের শান্তি হয়। বিড়ঙ্গচূর্ণ ও হরিতাল, গোমূত্রসহ পেষণ করিয়া, তদ্দ্বারা কর্ণপূরণ করিলে, এবং গুগ্‌গুলুর ধূম প্রয়োগ করিলে, ক্রিমি-জনিত দুর্গন্ধ বিনষ্ট হয়। বমন, ধূমপান ও কবল ধারণ ইহাতে হিতকর। কর্ণক্ষ্বেড়ে কর্ণমধ্যে সর্ষপ-তৈল প্রয়োগ হিতকর। কর্ণবিদ্রধিতে বিদ্রধি-রোগের ন্যায় চিকিৎসা কর্ত্তব্য। কর্ণগূথক রোগে উষ্ণতৈল দ্বারা ক্লিন্ন করিয়া শলাকাদ্বারা মল নির্গত করিবে। কর্ণকণ্ডূরোগে নাড়ীস্বেদ, বমন, ধূম, শিরোবিরেচন, এবং কফনাশক বিধানসমূহ প্রয়োগ করিবে। কর্ণ-প্রতীনাহ রোগে স্নেহ, স্বেদ ও শিরোবিরেচন প্রয়োগ করিয়া, উপযুক্ত ক্রিয়াসমূহের ব্যবস্থা করিবে। কর্ণপাকে পিত্তজ বিসর্পের ন্যায় চিকিৎসা কর্ত্তব্য। কর্ণমধ্যে ক্রিমি বা মলাদি পদার্থ থাকিলে, তাহা শৃঙ্গ, শলাকা প্রভৃতি দ্বারা নির্হরণ করা আবশ্যক। কর্ণজাত অর্শ ও অর্ব্বুদাদি রোগের চিকিৎসা, সেই সেই রোগোক্ত বিধানানুসারে করিতে হইবে।

দ্বাদশ অধ্যায়।

—:০:—

নাসারোগ-চিকিৎসা।

প্রকারভেদ।—নাসারোগ ৩১ একত্রিশপ্রকার ; যথা—অপীনস, পূতিনস্য, নাসাপাক, রক্তপিত্ত, পূয়শোণিত, ক্ষবথু, ভ্রংশথু, দীপ্ত, নাসানাহ, পরিস্রব, নাসাশোষ, চতুর্ব্বিধ অর্শ, চতুর্ব্বিধ শোথ, সপ্তবিধ অর্ব্বুদ ও পঞ্চবিধ প্রতিশ্যায়।

লক্ষণ।—অপীনস বা পীনস-রোগে নাসিকা রুদ্ধ হয়, তাহাতে ধূম-নির্গমবৎ যন্ত্রণা হয়, নাসিকা পাকে, নাসিকা হইতে ক্লেদ নির্গত হয়, এবং সেই রোগী কোন প্রকার গন্ধ ও রসের অনুভব করিতে পারে না। ইহা বাতশ্লেষ্মজ ব্যাধি। প্রতিশ্যায়ের অন্যান্য লক্ষণও ইহাতে প্রকাশ পায়। পূতিনস্য রোগে বিকৃত রক্ত, পিত্ত ও কফের সহিত বায়ু মিশ্রিত হইয়া, নাসিকা ও মুখদ্বারা

পূতিস্রাব নিঃসারিত করে। নাসাপাকে প্রথমতঃ নাসিকামধ্যে পিত্তজনিত পিড়কা উৎপন্ন হয়, তৎপরে তাহা অত্যন্ত পাকিয়া উঠে, এবং ক্লেদযুক্ত হয় ও পচিয়া যায়। বাতপিত্তরোগে নাসাগত রক্তপিত্তের বিবরণ বিবৃত হইবে। বাতাদিদোষ বিদগ্ধ হইলে, অথবা ললাটে কোনরূপ আঘাত পাইলে, নাসিকা হইতে যদি রক্তমিশ্রিত পূয নির্গত হয়, তবে তাহাকে পূযরক্ত কহে। ঘ্রাণাশ্রিত মর্ম্ম দূষিত হইলে, নাসিকাদ্বারা কফমিশ্রিত বায়ু শব্দের সহিত বারংবার নির্গত হয়; তাহাকেই ক্ষবথু রোগ (হাঁচি) কহে। তীক্ষ্ণদ্রব্যের অতিরিক্ত ব্যবহার, কটুরসবিশিষ্ট-পদার্থের আঘ্রাণ গ্রহণ, সূর্য্যদর্শন, অথবা সূত্রাদিদ্বারা নাসিকার তরুণ অস্থিমর্ম্ম উদ্ঘাটিত হইলেও ক্ষবথু উপস্থিত হইয়া থাকে। মস্তকে পূর্ব্বসঞ্চিত ঘন কফ, পিত্তসন্তাপে বিদগ্ধ এবং লবণ-রসবিশিষ্ট হইয়া নাসিকাদ্বারা নির্গত হইলে, তাহাকে ভ্রংশথু রোগ কহে। যে রোগে নাসামধ্যে অত্যন্ত দাহ হয়, নাসা প্রদীপ্ত হওয়ার ন্যায় অনুভব হয়, এবং নাসিকা দ্বারা ধূমনির্গমের ন্যায় বায়ু নির্গত হয়, তাহাকে দীপ্তরোগ কহে। উদানবায়ু কফাবৃত ও বিগুণ হইয়া স্বমার্গে অবস্থান পূর্ব্বক নাসাপথ আবৃত করিলে, তাহা নাসাপ্রতীনাহ নামে অভিহিত হয়। নাসিকা হইতে জলবৎ স্বচ্ছ ও অবিবর্ণ স্রাব অজস্র নিঃসৃত হইলে, তাহাকে নাসা-পরিস্রাব কহে। এই রোগ রাত্রিকালে বৃদ্ধি পায়। নাসাশোষ রোগে নাসামিশ্রিত শ্লেষ্মা, বায়ু ও পিত্ত কর্ত্তৃক অত্যন্ত শোষিত হয়, এবং অতিকষ্টে নিশ্বাস-প্রশ্বাস নির্গত হইতে থাকে। নাসাগত অর্শঃ, শোথ ও অর্ব্বুদ রোগের লক্ষণ সেই সেই রোগের লক্ষণানুসারে নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

প্রতিশ্যায়।—অতিশয় স্ত্রীসংসর্গ, মস্তকের অভিতাপ, ধূম, ধূলি, অতিশীত, অতিসন্তাপ এবং মল-মূত্রের বেগধারণ, এইসকল কারণে সদ্যই প্রতিশ্যায় রোগ উৎপন্ন হয়। তদ্ভিন্ন বায়ু, পিত্ত, কফ,—মিলিত ত্রিদোষ এবং রক্ত মস্তকে সঞ্চিত হইয়া স্ব স্ব কারণে প্রকুপিত হইলে, তাহা হইতেও প্রতিশ্যায় রোগ জন্মে। প্রতিশ্যায় রোগ প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বে মস্তকে ভারবোধ, হাঁচি, অঙ্গমর্দ্দন ও রোমাঞ্চ প্রভৃতি বিবিধ উপদ্রব লক্ষিত হইয়া থাকে।

বাতজ প্রতিশ্যায়ে নাসিকা বিবদ্ধ ও আচ্ছাদিতের ন্যায় হয়, পাতলা স্রাব নিঃসৃত হয় এবং গলা, তালু ও ওষ্ঠের শোষ, শঙ্খদেশে সূচীবেধবৎ বেদনা, অত্যন্ত

হাঁচি, মুখের বিরসতা ও স্বরভেদ হইয়া থাকে। পিত্তজ প্রতিশ্যায়ে নাসিকা হইতে পীতবর্ণ উষ্ণস্রাব নির্গত হয় এবং রোগী কৃশ, পাণ্ডুবর্ণ, সন্তপ্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত হয়। তাহার মুখ দিয়া যেন ধূমযুক্ত অগ্নি নির্গত হইতে থাকে। শ্লেষ্মজ প্রতিশ্যায়ে নাসিকা হইতে শুক্লবর্ণ ও শীতল কফ বারংবার নির্গত হয় এবং রোগীর দেহ শুক্লবর্ণ, চক্ষু স্ফীত, মস্তক ও মুখ ভারাক্রান্ত, এবং মস্তক, কণ্ঠ, ওষ্ঠ ও তালুতে অত্যন্ত কণ্ডূ হইয়া থাকে। পক্ক বা অপক্ক প্রতিশ্যায় বারংবার তিরোহিত ও বারংবার আবির্ভূত হইলে, তাহাকে ত্রিদোষজ বলিয়া বুঝিতে হইবে। ত্রিদোষজ প্রতিশ্যায়ে তিন দোষেরই লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে। রক্তজ প্রতিশ্যায়ে নাসিকা দিয়া রক্তস্রাব, চক্ষুর রক্তবর্ণতা, মুখে ও নিশ্বাসে দুর্গন্ধ, ঘ্রাণশক্তির নাশ এবং উরঃক্ষত রোগের লক্ষণসমূহ অর্থাৎ বক্ষঃক্ষত, বক্ষঃস্থলের স্তব্ধতা, কর্ণ ও কফের পূতিভাব, কাস, জ্বর ও পীনস উপস্থিত হয়। ইহাতে শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ক্রিমি জন্মে এবং ক্রিমি জন্মিলে ক্রিমিজ শিরোরোগের লক্ষণসকল প্রকাশ পাইয়া থাকে।

যে প্রতিশ্যায়রোগে নাসিকা কখন আর্দ্র, কখন শুষ্ক, কখন বদ্ধ, কখন বা বিবৃত হয়, নিশ্বাস প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ হয় এবং আঘ্রাণশক্তি নষ্ট হইয়া যায়, তাহা কষ্টসাধ্য। প্রতিশ্যায় উপেক্ষিত হইলে, ক্রমশঃ পীনসরোগে পরিণত হইতে পারে; এবং সেই পীনস বর্দ্ধিত হইয়া বাধির্য্য, অন্ধতা, ঘ্রাণশক্তির অভাব, উৎকট নেত্র-রোগ অথবা কাস, অগ্নিমান্দ্য ও শোথরোগ উৎপাদন করে।

চিকিৎসা।—অপীনস ও পূতিনস্য রোগে স্নেহ, স্বেদ, বমন, বিরেচন এবং তীক্ষ্ণবীর্য্য ও লঘুপাক অন্ন অল্পপরিমাণে ভোজন, উষ্ণজল পান ও উপযুক্ত সময়ে ধূমপান হিতকর। হিং, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, ইন্দ্রযব, শ্বেত-পুনর্নবা, লাক্ষা, তুলসীবীজ, কট্‌ফল, বচ, কুড়, সজিনাবীজ, বিড়ঙ্গ ও করঞ্জ এইসকল দ্রব্যের অবপীড়-নস্য, অথবা এইসকল দ্রব্যের কল্ক ও গোমূত্রের সহিত সর্ষপ-তৈল পাক করিয়া তাহার নস্য প্রয়োগ করিবে। নাসাপাক রোগে বাহ্য ও আভ্যন্তর পিত্ত-নাশক বিধানসমূহ প্রয়োগ করিবে; এবং রক্তমোক্ষণ করিয়া, তৎপরে ক্ষীরি-বৃক্ষের ত্বক্ ঘৃতমিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা পরিষেক ও প্রলেপ দিবে। পূযরক্ত রোগে নালি-ঘার ন্যায় চিকিৎসা করিবে। এই রোগে রোগীকে বমন করাইয়া, অবপীড় নস্য, তীক্ষ্ণ ধূম ও শোধন-নস্য প্রয়োগ করা আবশ্যক। ক্ষবথু ও ভ্রংশথু রোগে

নলদ্বারা শিরোবিরেচন দ্রব্যের প্রধমন-নস্য প্রয়োগ করিবে। মস্তকে বাতঘ্ন স্বেদ ও স্নিগ্ধ ধূম প্রভৃতি হিতকর ক্রিয়াসমূহের ব্যবস্থা করিবে। দীপ্তরোগে পিত্তনাশক এবং স্বাদু ও শীতল ঔষধ প্রয়োগ করিবে। নাসানাহ রোগে স্নেহপান, স্নিগ্ধধূম, শিরোবস্তি এবং বলাতৈল প্রভৃতি বাতব্যাধি-অধিকারের ঔষধ সমূহ প্রয়োগ করিবে। নাসাস্রাবরোগে নলদ্বারা শিরোবিরেচন দ্রব্যের নস্য, তীক্ষ্ণ অবপীড়-নস্য এবং দেবদারু ও চিতামূল অথবা যমানীর তীক্ষ্ণধূম এবং ছাগ-মাংসভোজন হিতকর। নাসাশোষ রোগে দুগ্ধোত্থ-ঘৃত পান, অণুতৈলের নস্য, জাঙ্গলমাংস ভোজন, স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ এবং স্নৈহিক ধূমপ্রয়োগ উপযোগী। রক্তপিত্ত, অর্শঃ, শোথ ও অর্ব্বুদাদির চিকিৎসা সেই সেই রোগোক্ত বিধানে কর্ত্তব্য।

প্রতিশ্যায় রোগের চিকিৎসা।—নূতন প্রতিশ্যায় ব্যতীত অন্য সকলপ্রকার প্রতিশ্যায়েই ঘৃতপান প্রশস্ত। বিবিধ স্বেদ, বমন, এবং উপযুক্ত সময়ে অবপীড়-নস্য প্রয়োগ ইহাতে হিতকর। নূতন প্রতিশ্যায়ের পরিপাক জন্য স্বেদপ্রয়োগ, অম্লরসের সহিত উষ্ণ ভোজ্য ভোজন, দুগ্ধ বা গুড়াদি ইক্ষুবিকৃতির সহিত আদার রস কিংবা শুঁঠচূর্ণ সেবন কর্ত্তব্য। এইসকল ক্রিয়াদ্বারা প্রতিশ্যায় পাকিয়া কফ গাঢ় ও লম্বমান হইলে, শিরোবিরেচন এবং বাতাদি-দোষ বিবেচনাপূর্ব্বক বিরেচন, আস্থাপন, ধূমপান ও কবলধারণাদির ব্যবস্থা করিবে।

পক্ব প্রতিশ্যায়-রোগীর নিবাতস্থানে শয়ন, উপবেশন ও ক্রীড়াদি, মস্তকে গুরু ও উষ্ণবস্ত্র ধারণ, তীক্ষ্ণ শিরোবিরেচন, তীক্ষ্ণ ধূম, রুক্ষ যবান্ন এবং হরীতকী-সেবন হিতকর। শীতল জলে অবগাহন, চিন্তা, শোক, মৈথুন, অতিরুক্ষ ভোজন, নূতন মদ্যপান ও মলমূত্রাদির বেগধারণ, পক্ব-প্রতিশ্যায়ে এইসমস্ত অহিতকর। পক্ব-প্রতিশ্যায়ে বমি, দেহের অবসন্নতা ও গুরুত্ব, জ্বর, অতিসার, অরুচি ও অপ্রীতি, এইসকল উপদ্রব উপস্থিত হইলে লঙ্ঘন এবং পাচক ও অগ্নিবর্দ্ধক ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। বাতশ্লেষ্মযুক্ত প্রতিশ্যায়ে রোগী তরুণবয়স্ক হইলে, তাহাকে বহু-পরিমিত দ্রব-পদার্থ পান করাইয়া বমন করাইবে এবং উপস্থিত উপদ্রবের চিকিৎসা করিবে। তাহাদ্বারা পীড়া মৃদুতা প্রাপ্ত হইলে, অপক্ব-প্রতিশ্যায়ের ন্যায় চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

বাতিক প্রতিশ্যায়ে বিদারীগন্ধাদিগণের কাথ এবং পঞ্চলবণের সহিত ঘৃত পাক করিয়া, স্নেহপানবিধানে সেই ঘৃত পান করাইবে। অর্দ্দিতরোগোক্ত নস্যাদি ইহাতে প্রয়োগ করিবে। পিত্তজ ও রক্তজ প্রতিশ্যায়ে কাকোল্যাদি মধুরগণের সহিত ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত পান করাইবে। শীতল পরিষেক ও শীতল প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। নবনীতখোটী বা গুগ্‌গুলু, ধুনা, রক্তচন্দন, প্রিয়ঙ্গু, মধু, চিনি, দ্রাক্ষা, গুলঞ্চ, গোজীরা, গাম্ভারী ও যষ্টিমধু, এইসকল দ্রব্যের কাথদ্বারা কবল ধারণ করাইবে। মধুর দ্রব্যদ্বারা অর্থাৎ দ্রাক্ষা, সোন্দালমজ্জা, মধু ও শর্করা প্রভৃতি দ্বারা বিরেচন করাইবে। ধববৃক্ষের ছাল, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, শ্যামামূল, তেউড়ী, পটিয়ালোধ, যষ্টিমধু, গাম্ভারী ও হরিদ্রা,—ইহাদের কল্ক এবং দশগুণ দুগ্ধের সহিত তৈল পাক করিয়া, যথাকালে সেই তৈলের নস্য প্রয়োগ করিবে। কফজ প্রতিশ্যায়ে প্রথমতঃ রোগীকে ঘৃত পান করাইয়া স্নিগ্ধ করিবে; তৎপরে বমনকারক দ্রব্যের সহিত সিদ্ধ তিল ও মাষকলায়ের যবাগূ পান করাইয়া বমন করাইবে। বমনের পরে কফনাশক মণ্ড প্রভৃতি খাদ্যের ব্যবস্থা করিবে। বেড়েলা, তেউড়ীমূল, মুগানী, গাম্ভারী ও পুনর্নবা এইসকল দ্রব্যের সহিত যথাবিধি তৈল পাক করিয়া, তাহারও নস্য প্রয়োগ করিবে। তেউড়ী, কট্‌কী, দেবদারু, দন্তীমূল ও ইঙ্গুদী, এইসকল দ্রব্যের বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাহার ধূম পান করাইবে। ত্রিদোষজ প্রতিশ্যায়ে কটু ও তিক্তদ্রব্যসিদ্ধ ঘৃত, তীক্ষ্ণধূম এবং কটুরসবিশিষ্ট ঔষধ প্রয়োগ করিবে। রসাঞ্জন, আতইচ, মুতা ও দেবদারু, ইহাদের তৈল পাক করিয়া সেই তৈলের নস্য প্রয়োগ করিবে। মুতা, তেজোবতী, আকনাদী, কট্‌ফল, কট্‌কী, বচ, সর্ষপ, পিপুলমূল, পিপুল, সৈন্ধব, বনযমানী, তুঁতে, করঞ্জবীজ, সৈন্ধবলবণ ও দেবদারু ইহাদের কাথ প্রস্তুত করিয়া, তাহার কবল ধারণ করিতে দিবে। ঐসকল দ্রব্যের সহিত তৈল পাক করিয়া, শিরোবিরেচনার্থ তাহা প্রয়োগ করিবে। জাঙ্গল-মৃগ পক্ষীর মাংস জলজ পুষ্প এবং বাতঘ্ন ঔষধসমূহ অর্দ্ধজলমিশ্রিত আটগুণ দুগ্ধের সহিত পাক করিয়া, দুগ্ধভাগ অবশেষ থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। শীতল জলে সেই দুগ্ধ হইতে মাখন তুলিয়া ঘৃত প্রস্তুত করিবে। তৎপরে সেই ঘৃত—এলাদি সর্ব্বগন্ধদ্রব্য, শর্করা, অনন্তমূল, যষ্টিমধু ও রক্তচন্দনের কল্ক এবং দশগুণ দুগ্ধের সহিত পাক

করিবে। এই ঘৃতের নস্য-প্রয়োগে ত্রিদোষজ প্রতিশ্যায় বিনষ্ট হয়। প্রতিশ্যায় রোগে ক্রিমি উৎপন্ন হইলে, ক্রিমিঘ্ন ঔষধসকল গোমূত্র ও গোপিত্তের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিবে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

শিরোরোগ-চিকিৎসা।

শিরোরোগ একাদশ-প্রকার; যথা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ত্রিদোষজ, রক্তজ, ধাতুক্ষয়জনিত ও ক্রিমিজাত এবং সূর্য্যাবর্ত্ত, অনন্তবাত, অর্দ্ধাবভেদক ও শঙ্খক।

বাতজ শিরোরোগে—শিরঃশূলে অকস্মাৎ মস্তকে বেদনা উপস্থিত হয়, রাত্রিকালে বেদনা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং বস্ত্রাদিদ্বারা মস্তক বাঁধিয়া রাখিলে অথবা মস্তকে স্নেহস্বেদাদি প্রয়োগ করিলে, বেদনার উপশম বোধ হয়। পিত্তজ শিরঃশূলে মস্তক যেন প্রজ্বলিত-অঙ্গারদ্বারা ব্যাপ্ত রহিয়াছে এবং নাক দিয়া যেন ধূম নির্গত হইতেছে বলিয়া বোধ হয়। শীতল ক্রিয়াদ্বারা এবং রাত্রিকালে ইহার উপশম হয়। কফজ শিরঃশূলে মস্তক ও কণ্ঠমধ্য কফলিপ্ত, গুরু, বিষ্টব্ধ ও শীতলস্পর্শ হয় এবং অক্ষিপুটে শোথ হইয়া থাকে। ত্রিদোষজ শিরঃশূলে ঐসমস্ত তিন দোষেরই লক্ষণ মিলিতভাবে প্রকাশ পায়। রক্তজ শিরঃশূলে পিত্তজ শিরোরোগেরই লক্ষণসমূহ লক্ষিত হয়; বিশেষতঃ ইহাতে বেদনা এত অধিক হয় যে, তজ্জন্য মস্তক স্পর্শাসহ হইয়া থাকে। ক্ষয়জ শিরোরোগে শিরোগত বসা, কফ রক্তের ক্ষয় এবং দারুণ যন্ত্রণা উপস্থিত হইয়া থাকে। ইহা কষ্টসাধ্য ব্যাধি। স্বেদ, বমন, ধূম, নস্য ও রক্তমোক্ষণ দ্বারা ইহা বৃদ্ধি পায়। ক্রিমিজ শিরোরোগে মস্তকে ক্রিমিগণের ভক্ষণ জনিত সূচীবেধবৎ অত্যন্ত যন্ত্রণা, ভিতরে দপ্‌দপানি এবং নাসিকা দিয়া রক্তমিশ্রিত জলস্রাব, এইসকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

সূর্য্যাবর্ত্ত।—সূর্য্যাবর্ত্ত রোগে সূর্য্যোদয়কালে চক্ষু ও ভ্রূতে অল্প অল্প বেদনা আরম্ভ হয় এবং সূর্য্যের তাপ যত বৃদ্ধি পাইতে থাকে, বেদনাও ততই

বৃদ্ধি হয়, আবার সূর্য্যতাপের যেমন হ্রাস হইতে থাকে, বেদনাও সেইরূপ ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া সায়ংকালে নিবৃত্ত হয়। এইরূপ লক্ষণ হইলে শীতলক্রিয়াদ্বারা এবং ইহার বিপরীত লক্ষণ হইলে, উষ্ণ-ক্রিয়াদ্বারা সেই বেদনার শান্তি হইয়া থাকে। ইহা ত্রিদোষজনিত এবং অতিশয় কষ্টসাধ্য ব্যাধি।

অনন্তবাত।—অনন্তবাতরোগে দুষ্টদোষত্রয় গ্রীবাদেশের মন্যানামক শিরাকে পীড়িত করিয়া, গ্রীবার পশ্চাদ্ভাগ এবং অক্ষি, ভ্রূ ও শঙ্খদেশে তীব্র বেদনা উপস্থিত করে। গণ্ডপার্শ্বে কম্পন, হনুগ্রহ এবং বিবিধ নেত্ররোগও ইহাতে উপস্থিত হয়।

অর্দ্ধাবভেদক।—অর্দ্ধাবভেদকের চলিত নাম "আধ-কপালে"। এই রোগে পক্ষান্তে বা দশদিন পরে অথবা অকস্মাৎ মস্তকের অর্দ্ধভাগে, ভঙ্গ হওয়ার ন্যায় সূচীবেধবৎ বেদনা উপস্থিত হয় এবং মস্তক ঘোরে। ইহাও ত্রিদোষজ ব্যাধি।

শঙ্খক।—শঙ্খদেশাশ্রিত বায়ু অত্যন্ত কুপিত এবং কফ, পিত্ত ও রক্তের সহিত মিলিত হইয়া, মস্তকে, বিশেষতঃ শঙ্খদেশে যে তীব্রবেদনা উপস্থিত করে, তাহাকেই শঙ্খক কহে। ইহা অত্যন্ত কষ্টপ্রদ এবং নিতান্ত দুশ্চিকিৎস্য।

চিকিৎসা।—বাতজ শিরোরোগে বাতব্যাধি নিবারক ঔষধাদি প্রয়োগ করিবে। ঘৃত বা তৈল পান করাইয়া দুগ্ধ অনুপান করাইবে। রাত্রিকালে কেবল মুগ, কুলত্থ ও মাষকলায় খাইতে দিবে। কটুরস ও উষ্ণবীর্য্য দ্রব্যের সহিত ঘৃত পাক করিয়া, সেই ঘৃত পান করাইয়া উষ্ণ দুগ্ধ অনুপান করাইবে। বাতঘ্ন দ্রব্যের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া সেই ঈষদুষ্ণ দুগ্ধের পরিষেক এবং বাতঘ্ন-দ্রব্যসিদ্ধ ঈষদুষ্ণ পায়স দ্বারা মস্তকে প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। মৎস্যের মাংস সিদ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা অথবা সৈন্ধবমিশ্রিত কৃশরা (তিল, তণ্ডুল ও মাষ-কলায়াদি-কৃত খিচুড়িবিশেষ) দ্বারা কিংবা রক্তচন্দন, নীলোৎপল, কুড় ও পিপুল পেষণ করিয়া তাহাদ্বারা ঈষদুষ্ণ প্রলেপ দিবে। রোগীকে স্নিগ্ধ করিয়া, তাহাকে কাঁকড়ার ক্বাথসিদ্ধ তৈলের নস্য প্রয়োগ করিবে। বরুণাদিগণের কল্কসহ অর্দ্ধ-জলমিশ্রিত দুগ্ধ পাক করিবে এবং দুগ্ধভাগ অবশেষ থাকিতে নামাইয়া শীতল হইলে, সেই দুগ্ধের মাখন তুলিবে; পরে মধুরাদিগণের কল্কসহ সেই ঘৃত পাক

করিয়া তাহার নস্য দিবে। উক্ত বরুণাদিগণের কল্কসিদ্ধ-দুগ্ধ এবং মধুরাদিগণের কল্ক,—এই উভয়ের সহিত ঘৃত পাক করিয়া পানার্থ তাহাও প্রয়োগ করিবে। যথাকালে স্নৈহিক-প্রয়োগে উপকার দর্শে। পান, অভ্যঙ্গ, নস্য, বস্তিকর্ম্ম ও পরিষেকার্থ—ত্রৈবৃত ঘৃত ও বলাতৈল প্রযোজ্য। স্নিগ্ধ মাংসরস এবং বাতঘ্নদ্রব্য-সংস্কৃত দুগ্ধের সহিত অন্নাদি ভোজন করিতে দিবে।

পিত্তজ রক্তজনিত শিরোরোগে ঘৃতমিশ্রিত শিরোলেপ ও শীতল পরিষেক প্রযোজ্য। দুগ্ধ, ইক্ষুরস, কাঁজি, দধির মাত, মধুর জল ও চিনির জল, এইসকল দ্রব্যের পরিষেক; এবং নল, বেতস, কুমুদপুষ্প, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, শঙ্খ, শৈবাল, যষ্টিমধু, মুতা ও পদ্ম, এইসকল দ্রব্যের ঘৃতমিশ্রিত প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। বিসর্প রোগোক্ত প্রলেপসমূহও ইহাতে প্রয়োগ করা যায়। মধুরগণোক্ত দ্রব্যের ঈষদুষ্ণ প্রলেপ এবং মধুরদ্রব্যের সংস্কৃত নস্য প্রয়োগে উপকার দর্শে। আস্থাপন, বিরেচন ও স্নেহবস্তি হিতকর। দুগ্ধ, ঘৃত বা জাঙ্গল-জন্তুর বসা নস্যার্থ প্রয়োগ করিবে। উৎপলাদিগণসিদ্ধ দুগ্ধের আস্থাপন, জাঙ্গল-জন্তুর মাংসরসের সহিত অন্নভোজন এবং ঘৃতের অনুবাসন হিতকর। মধুরগণোক্ত দ্রব্যের সহিত দুগ্ধোত্থ ঘৃত পাক করিয়া, সেই ঘৃত চিনিমিশ্রিত করতঃ স্নেহনার্থ প্রয়োগ করিবে। রক্তপিত্তনাশক অন্যান্য কর্ম্মসমূহও ইহাতে হিতকর।

কফজ শিরোরোগে কফনাশক তীক্ষ্ণ শিরোবিরেচন বমন ও গণ্ডূষ প্রয়োগ করিবে; শুদ্ধ ঘৃত পান করাইবে; পুনঃ পুনঃ স্বেদ দিবে; রোগীকে স্নিগ্ধ করিয়া শিরোবিরেচন প্রয়োগ করিবে; ইঙ্গুদী ও মেষশৃঙ্গীর ত্বক্ পেষণ করিয়া তাহার বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে এবং সেই বর্ত্তির ধূম পান করাইবে। কট্‌ফলচূর্ণের প্রধমন-নস্য প্রয়োগ করিবে। সরল-কাষ্ঠ, কুড়, শাঙ্গেষ্টা, দেবদারু ও রোহিষ,—এইসকল দ্রব্য ক্ষারজলের সহিত পেষণ করিয়া, তাহাতে অল্প লবণ মিশ্রিত করিবে এবং ঈষদুষ্ণ করিয়া মস্তকে তাহার প্রলেপ দিবে। যব ও ষষ্টিক-ধান্যের অন্ন, ত্রিকটু ও যবক্ষার মিশ্রিত করিয়া, পটোল, মুগ ও কুলত্থের যূষের সহিত উপযুক্তমাত্রায় ভোজন করিতে দিবে।

ত্রিদোষজ শিরোরোগে ত্রিদোষনাশক বিবিধ ব্যবস্থা করিবে; অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ঔষধাদি মিলিতভাবে বিবেচনাপূর্ব্বক প্রয়োগ করিবে। ইহাতে পুরাতন ঘৃত-পান বিশেষ উপকারী।

ক্ষয়জ শিরোরোগে বসাদি কোন্ ধাতুর ক্ষয় হইয়াছে, তাহা স্থির করিয়া তদনুরূপ পুষ্টিকর আহার ও ঔষধের ব্যবস্থা করিবে। বাতঘ্ন মধুর ঔষধের সহিত ঘৃত বা তিলতৈল পাক করিয়া, পানার্থ ও নস্যার্থ তাহা প্রয়োগ করিবে। ক্ষয়কাসনাশক ঘৃতাদিও ইহাতে বিশেষ হিতকর।

ক্রিমিজনিত শিরোরোগে, ক্রিমি-নির্হরণের জন্য, রক্তের নস্য প্রয়োগ করিবে। রক্তগন্ধে ক্রিমিগণ নাসাস্রোত প্রভৃতিতে উপস্থিত হইলে, কূর্চ্চিকাদি দ্বারা তাহাদিগকে নির্গত করিবে। কূর্চ্চিকাদি দ্বারা নির্হরণ অসাধ্য হইলে, শিরোবিরেচন-দ্রব্যের অথবা হ্রস্ব সজিনাবীজের চূর্ণ ও নীল তুঁতে চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহার নস্য প্রয়োগ করিবে। ক্রিমিনাশক দ্রব্যসমূহ গোমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া তাহার অবপীড়-নস্য দিবে। ভোজনার্থ ক্রিমিনাশক অন্নপানাদির ব্যবস্থা করিবে।

সূর্য্যাবর্ত্ত ও অর্দ্ধাবভেদক রোগে নস্য, প্রলেপ, পরিষেক, কবল ও শিরোবস্তি প্রভৃতি প্রযোজ্য। জাঙ্গল মাংস ভোজন, দুগ্ধপান, এবং অন্নাদির সহিত প্রচুর ঘৃতপান ইহাতে হিতকর। এই উভয় রোগেই শিরীষ ও মূলার বীজের অথবা বংশমূল, মূলার বীজ ও কর্পূরের অবপীড়-নস্য, কিংবা বংশমূলাদির সহিত বচ ও পিপুল সংযুক্ত করিয়া, তাহার অবপীড়-নস্য প্রয়োগ করিবে। যষ্টিমধু বা মনঃশিলা মধুমিশ্রিত করিয়া তাহার অবপীড়-নস্য, অথবা চন্দনের নস্য প্রয়োগেও বিশেষ উপকার দর্শে। মধুরগণোক্ত দ্রব্যের কল্কসহ ঘৃত পাক করিয়া, সেই ঘৃতের নস্যও প্রয়োগ করিবে। অনন্তমূল, নীলোৎপল, কুড় ও যষ্টিমধু কাঁজিতে পেষণ পূর্ব্বক তাহার সহিত ঘৃত ও তিলতৈল মিশ্রিত করিয়া, মস্তকে তাহার প্রলেপ দিবে। অনন্তবাত রোগেও এইসকল চিকিৎসা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ ইহাতে শিরাবেধ কর্ত্তব্য। বাত-পিত্তনাশক আহার্য্য এবং মধু, দধির মাত, সংযাব ও ঘৃতপূরাদি খাদ্য এইসকল রোগে হিতকর। শঙ্খকরোগে দুগ্ধোৎপন্ন ঘৃতের পান ও নস্য উপকারী। ঘৃতসংস্কৃত জাঙ্গল মাংসের সহিত অন্নভোজন হিতকর। শতমূলী, কৃষ্ণতিল, যষ্টিমধু, নীলশুঁদী, দূর্ব্বা ও পুনর্নবা, এইসকল দ্রব্য পেষণ করিয়া মস্তকে প্রলেপ দিবে। অনন্তমূল বা শ্যামালতা কাঁজিতে পেষণ করিয়া, তাহার প্রলেপ দিলেও উপকার হয়। ইহাতে শীতল প্রলেপ এবং শীতল প[রিষে]ক প্রযোজ্য। সূর্য্যাবর্ত্তনামক অবপীড়-নস্য সকলও ইহাতে প্রয়োগ করিবে।

ক্রিমিজনিত ও ক্ষয়জ শিরোরোগ ভিন্ন অপর সকলপ্রকার শিরোরোগেই মধু ও তৈলসংযুক্ত নস্ত প্রদান করা আবশ্যক এবং তৎপরে কেবল সর্ষপ তৈলের নস্ত প্রয়োগ করা উচিত। এইসকল চিকিৎসায় শিরোরোগের শান্তি না হইলে, রোগীকে স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ করিয়া, তৎপরে শিরামোক্ষণ করিতে হইবে।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

যোনিব্যাপদ্-চিকিৎসা।

প্রকারভেদ।—যোনিব্যাপদ্ বিংশতি-প্রকার :—উদাবর্ত্তা, বন্ধ্যা, বিপ্লুতা, পরিপ্লুতা, বাতলা, রুধিরক্ষরা, বামিনী, স্রংসিনী, পুত্রঘ্নী, পিত্তলা, অত্যানন্দা, কর্ণিনী, অচরণা, অতিচরণা, শ্লেষ্মলা, ষণ্ডী, ফলিনী, মহতী, সূচীবক্ত্রা ও সর্ব্বদোষজা।

লক্ষণ।—উদাবর্ত্তা যোনিতে অতি কষ্টে ফেনমিশ্রিত রক্ত নিঃসৃত হয়। বন্ধ্যা যোনির আর্ত্তবস্রাব নষ্ট হইয়া যায়। বিপ্লুতা যোনিতে সর্ব্বদা বেদনা অনুভূত হয়। পরিপ্লুতায় মৈথুনকালে বেদনা বোধ হইয়া থাকে। বাতলা যোনি কর্কশ ও স্তব্ধ হয় এবং তাহাতে শূলবৎ বা সূচীবেধবৎ বেদনা থাকে। এই পাঁচপ্রকার যোনিরোগই বাতজ; সুতরাং ইহাদের সকলগুলিতেই বেদনা হয়। তবে, বাতলা যোনিতে বেদনা অধিকতর অনুভূত হইয়া থাকে।

রক্তক্ষরা যোনিতে দাহ ও রক্তঃস্রাব, বামিনী যোনিতে বায়ুর সহিত রজোমিশ্রিত শুক্র-নিঃসরণ, স্রংসিনীতে স্পন্দন ও ক্ষোভ, পুত্রঘ্নীতে মধ্যে মধ্যে গর্ভসঞ্চার হইয়াও রক্তস্রাব জন্ত সেই গর্ভের নাশ এবং পিত্তলা যোনিতে অত্যন্ত দাহ, পাক ও সেই সঙ্গে জ্বরও হইয়া থাকে। এই পাঁচপ্রকার যোনিরোগ পিত্তজনিত সুতরাং পিত্তলার স্থায় অন্তান্ত যোনিতেও দাহাদি পিত্তবিকৃতি লক্ষিত হইয়া থাকে।

অত্যানন্দা যোনি মৈথুনে তৃপ্তি বোধ করে না। কর্ণিনী-যোনিতে শ্লেষ্মা ও রক্তদ্বারা মাংসকন্দাকার গ্রন্থিবিশেষ উৎপন্ন হয়। অচরণা যোনি মৈথুন-কালে পুরুষের অগ্রেই পরিতৃপ্ত হইয়া মৈথুনে অসমর্থ হয়; সেইজন্য বীজগ্রহণ করিতে পারে না। অতিচরণা-যোনিও অধিক মৈথুনাচরণ জন্য বীজগ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। শ্লেষ্মলা-যোনি পিচ্ছিল, কণ্ডূযুক্ত ও অত্যন্ত শীতল। এই পাঁচপ্রকার যোনিরোগ শ্লেষ্মজ; সুতরাং শ্লেষ্মলা যোনির ন্যায় অন্যান্য রোগেও পিচ্ছিলত্ব প্রভৃতি শ্লেষ্মলক্ষণ লক্ষিত হয়।

যে স্ত্রীর ঋতু হয় না, স্তন অল্প উঠে, এবং মৈথুনকালে যোনি খরস্পর্শ বোধ হয়, তাহার যোনি ষণ্ডী নামে অভিহিত হয়। সূক্ষ্মযোনিদ্বারে মহামেঢ্র প্রবিষ্ট হইলে, অণ্ডের ন্যায় যোনি নির্গত হইয়া পড়ে, তাহাকেই ফলিনী কহে। যোনিরন্ধ্র অধিক বিবৃত হইলে, তাহাকে মহাযোনি, এবং সংবৃত হইলে তাহাকে সূচীবক্ত্র কহে। সর্ব্বদোষজা যোনিতে বাতাদি ত্রিদোষেরই লক্ষণ লক্ষিত হয়। এই পাঁচপ্রকার যোনিরোগই ত্রিদোষজ, সুতরাং সর্ব্বদোষজার ন্যায় অন্যান্য চারিপ্রকার যোনিরোগেও বাতাদি ত্রিদোষের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

চিকিৎসা।—ত্রিদোষজ যোনিরোগসমূহ অসাধ্য। অন্যান্য সাধ্য যোনিরোগে দোষ বিবেচনা পূর্ব্বক সেই সেই দোষনিবারক স্নেহদ্বারা অভ্যক্ত করিয়া স্বেদ প্রদান করিবে, এবং যথানির্দ্দিষ্ট উত্তর-বস্তিসকল প্রয়োগ করিবে।

কর্কশ, শীতল, স্তব্ধ এবং মৈথুনে খরস্পর্শ যোনিতে আনূপ ও ঔদকমাংস ও বাতঘ্ন দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়া, তাহার কুম্ভীকস্বেদ, এবং মধুরগণযুক্ত বেশবারের উপনাহস্বেদ প্রয়োগ করিবে; তৈলাক্ত পিচু যোনিমধ্যে সর্ব্বদা ধারণ করাইবে; বাতঘ্ন দ্রব্যের কাথদ্বারা যোনি প্রক্ষালন এবং সেই কাথ যোনিতে পূরণ করিবে। দাহাদি পিত্ত-বিকারযুক্ত যোনিরোগে পূর্ব্বোক্ত রক্তপিত্তনাশক শীতলক্রিয়া করিতে দিবে। দুর্গন্ধ ও পি[illegible]লযোনিতে বটাদি পঞ্চ-কষায়ের চূর্ণ পূরণ করিবে, এবং আরগ্বধাদিগণের কাথদ্বারা যোনি ধৌত করিবে। যোনি হইতে পূয়স্রাব হইলে, শোধনকারক দ্রব্যসমূহ গোমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া, এবং তাহার সহিত সৈন্ধব মিশাইয়া তাহার পিণ্ড যোনি-পা[illegible]রণ করিতে দিবে। কণ্ডূযুক্ত ও খরস্পর্শ যোনিতে বৃহতী-ফল, হরিদ্রা ও [illegible]ষণ করিবে, এবং তাহার ধূম প্রদান করিবে। কর্ণিনী-

যোনিতে শোধনদ্রব্যকৃত বর্ত্তি পূরণ করিবে। স্রংসিনী যোনি ঘৃতদ্বারা অভ্যক্ত এবং দুগ্ধস্বেদে স্বিন্ন করিয়া ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দিবে, এবং বেশবার দ্বারা যোনিমুখ রুদ্ধ করিয়া বাঁধিয়া রাখিবে।

যোনিব্যাপদ্‌সমূহে দোষ বিবেচনা করিয়া, উক্ত সুরা, আসব ও অরিষ্টাদি সেবন, প্রত্যহ প্রাতঃকালে রসুনের রস পান, এবং দুগ্ধ ও মাংসরসবহুল আহারের ব্যবস্থা করিবে।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

জ্বর-চিকিৎসা।

প্রাধান্য।—সমুদয় রোগের মধ্যে জ্বররোগই সর্ব্বপ্রধান। জ্বর সকল জীবেরই সন্তাপপ্রদ। জীবগণ জন্ম ও নিধনকালে জ্বরার্ত্ত হইয়া ভূমিষ্ঠ ও বিনষ্ট হয়। রুদ্রের কোপাগ্নি হইতে জ্বররোগের উৎপত্তি হইয়াছিল।

স্বরূপ ও প্রকারভেদ।—স্বেদের অবরোধ, সন্তাপ ও সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, এই তিনটী লক্ষণ যাহাতে যুগপৎ প্রকাশ পায়, তাহাকেই জ্বর কহে। জ্বর আটপ্রকার; যথা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, বাত-পিত্তজ, বাত-শ্লেষ্মজ, পিত্ত-শ্লেষ্মজ, সন্নিপাতজ এবং আগন্তু।

সম্প্রাপ্তি।—কুপিত বাতাদি দোষ আমাশয়ে গমন পূর্ব্বক উষ্মা ও রসের সহিত মিলিত হইয়া, রসবহ ও স্বেদবহ স্রোতসকলের পথ রুদ্ধ করে, পাচকাগ্নির নাশ করে, এবং পাকস্থান হইতে উষ্মা বাহিরে আনয়ন পূর্ব্বক সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া জ্বর উৎপাদন করে। জ্বরারম্ভক দোষসকল ত্বক্ প্রভৃতিতে স্ব স্ব বর্ণও প্রকাশ করিয়া থাকে। অন্তরগ্নি বিক্ষিপ্ত হইয়া লোমকূপ দ্বারা বহির্নিঃসৃত হওয়ার জন্যই স্বেদবোধ এবং সন্তাপ হইয়া থাকে।

নিদান।—স্নেহস্বেদাদি ক্রিয়ার অতিযোগ অথবা মিথ্যাযোগ [illegible] অভিঘাত, অন্যান্য রোগের বিবৃদ্ধি, শোথাদির পাক, [illegible]

বিষদোষ, সাত্ম্য-বিপরীত আহার-বিহার, বিষাক্ত ওষধি-পুষ্পাদির গন্ধ আঘ্রাণ, শোথ, গ্রহপীড়ন, অভিচার, অভিশাপ, মানসিক অভিঘাত, ভূতাভিষঙ্গ, এবং স্ত্রীগণের প্রসববিকৃতি বা প্রসবের পর অহিতকর আহার-বিহার এবং প্রথম স্তন্যসঞ্চয়, এইসকল কারণে বাতাদি দোষ কুপিত হইয়া জ্বর উৎপাদন করিয়া থাকে।

পূর্ব্বরূপ।—বিনা পরিশ্রমে শ্রান্তিবোধ, চিত্তের অনবস্থিততা, শরীরের বিবর্ণতা, মুখের বিরসতা, নেত্রদ্বয়ের জলপূর্ণতা, শীত-বাত-আতপাদিতে বারংবার ইচ্ছা ও দ্বেষ, জৃম্ভণ, অঙ্গবেদনা, দেহের গুরুত্ব, রোমাঞ্চ, অরুচি, অন্ধকার-দর্শন, অপ্রীতি ও অধিক শীত, এইসকল লক্ষণ জ্বর-প্রকাশের পূর্ব্বে প্রকাশ পায়। ইহা সামান্য-পূর্ব্বরূপ। দোষভেদে কতকগুলি বিশেষ-পূর্ব্বরূপও লক্ষিত হইয়া থাকে; যথা—বাতিক-জ্বরের পূর্ব্বে ঐসকল লক্ষণের সহিত অত্যন্ত জৃম্ভা, পৈত্তিকজ্বরের পূর্ব্বে নেত্রদ্বয়ের দাহ, এবং শ্লৈষ্মিক জ্বরের পূর্ব্বে আহারে অরুচি হয়। দ্বিদোষজ ও ত্রিদোষজ জ্বরে ঐসকল বিশিষ্ট পূর্ব্বরূপ মিলিতভাবে প্রকাশ পায়।

বাতিকজ্বর-লক্ষণ।—কম্প, জ্বরবেগের ও জ্বরাগমনকালের বিষমতা, কণ্ঠ, ওষ্ঠ ও মুখের শোষ, অনিদ্রা, হাঁচির বেগ আসিয়া হাঁচি না হওয়া, দেহের রুক্ষতা, সর্ব্বাঙ্গে বিশেষতঃ মস্তকে ও হৃদয়ে বেদনা, মুখের বিরসতা, মলরোধ, উদরে শূলবৎ বেদনা ও আধ্মান, এবং জৃম্ভণ, এইসকল লক্ষণ বাতিকজ্বরে লক্ষিত হয়।

পৈত্তিকজ্বর।—জ্বরবেগের তীব্রতা, তরল মলভেদ, নিদ্রার অল্পতা, বমি, কণ্ঠ, ওষ্ঠ, মুখ ও নাসিকার ক্ষত, ঘর্ম্মস্রাব, প্রলাপ, মুখের তিক্ততা, মূর্চ্ছা, দাহ, মত্ততা, পিপাসা, মল-মূত্র ও নেত্রের পীতবর্ণতা, এবং গাত্রঘূর্ণন, এইসকল লক্ষণ পিত্তজ্বরে প্রকাশ পায়।

শ্লৈষ্মিকজ্বর।—দেহের গুরুতা, শীত, বমনেচ্ছা, রোমাঞ্চ, অধিক নিদ্রা, স্রোতসকলের অবরোধ, জ্বরবেগের মৃদুতা, লালাপ্রসেক, মুখের মধুরতা, গাত্রসন্তাপের অল্পতা, বমি, দেহের অবসাদ, অপরিপাক, নাক-মুখ দিয়া রক্তস্রাব, অরুচি, কাস এবং নেত্রাদির শ্বেতবর্ণতা, এইসকল লক্ষণ শ্লেষ্মজ্বরে উপস্থিত

বাতপিত্তজ্বর।—জৃম্ভণ, আধ্মান, মত্ততা, হৃৎকম্প, পর্ব্বসমূহে ভঙ্গবৎ বেদনা, অতিক্ষীণতা, তৃষ্ণা ও সন্তাপের আধিক্য, এই সমস্ত লক্ষণ বাতপিত্ত-জ্বরে লক্ষিত হয়।

বাতশ্লেষ্মজ্বর।—গাত্রে শূলনি, কাস, কফ-নিষ্ঠীবন, শীত, কম্প, নাক ও মুখ দিয়া জলস্রাব, দেহের গুরুতা, অরুচি ও স্তব্ধতা, এইগুলি বাত-শ্লেষ্মজ্বরের লক্ষণ।

পিত্তশ্লেষ্মজ্বর।—ক্ষণে ক্ষণে শীত ও দাহ, অরুচি, স্তব্ধতা, স্বেদ, মূর্চ্ছা, মত্ততা, গাত্রঘূর্ণন, কাস, অঙ্গের অবসাদ ও বমনেচ্ছা—এইগুলি পিত্ত-শ্লেষ্মজ্বরের লক্ষণ।

ত্রিদোষজ্বর।—নিদ্রানাশ, গাত্রঘূর্ণন, শ্বাস, তন্দ্রা, স্পর্শজ্ঞানের অল্পতা, অরুচি, তৃষ্ণা, মোহ, মত্ততা, গাত্রের স্তব্ধতা, দাহ, শীত, হৃদয়ের ব্যথা, বিলম্বে দোষের পরিপাক, উন্মত্ততা, দন্তের শ্যাববর্ণতা, জিহ্বার খরস্পর্শতা ও কৃষ্ণবর্ণতা, সন্ধিস্থানে ও মূর্দ্ধাস্থিত বেদনা, নেত্রের বিস্ফারণ বা কুটিলতা, কর্ণে শব্দ ও বেদনা, প্রলাপ, মুখনাসাদিতে ক্ষত, কণ্ঠে অব্যক্তধ্বনি, সংজ্ঞানাশ, দীর্ঘকালান্তে স্বেদ, মূত্র ও পুরীষের অল্প অল্প নির্গম, এবং পূর্ব্বোক্ত বাতিকাদি জ্বরের লক্ষণ-সমূহও মিলিতভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

অভিন্যাস জ্বর।—সন্নিপাতের অবস্থাবিশেষে যদি রোগীর গাত্র নাতি-শীতোষ্ণ, সংজ্ঞা অল্প, অযথার্থ দর্শন, স্বরভঙ্গ, জিহ্বার খরস্পর্শতা, কণ্ঠশোষ, মল, মূত্র ও ঘর্ম্মের নিরোধ, নেত্রের অশ্রুপূর্ণতা, হৃদয়ের কঠিনতা, অন্নে বিদ্বেষ, দেহপ্রভার ক্ষয়, ঘন ঘন শ্বাস ও অত্যন্ত প্রলাপ হয়, এবং রোগী শয্যা হইতে উঠিতে বসিতে অসমর্থ হয়; তবে তাহাকে অভিন্যাস-জ্বর কহে। অবস্থাভেদে অভিন্যাস-জ্বরও ত্রিবিধ নামে পরিচিত হইয়া থাকে; যথা, রোগী নিদ্রাভিভূত থাকিলে অভিন্যাস; ক্ষীণ হইলে হতৌজাঃ; এবং সন্ন্যস্ত-গাত্র হইলে, সন্ন্যাস-জ্বর নামে অভিহিত হয়। সন্নিপাত-জ্বরে রোগীর ওজঃ বিস্রস্ত হইলে, স্তব্ধগাত্র, শীতার্ত্ত, সংজ্ঞাহীন, তন্দ্রালু, প্রলাপভাষী, হৃষ্টরোমা, শিথিলাঙ্গ, এবং অল্প অল্প সন্তাপ ও অল্প বেদনাযুক্ত হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থাকে ওজোনিরোধজ জ্বর কহে।

সন্নিপাতজ্বর সপ্তমদিনে, দশম দিনে বা দ্বাদশ দিনে পুনর্ব্বার ঘোরতর হইয়া প্রশমিত হয়, অথবা রোগীকে বিনষ্ট করে।

বিষমজ্বর।—জ্বরমুক্তির পরে দেহের ক্ষীণতা থাকিতে অযথা আহার-বিহার করিলে, অল্পবল দোষও পুনর্ব্বার বৃদ্ধি পাইয়া বায়ুকর্ত্তৃক চালিত হয় এবং আমাশয়, বক্ষ, কণ্ঠ, মস্তক ও সন্ধি, এই কয়েকটী কফস্থানে বিভাগানুসারে যথাক্রমে সতত, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক, চতুর্থক, প্রলেপক নামক বিষমজ্বর উৎপাদন করে।

বাতাদি দোষ আমাশয়স্থ হইলে সতত-জ্বর উৎপন্ন হয়। এই জ্বর দিবা-রাত্রের মধ্যে দুইবার হয়। কারণ প্রত্যেক দোষেরই প্রকোপকাল দিবারাত্রির মধ্যে দুইবার এবং দোষ আমাশয়ে উপস্থিত হইয়াই জ্বর উৎপাদন করে; সুতরাং আমাশয়গত দোষ প্রকোপকালে দুইবার জ্বর উৎপাদন করিয়া থাকে। এইরূপে বক্ষোগত দোষ বক্ষঃস্থল হইতে একদিনে আমাশয়ে আসিয়া অন্যেদ্যুষ্ক জ্বর উৎপাদন করে; ইহাতে প্রত্যহ একবার করিয়া জ্বর হয়। কণ্ঠগত দোষ একদিনে হৃদয়ে এবং তৎপরদিনে আমাশয়ে আসিয়া তৃতীয়ক জ্বর আনয়ন করে; ইহা এক দিন অন্তর প্রকাশ পায়। শিরোগত দোষ এক দিনে কণ্ঠে, তৎপরদিনে হৃদয়ে এবং তাহার পরদিনে আমাশয়ে আসিয়া চতুর্থক জ্বর উৎপন্ন করে; ইহা দুইদিন অন্তর প্রকাশ পায়। সন্ধিগত দোষ হইতে প্রলেপক জ্বরের উৎপত্তি হয়। আমাশয়েও সন্ধি আছে; সুতরাং এই জ্বর সর্ব্বদাই শরীরে প্রকাশিত থাকে। শোষরোগিগণেরই প্রলেপক জ্বর হইয়া থাকে এবং ইহা তাহাদের প্রাণনাশক।

অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক ও চতুর্থক, এই তিনপ্রকার জ্বর পূর্ব্বোক্ত লক্ষণের বিপরীত-ভাবাপন্ন হইয়াও প্রকাশ পায়, অর্থাৎ অন্যেদ্যুষ্ক জ্বর দিবারাত্রের মধ্যে এক সময়ে হয়, অন্যান্য সময়ে বিরত থাকে। কিন্তু অন্যেদ্যুষ্ক বিপর্য্যয় দিবারাত্রের মধ্যে একবার মাত্র বিরত হইয়া, অবশিষ্ট সময় বর্ত্তমান থাকে। তৃতীয়ক-বিপর্য্যয়ে উপর্য্যুপরি দুইদিন জ্বর হয়, একদিন বিরত থাকে; এবং চতুর্থক-বিপর্য্যয়ে উপর্য্যুপরি তিনদিন জ্বর হয় ও একদিন বিরত থাকে। তৃতীয়কে ও চতুর্থক জ্বরে বায়ুর আধিক্য এবং প্রলেপক ও বাতবলাসক জ্বরে কফের আধিক্য থাকে। বিষমজ্বরের সহিত মূর্চ্ছা অনুবদ্ধ থাকে, তাহা প্রায়ই

প্রদুষ্ট শ্লেষ্মা ও বায়ু ত্বক্‌গত হইলে, প্রথমে শীতল হইয়া পরে জ্বরাগম হয়, কিছুক্ষণ পরে শ্লেষ্মা ও বায়ুর বেগ কমিয়া আসিলে, পিত্ত প্রবল হইয়া দাহ উৎপাদন করে। ইহাকে শীতপূর্ব্বজ্বর কহে। আবার দুষ্ট পিত্ত যদি ত্বক্‌-গত হয়, তাহা হইলে দাহ হইয়া জ্বর হয় এবং ক্রমশঃ সেই পিত্তের বেগ কম হইলে শেষে শীত থাকে; ইহাকে দাহপূর্ব্ব-জ্বর কহে। এই উভয়বিধ জ্বরই সংসর্গজ। ইহাদের মধ্যে দাহপূর্ব্বজ্বর অতিশয় কষ্টসাধ্য ও কষ্টপ্রদ। দোষ রসগত হইয়া সন্তত, রক্তগত হইয়া সতত, মাংসগত হইয়া অন্যেদ্যুষ্ক, মেদোগত হইয়া তৃতীয়ক এবং মজ্জাগত হইয়া চতুর্থক জ্বর উৎপাদন করে। সন্তত-জ্বর সাতদিন, দশদিন বা দ্বাদশদিন পর্য্যন্ত অবিচ্ছেদে ভোগ করে।

আগন্তু জ্বর।—বিবিধ অভিঘাতাদি হইতে যে জ্বর উৎপন্ন হয়, তাহাই আগন্তু জ্বর। যেরূপ অভিঘাতে যে দোষের প্রকোপ হয়, তজ্জনিত জ্বরেও সেই দোষের লক্ষণ প্রকাশ পায়। বিষকৃত জ্বরে মুখের শ্যাববর্ণতা, দাহ, অতিসার, হৃদ্‌ব্যথা, অরুচি, ভোজনে অনিচ্ছা, পিপাসা, সূচীবেধবৎ বেদনা, মূর্চ্ছা ও বলক্ষয় হয়। তীব্র ঔষধি প্রভৃতির আঘ্রাণজনিত জ্বরে মূর্চ্ছা, শিরঃপীড়া ও হাঁচি হয়। কামজ অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষিতা কামিনীর অপ্রাপ্তিজনিত জ্বরে চিত্তবিভ্রংশ, তন্দ্রা, আলস্য, ভোজনে অরুচি, হৃদয়ের বেদনা ও অঙ্গশোষ উপস্থিত হয়। ভয়জনিত ও শোকজনিত জ্বরে প্রলাপ এবং ক্রোধজ জ্বরে কম্প হয়। অভিচার ও অভি-শাপজনিত জ্বরে মোহ ও তৃষ্ণা হয়। ভূতাভিষঙ্গোত্থ জ্বরে উদ্বেগ, হাস্য, রোদন ও কম্প এইসকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

অসাধ্য লক্ষণ।—যে জ্বরে অন্তর্দ্দাহ, মলবদ্ধতা, শ্বাস ও কাস, এই-সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়, তাহাকে গম্ভীরজ্বর কহে। এই গম্ভীরজ্বরে ও তীক্ষ্ণ-বেগে আর্ত্ত হইলে, অথবা জ্বররোগী ক্ষীণপ্রভ, ইন্দ্রিয়শক্তিহীন, দুর্ব্বল, ক্ষীণমাংস, দুঃখিতচিত্ত ও বিবিধ-উপদ্রব-পীড়িত হইলে, অসাধ্য হইয়া থাকে।

চিকিৎসা —বাতিকজ্বরের পূর্ব্বরূপে আমদোষ না থাকিলে, পুরাতন ঘৃতপান, পিত্তজ্বরের পূর্ব্বরূপে মৃদু-বিরেচন, শ্লৈষ্মিক জ্বরের পূর্ব্বরূপে মৃদুবমন এবং ত্রিদোষজ জ্বরের পূর্ব্বরূপে দোষের বলাবল বিবেচনা পূর্ব্বক ঘৃতপানাদি ক্রিয়া মিলিতভাবে প্রয়োগ করিবে। যাহারা স্নেহপান ও বমন বিরেচনাদি ক্রিয়ার অনুপযুক্ত, তাহাদিগকে লঙ্ঘনাদিদ্বারা চিকিৎসা কর[illegible]

কেবল বাতজ্বরে, ক্ষয়জজ্বরে ও কামক্রোধাদিজনিত জ্বরে উপবাস দেওয়া উচিত নহে। লঙ্ঘনদ্বারা দোষের পরিপাক, জ্বরের নাশ, অগ্নির দীপ্তি, অন্নে আকাঙ্ক্ষা ও রুচি এবং দেহের লঘুতা সম্পাদিত হয়। লঙ্ঘনক্রিয়া যথাযথ প্রযুক্ত হইলে, বাতমূত্র-পুরীষের নিঃসরণ, ক্ষুধা পিপাসার উদ্রেক, দেহের লঘুতা, ইন্দ্রিয়সমূহের প্রসন্নতা ও শরীরের ক্ষীণতা উপস্থিত হয়। লঙ্ঘন অধিক প্রযুক্ত হইলে বলক্ষয়, তৃষ্ণা, শোষ, তন্দ্রা, নিদ্রা, গাত্রঘূর্ণন, ক্লান্তি ও শ্বাসাদি উপদ্রব উপস্থিত হয়। কফ-বাতজ জ্বরে উষ্ণজল পান হিতকর। ইহাও অগ্নির দীপ্তিকর, গাঢ় শ্লেষ্মার উচ্ছেদক, বাত-পিত্তের অনুলোমকারক, তৃষ্ণানিবারক এবং দোষের ও স্রোত-সমূহের মৃদুতাকারক। পিত্তজ, মদ্যজ ও বিষজ জ্বরে গরম জল শীতল করিয়া, অথবা মুতা, শুঁঠ, বেণামূল, ক্ষেৎপাপ্ড়া, বালা ও রক্তচন্দন,—এইসকল দ্রব্যের সহিত জল সিদ্ধ করিয়া, সেই জল শীতল হইলে পান করিতে দিবে। কেবল শীতল জল সকল জ্বরেরই বৃদ্ধিকারক। রোগীর ক্ষুধা হইলে, পঞ্চমূলী প্রভৃতির সহিত পেয়া পাক করিয়া তাহাই পান করাইবে। পেয়া অগ্নিবৰ্দ্ধক, দোষের পরিপাককারক, লঘুপাক এবং জ্বরনাশক। এইসকল ক্রিয়া দ্বারা দোষের পরি-পাক না হইলে, অর্থাৎ জ্বর মৃদু, দেহ লঘু ও মল চালিত না হইলে, সপ্তাহ বা দশাহ পরে জ্বরঘ্ন কষায়সকল ব্যবস্থা করিবে। বাতজ-জ্বরে মহৎ পঞ্চমূলের কষায়, পিত্তজ্বরে মুতা, কট্কী ও ইন্দ্রযবের কষায় মধুসহ এবং কফজ-জ্বরে পিপ্পল্যাদিগণের কষায় পান করাইবে। দ্বিদোষজ-জ্বরে ঐসকল দ্রব্য মিলিত-ভাবে ব্যবস্থা করিতে হইবে। এইসকল কষায় পান দ্বারা দোষের পরিপাক, জ্বরের হ্রাস এবং মুখের বিরসতা, তৃষ্ণা ও অরুচির নিবারণ হয়।

আমজ্বরে শোধন বা শমন—কোন ঔষধই প্রয়োগ করা উচিত নহে; তাহাতে জ্বর অধিকতর বৃদ্ধি পায় এবং বিষমজ্বর উৎপন্ন হয়। হৃদয়ে মোচড়ান-বৎ পীড়া, তন্দ্রা, অরুচি, দোষের স্তব্ধতা, আলস্য, মলাদির বিবদ্ধতা, বহুমূত্রতা, উদরের গুরুত্ব, স্বেদের নির্গম, পুরীষের অপরিপাক, চিত্তের অস্থিরতা, নিদ্রা, দেহের স্তব্ধতা ও গুরুতা, অগ্নির মৃদুতা, মুখের অশুদ্ধি, গ্লানি এবং বলবান্ জ্বর, এইসকল লক্ষণ দ্বারা জ্বরের আমাবস্থা অর্থাৎ অপক্বাবস্থা নির্দ্দেশ করিতে হয়।

জ্বররোগে মল আমাশয় হইতে চালিত হইয়া ক্ষরিত হইতে থাকিলে, তাহা [illegible] নহে। কিন্তু মলের অতিনির্গম হইলে, অতিসার চিকিৎসার

ন্যায় পাচন ঔষধ প্রয়োগদ্বারা অপক্ক মলের পরিপাক করিয়া বন্ধ করিবে। স্রোতোগত পক্কমল বদ্ধ হইয়া থাকিলে, অচির-জ্বরিত (নূতন জ্বরাক্রান্ত) ব্যক্তিকেও বিরেচন প্রয়োগ করা আবশ্যক; যেহেতু পক্কমল শরীরে রুদ্ধ থাকিলে বিবিধ অনিষ্টসাসন অথবা বিষম জ্বর উৎপাদন ও বলহানি করে। এইরূপ অবস্থায় প্রথমে বমন, তৎপরে আস্থাপন, আস্থাপনান্তে বিরেচন এবং তাহার পরে শিরোবিরেচন প্রযোজ্য। শ্লৈষ্মিক-জ্বরে রোগী বলবান্ থাকিলে, বমন ঔষধ; পিত্তজ্বরে পক্কাশয়ের শিথিলাবস্থায় বিরেচন ঔষধ; বাতজ্বরে কোষ্ঠে বেদনা ও উদাবর্ত্ত থাকিলে নিরূহণ; অগ্নিবল প্রদীপ্ত থাকিলে, এবং কটী ও পৃষ্ঠদেশে বেদনা থাকিলে অনুবাসন এবং মস্তকে কফের আধিক্য, শিরোগৌরব ও শিরঃশূল থাকিলে ইন্দ্রিয়-প্রবোধক শিরোবিরেচন প্রয়োগ করিবে। দুর্ব্বল রোগীর উদরে আধ্মান ও বেদনা থাকিলে, দেবদারু, বচ, কুড়, শুল্‌ফা, হিং ও সৈন্ধব লবণ, কাঁজির সহিত পেষণ পূর্ব্বক ঈষদুষ্ণ করিয়া, তাহার প্রলেপ দিবে। বায়ু ঊর্দ্ধগত হইয়া মল-মূত্র রুদ্ধ করিলে, পিপুল, পিপুলমূল, যমানী ও চই, এইসকল দ্রব্যের বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া, গুহ্যদ্বারে সেই বর্ত্তি প্রবেশ করাইয়া দিবে; অথবা বাতাদি-দোষের অনুলোমকারক যবাগূ পান করাইবে। রোগী কৃশ হইলে, অথবা দোষের বল অল্প হইলে, তাহাকে শোধন ঔষধ প্রয়োগ না করিয়া শমন-ঔষধদ্বারা তাহার চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। জ্বর সন্তর্পণোত্থিত হইলে এবং রোগী বলবান্ থাকিলে, তাহার উপবাসের ব্যবস্থা করিবে।

পথ্য।—রোগীর অগ্নিমান্দ্য ও পিপাসা থাকিলে, তাহাকে যবাগূ পান করাইবে মদ্যপানোত্থ জ্বরে পিপাসা, বমন, দাহ ও ঘর্ম্ম থাকিলে, খইয়ের মণ্ড মধুমিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে এবং তাহা জীর্ণ হইলে, মুদ্গাদির যূষ ও মাংসরসের সহিত অন্ন ভোজন করাইবে। উপবাস ও পরিশ্রমজনিত বাতিক-জ্বরে জ্বরের হ্রাস ও অগ্নির দীপ্তি হইলে, মাংসরসের সহিত অন্ন, কফজ-জ্বরের ঐরূপ অবস্থায় মুদ্গযূষের সহিত অন্ন, এবং পিত্তজ্বরে চিনিমিশ্রিত শীতল মুদ্গ-যূষ হিতকর। বাতপিত্ত-জ্বরে দাড়িম ও আমলকীর রসের সহিত মুদ্গ-যূষ, বাতশ্লেষ্ম-জ্বরে কচিমূলার সহিত মুদ্গাদির যূষ, এবং পিত্তশ্লেষ্ম-জ্বরে পটোলপত্র ও নিম্বপত্রের সহিত মুদ্গাদির যূষ ও সেই যূষের সহিত অন্নাদি ভোজন করিতে দিবে। দাহ ও বমন-পীড়িত রোগী অভুক্ত অবস্থায় ক্ষীণ[illegible]

হইলে, চিনি ও মধুমিশ্রিত খইয়ের মণ্ড পান করাইবে। কফ-পিত্তজ জ্বরে, রক্তপিত্তরোগে, এবং মদ্যপায়ী জ্বররোগীকে গ্রীষ্মকালে যবাগূ পান করান উচিত নহে। সেইসকল অবস্থায় মুদ্গাদির যূষ বা জাঙ্গল-মাংসের রস ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। জ্বররোগীর অগ্নিমান্দ্য থাকিলে, যবান্নসংযুক্ত পুরাতন মদ্য হিতকর। কফ ও অরুচির আধিক্য হইলে, ত্রিকটুচূর্ণের সহিত তক্র (ঘোল) পান করাইবে। জীর্ণজ্বরে রোগী কৃশ, অল্পদোষ ও গ্লানিযুক্ত হইলে, এবং বাত-পিত্তজ্বরে রোগী রুক্ষ, পিপাসার্ত্ত ও দাহ-পীড়িত হইলে, তাহাকে দুগ্ধ পান করাইবে। কিন্তু তরুণ-জ্বরে দুগ্ধ পান করান অনিষ্টকর। জ্বরের বেগ কম না হইলে, কোন জ্বরেই লঘু ভোজনেরও ব্যবস্থা করিবে না। অরুচি হইলেও কোন কু-পথ্য ভোজন করিতে দিবে না। তাহাতে হিতকর দ্রব্যই নানাপ্রকার সংস্কার দ্বারা মুখপ্রিয় করিয়া দেওয়া আবশ্যক। মুগ, মসূর, ছোলা, কুলত্থকলায় ও বনমুগের যূষ; লাব, কপিঞ্জল, এণ, পৃষত, শরভ, শশক, কালপুচ্ছ, কুরঙ্গ ও মৃগমাতৃকা, এইসকলের মাংসরস এবং বায়ুর অধিক প্রকোপ থাকিলে, সারস, ক্রৌঞ্চ, ময়ূর, কুক্কুট ও তিত্তির ইহাদেরও মাংসরস জ্বররোগীর সুপথ্য।

অপথ্য।—নবজ্বরে গুরুপাক ও অভিষ্যন্দী দ্রব্য, পরিষেক, অবগাহন, স্নেহপান এবং বমনাদি সংশোধন—পরিত্যাগ করিবে। জ্বরমুক্তির পরেও যতদিন দুর্ব্বলতা না যায় ততদিন পর্য্যন্ত স্নান, অভ্যঙ্গ, দিবানিদ্রা, শীতল দ্রব্য সেবন, ব্যায়াম ও স্ত্রীসহবাস কর্ত্তব্য নহে।

জ্বর উপশমিত হওয়ার পরেও যদি অরুচি, অবসন্নতা, বিবর্ণতা ও অঙ্গ-মলাদি বর্ত্তমান থাকে, তথাপি বমনবিরেচনাদি সংশোধন প্রয়োগ করিবে না। জ্বরকর্শিত ব্যক্তিকে সহসা সন্তর্পণপ্রয়োগ করাও উচিত নহে। এই সকল ক্রিয়াদ্বারা পুনর্ব্বার জ্বর প্রকাশ পাইতে পারে। সকলপ্রকার জ্বরেই কারণ-বিপরীত চিকিৎসা কর্ত্তব্য। শ্রমজ, ক্ষয়জ ও অভিঘাতজনিত জ্বরে মূল ব্যাধির চিকিৎসা করিবে। পতিতগর্ভা স্ত্রীদিগের এবং স্ত্রীগণের স্তন্য-প্রবর্ত্তন-কালে জ্বর হইলে, সংশমন ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

বাতজ্বরে।—পিপুল, অনন্তমূল, দ্রাক্ষা, শুলফা, রেণুকা, এইসকল [illegible] গুড়মিশ্রিত করিয়া, বাতজ্বরে প্রয়োগ করিবে। গুলঞ্চ সিদ্ধ

করিয়া এবং একরাত্রি পর্য্যুষিত করিয়া, সেই শৃতশীত-কষায় পান করাইবে। বেড়েলা, দর্ভমূল ও গোক্ষুর, ইহাদের কাথে চিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে; গুলফা, বচ, কুড় দেবদারু, রেণুক, ধনিয়া, বেণামূল ও মুতা, ইহাদের কাথে চিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইবে। দ্রাক্ষা, গুলঞ্চ, গাম্ভারী, বলাডুমুর ও অনন্তমূল, ইহাদের কাথের সহিত গুড় মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে। অথবা গুলঞ্চের ও শতমূলীর স্বরস তুল্যপরিমাণে মিশ্রিত করিয়া গুড়ের সহিত পান করিতে দিবে। বাতজ্বরে অবস্থাবিশেষে ঘৃত, অভ্যঙ্গ, স্বেদ ও প্রলেপাদির ব্যবস্থা করিতে হয়।

পৈত্তিকজ্বরে।—গাম্ভারীফল, রক্তচন্দন, বেণামূল, ফল্‌সা ফল ও মউলফুল ইহাদের কষায়, অথবা সারিবাদিগণের কষায় চিনি মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে। উৎপলাদিগণের শৃতশীত-কষায় অর্থাৎ কষায় পর্য্যুষিত করিয়া চিনির সহিত পান করিতে দিবে। যষ্টিমধু ও উৎপলাদিগণের কাথে অথবা গুলঞ্চ, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ, অনন্তমূল ও নীলোৎপলের কাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইবে। দ্রাক্ষা ও সোন্দাল-মজ্জার অথবা গাম্ভারীফলের শৃতশীত-কষায়, কিংবা দ্রাক্ষা ও যষ্টিমধু প্রভৃতি স্বাদুদ্রব্য, দুরালভা ও ক্ষেতপাপড়া প্রভৃতি তিক্তদ্রব্য, এবং পদ্ম, উৎপল, প্রভৃতি কষায় দ্রব্যের শৃতশীত-কষায় চিনির সহিত পান করাইলে, প্রবল তৃষ্ণা ও দাহ প্রশমিত হয়। মধুমিশ্রিত শীতল জল আকণ্ঠ পান করাইয়া বমন করাইলেও, তৃষ্ণা নিবারিত হয়। দুগ্ধ, ক্ষীরিবৃক্ষের কাথ, চন্দন ও অন্যান্য শীতল দ্রব্য—পান, লেপন, পরিষেক ও অবগাহনাদিতে প্রয়োগ করিলে, অন্তর্দাহ প্রশমিত হয়। পদ্মকাষ্ঠ, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, পুণ্ডরীককাষ্ঠ ও নীলোৎপল, এইসকল দ্রব্যের কল্ক উষ্ণজলে আলোড়িত এবং একরাত্রি পর্য্যুষিত করিয়া মধুর সহিত পান করিলে, জ্বর ও দাহ প্রশমিত হয়। জিহ্বা, তালু, কণ্ঠ ও ক্লোমের শোষ থাকিলে, ঐসকল দ্রব্যের প্রলেপ মস্তকে দিবে। মুখের বিরসতা থাকিলে, টাবানেবুর কেশর, মধু ও সৈন্ধব-লবণের সহিত মিশ্রিত করিয়া, অথবা দাড়িম, দ্রাক্ষা ও পিণ্ডখর্জ্জুরের কল্ক চিনি-মিশ্রিত করিয়া মুখে ধারণ করিতে দিবে।

কফজ্বরে।—ছাতিমছাল, গুলঞ্চ, নিমছাল ও ফণিজ্ঝক-তুলসীর কাথ মধু মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, নাগেশ্বর, হরিদ্রা

ও ইন্দ্রযব, ইহাদের কাথ পান করাইবে। হরিদ্রা, চিতামূল, নিমছাল, বেণামূল, আতইচ, বচ, কুড়, ইন্দ্রযব, মূর্ব্বা ও পটোলপত্র, এইসকল কাথে মরিচচূর্ণ ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে। অনন্তমূল, আতইচ, কুড়, গুগ্গুলু, দুরালভা ও মুতা,. এইসকল দ্রব্যের কাথ, অথবা মুতা, ইন্দ্রযব, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, কট্কী ও ফল্সা, ইহাদের কাথ পান করিতে দিবে।

বাতশ্লেষ্মজ্বরে।—আরগ্বধাদিগণের কাথ মধুমিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত সময়ে সেবন করাইবে। শ্বাস, কাস, শ্লেষ্মার আধিক্য, গলগ্রহ, হিক্কা, কণ্ঠশোষ, হৃদয়শূল ও পার্শ্বশূল থাকিলে, শুঁঠ. ধনিয়া, বামুনহাটী, হরীতকী, দেবদারু, বচ, ক্ষেৎপাপড়া, মুতা, রোহিষতৃণ ও কট্ফল, এইসকল দ্রব্যের কাথ মধুমিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে।

পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে।— এলাইচ, পটোলপত্র, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, যষ্টিমধু ও বাসকছাল, ইহাদের কাথ মধুমিশ্রিত করিয়া পান করাইবে। কট্কী হরীতকী, দ্রাক্ষা, মুতা ও ক্ষেৎপাপড়া, এইসকল দ্রব্যের কাথ সেবন করাইবে। বামুনহাটী, বচ, ক্ষেৎপাপড়া, ধনিয়া, হরীতকী, মুতা, গাম্ভারী ও শুঁঠ এইসকলের কাথ মধুমিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। বিরেচনকালে কট্কীচূর্ণ ও চিনি সমভাগে মিশ্রিত করিয়া, উষ্ণজলের সহিত সেবন করিতে দিবে।

বাতপিত্তজ্বরে।—চিরাতা, গুলঞ্চ, দ্রাক্ষা, আমলকী ও শঠী, ইহাদের কাথে পুরাতনগুড় প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইবে। রাস্না, বাসক, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া ও সোন্দালফল, ইহাদের কাথও বাত-পিত্তজ্বরনাশক।

সান্নিপাতজ্বর-চিকিৎসা।—সর্ব্বদোষজ জ্বরে তিন দোষেরই সমান প্রকোপ থাকিলে, মিলিতভাবে বাতাদি-জ্বরনাশক ঔষধ প্রয়োগ কর্ত্তব্য। কিন্তু দোষের বিষমতা থাকিলে, যে দোষের আধিক্য থাকে, সেই দোষের প্রতিকার করা আবশ্যক। শ্বেত-পুনর্নবা, বেলছাল ও রক্ত-পুনর্নবা, এইসকল দ্রব্য জলমিশ্রিত দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া, দুইভাগ অবশেষ থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। ইহা সর্ব্বজ্বরনাশক। শিংশপের সার তিনভাগ জলমিশ্রিত দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া, দুগ্ধভাগ অবশেষ থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। ইহাও সর্ব্বজ্বরের শান্তিকারক। নলমূল, বেতমূল, মূর্ব্বা ও দেবদারু, ইহাদের কষায় প্রস্তুত করিয়া পান [illegible]। ত্রিফলার কাথ ঘৃতমিশ্রিত করিয়া ত্রিদোষজ জ্বরে পান করাইবে।
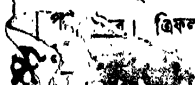
দুরালভা, বালা, মুতা, শুঁঠ ও কট্‌কী, উপযুক্তমাত্রায় গরমজলের সহিত সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে সেবন করাইয়া বিরেচন করাইবে। ইহা সর্ব্বজ্বরনাশক ও অগ্নিবর্দ্ধক। বিরেচক ও অগ্নিবর্দ্ধক দ্রব্য একটী বা দুইটী মিলিত করিয়া প্রয়োগ করিলে উপকার পাওয়া যায়। ঘৃত, মধু, তিলতৈল ও হরীতকীচূর্ণের অবলেহ এবং মধুসংযুক্ত তেউড়ীচূর্ণের অবলেহ ত্রিদোষজ জ্বরনাশক।

বিষম জ্বরচিকিৎসা।— কফাধিক বিষমজ্বরে বমন এবং পিত্তাধিক-বিষমজ্বরে বিরেচন প্রযোজ্য। তাহাতে প্লীহোদরোক্ত ঘৃতপ্রয়োগ হিতকর। পুরাতন-গুড়প্রগাঢ় ত্রিফলার কাথ; মধুপ্রক্ষেপযুক্ত গুলঞ্চ, নিমছাল ও আমলকীর কষায় এবং যষ্টিমধু, পটোলপত্র, কট্‌কী, মুথা ও হরীতকী, ইহাদের মধ্যে তিনটী, চারিটী বা পাঁচটী দ্রব্যের কাথ, বিষমজ্বরে প্রয়োগ করিবে। রসুনের কল্ক ঘৃতমিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন করিলে বিষমজ্বর বিনষ্ট হয়। ঘৃত, মধু, চিনি ও দুগ্ধের সহিত অথবা দশমূলের কাথের সহিত পিপুলচূর্ণ সেবন করাইবে। পিপ্পলী-বর্দ্ধমান সেবন করিয়া দুগ্ধ ও মাংসরস পান করিলে, বিষমজ্বরের শান্তি হয়। কুক্কুট মাংসের সহিত হিতকর মদ্যপান বিষমজ্বরে উপকারী।

পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ, গণিয়ারী, আমলকী, হরীতকী ও বহেড়া, এইসকল দ্রব্যের কাথ, পটিয়ালোধের কল্ক এবং দধির মাতের সহিত যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত বিষমজ্বরে সেবন করাইবে।

পিপুল, আতইচ, দ্রাক্ষা, অনন্তমূল, বেলমূলের ছাল, রক্তচন্দন, কট্‌কী, ইন্দ্রযব, বলাডুমুর, শালপাণী, আমলকী, শুঁঠ ও চিতামূল, এইসকল দ্রব্যের কাথ ও কল্কসহ ঘৃত পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে, জীর্ণজ্বর, অগ্নিবৈষম্য, শিরঃশূল, গুল্ম, উদর, হলীমক, ক্ষয়কাস, সন্তাপ ও পার্শ্বশূল নিবারিত হয়।

গুলঞ্চ, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, বাসকমূল ও বলাডুমুর—ইহাদের কাথ এবং দ্রাক্ষা, পিপুল, মুতা, শুঁঠ, নীলশুঁদী ও রক্তচন্দন, ইহাদের কল্কসহ ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে, ক্ষয়, শ্বাস, কাস ও জীর্ণজ্বর প্রশমিত হয়। চাকুলে বৃহতী, দ্রাক্ষা, বলাডুমুর, নিমছাল, গোক্ষুর, বেড়েলা, ক্ষেৎপাপড়া, মুতা, শালপাণী ও দুরালভা—ইহাদের কাথ, শটী, ভুঁই-আমলা, বামুনহাটী, মেদা, নির্ম্মলফল ও গোক্ষুর,—ইহাদের কল্ক এবং দ্বিগুণ দুগ্ধের সহিত ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে, শিরঃশূল, পার্শ্বশূল এবং কাস ও ক্ষয়সংযুক্ত জীর্ণজ্বর বিনষ্ট হয়।

ক্ষেৎপাপড়া, নিমছাল, গুড়ঞ্চ, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, বাসকছাল, কট্কী, মুতা, চিরাতা, দুরালভা, যষ্টিমধু. রক্তচন্দন, দারুহরিদ্রা, ইন্দ্রযব, বেণামূল, বলাডুমুর, পিপুল ও নীলোৎপল ; এইসকল দ্রব্যের কল্ক এবং আমলকী, ভৃঙ্গরাজ, শতমূলী ও কাকমাচী, ইহাদের কাথসহ ঘৃতপাক করিয়া সেবন করিলে, অপচী, কুষ্ঠ, জ্বর, শুক্র অর্জ্জুন ও ব্রণ প্রভৃতি নেত্ররোগ এবং মূত্ররোগ, কর্ণরোগ ও নাসারোগসমূহ আশু প্রশমিত হয় ।

কল্যাণক ঘৃত ।—বিড়ঙ্গ, আমলকী, হরীতকা, বহেড়া, মুতা, মঞ্জিষ্ঠা, দাড়িম, নীলোৎপল, প্রিয়ঙ্গু, এলাইচ, এলবালুক, রক্তচন্দন, দেবদারু, বালা, কুড়, হরিদ্রা, শালপাণী, চাকুলে, অনন্তমূল, শ্যামালতা, রেণুকা, তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, বচ, তালীশপত্র, নাগেশ্বর ও মালতীপুষ্প এইসকল কল্ক এবং দ্বিগুণ দুগ্ধের সহিত ঘৃত পাক করিয়া পান করিলে, বিষমজ্বর, শ্বাস, গুল্ম, উন্মাদ, বিষদোষ, গ্রহদোষ, অগ্নিমান্দ্য ও অপস্মার প্রভৃতি নিবারিত হয় । এই কল্যাণক ঘৃত শুক্রবর্দ্ধক, গর্ভজনক, আয়ুর্বর্দ্ধক, মেধাজনক, চক্ষুর হিতকর এবং শুক্রমার্গের বেদনানিবারক ।

পঞ্চগব্য ।—গব্যদধি, গোমূত্র, গোদুগ্ধ, গব্যঘৃত ও গোময়রস, সমুদায় সমভাগ ; আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, চিতামূল, মুতা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, আতইচ, বচ, বিড়ঙ্গ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, চই ও দেবদারু, এইসকল দ্রব্যের কল্ক একত্র পাক করিয়া সেবন করিলে, বিষমজ্বর বিনষ্ট হয় । কল্ক ব্যতীত কেবল পঞ্চগব্য পাক করিয়া পান করিলেও বিষমজ্বর নিবারিত হইয়া থাকে । পঞ্চগব্য, পূর্ব্বোক্ত কল্কদ্রব্য এবং বাসকছাল, বেড়েলা ও গুলঞ্চ ইহাদের পৃথক্ পৃথক্ তিনপ্রকার স্বরসের সহিত তিনপ্রকার ঘৃত পাক করিয়া সেবন করান যায় । পঞ্চগব্যের ন্যায় পঞ্চাবিক ঘৃত বা পঞ্চাজ ঘৃত কিংবা চতুরুষ্ট্র অর্থাৎ উষ্ট্রদধি, উষ্ট্রদুগ্ধ, উষ্ট্রমূত্র ও উষ্ট্রঘৃত একত্র পাক করিয়া সেবন করিলেও বিষমজ্বর নিবারিত হয় ।

আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, বেণামূল, সোন্দাল, কট্কী, আতইচ, শতমূলী, ছাতিমছাল, গুলঞ্চ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চিতামূল, তেউড়ী, মূর্ব্বামূল, পটোলপত্র, নিমছাল, বালা, চিরাতা, বচ, রাখাল-শশা, পদ্মকাষ্ঠ, নীলোৎপল, অনন্তমূল, [illegible] যষ্টিমধু, চই, রক্তচন্দন, দুরালভা, ক্ষেৎপাপড়া, বলাডুমুর, বাসকছাল,

রাস্না, কুঙ্কুম ও মঞ্জিষ্ঠা, পিপুল ও শুঁঠ, ইহাদের কল্ক এবং দ্বিগুণ-পরিমিত আমলকীর রসের সহিত যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে, বিসর্প, জীর্ণ-জ্বর, শ্বাস, গুল্ম, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, প্লীহা ও অগ্নিমান্দ্য বিনষ্ট হয়।

পটোলপত্র, কট্‌কী, দারুহরিদ্রা, নিমছাল, বাসকছাল, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, দুরালভা, ক্ষেৎপাপড়া ও বনডুমুর,—প্রত্যেক ১ একপল এবং আমলকী /২ দুই সের, একত্র ৬৪ চৌষট্টি সের জলে সিদ্ধ করিয়া, ১৬ ষোল সের থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। এই ক্কাথের সহিত /৪ চারিসের ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে, রক্তপিত্ত, কফ, স্বেদ, ক্লেদ, পূয, অঙ্গশোষ, কামলা, জ্বর, বিসর্প ও গণ্ডমালা প্রশমিত হয়।

পক্ক দুগ্ধ, চিনি, পিপুল, মধু ও ঘৃত, এই পঞ্চদ্রব্য একত্র মথিত করিয়া, বিষমজ্বর, ক্ষতক্ষীণ, শ্বাস ও হৃদ্রোগে সেবন করিতে দিবে।

ষট্‌কট্বরতৈল।—লাক্ষা, শুঁঠ, হরিদ্রা, মূর্ব্বা, মঞ্জিষ্ঠা, সর্জ্জিক্ষার ও কুড়, এইসকল দ্রব্যের কল্ক এবং ছয়গুণ-তক্রের সহিত তিলতৈল পাক করিয়া জীর্ণ ও বিষমজ্বরে মর্দ্দন করাইবে।

বটাদি-ক্ষীরিবৃক্ষের ছাল, আসনছাল, নিমছাল, জামছাল, ছাতিমছাল, অর্জ্জুনছাল, শিরীষছাল, খদিরসার, হাপরমালি, গুলঞ্চ, বাসকছাল, কট্‌কী, ক্ষেৎপাপড়া, বেণামূল, বচ, তেজোবতী ও মুতা, এইসকল দ্রব্যের কল্কসহ যথাবিধি তিলতৈল পাক করিয়া মর্দ্দন করিলেও জীর্ণজ্বর বিনষ্ট হয়।

পালাজ্বরে জ্বর আসিবার পূর্ব্বে রোগীকে কোনরূপে ভয়চকিত করিতে পারিলে জ্বরাগম রুদ্ধ হইয়া যায়। সেইদিন রোগীকে ভোজন করিতে দিবে না; বরং অত্যন্ত অভিষ্যন্দী ভোজ্য ভোজন করাইয়া বারংবার বমন করাইবে; তীক্ষ্ণ মদ্য পান করাইবে; পুরাতন ঘৃত বা জ্বরনাশক সংস্কৃত ঘৃত পান করাইবে; কিংবা বিরেচন ও নিরূহণ প্রয়োগ করিবে।

ধূপন ও অঞ্জন।—ছাগীর ও মেষীর চর্ম্ম ও লোম, এবং বচ, কুড়, গুগগুলু, নিমপত্র ও মধু, এইসকল দ্রব্যের ধূপ প্রয়োগ করিলে, বিষম-জ্বরের উপশম হয়। কম্পজ্বরে বিড়ালবিষ্ঠার ধূপ বিশেষ উপকারী। পিপুল, সৈন্ধব, তিলতৈল ও মনঃশিলা, এইসকল দ্রব্যের অঞ্জন বিষমজ্বর-নিবারক।

ভূতবিদ্যোক্ত চিকিৎসাদ্বারা ভূতাভিষঙ্গোত্থ জ্বর, বিজ্ঞানাদি দ্বারা কামজাদি জ্বর, হোমাদিদ্বারা অভিচারজ ও অভিশাপজ জ্বর, এবং দান-স্বস্ত্যয়নাদিদ্বারা গ্রহদোষজ জ্বর প্রশমিত করিবে। শ্রমজনিত ও ধাতুক্ষয়জনিত জ্বরে ঘৃতাভ্যঙ্গ এবং মাংসরসের সহিত অন্নভোজন হিতকর। অভিঘাতজ জ্বরে উষ্ণবর্জ্জিত ক্রিয়া, এবং ওষধিগন্ধজ ও বিষমজ্বরে বিষনাশক এবং পিত্তনাশক ক্রিয়া কর্ত্তব্য।

কফবাতজনিত জীর্ণজ্বরে রোগী শীতপীড়িত হইলে, ভদ্রদার্ব্বাদিগণ, সুরসাদিগণ বা এলাদিগণোক্ত দ্রব্য তাহার শরীরে লেপন করিবে। অথবা পলাশপত্র, তুলসী, বাবুই-তুলসী ও সজিনার প্রলেপ দিবে। ঈষদুষ্ণ কাঁজি, শুক্ত, গোমূত্র ও দধির মস্ত দ্বারা পরিষেক করিবে। শুক্তমিশ্রিত ক্ষারতৈল গাত্রে মর্দ্দন করিবে। ভদ্রদার্ব্বাদিগণ বাতঘ্ন-দ্রব্যের ঈষদুষ্ণ ক্বাথে অবগাহন করাইবে। ঊর্ণাবস্ত্র, কৌষেয়বস্ত্র বা কার্পাসবস্ত্র দ্বারা গাত্র আচ্ছাদিত করিয়া রোগীকে নিবাতগৃহে রাখিবে। ইহাতে উষ্ণক্রিয়াসকল বিশেষ হিতকর। শরীর গ্লানিযুক্ত হইলে, গাত্রে কৃষ্ণ-অগুরু অনুলেপন করিবে।

প্রবল দাহ উপস্থিত হইলে, দাহনাশক ক্রিয়াসমূহ প্রয়োগ করিবে; মধু ও পুরাতন গুড়-মিশ্রিত নিমপত্রের ক্বাথ পান করাইয়া বমন করাইবে। শত-ধৌত ঘৃত গাত্রে মর্দ্দন করাইবে। শুষ্ক কুল, আমলকী ও যবশক্তু, অথবা রীটাপত্র কিংবা পলাশপল্লব কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া, তাহার প্রলেপ দিবে। কচি কুলপাতা বা নিমপাতার কল্ক কাঁজিতে আলোড়িত করিয়া তাহার ফেন গাত্রে মাখাইবে। ইহাদ্বারা দাহ, তৃষ্ণা ও মূর্চ্ছা প্রশমিত হয়। ন্যগ্রোধাদিগণ, কাকোল্যাদিগণ ও উৎপলাদিগণ পেষণ করিয়া গাত্রে লেপন করিলে, অথবা ঐসকল গণের কষায় ও কাঁজির সহিত তৈলাদি পাক করিয়া তাহার অভ্যঙ্গ করিলে, কিংবা ঐসকল গণের শীতকষায়ে অবগাহন করাইলে, দাহজ্বর প্রশমিত হয়।

যষ্টিমধু, হরিদ্রা, মুতা, দাড়িম, অম্লবেতস, রসাঞ্জন, তিন্তিড়ী, জটামাংসী, তেজপত্র, নীলোৎপল, দারুচিনি, নখী, টাবানেবুর রস ও মধু, এইসকল দ্রব্য মধুশুক্তের সহিত মিশ্রিত করিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে, শিরঃসন্তাপ, মূর্চ্ছা, [illegible] ও কম্প উপদ্রব নিবারিত হয়। যষ্টিমধু, বালা ও নীলোৎপল,

এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ, মধু ও ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে বমি, কফ-প্রসেক, রক্তপিত্ত, হিক্কা ও শ্বাস প্রভৃতির উপদ্রব উপশমিত হয়। আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, পিপুল ও স্বর্ণমাক্ষিক, ঘৃত ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে, শ্বাস ও কাস উপদ্রব নিবারিত হয়। ভূমিকুষ্মাণ্ড, দাড়িম, লোধ, কয়েতবেল ও টাবানেবু, এইসকল দ্রব্য মস্তকে লেপন করিলে, তৃষ্ণা ও দাহ উপদ্রব প্রশমিত হয়। মুখের বিরসতা নিবারণ জন্য দাড়িম, চিনি, দ্রাক্ষা ও আমলকীর কল্ক মুখে ধারণ ব্যবস্থা করিবে এবং দুগ্ধ, ইক্ষুরস, মধু, ঘৃত, তৈল ও উষ্ণজলের গণ্ডূষ ধারণ করিতে দিবে। মস্তক শূন্য বোধ করিলে, কাকোল্যাদিগণের সহিত ঘৃত পাক করিয়া, সেই ঘৃতের নস্য লইতে দিবে।

বাতজ্বরে বাতরোগনাশক তৈলাদির অভ্যঙ্গ, পিত্তজ্বরে মধুর ও তিক্তক-গণের সহিত এবং কফজ্বরে কটুতিক্ত দ্রব্যের সহিত ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত পান ও অভ্যঙ্গার্থ প্রয়োগ করিবে। দ্বন্দ্বজ ও ত্রিদোষজ জ্বরে ঐরূপ মিলিত তৈলাদি প্রযোজ্য।

জ্বরমুক্তি-লক্ষণ।—মস্তকের লঘুতা, স্বেদ, মুখের ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণতা, ওষ্ঠ-জিহ্বাদিতে ক্ষত, হাঁচি ও ভোজনে আকাঙ্ক্ষা, এইসমস্ত লক্ষণ জ্বরমুক্তি-কালে প্রকাশ পায়।

ষোড়শ অধ্যায়।

—:০:—

অতিসার-চিকিৎসা।

নিদান।—গুরু, অতিস্নিগ্ধ, অতিরুক্ষ, অতিদ্রব, অতিস্থূল ও অতি-শীতল দ্রব্য ভোজন, বিরুদ্ধভোজন, অধ্যশন, অপক্ক-দ্রব্য-ভোজন, বিষম-ভোজন, এবং স্নেহক্রিয়াদির অতিযোগ বা মিথ্যাযোগ, বিষভোজন, ভয়, শোক, দূষিতজল ও মদ্যের অতিপান, সাত্ম্যবিপরীত ও ঋতুবিপরীত আহার-বিহার, অধিক জলক্রীড়া, মল-মূত্রাদির বেগধারণ ও ক্রিমিদোষ, এইসকল কারণে অতিসার-রোগ উৎপন্ন হয়।

সম্প্রাপ্তি।—শরীরস্থ জলীয় ধাতুসকল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া, অগ্নিকে মন্দীভূত করে এবং বায়ু কর্ত্তৃক অধঃপ্রেরিত হইয়া, মলের সহিত মিলিত হইয়া অতিশয় নিঃসৃত হয়; এইজন্য ইহাকে অতিসার বলা হয়; অতিসার ছয়প্রকার:—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ত্রিদোষজ, শোকজ ও আমজ।

পূর্ব্বরূপ।—হৃদয়ে, নাভিতে, গুহ্যনাড়ীতে, উদরে ও কুক্ষিদেশে সূচী-বেধবৎ বেদনা, শরীরের অবসাদ, বায়ু ও মলের নিরোধ, আধ্মান ও অজীর্ণ এইগুলি অতিসার-প্রকাশের পূর্ব্বে প্রকাশ পায়।

লক্ষণ।—বাতাতিসারে উদরে শূল, মূত্ররোধ, অন্ত্রকূজন, গুদভ্রংশ, কটী, উরু ও জঙ্ঘার অবসাদ, এবং বায়ুর সহিত ফেনিল, রুক্ষ ও শ্যাববর্ণ মলের অল্প অল্প নির্গমন, এইসকল লক্ষণ লক্ষিত হয়। পিত্তাতিসারে পীত, নীল বা ঈষৎ রক্তবর্ণ কিংবা মাংসধোয়া জলের ন্যায়, তরল, দুর্গন্ধবিশিষ্ট ও উষ্ণ মল অতিবেগে নিঃসৃত হয়। ইহাতে স্বেদ, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, দাহ, গুহ্যদ্বারে ক্ষত ও জ্বরাদি উপদ্রব উপস্থিত হইয়া থাকে। কফাতিসারে শুক্ল, ঘন, শ্লেষ্মা-মিশ্রিত মল নিঃশব্দে নির্গত হয়, এবং মলত্যাগের পরেই পুনর্ব্বার বেগের আশঙ্কা হয়। ইহাতে তন্দ্রা, নিদ্রা, গুরুতা, বমনবেগ, অবসাদ, আহারের অনিচ্ছা ও রোমাঞ্চ প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হইয়া থাকে। ত্রিদোষজ অতি-সারে বাতাদি ত্রিদোষ-নির্দ্দিষ্ট বর্ণ মলে প্রকাশ পায়; এবং তন্দ্রা, মোহ, অবসাদ, মুখশোষ ও তৃষ্ণা প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হয়। ইহা অতিশয় কষ্টসাধ্য এবং বালক বা বৃদ্ধগণের হইলে অসাধ্য হইয়া থাকে।

শোকার্ত্ত অল্পাহারী ব্যক্তির শোকজ বাষ্প ও তেজের বেগ কোষ্ঠে উপস্থিত হইয়া, জঠরাগ্নিকে আকুল করে এবং রক্তকে স্বস্থান হইতে চালিত করে। সেই গুঞ্জাফলসদৃশ লোহিতবর্ণ রক্ত, মলমিশ্রিত হইয়া, অথবা মল শূন্য অবস্থাতেই গুহ্যদ্বার দিয়া নির্গত হইতে থাকে। মল মিশ্রিত হইলে তাহা দুর্গন্ধবিশিষ্ট এবং মলহীন হইলে নির্গন্ধ হয়। ইহা অতিশয় কষ্টসাধ্য ও কষ্ট-প্রদ। আমাতিসারে দোষসকল বিমার্গগামী ও প্রদুষ্ট হইয়া অন্ন ও কোষ্ঠ পরিচালিত করে এবং অতিকষ্টে বারংবার নানাবর্ণের মল নিঃসারিত করে।

অপক্ক ও পক্ক-লক্ষণ।—অতিসারের মল যে পর্য্যন্ত দুর্গন্ধবিশিষ্ট, [illegible] থাকে, এবং জলে নিক্ষেপ করিলে ডুবিয়া যায়, সেইপর্য্যন্ত

তাহা অপক্ক বুঝিতে হইবে। ইহার বিপরীত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এবং কোষ্ঠাদির লঘুতা হইলে, তাহাকে পক্কাতিসার বলা যায়।

অসাধ্য লক্ষণ।—যে অতিসারে মল—ঘৃত, মেদ, পিষ্টমাংস, জল, তৈল, ছাগদুগ্ধ, মধু, মঞ্জিষ্ঠা-কাথ বা মস্তিষ্কের ন্যায় হয়, কিংবা আমগন্ধি, শীত-স্পর্শ, শবদুর্গন্ধি, অঞ্জনবৎ, নীল-পীতাদি রেখাবিশিষ্ট, ময়ূরপুচ্ছের ন্যায় চন্দ্রক-ব্যাপ্ত, পূযবৎ বা কর্দ্দমবৎ, উষ্ণস্পর্শ, অথবা স্ব স্ব দোষ-লক্ষণের বিপরীত লক্ষণবিশিষ্ট হয়, সেই অতিসার অসাধ্য। অতিসারের সহিত শোথাদি উপদ্রব উপস্থিত হইলে এবং রোগী ক্ষীণ হইলে, সেই অতিসারও অসাধ্য হইয়া উঠে। অতিসাররোগীর গুহ্যদ্বার সংবৃত না হইলে, গুহ্যদ্বার পাকিলে, এবং সেই স্থান বা গাত্র শীতল হইলে, সেই রোগীও পরিত্যাজ্য।

চিকিৎসা।—অতিসারের পূর্ব্বরূপ অবস্থায় প্রথমে উপবাস কর্ত্তব্য। তৎপরে পাচক ঔষধের সহিত যবাগূ প্রভৃতি যথাক্রমে সেবন করাইবে। আমাতিসারে শূল ও আধ্মান থাকিলে, পিপুল ও সৈন্ধব-লবণ-সংযুক্ত জল পান করাইয়া বমন করান আবশ্যক। বমনের পরে লঘুভোজন, এবং থড়যূষ ও যবাগূ প্রভৃতিতে পিপ্পল্যাদি গণোক্ত দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। ইহাদ্বারা অতিসার প্রশমিত না হইলে, হরিদ্রাদি বা বচাদিগণের কাথ প্রাতঃকালে সেবন করাইবে। আমাতিসারে প্রথমেই ধারক ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত নহে; তাহাতে দোষ বিবদ্ধ হইয়া প্লীহা, পাণ্ডু, আনাহ, মেহ, কুষ্ঠ, উদর, জ্বর, শোথ, শূল, গুল্ম, গ্রহণী, অর্শঃ, অলসক ও হৃদ্রোগ প্রভৃতি উৎপাদন করে। যে অতিসারে বিবদ্ধ মল বারংবার অতিকষ্টে নির্গত হয় এবং উদরে বেদনা হয়, তাহাতে হরীতকীর কল্ক সেবন করাইয়া বিরেচন করাইবে। অতি তরল মল প্রভূতপরিমাণে নির্গত হইতে থাকিলে, অগ্রে বমন করাইয়া লঙ্ঘন ও পাচন ব্যবস্থা করিতে হইবে।

পাচনযোগ যথা—দেবদারু, বচ, মুতা, শুঁঠ, আতইচ ও হরীতকী। ইন্দ্রযব, আতইচ, হিং, সৌবর্চ্চল-লবণ ও হরীতকী। হরীতকী, ধ'নে, মুতা, বালা ও বেলশুঁঠ। মুতা, ক্ষেতপাপড়া, শুঁঠ, বচ, আতইচ ও হরীতকী। হরীতকী, আতইচ, হিং, বচ ও সৌবর্চ্চল। চিতামূল, পিপুলমূল, বচ ও কট্‌কী। আক-নাদী, ইন্দ্রযব, হরীতকী ও শুঁঠ। মূর্ব্বা, চিতামূল, আকনাদী, [illegible]

পিপ্পলী। শ্বেতসর্ষপ, দেবদারু, গুল্‌ফা ও কট্‌কী। ছোট এলাচি, সাবরলোধ, কুড়, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও ইন্দ্রযব। মেষশৃঙ্গী, দারুচিনি, এলাচ, বিড়ঙ্গ ও কুড়চি। বৃক্ষাদনী (বাঁদরা), শরমূল, বৃহতী, কণ্টকারী, মুগাণী ও মাষাণী। এরণ্ডমূল, তিন্দুকছাল, দাড়িমফল, কুড়চিছাল ও শমীছাল। আকনাদী, তেজোবতী, মুতা, পিপুল ও ইন্দ্রযব। পটোলপত্র, যমানী, বেলশুঁঠ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও দেবদারু। বিড়ঙ্গ, হরীতকী, আকনাদী, শুঁঠ, মুতা ও বচ। বচ, ইন্দ্রযব, সৈন্ধব ও কট্‌কী। হিং, ইন্দ্রযব, বচ ও বেলশুঁঠ। শুঁঠ, আতইচ, মুতা, পিপুল ও ইন্দ্রযব। শুঁঠ, আতইচ ও মুতা। এই বিংশতিপ্রকার যোগ ক্বাথ করিয়া, অথবা ইহাদের চূর্ণ—কাঁজি, উষ্ণজল বা মদ্যের সহিত পান করাইবে। এই সমস্ত যোগ আমদোষ-পরিপাচক। হরীতকী, আতইচ, হিং, সৌবর্চ্চল ও বচ; অথবা পটোলপত্র, যমানী, বেলশুঁঠ, বচ, পিপুল, শুঁঠ, মুতা, কুড় ও বিড়ঙ্গ; কিংবা শুঁঠ ও গুলঞ্চ, এইসকলের চূর্ণ ঈষদুষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে, আমাতিসারের উপশম হয়। লবণবর্গ, পিপুল, বিড়ঙ্গ ও হরীতকী; অথবা চিতামূল, শিংশপ, আকনাদী, শার্ঙ্গেষ্টা ও লবণবর্গ, কিংবা হিং, ইন্দ্রযব ও লবণবর্গ; অথবা নাগদন্তী ও পিপুল; কিংবা বচ ও গুলঞ্চ, এই পাঁচটী যোগের কল্ক উষ্ণজলের সহিত সেবন করাইবে। তিনগুণ জলমিশ্রিত দুগ্ধ ২০ কুড়িটী মুতার সহিত পাক করিয়া, দুগ্ধভাগ অবশেষ থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। সেই দুগ্ধ পান করিলে, আম এবং তজ্জনিত বেদনার উপশম হয়।

আম ও শূল নিবৃত্ত হওয়ার পরেও যদি বায়ুর প্রকোপ প্রশমিত না হয় এবং তজ্জন্য বারংবার অল্প অল্প মলনির্গম হইতে থাকে, তাহা হইলে যবক্ষার ও সৈন্ধব মিশ্রিত ঘৃতপান হিতকর। শুঁঠ, আমরুল ও কুলের কল্ক এবং দুগ্ধ, দধি ও কাঁজির সহিত ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে, সশূল অতিসারের শান্তি হয়। ত্রিকটু, জাতীফল ও চিতার কল্ক, অথবা বেলশুঁঠ, পিপুল ও দাড়িমের কল্ক এবং দধির মাতের সহিত ঘৃত ও তৈল পাক করিয়া সেবন করাইবে। বাতশ্লেষ্মাতিসার শান্তির জন্য এইসকল ক্রিয়া প্রযোজ্য।

পিত্তাতিসারে পিত্তের পরিপাক জন্য হরিদ্রা, আতইচ, আকনাদী, ইন্দ্রযব ও রসাঞ্জন; অথবা রসাঞ্জন, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও ইন্দ্রযব; কিংবা আকনাদী, [illegible] ও কট্‌কী, এই ত্রিবিধ যোগ প্রয়োগ করিবে। পিত্তাতিসার

নিবারণ জন্য মুতা, ইন্দ্রযব, চিরাতা ও রসাঞ্জন; অথবা দারুহরিদ্রা, দুরালভা, বেলশুঁঠ, বালা ও রক্তচন্দন; কিংবা রক্তচন্দন, বালা, মুতা, চিরাতা ও দুরালভা; অথবা মৃণাল, রক্তচন্দন, লোধ, শুঁঠ ও নীলোৎপল; কিংবা আকনাদী, মুতা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, পিপুল ও ইন্দ্রযব; অথবা ইন্দ্রযব, কুড়চিছাল, শুঁঠ, ঘৃত ও বচ এই ছয়টী যোগ প্রয়োগ করিবে। বেলশুঁঠ, ইন্দ্রযব, মুতা, বালা ও আতইচ, ইহাদের কল্ক পান করিলে পিত্তাতিসার প্রশমিত হয়। যষ্টিমধু, নীলোৎপল, বেলশুঁঠ, আম্রাস্থি, বালা, বেণামূল ও শুঁঠ, এইসকল দ্রব্যের কাথ মধুমিশ্রিত করিয়া পান করিলে, পিত্তাতিসার নিবারিত হয়।

অতিসার পক্ক হইলেও যদি গ্রহণীর মৃদুতা বশতঃ বারংবার মল নিঃসৃত হয়, তাহা হইলে মলরোধক ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক। মলরোধক ঔষধ যথা;—বরাহক্রান্তা, ধাইফুল, মঞ্জিষ্ঠা, লোধ ও মুতা। মোচরস, লোধ, কুড়চিছাল ও দাড়িমছাল। আম-আঁটির মজ্জা, লোধ, বেলশুঁঠ ও প্রিয়ঙ্গু। যষ্টিমধু, শুঁঠ ও শোণাছাল। এই চারিটী যোগের চূর্ণ মধুমিশ্রিত করিয়া তণ্ডুলোদকের সহিত সেবন করিলে, পক্কাতিসার নিবারিত হয়। মধুর সহিত মুতার কাথ, অথবা লোধ, আকনাদী ও প্রিয়ঙ্গ্বাদিগণের কাথ পিত্তাতিসার-নিবারক। বামুনহাটী, বরাহক্রান্তা, যষ্টিমধু, বেলশুঁঠ ও জামশুঁঠের চূর্ণ, মধু ও তণ্ডুলোদকের সহিত সেবন করাইবে। সরক্ত পিত্তাতিসার নিবারণ করিবার জন্য ক্ষীরকাকোলী, রক্তচন্দন, বামুনহাটী, চিনি, মুতা ও পদ্মকেশর, এই-সকলের চূর্ণ প্রয়োগ করিবে। পক্কাতিসারে অধিক শূলনি থাকিলে, বেড়েলা, বৃহতী, শালপাণী, গোরক্ষচাকুলের মূলী ও যষ্টিমধু ইহাদের সহিত ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত মধুমিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে। দারুহরিদ্রা, বেলশুঁঠ, পিপুল, দ্রাক্ষা, কট্‌কী ও ইন্দ্রযব, ইহাদের সহিত ঘৃত পাক করিয়া পান করিলে, ত্রিদোষজনিত পক্কাতিসার বিনষ্ট হয়।

দীর্ঘকালজাত পক্ক অতিসারে বেদনা না থাকিলে, নানাবর্ণবিশিষ্ট মল নিঃসৃত হইলে, এবং অগ্নি প্রদীপ্ত থাকিলে, পুটপাক প্রয়োগ করা আবশ্যক। পুটপাক-বিধি যথা, শোণাছাল ও পদ্মকেশর একত্র বাঁটিয়া পিণ্ডাকার করিবে, এবং তাহার উপর গাম্ভারীপত্র ও পদ্মপত্র জড়াইয়া, সূত্রদ্বারা দৃঢ়রূপে বাঁধিবে; তৎপরে উহার উপরে সুন্দররূপে মৃত্তিকার লেপ দিয়া অগ্নি

পাক করিবে। সুস্বিন্ন হইলে উদ্ধৃত করিয়া, তাহার রস নিংড়াইয়া লইবে। সেই রস শীতল হইলে, তাহার সহিত মধুমিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। কৃষ্ণতিত্তির-মাংস কুট্টিত করিয়া, বটাদিত্বকের কল্কমধ্যে পূরণ করিবে এবং পূর্ব্ববৎনিয়মে পুটপক্ক করিবে। সেই রস মধু ও চিনি মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। বটাদির অঙ্কুরের কল্কমধ্যে হিতকর জাঙ্গলমাংস পূরণ করিয়া, তাহারও পুটপাক প্রয়োগ করা যায়। লোধ, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, দারুহরিদ্রা, আকনাদী, চিনি, নীলোৎপল ও শোণাছাল, এইসকল দ্রব্য তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণ করিয়া, তাহার পুটপাক মধুর সহিত পান করাইবে। ইহাদ্বারা কফপিত্তজ অতিসার নিবারিত হয়।

কুড়চির কাথ পুনর্ব্বার পাক করিয়া ঘন করিবে। ইহা সেবন করিলে, বহুশ্লেষ্মাযুক্ত অল্পবাত ও সরক্ত প্রবল অতিসার নিবারিত হইয়া থাকে। অম্বষ্ঠাদিগণের ঐরূপ ঘন কাথ পিপ্পল্যাদির চূর্ণ ও মধুমিশ্রিত করিয়া সেবন করিলেও পূর্ব্ববৎ অতিসার বিনষ্ট হয়।

চাকুলে, বেড়েলা, বেলশুঁঠ, বালা, নীলোৎপল, ধনিয়া ও শুঁঠ, এইসকলের কাথসহ পেয়া পাক করিয়া উদরাময় রোগীকে পান করিতে দিবে। শোণাছাল, প্রিয়ঙ্গু, যষ্টিমধু ও দাড়িমের কচি পাতা এবং দধি, এইসকলের সহিত তরল যবাগূ পাক করিবে, এবং পক্বাতিসারে পান করাইবে। কুল, অর্জ্জুন, জাম, আম, শল্লকী ও বেতস, এইসকল দ্রব্যের সহিত যবাগূ, মণ্ড ও যূষ প্রস্তুত করিয়া অতিসারে পথ্য-প্রদান করিবে। প্রবল তৃষ্ণা থাকিলে, ঐসকল দ্রব্যেরই পানীয় প্রস্তুত করিয়া পান করিতে দিবে। অধিক শূল থাকিলে, কয়েতবেল, শিমূলমূল, বামুনহাটী বা আকনাদী, বনকার্পাস, দাড়িম, যূথীপত্র, দুরালভা, শেলু, শণবীজ, চুচ্চূশাক এইসকল দ্রব্যের কল্ক দধির সহিত মিশাইয়া সেই দধির পেয়াদি পাক করিয়া পান করাইবে। শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, বেড়েলা, গোক্ষুর, বেলশুঁঠ, আকনাদী, শুঁঠ ও ধনিয়া, এইসকল দ্রব্যের প্রত্যেক ১ একপল ১৬ ষোল সের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধাবশেষ থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে এবং সেই জলে পেয়াদি পাক করিয়া অতিসার রোগীকে পান করিতে দিবে। দারুহরিদ্রা, পিপুল, শুঁঠ, লাক্ষা, [illegible]ষী, এইসকল দ্রব্যের কল্কের সহিত ঘৃত পাক করিয়া পেয়াদির

সহিত সেই ঘৃত পান করিলে, ত্রিদোষজ দারুণ অতিসাররোগের উপশম হইয়া থাকে।

রসাঞ্জন, আতইচ, কুড়চিছাল, ইন্দ্রযব, ধাইফুল ও শুঁঠ, এইসকল দ্রব্য মধুমিশ্রিত করিয়া তণ্ডুলোদকের সহিত পান করিলে, সরক্ত অতিসার প্রশমিত হয়। যষ্টিমধু, বেলশুঁঠ এবং শালি ও ষষ্টিক-তণ্ডুলের কণা, এইসকল দ্রব্য মধুর সহিত সেবন করিলে, অথবা কুলের মূল মধুর সহিত সেবন করিলে, অতিসার বিনষ্ট হয়। শাল্মলী বৃন্তের শীত-কষায় প্রস্তুত করিয়া, মধু ও যষ্টি-মধুর সহিত পান করিলেও, অতিসারের শান্তি হয়।

দীর্ঘকালজাত অতিসারে বায়ু ও মলের বিবদ্ধতা, উদরে শূলবৎ বেদনা, রক্তের ও পিত্তের প্রকোপ এবং তৃষ্ণাদি উপদ্রব থাকিলে, তিনগুণ জলের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া, সেই দুগ্ধ পান করাইবে। ইহাতে স্নেহ-বিরেচন এবং পিচ্ছিলবস্তি হিতকর। শোণা ও শিমুলমূল প্রভৃতি পিচ্ছিল দ্রব্যের স্বরসের সহিত ঘৃত পাক করিয়া, সেই ঘৃত পান করিলেও উপকার হয়। মলনির্গমের পূর্ব্বে বা পরে মলসংসৃষ্ট রক্ত নিঃসৃত হইলে, এবং উদরে শূলবৎ ও বস্তিগুহ্যাদি স্থানে কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা থাকিলে, বটাদির শুঙ্গার কল্কের সহিত ঘৃত পাক করিয়া, চিনি ও মধুর সহিত সেই ঘৃত পান করাইবে; অথবা ঐ শুঙ্গার সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া, সেই দুগ্ধ ঘৃতমিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। কিংবা সেই দুগ্ধ হইতে নবনীত তুলিয়া, চিনি ও মধুর সহিত সেই নবনীত লেহন করিতে দিবে, এবং সেই তক্র অনুপান করাইবে; পিয়াল, শিমূল, পাকুড়, শল্লকী ও তিনিশ, ইহাদের ত্বক্ ছাগদুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া মধুর সহিত সেবন করিলে রক্ত-নির্গম বন্ধ হয়। যষ্টিমধু, চিনি, লোধ, অর্কপুষ্পী ও অনন্তমূল, মধু ও ছাগদুগ্ধের সহিত পান করিলে, রক্তনির্গম নিরুদ্ধ হয়। নীলোৎপল, লোধ ও চিনি; বরাহ-ক্রান্তা, যষ্টিমধু ও তিল; তিল, মোচরস ও লোধ এবং যষ্টিমধু, নীলোৎপল, আলকুশী ও তিলকল্ক;—এই চারিটী যোগ মধু ও ছাগদুগ্ধের সহিত সেবন করিলে রক্তনির্গম নিবারিত হয়। ভোজনের পূর্ব্বে মাৎগুড়, মধু ও তিলতৈলের সহিত কচিবেল-পোড়া সেবন করিলে, সরক্ত অতিসার আশু প্রশমিত হয়। কচিবেলের শাঁস ও যষ্টিমধু, চিনি ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া, তণ্ডুলোদকের সহিত সেবন করিলে, রক্তপিত্তজনিত অতিসার নিবারিত হয়।

পক্ব অতিসারেও জঠরের গুরুত্ব, কফের প্রাবল্য এবং জ্বর, দাহ ও বাত-নিবন্ধন মলবদ্ধতা থাকিলে, রক্তপিত্তের ন্যায় বমন প্রয়োগ আবশ্যক। ইহাতে অবস্থাবিশেষে মূত্রশোধক দ্রব্যের নিরূপণ বা অনুবাসনও প্রয়োগ করা যায়। অধিক প্রবাহণ জন্য গুদভ্রংশ হইলে এবং মূত্রাঘাত ও কটীগ্রহ উপদ্রব থাকিলে, কাকোল্যাদি মধুরগণ এবং অম্লবর্গোক্ত দ্রব্যের সহিত তৈল বা ঘৃত পাক করিয়া, তাহার অনুবাসন প্রয়োগ করিবে। পিত্তপ্রকোপবশতঃ গুহ্যদ্বারে ক্ষত হইলে, পিত্তনাশক দ্রব্যের পরিষেক এবং অনুবাসন প্রয়োজ্য। বাতপ্রবল অতিসারে দধির মাত, সুরা ও বেলশুঁঠের সহিত তৈল পাক করিয়া তাহার অনুবাসন এবং আলকুশী-মূলের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া সেই দুগ্ধ পান করিতে দিবে। গুহ্য-নাড়ীর দুর্ব্বলতা ঘটিলে তাহাতে তৈলপ্রয়োগ করা আবশ্যক।

অতিসার রোগীর অগ্নি প্রদীপ্ত থাকিলে, এবং বিবদ্ধ মল নির্গত হইলে, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা ও পিপুলের ক্বাথ, অথবা এরণ্ডমূলের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া সেই দুগ্ধ, কিংবা কেবল দুগ্ধ পান করাইয়া বিরেচন করান আবশ্যক। বিরেচনের পরে বাতঘ্ন ও অগ্নির উদ্দীপক পদার্থের সহিত যবাগূ পাক করিয়া পান করাইবে।

অতিসারে পুরীষক্ষয় হইয়া গেলে, অগ্নি প্রদীপ্ত থাকিলে এবং ফেনাযুক্ত মল-নির্গম হইলে, মাষগুড়, শুঁঠচূর্ণ, দধি, তৈল, দুগ্ধ ও ঘৃত, এইসকল দ্রব্য একত্র করিয়া সেবন করাইবে। অথবা শুষ্ককুল বা কুল ও বেলশুঁঠ স্বিন্ন করিয়া গুড় ও তিলতৈলের সহিত সেবন করিতে দিবে। দধি ও দাড়িমের সহিত মাষকলাই, যব ও কুলথকলায়ের যূষ পাক করিয়া ঘৃত ও তৈলে সাঁৎলাইয়া লইবে এবং সেই যূষ পান করিতে দিবে। বিট্‌লবণ, বেলশুঁঠ ও শুঁঠ, কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া, তাহার সহিত দধির সর মিশ্রিত করিবে, এবং ঘৃত ও তৈলে সাঁতলাইয়া সেবন করাইবে। মলত্যাগকালে বেদনা থাকিলে, চিতামূল প্রভৃতি দীপন এবং বেলশুঁঠ প্রভৃতি সংগ্রাহক দ্রব্যের চূর্ণ ঘৃতমিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে।

প্রবাহিকা।— যে অতিসারে অতিরিক্ত প্রবাহণ (কুন্থন) হইয়া কফ-মিশ্রিত মল বারংবার অল্প অল্প নির্গত হয়, তাহাকে প্রবাহিকা কহে। প্রবাহিকার চলিত নাম "আমাশয় রোগ।" স্নেহদ্রব্য সেবনে কফজা, রুক্ষদ্রব্য সেবনে বাতজা, এবং উষ্ণ ও তীক্ষ্ণদ্রব্য সেবনে পিত্তজা ও রক্তজা প্রবাহিকা উৎপন্ন হয়। বাতজায় উদরে অত্যন্ত শূল, কফজায় মলের সহিত অধিক কফনিঃসরণ,

পিত্তজায় গাত্রেও গুহ্যনাড়ীতে অতিশয় জ্বালা এবং রক্তজায় রক্তমিশ্রিত মলনির্গম হইয়া থাকে। প্রবাহিকার আম লক্ষণ ও পক্ক লক্ষণ সাধারণ অতিসারের ন্যায়।

চিকিৎসা।—আকনাদী, বনযমানী, ইন্দ্রযব, শুঁঠ ও পিপুল, এইসকল দ্রব্যের কল্ক, উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে প্রবাহিকা রোগ প্রশমিত হয়। ছাগের অণ্ড দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া, সেই দুগ্ধ ঘৃতের সহিত পান করিলে প্রবাহিকার উপশম হয়। শুঁঠ ও হেঁচেতার কল্ক এবং তিলতৈলের সহিত ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলেও প্রবাহিকা বিনষ্ট হয়। শল্লকী, কুস্তীকা (পানা) ও দাড়িম,—ইহাদের ক্বাথ এবং বেলশুঁঠ ও দধির সহিত সিদ্ধ যবাগূ, ঘৃত ও তৈলে সন্তোলিত করিয়া, প্রবাহিকারোগে পান করিতে দিবে। ধারোষ্ণ দুগ্ধ-পানও ইহাতে হিতকর।

গ্রহণীরোগ।—অতিসার নিবৃত্তির পরে সম্যক্‌রূপে অগ্নির বল হইতে না হইতেই কুপথ্য সেবন করিলে, জঠরাগ্নি অধিকতর দূষিত হইয়াও গ্রহণীরোগ উৎপাদন করে। অতিসার না হইয়া অনেকস্থলে গ্রহণীরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। আমাশয় ও পক্বাশয়ের মধ্যবর্ত্তী পিত্তধরা নামক ষষ্ঠীকলাই গ্রহণী নামে অভিহিত হয়। অগ্নি দূষিত হইলে, সেই অগ্নির আশ্রয়স্থান গ্রহণীও দূষিত হইয়া থাকে। গ্রহণী দূষিত হইলে, ভুক্তপদার্থের অধিকাংশ অপক্বাবস্থায় অথবা পক্কাবস্থাতেই অত্যন্ত দুর্গন্ধ হইয়া, কখন বদ্ধ কখন বা তরলরূপে, বারংবার বেদনার সহিত নির্গত হয়। ইহাকেই গ্রহণীরোগ কহে।

পূর্ব্বরূপ।—গ্রহণীরোগ প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বে ভুক্তপদার্থের অম্লপাক, দেহের অবসাদ, আলস্য, তৃষ্ণা, ক্লান্তি, বলক্ষয়, অরুচি, কাস, কর্ণমধ্যে শব্দশ্রবণ ও অন্ত্রকূজন প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে।

লক্ষণ।—গ্রহণীরোগ উৎপন্ন হওয়ার পরে হস্তপদে শোথ, শরীরে কৃশতা, সন্ধিস্থলে বেদনা, সর্ব্বরসভোজনে লোভ, পিপাসা, বমি, জ্বর, অরুচি, দাহ, মুখপ্রসেক, মুখের বিরসতা ও তমকশ্বাস, এইসকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। বমিতে শুক্তের ন্যায় অথবা তিক্তাম্ল আস্বাদ; এবং লোহবৎ, ধূমবৎ বা আঁসটে গন্ধ অনুভূত হয়। বাতজ গ্রহণীরোগে গুহ্যদ্বারে, হৃদয়ে, পার্শ্বদ্বয়ে, উদরে ও মস্তকে অধিক বেদনা হয়। পিত্তজ গ্রহণীরোগে অধিক দাহ হইয়া থাকে। কফজ গ্রহণীরোগে শরীরের গুরুতা হয়। ত্রিদোষজ গ্রহণীরোগে তিনদোষের

প্রকাশ পায় এবং নখ, মল, মূত্র, নেত্র ও মুখ প্রবলদোষের বর্ণবিশিষ্ট হয়। গ্রহণী-রোগে হৃদ্রোগ, পাণ্ডু, উদররোগ, গুল্ম, অর্শ ও প্লীহারোগের অনেক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়।

চিকিৎসা।—গ্রহণীরোগে দোষের আধিক্য বিবেচনা করিয়া, তদুপযুক্ত শোধন ক্রিয়া প্রয়োগ করিবে। তৎপরে অগ্নির উদ্দীপক পদার্থের সহিত পেয়াদি পাক করিয়া পান করাইবে। পাচক, মলরোধক এবং অগ্নির উদ্দীপক দ্রব্যসমূহ সুরা, অরিষ্ট, স্নেহ, গোমূত্র, উষ্ণজল বা তক্রের (ঘোলের) সহিত প্রাতঃকালে পান করিতে দিবে। কেবল তক্রপানও গ্রহণীরোগে হিতকর। ক্রিমি, গুল্ম, উদর ও অর্শোরোগে উপকারক ঔষধসমূহ, হিঙ্গ্বাদি চূর্ণ, প্লীহনাশক ঘৃত এবং পিপ্পল্যাদিগণের কল্ক, আমরুলের স্বরস ও চতুর্গুণ দধির সহিত ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত পান করিতে দিবে। জ্বরাদি উপদ্রব থাকিলে, গ্রহণীরোগের অবিরোধী অথচ সেই সেই রোগনাশক ঔষধাদির ব্যবস্থা করিবে।

সপ্তদশ অধ্যায়।

শোষরোগ-চিকিৎসা।

নিরুক্তি।—শোষরোগ ধাতুসমূহের শোষণ করে, এইজন্য শোষ; শরীরে ক্ষয়কারক এই জন্য ক্ষয়; এবং রোগসমূহের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান এই জন্য রাজযক্ষ্মা নামে অভিহিত হয়। যক্ষ্মাশব্দের অর্থ রোগ এবং রাজ শব্দ প্রধানবাচী।

নিদান।—ধাতু ক্ষয়, মল-মূত্রাদির বেগধারণ, অতিরিক্ত পরিশ্রম এবং বিষভোজন, এইসকল কারণে দোষত্রয় কুপিত ও সর্ব্বদেহে ব্যাপ্ত হইয়া শোষ-উৎপাদন করে।

পূর্ব্বরূপ।—শ্বাস, শরীরের অবসন্নতা, কফস্রাব, তালুশোষ, বমি, অগ্নিমান্দ্য, মত্ততা, পীনস, কাস, নিদ্রার আধিক্য, নেত্রের শুক্লতা, মাংস ভোজনে অভিলাষ, স্ত্রী-সংসর্গের আকাঙ্ক্ষা, এবং গাত্রে যেন কাক, শুক, শল্লকী, [illegible] গৃধ্র, বানর, কৃকলাস আরোহণ করিতেছে, নদী শুষ্ক হইয়া গিয়াছে,

অথবা শুষ্ক তরুগণ ধূম, বায়ু ও দাবাগ্নি দ্বারা আকুল হইয়াছে, এইরূপ স্বপ্নদর্শন; রাজযক্ষ্মা উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে এইসকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

লক্ষণ।—মধ্যবলদোষ পুরুষের রাজযক্ষ্মায় অন্নে বিদ্বেষ, জ্বর, শ্বাস, কাস, রক্তনির্গম ও স্বরভেদ, এই ছয়টী লক্ষণ লক্ষিত হয়। রাজযক্ষ্মায় বায়ুর প্রকোপ-বশতঃ স্বরভেদ, স্কন্ধ ও পার্শ্বদেশের সঙ্কোচ ও বেদনা; পিত্তের প্রকোপে জ্বর, দাহ, অতিসার ও রক্ত নিষ্ঠীবন; এবং কফের প্রকোপে মস্তকের পরিপূর্ণতা, অরুচি, কাস ও কণ্ঠের উর্দ্ধ্বংস (শুর্ শুর্ করা), সমুদায়ে এই একাদশ লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে। এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে রোগ অসাধ্য হয়। অথবা কাস, অতিসার, পার্শ্ববেদনা, স্বরভঙ্গ, অরুচি ও জ্বর,—এই ছয়টী লক্ষণ লক্ষিত হইলে, তাহাও অসাধ্য হইয়া থাকে।

মৈথুন, শোক, বার্দ্ধক্য, পরিশ্রম, পথপর্য্যটন, উপবাস, ব্রণ ও উরঃক্ষত, এইসকল কারণে ধাতুক্ষয় ঘটিলে, কেহ কেহ তাহাকেও শোষরোগ বলিয়া থাকেন। মৈথুনজনিত শোষে লিঙ্গে ও অণ্ডকোষে বেদনা, মৈথুনে অসামর্থ্য, মৈথুনকালে বিলম্বে অল্প পরিমিত শুক্র বা রক্তক্ষরণ, দেহের পাণ্ডুবর্ণতা এবং শুক্রক্ষয়বশতঃ মজ্জা, অস্থি প্রভৃতি ধাতুসমূহের বিলোমভাবে ক্ষয়, এইসকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। শোকজ-শোষে সর্ব্বদা চিন্তাশীলতা, দেহের শিথিলতা ও পাণ্ডু-বর্ণতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। জরাশোষে অর্থাৎ বার্দ্ধক্যজনিত শোষে শরীরের কৃশতা, বুদ্ধি, বল ও ইন্দ্রিয়ের হানি; শ্বাস, অরুচি, ভগ্নকাংসপাত্রের শব্দের ন্যায় কণ্ঠস্বর, শ্লেষ্মহীন শুষ্ককাস, প্রীতিহীনতা, নাক মুখ ও চক্ষু দিয়া জল-স্রাব এবং মলের শুষ্কতা, এই সমস্ত লক্ষণ লক্ষিত হয়। অধ্বশোষে অর্থাৎ পথ-পর্য্যটনজনিত শোষরোগে অঙ্গের শিথিলতা, কান্তির রুক্ষতা, স্পর্শশক্তির হানি, এবং ক্লোম কণ্ঠ ও মুখের শোষ হইয়া থাকে। ব্যায়ামজনিত শোষে অধ্বশোষোক্ত লক্ষণসমূহ এবং বর্ণ ও স্বরের বিকৃতি প্রভৃতি প্রকাশ পায়। ব্যায়াম, ভারবহন, অধ্যয়ন, অভিঘাত, অতিমৈথুন, অথবা অন্য কোন কারণে বক্ষঃস্থল আহত হইয়া ক্ষত হইলে, রক্ত ও পূযমিশ্রিত শ্লেষ্মার নিষ্ঠীবন হয়, কাসিতে কাসিতে পীত, রক্ত, কৃষ্ণ বা অরুণবর্ণের বমি হয়, বক্ষঃস্থলে অত্যন্ত সন্তাপ হয়, ক্লেশবশতঃ রোগী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, মুখের ও নিশ্বাসের বায়ুতে দুর্গন্ধ হয় এবং বর্ণ ও স্বরের বিকৃতি ঘটে। ইহাকে উরঃক্ষত শোষ কহে। কোনও ক্ষতস্থান হইতে

রক্তস্রাব হইলে, এবং তজ্জনিত বেদনা ও আহারাদির কষ্ট উপস্থিত হইলে যে শোষ হয়, তাহাকেই ব্রণশোষ কহে। ইহা অত্যন্ত অসাধ্য।

সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ। যক্ষ্মরোগী সাবধান, দীপ্তাগ্নি এবং বল ও মাংস-বিশিষ্ট হইলে, তাহারই চিকিৎসায় কৃতকার্য্য হইবার আশা করা যায়। আর যে যক্ষ্মরোগী প্রচুর আহার করে, অথচ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে থাকে, যাহাদের অতিসার উপস্থিত হয়, এবং যাহাদের অণ্ডকোষে ও উদরে শোথ হয়, তাহাদের রোগ অসাধ্য।

চিকিৎসা।—বিদারিগন্ধাদি-গণোক্ত দ্রব্যের সহিত ছাগঘৃত বা মেষঘৃত পাক করিয়া, সেই ঘৃত পান করাইয়া রোগীকে স্নিগ্ধ করিবে। তৎপরে মৃদুবমন, বিরেচন, আস্থাপন ও নস্য প্রয়োগ করিবে। সংশোধনের পরে মাংসরসের সহিত যব, গোধূম ও শালিতণ্ডুলকৃত অন্ন ভোজন করাইবে। অগ্নি প্রকৃতিস্থ হইলে এবং উপদ্রবসকল নিবৃত্তি পাইলে, বল-পুষ্টিকারক পথ্যের ব্যবস্থা করিবে। কাক, পেচক, নকুল, বিড়াল, গণ্ডূপদ (কেঁচো), ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদ, শল্লকী প্রভৃতি বিলেশয়, মূষিক, গৃধ্র, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, অশ্ব, অশ্বতর ও হস্তী প্রভৃতি জীবের মাংস, রোগীর অগোচরে সৈন্ধব ও সর্ষপ-তৈলের সহিত নানাপ্রকার সুকল্পিত করিয়া এবং জাঙ্গলমাংসের বিবিধ খাদ্য প্রস্তুত করিয়া ভোজন করিতে দিবে। মাংসের সহিত দ্রাক্ষারসযুক্ত মদিরা এবং অরিষ্টসমূহ পান করাইবে।

আকন্দ ও গুলঞ্চের ক্ষার চতুর্গুণ জলে গুলিয়া ছাঁকিয়া লইবে এবং সেই ক্ষার-জলে যব একরাত্রি ভিজাইয়া রাখিবে, পরে সেই যবের খাদ্য প্রস্তুত করিয়া রোগীকে খাইতে দিবে। কৃশরোগীকে যবাগূর সহিত ছাগঘৃত বা মেষঘৃত পান করাইবে। ত্রিকটু, চই ও বিড়ঙ্গের চূর্ণ, ঘৃত ও মধুমিশ্রিত করিয়া, ক্ষয়রোগীকে লেহন করিতে দিবে। মাংসভোজী প্রাণীর মাংসের কাথসহ ঘৃত পাক করিয়া, সেই ঘৃত, মধু ও পিপুলচূর্ণের সহিত পান করাইবে। দ্রাক্ষা, চিনি ও পিপুল পেষণপূর্ব্বক মধু ও তিলতৈলের সহিত মিশ্রিত করিবে, অথবা চিনি, অশ্বগন্ধা ও পিপুলের চূর্ণ, ঘৃত ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করিতে দিবে। অশ্বগন্ধার সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া, সেই দুগ্ধ পান করাইবে; অথবা সেই দুগ্ধোৎপন্ন ঘৃত চিনির সহিত, প্রাতঃকালে [illegible]ইয়া, দুগ্ধ অনুপান করাইবে। ইহাদ্বারা ক্ষয়রোগীর পুষ্টি হইয়া

থাকে। অশ্বগন্ধা, যব, শ্বেত-পুনর্নবা ও রক্ত-পুনর্নবার উদ্‌বর্ত্তনও বিশেষ পুষ্টিকারক।

বাসকের মূল, পত্র, শাখা ও পুষ্পের কল্কসহ ঘৃত পাক করিয়া, মধুসহ সেই ঘৃত পান করাইলে, যক্ষ্মা, শ্বাস, কাস ও পাণ্ডুতা প্রশমিত হয়। গো, অশ্ব, গজ, মেষ ও ছাগ, ইহাদের প্রত্যেকের পুরীষ এক এক ভাগ, মূর্ব্বামূল, হরিদ্রা ও খদিরকাষ্ঠ, ইহাদের প্রত্যেকের কাথ এক এক ভাগ, দুগ্ধ একভাগ, ঘৃত এক-ভাগ; এবং ত্রিফলা, কাকোল্যাদিগণ, ত্রিকটু ও দেবদারু,—ইহাদের কল্ক যথা-নিয়মে পাক করিয়া, যক্ষ্মারোগে প্রয়োগ করিবে।

দশমূল, বরুণছাল, করঞ্জ, ভেলা, বেলশুঁঠ, শ্বেত-পুনর্নবা, রক্ত-পুনর্নবা, যব, কুল, কুলথ, বামুনহাটী, আকনাদী, চিতামূল ও ভূমিকদম্বের কষায়,—৬ ছয় আঢ়ক এবং ত্রিকটু, মনসাসীজের আঠা, হরীতকী, চই, দেবদারু ও সৈন্ধব,—ইহাদের কল্কের সহিত ১ এক আঢ়ক ঘৃত যথানিয়মে পাক করিয়া সেবন করাইবে। ইহাদ্বারা জঠর এবং বাতিক মেহও প্রশমিত হয়। গো, অশ্ব, মেষ, ছাগ, হস্তী, এণমৃগ, গর্দ্দভ ও উষ্ট্র—ইহাদের পুরীষরস, দুগ্ধ, মাংসরস ও শোণিত, এবং দ্রাক্ষা, অশ্বগন্ধা, পিপুল ও চিনি, ইহাদের কল্কসহ যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া যক্ষ্মারোগে প্রয়োগ করিবে। এলাইচ, যমানী, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া এবং খদির, নিম, অসন ও শালের সার, বিড়ঙ্গ, ভেলা, চিতামূল, বচ, ত্রিকটু, মুতা ও সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা, এইসকল দ্রব্যের কাথের সহিত যথানিয়মে /৪ চারি সের ঘৃত পাক করিয়া, তাহাতে ৩০ ত্রিশ পল চিনি, ৬ ছয় পল বংশলোচন, এবং /৮ আট সের মধু প্রক্ষেপ দিয়া মিশ্রিত করিবে। প্রত্যহ প্রাতঃকালে এই ঘৃত উপযুক্তমাত্রায় পান করিয়া দুগ্ধ অনুপান করিতে হয়। ইহাদ্বারা যক্ষ্মা, পাণ্ডু, ভগন্দর, শ্বাস, স্বরভেদ, কাচ (নেত্ররোগবিশেষ), হৃদ্রোগ, প্লীহা, গুল্ম ও গ্রহণীরোগ বিনষ্ট হয়। ইহা মেধাজনক, বলকর, আয়ুর্ব্বর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকর এবং রসায়ন।

রসোনযোগ, নাগবলাযোগ, পিপ্পলীযোগ অথবা শিলাজতুযোগ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে, ক্ষয়রোগ প্রশমিত হয়। ছাগবিষ্ঠা, ছাগমূত্র, ছাগদুগ্ধ, ছাগঘৃত, ছাগরক্ত, ছাগমাংস এবং ছাগের বাসস্থান সেবন করিলে, শোষরোগে বিশেষ উপকার হয়।

স্বরভেদাদি যক্ষ্মারোগোক্ত উপদ্রবসমূহে সেই সেই রোগের বিধানানুসারে চিকিৎসা করিবে।

শোক, ক্রোধ, অসূয়া ও স্ত্রীসহবাস প্রভৃতি যক্ষ্মারোগীর পরিত্যাগ করা আবশ্যক। মনের অনুকূল, উদারবিষয়সমূহের সেবা, দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু ও বৈদ্যগণের অর্চ্চনা এবং পুণ্যবাক্যের শ্রবণ যক্ষ্মারোগে হিতকর।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

গুল্মরোগ-চিকিৎসা।

নিদান ও স্বরূপ।—স্ব স্ব প্রকোপ-কারণসমূহ দ্বারা বাতাদি দোষ কুপিত হইয়া, কোষ্ঠে গমনপূর্ব্বক গুল্মরোগ উৎপাদন করে। হৃদয় ও বস্তির মধ্যভাগে সঞ্চরণশীল বা অচল, এবং কখনও পুষ্ট, কখন বা অপুষ্ট যে গোলাকার গ্রন্থি অনুভূত হয়, তাহাই গুল্ম। গুল্মের আশ্রয়স্থান পাঁচটী; যথা—দুই পার্শ্ব, হৃদয়, নাভি ও বস্তি। গুল্মও পাঁচপ্রকার; যথা—বাতজ, কফজ, পিত্তজ, ত্রিদোষজ ও রক্তজ। গুল্মে এইরূপে দোষের প্রভেদ থাকিলেও, সকল গুল্মেরই মূলীভূত কারণ—বায়ু।

পূর্ব্বরূপ।—গুল্মরোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে গাত্রের অবসাদ, অগ্নিমান্দ্য, আটোপ (উদরে বেদনা ও গুড় গুড় শব্দ), অন্ত্রকূজন, মলমূত্র ও বায়ুর নিরোধ, অতিতৃপ্তিপূর্ব্বক আহারে অসহনীয়তা, অন্নে বিদ্বেষ এবং বায়ুর ঊর্দ্ধগতি, এইসকল লক্ষণ লক্ষিত হয়।

লক্ষণ।—যে গুল্মে হৃদয়ে শূলবৎ বেদনা, কুক্ষিশূল, মুখশোষ, কণ্ঠশোষ, বায়ুর নিরোধ, অগ্নিবৈষম্য এবং অন্যান্য বায়ুবিকার উপস্থিত হয়, তাহাকে বাতজ-গুল্ম কহে। পিত্তজ-গুল্মে স্বেদ, জ্বর, আহারের বিদাহ, দাহ, তৃষ্ণা, অঙ্গের রক্তবর্ণতা, মুখে কটু আস্বাদ এবং অন্যান্য পিত্তবিকার উপস্থিত হয়। স্তৈমিত্য, অন্নে অরুচি, অবসাদ, বমি, লালাস্রাব, মুখে মধুর

আস্বাদ, এবং অন্যান্য কফজ বিকার লক্ষিত হয়। ত্রিদোষজ-গুল্মে তিন-দোষেরই লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায়। ত্রিদোষজ গুল্ম অসাধ্য।

রক্তজ গুল্ম।—প্রসবের পরে বা অপক্ব গর্ভস্রাবের পরে কিংবা ঋতুকালে, অহিতজনক আহারবিহারাদি করিলে, বায়ু কুপিত হইয়া রজোরক্ত আশ্রয় করে, এবং গর্ভাশয়মধ্যে গুল্ম উৎপাদন করে। ইহাতে অত্যন্ত বেদনা, দাহ ও পিত্তজ-গুল্মের অন্যান্য লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায়; ইহা ব্যতীত ঋতুরোধ, মুখের পাণ্ডুবর্ণতা, স্তনাগ্রের কৃষ্ণবর্ণতা, স্তনের পীনত্ব ও বিবিধদ্রব্য-ভোজনে আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি গর্ভলক্ষণসমূহও উপস্থিত হইয়া থাকে। গর্ভ-লক্ষণের সহিত ইহার প্রভেদ এই যে, হস্ত-পদাদি অঙ্গবিশেষ দ্বারা গর্ভ স্পন্দিত হয়; কিন্তু ইহাতে সম্পূর্ণ পিণ্ডটী স্পন্দিত হইয়া থাকে এবং স্পন্দন-কালে বেদনা অনুভূত হয়; বিশেষতঃ গর্ভের ন্যায় ইহাতে উদরের বৃদ্ধি হয় না।

চিকিৎসা-কাল।- সকল গুল্মেই রোগ প্রকাশ পাইবামাত্র চিকিৎসা কর্ত্তব্য। কেবল রক্তগুল্মে দশমাসের পরে চিকিৎসা করা উচিত। এরূপ দশমাস বিলম্বের ফলে গর্ভাশঙ্কাও দূরীভূত হয়; বিশেষতঃ এই গুল্ম পুরাতন হইলেই সুখসাধ্য হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—রোগীর অবস্থা বিবেচনা পূর্ব্বক রক্তগুল্মে স্নেহপান, স্নেহ-বিরেচন, নিরূহণ ও অনুবাসন প্রয়োগ করিবে। পিত্তজগুল্মে কাকোল্যাদি-ঘৃত পান করাইয়া স্নিগ্ধ করাইবে; তৎপরে মধুর-যোগদ্বারা বিরেচন ও নিরূহণ ব্যবস্থা করিবে; কফজ-গুল্মে পিপ্পল্যাদি-ঘৃতদ্বারা স্নিগ্ধ করিয়া তীক্ষ্ণ-বিরেচন ও নিরূহণ প্রযোজ্য। ত্রিদোষজ-গুল্মে ত্রিদোষনাশক চিকিৎসা করিতে হইবে। রক্তগুল্মে পিত্তগুল্মের ন্যায় চিকিৎসা কর্ত্তব্য; বিশেষতঃ তাহাতে পলাশের ক্ষারজলের সহিত ঘৃত পাক করিয়া, সেই ঘৃত পান করাইবে; পিপ্পল্যাদি-ঘৃতের উত্তর-বস্তি প্রয়োগ করিবে, এবং উষ্ণবীর্য্য দ্রব্য প্রয়োগ পূর্ব্বক রক্তস্রাব করাইবে। রক্তস্রাবের পরে প্রদর-রোগের ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

অনুবাসন।—আনূপ ও জলচর জীবের মজ্জা ও বসা, এবং তৈল, ঘৃত ও দধি, এইসকল দ্রব্য বাতঘ্ন-দ্রব্যের সহিত পাক করিয়া [illegible]

সেইসকল পদার্থের অনুবাসন দিবে। জাঙ্গল ও একশফ (অখণ্ডিতখুরবিশিষ্ট) জীবের বসা ও ঘৃত, পিত্তঘ্ন দ্রব্যের সহিত পাক করিয়া, সেই স্নেহপদার্থ দ্বারা পিত্তজ-গুল্মে অনুবাসন দিবে। জাঙ্গল-প্রাণীর মজ্জা ও তৈল কফঘ্ন-দ্রব্যের সহিত পাক করিয়া, কফজ-গুল্মে তাহার অনুবাসন প্রয়োগ করিবে।

ঘৃত।—আমলকীর স্বরস এবং পঞ্চকোল ও যবক্ষারের কল্কসহ যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া, সেই ঘৃত, চিনি ও সৈন্ধবের সহিত বাতগুল্মরোগীকে পান করাইবে।

চিত্রকাদ্য ঘৃত।—চিতামূল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধব, কৃষ্ণজীরা, চই, দাড়িম, যমানী, পিপুলমূল, বনযমানী, হবুষ ও ধনিয়া; এইসকলের কল্ক, এবং দধি, কাঁজি, কুলের কাথ ও মূলার স্বরস, এইসমুদায়ের সহিত যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া পান করাইবে। ইহাদ্বারা বাতজগুল্ম, অগ্নিমান্দ্য, আটোপ ও শূল নিবারিত হয়।

হিঙ্গ্বাদ্যঘৃত।—হিং, সচল লবণ, কৃষ্ণজীরা, বিট্‌লবণ, দাড়িম, যমানী, কুড়, পিপুল, মরিচ, ধনিয়া, অম্লবেতস, যবক্ষার, চিতামূল, শঠী, বচ, বনযমানী, এলাইচ ও তুলসী, এইসকলের কল্ক এবং দধির সহিত যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া সেবন করাইলে, বাতগুল্ম, শূল ও আনাহরোগ নিবারিত হয়।

দাধিক ঘৃত।—বিট্‌লবণ, দাড়িম, সৈন্ধবলবণ, চিতামূল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, জীরা, হিং, সচল-লবণ, যবক্ষার, কুড়, তেঁতুল ও অম্লবেতস, এইসকলের কল্ক এবং টাবানেবুর রস ও ঘৃতের চতুর্গুণ দধির সহিত ঘৃত পাক করিয়া সেবন করাইলে, বাতগুল্ম, হৃদয়শূল ও প্লীহশূল বিনষ্ট হয়।

রসোনাদি।—রসুনের স্বরস, মহৎ-পঞ্চমূলের কাথ, সুরা, কাঁজি, দধি ও মূলার স্বরস, এবং শুঁঠ, পিপুল, দাড়িম, তেঁতুল, যমানী, চই, সৈন্ধব, হিং, অম্লবেতস, কৃষ্ণজীরা, এইসকলের কল্কসহ যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে, গুল্ম, গ্রহণী, অর্শ, শ্বাস, উন্মাদ, ক্ষয়, জ্বর, কাস, অপস্মার, অগ্নিমান্দ্য, প্লীহা, শূল ও বায়ুবিকার প্রশমিত হয়।

দধি, সৌবীরক, কাঁজি, মুগের কাথ ও কুলত্থের কাথ;—প্রত্যেক ১ এক [illegible] সের), এবং সৌবর্চ্চললবণ, সর্জ্জিকাক্ষার, দেবদারু ও সৈন্ধব,—

প্রত্যেক ২ দুই পল; এইসকলের সহিত এক আঢ়ক (ষোলসের) ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত বাতগুল্মনাশক ও অগ্নির উদ্দীপক।

তৃণপঞ্চমূলের কাথ ও জীবনীয়গণের কল্কসহ, অথবা ন্যগ্রোধাদিগণের কিংবা উৎপলাদিগণের কাথসহ ঘৃত পাক করিয়া পান করিলে, রক্তজ ও পিত্তজ গুল্ম নিবারিত হয়।

আরগ্বধাদিগণের কাথ ও দীপনীয়গণের কল্কসহ, অথবা ক্ষারবর্গ বা মূত্রবর্গের সহিত ঘৃত পাক করিয়া, কফজ-গুল্মে সেইসকল ঘৃত সেবন করাইবে। ত্রিদোষজ-গুল্মে যে যে দোষের অধিক প্রকোপ লক্ষিত হইবে, সেই সেই দোষনাশক ঘৃত প্রয়োগ করিতে হইবে।

হিঙ্গ্বাদি চূর্ণ, প্লীহানাশক ঘৃত, এবং অবস্থাবিশেষে ত্রৈবৃক-ঘৃতও গুল্ম-রোগে প্রযোজ্য। সর্জ্জিক্ষার, কুড় ও কেতকীক্ষার, তৈলের সহিত পান করিলে, অথবা সর্জ্জিক্ষার, কুড় ও সৈন্ধব ঈষদুষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে, বাতগুল্ম প্রশমিত হয়।

পানীয়ক্ষার।—তিল, কুলেখাড়া, পলাশ, সর্ষপনাল, যবনাল, ও শুষ্ক মূলা,—এইসকল দ্রব্যের ক্ষার,—ছাগ, মেষ, গর্দ্দভ, হস্তী ও মহিষ, ইহাদের মূত্রে গুলিয়া, ২১ একুশবার ছাঁকিয়া লইবে। তৎপরে সেই ক্ষারের সহিত কুড়, সৈন্ধব, যষ্টিমধু, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ ও যমানী,—ইহাদের চূর্ণ ১ এক পল এবং সামুদ্রলবণ ১০ দশপল মিলিত করিয়া, লৌহপাত্রে মৃদু-অগ্নিতে পাক করিবে। লেহবৎ ঘন হইলে নামাইয়া রাখিবে। এই ক্ষার উপযুক্তমাত্রায় দধি, সুরা, ঘৃত, কাঁজি, উষ্ণজল বা কুলখের কাথ সহ পান করিলে, গুল্ম ও বাতবিকৃতি প্রশমিত হয়।

অরিষ্ট।—শ্বেত পুনর্নবা, শ্বেত-এরণ্ডমূল, রক্তপুনর্নবা, বৃহতী, কণ্টকারী, ও চিতামূল, এইসকল দ্রব্য সমুদায়ে ১০০ একশত পল, ১ এক দ্রোণ (৬৪ সের) জলে পাক করিয়া চতুর্থাংশ (১৬ সের) অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। একটী কলসের অভ্যন্তরে পিপুল, চিতামূল ও মধু লেপন করিয়া, সেই কলসে ঐ কাথ রাখিবে, এবং তাহাতে মধু ৴৪ চারি সের ও হরীতকীচূর্ণ আট পল (৴১ সের) নিক্ষেপ করিয়া দশদিন তুষ-রাশির মধ্যে রাখিয়া দিবে। ভুক্তান্ন পরিপাকের পরে এই অরিষ্ট

মাত্রায় পান করিতে দিবে। ইহাদ্বারা গুল্ম, অপরিপাক ও অরুচি রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

আকনাদী, দন্তীমূল, হরিদ্রা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, চিতামূল, সৈন্ধব ও ইন্দ্রযব, এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত পরিমাণে গুড়ের সহিত সেবন করিতে দিবে। অথবা ঐসকল চূর্ণ ও হরীতকী গোমূত্রের সহিত পাক করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। অভুক্ত অবস্থায় এই গুড়িকা সেবন করিলে, গুল্ম প্লীহা, অগ্নিমান্দ্য, হৃদ্রোগ, গ্রহনী-দোষ ও কষ্টসাধ্য পাণ্ডুরোগ প্রশমিত হয়।

গুল্ম অধিক উন্নত ও অচল হইলে, এবং তাহাতে দাহ, পাক ও বেদনা থাকিলে, শিরামোক্ষণ বা জলৌকাপ্রয়োগ দ্বারা রক্তমোক্ষণ করা আবশ্যক। গুল্মরোগে জাঙ্গল-জীবের মাংসরস, ঘৃত, সৈন্ধব ও ত্রিকটুসংযুক্ত করিয়া, ঈষদুষ্ণ পান করিলে উপকার হয়। বায়ুনাশক দ্রব্যের সহিত পেয়া পাক করিয়া এবং কুলত্থের যূষ ঘৃতাদি দ্বারা সংস্কৃত করিয়া ও পঞ্চমূলের সহিত খড়যূষ প্রস্তুত করিয়া গুল্মরোগীকে পান করিতে দিবে।

গুল্মরোগীর মল ও বায়ু বদ্ধ থাকিলে, আদার রস মিশ্রিত দুগ্ধপান হিতকর। গুল্মস্থানে কুম্ভীকস্বেদ, পিণ্ডস্বেদ বা ইষ্টকস্বেদ প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয়। গুল্মরোগী স্বভাবতঃই দুর্ব্বিরেচ্য; অতএব তাহাদিগকে প্রথমতঃ স্নেহপ্রয়োগ দ্বারা স্নিগ্ধ ও স্বেদপ্রয়োগ দ্বারা স্বিন্ন করিয়া, তৎপরে বিরেচন প্রয়োগ করিতে হয়। ইহা ভিন্ন প্রলেপ, অভ্যঞ্জন, দহন, ঈষদুষ্ণ উপনাহ, ও শাম্বণ-স্বেদ, উদর-রোগোক্ত ঘৃত, চূর্ণ ও বর্ত্তিক্রিয়া এবং উদরাময়োক্ত লবণ-সমূহ প্রয়োগ করা আবশ্যক। বায়ু ও মল বদ্ধ থাকিলে, সামুদ্রলবণ, আদা, সর্ষপ ও মরিচ, এইসকল দ্রব্যের বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া গুহ্যদ্বারে প্রবেশ করাইয়া দিবে। দন্তীমূল, চিতামূল, এবং বায়ুনাশক অন্যান্য দ্রব্যদ্বারা অরিষ্ট প্রস্তুত করিয়া তাহাও পান করাইবে। ডহরকরঞ্জ ও সোন্দালের পল্লব ঘৃতে ভাজিয়া ভোজন করিতে দিবে। গুল্মরোগীর ঊর্দ্ধবায়ুর প্রকোপ থাকিলে তাহাকে নিরূহণ প্রয়োগ করা উচিত নহে। তেউড়ীমূল ও শুঁঠ, অথবা পুরাতন গুড় ও হরীতকী, কিংবা গুগ্‌গুলু, দন্তীমূল, সৈন্ধব ও বচ, এইসকল [illegible] বিবেচনা করিয়া গোমূত্র, মদ্য, দুগ্ধ ও দ্রাক্ষারসের সহিত

সেবন করাইবে। এইরূপ পীলুফল ও সৈন্ধব-লবণ মস্তাদির সহিত পেষণ করিয়া সেবন করিতে দিবে। পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল ও সৈন্ধব-লবণের সহিত সুরা পান করাইলেও শীঘ্র গুল্ম নিবারিত হয়। মল ও বায়ু বদ্ধ থাকিলে, দুগ্ধের সহিত যব, অথবা অধিক স্নেহ ও লবণ মিশ্রিত কুল্মাষ (যবকৃত খাদ্যবিশেষ) ভোজন করিতে দিবে।

গুল্মের উপদ্রব।—গুল্মরোগে বিবিধ উপদ্রব ঘটিয়া থাকে। শূল-রোগের কারণ সেবিত হইলে শূল উপস্থিত হয়; তাহাতে রোগী শূলনিখাতবৎ যন্ত্রণা অনুভব করে; এবং মল-মূত্রের নিরোধ, শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, কঠিনাঙ্গতা, তৃষ্ণা, দাহ, ভ্রম ও ভুক্তপদার্থের অম্লপাক ঘটিলে, শূলের বৃদ্ধি, রোমহর্ষ, অরুচি, বমন, অঙ্গের জড়তা প্রভৃতি বাতাদি-দোষের আধিক্য অনুসারে অন্যান্য লক্ষণ-সমূহ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

হরীতকী, সৈন্ধব, সৌবর্চ্চল, বিট্‌লবণ, যবক্ষার, হিং, ধনিয়া, পুষ্করমূল, যমানী, হরিদ্রা, বিড়ঙ্গ ও অম্লবেতস; ভূমিকুষ্মাণ্ড, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, শতমূলী, পানিফল, গুড়শর্করা (গাঙ্গেয়ীফল), গাম্ভারীফল, যষ্টিমধু, ফলসা-ফল ও চন্দন; এবং বচ, আতইচ, দেবদারু, হরীতকী, মরিচ, ইন্দ্রযব, পিপুল-মূল, চই, শুঁঠ, যবক্ষার ও চিতামূল—এই তিনটী যোগ যথাক্রমে বাতজ, পিত্তজ ও কফজ গুল্মে, উষ্ণ-অম্ল-কাঁজি, উষ্ণদুগ্ধ ও উষ্ণজলের সহিত প্রয়োগ করিবে। দ্বিদোষজ বা ত্রিদোষজ গুল্মে ঐ সকল যোগ মিলিতভাবে প্রয়োগ করা আবশ্যক।

বাতজ-গুল্মে পরিষেক, অবগাহন, প্রলেপ, অভ্যঙ্গ ও পথ্যভোজন; পিত্তজ-গুল্মে শীতলজলপূর্ণ-পাত্রধারণ; এবং কফজ-গুল্মে বমন, উন্মর্দ্দন, স্বেদ, উপবাস ও কফক্ষয়কারক ক্রিয়াসমূহ কর্ত্তব্য।

অপথ্য।—শুষ্কমাংস, মূলা, মৎস্য, শুষ্কশাক; বৈদল (দাল), আলু, এবং মধুরফলসকল গুল্মরোগে অনিষ্টকর।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

— :: —

শূলরোগ-চিকিৎসা।

নিদান।—বাত মূত্র-পুরীষের বেগধারণ, অতিভোজন, অপক্কদ্রব্য ভোজন, অধ্যশন (পূর্ব্বের আহার জীর্ণ হইতে না হইতে পুনর্ব্বার ভোজন), অধিক পরিশ্রম, বিরুদ্ধ-অন্নভোজন, ক্ষুধার সময়ে জলপান, অঙ্কুরিত শস্য ভোজন, পিষ্টান্ন ভোজন, শুষ্ক-মাংস ভোজন এবং এইরূপ অন্যান্য অপথ্য ভোজনাদি কারণে বায়ু কুপিত হইয়া কোষ্ঠে অত্যন্ত শূল উৎপাদন করে। ইহাতে মানব বেদনা-পীড়িত হয় এবং তাহার নিশ্বাস অবরুদ্ধ হইয়া আইসে। এই রোগে শূল-নিখাত-বৎ তীব্র বেদনা হয় বলিয়া, ইহা শূলরোগ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

লক্ষণ।—অভুক্ত অবস্থায় শূলের বেগ উপস্থিত হইলে এবং তাহাতে গাত্রের স্তব্ধতা, শ্বাসকৃচ্ছ্রতা ও কষ্টে বাত-মূত্র-পুরীষের নির্গম প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে, তাহা বাতজ শূল নামে নির্দ্দেশ করা হয়। শূলরোগে তৃষ্ণা, দাহ, মত্ততা ও মূর্চ্ছা প্রকাশ পায়। যে শূলের বেগ অত্যন্ত তীব্র এবং যাহাতে শীতল পদার্থের উপসেবার আকাঙ্ক্ষা হয় ও শীতল-সেবনে যাহার উপশম হয়, তাহাকে পিত্তজ শূল কহে। যে শূলরোগে বেদনার সময়ে বমনভাব উপস্থিত হয়, এবং কোষ্ঠের অতিপূর্ণতা ও গাত্রের অত্যন্ত গুরুত্ব বোধ হয়, তাহাকে কফজ শূল বলা যায়। বাতজাদি সকললক্ষণবিশিষ্ট শূল সান্নিপাতিক শূল নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সান্নিপাতিক শূল অসাধ্য।

চিকিৎসা।—বায়ু আশুকারী; এইজন্য বাতজ শূলরোগে স্বেদপ্রয়োগ দ্বারা শীঘ্র বায়ুর শান্তি করা আবশ্যক। পায়স, খিচুরি বা স্নিগ্ধ মাংসপিণ্ডদ্বারা স্বেদপ্রয়োগ হিতকর। বাতজ-শূলে তেউড়ীর শাক অথবা ডহর-করঞ্জের পল্লব তৈলে ভাজিয়া তাহার সহিত স্নিগ্ধ ও উষ্ণভোজ্য ভোজন করিতে দিবে। জাঙ্গল-পক্ষীর অথবা বিলেশয়-জন্তুর মাংসরস ঘৃতসংস্কৃত করিয়া ভোজন করিতে দিবে। সৌবীরক, শুক্ত, মস্তু (দধির মাৎ), উদশ্বিৎ (তক্র) ও দধি, কাল-লবণের

সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে। দাড়িমাদি-অম্লসংযুক্ত কুলথের যূষ এবং ঘৃত-সংস্কৃত ও সৈন্ধব মরিচ-সংযুক্ত লাবকী-যূষ বাতজ শূলের উপশমকারক।

বিড়ঙ্গ, শিগ্রু (সজিনা), কমলাগুড়ি, হরীতকী, শ্যামামূল, তেউড়ী, অম্লবেতস (থৈকল), সুরসা, তুলসী, অশ্বকর্ণ (শালবিশেষ) ও সৌবর্চ্চল-লবণ; এইসকল দ্রব্য মদ্যের সহিত সেবন করিলে, বাতজ শূল শীঘ্র প্রশমিত হয়। পৃথ্বিকা (কৃষ্ণজীরা), জীরা, চই, যমানী, ত্রিকটু, চিতামূল, পিপুল, পিপুলমূল ও সৈন্ধব, এই সকলের চূর্ণ দুগ্ধের সহিত অথবা কাম্বলিক-যূষের সহিত কিংবা মদ্যাসব, চুক্র, সুরা, সৌবীরকের সহিত সেবন করিতে দিবে। অথবা ঐসকলের চূর্ণ মাতুলুঙ্গের রস ও কুলের যূষ দ্বারা পুনঃ পুনঃ ভাবিত করিয়া, তাহার সহিত হিং ও চিনি মিশ্রিত করতঃ সেবন করিতে দিবে। কিংবা ঐসকলের চূর্ণ দাড়িমসারের সহিত মর্দ্দন করিয়া, তাহার বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে এবং সেই বর্ত্তি গুড় ও তৈলের সহিত লেহন করাইলে বা মদ্যের সহিত পান করাইলে, বাতজ শূল আশু প্রশমিত হয়। বুভুক্ষাকালে শূল উপস্থিত হইলে, উষ্ণ দুগ্ধ, যবাগূ ও স্নিগ্ধ মাংসরসসহ লঘুপাক সন্তর্পণভোজ্য প্রদান করিবে; বাতজ-শূলরোগী রুক্ষ হইলে, তাহাকে স্নিগ্ধদ্রব্য ব্যবস্থা করিবে; বিশেষতঃ সুসংস্কৃত ঘৃতপূর (খাদ্যবিশেষ) এবং বারুণী-মদ্য তাহাকে প্রদান করা আবশ্যক।

পিত্তশূলে শীতল জল পান করাইয়া বমন করাইবে। সকলপ্রকার উষ্ণ-সেবা পরিত্যাগ করিবে। শীতল বিষয়সমূহের সেবা করিবে। মণিময়, রৌপ্যময় বা তাম্রময় পাত্রপূর্ণ করিয়া শূলের উপর অর্থাৎ উদরের উপরে স্থাপন করিবে। গুড়, শালিধান্যের অন্ন, যব, দুগ্ধ, ঘৃতপান, বিরেচন জাঙ্গল-মাংসরস এবং পিত্তনাশক মাংসরসই পিত্তজ-শূলে হিতকর। পিত্তবর্দ্ধক বিষয়-সমূহ ইহাতে পরিত্যাগ করা আবশ্যক। পলাশ বা ধন্বন-বৃক্ষের কাথসহ যূষ পাক করিয়া, তাহা চিনিমিশ্রিত করিয়া পান করাইবে। ফল্‌সা, দ্রাক্ষা, খর্জ্জুর ও জলজ পত্র চিনির সহিত সেবন করিলে, পিত্তজশূল প্রশমিত হয়।

ভোজন করিবামাত্র শ্লেষ্মজ-শূলের প্রকোপ হইয়া থাকে। তাহাতে পিপুলের কাথ পান করাইয়া বমন করান আবশ্যক। রুক্ষ স্বেদ এবং উষ্ণক্রিয়াসমূহ ইহাতে হিতকর। পিপুল ও শুঁঠের কাথ শ্লেষ্মজ শূলে বিশেষ উপকারী। আকনাদী, বচ, ত্রিকটু ও কটুকী, এইসকলের চূর্ণ অথবা চিতামূলের চূ-

তুলসীর কল্ক সেবন করাইবে। এরণ্ডের ফল ও মূল, গোক্ষুরমূল, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, শৃগালবিন্না (চাকুলেবিশেষ), বেড়েলা, মাষাণী, মুগানী, কুলেখাড়ার মূল এইসকল দ্রব্য সমুদায়ে এক শত পল (১২॥০ সাড়ে বার সের) ৬৪ চৌষট্টি সের জলে সিদ্ধ করিয়া, ১৬ ষোল সের থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। এই কাথ উপযুক্ত মাত্রায় যবক্ষারের সহিত পান করিলে, বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ ও সান্নিপাতিক,—সর্ব্ববিধ শূলরোগ নিবারিত হয়। পিপুল, সর্জ্জিক্ষার, যব, চিতামূল ও বেণামূল,—এইসকলের ভস্ম উষ্ণজলের সহিত পান করিলে, শ্লেষ্মজ-শূল নিবারিত হইয়া থাকে।

পার্শ্বশূল।—কুপিত শ্লেষ্মা কুক্ষিপার্শ্বে অবস্থিত হইয়া বায়ুকে সংরুদ্ধ করিলে, উদরে আধ্মান ও গুড় গুড় শব্দ উৎপন্ন হয়, সূচীবিদ্ধের ন্যায় যন্ত্রণা হইতে থাকে, শ্বাসকৃচ্ছ্রতা উপস্থিত হয়; এবং রোগী আহার-নিদ্রায় অসমর্থ হইয়া পড়ে। ইহাকেই পার্শ্বশূল কহে। ইহা কফ-বাতজ ব্যাধি।

চিকিৎসা।—পুষ্করমূল, হিং, সৌবর্চ্চল লবণ, বিট্‌লবণ, সৈন্ধবলবণ, ধনিয়া ও হরীতকী, এইসকলের চূর্ণ, যবের কাথের সহিত পান করাইবে। ইহাদ্বারা পার্শ্বশূল, হৃৎশূল, ও বস্তিশূল নিবারিত হয়। প্লীহোদরোক্ত ঘৃত অথবা হিং-মিশ্রিত কেবল ঘৃত পান করাইবে। টাবানেবু দুগ্ধসহ সিদ্ধ করিয়া পান করিতে দিবে। মদ্য, দধির মাত, দুগ্ধ ও মাংসরসের সহিত এরণ্ড তৈল পান করাইবে এবং দুগ্ধ বা জাঙ্গলমাংসের রসের সহিত অন্নাদি পথ্য প্রদান করিবে।

কুক্ষিশূল।—কুক্ষিদেশে বায়ু প্রকুপিত হইয়া অগ্নিমান্দ্য, বিষ্টম্ভ ও অপরিপাক উৎপাদন করিলে, এবং কুক্ষিদেশের বেদনায় রোগী অস্থির হইয়া উঠিলে, তাহাকে কুক্ষিশূল বলা যায়। বায়ু ও অন্নদোষ হইতে এই রোগ উৎপন্ন হয়।

চিকিৎসা।—বমন, উপবাস, আমপাচক দ্রব্যসেবন এবং অম্ল ও অগ্নিবর্দ্ধক দ্রব্যসহ সিদ্ধ পেয়াদির পান,—এইগুলি কুক্ষিশূলের সাধারণ চিকিৎসা। শুঁঠ, যমানী, চই, হিং, সৌবর্চ্চল ও বিট্‌লবণ, টাবানেবুর বীজ, বীজ-তাড়কবীজ, এরণ্ডের বীজ, বৃহতীবীজ ও কণ্টকারী বীজ, এইসকল দ্রব্যের কাথ পান করিলে, কুক্ষিশূল প্রশমিত হয়। বচ, সৌবর্চ্চল লবণ, হিং, কুড়, আতইচ, হরীতকী ও ইন্দ্রযব, এইসকল দ্রব্যসেবনে কুক্ষিশূল সদ্য প্রশমিত হয়। দোষের

বলাবল বিবেচনা পূর্ব্বক বিরেচন, স্নেহবস্তি ও নিরূহণ প্রয়োগদ্বারা দোষের নির্হরণ করা আবশ্যক। উপযুক্ত উপনাহ, স্নেহস্বেদ এবং কাঁজির পরিষেক ইহাতে উপকারী।

হৃৎ-শূল।—কফ ও পিত্তকর্তৃক অবরুদ্ধ বায়ু, রসের সহিত সংযুক্ত হইয়া হৃদয়ে অবস্থান পূর্ব্বক প্রবল শূল উৎপাদন করিলে, তাহাই হৃৎশূল নামে অভিহিত হয়। রস ও বায়ু-কর্তৃক এই রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাতে হৃদ্রোগের ন্যায় চিকিৎসা করিতে হইবে।

বস্তিশূল। মল-মূত্রের অবরোধ বশতঃ বায়ু কুপিত হইয়া, বস্তিদেশে, বঙ্ক্ষণস্থানে ও নাভিদেশে যে শূল উৎপাদন করে, তাহাকেই বস্তিশূল কহে। ইহাতে মল, মূত্র ও বায়ুর বিবদ্ধতা উপস্থিত হয়। বস্তিশূল বাতজ ব্যাধি।

মূত্রশূল —কুপিত বায়ু মূত্রকে অবরুদ্ধ করিলে, নাভিদেশে, বঙ্ক্ষণে, পার্শ্বে ও কুক্ষিতে যে শূল উপস্থিত হয়, তাহাকে মূত্রশূল কহে। ইহাতে মেঢ়্রদেশে মর্দ্দিত হওয়ার ন্যায় যন্ত্রণা হয়। ইহাও বাতজ ব্যাধি।

পুরীষশূল। রুক্ষ-আহারসেবী ব্যক্তির বায়ু কুপিত হইয়া, মলরোধ, অগ্নিমান্দ্য এবং বাম বা দক্ষিণ কুক্ষিতে তীব্র শূল উৎপাদন করে। সেই শূল শীঘ্রই সশব্দে কুক্ষির সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয়; অত্যন্ত পিপাসা, ভ্রম ও মূর্চ্ছা উপস্থিত হয় এবং রোগী মলমূত্র ত্যাগ করিয়াও শান্তিলাভ করিতে পারে না। ইহাই পুরীষশূল নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—বস্তিশূল, মূত্রশূল ও পুরীষ-শূলরোগে শীঘ্রই দোষ নির্হরণ করা আবশ্যক। ইহাতে স্বেদ, বমন, স্নেহবস্তি এবং উদাবর্ত্তনাশক ক্রিয়া প্রয়োগ করা আবশ্যক।

অগ্নিমান্দ্যাবস্থায় অতিরিক্ত ভোজন করিলে, তাহা পরিপাক প্রাপ্ত না হইয়া বায়ুকে আবরণ করে ও কোষ্ঠে স্তব্ধীভূত হইয়া থাকে। সেই অপরিপক্ব অন্ন কোষ্ঠে অত্যন্ত তীব্রশূল, মূর্চ্ছা, আধ্মান, বিদাহ, উৎক্লেশ ও বিলম্বিকা রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে। এইরূপ শূলরোগে রোগীর বমন, বিরেচন, কম্প ও মূর্চ্ছা উপস্থিত হয়। ইহাতে শূলনাশক ক্ষারচূর্ণ ও গুড়িকা এবং গুল্মরোগোক্ত ক্রিয়া-সকল প্রযোজ্য।

বিংশ অধ্যায়।

—:•:—

হৃদ্রোগ-চিকিৎসা।

নিদান ও সম্প্রাপ্তি।—মল-মূত্রাদির বেগধারণ, উষ্ণ ও রুক্ষ অন্নের অতিসেবন, বিরুদ্ধ-ভোজন, অধ্যশন এবং অজীর্ণ ও অসাত্ম্য দ্রব্যভোজন, এই-সকল কারণে বাতাদি-দোষসকল কুপিত হইয়া, হৃদয়ে অবস্থানপূর্ব্বক তত্রস্থ রসকে দূষিত করে; তাহাতে হৃদয়ে নানাপ্রকার বেদনা উপস্থিত হয়। তাহাই হৃদ্রোগনামে অভিহিত হইয়া থাকে। হৃদ্রোগ পাঁচ প্রকার:—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ত্রিদোষজ ও ক্রিমিজাত।

লক্ষণ।—বাতজ হৃদ্রোগে হৃদয় যেন রজ্জু প্রভৃতি দ্বারা আকৃষ্ট, সূচী-দ্বারা বিদ্ধ, দণ্ডদ্বারা মথিত, শস্ত্রদ্বারা দ্বিধাকৃত, শলাকাদ্বারা স্ফুটিত এবং কুঠার-দ্বারা পাটিত হইতেছে, এইরূপ যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। পিত্তজ হৃদ্রোগে, তৃষ্ণা, সন্তাপ, দাহ, চূষণবৎ পীড়া, হৃদয়ের গ্লানি, কণ্ঠাদি হইতে ধূম-নির্গমের ন্যায় অনুভব, মূর্চ্ছা, ঘর্ম্ম ও মুখশোষ উপস্থিত হয়। কফজ হৃদ্রোগে দেহের গুরুতা, কফ-স্রাব, অরুচি, জড়তা, অগ্নিমান্দ্য ও মুখের মধুরতা উপস্থিত হইয়া থাকে। ত্রিদোষজ হৃদ্রোগে বাতজাদি হৃদ্রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়; উৎক্লেশ, কফাদির ষ্ঠীবন, সূচীবেধবৎ যন্ত্রণা, হৃদয়ে শূল, হৃদয়স্থ-রসের উদ্গিরণ ও অন্ধকারদর্শন,—এইসকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। ত্রিদোষজ হৃদ্রোগে তিল, ক্ষীর ও গুড়াদি অপথ্য ভোজন করিলে, হৃদয়ের কোনস্থানে একটী গ্রন্থি উৎপন্ন হয়; পরে সেই গ্রন্থি হইতে রস ও ক্লেদ নির্গত হইতে থাকে এবং সেই ক্লেদ হইতে ক্রিমি উৎপন্ন হয়। তখন তাহাতে তীব্রবেদনা, কণ্ডু, অরুচি, শ্যাবনেত্রতা ও শোথ, এই কয়েকটী লক্ষণ উপস্থিত হয়। ইহাই ক্রিমিজ হৃদ্রোগ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

উপদ্রব।—সকলপ্রকার হৃদ্রোগেই গাত্রঘূর্ণন, ক্লান্তি, অবসাদ ও শোষ এইসকল উপদ্রব উপস্থিত হইতে পারে।

চিকিৎসা।—বাতজ হৃদ্রোগে প্রথমতঃ রোগীকে স্নিগ্ধ করিবে; তৎপরে স্নেহ ও লবণ-মিশ্রিত দশমূল-ক্বাথ পান করাইয়া বমন করাইবে। বমন দ্বারা দেহ বিশুদ্ধ হইলে, পিপুল, বড়-এলাচ, বচ, হিং, যবক্ষার, সৈন্ধব, সৌবর্চ্চল, শুঁঠ ও যমানী, এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ, টাবানেবুর রস, কাঁজি, কলায়ের যূষ, দধি, মদ্য, আসব ও চারিপ্রকার স্নেহপদার্থ,—এইসকলের মধ্যে কোন একটী পদার্থের সহিত পান করাইবে। ঘৃতসংস্কৃত জাঙ্গলমাংসের রসসহ পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্ন পথ্য প্রদান করিবে এবং বাতঘ্ন-দ্রব্যের সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈল দ্বারা বস্তি (পিচকারি) প্রয়োগ করিবে। পিত্তজ-হৃদ্রোগে, গাম্ভারী, যষ্টিমধু ও নীলোৎপলের ক্বাথ, মধু ও চিনি-মিশ্রিত করিয়া পান করাইলে, তাহাদ্বারা বমন হইয়া দেহ বিশুদ্ধ হইবে। তৎপরে কাকোল্যাদি মধুরগণোক্ত দ্রব্যের সহিত ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত পান করাইবে এবং পিত্তজ্বর-নাশক কষায়সমূহ পান করিতে দিবে; ঘৃতমিশ্রিত জাঙ্গলমাংসের রসসহ অন্ন ভোজন করিতে দিবে; এবং যষ্টিমধুর সহিত তৈল পাক করিয়া, সেই তৈলের বস্তি প্রয়োগ করিবে। কফজ হৃদ্রোগে বচ ও নিমের ক্বাথ পান করাইয়া বমন করাইবে। অথবা মদনফলাদির ক্বাথ, মুস্তাদির ক্বাথ ও ত্রিফলার ক্বাথ পান করাইবে। বীজতাড়ক ও তেউড়ীর কল্কসহ ঘৃত পাক করিয়া বিরেচনার্থ সেই ঘৃত পান করাইবে এবং বলাতৈলের বস্তি-প্রয়োগ করিবে। ক্রিমিজ হৃদ্রোগে প্রথমতঃ রোগীকে স্নিগ্ধ করিবে। তৎপরে ক্রিমিসমূহের উৎক্লেশার্থ মাংসের সহিত অন্ন ভোজন করিতে দিবে; অথবা ভাজা তিলের চূর্ণ ও দধিমিশ্রিত অন্ন ভোজন করাইবে। তিন দিন এইরূপ আহার করাইয়া, তাহার পর কৃষ্ণজীরা ও চিনিমিশ্রিত সুগন্ধি যোগ সেবন করাইয়া বিরেচন করাইবে। অতঃপর কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে বিড়ঙ্গচূর্ণ কাঁজির সহিত মিশাইয়া পান করিতে দিবে। ইহাদ্বারা হৃদয়স্থ ক্রিমিসকল অধঃপতিত হইবে। তৎপরে বিড়ঙ্গসহ যবাগূ পান করাইতে হইবে।

একবিংশ অধ্যায়।

—o—

পাণ্ডুরোগ চিকিৎসা।

নিদান ও সম্প্রাপ্তি।—অতিরিক্ত স্ত্রীসংসর্গ করিলে, অম্ল, লবণ, মদ্য, মৃত্তিকা ও তীক্ষ্ণবীর্য্য দ্রব্য ভোজন করিলে এবং অধিক দিবানিদ্রা করিলে, বাতাদি দোষ রক্তকে দূষিত করিয়া ত্বক্ পাণ্ডুবর্ণ করে। তাহাকেই পাণ্ডুরোগ কহে। পাণ্ডুরোগ চারিপ্রকার :—বাতজ, পিত্তজ, কফজ ও ত্রিদোষজ।

পূর্ব্বরূপ।—ত্বকের স্ফোটক (ফাটাফাটা হওয়া), মুখ দিয়া জলস্রাব, শরীরের অবসাদ, মৃত্তিকাভক্ষণে ইচ্ছা, অক্ষিপুটে শোথ, মল-মূত্রের পীতবর্ণতা, ও ভুক্ত আহারের অপরিপাক, এইসকল লক্ষণ পাণ্ডুরোগ প্রকাশের পূর্ব্বে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

লক্ষণ।—বাতজ পাণ্ডুরোগে, বর্ণ, নেত্র, মল, মূত্র, নখ ও মুখ কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং শরীরে কৃষ্ণবর্ণ শিরা প্রকাশ পায়। পিত্তজ-পাণ্ডুরোগে বর্ণাদি পীতবর্ণ হয় ও পীতবর্ণ শিরা শরীরে প্রকাশ পায়। কফজ পাণ্ডুরোগে ঐসমস্ত লক্ষণই প্রকাশ পাইয়া থাকে। বাতজাদি পাণ্ডুরোগে স্ব স্ব দোষানুসারে অন্যান্য বাতজাদি উপদ্রবও উপস্থিত হয়।

পাণ্ডুরোগে পিত্ত অধিকতর কুপিত হইয়া মুখমণ্ডল অধিক পাণ্ডুবর্ণ করিলে, এবং তন্দ্রা ও বলক্ষয় উপস্থিত হইলে, তাহাকে কামলারোগ কহে। কামলার সহিত প্রবল শোথ ও সন্ধিস্থানে ভেদবৎ বেদনা হইলে, তাহা কুম্ভকামলানামে অভিহিত হয়। কুম্ভকামলায় জ্বর, অঙ্গমর্দ্দ, ভ্রম, অবসাদ, তন্দ্রা, ও ক্ষয় উপস্থিত হইলে, তাহাকে অলসকাখ্য লাঘরক কহে। আর যে পাণ্ডুরোগে বলহানি, উৎসাহনাশ, তন্দ্রা, অগ্নিমান্দ্য, মৃদুজ্বর, অরুচি, অঙ্গবেদনা, দাহ, তৃষ্ণা, অরুচি ও ভ্রম, এইসকল উপদ্রব উপস্থিত হয়, তাহাকে হলীমকরোগ কহে।

উপদ্রব।—অরুচি, পিপাসা, বমি, জ্বর, শিরঃপীড়া, অগ্নিমান্দ্য, কণ্ঠশোষ, দুর্বলতা, মূর্চ্ছা, ক্লান্তি ও হৃদয়ের পীড়ন, এইগুলি পাণ্ডুরোগের উপদ্রব।

অসাধ্য লক্ষণ।—পাণ্ডুরোগীর হাতে, পায়ে ও মুখে শোথ এবং মধ্যদেহ কৃশ হইলে, অথবা মধ্যদেহ শোথযুক্ত ও হস্তপদাদি কৃশ হইলে; গুহ্যদেশে, লিঙ্গে ও অণ্ডকোষে শোথ হইলে, এবং মূর্চ্ছা, সংজ্ঞাহানি, অতিসার ও জ্বর উপস্থিত হইলে, তাহা অসাধ্য লক্ষণ বুঝিতে হইবে।

চিকিৎসা। পাণ্ডুরোগীকে প্রথমে ঘৃত পান করাইয়া, তৎপরে বমন ও বিরেচন করাইবে, অতঃপর দোষ-শমনার্থ অবস্থাবিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক হরিদ্রার কল্ক বা ত্রিফলার কল্ক বা পাটিয়া-লোধের কল্ক এবং বিরেচনদ্রব্যের কল্কসহ ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত পান করাইবে। ৪ চারি তোলা দন্তীমূলের কল্ক, ৮ আট পল মহিষীমূত্রের সহিত পাক করিয়া, ২ দুইপল থাকিতে নামাইয়া, উপযুক্ত মাত্রায় প্রত্যহ পান করাইবে। ইক্ষুগুড়মিশ্রিত হরীতকীচূর্ণ ও আরগ্বধাদিগণের ক্কাথ পান করিতে দিবে। লৌহচূর্ণ, ত্রিকটুচূর্ণ ও বিড়ঙ্গচূর্ণ, অথবা হরিদ্রা ও ত্রিফলার চূর্ণ, ঘৃত ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া, লেহন করাইবে। পাণ্ডুরোগে অল্প অল্প করিয়া দোষনির্হরণ করা আবশ্যক। কারণ একবারে অধিক দোষ নির্হরণ করিলে, রোগীর শোথ জন্মিতে পারে। এই রোগে পরিমিত ভোজন নিতান্ত কর্ত্তব্য। আমলকী-ফলের রস, ইক্ষুরস ও শরুফ মস্তু পান হিতকর।

বৃহতী, কণ্টকারী, হরিদ্রা, আলকুশী, কাকাদনী, কাকমাচী, আদারিবিম্বী (বিম্বীলতাবৎ লতাবিশেষ) ও ভূমিকদম্ব, ইহাদের কষায়সহ ঘৃত পাক করিয়া, সেই ঘৃত পান করিলে পাণ্ডুরোগ নষ্ট হয়; অগ্নিবলানুসারে দুগ্ধের সহিত পিপ্পলী, মধুর সহিত যষ্টিমধুর কষায় বা চূর্ণ সেবন করিলেও পাণ্ডুরোগ প্রশমিত হয়। ত্রিফলাচূর্ণ ও লৌহভস্ম, সমপরিমিত এই উভয় দ্রব্যে গোমূত্রের ভাবনা দিয়া দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তাহা লেহনে উপকার হয়। প্রবাল, মুক্তা, শঙ্খভস্ম এবং রসাঞ্জন, এইসকল দ্রব্য গোমূত্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করিবে; কিংবা স্বর্ণগৈরিকের চূর্ণ গোমূত্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করিতে দিবে। ছাগীর পুরীষ ৪ চারি পল এবং বিটলবণ, হরিদ্রা ও সৈন্ধব

—প্রত্যেক ১ এক পল; এইসকলের চূর্ণ মধুমিশ্রিত করিয়া লেহন করিতে দিবে। মণ্ডূর, লৌহ, চিতামূল, বিড়ঙ্গ, হরীতকী, ত্রিকটু,—প্রত্যেক সমভাগ এবং স্বর্ণমাক্ষিক সর্ব্বসমষ্টির সমান; এইসকলের চূর্ণ গোমূত্র ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলেও উৎকট পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বহেড়া, মণ্ডূর, শুঁঠ ও তিল—এইসকলের চূর্ণ গুড়মিশ্রিত করিয়া বটক প্রস্তুত করিবে, এবং সেই বটক সেবন করাইয়া তক্র (ঘোল) অনুপান করিতে দিবে। বিড়ঙ্গ, মুতা, ত্রিফলা, ফল্‌সাফল, ত্রিকটু ও চিতামূল, এইসকলের চূর্ণ, এবং গুড়, চিনি, ঘৃত ও মধু, এইসমস্ত দ্রব্য যথাবিধি সালসারাদিগণের কাথসহ পাক করিবে; লেহবৎ ঘন হইলে নামাইয়া, শীতল হইলে মধু প্রক্ষেপ দিবে। এই লেহ সেবন করিলে, শোথযুক্ত পাণ্ডু এবং উৎকট কামলারোগ বিনষ্ট হয়।

কামলা-চিকিৎসা।—চিনিমিশ্রিত তেউড়ীচূর্ণ, গুড়মিশ্রিত রাখাল-শসাচূর্ণ বা শুঁঠচূর্ণ—কামলারোগে হিতকর। কুম্ভকামলারোগে স্বর্ণমাক্ষিক অথবা শিলাজতু গোমূত্রসহ পান করাইবে। মণ্ডূরচূর্ণে গোমূত্রের ভাবনা দিয়া, তাহা সৈন্ধব-লবণের সহিত একমাস কাল সেবনীয়। বহেড়াকাষ্ঠের অগ্নিতে মণ্ডূর পোড়াইয়া অগ্নিবর্ণ হইলে তাহা গোমূত্রে নির্ব্বাপিত করিবে; এইরূপে ৮ আটবার পোড়াইয়া ও নির্ব্বাপিত করিয়া চূর্ণ করিবে। সেই মণ্ডূরচূর্ণ মধুমিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে কুম্ভকামলা অচিরে বিনষ্ট হয়। ঐরূপে বহুবার অগ্নিদগ্ধ মণ্ডূর বহুবার গোমূত্রে নির্ব্বাপিত করিয়া, এবং একখণ্ড সৈন্ধব-লবণ একবার অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ও গোমূত্রে নির্ব্বাপিত করিয়া, উভয় দ্রব্য সমপরিমাণে মিশ্রিত করিবে। তৎপরে তাহা গোমূত্রসহ পেষণ করিয়া, পাঁচগুণ গোমূত্রের সহিত রুদ্ধমুখ-পাত্রে পাক করিবে। পাককালে যেন ধূম নির্গত হইয়া না যায়, এবং পক্ক দ্রব্য দগ্ধ না হইয়া যায়, তদ্বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে। পাকশেষে শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া, উপযুক্তমাত্রায় তক্রের সহিত সেবন করিতে দিবে; এবং ভুক্ত ঔষধ জীর্ণ হইলে, তক্রের সহিত অন্ন ভোজন ব্যবস্থা করিবে। ইহাদ্বারা পাণ্ডুকামলাদি রোগ বিনষ্ট এবং অগ্নি উদ্দীপ্ত হইয়া থাকে। অলসকাখ্য লাঘরক অবস্থায় দ্রাক্ষা, গুলঞ্চ ও আমলকীর রসের সহিত ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত প্রয়োগ করিবে। অভয়ারিষ্টাদি গৌড়-অরিষ্ট সকল, মধ্বাসব, শর্করাসব, কুষ্ঠরোগোক্ত মূত্রাসব, শ্লীপদোক্ত ক্ষারকৃত আসবসমূহ

এবং ঘৃতাদি স্নেহ-সন্তোলিত আমলকীফল-রসমিশ্রিত বা বদরফল মিশ্রিত জাঙ্গল-মাংসরস ও শোথরোগোক্ত যোগসকল পাণ্ডু প্রভৃতি রোগে প্রয়োগ করিবে।

পাণ্ডুরোগের উপদ্রব উপস্থিত হইলে, তত্তৎরোগনাশক অথচ মূলরোগের অবিরোধী ঔষধ সকল ব্যবস্থা করিবে।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

রক্তপিত্ত-চিকিৎসা।

নিদান ও সম্প্রাপ্তি।—ক্রোধ, শোক, ভয়, শ্রম, সূর্য্যতাপ, অগ্নিতাপ এবং বিরুদ্ধ অন্ন, কটু, অম্ল, লবণ, ক্ষার, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ ও অতিবিদাহী দ্রব্য নিত্য সেবন করিলে, রস দূষিত হইয়া কুপিত করে; তৎপরে সেই পিত্ত, তীক্ষ্ণ উষ্ণ ও পূতিত্বাদি নিজগুণদ্বারা রক্তকেও বিদগ্ধ করে। তখন সেই রক্ত মুখ-নাসাদি ঊর্দ্ধমার্গ অথবা গুহ্য-লিঙ্গাদি অধোমার্গ কিংবা ঊর্দ্ধ ও অধঃ উভয়মার্গ দ্বারা নির্গত হয়। আমাশয়ের রক্ত ঊর্দ্ধমার্গ দিয়া এবং পক্বাশয়ের রক্ত অধোমার্গদ্বারা নির্গত হইয়া থাকে। আমাশয় ও পক্বাশয় উভয়ই দুষ্ট হইলে, ঊর্দ্ধ ও অধঃ উভয়মার্গ দিয়াই রক্ত নিঃসৃত হয়। যকৃৎ ও প্লীহা হইতে সেই রক্ত প্রবাহিত হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্ত সাধ্য, অধোগ রক্তপিত্ত যাপ্য, এবং উভয় মার্গগত রক্তপিত্ত অসাধ্য।

পূর্ব্বরূপ।—রক্তপিত্ত প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বে শরীরের অবসাদ, শৈত্য-স্পর্শাদিতে অভিলাষ, কণ্ঠ হইতে ধূমনির্গমবৎ অনুভব, বমি ও লৌহগন্ধী নিশ্বাস, এইসকল লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে।

উপদ্রব।—দুর্ব্বলতা, শ্বাস, কাস, জ্বর, বমি, মত্ততা, পাণ্ডুতা, দাহ, মূর্চ্ছা, ভুক্তদ্রব্যের বিদাহ, অধীরতা, হৃদয়ে অত্যন্ত বেদনা, তৃষ্ণা, কণ্ঠমধ্যে ভেদবৎ যন্ত্রণা, মস্তকে সন্তাপ, পূতিনিষ্ঠীবন, আহারে বিদ্বেষ, আহারের অপরিপাক, এবং প্রীতিকর বিষয়েও অপ্রীতি, এইসকল লক্ষণ রক্তপিত্তের উপদ্রব বলিয়া নির্দ্দিষ্ট।

অসাধ্য লক্ষণ।—রক্তপিত্তরোগে মাংসধৌত-জলের ন্যায় বা অতি-শয় পচাগন্ধবিশিষ্ট, কিংবা কর্দ্দমাক্ত জলবৎ অথবা মেদ-পূযযুক্ত রক্তসদৃশ বা যকৃৎখণ্ডের ন্যায়, কিংবা পাকা-জামের ন্যায় স্নিগ্ধ, কৃষ্ণবর্ণ বা নীলবর্ণ, অথবা শবগন্ধি, কিংবা ইন্দ্রধনুর ন্যায় বিবিধবর্ণবিশিষ্ট রক্ত নির্গত হইলে, তাহা অসাধ্য লক্ষণ।

চিকিৎসা —রক্তপিত্ত রোগীর বল থাকিলে, রক্তনির্গম প্রথমে বন্ধ করা উচিত নহে; কারণ, দুষ্ট রক্ত রুদ্ধ হইলে, তাহা পাণ্ডু, গ্রহণী, কুষ্ঠ, প্লীহা, গুল্ম ও জ্বর উৎপাদন করিতে পারে। বলবান পুরুষের অধঃপ্রবৃত্ত রক্তপিত্তে বমন এবং ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্তে বিরেচন প্রয়োগ করিবে। কিন্তু ক্ষীণব্যক্তিকে সংশোধন ঔষধ প্রয়োগ না করিয়া, সংশমন ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক। রোগীর বল, মাংস ও অগ্নি ক্ষীণ না হইলে, এবং রক্ত অধিক প্রবৃত্ত হইলে, লঙ্ঘনপ্রয়োগ কর্ত্তব্য। নীলপদ্মের ভস্ম জলে গুলিয়া ও পরিস্রুত করিয়া, সেই ক্ষারজল রক্তনির্গমরোধের জন্য পান করাইবে। অথবা করঞ্জবীজের চূর্ণ,—ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করাইবে, এবং জামছাল, আমছাল ও অর্জ্জুনছালের কাথ পান করিতে দিবে। টাবানেবুর মূল ও পুষ্প পেষণ করিয়া, তণ্ডুলোদকের সহিত তাহা সেবনেও রক্তনির্গম রুদ্ধ হইয়া থাকে।

নাসাপ্রবৃত্ত-রক্তপিত্তে চিনিমিশ্রিত-জল বা চিনিমিশ্রিত দুগ্ধের নস্য নাসিকা দ্বারা গ্রহণ করিতে দিবে, অথবা চিনিমিশ্রিত দ্রাক্ষারস কিংবা চিনিমিশ্রিত দুগ্ধজাত ঘৃত, বা চিনিমিশ্রিত শীতল ইক্ষুরস নাসিকাদ্বারা পান করিতে দিবে। রক্ত-পিত্তরোগে দাহাদি উপদ্রব থাকিলে, শীতক্রিয়া ও মধুরগণোক্ত দ্রব্য উপকারী।

বিদারীগন্ধাদিগণের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া, তাহার সহিত দ্রাক্ষারস, ঘৃত, মধু ও চিনি মিশাইবে, এবং সেই দুগ্ধ দ্বারা আস্থাপন প্রয়োগ করিবে। যষ্টি-মধুর সহিত অথবা বিদারীগন্ধাদি সিদ্ধ দুগ্ধের সহিত ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত দ্বারা অনুবাসন প্রয়োগ করিবে। প্রিয়ঙ্গু, লোধ, সৌবীরাঞ্জন, গেরিমাটী, নীলোৎপল, স্বর্ণগৈরিক, কালীয়কাষ্ঠ, শঙ্খ, রক্তচন্দন, চিনি, অশ্বগন্ধা, মুক্তা, যষ্টিমধু, মৃণাল ও সৌগন্ধিক (সুঁদীফুল) সমপরিমিত এইসকল দ্রব্যের কল্কে মধু ও ঘৃত মিশাইয়া, দুগ্ধসহ মিশ্রিত করিবে, এবং তাহাদ্বারা আস্থাপন প্রদান করিবে। আস্থাপনের পর রোগীর গাত্রে শীতল জল সেচন করিয়া এবং

দুগ্ধের সহিত অন্ন ভোজন করাইয়া, যষ্টিমধুসিদ্ধ ঘৃতদ্বারা অনুবাসন প্রদান করিতে হইবে। এই আস্থাপন ও অনুবাসন দ্বারা অধোগ রক্তপিত্ত ও দুর্নিবার অতিসার রোগ আশু নিবারিত হয়। অধিক রক্তনির্গম হইলে, এবং রোগীর শরীরে বল থাকিলে, আস্থাপন ও অনুবাসন প্রয়োগের পর বমন-প্রয়োগ বিশেষ উপযোগী।

রক্ত মূত্রাশয়গত হইয়া, মূত্রস্রোত দ্বারা নির্গত হইলে, উক্ত আস্থাপন ও অনুবাসন দ্বারা মূত্রপথে উত্তরবস্তি প্রয়োগ করিতে হইবে। রক্তার্শরোগে এবং স্ত্রীগণের রক্তপ্রদররোগেও রক্তপিত্তের ন্যায় চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

মূর্চ্ছারোগ চিকিৎসা।

নিদান, সম্প্রাপ্তি ও লক্ষণ।—বিরুদ্ধভোজন, মলমূত্রাদির বেগ-ধারণ, লগুড়াদির আঘাত ও সত্ত্বগুণের অল্পতা, এইসকল কারণে বহুদোষযুক্ত ও ক্ষীণ ব্যক্তির বাতাদি দোষসকল কুপিত হইয়া মনোধিষ্ঠান, ইন্দ্রিয়সমূহে ও মনোবহ ধমনীসমুদায়ে প্রবেশ করিলে, মানবগণ মূর্চ্ছিত হইয়া থাকে। মূর্চ্ছার অপর নাম মোহ। মূর্চ্ছারোগ ছয়প্রকার; যথা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, রক্তজ, মদ্যজ ও বিষজ। সকলপ্রকার মূর্চ্ছাতেই পিত্তজ ক্রিয়া অধিক প্রকাশ পায়। কিন্তু মূর্চ্ছারোগে বাতাদি যে দোষের লক্ষণ অধিক লক্ষিত হয়, তদনুসারে তাহা বাতজাদি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। রক্তের গন্ধ-আঘ্রাণ বা রক্ত-দর্শন করিয়া যে মূর্চ্ছা উপস্থিত হয়, তাহাকেই রক্তজ মূর্চ্ছা কহে। রক্তজ-মূর্চ্ছায় অঙ্গ ও দৃষ্টি স্তব্ধীভূত এবং শ্বাস অস্পষ্ট হয়। মদ্যপানজনিত মূর্চ্ছায় রোগী সংজ্ঞাহীন বা বিভ্রান্তচিত্ত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া হস্তপদাদি সঞ্চালন করে ও প্রলাপ বকিতে থাকে, এবং মদ্য জীর্ণ হইয়া গেলে রোগী সংজ্ঞালাভ করে। বিষজ মূর্চ্ছায় কম্প, নিদ্রা ও স্তব্ধতা—এইসকল লক্ষণ

প্রকাশ পায়, এবং ভিন্ন ভিন্ন বিষের যেসকল লক্ষণ কল্পস্থানে কথিত হইয়াছে, বিষভেদে সেইসকল লক্ষণও লক্ষিত হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—সকলপ্রকার মূর্চ্ছারোগেই শীতল জলসেক, অবগাহন মণিময় হার প্রভৃতির স্পর্শ, উশীর-চন্দনাদির অনুলেপন, ব্যজনবায়ু এবং কর্পূরবাসিত সুশীতল পানীয় প্রয়োগ করিবে; চিনি, পিয়ালরস ও ইক্ষুরস দ্বারা প্রস্তুত পানীয়, কিংবা খর্জ্জুর ও গাম্ভারীরস মিশ্রিত পানীয়, এবং জীবনীয় ঘৃত, কাকোল্যাদিগণ-সিদ্ধ দুগ্ধ ও দাড়িমের রসযুক্ত জাঙ্গল-মাংসরস সকলপ্রকার মূর্চ্ছাতেই হিতকর। যব, রক্তশালি ও মটর, এইসকলের অন্ন ও যূষ মূর্চ্ছা-রোগে সুপথ্য।

নাগকেশর, মরিচ, বেণামূল, কুল-আঁটির মজ্জা, মৃণাল ও পদ্মনাল, প্রত্যেক সমভাগ,—এইসকল দ্রব্য মটরের ক্বাথ বা শীতল জলসহ সেবন করিলে, মূর্চ্ছা-রোগের উপশম হয়। মধুর সহিত হরীতকীচূর্ণ ও চিনির সহিত পিপুলচূর্ণ লেহন করিলে, নাক ও মুখ বন্ধ করিয়া শ্বাস রুদ্ধ করিয়া রাখিলে এবং নারীদুগ্ধ পান করিলে, মূর্চ্ছার অপগম হইয়া থাকে। বারংবার মূর্চ্ছা হইতে থাকিলে, বারংবার তীক্ষ্ণনস্য প্রদান করিতে হইবে। তাহাতে তীক্ষ্ণ বমন প্রয়োগ; হরীতকীর ক্বাথ বা আমলকীর স্বরসসহ ঘৃতপাক করিয়া সেই ঘৃত পান; এবং পিত্তজ্বরনাশক কষায়ের সহিত দ্রাক্ষা, চিনি, দাড়িমরস ও খই মিশ্রিত করিয়া, অথবা নীলোৎপল ও পদ্ম বা অপর কোন সুগন্ধিদ্রব্য মিশ্রিত করিয়া সেই শীতল কষায় পানের ব্যবস্থা করিবে।

সন্ন্যাসরোগ।—প্রভূত দোষাক্রান্ত মূর্চ্ছারোগে তমোগুণের আধিক্য ঘটিলে, রোগী মূর্চ্ছায় সংজ্ঞালাভ করিতে পারে না; ইহাকেই সন্ন্যাসরোগ কহে। সন্ন্যাসরোগ অত্যন্ত দুশ্চিকিৎস্য। এইরোগে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসা না হইলে, রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—সন্ন্যাসরোগ উপস্থিত হইবামাত্র তীক্ষ্ণ অঞ্জন, তীক্ষ্ণ অভ্যঙ্গ ও তীক্ষ্ণ ধূম প্রভৃতি প্রয়োগ করিবে। রোগীর চেতনা সম্পাদন জন্য তাহার নখাভ্যন্তরে সূচিকাদি বিদ্ধ করিবে। বিবিধপ্রকারে রোগীর গাত্রচালনা, অথবা গাত্রে আলকুশীঘর্ষণ উপকারী। এইসকল ক্রিয়াদ্বারা সংজ্ঞালাভ না হইলে এবং লালাস্রাব, আনাহ ও শ্বাস উপস্থিত হইলে, তাহার মৃত্যু নিশ্চিত। আর যাহার

ঐসকল ক্রিয়ায় সংজ্ঞালাভ হয়, তাহাকে তীব্র বমন বিরেচন প্রয়োগ করিয়া লঘুপথ্যের ব্যবস্থা করিবে; এবং ত্রিফলা, চিতামূল ও শুঁঠের কাথসহ শিলাজতু ও চিনি মিশ্রিত করিয়া, একমাসকাল তাহা সেবন করিতে দিবে। অবশিষ্ট দোষের শান্তির জন্য পুরাতন ঘৃত পান ব্যবস্থা করিতে হইবে।

সকলপ্রকার মূর্চ্ছারোগে বাতাদিদোষ বিবেচনাপূর্ব্বক তত্তৎদোষনাশক কষায়াদি পান করিতে দিবে। বিষজ মূর্চ্ছারোগে বিষনাশক ক্রিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

হিক্কা ও শ্বাস-চিকিৎসা।

নিদান।—বিদাহী, গুরুপাক, বিষ্টম্ভী, রুক্ষ, অভিষ্যন্দী ও শীতল দ্রব্যের পান ও ভোজন, শীতল স্থানে অবস্থান, নাসিকাদি পথে ধূলি ও ধূম প্রবেশ, প্রবল বায়ুসেবন, অগ্নিতাপ, উৎকট-ব্যায়াম, গুরুভার-বহন, অধিক পর্য্যটন, মল-মূত্রাদির বেগধারণ, অনশন, আমদোষ, অভিঘাত, অধিক স্ত্রীসংসর্গ, ক্ষয়জনিত দোষপ্রকোপ, বিষমভোজন, অধ্যশন ও সংশমনক্রিয়া, এইসকল কারণে হিক্কা ও শ্বাসরোগ উৎপন্ন হয়।

নিরুক্তি ও সম্প্রাপ্তি।—প্রাণ ও উদান-বায়ু "হিক্ হিক্" শব্দের সহিত উদ্গত হইলে, এবং প্লীহা ও অন্ত্রসমুদায় বাহির হওয়ার ন্যায় যাতনা উপস্থিত করিলে, তাহাকেই হিক্কারোগ কহে। আর প্রাণবায়ু প্রকুপিত, ঊর্দ্ধগত ও কফসংযুক্ত হইয়া, অতি কষ্টে শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া সম্পাদন করিলে, তাহাই শ্বাসরোগ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বরূপ।—হিক্কারোগের পূর্ব্বে মুখের কষায়তা, অরুচি, কণ্ঠ ও বক্ষদেশের গুরুতা এবং উদরে আটোপ, এইসকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। শ্বাসরোগ প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বে হৃদয়ে বেদনা, আহারে বিদ্বেষ, অত্যন্ত অপ্রীতি, আনাহ, পার্শ্বশূল ও মুখের কষায়তা, এইসমস্ত লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে।

লক্ষণের ভেদানুসারে হিক্কা ও শ্বাসরোগ, পঞ্চবিধ নামে অভিহিত হয়; কিন্তু সেইসকলের চিকিৎসায় বিশেষ কোন প্রভেদ নাই। এইজন্য এই দুই রোগের কেবল সাধারণ চিকিৎসার উল্লেখ করা যাইতেছে।

হিক্কা-চিকিৎসা।—হিক্কারোগে প্রাণায়াম (শ্বাস-নিরোধ), উদ্বেজন, ভয়-প্রদর্শন ও বিভ্রান্তকরণ উপযোগী। মধুমিশ্রিত যষ্টিমধুচূর্ণ অথবা চিনি-সংযুক্ত পিপুলচূর্ণ দ্বারা অবপীড়নস্য প্রয়োগ কর্ত্তব্য। ঈষদুষ্ণ ঘৃত, দুগ্ধ বা ইক্ষু-রসের নস্য-প্রয়োগেও উপকার হইয়া থাকে। রোগী অধিক ক্ষীণ না হইলে, বমন ও বিরেচন প্রয়োগ করা যাইতে পারে। রক্তচন্দন নারীদুগ্ধের সহিত ঘর্ষণ করিয়া তাহার নস্য, অথবা সৈন্ধবমিশ্রিত ঈষদুষ্ণ ঘৃতের বা জলের নস্য গ্রহণ করিলেও হিক্কা নিবারিত হয়।

ধুনা, মনঃশিলা, গোশৃঙ্গ, ঘৃতাক্ত চর্ম্ম বা লোমের ধূম প্রয়োগ করিলে হিক্কা নিবারিত হয়। যে স্থান হইতে হিক্কা উদ্গত হয়, সেইস্থানে স্বেদ-প্রদানে উপকার দর্শে। স্বর্ণগৈরিকের চূর্ণ অথবা গ্রাম্যজন্তুর অস্থিভস্ম মধুমিশ্রিত করিয়া লেহন করিতে দিবে। ছাগবিষ্ঠা, অথবা শজারু, মেষ, গোরু ও শল্লকীর লোম অন্তর্ধূমে ভস্ম করিয়া মধুর সহিত তাহা লেহন করাইবে। ময়ূরপুচ্ছের ভস্ম, যজ্ঞডুমুরের ভস্ম ও লোধভস্ম, ঘৃত ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করাইবে। মধু ও টাবানেবুর রসের সহিত সার্জ্জিকাক্ষার মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলেও হিক্কা প্রশমিত হইয়া থাকে।

ঘৃতমিশ্রিত উষ্ণ যবাগূপান, ঈষদুষ্ণ পায়স ভোজন এবং শুঁঠের কাথসহ ছাগদুগ্ধ পাক করিয়া, সেই দুগ্ধ চিনির সহিত পান করিলে হিক্কা নষ্ট হয়। ছাগমূত্র ও মেষমূত্রের অঘ্রাণে হিক্কা নিবারিত হইয়া থাকে। পূতিকীট, রসুন ও বচের চূর্ণ, হিঙ্গুর জলসহ মিশ্রিত করিয়া তাহার আঘ্রাণ লইলেও হিক্কার শান্তি হয়।

মধু, চিনি ও নাগকেশর-চূর্ণ,—ইক্ষুরস ও মউলের কাথসহ পান করাইবে। ২ দুইপল ঘৃতের সহিত ১ একপল সৈন্ধব মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্তমাত্রায় পান করাইবে। ঈষদুষ্ণ জলের সহিত হরীতকীচূর্ণ সেবন ব্যবস্থা করিবে। দুগ্ধ ও মধুর সহিত ঘৃত পান উপকারী। ২ দুইতোলা কয়েতবেলের রস, মধু ও পিপুল-চূর্ণের সহিত পান করাইবে। পিপুল, আমলকী ও শুঁঠের চূর্ণ, মধু ও চিনির

সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করিতে দিবে। কুল আঁটির মজ্জা, সৌবীরাঞ্জন ও খইয়ের চূর্ণ মধুসহ লেহন করাইবে। ইহাদ্বারা হিক্কা নিবারিত হয়।

পারুলের ফল ও পুষ্প; স্বর্ণগৈরিক ও কটুকী; খর্জ্জুর ও পিপুল; এবং হীরাকস ও কয়েতবেল,—এই চারিটী যোগ মিশ্রিত করিয়া লেহন করাইবে। ইহাদের সকলগুলিই হিক্কা-নিবারক। হিক্কা-রোগীর বায়ু উৰ্দ্ধগত হইলে, সৈন্ধবসংযুক্ত বিরেচন এবং শর্করামিশ্রিত ঈষদুষ্ণ ঘৃতপান প্রশস্ত।

ঋষ্যমৃগ, কপোত, পারাবত, লাব, শল্লকী, শ্বদংষ্ট্রা, গোধা ও বন মার্জ্জার— ইহাদের মাংসরস—অম্লরস, সৈন্ধব-লবণ ও স্নেহপদার্থ দ্বারা সংস্কৃত করিয়া, হিক্কারোগীকে পথ্য প্রদান করিবে।

শ্বাস-চিকিৎসা।—শ্বাসরোগীর বলক্ষয় না হইলে, মৃদু-বমন ও মৃদু-বিরেচন প্রয়োগে উপকার হইয়া থাকে। হরীতকী, বিট্‌লবণ ও হিঙ্গুর সহিত পুরাতন ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত, অথবা সৌবর্চ্চল-লবণ, হরীতকী ও বেলের সহিত পুরাতন ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত, শ্বাস, হিক্কা ও কাসরোগে পান করিতে দিবে।

বিদারীগন্ধাদিগণের ক্বাথ ও পিপ্পল্যাদিগণের কল্ক, অথবা পঞ্চলবণের সহিত ঘৃত পাক করিয়া, সেই ঘৃত পান করিলেও, শ্বাস, হিক্কা ও কাসরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

হিংস্রাদি ঘৃত।—ঘৃত /৪ চারিসের, দুগ্ধ /৮ আটসের, জল ।৬ ষোল-সের, এবং হিংস্রা (কণ্টকারী বা কেলেকড়া), বিড়ঙ্গ, করঞ্জ, ত্রিফলা (আমলকী, হরীতকী ও বহেড়া), ত্রিকটু (শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ), ও চিতা-মূল, এইসকলের কল্ক /১ একসের;—যথানিয়মে পাক করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় পান করাইবে; ইহাদ্বারা শ্বাস, কাস, অর্শ, অরুচি, গুল্ম, মলভেদ ও ক্ষয়রোগ বিনষ্ট হয়।

বাসকের ক্বাথ ।৬ ষোলসের এবং বাসকের মূল ও ফুলের কল্ক /১ এক সের; এই উভয় দ্রব্যের সহিত /৪ চারিসের ঘৃত যথাবিধি পাক করিয়া শীতল হইলে তাহাতে মধু মিশ্রিত করিবে। শ্বাস-কাসরোগে এই ঘৃতও যথেষ্ট উপকারী।

শৃঙ্গ্যাদি ঘৃত। ঘৃত /৪ চারিসের, জল।৬ ষোলসের, এবং কাঁকড়া-শৃঙ্গী, মধুরিকা, বামুনহাটী, শুঁঠ, রসাঞ্জন, শ্বেত-কণ্টকারী, মুতা, হরিদ্রা, ও যষ্টিমধু,—এইসকল দ্রব্যের কল্ক /১ একসের;—একত্র যথাবিধি পাক করিবে। উপযুক্ত মাত্রায় এই ঘৃত পান করিলে, শ্বাস, কাস, ও হিক্কা প্রশমিত হয়।

সুবহাদি ঘৃত।—ঘৃত /৪ চারিসের, জল /৮ আটসের, এবং সুবহা (রাস্না), কালিকা, বিচুটী, বামুনহাটী, আলকুশী, বেতসের ফল, কেয়াঠুঁটী, শুঁঠ, শ্বেত-পুনর্নবা, বৃহতী ও কণ্টকারী,—প্রত্যেক দ্রব্যের কল্ক ১ একতোলা,—একত্র যথাবিধি পাক করিবে। ঈষদুষ্ণ এই ঘৃত উপযুক্ত মাত্রায় পান করিলে, শ্বাসরোগ নিবারিত হয়।

সৌবর্চ্চলাদি ঘৃত।—ঘৃত /৪ চারিসের, জল।৬ ষোলসের; এবং সৌবর্চ্চল, যবক্ষার, কটুকী, ত্রিকটু (শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ), চিতামূল, বচ, হরীতকী ও বিড়ঙ্গ, এইসকলের কল্ক /১ একসের;—একত্র যথাবিধি পাক করিবে। এই ঘৃত উপযুক্ত মাত্রায় পান করিলে, শ্বাসরোগ প্রশমিত হয়।

গোপবল্ল্যাদি ঘৃত।—ঘৃত /৪ চারিসের ও গোপবল্লী অর্থাৎ অনন্ত-মূলের কাথ /৮ আটসের, একত্র পাক করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় শ্বাসরোগে প্রয়োগ করিবে।

তালীশপত্র, ভুঁই-আমলা, বচ, জীবন্তী, কুড়, সৈন্ধব-লবণ, বেলছাল, পুষ্কর-মূল, করঞ্জ, সৌবর্চ্চল-লবণ, পিপুল, চিতামূল, হরীতকী ও তেজোবতী, এই সকলের কল্ক /১ একসের, এবং /৮ আটসের জলসহ /৪ চারিসের ঘৃত পাক করিয়া, তাহাতে /১ একসের হিং প্রক্ষেপ দিবে। এই ঘৃতও শ্বাসরোগে বিশেষ উপকারী। পিত্ত-প্রধান শ্বাসে রক্তপিত্তরোগোক্ত বাসাঘৃত ও বাতব্যাধিতে কথিত ষট্‌পলক ঘৃত প্রয়োগ করিবে।

কফ-প্রধান শ্বাসে দশগুণ ভীমরাজের রসসহ তিলতৈল পাক করিয়া সেই তৈল মর্দ্দন করিবে।

বিষ্কির-জন্তুর মাংসরস, ঘৃতসংস্কৃত এবং সৈন্ধব-লবণ ও দাড়িমাদির রস-মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, অথবা কৃষ্ণহরিণাদির মস্তকের সহিত কুলত্থের

যূষ পাক করিয়া সেই যূষ পান করিলে, কিংবা পঞ্চমূলাদি বায়ুনাশক দ্রব্যের সহিত দুগ্ধ পান করিলে, শ্বাস ও কাসরোগ বিনষ্ট হয়।

তিন্তিড়ীর বীজ, কাঁকড়াশৃঙ্গী ও সুবর্চ্চিকা; দুরালভা, পিপুল, কট্‌কী ও হরীতকী; শজারু ও ময়ূরের সূক্ষ্ম পালক; চই, পিপুল ও কণা (সূক্ষ্মজীরা); বামুনহাটী, দারুচিনি, শুঁঠ, চিনি ও শ্যোণাছাল এবং গোক্ষুরবীজ;—এই পাঁচটী যোগের চূর্ণ, মধু ও ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে, শ্বাস ও কাসরোগ নিবারিত হয়।

ছাতিমের ফুল ও পিপুল চূর্ণ করিয়া, দধির জল ও মধুর সহিত তাহা পান করাইবে। অথবা আকন্দের পত্র ও পুষ্পের কাথ বহুবার যবে ভাবনা দিবে; পরে সেই যব ভাজিয়া এবং তাহার মন্থ প্রস্তুত করিয়া মধুর সহিত তাহা পান করিতে দিবে। ইহাদ্বারা শ্বাস নিবারিত হয়। শিরীষ-পুষ্প, কদলী-পুষ্প, কুন্দপুষ্প ও পিপুল,—ইহাদের চূর্ণ, তণ্ডুলধৌত জলের সহিত পান করিলেও শ্বাস প্রশমিত হয়। কুলের আঁটির শাঁস, তালের মূল ও মৃগচর্ম্মের ভস্ম মধুর সহিত অথবা বামুনহাটীর মূলের ছালচূর্ণ মধু ও ঘৃতের সহিত লেহন করাইবে। কিংবা নিম ও কেলিকদম্ব বীজের চূর্ণ, মধু ও তণ্ডুলোদকের সহিত সেবন করাইবে। দ্রাক্ষা, হরীতকী, পিপুল, কাঁকড়াশৃঙ্গী ও দুরালভা,—ইহাদের চূর্ণ, ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করাইলে শ্বাস প্রশমিত হইয়া থাকে। হরিদ্রা, মরিচ, দ্রাক্ষা, পুরাতন গুড়, রাস্না, পিপুল ও শটী,—ইহাদের চূর্ণ তিলতৈলের সহিত লেহন করিলে, শ্বাস নিবারিত হয়। গোময়রস অথবা অশ্ব-পুরীষরস মধু ও পিপুলচূর্ণের সহিত লেহন করিলে শ্বাস বিনষ্ট হয়। বামুনহাটীর মূলের ত্বক্, ত্রিকটু (শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ), হরিদ্রা, কট্‌কী, পিপুল, মরিচ ও চণ্ডা এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ, তিলতৈল ও গোময়রসের সহিত লেহন করিলে শ্বাস নিবারিত হইয়া থাকে। পুরাতন ঘৃত, পিপুল, কুলত্থযূষ, জাঙ্গল-মাংসরস, সুরা, সৌবীরক, হিং, মাতুলুঙ্গনেবুর রস, মধু, দ্রাক্ষা, আমলকী ও বেলছাল, এইগুলি শ্বাস ও হিক্কারোগে উপকারী।

হিক্কা ও শ্বাসরোগে তিলতৈল-মিশ্রিত সৈন্ধবলবণ দ্বারা স্নিগ্ধস্বেদ প্রদান করিয়া স্রোতঃস্থিত ঘনীভূত কফ দ্রবীভূত করিবে; তাহাদ্বারা বায়ুও প্রশমিত হয়। বাতশ্লেষ্মজনিত শ্বাসে স্নেহস্বেদ-প্রয়োগের পর মাংসরসের সহিত

অন্ন ভোজন করাইয়া ধুম প্রয়োগ করিবে। মনঃশিলা, দেবদারু, হরিদ্রা, তেজপত্র, গুগ্‌গুলু, লাক্ষা, এবং রক্ত-এরণ্ডের মূল, এইসকল দ্রব্য দ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া, যথানিয়মে ধুম প্রয়োগ করিবে। অথবা ঘৃত, মোম ও ধুনা; ইহাদের ধুম প্রয়োগ করিবে। গরুর শৃঙ্গ, লোম, খুর, স্নায়ু ও ত্বক্ এইসকল দ্রব্য; অথবা তুরস্ক, শল্লকী, গুগ্‌গুলু ও পদ্ম, এই সমস্ত দ্রব্য ঘৃতমিশ্রিত করিয়া তাহার ধুম প্রদান করিবে। শ্বাসরোগী দুর্ব্বল না হইলে, কফাধিক্যে মৃদু-বমন ও মৃদু-বিরেচন প্রয়োগ করা আবশ্যক। রোগী দুর্ব্বল ও রুক্ষ হইলে, জাঙ্গল-মাংস, মেষ-মাংস ও আনূপ-মাংস-রস পান করিতে দিবে। কণ্টকারী বাটিয়া তাহার সহিত অর্দ্ধাংশ হিং মিশ্রিত করিবে; উপযুক্তমাত্রায় এই ঔষধ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে তিনদিনে শ্বাসবেগ প্রশমিত হয়।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

কাস-চিকিৎসা।

শ্বাস ও হিক্কারোগের নিদান হইতেই কাসরোগও উৎপন্ন হয়। মুখ ও নাসাপথে ধুম বা ধূলিপ্রবেশ, ব্যায়াম, রুক্ষান্নভোজন ও দ্রুত-ভোজনাদি কারণে নাসাপথে অন্নপ্রবেশ, এবং মল মূত্রাদির ও হাঁচির বেগরোধ, এইসকল কারণেও কাসরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐসকল কারণে প্রাণবায়ু কুপিত হইয়া উদান-বায়ুর সহিত মিলিত হয় এবং কফ ও পিত্তকে প্রকুপিত করিয়া ভগ্ন-কাংস্যপাত্রের শব্দের ন্যায় শব্দের সহিত মুখপথ দিয়া নির্গত হইতে থাকে। ইহাকেই কাস কহে। কাস পাঁচপ্রকার:—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ক্ষতজ (উরঃক্ষতজ) ও ধাতুক্ষয়জ। কাসরোগ কালান্তরে যক্ষ্মারোগে পরিণত হইতে পারে।

পূর্ব্বরূপ।—কাসরোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে কণ্ঠকণ্ডূ, ভোজ্যদ্রব্যের অবরোধ, গল-তালুর লিপ্ততা, স্বরের বিকৃতি, অরুচি ও অগ্নিমান্দ্য, এইসকল উপসর্গ উপস্থিত হয়।

লক্ষণ।—বাতজ কাসে হৃদয়ে, শঙ্খদেশে, পার্শ্বদ্বয়ে, উদরে ও মস্তকে শূল-ব্যথা, মুখের ম্লানতা, বল, স্বর ও ওজঃ পদার্থের ক্ষীণতা এবং শুষ্ককাস, এইসকল লক্ষণ লক্ষিত হয়। পিত্তজ কাসে হৃদয়ে দাহ, জ্বর, মুখশোষ, মুখের তিক্ততা, তৃষ্ণা, কটু-আস্বাদযুক্ত পীতবর্ণ বমন, দেহের পাণ্ডুবর্ণতা এবং কাসবেগকালে কণ্ঠদাহ, এইসকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। কফজ কাসে মুখে শ্লেষ্মলিপ্ততা, অবসাদ, শিরোবেদনা, দেহে কফপূর্ণতা, আহারে অনিচ্ছা, দেহভার, কণ্ঠে কণ্ডূ, নিরন্তর কাসবেগ ও ঘন কফনির্গম, এইসমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হয়।

ব্যায়াম, ভারবহন, উচ্চৈঃস্বরে অধ্যয়ন ও অভিঘাত, এইসকল কারণে বক্ষঃস্থল ক্ষত হইলে নিরন্তর কাসবেগের সহিত রক্তমিশ্রিত কফ নির্গত হইতে থাকে। ইহাই ক্ষতজ কাস।

অতিরিক্ত মৈথুন, গুরুভার-বহন, অধিক পথপর্য্যটন এবং বেগবান্ অশ্ব-গজাদিকে বলপূর্ব্বক ধারণ, এইসকল কারণে রুক্ষব্যক্তির বক্ষঃস্থল ক্ষত হইলে, সেই ক্ষতস্থান আশ্রয় করিয়া বায়ু কাসরোগ উৎপাদন করে। সেই কাসে প্রথমতঃ শুষ্ককাস ও তৎপরে কাসবেগে ক্ষতস্থান বিদীর্ণ হওয়ায় রক্তমিশ্রিত কফ নির্গত হয়; কণ্ঠদেশে অত্যন্ত বেদনা, বক্ষঃস্থলে ভেদবৎ ব্যথা, তীক্ষ্ণসূচীবেধের ন্যায় বা শূলনিঘাতের ন্যায় যাতনা, পার্শ্ববেদনা, পর্ব্বভেদ, জ্বর, শ্বাস, তৃষ্ণা ও স্বর-ভঙ্গ প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হয়; এবং কাসনির্গমকালে কপোতধ্বনির ন্যায় শব্দ হইতে থাকে। এইরূপ ক্ষতজ-কাসও অসাধ্য।

ক্ষয়জ কাস।—বিষম ভোজন, অসাত্ম্য দ্রব্য-ভোজন, অতিরিক্ত মৈথুন, মল-মূত্রাদির বেগধারণ এবং আহারাভাব, শোক, এইসকল কারণে জঠরাগ্নি বিকৃত হইয়া বাতাদি দোষত্রয়কে কুপিত করে; তাহা হইতে দেহক্ষয়-কারক যে কাস উৎপন্ন হয়, তাহাকে ক্ষয়জ কাস কহে। ইহাতে গাত্রশূল, জ্বর, দাহ, মূর্চ্ছা ও মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। রোগী ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া যায়, দুর্ব্বল হয়, এবং পূয-রক্তমিশ্রিত নিষ্ঠীবন ত্যাগ করে। ইহা ভিন্ন বাতাদি তিন দোষেরই অন্যান্য লক্ষণসমূহও লক্ষিত হইয়া থাকে। এই ক্ষয়জ কাস দুঃসাধ্য। বৃদ্ধ-ব্যক্তির জরাবশতঃ যে কাস উপস্থিত হয়, তাহাও একপ্রকার ক্ষয়জ-কাস এবং তাহা যাপ্য।

চিকিৎসা।—কাঁকড়াশৃঙ্গী, বচ, কট্‌ফল, গন্ধতৃণ, মুতা, ধনিয়া, হরীতকী, বামুনহাটী, দেবদারু, শুঁঠ ও হিং এইসকলের চূর্ণ উষ্ণজলের সহিত পান করিলে, বহুকালজাত কাসও নিবারিত হয়। ত্রিফলা, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, রাস্না, বচ, পদ্মকাষ্ঠ ও দেবদারু—সমুদায়ের চূর্ণ সমভাগ, একত্র ঘৃত ও মধুমিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে, উৎকট কাসও অচিরে বিনষ্ট হয়। হরীতকী, চিনি, আমলকী, খই, পিপুল ও শুঁঠ, ইহাদের চূর্ণ, ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন এবং সৈন্ধব ও পিপুলচূর্ণ উষ্ণজলের সহিত পান ব্যবস্থেয়। শুঁঠ ও পিপুল চূর্ণ পুরাতন গুড়ের সহিত সেবন করিতে দিবে। শুঁঠ, যষ্টিমধু ও বংশলোচন সমানভাগে ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন অথবা চিনি ও মরিচচূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া লেহন করিতে দিবে। আমলকী, পিপুল, শুঁঠ ও চিনি চূর্ণ করিয়া দধিমণ্ডের সহিত পান করিতে দিবে। কুলপত্র ঘৃতে ভাজিয়া সৈন্ধব লবণের সহিত ভক্ষণ করিলে কাসরোগের শান্তি হয়।

বর্ত্তিপ্রয়োগ।—বামুনহাটী, বচ ও হিং এইসকল দ্রব্যের বর্ত্তি করিয়া তাহা ঘৃতাভাক্ত করিবে এবং সেই বর্ত্তির ধূম পান করাইবে। অথবা বাঁশের নীল, এলাচ ও সৈন্ধব, ইহাদের বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাহার ধূম পান করাইবে। কিংবা মুতা, ইঙ্গুদীছাল, যষ্টিমধু, জটামাংসী মনঃশিলা ও হরিতাল, এইসকল দ্রব্য ছাগমূত্রে পেষণ পূর্ব্বক বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া, বাত-শ্লৈষ্মিক কাসরোগে তাহার ধূমপান করাইয়া, দুগ্ধ অনুপান করিতে দিবে।

আকনাদী, বিট্‌লবণ, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, গোক্ষুর, রাস্না, চিতামূল, বেড়েলা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বচ, মুতা দেবদারু, দুরালভা, বামুনহাটী, হরীতকী ও শটী, এইসকল দ্রব্যের কল্ক /১ এক সের এবং কণ্টকারীর স্বরস /৮ আট সের, এই উভয়ের সহিত /৪ চারিসের ঘৃত যথাবিধি পাক করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় পান করিলে, শ্বাস, অগ্নিমান্দ্য ও স্বরভেদযুক্ত পঞ্চবিধ প্রবল কাসও প্রশমিত হইয়া থাকে।

বিদারীগন্ধাদি, উৎপলাদি, সারিবাদি এবং কাকোল্যাদিগণের কাথ কাকোল্যাদিগণের কল্ক, ইক্ষুরস, জল ও দুগ্ধ এইসকল দ্রব্যসহ যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া, সেই ঘৃত পিত্তজনিত ও শুক্রক্ষয়জ কাসে উপযুক্তমাত্রায় চিনির সহিত প্রাতঃকালে পান করিতে দিবে।

খর্জ্জুর, বামুনহাটী, পিপুল, পিয়ালবীজ, মধুলিকা, ছোট এলাচ ও আমলকী, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিয়া উপযুক্তমাত্রায় ঘৃত, মধু ও চিনির সহিত লেহন করিলে, পিত্তজনিত, উরঃক্ষত-জনিত ও ক্ষয়জ কাস প্রশমিত হইয়া থাকে। মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা, সৌবীরাঞ্জন, চিতামূল, আকনাদী, মূর্ব্বা-মূল ও পিপুল, ইহাদের চূর্ণ সমুদায়ে সমভাগ—উপযুক্ত মাত্রায় মধুমিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে, ক্ষতজ ও ক্ষয়জ কাস নিবারিত হয়।

কল্যাণগুড় ।— আমলকীর স্বরস ।২ বার সের; গুড় /৬৷৹ সওয়া ছয় সের; এবং পিপুলমূল, চই, জীরা, ত্রিকটু, গজপিপ্পলী, হবুষ, বনযমানী, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, ত্রিফলা, যমানী, আকনাদী, চিতামূল ও ধনিয়া, প্রত্যেকের চূর্ণ ২ দুই তোলা, ঈষৎ তৈলভৃষ্ট তেউড়ীচূর্ণ /১ এক সের এবং তিলতৈল /১ একসের যথাবিধি পাক করিবে। ইহাকেই কল্যাণ-গুড় কহে। এই ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে, কাস, শ্বাস ও স্বরভঙ্গ নিবারিত হয়। সর্ব্বপ্রকার গ্রহণীরোগে, অগ্নিমান্দ্যে এবং স্ত্রীলোকদিগের বন্ধ্যাত্ব দোষেও এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

অগস্ত্যাবলেহ ।—বেল, শোণা, পারুল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর; এইসকলের যথাযোগ্য মূলের ছাল ও মূল; এবং গজপিপুল, আলকুশীবীজ, বামুনহাটী, শঠী, পুষ্করমূল, শুঁঠ, আকনাদী, গুলঞ্চ, পিপুলমূল, শঙ্খপুষ্পী, রাস্না, চিতামূল, অপামার্গ, বেড়েলা ও দুরালভা,—প্রত্যেক ২ দুই পল, যব ৬৪ চৌষট্টি পল, পোট্টলীবদ্ধ হরীতকী ১০০ একশতটী,—এইসমস্ত দ্রব্য একত্র ৮০ আশী সের জলে সিদ্ধ করিয়া, ২০ কুড়ি সের অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। পরে সেই কাথ এবং গুড় ।২৷৹ সাড়েবার সের, তিলতৈল ৮ আট পল, ঘৃত ৮ আট পল ও পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধ হরীতকী ১০০ একশতটী একত্র পাক করিবে। আসন্নপাকে পিপুল-চূর্ণ ৪ চারি পল প্রক্ষেপ দিবে এবং লেহবৎ হইলে তাহাতে মধু ৮ আট পল মিশ্রিত করিবে। এই রসায়ন-ঔষধ ২ দুই তোলা এবং ঐ হরীতকী দুইটী প্রত্যহ সেবন করিলে, রাজযক্ষ্মা, গ্রহণী দোষ, শোথ, অগ্নিমান্দ্য, স্বরভেদ, কাস, পাণ্ডু, শ্বাস, শিরোরোগ, হৃদ্রোগ, হিক্কা ও বিষমজ্বর আশু বিনষ্ট হয় এবং ইহাদ্বারা মেধা, বল ও উৎসাহ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ভগবান্ অগস্ত্য কর্ত্তৃক এই ঔষধ উপদিষ্ট, এইজন্য ইহা অগস্ত্য-হরীতকী নামে পরিচিত।

কাকোল্যাদিগণের সহিত কাঁকড়া, শুক্তি, চটক, হরিণ ও লাবমাংসের ক্বাথ, এবং মধুরবর্গের কল্কসহ ঘৃত পাক করিয়া, সেই ঘৃত পান করিলে, ক্ষতজ ও ক্ষয়জ কাস নিবারিত হয়। শতমূল, গোরক্ষ-চাকুলে ও বেড়েলার ক্বাথ এবং কল্কসহ ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত পান করিলেও কাসরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

ষড়্বিংশ অধ্যায়।

স্বরভেদ-চিকিৎসা।

নিদান।—অত্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে কথন বা অধ্যয়ন, বিষপান, কণ্ঠদেশে আঘাত ও শীতাদি কারণে বাতাদি দোষ কুপিত হইয়া, স্বরবহ ধমনী আশ্রয় পূর্ব্বক স্বর বিনষ্ট করে। ইহাকেই স্বরভঙ্গ রোগ কহে। স্বরভেদ ছয়-প্রকার:—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক, মেদজ ও ক্ষয়জ।

লক্ষণ।—বাতিক-স্বরভেদে মল, মূত্র, নেত্র ও মুখ কৃষ্ণবর্ণ হয়; এবং গর্দ্দভের স্বরের ন্যায় কর্কশ ভাঙ্গা স্বর ধীরে ধীরে নির্গত হয়। পৈত্তিক স্বরভেদে মল-মূত্রাদি পীতবর্ণ হয়, এবং তপ্তস্বর নির্গমকালে কণ্ঠদেশে দাহ উপস্থিত হয়। শ্লৈষ্মিক-স্বরভেদে কণ্ঠদেশ শ্লেষ্মাদ্বারা সর্ব্বদা রুদ্ধ হইয়া থাকে। তজ্জন্য স্বর অত্যন্ত মৃদু হইয়া যায়, এবং দিবাভাগে সূর্য্যরশ্মিদ্বারা কফ মন্দীভূত হওয়ায় রাত্রি অপেক্ষা দিবসে স্বর কিঞ্চিৎ পরিস্ফুট হয়। ত্রিদোষজ-স্বরভেদে উক্ত তিন দোষেরই লক্ষণ লক্ষিত হয়, এবং স্বর অধিক অস্পষ্ট হয়। ইহা অসাধ্য। ক্ষয়জ-স্বরভঙ্গে স্বরনির্গমকালে ধূমনির্গমের ন্যায় যাতনা অনুভূত হয়, এবং স্বর ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে। রোগী বাক্যকথনে একবারে অসমর্থ হইলে, রোগ অসাধ্য হইয়া উঠে। মেদজ স্বরভঙ্গে রোগীর কণ্ঠদেশ, তালু ও ওষ্ঠ, মেদ ও শ্লেষ্মাদ্বারা লিপ্ত হইয়া থাকে, এবং বাক্য অপরিস্ফুট-ভাবে উচ্চারিত হইয়া কণ্ঠেই যেন বিলীন হইয়া যায়।

অসাধ্য স্বরভেদ।—দুর্ব্বল, বৃদ্ধ বা কৃশ ব্যক্তির স্বরভেদ, দীর্ঘকাল-জাত স্বরভেদ, এবং সর্ব্বলক্ষণযুক্ত ত্রিদোষ স্বরভেদ অসাধ্য।

চিকিৎসা।—স্বরভেদ-রোগীকে প্রথমতঃ স্নেহপ্রয়োগ, তৎপরে বমন, বিরেচন, বস্তিক্রিয়া, নস্য, অবপীড়-নস্য, গণ্ডূষধারণ, ধূম, অবলেহ ও উপযুক্ত কবলের ব্যবস্থা করিবে। কাস ও শ্বাসরোগের নিবারক ঔষধসকলও ইহাতে বিবেচনাপূর্ব্বক প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

বাতিক-স্বরভেদে ভোজনের উপরে ঘৃতপান উপকারী। কালকাসুন্দে, বৃহতী ও ভীমরাজের স্বরস, অথবা অর্জ্জুনের ক্বাথসহ ঘৃতপাক করিয়া সেই ঘৃত পান করিলে স্বরভেদ প্রশমিত হয়। বাতিক-স্বরভেদে যবক্ষার ও যবক্ষানীর সহিত ছাগঘৃত পাক করিয়া, ঘৃত ও মধুর সহিত পান করাইবে। ঘৃত ও গুড়ের সহিত অন্ন ভোজন করাইয়া উষ্ণজল অনুপান করান আবশ্যক।

পৈত্তিক-স্বরভেদে ঘৃত পান করিয়া দুগ্ধ অনুপান করিলে উপকার হয়। যষ্টিমধুর সহিত পায়স প্রস্তুত করিয়া তাহা ঘৃতসংস্কৃত করিবে, এবং সেই পায়স ভোজন করিতে দিবে। কাকোল্যাদিগণের চূর্ণ, শতমূলীর চূর্ণ বা বেড়েলার চূর্ণ উপযুক্তমাত্রায় ঘৃত ও মধুমিশ্রিত করিয়া লেহন করাইবে।

শ্লৈষ্মিক স্বরভেদে গোমূত্রসহ ত্রিকটুচূর্ণ উপযুক্ত মাত্রায় পান করাইবে। অথবা মধু ও তিলতৈলের সহিত ত্রিকটুচূর্ণ ভোজনের পর লেহন করাইবে। মেদজ-স্বরভেদে শ্লেষ্মজ-স্বরভেদের ন্যায় চিকিৎসা কর্ত্তব্য। ত্রিদোষজ ও ক্ষয়জ স্বরভেদ অসাধ্য। উচ্চৈঃস্বরে কথনাদি কারণে আগন্তু স্বরভেদ উপস্থিত হইলে, কাকোল্যাদিগণ-সিদ্ধ দুগ্ধ, চিনি ও মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

ক্রিমিরোগ-চিকিৎসা।

নিদান।—অজীর্ণসত্ত্বে ভোজন, অধ্যশন, অসাত্ম্য-ভোজন, বিরুদ্ধভোজন ও দোষজনক অন্নভোজন, অতি-গুরুপাক, অতিস্নিগ্ধ ও অতি-শীতল দ্রব্যভোজন এবং মাষকলায়, পিষ্টান্ন, মুদ্গাদির দাল, মৃণাল, শালুক, কেশুর, পত্রশাক, সুরা, শুক্ত, দধি, গুড়, ইক্ষু, তৃণনাল, আনূপমাংস, তিলকল্ক ও চিপিটকাদি দ্রব্য ভোজন, স্বাদু বা অম্ল দ্রবপদার্থপান, শ্রমশূন্যতা ও দিবানিদ্রা প্রভৃতি কারণে শ্লেষ্মা ও পিত্ত প্রকুপিত হইয়া, আমাশয় ও পক্কাশয়ে বহুবিধ ক্রিমি উৎপাদন করে। ক্রিমিরোগের উৎপত্তি-কারণ তিনপ্রকার; পুরীষ, কফ ও রক্ত। মাষকলায়, পিষ্টান্ন, লবণ, গুড় ও শাক, এইসকল দ্রব্য ভোজনে পুরীষজ ক্রিমি; মাংস, মাষকলায়, গুড়, দধি ও শুক্ত, এইসকল দ্রব্য ভোজনে কফজ ক্রিমি; এবং বিরুদ্ধ-ভোজন, অজীর্ণসত্ত্বে ভোজন ও শাকাদি দ্রব্য ভোজনদ্বারা রক্তজ ক্রিমি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

লক্ষণ।—শরীরে ক্রিমি জন্মিলে, জ্বর, বিবর্ণতা, শূল, হৃদ্রোগ, অবসাদ, গাত্রঘূর্ণন, অন্নদ্বেষ ও অতিসার, এইসকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন ক্রিমির বিভিন্ন লক্ষণ, যথা:—

পুরীষজ ক্রিমিরোগে শূল, অগ্নিমান্দ্য, পাণ্ডুবর্ণতা, উদরের বিষ্টব্ধতা, বলক্ষয়, মুখাদি হইতে জলস্রাব, অরুচি হৃদ্রোগ ও মলভেদ, এইসকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। কফজ ক্রিমিদ্বারা মজ্জা ভক্ষিত হয়; তজ্জন্য শিরোরোগ, হৃদ্রোগ, বমি ও প্রতিশ্যায় উপস্থিত হইয়া থাকে। রক্তজ ক্রিমি হইতে রক্তাশ্রিত রোগসকল উৎপন্ন হয়।

চিকিৎসা।—ক্রিমিরোগে প্রথমতঃ স্নেহ-প্রয়োগ, তৎপরে সুরসাদিগণ সিদ্ধ ঘৃত পান করাইয়া, বমনপ্রয়োগ, কফঘ্ন ও তীক্ষ্ণবীর্য্য বিরেচক ঔষধদ্বারা বিরেচন প্রয়োগ, এবং যব, কুল ও কুলখের কাথে, অথবা সুরসাদিগণের কাথে

বিড়ঙ্গসহ পক্ক ঘৃত ও সৈন্ধব-লবণ মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা নিরূহণ-প্রয়োগ করিবে। নিরূহণ প্রত্যাগত হইলে রোগীকে ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করাইয়া ক্রিমিনাশক দ্রব্যদ্বারা সম্পাদিত অন্নাদি ভোজন করাইবে। ভোজনের পর বিড়ঙ্গসহ পক্ক ঘৃত দ্বারা অনুবাসন প্রয়োগ করিতে হইবে। শিরীষ ও লতাকটূকীর রস অথবা কেবুক গাছের ক্বাথ মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। পলাশ-বীজের স্বরস বা কল্ক তণ্ডুলোদকের সহিত পান করাইবে। পাশিধাপত্রের স্বরস অথবা সুরসাদির স্বরস মধুমিশ্রিত করিয়া পান করাইবে।

অশ্বের পুরীষ-চূর্ণ অথবা বিড়ঙ্গচূর্ণ মধুসহ লেহন করাইবে। দন্তী বা ইন্দুরকাণীর পত্র পেষণ পূর্ব্বক তাহার সহিত যবচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পিষ্টক প্রস্তুত করিবে। সেই পিষ্টক খাওয়াইয়া কাঁজি অনুপান করিতে দিলে, ক্রিমি নিবারিত হইয়া থাকে।

সুরসাদিগণের কল্কসহ তৈল পাক করিয়া, সেই তৈল পান করিতে দিবে। যবাদির চূর্ণের সহিত বিড়ঙ্গচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া লড্ডুকাদি ভক্ষ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিবে; সেইসকল ভক্ষ্য ভোজন করিলে ক্রিমি বিনষ্ট হইয়া থাকে। তিলে বিড়ঙ্গ ক্বাথের ভাবনা দিয়া, সেই তিলের তৈল নিষ্কাশন পূর্ব্বক উপযুক্ত মাত্রায় তাহা পান করিতে দিবে। শজারুর বিষ্ঠাচূর্ণে ৭ সাতবার বিড়ঙ্গক্বাথের ও ৭ সাতবার ত্রিফলাক্বাথের ভাবনা দিয়া, মধুর সহিত তাহা সেবন করাইয়া, আমলকীর রস, বা বহেড়ার রস, কিংবা হরীতকীর রস অনুপান করিতে দিবে। এইরূপে বঙ্গ, সীসক, তাম্র, রৌপ্য ও লৌহের ভস্মও লেহন ব্যবস্থা করা যায়। পূতিকরঞ্জের রস মধুমিশ্রিত করিয়া পান করিলে, ছাগমূত্রের সহিত পিপুল-চূর্ণ সেবন করিলে, এবং দধির মাতে বঙ্গ ঘর্ষণ করিয়া ৭ সাত দিন তাহা পান করিলে, পুরীষজ ও কফজ ক্রিমি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

মস্তক, হৃদয়, নাসিকা ও চক্ষু প্রভৃতি স্থানে ক্রিমি উৎপন্ন হইলে, অঞ্জন ও নস্যাদি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ঘোটকের শুষ্ক পুরীষে বিড়ঙ্গ ক্বাথের ভাবনা দিয়া, তাহার চূর্ণের নস্য প্রয়োগ করিবে। এইরূপে লৌহ-চূর্ণেরও নস্য দেওয়া যাইতে পারে। সুরসাদিগণের সহিত তৈল পাক করিয়া, সেই তৈলের সহিত কাঁসার মসী মিশ্রিত করতঃ তাহার নস্য প্রদান করিবে।

যে ক্রিমিদ্বারা রোম নষ্ট হইয়া যায়, তাহার ইন্দ্রলুপ্তের (টাকের) ন্যায় চিকিৎসা কর্ত্তব্য। দন্তভোজী-ক্রিমিতে ক্রিমিদন্তের চিকিৎসা করিবে; এবং রক্তজ ক্রিমিরোগে কুষ্ঠরোগোক্ত চিকিৎসা করিতে হইবে।

পথ্যাপথ্য।—সাধারণতঃ তিক্ত ও কটুরস-বহুল দ্রব্য ভোজন এবং কুলত্থকাথের সহিত দুগ্ধপান ক্রিমিরোগে হিতকর। দুগ্ধ, মাংস, ঘৃত, দধি, পত্র-শাক, অম্ল, মধু ও শীতল দ্রব্যের পানভোজন ক্রিমিরোগে অনিষ্টকারক।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

—:•:—

উদাবর্ত্ত-চিকিৎসা।

নিদান।—বায়ু, পুরীষ, মূত্র, জৃম্ভা, অশ্রু, ক্ষবথু (হাঁচি), উদ্গার, বমি, শুক্র, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শ্বাস ও নিদ্রার বেগ রোধ করিলে উদাবর্ত্ত রোগ উৎপন্ন হয়। ইহা ভিন্ন অপথ্য ভোজনদ্বারাও একপ্রকার উদাবর্ত্ত জন্মিয়া থাকে।

বাতনিরোধজনিত উদাবর্ত্তে অর্থাৎ অপান বায়ুর বেগ গুহ্যমার্গে অবরুদ্ধ হইলে, আধ্মান, শূল, হৃদয়াবরণ, শিরঃপীড়া, অত্যন্ত শ্বাস, হিক্কা, কাস, প্রতি-শ্যায়; কণ্ঠগ্রহ ও পিত্তশ্লেষ্মার নিঃসরণ, এইসকল উপদ্রব উপস্থিত হয়; এবং ইহাদ্বারা পুরীষক্ষয়, অথবা মুখ দিয়া পুরীষ নির্গত হয়। পুরীষের বেগ রোধ করিলে, উদরে বেদনা ও গুড় গুড় শব্দ, গুহ্যদেশে কর্ত্তনবৎ যাতনা, পুরীষের অপ্রবর্ত্তন ও ঊর্দ্ধবাত অর্থাৎ উদ্গারাদি লক্ষণ উপস্থিত হয় এবং কোন কোন সময়ে মুখ দিয়া মল নির্গত হইয়া থাকে। মূত্রবেগ রুদ্ধ হইলে, অতি কষ্টে অল্প অল্প করিয়া মূত্র নির্গত হয়; লিঙ্গে, গুহ্যমার্গে, বঙ্ক্ষণদেশে, অণ্ডকোষে, নাভিতে ও মস্তকে নিখাতশূলের ন্যায় তীব্রশূল ও মূত্রাশয়ের আধ্মান হয়। জৃম্ভার বেগ রোধ করিলে, বাতজনিত মন্যাস্তম্ভ ও শিরোরোগ উপস্থিত হয় এবং কর্ণ, চক্ষু, নাসিকা ও মুখে উৎকট রোগসকল জন্মিয়া থাকে। অশ্রুবেগ রোধ করিলে, শিরোগৌরব, উৎকট নেত্র রোগ ও পীনস উৎপন্ন হয়। ক্ষবথুর বেগ রোধ

করিলে, মস্তকে, নেত্রে, নাসিকায় ও কর্ণে উৎকট রোগসকল উৎপন্ন হয়; এবং কণ্ঠ ও মুখের পূর্ণতা, সূচীবেধবৎ যন্ত্রণা, বায়ুর শব্দ অথবা অপ্রবর্ত্তন হইয়া থাকে। উদ্গারবেগ রুদ্ধ হইলে, বাতজনিত বহুবিধ রোগ জন্মে। বমির বেগ ধারণ করিলে, যে দোষ জন্য বমিবেগ উপস্থিত হয়, সেই দোষ দ্বারাই কুষ্ঠাদি রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। শুক্রবেগ ধারণ করিলে মূত্রাশয়ে, গুহ্যদেশে ও অণ্ডকোষে শোথ ও বেদনা, মূত্ররোধ, শুক্রাশ্মরী, শুক্রক্ষরণ ও বাত-কুণ্ডলিকা প্রভৃতি বিবিধ রোগ উপস্থিত হয়। ক্ষুধার বেগ ধারণ করিলে তন্দ্রা, অঙ্গমর্দ্দ, অরুচি, ও দৃষ্টিদৌর্ব্বল্য ঘটিয়া থাকে। তৃষ্ণার বেগ ধারণে কণ্ঠ ও মুখের শোষ, শ্রবণেন্দ্রিয়ের অবরোধ ও হৃদয়ের বেদনা উপস্থিত হয়। শ্রান্তিজনিত উচ্ছ্বাসবেগ ধারণ করিলে, হৃদ্রোগ, মোহ অথবা গুল্মরোগ জন্মে। নিদ্রাবেগ রোধ করিলে জৃম্ভা, অঙ্গমর্দ্দ, অঙ্গের জড়তা, মস্তকের জড়তা, নেত্রের জড়তা ও তন্দ্রা উপস্থিত হইয়া থাকে।

রুক্ষ, কষায়, কটু ও তিক্তদ্রব্য ভোজনে কোষ্ঠের বায়ু কুপিত হইয়া সদ্য উদাবর্ত্ত রোগ উপস্থিত করে। তাহাতে ঐ কুপিত বায়ু কর্ত্তৃক বাত, মূত্র, পুরীষ, রক্ত, কফ ও মেদবহ স্রোত শোষিত হয়; তজ্জন্য হৃদয়ে ও বস্তিদেশে শূল ও গুরুতা এবং অরুচি উপস্থিত হয়। রোগী অতিকষ্টে বায়ু, মূত্র ও পুরীষ নিঃসরণ করে। তৎপরে ক্রমশঃ শ্বাস, কাস, প্রতিশ্যায়, দাহ, মোহ, বমি, জ্বর, তৃষ্ণা, হিক্কা, শিরোরোগ, মনোবিভ্রম, শ্রবণবিভ্রম এবং বায়ু-প্রকোপজনিত বিবিধ পীড়া উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অসাধ্য লক্ষণ।—উদাবর্ত্তরোগে অতিশয় তৃষ্ণা, অত্যন্ত অবসাদ, দেহের কৃশতা ও শূল উপস্থিত হইলে, এবং রোগী পুরীষ বমন করিলে সেই রোগ অসাধ্য বুঝিতে হইবে।

চিকিৎসা।—সকলপ্রকার উদাবর্ত্তেই বায়ুর অনুলোমকারক ক্রিয়া-সকল প্রয়োগ করিবে। বাতজ-উদাবর্ত্তে প্রথমে স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ করিয়া, বায়ুনাশক দ্রব্যের নিরূহণ প্রয়োগ করিতে হইবে। পুরীষজ-উদাবর্ত্তে আনাহ-রোগের ন্যায় চিকিৎসা কর্ত্তব্য। মূত্রজ-উদাবর্ত্তে সৌবর্চ্চল-লবণমিশ্রিত অথবা এলাচ ও দুগ্ধমিশ্রিত মদিরা পান করাইবে। জলমিশ্রিত আমলকীর রস পান করিতে দিবে। অশ্ব-পুরীষের বা গর্দ্দভপুরীষের রস পান করাইবে। মাংসের

সহিত মধুর বা গুড়ের মণ্ড পান করিতে দিবে। দেবদারু, মুথা, মূর্ব্বা, হরিদ্রা ও যষ্টিমধু এইসকলের কল্ক বা চূর্ণ ১ তোলা মাত্রায় বৃষ্টিজলের সহিত সেবন করাইবে। দুরালভার বা কুঙ্কুমের কাথ পান করিতে দিবে। কাঁকুড়বীজের কল্ক—অম্ল সৈন্ধব লবণ ও জলের সহিত সেবন করাইবে। স্বল্প-পঞ্চমূলের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া সেই দুগ্ধ ও দ্রাক্ষারস পান করাইবে। অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত রোগোক্ত যোগসকলও ইহাতে প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

জৃম্ভারোধ-জনিত উদাবর্ত্তে স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ করিবে। অশ্রুরোধজনিত উদাবর্ত্তে স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগের পরে তীক্ষ্ণ অঞ্জনদ্বারা অশ্রু নিঃসারিত করা আবশ্যক। ক্ষবনিরোধ জনিত উদাবর্ত্তে তীক্ষ্ণ অঞ্জন, তীক্ষ্ণ অবপীড় নস্য, মরিচাদি তীক্ষ্ণদ্রব্যের চূর্ণ আঘ্রাণ এবং ঘ্রাণপথে বর্ত্তি প্রয়োগ দ্বারা ক্ষব (হাঁচি) প্রবর্ত্তন কর্ত্তব্য। উদ্গাররোধজনিত উদাবর্ত্তে ধূম, নস্য, কবল ও স্নৈহিক ধূমপ্রয়োগ করিবে। সৌবর্চ্চল-লবণ ও টাবানেবুর রসমিশ্রিত সুরাপান ইহাতে উপকারী। বমনবেগ নিরোধজনিত উদাবর্ত্তে দোষাদি বিবেচনাপূর্ব্বক স্নেহাদি প্রয়োগ করিবে; এবং ক্ষার ও লবণমিশ্রিত তৈলাদি অভ্যঙ্গ করাইবে। শুক্রনিরোধজ উদাবর্ত্তে পঞ্চতৃণমূলাদির কল্ক ও চতুর্গুণ জলসহ দুগ্ধ পাক করিয়া সেই দুগ্ধ পান করিতে দিবে; এবং মনোমত রমণীর সহিত সঙ্গমের ব্যবস্থা করিবে। ক্ষুধারোধজনিত উদাবর্ত্তে অল্পপরিমিত এবং স্নিগ্ধ ও উষ্ণপদার্থ ভোজন করা আবশ্যক। তৃষ্ণা-রোধজ উদাবর্ত্তে মণ্ড বা শীতল যবাগূ পান করিতে দিবে। উচ্ছ্বাসরোধজনিত উদাবর্ত্তে বিশ্রাম এবং মাংসরসের সহিত অন্নাদি ভোজন হিতকর। নিদ্রারোধজ উদাবর্ত্তে গোদুগ্ধপান, অনুকূল-বাক্যশ্রবণ ও নিদ্রা উপকারী।

উদাবর্ত্তে যেসকল উপদ্রব উপস্থিত হয়, তৎসমুদায়ে সেই সেই রোগনাশক ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে। অপথ্যভোজনজনিত উদাবর্ত্তে লবণমিশ্রিত তৈলের অভ্যঙ্গ, স্নেহপান, স্বেদ, নিরূহণ ও পথ্যভোজনের পর অনুবাসন প্রয়োগ করা আবশ্যক। নিরূহণ ও অনুবাসন প্রয়োগদ্বারা দারুণ উদাবর্ত্ত প্রশমিত না হইলে, স্বেদ-প্রয়োগের পর বারংবার স্নেহ-বিরেচন প্রয়োগ করিতে হইবে। তেউড়ী ১ একভাগ, পীলু ২ দুইভাগ ও যমানী ৪ চারিভাগ; অথবা সর্জ্জিক্ষার ৮ ভাগ ও বিড়ঙ্গ ১৬ ষোল ভাগ, এই উভয় যোগ অম্ল দ্রব্যের সহিত পান করাইবে। ইহাদ্বারা উদাবর্ত্তজনিত শূল প্রশমিত হয়।

দেবদারু, বন-যমানী, কুড়, বচ, হরীতকী, গুগগুলু ও পুষ্করমূল; এইসকল দ্রব্য একত্র ৮ আট গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ অবশেষ থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে এবং সেই কাথ উপযুক্ত মাত্রায় উদাবর্ত্ত রোগীকে পান করাইবে। শুক্তমূলা, পুনর্নবা, বিল্বাদিপঞ্চমূল ও আরেবত-ফল, এইসকলের কাথ পান করিলেও উদাবর্ত্ত প্রশমিত হয়। বচ, আতইচ, কুড়, যবক্ষার, হরীতকী, পিপুল ও নির্দ্দহনী (সূচমুখী),—ইহাদের চূর্ণ বা কল্ক উষ্ণজলসহ পান করাইবে। তিতলাউয়ের মূল, ময়নাফল, রাখালশসার মূল, আতইচ, বচ, কুড়, সুরাবীজ ও বন-যমানী ইঁহাদের চূর্ণ বা কল্ক—উষ্ণজলসহ; অথবা দেবদারু, চিতামূল, ত্রিফলা ও বৃহতী, ইহাদের চূর্ণ বা কল্ক গোমূত্রসহ পান করাইবে। যব ও কণ্টকারীর ফল উভয়ে ১৬ ষোল পল, একত্র ষোল সের জলে সিদ্ধ করিয়া, ৮ আট পল থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে এবং তাহার সহিত হিং মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় পান করিতে দিবে। এইসকল যোগদ্বারাও উদাবর্ত্ত প্রশমিত হয়।

মদনফল, তিতলাউবীজ, পিপুল ও কণ্টকারী,—এই চূর্ণসকল একটী নলের মধ্যে পুরিয়া ফুৎকারদ্বারা তাহা গুহ্যমার্গে প্রবেশ করাইবে। দন্তীমূল, কমলাগুঁড়ি, শ্যামমূলা, তেউড়ী, তিতলাউ, বন-যমানী, ঘোষাফল, পিপুল ও সৈন্ধবাদি পঞ্চলবণ,—এইসকল দ্রব্য গোমূত্রের সহিত পেষণপূর্ব্বক বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া গুহ্যমার্গে তাহা প্রবিষ্ট করিবে। ইহাদ্বারা উদাবর্ত্ত রোগ সদ্য প্রশমিত হয়।

একোনত্রিংশ অধ্যায়।

—(॰)—

বিসূচিকাদি-চিকিৎসা।

নিদান ও নিরুক্তি।—পূর্ব্বোক্ত অজীর্ণরোগ হইতে বিসূচিকা, অলসক ও বিলম্বিকা নামক ত্রিবিধ রোগ উৎপন্ন হয়। বিসূচিকা রোগে অন্যান্য যন্ত্রণা অপেক্ষা গাত্রে সূচীবেধবৎ যন্ত্রণা অধিক হয়; এই জন্য ইহা বিসূচিকা নামে অভিহিত হইয়াছে। বিসূচিকার চলিত নাম—ওলাউঠা।

বিসূচিকার লক্ষণ।—বিসূচিকারোগে মূর্চ্ছা, মলভেদ, বমি, পিপাসা, শূল, ভ্রম, হস্ত-পদে মোচড়ানবৎ পীড়া (খালিধরা), জৃম্ভা, দাহ, বিবর্ণতা, কম্প, হৃদয়ে বেদনা এবং মস্তকে ভেদবৎ যন্ত্রণা, এইসকল লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে।

অলসক-লক্ষণ।—অলসকরোগে কুক্ষিদেশে অত্যন্ত আধ্মান হয়। যাতনায় রোগী আর্ত্তনাদ করিতে থাকে ও মূর্চ্ছিত হয়, কুক্ষিস্থ বায়ু নিরুদ্ধ হইয়া হৃদয় ও কণ্ঠাদি স্থানে বিচরণ করিতে থাকে, মলমূত্রাদি রুদ্ধ হইয়া যায় এবং উদ্গার হয়। ইহাতে ভুক্ত-দ্রব্য অধঃ বা ঊর্দ্ধদিকে যাইতে না পারিয়া, আমাশয়ে অলসীভূত হইয়া থাকে; এইজন্য ইহা অলসক নামে অভিহিত হইয়াছে।

বিলম্বিকা-লক্ষণ।—কুপিত বায়ু ও কফদ্বারা ভুক্তান্ন দূষিত হইয়া ঊর্দ্ধ বা অধোদিকে নির্গত না হইলে, তাহাকেই বিলম্বিকা রোগ বলা যায়। ইহা দুঃসাধ্য ব্যাধি।

অসাধ্য-লক্ষণ।—বিসূচিকা ও অলসক রোগে রোগীর দন্ত, ওষ্ঠ ও নখ শ্যাববর্ণ হইলে, সংজ্ঞা লুপ্তপ্রায় হইলে, প্রবল বমি হইতে থাকিলে, নেত্র কোটরগত হইলে, কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হইয়া গেলে এবং সন্ধিস্থানসমূহ শিথিল হইয়া পড়িলে সেই রোগীর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

চিকিৎসা।—সাধ্য বিসূচিকায় অগ্নিতপ্ত শলাকা দ্বারা পার্ষ্ণিদেশ দগ্ধ করিলে বিশেষ উপকার হয়। ইহাতে অগ্নিসন্তাপ ও অবস্থাবিশেষে তীব্র বমন, এবং ভুক্ত পদার্থ পক্বাভিমুখ হইলে, পাচন বা ফলবর্ত্তি প্রভৃতি দ্বারা বিরেচন-প্রয়োগ কর্ত্তব্য। বমন বিরেচনাদি-দ্বারা দেহ শুদ্ধ হইলেই মূর্চ্ছা, অতিসার, প্রভৃতি সত্বঃ প্রশমিত হয়। বিসূচিকাদি রোগে আস্থাপন প্রয়োগও হিতকর।

হরীতকী, বচ, হিং, ইন্দ্রযব, গাজর, সৌবর্চ্চল লবণ ও আতইচ, ইহাদের চূর্ণ উষ্ণজলের সহিত পান করিলে, বিসূচিকা, শূল ও অরুচি বিনষ্ট হয়। সৈন্ধব, হিং, টাবানেবুর রস ও ঘৃতের সহিত ত্রিফলা ও ত্রিকটু মিশ্রিত করিয়া কাঁজির সহিত তাহা পান করাইবে। অথবা ত্রিকটুচূর্ণ ও সৈন্ধবের চূর্ণ কাঁজির সহিত কিংবা পিপুল, যমানী ও অপামার্গ, কাঁজির সহিত সেবন করিতে দিবে। অথবা পিপুল ও শুঁঠের কল্ক উষ্ণ জলের সহিত পান করাইবে। বিরেচন প্রয়োজন হইলে, পিপুল ও দন্তীমূল কাঁজির সহিত, কিংবা পিপুল ও দন্তীমূল—ধোবাকলের সহিত সেবন ব্যবস্থেয়।

ত্রিকটু, করঞ্জফল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও টাবানেবুর মূল, এইসকল দ্রব্যের গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিবে। সেই গুড়িকার অঞ্জন করিলে, বিসূচিকাজনিত প্রমীলকাদি (নেত্রনিমীলন) প্রশমিত হয়। রোগীর কোষ্ঠ শুদ্ধ ও ক্ষুধার উদ্রেক হইলে, দীপনীয় ও পাচনীয় ঔষধের সহিত পেয়াদি প্রস্তুত করিয়া, তাহাই পান করিতে দিবে।

প্রসঙ্গতঃ এইস্থলে আনাহ রোগের চিকিৎসাও কথিত হইতেছে। আহার-জনিত অপক্ব রস বা পুরীষ ক্রমশঃ সঞ্চিত ও কুপিত বায়ু কর্তৃক বিবদ্ধ হইয়া প্রবর্ত্তিত না হইলে, তাহাকেই আনাহরোগ কহে। আমজনিত আনাহরোগে তৃষ্ণা, প্রতিশ্যায়, মস্তকে জ্বালা, আমাশয়ে শূল ও গুরুতা, হৃল্লাস ও উদ্গারের অপ্রবৃত্তি, এইসকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। পুরীষসঞ্চয়জনিত আনাহরোগে কটী ও পৃষ্ঠের স্তব্ধতা, মলমূত্রের বিবদ্ধতা এবং শূল, মূর্চ্ছা, পুরীষবমন, শোথ ও অলসক রোগের লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

আমজ আনাহে বমন করাইয়া, পিপ্পল্যাদি-দীপনীয়-দ্রব্যসাধিত পেয়াদি যথা-ক্রমে পথ্য দিতে হইবে। পুরীষজ-আনাহে পুরীষ বমন না করিলে, স্বেদ ও পাচন প্রয়োগ দ্বারা চিকিৎসা করিবে। দন্তীমূলাদি বিরেচন-দ্রব্যের চূর্ণ—মহিষ, ছাগ, মেষ, হস্তী ও গরুর মূত্রের সহিত মর্দ্দন করিয়া—বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে; এবং স্বেদপ্রয়োগ দ্বারা রোগীকে স্বিন্ন করিয়া, তাহার গুহ্যমার্গে সেই বর্ত্তি প্রবেশ করাইয়া দিবে। অথবা ঐসকল দ্রব্যের চূর্ণ নলের মধ্যে পূরিয়া, ফুৎকারদ্বারা তাহা গুহ্যমার্গে প্রবেশ করাইয়া দিবে। বমনকারক ও বিরেচক দ্রব্যসমূহ গোমূত্র সহ সিদ্ধ করিয়া, সেই ক্বাথের নিরূহণ প্রয়োগ করিবে; কিংবা ঐসকল দ্রব্য জলসহ সিদ্ধ করিয়া, সেই ক্বাথের সহিত অর্দ্ধভাগ গোমূত্র এবং তেউড়ীচূর্ণ ও সৈন্ধবচূর্ণ ১ এক পল ও মধু, উপযুক্ত মাত্রায় প্রক্ষেপ দিয়া তাহারই নিরূহণ প্রয়োগ করিবে। নিরূহণের পর বিরিক্ত-ব্যক্তির ন্যায় তাহার শুশ্রূষা করিবে। তৎপরে আবশ্যক হইলে, সেইসকল দ্রব্যের সহিত তিলতৈল পাক করিয়া, সেই তৈলের অনুবাসন প্রয়োগ করিতে হইবে।

ত্রিংশ অধ্যায়।

মূত্রাঘাত-চিকিৎসা।

প্রকারভেদ।—মূত্রাঘাত দ্বাদশপ্রকার;—যথা—বাতকুণ্ডলিকা, মূত্রাষ্ঠীলা, বাতবস্তি, মূত্রজঠর, মূত্রাতীত, মূত্রোৎসঙ্গ, মূত্রোৎক্ষয়, মূত্রগ্রন্থি, মূত্রশুক্র, উষ্ণবাত ও দ্বিবিধ মূত্রৌকসাদ।

বাতকুণ্ডলিকা।—রুক্ষতা অথবা মূত্রাদির বেগধারণ হেতু বায়ু কুপিত হইয়া বস্তিদেশে মূত্রকে আবরিত ও কুণ্ডলীকৃত করিয়া বিচরণ করে। তাহাতে অত্যন্ত বেদনা উপস্থিত হয় এবং বেদনার সহিত অল্প অল্প মূত্র ধীরে ধীরে নির্গত হইতে থাকে। এই উৎকট রোগের নাম বাতকুণ্ডলিকা।

মূত্রাষ্ঠীলা।—মলমার্গ ও বস্তির মধ্যস্থলে বায়ু অবস্থিত হইয়া অষ্ঠীলার অর্থাৎ বর্ত্তুলাকার ঘন পাষাণখণ্ডের ন্যায় অচল ও ঘন গ্রন্থি উৎপাদন করে। ইহাতে মল, মূত্র ও বায়ুর রোধ, আধ্মান এবং বস্তিতে বেদনা হইয়া থাকে। ইহাকেই বাতাষ্ঠীলা বা মূত্রাষ্ঠীলা কহে।

বাতবস্তি।—মূত্রের বেগ ধারণ করিলে, বস্তিগত বায়ু কুপিত হইয়া বস্তির মুখ রুদ্ধ করে; সুতরাং তাহাতে মূত্ররোধ এবং ঐ কুপিত বায়ু বস্তি ও কুক্ষিদেশে পিণ্ডিত হইয়া অবস্থিতি করে; ইহাকেই বাতবস্তি কহে। বাতবস্তি কষ্টসাধ্য ব্যাধি।

মূত্রাতীত।—দীর্ঘকাল মূত্রবেগ ধারণ করিয়া, তৎপরে মূত্রত্যাগ করিতে গেলে মূত্র প্রবর্ত্তিত হয় না, অথবা, কথঞ্চিৎ প্রবর্ত্তিত হয়; কুন্থন করিলে অল্প অল্প বেদনার সহিত অল্প অল্প মূত্র পুনঃ পুনঃ নিঃসৃত হইতে থাকে। ইহাই মূত্রাতীত নামে অভিহিত হইয়া থাকে। মূত্রবেগের রোধ হইতে এই ব্যাধি উৎপন্ন হয়।

মূত্রজঠর।—মূত্রবেগ নিরুদ্ধ হইয়া উদাবর্ত্ত উপস্থিত হইলে, সেই উদাবর্ত্তহেতু অপান-বায়ু কুপিত হইয়া উদরকে অত্যন্ত পরিপূর্ণ করে, এবং নাভির অধোভাগে অতীব যন্ত্রণাদায়ক আধ্মান উৎপাদন করে। ইহাকেই মূত্রজঠর রোগ কহে। মূত্রজঠর রোগে বস্তির অধোভাগ বিবদ্ধ হইয়া থাকে।

মূত্রোৎসঙ্গ।—বস্তিদেশে, লিঙ্গনালে, বা লিঙ্গাগ্রে মূত্র উপস্থিত হইয়া আটকাইয়া গেলে, অথবা কুন্থন করিলে সরক্ত মূত্র বেদনার সহিত বা বিনা বেদনায় অল্প অল্প নিঃসৃত হইলে, তাহাকেই মূত্রোৎসঙ্গ রোগ কহে। কুপিত বায়ু হইতে এই রোগ উৎপন্ন হয়।

মূত্রক্ষয়।—রুক্ষ ও ক্লান্তদেহ ব্যক্তির বস্তিগত পিত্ত ও বায়ু মূত্রের ক্ষয় করে; তাহাতে মূত্রমার্গে দাহ ও বেদনা উপস্থিত হয়। ইহাকেই মূত্রক্ষয় রোগ বলা যায়। ইহা অতিকষ্টদায়ক রোগ।

মূত্রগ্রন্থি।—বস্তিমুখের অভ্যন্তরে ক্ষুদ্র ও গোলাকার স্থির গ্রন্থি সহসা উৎপন্ন হইলে তাহাকেই মূত্রগ্রন্থি কহে। ইহাতে বেদনা থাকে, কোনরূপ স্রাব ক্ষরিত হয় না এবং ইহা মূত্রমার্গ রুদ্ধ করিয়া অবস্থিত থাকে। এইজন্য অশ্মরীর ন্যায় অনেক লক্ষণ ইহাতে লক্ষিত হয়।

মূত্রশুক্র।—মূত্রবেগার্ত্ত হইয়া স্ত্রীসঙ্গম করিলে তাহার শুক্র স্থানচ্যুত ও মূত্রসংযুক্ত হইয়া সহসা প্রবর্ত্তিত হয়। অথবা মূত্রনির্গমের পূর্ব্বে বা পরে ভস্মোদকের ন্যায় শুক্র নির্গত হয়। ইহাই মূত্রশুক্র।

উষ্ণবাত।—ব্যায়াম, পথপর্য্যটন ও আতপ-সেবন প্রভৃতি কারণে বস্তি-দেশে প্রকুপিত পিত্ত, বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া, বস্তিতে, লিঙ্গে ও গুহ্যদ্বারে দাহ উৎপাদন করে এবং অধঃস্রাব করায়। ইহাতে হরিদ্রাবর্ণ বা ঈষৎ রক্তবর্ণ কিংবা সম্পূর্ণ রক্তবর্ণ মূত্র কষ্টে নির্গত হয়। ইহাকেই উষ্ণবাত রোগ কহে।

মূত্রৌকসাদ।—পিত্তকৃত মূত্রৌকসাদ রোগে মূত্র অপিচ্ছিল, পীতবর্ণ ও ঘন হয় এবং তাহা শুষ্ক হইলে গোরোচনার ন্যায় হইয়া যায়। মূত্রত্যাগকালে দাহ হইয়া থাকে। ইহাকেই পিত্তজকৃত মূত্রৌকসাদ কহে। কফকৃত মূত্রৌক-সাদে মূত্র শুষ্ক হইলে শঙ্খচূর্ণের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ হয় এবং পিচ্ছিল, ঘন ও শ্বেতবর্ণ মূত্র অতিকষ্টে নির্গত হয়।

চিকিৎসা।—কাঁকুড়বীজের কল্ক ২ দুই তোলা, কিঞ্চিৎ সৈন্ধবমিশ্রিত করিয়া কাঁজির সহিত সেবন করিতে দিবে। সচল-লবণের সহিত সুরা পান অথবা মধু ও মাংসের সহিত গুড়কৃত মদ্য পান ব্যবস্থেয়। ২ দুই তোলা কুঙ্কুম মধু-মিশ্রিত জলে রাত্রিকালে ভিজাইয়া প্রাতঃকালে তাহা পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র বিনষ্ট হইয়া থাকে। বিদারীগন্ধাদিবর্জ্জিত ও গোক্ষুরের মূল—মিলিত

১ একছটাক, ৮ আট ছটাক দুগ্ধ ও ২ দুই সের জলের সহিত পাক করিয়া, দুগ্ধ-ভাগ অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে এবং শীতল হইলে তাহার সহিত চিনি ও মধুমিশ্রিত করিয়া পান করাইলে বাত-পিত্তজনিত মূত্রাঘাত নিবারিত হয়। গর্দ্দভের ও অশ্বের পুরীষ বস্ত্রে নিষ্পীড়ন করিয়া রস গালিত করিবে; সেই রস অর্দ্ধসের পরিমাণে পান করিলে মূত্ররোগ বিনষ্ট হয়। মূতা, হরিদ্রা, দেবদারু, মূর্ব্বা ও যষ্টিমধু, ইহাদের কল্ক উপযুক্তমাত্রায় দ্রাক্ষা-কাথের সহিত পান করিলে, পর্য্যুষিত (বাসি) শীতল জল পান করিলে, কণ্টকারীর স্বরস উপযুক্তমাত্রায় পান করিলে, অথবা কণ্টকারীর কল্ক মধুর সহিত সেবন করিলে, মূত্ররোগ দূরীভূত হয়। ত্রিফলা ও সৈন্ধবের কল্ক, অথবা কেবল দ্রাক্ষার কল্ক ২ দুই তোলা মাত্রায় সেবন করিলে, মূত্রবেদনার শান্তি হয়। আমলকীর স্বরস উপযুক্ত-মাত্রায় পান করিলেও মূত্রদোষ নষ্ট হইয়া থাকে। আমলকীর রসের সহিত ছোট এলাচ পেষণ করিয়া, অথবা শীতল শালিতণ্ডুলোদকের সহিত কচি তালমূল পেষণ করিয়া পান করিলে, শসার স্বরস পান করিলে, কিংবা শ্বেতশসার কল্ক দুগ্ধের সহিত প্রাতঃ-কালে সেবন করিলে, মূত্রদোষ নিবারিত হয়। কাকোল্যাদিগণের সহিত দুগ্ধপাক করিয়া, সেই দুগ্ধ ঘৃতের সহিত পান করিলে, শুক্রদোষেরও উপশম হইয়া থাকে।

বেড়েলা, গোক্ষুর, কোঁচ-বকের অস্থি, কুলেখাড়াবীজ, তণ্ডুল, দূর্ব্বামূল, দেবদারু, চিতামূল ও বহেড়াবীজ, এইসকলের কল্ক সুরার সহিত সেবন করিলে, মূত্রদোষ ও অশ্মরী নিবারণ হয়। পারুলের ক্ষার চতুর্গুণ বা ছয়গুণ জলে গুলিয়া তাহা ৭ সাত বার ছাঁকিয়া লইবে; সেই ক্ষার-জলের সহিত অল্পপরিমাণে তিল-তৈল মিশাইয়া পান করিলে, মূত্ররোগ বিনষ্ট হয়। নলমূল, ইক্ষুমূল, কুশমূল, পাথরকুচি, শসাবীজ, কাঁকুড়বীজ, এই কয়েকটী দ্রব্য যথাবিধানে দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধ ছাঁকিয়া লইবে এবং সেই দুগ্ধ ঘৃতমিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। ঘণ্টাপারুলের ক্ষার, যবক্ষার, পারিভদ্রের ক্ষার বা তিলনালের ক্ষার উপযুক্ত জলে গুলিয়া, সেই ক্ষারজল—দারুচিনি, এলাচ ও মরিচচূর্ণের সহিত পান করাইবে; অথবা ঐ সকল ক্ষারজলের সহিত গুড় মিশ্রিত করিয়া অবলেহ পাক করিবে এবং সেই অবলেহ উপযুক্তমাত্রায় লেহন করিতে দিবে। অতিমৈথুনদ্বারা মূত্রমার্গ দিয়া রক্ত নিঃসৃত হইলে মৈথুনত্যাগ এবং ঘৃত, দুগ্ধ ও মাংসসেবনাদি

বৃংহণক্রিয়া হিতকর। কুক্কুটবসা ও তৈলের উত্তরবস্তি প্রয়োগ ইহাতে বিশেষ উপকারক।

মধু ।৮ আট সের, দুগ্ধোত্থ ঘৃত ।৬ ষোল সের বা ।৮ আট সের; চিনি, দ্রাক্ষা, আলকুশীর বীজ, কুলেখাড়াবীজ ও পিপুল, ইহাদের চূর্ণ—মধু ও ঘৃতের অর্দ্ধভাগ,—এইসকল দ্রব্য একত্র আলোড়িত করিয়া, ২ দুই তোলা মাত্রায় লেহনের পর দুগ্ধ অনুপান ব্যবস্থেয়। যে সকল মূত্রদোষ অন্য কোন ঔষধে নিবারিত না হয়, সেই সকল দুঃসাধ্য মূত্রদোষও ইহাদ্বারা নিবারিত হইয়া থাকে। রক্তদুষ্টিতে, স্ত্রীগণের বন্ধ্যাত্ব দোষে ও যোনিরোগে এই ঘৃত দ্বারা বিশেষ উপকার হয়। ইহা সেবনের পূর্ব্বে বমন-বিরেচনাদি দ্বারা দেহ শুদ্ধ করা আবশ্যক।

বেড়েলা, কুল-আঁটির মজ্জা, যষ্টিমধু, গোক্ষুর, শতমূলী, মৃণাল, কেশুর, কুলেখাড়ার বীজ, নীলদূর্ব্বা, শালপাণী, দুগ্ধিকা, কৃষ্ণতেউড়ীমূল, চাকুলে, গোরক্ষচাকুলে এবং বৃংহণীয়গণ,—প্রত্যেক সমভাগ; একত্র ৮ আটগুণ জল, ৪ চারিগুণ দুগ্ধ ও ।২॥০ সাড়েবার সের গুড়ের সহিত যথাবিধি পাক করিয়া, ১ এক দ্রোণ অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। তৎপরে সেই ক্বাথের সহিত ।২ বার সের ঘৃত পাক করিয়া, শীতল হইলে তাহাতে ।৪ চারি সের মধু মিশাইয়া কলসে রাখিয়া দিবে। উপযুক্তমাত্রায় এই ঘৃত পান করিলে, সকলপ্রকার মূত্রদোষ বিনষ্ট হয়।

একত্রিংশ অধ্যায়।

অপস্মার-চিকিৎসা।

নিদান ও সম্প্রাপ্তি।—ইন্দ্রিয়ার্থের এবং শরীর ও মানস-কর্ম্মের অতিযোগ, অযোগ ও মিথ্যাযোগ, বিরুদ্ধ ও মলিন আহার-বিহার, মল-মূত্রাদির বেগধারণ, অহিতকর ও অপবিত্র ভোজন, রজঃ ও তমোগুণদ্বারা অভিভব; রজঃস্বলা-স্ত্রীগমন এবং কাম, উদ্বেগ, ক্রোধ ও শোকাদি কারণে বাতাদি দোষ

প্রকুপিত হইয়া ও চিত্ত অভিহত হইয়া অপস্মার রোগ উৎপাদন করে। এই রোগে স্মৃতি অপগত হয় বলিয়া ইহা অপস্মার নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

সম্প্রাপ্তি।—সংজ্ঞাবহ ধমনীসকল বাতাদি দোষ দ্বারা অভিহত এবং রজঃ ও তমোগুণদ্বারা অভিভূত হইলে, মানব ভ্রান্তচিত্ত ও মোহপ্রাপ্ত হইয়া হস্তপদ বিক্ষিপ্ত করে; তখন তাহার জিহ্বা, ভ্রূ ও নেত্র বক্র হইয়া যায়, দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া সে কিড়িমিড়ি শব্দ করে, ফেন বমন করে এবং বিবৃতনেত্র হইয়া ভূমিতে পতিত হয়, কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই পুনর্ব্বার সংজ্ঞালাভ করে। ইহাকেই অপস্মার রোগ কহে। অপস্মার চারিপ্রকার; যথা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ ও ত্রিদোষজ।

পূর্ব্বরূপ।—অপস্মার রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে হৃৎকম্প, শূন্যতা, স্বেদ, অধিক চিন্তা, মানসিক মোহ, ইন্দ্রিয়মোহ ও নিদ্রানাশ, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

লক্ষণ।—বাতজ-অপস্মারে রোগী কাঁপিতে থাকে, দন্তে দন্তে কামড়ায়, হাঁপায়, ফেন বমন করে এবং সংজ্ঞানাশের পূর্ব্বে কৃষ্ণবর্ণ ও বিকৃতাকার মূর্ত্তি দেখিতে পায়। পিত্তজ অপস্মারে তৃষ্ণা, সন্তাপ, ঘর্ম্ম ও মূর্চ্ছা হয়, রোগী বিহ্বল হইয়া অঙ্গবিক্ষেপ করিতে থাকে এবং পীতবর্ণ বিকৃতমূর্ত্তি দর্শন করিয়া সংজ্ঞাহীন হয়। কফজ অপস্মারে শীত, হৃল্লাস ও নিদ্রার আধিক্য উপস্থিত হয়, রোগী ভূমিতে পতিত হইয়া কফ বমন করে এবং সংজ্ঞানাশের পূর্ব্বে শ্বেতবর্ণ বিকৃত মূর্ত্তি দেখিতে পায়। সান্নিপাতিক-অপস্মারে ঐসকল লক্ষণই মিলিত-ভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে। সকলপ্রকার অপস্মারেই প্রলাপ, কূজন ও ক্লেশ, এই তিনটী লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়; তদ্ভিন্ন বাতজ-অপস্মারের বিশেষ লক্ষণ—হৃদয়ে ব্যথা; পিত্তজ-অপস্মারের তৃষ্ণা এবং কফজ-অপস্মারের উৎক্লেশ।

চিকিৎসা।—অপস্মার-রোগে বমন, বিরেচন, তীক্ষ্ণ শিরোবিরেচন, পুরাতন ঘৃতপান ও পুরাতন-ঘৃতের অভ্যঙ্গ প্রয়োগ করিবে। উন্মাদ ও গ্রহোন্মাদের চিকিৎসা-সমূহও ইহাতে প্রয়োগ করা যায়। সজিনাছাল, শোণাছাল, শ্বেত-অপরাজিতা ও নিমছাল—ইহাদের কল্ক ও স্বরস এবং চতুর্গুণ গোমূত্রের সহিত যথাবিধি তৈল পাক করিবে। ঐ তৈলের অভ্যঙ্গ অপস্মাররোগে বিশেষ হিতকর।

গোধা, নকুল, হস্তী, পৃষত (শ্বেতবিন্দুযুক্ত হরিণবিশেষ), ভল্লুক ও গো; ইহাদের পিত্তসহ তৈল পাক করিয়া, সেই তৈল পান ও অভ্যঙ্গার্থ অপস্মার রোগে প্রয়োগ করিবে। বাতিক-অপস্মারে বস্তিকর্ম্ম (পিচকারী), পৈত্তিক-অপস্মারে বিরেচন এবং শ্লৈষ্মিক-অপস্মারে বমন প্রয়োগ কর্ত্তব্য। কুলথকলায়, যব, কুল, শণবীজ, রাস্না, জটামাংসী, দশমূল ও হরীতকীর কাথ এবং ছাগলের মূত্রসহ ঘৃত পাক করিয়া, বাতিক-অপস্মারে তাহা পান করাইবে। কাকোল্যাদি-গণের কল্ক ও বিদারীগন্ধাদিগণের কাথ সহ ঘৃত পাক করিয়া এবং সেই ঘৃতে দুগ্ধ, চিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পৈত্তিক-অপস্মারে পান করাইবে। পিপুল, বচ ও মুস্তাদিবর্গের কাথ, আরগ্বধাদিগণের কল্ক এবং মূত্রবর্গের সহিত ঘৃত পাক করিয়া, শ্লৈষ্মিক-অপস্মারে তাহা প্রয়োগ করিতে হইবে।

সিদ্ধার্থক-ঘৃত।—দেবদারু, বচ, কুড়, শ্বেতসর্ষপ, ত্রিকটু, হিঙ্গু, মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, সমঙ্গা, ত্রিফলা, মুতা, করঞ্জবীজ, শিরীশবীজ, শ্বেত-অপরাজিতা ও চিতামূল,—ইহাদের কল্ক এবং চতুর্গুণ গোমূত্রের সহিত ঘৃত পাক করিবে। ইহাই সিদ্ধার্থক-ঘৃত নামে পরিচিত। এই ঘৃত উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে, ক্রিমি, কুষ্ঠ, কৃত্রিমবিষ, শ্বাস, কফ, বিষমজ্বর, সর্ব্বপ্রকার ভূতগ্রহ, উন্মাদ ও অপস্মার রোগ বিনষ্ট হয়।

পঞ্চগব্যঘৃত।—দশমূল, কুড়চিছাল, মূর্ব্বা, বামুনহাটী, ত্রিফলা, সোন্দালমজ্জা, গজপিপুল, ছাতিমছাল, অপামার্গ ও পীলু, ইহাদের কল্ক; চিরাতা, নাটাকরঞ্জ, ত্রিকটু, চিতামূল, তেউড়ী, আকনাদী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, অনন্তমূল, শ্যামালতা, পুষ্করমূল (কুড়), কট্‌কী, কাঠ-মল্লিকা, বচ, নীলবোনা ও বিড়ঙ্গ,—ইহাদের কাথ; এবং গব্য দুগ্ধ-দধি, গোময়রস ও গোমূত্রের সহিত যথাবিধি গব্যঘৃত পাক করিবে। ইহারই নাম পঞ্চগব্য ঘৃত। এই ঘৃত উপযুক্তমাত্রায় পান করিলে অপস্মার, চাতুর্থকজ্বর, ক্ষয়, শ্বাস ও উন্মাদরোগ নিবারিত হয়।

ললাটের শিরাবেধ এবং মঙ্গলময় কার্য্যসকল অপস্মার রোগীর পক্ষে বিশেষ হিতকর।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

—:o:—

উন্মাদ-চিকিৎসা।

নিদান ও নিরুক্তি।—কুপিত এক একটী বাতাদি দোষ, মিলিত ত্রিদোষ এবং মানস দুঃখ, এই পাঁচটী কারণে উন্মাদরোগ উৎপন্ন হয়। বিষ-ভক্ষণেও একপ্রকার উন্মাদ জন্মিয়া থাকে। অতএব উন্মাদরোগ ছয় প্রকার। এই রোগে কুপিত বাতাদি দোষ উন্মার্গ আশ্রয় করিয়া অর্থাৎ মনোবহ-স্রোতঃ-সকল অবলম্বন করিয়া মদ (চিত্তবিভ্রম) জন্মায়; এইজন্য ইহা উন্মাদ নামে অভিহিত হইয়াছে। উন্মাদ মানস-ব্যাধি। অচিরজাত অপ্রবৃদ্ধ উন্মাদ রোগকে মদরোগ কহে।

পূর্ব্বরূপ।— মোহ, চিত্তের উদ্বেগ, কর্ণে নানাপ্রকার শব্দশ্রবণ, দেহের কৃশতা, কার্য্যে অধিক উৎসাহ, অন্নে অরুচি, স্বপ্নে অপবিত্র দ্রব্যভোজন, বায়ু-দ্বারা হৃদয়ের আকুলতা ও গাত্রঘূর্ণন, এই সমস্ত লক্ষণ উন্মাদ জন্মিবার পূর্ব্বে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

লক্ষণ।—বাতজ উন্মাদে দেহকান্তি রুক্ষ, বাক্য রূঢ়, দেহে শিরা-প্রকাশ, দীর্ঘশ্বাস, অঙ্গসন্ধির স্ফুরণ এবং অকারণে করতালি, গান, নৃত্য, রোদন ও কম্পন প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়। পিত্তজ উন্মাদে অত্যন্ত পিপাসা, ঘর্ম্ম ও দাহ হয়, রোগী অধিক ভোজন করে, ঘুমায় না, শীতল বায়ু ও জলের নিকটে এবং ছায়ায় থাকিতে ইচ্ছা করে, শীতল জলের ও অগ্নির আশঙ্কা করে, দিবাতে আকাশে তারকা দর্শন করে এবং কোপনস্বভাব হয়। কফজ-উন্মাদে বমি, অগ্নিমান্দ্য, দেহের অপ্রসন্নতা, অরুচি, কাস; স্ত্রী-সহবাসে আকাঙ্ক্ষা, নির্জ্জন-প্রিয়তা, বুদ্ধিনাশ, অধিক নিদ্রা, অল্পকথন, অল্পভোজন, উষ্ণ সেবনে আগ্রহ এবং রাত্রিকালে পীড়ার বৃদ্ধি—এইসকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। সান্নিপাতিক উন্মাদে ঐসকল ভিন্ন ভিন্ন দোষজ লক্ষণ মিলিতভাবে প্রকাশ পায়। এই উন্মাদ অত্যন্ত দুঃসাধ্য। ধনক্ষয়, বন্ধুনাশ, অভিলষিত কামিনী প্রভৃতির অপ্রাপ্তি বশতঃ

মানসিক দুঃখ হইতে শোকজ-উন্মাদ রোগ উৎপন্ন হয়। ইহাতে রোগী গোপনীয় কথাসকল প্রকাশ করে, তার জ্ঞানের বৈপরীত্য হয়, এবং সে কখন কাঁদে, কখন হাসে, কখন বা গান করিতে থাকে। বিষজ-উন্মাদে রোগী রক্তনেত্র, শ্যাবমুখ ও দৈন্যভাবাপন্ন হয়, এবং তাহার বর্ণ, ইন্দ্রিয় ও কান্তি নষ্ট হইয়া যায়।

এইসকল উন্মাদ ব্যতীত গ্রহাবেশ হইতে একপ্রকার উন্মাদরোগ জন্মে। দেবগ্রহ, অসুরগ্রহ, গন্ধর্ব্বগ্রহ, যক্ষগ্রহ, পিতৃগ্রহ, রক্ষোগ্রহ ও পিশাচ-গ্রহ, এই আটপ্রকার গ্রহের অনুচরগণ মানব শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া, স্ব স্ব প্রকৃতির অনুরূপ লক্ষণ প্রকাশ করে। দেবগ্রহগণ পূর্ণিমাতিথিতে, অসুর-গ্রহগণ অষ্টমীতে, যক্ষগ্রহগণ প্রতিপদে, পিতৃগ্রহগণ অমাবস্যায়, সর্পগ্রহগণ পঞ্চমীতে, রক্ষোগ্রহগণ রাত্রিতে, এবং পিশাচগ্রহগণ চতুর্দ্দশীতে, দেহে জীবাত্মা বা শীতোষ্ণ প্রবেশের ন্যায়, এবং দর্পণে প্রতিবিম্ব ও সূর্য্যকান্ত মণিতে সূর্য্য-রশ্মি-প্রবেশের ন্যায় প্রবেশলাভ করিয়া থাকে। সুতরাং তাহাদের প্রবেশ মানবদৃষ্টির অগোচর।

লক্ষণ।—দেবগ্রহাবিষ্ট ব্যক্তি সর্ব্বদা সন্তুষ্ট, শুদ্ধাচার, ইষ্টগন্ধ ও মাল্য ধারণশীল, নিদ্রাহীন, যথার্থবাদী, সংস্কৃতভাষী, তেজস্বী, স্থিরনেত্র, বরদাতা ও ব্রাহ্মণানুরক্ত হয়। অসুরগ্রহাবিষ্ট ব্যক্তি ঘর্ম্মাক্তদেহ, ব্রাহ্মণ, গুরু ও দেবগণের নিন্দাকারী, কুটিলনেত্র, নির্ভীক, বিমার্গদৃষ্টি ও দুষ্টাত্মা হয়। ইহারা প্রচুর পান ভোজন করিয়াও পরিতৃপ্ত হয় না। গন্ধর্ব্ব গ্রহাবেশে রোগী হৃষ্টাত্মা, পুলিনচারী, বনবিহারী, বিলাসী, সঙ্গীতপ্রিয় ও গন্ধমাল্যে অনুরক্ত হয়; এবং নৃত্য করে ও সর্ব্বদা মৃদু হাস্য করিতে থাকে। যক্ষগ্রহাবিষ্ট ব্যক্তি তাম্রনেত্র, সুন্দর, সূক্ষ্ম ও রক্ত বস্ত্রধারণে অভিলাষী, গম্ভীর প্রকৃতি, উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত বা দ্রুত-গমনশীল, অল্পভাষী, সহিষ্ণু ও তেজস্বী হয়; এবং ইহারা সর্ব্বদা কাহাকে কি দান করিবে—ইহাই বলিয়া বেড়ায়। পিতৃগ্রহাবেশে রোগী বাম-দিকে উত্তরীয় রাখিয়া প্রশান্তচিত্তে কুশাদির আস্তরণে মাতৃপিতৃগণের উদ্দেশে জল-পিণ্ড দান করে, পিতৃভক্ত হয়, এবং মাংস, তিল, গুড় ও পায়স ভোজনে অভিলাষী হয়। সর্পগ্রহাবিষ্ট ব্যক্তি কখন সর্পের ন্যায় বুকে ভর দিয়া ভূমিতে চলিবার চেষ্টা করে ও মুহুর্মুহুঃ জিহ্বা দ্বারা ওষ্ঠপ্রান্ত লেহন করে। ইহারা নিদ্রালু এবং গুড়, মধু, দুগ্ধ ও পায়স ভোজনে অভিলাষী হইয়া থাকে।

রক্ষোগ্রহ-পীড়িত ব্যক্তি অতিশয় নির্লজ্জ, নিষ্ঠুর, তেজস্বী, ক্রোধালু, বিপুল-বলশালী, নিশাচর ও শৌচদ্বেষী হয়। ইহারা মাংস, রক্ত ও সুরা প্রভৃতি ভোজনে অভিলাষী হইয়া থাকে। পিশাচ-গ্রহাবেশে রোগী ঊর্দ্ধবাহু বা বিকৃত-নেত্র, কৃশ, রুক্ষদেহ, বিলম্বে প্রলাপভাষী, দুর্গন্ধগাত্র, অত্যন্ত অশুচি, পান-ভোজনে লোলুপ ও বহুভোজী হয়; ইহারা নির্জ্জন স্থান, শীতল-জলপান ও রাত্রিকালে ভ্রমণ ভালবাসে এবং অন্যের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ ও রোদন করিতে করিতে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায়।

অসাধ্য লক্ষণ।—যে গ্রহাবিষ্ট ব্যক্তি স্থূলনেত্র, দ্রুতগতি, নিজমুখের ফেন লেহনকারী ও নিদ্রালু হয়, এবং যে ব্যক্তি ভূমিতে পতিত হয় ও অধিক কাঁপে, অথবা যে ব্যক্তি কোন উচ্চস্থান হইতে পতিত হইয়া গ্রহাবিষ্ট হয়, কিংবা গ্রহপীড়িত হইয়া বৃদ্ধভাব প্রাপ্ত হয় তাহার জীবন রক্ষা হয় না।

উন্মাদ-চিকিৎসা।—উন্মাদ-রোগে স্নেহ-স্বেদ প্রদান করিয়া, তৎপরে তীক্ষ্ণ বমন, বিরেচন, নস্য ও সর্ষপতৈল-সংযুক্ত বিবিধ অবপীড় নস্য প্রয়োগ করিবে। সর্ষপচূর্ণের নস্য প্রয়োগেও উপকার হয়। সর্ষপতৈলের নস্য এবং অভ্যঙ্গ উপকারী। পচা কুক্কুরমাংসের ও গোমাংসের ধূমপ্রয়োগ হিতকর। ব্রহ্মী, রাখালশসা, বিড়ঙ্গ, ত্রিকটু, হিং, দেবদারু, জটামাংসী, হরিদ্রা, রশুন, রাস্না, গুলঞ্চ, তুলসী, বচ, লতাফট্‌কী, নাগবীন্না (রাখালশসাবিশেষ), অনন্তমূল, হরীতকী ও সৌরাষ্ট্রী; এইসকল দ্রব্য গোমূত্রসহ পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। সেই বর্ত্তি ছায়ায় শুষ্ক করিয়া, তাহা অঞ্জন, অভ্যঙ্গ, নস্য, ধূম ও প্রলেপনার্থ প্রয়োগ করিবে। উন্মাদরোগীর বক্ষঃস্থলে, অপাঙ্গে ও ললাটে শিরা-মোক্ষণ হিতকর। ইহাতে অপস্মারোক্ত এবং গ্রহাবেশনাশক চিকিৎসা সকল প্রযোজ্য। উন্মাদ প্রশমিত হইলে, বমন বিরেচনাদি প্রয়োগ করিয়া স্নেহবস্তি প্রয়োগ আবশ্যক। সকল উন্মাদেই, বিশেষতঃ শোকজ উন্মাদে, চিত্তের প্রসন্নতা ও শোকের অপনোদন করিতে হইবে। বিষজ-উন্মাদে মৃদু শোধনাদি প্রয়োগ করিয়া, বিষনাশক ঔষধাদি প্রয়োগ কর্ত্তব্য। মেদোরোগেও উন্মাদরোগের ন্যায় চিকিৎসা মৃদুভাবে করিতে হইবে।

উন্মাদরোগীকে অদৃষ্ট পদার্থ দেখাইয়া বিস্মিত করিলে, প্রিয়জনাদির বিনাশ সংবাদ শুনাইয়া শোকার্ত্ত করিলে, নানাপ্রকার ভীতিজনক পদার্থ প্রদর্শনদ্বারা,

অথবা নিদ্রিতাবস্থায় বাঁধিয়া তৃণাগ্নি প্রদর্শন করাইয়া, কিংবা জলশূন্য কূপের মধ্যে নামাইয়া দিয়া ভয় প্রদর্শন করিলে, বিশেষ উপকার হয়। যবাগূ, শক্তু,মন্থ, কুল্মাষ এবং হৃদ্য ও দীপনীয় খাদ্যসকল উন্মাদরোগে হিতকর।

গ্রহাবেশ-চিকিৎসা।—গ্রহশান্তির জন্য প্রথমতঃ জপ-হোমাদি ক্রিয়া এবং রক্তবর্ণ গন্ধমাল্য, যব-সর্ষপাদি বীজ ও ঘৃত-মধুযুক্ত নানাপ্রকার ভক্ষ্যদ্রব্য গ্রহগণের উদ্দেশে নিবেদন করা আবশ্যক। বস্ত্র, মদ্য, মাংস, ক্ষীর ও রক্ত, এই সকল দ্রব্যের মধ্যে যে গ্রহের যাহা অভিলষিত, তাহাও তাঁহাদিগকে প্রদান করিতে হইবে। দেবগ্রহের উদ্দেশে পূর্ণিমাতিথিতে দেবালয়ে হোম এবং কুশ, আতপতণ্ডুল, পিষ্টক, ঘৃত, ছত্র ও পায়স বলি দিতে হয়। অসুরগ্রহকে চতুষ্পথাদিস্থানে সন্ধ্যাকালে মাংসাদির; গন্ধর্ব্বগ্রহকে সভামধ্যে অষ্টমীতিথিতে মদ্য ও মাংস-রসের; যক্ষগ্রহকে প্রতিপদ-তিথিতে কুল্মাষ, সুরা ও শোণিতের; পিতৃগ্রহকে নদীতীরে কুশাস্তরণের উপর আমাবস্যা তিথিতে মাধবী কুন্দ প্রভৃতি পুষ্পের, রক্ষোগ্রহকে রাত্রিকালে চতুষ্পথে বা গহনস্থানে মাংসরক্তাদির এবং পিশাচগ্রহকে চতুর্দ্দশী তিথিতে শূন্যগৃহমধ্যে পক্ব বা অপক্ব মাংসের বলি দিতে হয়।

ছাগ ও ভল্লুকের লোম এবং সজারু ও পেচকের পালক, হিং ও ছাগমূত্র, এইসকল দ্রব্যের ধূম প্রদান করিলে, প্রবল গ্রহও শান্ত হইয়া থাকে। গজ-পিপ্পলী পিপুলমূল, ত্রিকটু, আমলকী ও সর্ষপ, এইসকল দ্রব্য—গোধা, নকুল, বিড়াল ও ঋক্ষমৃগের পিত্তসহ মিশাইয়া, তাহার নস্য ও অভ্যঙ্গ প্রয়োগ করিবে। ঐ ঔষধ জলসহ মিশাইয়া তাহার পরিষেকও কর্ত্তব্য। গর্দ্দভ, অশ্ব, অশ্বতর, পেচক, উষ্ট্র, কুক্কুর, শৃগাল, গৃধ্র, কাক ও বরাহ, ইহাদের বিষ্ঠা ছাগমূত্রসহ পেষণ করিয়া, তাহার সহিত তৈল পাক করিবে। সেই তৈলের নস্যাদি অঞ্জন গ্রহাবেশ-শান্তির জন্য প্রয়োগ করিতে হইবে। শিরীষ বীজ, লশুন, শুঁঠ, শ্বেতসর্ষপ, বচ, মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা, ও পিপুল, এইসকল দ্রব্য ছাগমূত্র ও গোপিত্তের সহিত পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। বর্ত্তিগুলি ছায়ায় শুষ্ক করিয়া সেই বর্ত্তির অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। নাটাকরঞ্জের ফল, ত্রিকটু, শোণামূল, বিল্বমূল, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা, এইসকল দ্রব্যের বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাহারও অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। সৈন্ধব, কটুকী, হিং, বয়স্থা (গুলঞ্চ) ও বচ, এইসকল দ্রব্য ছাগমূত্র ও মৎস্যপিত্তের সহিত

পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তির অঞ্জন লইলে অসাধ্য গ্রহাবেশও নিবারিত হইয়া থাকে।

অপরাজিতগণ। -- পুরাতন-ঘৃত, লশুন, হিং, শ্বেতসর্ষপ, বচ, দূর্ব্বা, শ্বেতদূর্ব্বা, জটামাংসী, গন্ধমাংসী, কুক্কুটাকন্দ, সর্পগন্ধা, ক্ষীরকাকোলী, মউরী, কন্ত্রকন্দ, গুলঞ্চ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, মোহনবল্লী, আকন্দমূল, ত্রিকটু, প্রিয়ঙ্গু, স্রোতোহঞ্জন, রসাঞ্জন, মনঃশিলা ও হরিতাল প্রভৃতি রক্ষোঘ্ন দ্রব্যসমূহ এবং সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, মার্জ্জার, দ্বীপী (চিতে বাঘ), অশ্ব, গো, শজারু, শল্লকী, গোধা, উষ্ট্র ও নকুল, এইসকল জন্তুর পুরীষ, ত্বক্, রোম, বসা, মূত্র, রক্ত, পিত্ত ও নখাদি যথালাভ সংগ্রহ করিয়া, সেইসকল দ্রব্যের সহিত ঘৃত ও তৈল পাক করিবে। সেই ঘৃত বা তৈল পান, অভ্যঙ্গ ও নস্যার্থ প্রয়োগ করিবে; এবং ঐসকল দ্রব্যের অবপীড় নস্য, অঞ্জন ও পিড়কা প্রয়োগ, ঐসকলের কাথদ্বারা পরিষেক, চূর্ণদ্বারা উদ্বর্ত্তন ও কল্কদ্বারা প্রলেপ-প্রয়োগ করিলেও গ্রহাবেশের শান্তি হইয়া থাকে।

গ্রহাবেশরোগে দোষাদি বিবেচনাপূর্ব্বক স্নেহ ও বিরেচন প্রভৃতি ক্রিয়াও প্রয়োগ করা আবশ্যক।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

বাজীকরণ ও রসায়ন।

যেসকল ঔষধাদিদ্বারা পুরুষ, বাজী অর্থাৎ অশ্বের ন্যায় মৈথুনসমর্থ হয়, তাহাকেই বাজীকরণ কহে। বলকর ও হর্ষোৎপাদক পান ও ভোজন, শ্রুতিসুখকর বচন-সঙ্গীতাদি, স্পর্শসুখ, তাম্বুল, মদিরা, মাল্য, জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি, নবযৌবনসম্পন্না কামিনী এবং মনের অপ্রতিঘাত, সাধারণতঃ এইসকল বিষয় দ্বারা পুরুষের মৈথুনশক্তি প্রবল হইয়া থাকে। ছাগলের অণ্ডে পিপুলচূর্ণ ও সৈন্ধবলবণ মাখাইয়া, দুগ্ধ ও ঘৃতের সহিত পাক করিবে; তৎপরে সেই অণ্ড ভোজন করিলে, শত শত স্ত্রীগমনে সামর্থ্য জন্মে। পিপুল, মাষকলায়, শালিতণ্ডুল, যব

ও গোধূম প্রত্যেক সমভাগ; এইসকল দ্রব্যের পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া ঘৃতে পাক করিবে। সেই পিষ্টক ভক্ষণ করিয়া, চিনি ও মধুমিশ্রিত দুগ্ধ অনুপান করিলে, চটকের ন্যায় বারংবার স্ত্রী-গমন করিতে পারা যায়। ভূমিকুষ্মাণ্ডের চূর্ণ ভূমিকুষ্মাণ্ডের রসদ্বারা অথবা আমলকীর চূর্ণ আমলকীর রসদ্বারা ভাবিত করিয়া, ঘৃত, মধু ও চিনিসহ লেহন করিয়া দুগ্ধ অনুপান করিলে, অশীতি-বর্ষীয় বৃদ্ধও যুবার ন্যায় মৈথুন-সমর্থ হয়। ছাগলের অণ্ডসহ দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া, সেই দুগ্ধদ্বারা বহুবার তিল ভাবিত করিবে, তৎপরে সেই তিলের পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া, শুশুকের বসার সহিত তাহা পাক করিবে। এই পাক ভক্ষণ করিলে, মৈথুনশক্তি বৃদ্ধি পায়। ছাগলের অণ্ড, অথবা শুশুক, কাঁকড়া, কূর্ম্ম ও কুম্ভীরের ডিম্ব, ঘৃত, সৈন্ধব ও পিপুলচূর্ণের সহিত পাক করিয়া ভোজন করিলেও মৈথুনশক্তির বৃদ্ধি হয়। মহিষ, বৃষ এবং ছাগলের শুক্রও উত্তম বাজী-করণ ঔষধ। অশ্বত্থের ফল, মূল, ত্বক্ ও শুঙ্গার সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া, তাহা চিনি ও মধুর সহিত পান করিলে, চটকবৎ মৈথুনসামর্থ্য জন্মে। ভূমি-কুষ্মাণ্ডের কল্ক ২ দুই তোলা মাত্রায় ঘৃত ও দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে, বৃদ্ধও যুবার ন্যায় মৈথুন-সমর্থ হয়। মাষকলায়ের কল্ক ৮ আট তোলা, ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করিয়া দুগ্ধ পাক করিলেও অশ্বের ন্যায় মৈথুনসমর্থ হওয়া যায়। গোধূম ও আলকুশীর বীজ দুগ্ধে পাক করিয়া ঘৃতসহ তাহা সেবন করিবে এবং তৎপরে দুগ্ধ পান করিবে; ইহাও বাজীকরণ-যোগ। কুম্ভীর, ইন্দুর, ভেক ও চটক, ইহাদের ডিমের সহিত ঘৃত পাক করিবে; সেই ঘৃত পদতলে মর্দ্দন করিয়া স্ত্রীসঙ্গমে প্রবৃত্ত হইলে, যতক্ষণ ভূমিস্পর্শ না করা যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত শুক্রক্ষয় হয় না। আলকুশীর ও কুলেখাড়ার বীজচূর্ণ—চিনি ও ধারোষ্ণ-দুগ্ধের সহিত পান করিলেও শীঘ্র শুক্রক্ষয় না। উচ্চটা (নির্ব্বিষা)-চূর্ণ দুগ্ধের সহিত পান করিলেও ঐরূপ বাজীকরণ হইয়া থাকে। শতমূলী ও উচ্চটামূলের চূর্ণ ঐরূপ দুগ্ধের সহিত পান উপকারী। আলকুশীবীজ ও মাষকলায়ের পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া ভোজন ফলপ্রদ। আলকুশীবীজ, গোক্ষুরবীজ ও উচ্চটামূলের চূর্ণ গোদুগ্ধের সহিত পাক করিবে, পাককালে বারংবার আলোড়িত করিবে এবং পাকশেষে চিনি মিশাইবে; এই দুগ্ধ পান করিলে সর্ব্বরাত্র মৈথুনশক্তি থাকে। মাষকলায়, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও উচ্চটামূলের সহিত গোদুগ্ধ পাক করিবে; তাহার

সহিত ঘৃত, মধু ও চিনি মিশাইয়া পান করিলে চটকবৎ বহুবার মৈথুন করিতে পারা যায়। দুগ্ধবর্গ, মাংসবর্গ এবং কাকোল্যাদিবর্গও বাজীকরণার্থ প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

রসায়ন যোগ।—বিড়ঙ্গ-তণ্ডুলের চূর্ণ, যষ্টিমধুচূর্ণ উপযুক্ত মাত্রায় শীতল জলের সহিত একমাসকাল প্রত্যহ সেবন করিবে। অথবা বিড়ঙ্গচূর্ণ মধু-মিশ্রিত করিয়া ভেলার কাথের সহিত সেবন করিবে; এবং ঔষধ জীর্ণ হইলে, লবণশূন্য ও অল্প স্নেহপদার্থসংযুক্ত মুগ ও আমলকীর যূষের সহিত ঘৃতমিশ্রিত অন্ন ভোজন করিবে। এইসকল যোগদ্বারা, অর্শঃ ও ক্রিমি বিনষ্ট হয়, গ্রহণ-ধারণের শক্তি জন্মে এবং একমাস সেবন করিলে ১০০ একশত বৎসর পরমায়ুঃ হইয়া থাকে। বেড়েলার মূল দুগ্ধের সহিত, অতিবলামূল জলের সহিত, নাগবলা-মূল মধুর সহিত, ভূমিকুষ্মাণ্ডচূর্ণ দুগ্ধের সহিত এবং শতমূলীচূর্ণ দুগ্ধের সহিত উপ-যুক্তমাত্রায় সেবন করিয়া ঔষধ জীর্ণ হইলে, দুগ্ধ ও ঘৃতসহ অন্ন ভোজন করিলে, বল বৃদ্ধি হয়, রক্ত বমন নিবারিত হয়, এবং মলভেদ প্রশমিত হয়। বারাহী-মূলের চূর্ণ উপযুক্তমাত্রায় মধু ও দুগ্ধসহ আলোড়িত করিয়া পান করিবে; এবং জীর্ণ হইলে দুগ্ধ ও ঘৃতসহ অন্ন ভোজন করিবে। ইহাদ্বারা শতবর্ষ পরমায়ুঃ হয় এবং মৈথুনকালে শুক্রক্ষয় হয় না। বারাহীচূর্ণের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া শীতল হইলে, সেই দুগ্ধের ঘৃত উৎপাদন করিবে। সেই ঘৃত মধুমিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ সেবন করিলে, এবং ঔষধ জীর্ণ হইলে, দুগ্ধ ও ঘৃতসহ অন্ন ভোজন করিলে, শতবৎসর পরমায়ুঃ হইয়া থাকে। পীতশালের সার ও গণিয়ারীর মূল এই উভয় দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়া, সেই কাথের সহিত ২ দুইসের মাষকলায় সিদ্ধ করিবে, সিদ্ধ হইলে তাহাতে চিতামূলের কল্ক ২ দুই তোলা ও আমলকীর স্বরস অর্দ্ধসের নিক্ষেপ করিবে; পাকশেষে শীতল হইলে, তাহার সহিত ঘৃত ও মধু মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে, লবণশূন্য মুদ্গামলকের যূষ অথবা দুগ্ধের সহিত অন্ন ভোজন করিবে। ইহাদ্বারা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, বলবৃদ্ধি ও বীর্য্যস্তম্ভ হয়, এবং শতবর্ষ আয়ুঃ হইয়া থাকে। শণবীজ দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া, দুগ্ধের সহিত ভোজন করিলে, জরাক্রান্ত হইতে হয় না।

শ্বেত-সোমরাজীর ফলের চূর্ণ গুড়ের সহিত আলোড়ন করিয়া স্নেহভাবিত কলসে রাখিয়া দিবে এবং সেই কলস ৭ সাত রাত্রি ধান্যরাশির মধ্যে নিহিত

করিয়া রাখিবে। তৎপরে বমন-বিরেচনাদি দ্বারা শুদ্ধদেহ হইয়া, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে উপযুক্ত মাত্রায় সেই ঔষধ সেবন করিবে এবং উষ্ণজল অনুপান করিবে। ঔষধ পরিপাক পাইলে অপরাহ্নে শীতল জলে দেহ পরিষিক্ত করিয়া, শালি বা ষষ্টিক ধান্যের অন্ন—দুগ্ধ ও চিনির সহিত ভোজন করিবে। কুটী অর্থাৎ নিবাত-গৃহে অবস্থান পূর্ব্বক ঐরূপ নিয়মে ৬ ছয় মাস কাল এই ঔষধ সেবন করিলে, মানব পাপশূন্য, বল-বর্ণযুক্ত, শ্রুতিধর, স্মৃতিমান্ ও নীরোগ হইয়া শতবর্ষ জীবিত থাকে।

কৃষ্ণ সোমরাজীর ফলচূর্ণ গোমূত্রে আলোড়িত করিয়া, সেই পিণ্ড অর্দ্ধ পল মাত্রায় সূর্য্যোদয়ের পরে পান করিবে; এবং অপরাহ্নে লবণবর্জ্জিত মূলক-যূষের সহিত ঘৃত মিশ্রিত অন্ন ভোজন করিবে। এই নিয়মে একমাস কাল এই ঔষধ সেবন করিলে, কুষ্ঠ, পাণ্ডু ও জঠররোগ নিবারিত হয় এবং সুস্থ ব্যক্তি সেবন করিলে স্মৃতিমান্ ও নীরোগ হইয়া শতবর্ষ জীবিত থাকিতে পারে। এইরূপ নিয়মে চিতামূলও সেবন করা যায়; কিন্তু চিতামূলের শ্রেষ্ঠমাত্রা ২ দুই পল পর্য্যন্ত।

বমন-বিরেচনাদি দ্বারা শুদ্ধদেহ হইয়া, পেয়াদিক্রমে পথ্য ভোজনের পর নিবাতগৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক সহস্র আহুতিপ্রদান প্রভৃতি মাঙ্গল্য ক্রিয়া সমাপন করিয়া, থুলকুড়ির স্বরস দুগ্ধের সহিত পান করিবে, এবং তৎপরে দুগ্ধ অনুপান করিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে দুগ্ধের সহিত যবাগূ এবং অপরাহ্নে দুগ্ধ ও ঘৃতসহ অন্ন ভোজন করিবে। এইরূপ তিনমাসকাল ঔষধ সেবন করিলে, মানব ব্রহ্ম-তেজা ও শ্রুতিধর হইয়া শতবর্ষ জীবিত থাকে। এইরূপ নিয়মে ব্রাহ্মীর স্বরস উপযুক্তমাত্রায় পান করিবে, অপরাহ্নে লবণশূন্য অথবা দুগ্ধসহ যবাগূ পান করিবে। এই নিয়মে সাতদিন এই ঔষধ সেবন করিলে, মানব ব্রহ্মতেজা ও মেধাবী হয়, দুই সপ্তাহকাল সেবন করিলে, বিস্মৃত-গ্রন্থের স্মরণ প্রাদুর্ভূত হয় ও নূতন গ্রন্থপ্রণয়নে শক্তি জন্মে; এবং তিনসপ্তাহ কাল সেবন করিলে, দুইবার মাত্র পাঠে শতগ্রন্থ স্মরণ রাখিতে সামর্থ্য জন্মে, শ্রুতিধর হয়, অলক্ষ্মী দূর হয় এবং পাঁচশত বৎসর পরমায়ু হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মীর স্বরস দুই প্রস্থ (/৮ আট সের), ঘৃত একপ্রস্থ (/৪ চারিসের), বিড়ঙ্গ ১ কুড়ব (অর্দ্ধসের), বচ ২ দুইপল, তেঁউড়ী ২ দুইপল, এবং হরীতকী, আম-

লকী ও বহেড়া,—প্রত্যেক ১২ বারটী উত্তমরূপে পেষণ করিয়া, একত্র পাক করিবে। তৎপরে উপযুক্তমাত্রায় তাহা পান করিবে, এবং ঔষধ জীর্ণ হইলে, দুগ্ধ ও ঘৃতসহ অন্ন ভোজন করিবে। এই ঘৃত সেবন করিলে, শরীরস্থ ক্রিমি সকল নির্গত হইয়া যায়, অলক্ষ্মী দূর হয়, শ্রবণশক্তির বৃদ্ধি হয়, যৌবন চিরস্থায়ী হয়, স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পায়, তিনশতবৎসর আয়ুঃ হয়; এবং কুষ্ঠ, বিষম-জ্বর, অপস্মার, উন্মাদ, বিষদোষ ও ভূতাবেশ প্রভৃতি মহাব্যাধি সকল নিবারিত হইয়া যায়।

ঐরূপে গৃহপ্রবেশ পূর্ব্বক শ্বেতবচের কল্ক ২ দুইতোলা মাত্রায় দুগ্ধের সহিত পান করিয়া, অপরাহ্নে দুগ্ধ ও ঘৃতসহ অন্ন ভোজন করিলে, দ্বাদশদিনে শ্রবণ-শক্তি, চব্বিশদিনে স্মৃতিশক্তি, ছত্রিশদিনে শ্রুতিধর এবং আটচল্লিশ দিনে সর্ব্বপাপনাশ, দৃষ্টিশক্তির তীক্ষ্ণতা ও শতবর্ষ পরমায়ুঃ হইয়া থাকে। অন্যান্য বচও ২ দুইপল দুগ্ধসহ পাক করিয়া, পূর্ব্বোক্ত নিয়মে পান করিলে, পূর্ব্ববৎ ফললাভ হয়। বচের সহিত শতবার ঘৃত পাক করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় একদ্রোণ (৬৪ চৌষট্টি সের) পর্য্যন্ত পান করিলে, পাঁচশত বৎসর পরমায়ুঃ হয় এবং গলগণ্ড, অপচী, শ্লীপদ ও স্বরভেদ বিনষ্ট হইয়া যায়।

বেলের ছালচূর্ণ ও বিল্বমূলের ক্বাথ দুগ্ধের সহিত পান করিলে, আয়ুর্ব্বৃদ্ধি এবং রসায়ন হইয়া থাকে। বচ, স্বর্ণভস্ম ও বিল্বমূল, এই তিন পদার্থের চূর্ণ ঘৃতসহ লেহন করাইলে, মেধাবৃদ্ধি, আয়ুর্ব্বৃদ্ধি, আরোগ্য, সৌভাগ্য ও পুষ্টি হইয়া থাকে। ১২॥০ সাড়েবার সের বাসকমূলের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া, সেই ক্বাথসহ যথাবিধি তিলতৈল পাক করিবে। সেই তিলতৈল পান করিলে, মেধা ও আয়ুঃ বর্দ্ধিত হয়। ১২॥০ সাড়েবার সের যব কুট্টিত করিয়া, সেই যবে ভক্ষ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিবে, এবং পিপুল ও মধুর সহিত তাহা ভক্ষণ করিবে; ইহাদ্বারা অনায়াসে শাস্ত্রাভ্যাস করিবার শক্তি জন্মে। মধু, আমলকীচূর্ণ ও স্বর্ণভস্ম, এই তিনটী দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে, মৃত্যু-কারক রোগ হইতেও মুক্তিলাভ করা যায়। পদ্ম ও নীলোৎপলের ক্বাথ এবং যষ্টিমধুর কল্কের সহিত গব্যঘৃত পাক করিয়া, সেই ঘৃতের সহিত স্বর্ণভস্ম সেবন করিলে, এবং তৎপরে পদ্ম ও নীলোৎপলের ক্বাথসহ দুগ্ধ পাক করিয়া সেই দুগ্ধ অনুপান করিলে, অলক্ষ্মীনাশ, আয়ুর্ব্বৃদ্ধি ও সৌভাগ্য হইয়া থাকে।

সাধারণ নিয়ম।—রসায়ন ঔষধ সেবনের পূর্ব্বে অথর্ব্ববেদ-বিহিত মন্ত্র ও ত্রিপাদ গায় পাঠপূর্ব্বক শতবার বা সহস্রবার আহুতি-প্রদান, এবং তৎপূর্ব্বে বমন-বিরেচনাদি দ্বারা দেহ সংশোধন ও নিবাত-গৃহে অবস্থান করা আবশ্যক। নিষ্ঠাবান্ ও সংযত হইয়া ঔষধ সেবন না করিলে, ঔষধের সম্পূর্ণ সুফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

স্বাস্থ্যবৃত্ত-বিধি।

প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করিয়া মল-মূত্র পরিত্যাগ করিতে হইবে। তৎপরে দন্তধাবন কর্ত্তব্য। কষায়, মধুর, তিক্ত ও কটুরসের মধ্যে যে রস যে ঋতুতে উপযোগী, সেই রসবিশিষ্ট কাষ্ঠদ্বারা দন্তধাবন প্রশস্ত। দন্তকাষ্ঠ, দ্বাদশাঙ্গুল দীর্ঘ, কনিষ্ঠাঙ্গুলির ন্যায় স্থূল, সরল, গ্রন্থিশূন্য, অবুগ্নগ্রন্থি, অক্ষত, প্রশস্ত ভূমিজাত ও প্রত্যগ্র হওয়া আবশ্যক। ত্রিকটু, ত্রিসুগন্ধি (এলাচ, তেজপত্র ও দারুচিনি), ও গজপিপুলের চূর্ণ—মধু, সৈন্ধব ও তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া, দন্তকাষ্ঠের কুর্চ্চদ্বারা তাহা দন্তে ঘর্ষণ করিলে, মুখের দুর্গন্ধ, মল ও শ্লেষ্মা দূরীভূত হইয়া, মুখের বিশদতা, অন্নে রুচি ও মনের প্রসন্নতা জন্মে। গল, তালু, ওষ্ঠ ও জিহ্বারোগে, মুখপাকে, শ্বাস, কাস, হিক্কা ও বমি-রোগে, এবং দুর্ব্বল, অজীর্ণরোগী, মূর্চ্ছাগ্রস্ত, শিরোরোগী, তৃষ্ণার্ত্ত, শ্রান্ত, মদ্যপান-ক্লান্ত, অর্দ্দিতরোগাক্রান্ত, কর্ণরোগী ও দন্তরোগীর দন্তকাষ্ঠদ্বারা দন্ত-ধাবন করা উচিত নহে। দন্তধাবনের পরে জিহ্বা পরিষ্কার করা কর্ত্তব্য। স্বর্ণ, রৌপ্য বা কাষ্ঠনির্ম্মিত, দশ-অঙ্গুলি দীর্ঘ, এবং মৃদু ও মসৃণ জিহ্বানির্লেখন (জিবছোলা) দ্বারা জিহ্বা পরিষ্কার করা উচিত। জিহ্বা পরিষ্কার করিলে, মুখের বিরসতা, দুর্গন্ধ, শোথ ও জড়তা বিনষ্ট হয়। তৎপরে মুখে তৈলাদি স্নেহপদার্থের গণ্ডূষ ধারণ করিতে হইবে। তাহাতে দন্তের দৃঢ়তা ও অন্নে রুচি জন্মে।

মুখপ্রক্ষালনের পরে নেত্রে অঞ্জনপ্রদান কর্ত্তব্য। অঞ্জনকার্য্যে সিন্ধুনদজাত নির্ম্মল স্রোতোঽঞ্জন প্রশস্ত। তাহাদ্বারা নেত্রের দাহ, কণ্ডূ, মল, দৃষ্টিমণ্ডলের ক্লেদ ও বেদনা নষ্ট হয়, নেত্রে শীতাতপ সহ্য হয় এবং নেত্রে কোনরূপ রোগ জন্মিতে পারে না। কিন্তু ভোজনের পরে, মস্তক ধৌত করিয়া, শ্রান্ত হইয়া, রাত্রি-জাগরণ করিয়া এবং জ্বর হইলে, অঞ্জন দেওয়া উচিত নহে।

অতঃপর ব্যায়াম করা আবশ্যক। ব্যায়ামদ্বারা শরীরের পুষ্টি ও কান্তি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সুগঠন, অগ্নির দীপ্তি, আলস্যনাশ, দেহের দৃঢ়তা ও লঘুতা এবং শ্রান্তি, ক্লান্তি ও স্থূলতা বিনষ্ট হয়। বয়স, বল, শরীর, দেহ, কাল ও আহার,—এই-সমস্ত বিবেচনা করিয়া, অর্দ্ধশ্রান্তি পর্য্যন্ত ব্যায়াম করা উচিত। অতিরিক্ত ব্যায়াম করিলে, ক্ষয়, অরুচি, বমি, রক্তপিত্ত, ভ্রম, ক্লান্তি, কাস, শোষ, জ্বর ও শ্বাসরোগ উৎপন্ন হয়। রক্তপিত্ত, শোষ, শ্বাস ও ক্ষত-রোগার্ত্ত ব্যক্তি, কৃশব্যক্তি, স্ত্রীসঙ্গমে ক্ষীণব্যক্তি এবং ভ্রমার্ত্ত ব্যক্তি ব্যায়াম পরিত্যাগ করিবে। ভোজনের পরেও ব্যায়াম অনুচিত। ব্যায়ামের পরে সুখমর্দ্দন ও উদ্বর্ত্তন দ্বারা বায়ু, কফ ও মেদের নাশ হয়, অঙ্গ দৃঢ় হয় এবং ত্বক্ নির্ম্মল হয়।

স্নানের পূর্ব্বে সর্ব্বাঙ্গে তৈলাভ্যঙ্গ কর্ত্তব্য; মস্তকে তৈলাভ্যঙ্গ করিলে, শিরোরোগ নষ্ট হয়; কেশ কোমল, দীর্ঘ, ঘন, স্নিগ্ধ ও কৃষ্ণবর্ণ হয়; মস্তক সন্তর্পিত হয়; ইন্দ্রিয়সকল প্রসন্ন হয় এবং শূন্যপ্রায় মস্তকের পূরণ হইয়া থাকে। সর্ব্বশরীরে তৈলাভ্যঙ্গ করিলে, দেহ কোমল হয়, বায়ু ও কফের শমতা হয়, ধাতুসমূহের পুষ্টি হয় এবং ত্বকের চিক্কণতা ও বল-বর্ণের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। পদ-তলে অভ্যঙ্গ করিলে নিদ্রা, চক্ষুর উপকার, শ্রান্তির ও জড়তার নাশ এবং পদচর্ম্ম মৃদু হয়। তৈলদ্বারা কর্ণপূরণ করিলে, হনু, মন্যা, মস্তক ও কর্ণের বেদনা নিবারিত হয়। কিন্তু তরুণ-জ্বরে, অজীর্ণে এবং বমন, বিরেচন ও নিরূহণের পরে সেই দিনেই তৈলাভ্যঙ্গ করিলে, বিবিধ অনিষ্ট হইয়া থাকে।

অভ্যঙ্গের পর স্নান করিতে হয়। স্নান করিলে চিত্ত প্রফুল্ল হয়, মলনাশ হয়, ইন্দ্রিয়সমূহ বিশোধিত হয়, রক্ত পরিষ্কৃত হয়, জঠরাগ্নি উদ্দীপিত হয়, পুংস্ত্ব বর্দ্ধিত হয়, তন্দ্রা নষ্ট হয় এবং পাপ দূরীভূত হয়। শীতকালে উষ্ণ জলে ও উষ্ণকালে শীতল-জলে স্নান বিধেয়; যেহেতু শীতকালে শীতল-জলে স্নান করিলে, শ্লেষ্মা ও বায়ুর প্রকোপ এবং উষ্ণকালে উষ্ণজলে স্নান করিলে, পিত্ত ও রক্তের

প্রকোপ হইয়া থাকে। কিন্তু উষ্ণজলে শিরঃস্নান চক্ষুর অনিষ্টকর। তবে শ্লেষ্মা ও বায়ুর প্রকোপে ব্যাধির বলাবল বিবেচনা করিয়া, উষ্ণ জলে শিরঃস্নান করা যাইতে পারে। অতিসার, জ্বর, কর্ণশূল, বায়ুরোগ, আধ্মান ও অজীর্ণ-রোগে এবং ভোজনের পরে স্নান করা উচিত নহে। স্নানের পর গাত্রে চন্দনাদি অনুলেপন, পুষ্প, বস্ত্র ও রত্নধারণ, এবং কেশ প্রসাধন কর্ত্তব্য। গাত্রে চন্দনাদি অনুলেপন করিলে, বল, বর্ণ, প্রীতি, ওজঃ ও সৌভাগ্য বর্দ্ধিত হয়, এবং স্বেদ, দুর্গন্ধ, বিবর্ণতা ও শ্রান্তি নষ্ট হয়। মুখে অনুলেপন করিলে, চক্ষু দৃঢ় এবং গণ্ড-স্থল ও বদন পীন ও কমনীয় হয়। বিশেষতঃ ইহাদ্বারা ব্যঙ্গ-পিড়কাদি বিনষ্ট হইয়া থাকে। পুষ্প, বস্ত্র ও রত্নধারণ করিলে, রক্ষোগ্রহনাশ, ওজোবৃদ্ধি, সৌভাগ্য, এবং প্রীতিবর্দ্ধন হয়। কেশ-প্রসাধন করিলে অর্থাৎ চিরুণীদ্বারা চুল আঁচড়াইলে, কেশের উৎকর্ষ হয়, এবং ধূলি, মল ও উকুনাদি অপগত হইয়া যায়।

অতঃপর দেবতা, অতিথি ও ব্রাহ্মণগণের পূজা করিয়া আহার করিবে। হিতকর দ্রব্য পরিমিত-মাত্রায় আহার করা উচিত। আহারদ্বারা প্রীতি ও বল বর্দ্ধিত হয়, দেহ পুষ্ট হয়, এবং আয়ুঃ, তেজ, উৎসাহ, স্মৃতি, ওজঃ ও অগ্নির বৃদ্ধি হইয়া থাকে। আহারের পর কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম আবশ্যক। অপরাহ্নে চংক্রমণ অর্থাৎ পায়চালি হিতকর। চংক্রমণ করিলে, আয়ুঃ, বল, মেধা ও অগ্নি বর্দ্ধিত হয়, এবং ইন্দ্রিয়সমূহের জড়তা বিনষ্ট হয়। ভ্রমণকালে পাদুকা, ছত্র, দণ্ড ও উষ্ণীষ ধারণ কর্ত্তব্য। পাদুকা ধারণ করিলে, পাদ-রোগের নাশ, শুক্রবৃদ্ধি, প্রীতি, ওজোবৃদ্ধি হইয়া থাকে, এবং গমনে আরাম পাওয়া যায়। বিনা পাদুকায় ভ্রমণ করিলে, স্বাস্থ্যহানি, আয়ুঃক্ষয় ও চক্ষুর উপঘাত হইয়া থাকে। ছত্রধারণে বর্ষা, বায়ু, ধূলি, রৌদ্র ও হিমাদির নিবারণ, বর্ণের উজ্জ্বলতা, চক্ষুর জ্যোতিঃ ও ওজঃপদার্থের বৃদ্ধি হয়; দণ্ডধারণ দ্বারা বল, স্থৈর্য্য ও ধৈর্য্য বর্দ্ধিত হয়। উষ্ণীষ (পাগড়ী) ধারণ করিলে, দেহের পবিত্রতা, কেশের সৌন্দর্য্য, এবং বায়ু, আতপ ও ধূলির নিবারণ হইয়া থাকে।

রাত্রিকালে পরিমিত মাত্রায় উপযুক্ত সময়ে নিদ্রা সেবন করিলে বল, বর্ণ, পুষ্টি, উৎসাহ ও অগ্নি বর্দ্ধিত ও তন্দ্রা দূর হয়, এবং ধাতুর সমতা হইয়া থাকে

সদ্‌বৃত্ত।—লোম ও নখ ঘন ঘন ছেদন করিবে। উপযুক্তকালে হিত, মধুর ও পরিমিত কথা কহিবে। পরিচিত ও আত্মীয় ব্যক্তির সহিত দেখা হইলে,

অগ্রে সম্ভাষণ করিবে। প্রাণিগণের উপকারী হইবে। গুরুজনের ও বৃদ্ধগণের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইবে। কাহারও প্রতি বিদ্বেষবাক্য বা মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করিবে না। দেবতা, ব্রাহ্মণ ও পিতৃগণের নিন্দা করিবে না। মুখের ফুৎকার দ্বারা অগ্নি জ্বালিবে না। অনুপযুক্তস্থানে বা প্রকাশ্যভাবে মল-মূত্র ত্যাগ করিবে না। মল-মূত্রের উপস্থিত বেগ ধারণ করিবে না। সভাস্থলে জৃম্ভা, উদ্গার, হাঁচি ও দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিবে না। গুরুজনের নিকটে উচ্চ আসনে বসিবে না। স্তম্ভাদিতে ঠেস দিয়া উপবেশন করিবে না। উৎকটুক (উবু) হইয়া কিংবা রুদ্র আসনে বসাও উচিত নহে। বিষমভাবে গ্রীবাদেশ রাখিবে না। গাত্র, নখ ও মুখাদি বাজাইবে না। অকারণে কাষ্ঠ, লোষ্ট্র, তৃণাদি অভিহনন করিবে না বা ভাঙ্গিবে না। জলে আত্ম-প্রতিবিম্ব দর্শন করিবে না। উলঙ্গ হইয়া জলে প্রবেশ করিবে না। দ্যূতক্রীড়া করিবে না। অধিক মদ্যপান করিবে না। মস্তকদ্বারা ভার-বহন করিবে না। অন্যের জামিন বা সাক্ষী হইবে না। গীতবাদ্যাদিতে আসক্তি রাখিবে না। অন্যের ব্যবহৃত বস্ত্র, মাল্য ও পাদুকাদি ব্যবহার করিবে না। নিদ্রা, জাগরণ, শয়ন, উপবেশন, ভ্রমণ, যান, হাস্য, কথন, মৈথুন ও ব্যায়ামাদি কোন বিষয়েরই অতিসেবা করিবে না। হিতকর আহার অভ্যাস করিবে। ভগ্নপাত্রে বা অঞ্জলি-পুটে জল পান করিবে না। বহুজনস্পৃষ্ট অন্ন বা পণিকের (হোটেল ওয়ালার) অন্ন ভোজন করিবে না। হস্ত-পদাদি ধৌত না করিয়া আহার করিবে না। দিবা-রাত্রির সন্ধিসময়ে অর্থাৎ প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে, এবং সময় অতীত করিয়া ও নিরাসনে বসিয়া আহার করিবে না।

অধিক স্ত্রীসঙ্গম করিবে না। গ্রীষ্মকালে পনরদিন অন্তরে এবং অন্যান্য ঋতুতে তিন দিন অন্তর স্ত্রীসঙ্গম বিধেয়। রজস্বলা, অকামা, মলিনা, অপ্রিয়া, উচ্চবর্ণা, বয়োজ্যেষ্ঠা, হীনাঙ্গী, ব্যাধিপীড়িতা, গর্ভিণী, যোনিরোগগ্রস্তা, সগোত্রা, গুরু-পত্নী, অগম্যা ও প্রব্রজিতা রমণীতে গমন করিবে না। প্রাতঃকালে, অর্দ্ধ-রাত্রে, মধ্যদিনে, এবং লজ্জাবহ, অনাবৃত বা কলুষিত স্থানে স্ত্রীসঙ্গম করিবে না। রমণকালে ললাটদেশ অনাবৃত রাখিবে না। ঊর্দ্ধভাবে (দাঁড়াইয়া) অথবা চিৎ হইয়া পুরুষের সঙ্গম করা উচিত নহে। তির্য্যগ্‌ যোনিতে বা যোনি ভিন্ন অন্য ছিদ্রে মৈথুন করিলে বিবিধ অনিষ্ট হইয়া থাকে। মলবেগে অথবা মূত্রবেগে

পীড়িত হইয়া স্ত্রীসহবাস করিলে, শুক্রাশ্মরী রোগ (পাথুরি) উৎপন্ন হয়। স্ত্রী-সঙ্গমের পরে মধুর ভক্ষ্যদ্রব্য, শর্করামিশ্রিত দুগ্ধ ও মাংসরস প্রভৃতি দ্রব্যের পান ভোজন, এবং স্নান, ব্যজন ও নিদ্রা বিশেষ উপকারী।

ঋতুচর্য্যা।—বর্ষাকালে মানবগণের শরীর ক্লিন্ন হয় ও অগ্নি মন্দ হয়। তজ্জন্য বাতাদি দোষও প্রকুপিত হইয়া উঠে। অতএব তৎকালে দোষের নির্হরণ জন্য, কষায়-তিক্ত ও কটুরস-বিশিষ্ট অদ্রব, অনতিস্নিগ্ধ, অনতিরুক্ষ, উষ্ণ ও অগ্নিবর্দ্ধক অন্নভোজন করিবে। জল উত্তপ্ত করিয়া শীতল হইলে, অল্পমাত্রায় পান করিবে। অধিক ব্যায়াম, মৈথুন, আতপ, হিম, দিবানিদ্রা পরিত্যাগ করিবে। ভূবাষ্পের পরিহার জন্য দ্বিতলগৃহে বা খট্বাদিতে স্থূলবস্ত্রাবৃত হইয়া শয়ন করিবে।

শরৎকালে কষায়, মধুর ও তিক্তরস, দুগ্ধজাত দ্রব্য, ইক্ষুরসজাত দ্রব্য, মধু, শালিতণ্ডুল, মুদ্গাদির যূষ ও জাঙ্গল-মাংসরস ভোজন করিবে। নির্ম্মল জল পান করিবে। জলে সন্তরণ, সন্ধ্যাকালে চন্দ্রকিরণ সেবন, গাত্রে চন্দনাদির অনুলেপন ও অধিবাসন ক্রিয়া হিতকর। তিক্ত-ঘৃত পান, রক্তমোক্ষণ ও বিরেচন-ক্রিয়া-দ্বারা সঞ্চিত পিত্তের নির্হরণ করা আবশ্যক। পিত্তনাশক দ্রব্যসমূহের সেবন কর্ত্তব্য। তীক্ষ্ণ, অম্ল, উষ্ণ ও ক্ষারদ্রব্য ভোজন এবং দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, ও আতপসেবন পরিত্যাগ করিতে হইবে।

হেমন্ত ও শিশির কাল শীতল এবং রুক্ষ। এইসময়ে সূর্য্যতেজ মৃদু হয়, বায়ু প্রবল ও প্রকুপিত হইয়া এবং শীতস্পর্শে জঠরাগ্নি পিণ্ডীভূত হইয়া দেহস্থ রসধাতুর শোষণ করিতে থাকে। সুতরাং হেমন্তকালে স্নিগ্ধ অর্থাৎ ঘৃত তৈলান্বিত খাদ্য, এবং লবণ, ক্ষার, তিক্ত, মধুর ও কটুরস-বহুল ভোজ্য ভোজন করিবে। তিল, মাষকলায়, শাক, দধি, ইক্ষুজাত দ্রব্য, পুরাতন বা নূতন শালি তণ্ডুল এবং সকলপ্রকার মাংস প্রভৃতি বলকর খাদ্যসমূহ ভোজন করিতে পারা যায়। উষ্ণজল পান ও উষ্ণজলে স্নান হিতকর। হেমন্ত ও শীতকালে যথেচ্ছ-ভাবে অধিক স্ত্রীসহবাসেও বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। এইসময়ে শৈত্যহেতু মানবগণের শরীর শীতবিষ্টব্ধ হয়, সুতরাং তাহাদের শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইতে থাকে।

বসন্তকালে সেই শ্লেষ্মা উষ্ণস্পর্শে কুপিত হইয়া উঠে। সেইজন্য তৎকালে অম্ল, মধুর ও লবণরসবিশিষ্ট এবং স্নিগ্ধ ও গুরুপাক-দ্রব্যভোজন ত্যাগ করা আবশ্যক। বমনাদি-ক্রিয়াদ্বারা শ্লেষ্ম নির্হরণ প্রয়োজন। ষষ্টিক-ধান্যের ও যবের

অন্ন, শীতবীর্য্য দ্রব্য, মুগের যূষ, নীবার ও কোদ্রব ধান্যের অন্ন, লাবাদি-বিষ্কির-পক্ষীর মাংসরস, এবং পটোল, নিম, বেগুণ, তিক্ত, কটু, ক্ষার, কষায়, রুক্ষ ও উষ্ণদ্রব্য ভোজন, মধ্বাসব, অরিষ্ট, মাধ্বীক, সীধু ও আসব পান; ব্যায়াম, নেত্রাঞ্জন, তীক্ষ্ণ-ধূমপান ও কবলধারণ এবং ঈষদুষ্ণ জলে স্নান ও সেই জলপান বসন্তকালে হিতকর। উপবনে ভ্রমণ ও স্ত্রীসঙ্গম করিলে উপকার হইয়া থাকে।

গ্রীষ্মকালে ব্যায়াম, পরিশ্রম, উষ্ণসেবা, মৈথুন, শোষণকারক অন্ন, এবং কটু, অম্ল ও লবণরসবিশিষ্ট ভোজ্য ভোজন পরিত্যাগ করিবে। সরোবর ও নদী প্রভৃতিতে স্নান, মনোরম কাননে ভ্রমণ, চন্দনাদি অনুলেপন, কমল ও উৎপলাদির মাল্য বা মুক্তা প্রভৃতির হার ধারণ, তালবৃন্তের বায়ুসেবন, শীতলগৃহে বাস এবং লঘু বস্ত্র পরিধান কর্ত্তব্য। সুগন্ধি ও সুশীতল শর্করাপানক বা খণ্ডপানক (খাঁড়-গুড়ের পানা) ও শর্করামিশ্রিত মন্থ পান; এবং ঘৃতমিশ্রিত শীতল, মধুর ও দ্রব-প্রায় পদার্থ ভোজন হিতকর। স্নিগ্ধ দুগ্ধ চিনিমিশ্রিত করিয়া, তাহার সহিত রাত্রিকালে ভোজন করিবে; এবং হর্ম্ম্যের উপর (ছাদে) প্রস্ফুটিত কুসুমাকীর্ণ শয্যায় চন্দনলিপ্ত শরীরে শয়ন করিয়া সুখস্পর্শ সমীরণ সেবন করিবে।

প্রাবৃট্‌কালে মধুর, অম্ল ও লবণ রস সেবন করা আবশ্যক। ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ ও মাংসরস, তৈল, ঘৃত এবং বৃংহণ ও অভিষ্যন্দী দ্রব্য হিতকর। গ্রীষ্মের সঞ্চিত বায়ু এইকালে কুপিত হয়; এজন্য বায়ুনাশক দ্রব্য ব্যবহার করিয়া বায়ুর শান্তি করা উচিত। নদীর জল, রুক্ষদ্রব্য, উষ্ণদ্রব্য, উদমন্থ, আতপ, ব্যায়াম, দিবা-নিদ্রা ও মৈথুন—এইসমস্ত এইকালে বর্জ্জনীয়। পুরাতন যব, গোধূম এবং শালি ও ষষ্টিকধান্যের অন্ন ভোজন করিবে; এবং নিবাতগৃহের মধ্যে কোমল-শয্যায় শয়ন করিবে। বৃষ্টিজল এইকালে অনিষ্টজনক; যেহেতু বৃষ্টিজলের সহিত সবিষ জীবের মল-মূত্রাদি এইকালে মিশ্রিত হইয়া যায়। বর্ষাকালের অন্যান্য হিতকর-বিষয়সমূহও এইসময়ে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

এই অধ্যায়োক্ত যাবতীয় সদ্‌বৃত্ত এবং ঋতুচর্য্যা প্রভৃতির যথাযথ আচরণ করিলে, মানবগণ, অনিয়মজনিত ও ঋতুজনিত উৎকট ব্যাধির আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়া, সুস্থদেহে দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারে।

সম্পূর্ণ।

বৈদ্যক-শব্দসিন্ধু

অর্থাৎ

আয়ুর্ব্বেদীয় সুবৃহৎ সংস্কৃত অভিধান।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

(পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত।)

আয়ুর্ব্বেদোক্ত সমস্ত দুর্ব্বোধ শব্দের সরলার্থ, সকল দ্রব্যের বাঙ্গালা, হিন্দী, ইংরেজি, ল্যাটিন, তেলেগু, তামিল, মহারাষ্ট্রীয় প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় নাম এবং দ্রব্যের গুণাদি পরিচয়প্রকাশক এমন সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ পুস্তক আর দ্বিতীয় নাই।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা সংস্কৃত-কলেজের ভূতপূর্ব্ব পুস্তকাধ্যক্ষ স্বর্গীয় উমেশ চন্দ্র গুপ্ত মহাশয় এই পুস্তক সঙ্কলন করিয়া, আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রের একটী বিশেষ অভাব পূরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ ইহার অল্পদিন পরেই তিনি লোকান্তর গমন করায় এই পুস্তকের পুনর্মুদ্রণাশা বিলুপ্ত হইয়াছিল। সুতরাং সাধারণের নিকট পুনর্ব্বার সেই অভাবই অনিবার্য্য হইয়া উঠিতেছিল। কৃতবিদ্য বঙ্গীয় চিকিৎসকসম্প্রদায় বর্ত্তমান থাকিতে, এইরূপ নিতান্ত প্রয়োজনীয় পুস্তকখানি বিলুপ্ত হইলে, তাহা বাঙ্গালীমাত্রেরই কলঙ্কের বিষয় হইত সন্দেহ নাই। এইজন্য আমি স্বর্গীয় উমেশবাবুর পুত্রগণের নিকট হইতে এই পুস্তকের সমুদায় স্বত্ব ক্রয় করিয়া ইহা পুনর্মুদ্রিত করিয়াছি। বলা বাহুল্য যে, এবার ইহা অধিকতর সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে আমি যত্নের ত্রুটী করি নাই। উমেশবাবুর অনবধান বশতঃ যে সকল শব্দ এবং প্রত্যেক দ্রব্যের পর্য্যায়াদি প্রথমবার পরিত্যক্ত হইয়াছিল, এই সংস্করণে সেই সমস্ত বিষয়ও সন্নিবেশিত করায় পুস্তকের আকার পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বর্দ্ধিত হইয়াছে। পূর্ব্বে এই পুস্তক ১০৲ দশ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইত। গ্রন্থবিক্রয় আমার ব্যবসায় নহে। এইজন্য ইহার বিক্রয়দ্বারা কোনরূপ লাভের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া, কেবল ব্যয়মাত্রসংগ্রহের জন্য এই পুস্তকের অর্দ্ধমূল্য অর্থাৎ ৫৲ পাঁচ টাকা মাত্র মূল্য নির্দ্ধারণ করিলাম। আশা করি, সকলেই এখন এই পুস্তক অনায়াসে সংগ্রহ করিয়া, আয়ুর্ব্বেদ-আলোচনার অসুবিধা দূর করিতে পারিবেন। তাহা হইলেই, আমারও সমুদায় যত্ন, শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হইবে। ডাকে লইলে, ইহার মাশুলাদি ১৵০ আঠার আনা অধিক দিতে হইবে।

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।